

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জন্মতঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্ত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

# শ্রীমদ্ভাগবতম্

নবমস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিহ্নিলাস-  
প্রভুপাদ-শ্রীমন্ত্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠাকুরেণ বিরচিতেন  
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতানুবাদ-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-  
বিরূপাক্ষক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-  
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিষ্ণুনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরকৃত-  
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া  
তথা

শ্রীহৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাঙ্কজেন শিষ্যেণ  
শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-  
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়্যঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীমন্ত্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-  
বিশ্বপাদস্য অধস্তনে বর্ত্তমানাচার্য্যেণ  
ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমন্ত্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১৩ শ্রীগোরাঙ্গে

নদীয়া, শ্রীধামমায়্যাপুর, ঈশোদ্যানস্থিত “শ্রীচৈতন্যবাণী”-ইত্যাক্ষ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-  
শ্রীমন্ত্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

## শ্রীশ্রীগুরুপূৰ্ণিমা

২৯ বামন, ৫১৩ শ্রীগৌরাঙ্গ  
১১ শ্রাবণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ  
২৮ জুলাই, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

### —প্ৰাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
ঐশোদ্যান, পোঃ শ্রীমান্নাপুর-৭৪১৩১৩  
জেলা-নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
গ্ৰ্যাণ্ড রোড  
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িশ্যা)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড  
কলিকাতা-৭০০০২৬

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
পল্টন বাজার  
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (অসম)

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
মথুরা রোড, পোঃ বন্দাবন-২৮১১২১  
জেলা-মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ  
শ্রীজগন্নাথ মন্দির  
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (হিপুরা)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ  
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (অসম)

## বিজ্ঞপ্তি

‘শ্রীমত্তাগবতং পুরাণমমলং যদৈক্যবানং প্রিয়ং  
যচ্চিম্নু পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।  
তত্ত্ব জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈকস্ম্যাবিকৃতং  
তচ্ছৃণ্বন সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুক্তেমরঃ ॥’

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্ব-  
নাথ চক্রবর্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমত্তাগবতের  
অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ,  
পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে  
অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত  
হইবেন হ্রিদভিঙ্গামী শ্রীমত্তক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট  
সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমত্তাগবত নবমস্কন্ধও  
শ্রীশ্রীগুরুপুণিমা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমত্তাগবত নবম  
স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে হ্রিদভিঙ্গামী শ্রীমত্তক্তিবৈভব অরণ্য মহা-  
রাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন  
করিয়াছেন। আশাকরি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায়  
শ্রীমত্তাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুপুণিমা

২৯ বামন, ৫১৩ শ্রীগোরাঙ্গ  
১১ শ্রাবণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ  
২৮ জুলাই, ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস  
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।  
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥  
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত' ।  
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ।  
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥  
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে ।  
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥  
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয় ।  
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত ।  
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩



# নবম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

## প্রথম অধ্যায়

১-১০

বৈবস্বতমনুর বংশবিস্তার বর্ণন, মনুকন্যা ইলার পুরুষদেহলাভ ও পুনরায় স্ত্রীত্বপ্রাপ্তির পর সোমরাজ-তনয় বৃধকে পতিত্ব বরণ, মহাদেবের কৃপায় ইলার একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুংস্তুলাভ এবং পুরুরবার হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্বক বনগমন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

১১-১৯

বৈবস্বতমনুর পুত্রার্থে ভগবদারাদনা ও পুত্রলাভ, মনুপুত্র পৃষথের ব্যাঘ্রভ্রমে গাভীহত্যা এবং বশিষ্ঠ-শাপে শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি ও ভগবদারাদনা, কল্কম্বাদি পঞ্চ মনুপুত্রের বংশবিস্তার বর্ণন।

## তৃতীয় অধ্যায়

১৯-২৮

মনুপুত্র শর্য্যাতির সূকন্যা নান্দী দহিতার আখ্যান, শর্য্যাতির বংশবিবরণ ও ককুদ্বিতনয়া রেবতীর বৃত্তান্ত।

## চতুর্থ অধ্যায়

২৮-৫৩

মনুর পৌত্র নাভাগ এবং অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান, অম্বরীষগৃহে দুর্বাসার আগমন ও ক্রোধ, সুদর্শনচক্র-ভয়ে দুর্বাসার পলায়ন, দুর্বাসার নারায়ণ-সমীপে গমন ও ভগবানের ভক্তমাহাত্ম্য কীর্তন।

## পঞ্চম অধ্যায়

৫৪-৬৩

অম্বরীষের সুদর্শন-স্তব, দুর্বাসার প্রতি সুদর্শনের কৃপা এবং পুত্রগণের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্বক অম্বরীষের বনগমন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

৬৩-৭৮

অম্বরীষের বংশবৃত্তান্ত, মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র লাভ, বিকুক্ষির 'শশাদ' নাম ধারণ এবং শশাদ হইতে মাক্কাতা পর্যন্ত বংশপরিচয়, মাক্কাতৃতনয়্যাপতি সৌভরি ঋষির উপাখ্যান।

## সপ্তম অধ্যায়

৭৮-৮৬

মাক্কাতার বংশপরিচয়, ত্রিশঙ্কুর বিপ্রকন্যাহরণ-দোষে চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি, বিশ্বামিত্র ও দেবতাগণের প্রভাবে তদীয় অবস্থা, ত্রিশঙ্কুপুত্র হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান, বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের কলহ, হরিশ্চন্দ্রপুত্র রোহিতের বিবরণ, হরিশ্চন্দ্রের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তি।

## অষ্টম অধ্যায়

৮৬-৯৫

রোহিতবংশবর্ণনক্রমে তদ্বংশোদ্ভব সগররাজার উপাখ্যান, সগরপুত্রগণের অবনীতল খনন, কপিল-দেবকে অশ্বাপহর্তারূপে স্থির করিবার দুর্বুদ্ধি করায় সগরসন্তানগণের নিধনপ্রাপ্তি, অংশুমান্ ও কপিলের বৃত্তান্ত, অংশুমানের হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্বক সগরের উত্তমা গতি লাভ।

## নবম অধ্যায়

৯৫-১০৯

অংশুমানের বংশ বর্ণন, ভগীরথের গঙ্গানয়ন ও তাঁহার বংশ বৃত্তান্ত এবং কল্মাষপাদ ও খট্রাজ রাজার উপাখ্যান।

## দশম অধ্যায়

১১০-১২৮

খট্রাজ রাজার বংশ নিরূপণ, শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও তচ্চরিত্র বর্ণন।

## একাদশ অধ্যায়

১২৯-১৪০

শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞারম্ভ, শ্রীসীতাদেবীর নির্বাসন, লবকুশের জন্ম, শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকট্য, লীলা প্রয়োজনীয়তা ও অধ্যায়-ফলশ্রুতি।

## দ্বাদশ অধ্যায়

১৪০-১৪৪

শ্রীরামতনয় কুশ ও ইক্ষ্বাকুপুত্র শশাদেবের বংশ বিবরণ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৪৪-১৫১

নিমির যজ্ঞারম্ভ ও বশিষ্ঠকে ঋত্বিক পদে বরণা-ভিলাষ, বশিষ্ঠের অস্বীকার, বশিষ্ঠ ও নিমি পরস্পরের অভিসম্পাতে পরস্পরের দেহনিপাত, বশিষ্ঠের পুনর্জন্ম, জনকের উৎপত্তি ও তদ্বংশ বর্ণন।

## চতুর্দশ অধ্যায়

১৫২-১৬৬

চন্দ্রের বৃহস্পতি-পত্নী তারা-অপহরণ, ব্রহ্মা কর্তৃক তারার উদ্ধার, বৃধের জন্ম, পুরুরবার উৎপত্তি ও উর্বশীর সঙ্গলাভ, উর্বশীর পুরুরবাকে ত্যাগ, পুরুরবার উর্বশী-প্রাপ্তির নিমিত্ত গন্ধর্বোপাসনা, এবং কন্দ্রকাণ্ডীয় বেদভ্রমের আবির্ভাব।

## পঞ্চদশ অধ্যায়

১৬৭-১৭৭

পুরুরবার বংশ-বর্ণন, জমদগ্নির উৎপত্তি, তৎপুত্র রামের কার্তবীর্য্যাজ্জুন-সংহার ও পৃথিবীকে নিঃ-ক্ষত্রিয়করণ।

**ষোড়শ অধ্যায়** ১৭৭-১৮৮  
পরশুরামের জননী ও দ্রাতৃহত্যা, কান্তবীৰ্য্য  
পুত্রগণের জমদগ্নি-বিনাশ, পরশুরামের একবিংশতি-  
বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণ, জমদগ্নির সপ্তমিত্বলাভ,  
বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি ও তদ্বংশস্বত্বাভ্যাস ।

**সপ্তদশ অধ্যায়** ১৮৯-১৯৩  
পুরুষোত্তমের জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর বংশবিবরণ ।

**অষ্টাদশ অধ্যায়** ১৯৩-২০৮  
নহমের সপ্তপুত্রপ্রাপ্তি, যযাতির উপাখ্যান, শর্মিষ্ঠা  
ও দেবযানির কলহ, দেবযানির সহিত যযাতির  
বিবাহ, যযাতির জরাপ্রাপ্তি ও পুত্রের যৌবনত্ব  
গ্রহণ ।

**উনবিংশ অধ্যায়** ২০৮-২১৮  
যযাতির বিষয়ভোগে নির্বেদভাব, রূপকভাবে  
ছাগীর উপাখ্যান বর্ণন এবং বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্বক  
ভগবন্তজ্ঞান ।

**বিংশ অধ্যায়** ২১৯-২৩০  
যযাতিপুত্র পুরুষোত্তম বংশবিবরণ, দুঃশাস্ত্রাজের  
উপাখ্যান এবং ভরদ্বাজের উৎপত্তি বিবরণ ।

**একবিংশ অধ্যায়** ২৩০-২৪০  
দুঃশাস্ত্রপুত্র ভরতের বংশবিবরণ, ভগবন্তজ্ঞান রক্ষা-  
দেবের কীর্ত্তি এবং ক্ষত্রিয় গর্গ-পুত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ ।

**দ্বাবিংশ অধ্যায়** ২৪১-২৫২  
দিবোদাসের বংশ নিরূপণ, দ্রৌপদী ও ধৃষ্ট-  
দ্যাম্নের উৎপত্তি, কুরুজন্ম ও বংশ বিবরণ, শান্ত-  
নুর উপাখ্যান, বেদব্যাসের আবির্ভাব, কৌরব ও  
পাণ্ডব বংশবিবরণ এবং মাগধবংশ নিরূপণ ।

**ত্রয়োবিংশ অধ্যায়** ২৫৩-২৬২  
অনু, দ্রুপদ, দুর্বাসা ও যদুর বংশবিবরণ এবং  
ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান ।

**চতুর্বিংশ অধ্যায়** ২৬২-২৭৯  
বিদর্ভের পুত্রগণের বংশ নিরূপণ এবং ভগবান  
রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ।



## নবম-স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী

অধ্যায়	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক	অধ্যায়	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
প্রথম	৪২	১-১০	ত্রয়োদশ	২৭	১৪৪-১৫১
দ্বিতীয়	৩৬	১১-১৯	চতুর্দশ	৪৯	১৫২-১৬৬
তৃতীয়	৩৬	১৯-২৮	পঞ্চদশ	৪১	১৬৭-১৭৭
চতুর্থ	৭১	২৮-৫৩	ষোড়শ	৩৭	১৭৭-১৮৮
পঞ্চম	২৮	৫৪-৬৩	সপ্তদশ	১৭	১৮৯-১৯৩
ষষ্ঠ	৫৫	৬৩-৭৮	অষ্টাদশ	৫১	১৯৩-২০৮
সপ্তম	২৬	৭৮-৮৬	উনবিংশ	২৯	২০৮-২১৮
অষ্টম	৩০	৮৬-৯৫	বিংশ	৩৯	২১৯-২৩০
নবম	৫০	৯৫-১০৯	একবিংশ	৩৬	২৩০-২৪০
দশম	৫৫	১১০-১২৮	দ্বাবিংশ	৪৯	২৪১-২৫২
একাদশ	৩৬	১২৯-১৪০	ত্রয়োবিংশ	৩৮	২৫৩-২৬২
দ্বাদশ	১৬	১৪০-১৪৪	চতুর্বিংশ	৬৭	২৬২-২৭৯



## নবম-স্কন্ধের কথাজার

মহারাজ পরীক্ষিতের অভিপ্রায়ানুসারে মন্বন্তর বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বৈবস্বত মনুর বংশ কীর্তন করিতেছেন। ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, মরীচির অধস্তনসূত্রে শ্রাদ্ধদেব মনু, যিনি বর্ত্তমান মন্বন্তরে বৈবস্বত মনু। মনু পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেন, কিন্তু পত্নীর বাসনা-ক্রমে ইলা-নাম্নী কন্যা জন্মে। মনু তাহাতে প্রীত না হওয়ায় বশিষ্ঠের কৃপায় ইলার সুদ্যুম্ন নামক পুংস্তু প্রাপ্তি হয়। সুদ্যুম্ন ঘটনাক্রমে সুকুমার-বনে প্রবেশ করায় মহাদেবের তদ্বনে প্রবেশকারী ব্যক্তির স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি-অভিশাপবশতঃ অনুচরবর্গ সহিত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন এবং বৃধকে পতিত্বে বরণ করিয়া পুরুরবা নামক পুত্র লাভ করেন। পুনর্বীর বশিষ্ঠের কৃপায় মহাদেবের বরে সুদ্যুম্ন একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুংস্তু লাভ করেন এবং রাজ্য পালন ও তিন পুত্র লাভানন্তর পুরুরবাকে রাজ্য সমর্পণপূর্বক বনে গমন করেন।

সুদ্যুম্নের বনগমনানন্তর বৈবস্বত মনু ভগবদারা-ধনায় দশটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে পৃষধু গুরু কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজিতে ঋজুহস্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র গোশালা হইতে একটী গাভীকে লইয়া গলায়ন করিতে থাকিলে পৃষধু তদনুধাবন করিয়া ব্যাঘ্র সন্নিধানে উপস্থিত হন, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাঘ্রদ্রমে গাভীটীকে হত্যা করায় গুরুর অভিশাপে শূদ্রকূলে উদ্ভূত হন এবং যোগমিশ্রা-ভক্তি দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। মনুর পৌত্র করাষ হইতে কারাষ নামক ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয়। মনুর ষাণ্ট নামক পুত্র হইতে উদ্ভূত ক্ষত্রিয় পুত্রগণ স্বভাবানুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুপুত্র নরিষান্ত হইতে শৌর্য-পরম্পরায় উদ্ভূত অগ্নিবেশ্য হইতে ব্রাহ্মণকূলের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনুপুত্র শর্য্যাতি নিজ কন্যা সুকন্যা সহ চ্যবন মুনির আশ্রমে গমন করিলে সুকন্যা তথায় বল্মীক-গর্ত্তে দুইটী জ্যোতির্ময় পদার্থ দেখিতে পাইয়া দৈব-প্রেরণাবশতঃ উহাদিগকে কণ্টকবিদ্ধ করেন, বিদ্ধ

হইবামাত্র জ্যোতিঃ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং তৎকালে অনুচরসহ শর্য্যাতির মলমূত্র নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অবশেষে বহু শ্রমবশতী এবং সুকন্যাকে চ্যবন হস্তে সম্প্রদান করিয়া বিপন্ন হন। রক্ত চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করাইবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের কৃপায় যৌবনত্ব প্রাপ্ত হন। শর্য্যাতির পৌত্র রেবত স্বীয় কন্যা রেবতীকে বলদেব হস্তে সমর্পণ করেন।

মনুপুত্র নভগ হইতে উৎপন্ন নাভাগের দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি জন্য তদীয় ভ্রাতৃবর্গ পৈতৃকধন বণ্টন করিয়া লইয়া নাভাগকে বঞ্চিত করেন। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতৃসমীপে ভ্রাতৃগণের প্রত্যারণার কথা নিবেদন করিলে পিতা নভগ নাভাগকে অগ্নির গোত্রীয় মুনিগণের যজ্ঞে বৈশ্যদেব সূক্ত পাঠ করিতে উপদেশ করেন। ঋষিগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ধন নাভাগকে প্রদান পূর্বক স্বর্গে গমন করিলে মহাদেব নাভাগকে পরীক্ষার্থ ধনগ্রহণে বাধা দেন, কিন্তু নাভাগের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধনসমূহ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া অস্তিত হন।

নাভাগ হইতে পরম ভাগবত অম্বরীষের আবির্ভাব। মহারাজ অম্বরীষ অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেও উহা নশ্বর ও অধোগতির কারণ জানিয়া যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি ধন, জন, স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের শ্রবণকীর্তনাদিতে রত থাকিতেন।

একদিন দ্বাদশীর উপবাসান্তে অম্বরীষ পারণায় উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে দুর্বাসা অম্বরীষ-গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপনার্থ কালিন্দীতটে গমন করেন, তথায় ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দুর্বাসা সত্ত্বর প্রত্যাগমন না করায় পারণ সময় অতীত হইতে দেখিয়া অম্বরীষ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শমত জলমাত্র গ্রহণ করিয়া ব্রত রক্ষা করেন; দুর্বাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক ক্রোধবশে স্বীয় জটা দ্বারা এক কালাগ্নিতুল্যা কৃত্য নিস্রাণ করিয়া অম্বরীষকে ভস্মীভূত করিতে

চেষ্টা করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের রক্ষার্থ সুদর্শন চক্রকে প্রেরণ করেন। চক্র কৃত্যনল ধ্বংস করিয়া দুর্বাসাকে আক্রমণ করিলে দুর্বাসা পৃথিবীর সর্বত্র এমন কি ব্রহ্মলোক, শিবলোক পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও কাহারও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে নারায়ণ বৈষ্ণবাপরাধীকে ক্ষমা না করিয়া নিজের ভক্তাধীনতা ও বৈষ্ণবসমীপে কৃতাপরাধের নিস্তার সেই বৈষ্ণবের কৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে জানাইয়া দুর্বাসাকে অম্বরীষের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ করিলেন।

দুর্বাসা অম্বরীষের চরণযুগল ধারণ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা চাহিলে অম্বরীষ লজ্জিত হইয়া সুদর্শনের স্তব করিয়া দুর্বাসাকে বিপদমুক্ত করেন। দুর্বাসা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অম্বরীষের গৃহে ভোজন করিলে দুর্বাসার প্রত্যাগমন-অপেক্ষায় সম্বৎসরকাল অভুক্তাবস্থায় অবস্থিত অম্বরীষ ভোজন করিলেন।

অম্বরীষের তিন পুত্রের মধ্যে বিরূপ তনয় পৃষ-দম্বের সন্তান রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান হওয়ায় তৎপ্রার্থিত হইয়া মহর্ষি অজিরা রথীতর পত্নীর গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র মধ্যে বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয় দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের সহায়তা করিয়া ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ নামে অভিহিত হন। পুরঞ্জয়ের বংশানু-ক্রমে অনেনা, পৃথু, বিশ্বগন্ধি, চন্দ্র, যমুনাশ্ব, শ্রাবস্ত, রুহদশ্ব, কুবলয়াশ্ব। ইনি ধুকু নামক অসুরকে বধ করিয়া ধুকুমার নামে বিখ্যাত হন। ধুকুমারের শৌর্য-পরম্পরায় যুবনাশ্ব জন্মগ্রহণ করেন। ইহার একশত ভাৰ্য্যা সকলেই নিঃসন্তান হওয়ায় অরণ্যে গমনপূর্বক ঋষিগণের দ্বারা পুত্রার্থ যজ্ঞ করেন। একদিন রাজা তৃষার্ত হইয়া মুনিগণ কর্তৃক রক্ষিত তাঁহারই পুত্রোৎপত্তি কারণোদক পান করিয়া ফেলেন এবং তৎফলে তাঁহারই গর্ভোৎপত্তি হইয়া যথাসময়ে দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র স্তন্যপানার্থ রোহুদ্যমান হইলে ইন্দ্র স্বীয় তর্জ্জনী প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম মাক্কাতা। মাক্কাতার প্রতাপে দস্যুগণ সন্ত্রস্ত হইত বলিয়া তাঁহার নাম 'ব্রসদস্যু'। তাঁহার তিন পুত্র ও পঞ্চাশৎ কন্যা।

কন্যাগণ সকলেই সৌভরি ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন। সৌভরি যমুনাঞ্জে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা-রত থাকিলে মৎস্যের মৈথুন জন্য আনন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া মৈথুনে অভিজানী হন এবং মাক্কাতার নিকট তনয়ার প্রার্থনা জানাইলে তাঁহার যোগবলে অভিনব রূপ দর্শন করিয়া সকল কন্যাগণই তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করেন। কিছুকাল গ্রাম্যসুখ ভোগ করিয়া ভগবদ্বিস্মৃতি জন্য অনুতাপ ও বানপ্রস্থ অবলম্বন-পূর্বক সৌভরি কঠোর তপস্যা দ্বারা আধ্যাত্মিক গতি লাভ করেন।

মাক্কাতার পুত্র পুরুকুৎস, তাঁহার অধস্তনসূত্রে ত্রিশঙ্কু। তিনি বিপ্রকন্যা-হরণদোষে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বামিত্রপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া দেবগণপ্রভাবে অধঃপতিত হইতে হইতে বিশ্বামিত্র কর্তৃক আকাশে স্তম্ভিত হন। ত্রিশঙ্কুপুত্র হরিশ্চন্দ্র, ইহার অনুষ্ঠিত রাজসূয়-যজ্ঞে বিশ্বামিত্র কৌশলে সর্বস্ব অপহরণ করেন বলিয়া বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের কলহ হয়। হরিশ্চন্দ্র বরুণের কৃপায় রোহিত নামক পুত্র লাভ করেন এবং সেই পুত্র দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব করার ফলে উদরী-রোগগ্রস্ত হন। পরে রোহিত কর্তৃক আনীত অজী-গর্ভের পুত্র শুনঃশেফকে নরমেধ যজ্ঞে বরুণকে উৎসর্গ করিয়া রোগমুক্ত হন।

রোহিতের সপ্তম অধঃস্তন বাহকের কোন পত্নী গর্ভবতী হইলে বাহকের দেহত্যাগ হয়। অন্যান্য সপত্নীগণ গর্ভ নষ্ট করিবার বাসনায় অম্লসহ 'গর' অর্থাৎ বিষ প্রদান করে। তাহাতে ঔর্ব ঋষিপ্রভাবে গরসহিত পুত্র প্রসব হওয়ায় সগর নামে বিখ্যাত হন। সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়া ইন্দ্র পাতালে কপিলপ্রমে উহাকে রক্ষা করেন। সগরপুত্রগণ অশ্বানুসন্ধানে অবনীতল খনন করিতে করিতে পাতালে কপিলদেবসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকেই অশ্বাপহারক স্থির করিবার দুর্বুদ্ধিফলে স্ব-স্ব শরীরায়িত্তেজে ভস্মীভূত হন। তাঁহাদের কৃত খাতই পরে সাগরে পরিণত হয়। অনন্তর সগর পৌত্র অংশুমান কপিল সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার কৃপায় অশ্ব ও সগরপুত্রগণের সদৃশতিলান্তের উপদেশ

লাভ করেন। অংশুমান ও তৎপুত্র দিলীপ কপিলের উপদেশে গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হওয়ায় দিলীপের পুত্র ভগীরথ দীর্ঘকাল তপস্যাদ্বারা গঙ্গাদেবীকে তুষ্ট করিলে গঙ্গাদেবী ভগীরথের প্রার্থনায় ভূতলে অবতরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু কে তাঁহার বেগধারণে সমর্থ হইবে এবং মর্ত্যলোকে পাপিগণ তাঁহাতে স্নান দ্বারা পাপ ক্ষালন করিলে সেই পাপ প্রক্ষালনের উপায়ই বা কি হইবে—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে ভগীরথ বৈষ্ণবপ্রবর মহাদেব তাঁহার বেগধারণ করিবেন এবং ভগবন্তের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার পাপরাশি বিদূরিত হইবে। এই কথা দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন। গঙ্গাদেবীকে সগর সন্তানগণের ভস্মীভূত স্থানে লইয়া গেলে তাঁহারা বিধোত কন্মষ হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ভগীরথের প্রপৌত্র অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ নলের সখা। ঋতুপর্ণের প্রপৌত্র সৌদাস নিজ কৰ্ম্মদোষে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন এবং রতিকীড়া-সক্ত কোন ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া তৎপত্নী কর্তৃক অভিষপ্ত হন যে মৈথুনকালে তাঁহার মৃত্যু হইবে। দ্বাদশ বৎসরান্তে রাক্ষসত্বমুক্ত হইয়া বিপ্রপত্নীর শাপের ফলে কিছুকাল নিঃসন্তান থাকিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের দ্বারা স্বীয় পত্নীর গর্ভাধান করেন এবং অশ্বক নামক পুত্র লাভ করেন। অশ্বকের পুত্র বালিক নারীগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পরশুরামের কোপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় বংশের মূল পুরুষ হইয়াছিলেন। ইহার প্রপৌত্র বিশ্বসহের পুত্র মহারাজ ঋতাজ। ইনি দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের পক্ষ হইয়া অসুর বিজয় করিলে দেবগণ বরপ্রদানের অভিলাষ করেন। তিনি তাঁহাদের প্রদত্ত বর উপেক্ষা করিয়া দেবগণের ক্রপায় মুহূর্ত্তমাত্র স্বীয় পরমায়ু-কাল জানিতে পারিয়া অনিত্য বিষয়ের আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনে চিত্ত নিবিশ্ট করিলেন।

ঋতাজপুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, রঘুর পৌত্র দশরথ। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রযজ্ঞে মারীচ রাক্ষস বধ, হরধনু ভঙ্গ, সীতার পাণিগ্রহণ, লক্ষণ ও সীতাদেবী-সহ বনগমন, রাবণ কর্তৃক সীতাদেবী অপহৃতা হইলে সমুদ্রবন্ধনপূর্ব্বক লক্ষ্য গমন ও রাবণ

বধাদি লীলা প্রদর্শন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে বশিষ্ঠ কর্তৃক তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়।

শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিজের সমুদয় পাণ্ডিবে ঐশ্বর্য্য হোতা ও আচার্য্যগণকে দান করিলে তাঁহারা সমস্ত বস্তুই প্রত্যর্পণপূর্ব্বক স্তব করিয়া বলিলেন যে তিনি যখন তাঁহাদের অজ্ঞান-তিমির-রাশি দূর করিয়া থাকেন তখন আর তাঁহার অদেয় কি আছে? অতঃপর ভগবান্ রামচন্দ্র রাজ্যস্থ প্রজা-বৃন্দের চিত্তবৃত্তি অবগত হইবার ইচ্ছায় গুপ্তভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে সীতা দেবীর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে লোকচক্ষে ত্যাগ করিবার অভিনয় করিলেন। সীতাদেবী বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়া লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করিলেন এবং বাল্মীকির নিকট তনয়দ্বয় রক্ষা করিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র ব্রহ্মোদশ সহস্র বৎসর অগ্নিহোত্রানু-ষ্ঠানপূর্ব্বক প্রপঞ্চাতীত ধামে গমন করেন।

ইক্ষাকুপুত্র নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে ঋত্বিক কৰ্ম্মে বরণ করিতে অভিলাষী হইলে বশিষ্ঠ তৎপূর্ব্বই ইন্দ্রযজ্ঞে রূত হইয়াছিলেন বলিয়া নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু নিমি জীবন অনিত্য জানিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অন্য ঋত্বিকের সাহায্যে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে বশিষ্ঠ নিমির দেহ নিপাত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। নিমিও জ্বল্ক হইয়া বশিষ্ঠকে তদ্রূপ অভিসম্পাত করেন। তাহাতে উভয়েরই শরীর পতন হয়। বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ঋত্বিকগণ নিমির যজ্ঞ সমাপ্তির পর যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত দেবগণের নিকট নিমির পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলে জড় দেহের হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব জানিয়া নিমি অনিচ্ছুক হওয়ায় মহর্ষিগণ নিমির দেহ মছন করেন, তাহাতে বিদেহরাজ জনকের উৎপত্তি হয়।

ব্রহ্মার পুত্র অগ্নির তনয় সোম সুরগুরু বৃহস্পতির কন্যা তারাকে অপহরণপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভে বৃধ নামক পুত্র উৎপাদন করে। তাহার ফলে দেবাসুরে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অবশেষে ব্রহ্মা তারাকে উদ্ধার করিয়া বৃহস্পতিকে প্রত্যর্পণ করিলে সমরানল শান্ত হয়। বৃধ হইতে পুরুরবার উৎপত্তি হয়। উর্ব্বশী

ইহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কিছুকাল তৎসহ অবস্থান করিবার পর প্রস্থান করিলে পুরুরবা উন্নতপ্রায় হইয়া পুনরায় একরাত্রের নিমিত্ত উর্বশীর সাক্ষাৎলাভ করেন এবং পুরুরবার উর্বশীর ভাবী বিরহাশঙ্কা উপস্থিত হইলে উর্বশী তাঁহাকে গন্ধর্বদিগের উপাসনা করিতে বলেন। পুরুরবার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া গন্ধর্বগণ তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করেন। পুরুরবা ঐ অগ্নিস্থালীকেই উর্বশী মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রম দূর হওয়ায় অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ পূর্বক উর্বশীর ধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার চিত্তে কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বেদগ্রন্থের আবির্ভাব হয়। পুরুরবা উর্বশীর গর্ভে ছয় পুত্র উৎপাদন করেন; তন্মধ্যে বিজয় নামক পুত্রের বংশে জহ্নুমুনি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি গণ্ডুষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন। জহ্নুর পৌত্র কুশাম্বু হইতে গাধি জন্মগ্রহণ করেন। ঋচিকমুনি গাধির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র জমদগ্নি হইতে রাম কামধেনু-অপহরণকারী কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনকে বিনাশ ও একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।

জমদগ্নিপত্নী রেণুকা বারি আনয়নার্থ গঙ্গায় গমন করিয়া অঙ্গরাগগনসহ ক্রীড়াসত্ত্ব গন্ধর্বরাজের প্রতি স্পৃহাবতী হওয়ার ফলে জমদগ্নির আদেশে রাম কর্ত্তক নিহত হন, পরে রামের অনুরোধে জমদগ্নির প্রভাবে রেণুকার পুনর্জীবন লাভ হয়। পিতৃবিদ্বেষটীর প্রতিশোধ গ্রহণমানসে কার্ত্তবীৰ্য্যপুত্রগণ রামের অনুপস্থিতিকালে ধ্যানরত জমদগ্নিকে বিনষ্ট করে। পরশুরাম পিতৃবিনাশ-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীৰ্য্যপুত্রগণকে বিনাশ করেন, তাহাতে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। পরে পিতৃদেহে মস্তক যোজিত করিয়া রাম বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করিলে জমদগ্নি স্বশরীর লাভ করিয়া সপ্তমিমণ্ডলে সপ্তম ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। রাম আগামী মন্বন্তরে বেদপ্রবর্তক হইবেন।

গাধির বংশে বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি। ইনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে আনীত শুনঃশেফ প্রজাপতিগণের রূপায় শাপমুক্ত হইয়া গাধিবংশে দেবরাত নামে বিখ্যাত হন।

পুরুরবার বংশে আয়ুর পুত্র দ্যুম্ন হইতে জাত

অলক বহুদিন যাবৎ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অলকের অধস্তন রাজি দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন।

রাজা নহষ ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্ট ব্যবহার করায় অগস্ত্যাদি ঋষিগণের অভিসম্পাতে সপর্ষ্যোনি প্রাপ্ত হন ও তৎপুত্র যযাতি রাজা হন। তিনি শর্মিষ্ঠা কর্ত্তক কূপে নিষ্কিণ্ড গুণ্ডাচার্য্যকন্যা দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে ঐ কন্যা কর্ত্তক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। কোন সময়ে দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা, সখীগণ ও দেবযানী সহ জনকীড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাদেব ও পার্বতীকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তীরে উঠিয়া স্ব-স্ব পরিধেয় গ্রহণকালে শর্মিষ্ঠা ভ্রমবশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করিয়া ফেলেন। তাহাতে দেবযানী ক্রুদ্ধ হইয়া শর্মিষ্ঠাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপে নিষ্কপ করিয়া প্রস্থান করেন। দৈবযোগে তৎস্থানে সমাগত যযাতির রূপায় কূপ হইতে উখিত হইয়া দেবযানী যযাতিকে পতিত্বে বরণ করেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক পিতৃসন্নিধানে শর্মিষ্ঠার ব্যবহার জ্ঞাপন করেন। গুণ্ডাচার্য্য বৃষপর্ব্বার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে বৃষপর্ব্বা স্ববস্ত্রতির দ্বারা গুণ্ডাচার্য্যকে সন্তুষ্ট করেন এবং গুরুর আদেশমত শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসী-রূপে প্রদান করেন। দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে লইয়া যযাতির গৃহে গমন করেন। দেবযানী পুত্রবতী হইলে পুত্রলিপ্সাবশে শর্মিষ্ঠাও ঋতুকালে যযাতির সঙ্গ প্রার্থনা করেন। শর্মিষ্ঠাকে অন্তর্বত্তী জানিয়া দেবযানী ঈর্ষাবশতঃ পিতার নিকট অভিযোগ করিলে গুণ্ডাচার্য্য যযাতিকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। পরে যযাতির অনুরোধে অন্যের যৌবন সহ স্বীয় বার্কক্য বিনিময়ের শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন।

বহুকাল বিষয় ভোগ করিয়া যযাতি ভোগের অনিত্যত্ব উপলব্ধিপূর্বক পত্নীর নিকট স্বীয় আচরণানুরূপ ছাগের রূপক ইতিহাস বর্ণন করিলেন এবং বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক ভগবন্তজনের দ্বারা পরমা গতি লাভ করিলেন।



যযাতিতনয় পুরুর বংশে দুহন্ত জন্মগ্রহণ করেন। দুহন্ত যুগ্মায় গমন করিয়া বিশ্বামিত্রতনয়া শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। মেনকা শকুন্তলাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া গেলে মহর্ষি কন্ব তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। রাজা দুহন্ত শকুন্তলার গর্ভোৎপাদন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। যথাকালে শকুন্তলা এক পুত্র প্রসব করিলে রাজার সমীপে নীতা ও তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হন, পরে দৈববাণীর আদেশে দুহন্ত তাঁহাকে অঙ্গীকার করেন।

দুহন্তের পুত্র ভরত পিতৃবিয়োগের পর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহু যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ও ব্রাহ্মণকে ধন দান করেন। ভরত নিঃসন্তান হওয়ায় রুহস্পতি কর্তৃক তদীয় ভ্রাতৃপত্নী মমতার গর্ভে উৎপাদিত ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ভরদ্বাজের অধঃস্তন-সূত্রে জাত রুদ্ভিদেব সর্বভূতে ভগবন্তাব দর্শন করিতেন এবং কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি নিজ আহাৰ্য্য অনেকে প্রদান করিয়া অনশনে দিনযাপন করিতেন। কোন সময়ে জলমাত্র পান করিয়া তিনি ৪৮ দিন অতিবাহিত করেন; পরে যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত ভোজ্যগ্রহণকালে কোন অতিথি আগমন করিলে স্থায়ী আহাৰ্য্য অতিথিকে প্রদান করিয়া জল পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে কোন পিপাসাতুর অতিথি আগমন করেন; তাহাকে জলটুকুও প্রদান করিয়া ভগবন্তের সহিষ্ণুতাগুণের পরিচয় প্রদান করেন। ভগবান্ ভক্তের মহিমা প্রদর্শনচ্ছলে এই লীলার অভিনয় করিয়া অবশেষে তাঁহাকে অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকার প্রদান করেন।

ভরদ্বাজবংশীয় গর্গ ক্ষত্রিয় হইলেও তৎপুত্র শিনি হইতে গার্গ্যব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতে শৌর্য-পরম্পরায় মুদগল হইতে মৌদগল্য-ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি। মুদগলের কন্যা অহল্যা হইতে জাত গৌতমের প্রপৌত্র—কূপ। দ্রোণাচার্য্য ইহার তৃতীয় কুপীকে বিবাহ করেন।

মুদগল-পুত্র দিবোদাসের বংশে দ্রুপদের জন্ম হয়। তাঁহারই পুত্র—ধৃষ্টদ্যাম্ন ও কন্যা দ্রৌপদী।

শিনির বংশধর অজমীত্বের পৌত্র কুরু। কুরু হইতে শৌর্যপরম্পরায় প্রতীপ, তৎপুত্র শান্তনু ও দেবাপি। শান্তনু কনিষ্ঠ হইয়া পিতৃরাজ্য গ্রহণ করার ফলে দ্বাদশ বর্ষ অনারুণি হইলে ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে জ্যেষ্ঠ দেবাপিকে রাজ্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু দেবাপি মন্ত্রীগণের ষড়যন্ত্রে রাজাপদের অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হইলে শান্তনু পুনরায় রাজা হন এবং অনারুণি দূর হয়। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্ম এবং দাসকন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামক দুই পুত্র উৎপাদিত হন। দাস-কন্যার কানীন-পুত্র ব্যাসদেব। ইনি পরমশুভ্য ভাগবতরহস্য শ্রীশুকদেবকে প্রদান করেন। শ্রীব্যাসদেব বিচিত্র-বীৰ্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি শতপুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের ঔরসে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা, তাঁহার জন্মেজয়াদি চারি পুত্র।

যযাতিতনয় অনু হইতে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে জাত রোমপাদ, তিনি রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে পালিত কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতি পুত্রগণ হইতে যাদব, মাধব ও রুক্ষি-বংশের উৎপত্তি হয়। যদুর বংশোৎপন্ন বিদর্ভ হইতেই অনমিত্রের বৃষ্ণি নামক পুত্র, তৎপুত্র অঙ্গুর।

বিদর্ভবংশে অন্ধকের বংশানুক্রমে আছক। তাঁহার দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। বসুদেব দেবকের সাত কন্যাকে বিবাহ করেন। উগ্রসেনের পুত্র—কংস।

যদুপুত্র ক্রষ্ণটুর বংশে জাত বসুদেব। বসুদেবের ভগিনী পৃথাকে (নামান্তর কুন্তীকে) পাণ্ডুরাজা বিবাহ করেন। ইহার কন্যাকাবস্থায় জাত পুত্র কর্ণ। বসুদেবের দেবকী নাম্নী পত্নীতে ভগবান্ বাসুদেব অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন। বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীতে বলদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল।

# নবম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

( প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি শ্লোকসংখ্যা-জাপক )

অ	কুশবংশবর্ণন	১২১১-১৬	দুর্বাসার ক্রমা-প্রার্থনা	৫১২
অংশুমানের কপিল স্তব ৮।২১-২৬	কৃষ্ণচরিত্রবর্ণনের ফল	২৪১৬২	দুর্বাসার নারায়ণস্তব	৪১৬১-৬২
অগ্নিবৈশ্যামন ব্রাহ্মণকুলের	কৃষ্ণলীলা-বর্ণন	২৪১৫৯-৬১	দুঃশস্ত-শকুন্তলাখ্যান	২০১৭-২২
উৎপত্তি ২।২২	কৃষ্ণের আবির্ভাব	২৪১৫৫	ধ	
অনন্ত-মাহাত্ম্য	কৃষ্ণের আবির্ভাব-কারণ	২৪১৫৬-৬১	ধন্বন্তরির আবির্ভাব	১ ।
অভক্তের তপোবিদ্যা নিরর্থক ৪।৭০	ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ-বৃত্তান্ত	১৭১১-৩০	ধাতট ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি	২১১৭
অম্বরীষোপাখ্যান ৪।১৫, ৫।১-২৮	ক্ষত্রিয়কুলে মৌদগল্যাব্রাহ্মণোৎপত্তি	২১১৩১-৩৩	ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের উৎপত্তি	২২১২৫
অম্বরীষকে ভগবানের সুদর্শন-	ক্ষত্রিয় শুনকপুত্রগণের ঋষিত্ব-প্রাপ্তি	১৭১১-৩	ন	
দান ৪।২৮	ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণবংশোৎপত্তি	২১১১৯-২১	নহষের সর্পযোনি প্রাপ্তি	১৮।৩
অম্বরীষের আবির্ভাব ৪।১৩	ক্ষমাই ব্রাহ্মণের মুখ্য গুণ	১৫১৪০	নাভাগের ধনপ্রাপ্তি	৪।১১
অম্বরীষের দ্বাদশীব্রত-নিষ্ঠা	ক্ষমাগুণে ভগবৎপ্রীতিলভ	১৫১৪০	নাভাগের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ	৪।১০
৪।৩৯-৪১	ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ	৬।৩	নিমির বংশ-বর্ণন	১৩।১২-২৬
অম্বরীষের সুদর্শন-স্তুতি ৫।২-১১	অ		প	
অযোধ্যাবাসিগণের ভক্তগতি	অষ্টাঙ্গোপাখ্যান	১।৪২-৫০	পরশুরামের উপাখ্যান ১৫।১২-৪১,	১৬।১০-২৭
প্রাপ্তি ১১।১২	গ		পরশুরামের ক্ষত্রিয়বংশধ্বংস	১৬।১৮-১৯
আ	গঙ্গার উৎপত্তিস্থান	১।১৪	পরশুরামের মাতৃহত্যা	১৬।৬
আত্মদর্শনে সংসারনাশ	গঙ্গার মহিমা	১।১২-১৪	পুরুষবার জন্ম	২।৩৫
১৯।২০	চ		পৃষথের শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি	১।৯
ই	চন্দ্রবংশবর্ণন	১৪।১১	ব	
ইলার পুরুষত্ব প্রাপ্তি	চেদিবংশবর্ণন	২৪।২	বদ্ধজীবের অবস্থা	৮।২৫
ঋ	জ		বলদেবের আবির্ভাব	২৪।৪৬
ঋচিক মুনির উপাখ্যান ১৫।৫-১১	জড়ৈশ্বর্য্য ভক্তের নিকট তুচ্ছ	৪।১৭	বিধাতার জন্ম	১৪।২
ঐ	জনক বা বিদেহের জন্ম	১৩।১৩	বিশ্বামিত্রের বংশবর্ণন	১৬।২০-৩৬
ঐলবংশ-বর্ণন	জমদগ্নির উপাখ্যান	১৫।১১-৪০, ১৬।১-২৪	বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি	১৬।২৮
১৫।১০-৪	জমদগ্নির বিনাশ	১৬।১১	বিশ্বামিত্রসন্তানগণের শ্লেচ্ছত্বপ্রাপ্তি	১৬।৩৩
ক	ভ		বিশ্বামিত্রের অচিন্ত্যত্ব	৪।৫৭-৫৯
কর্ণের জন্ম	দ		বিশ্বমপিপাসা দুস্ত্যজ্যা	১৯।১৬
২৪।৩৩-৩৫	দিল্ট-বংশ-পরিচয়	২।২৪-৩৬	বৃষ্ণি-বংশ-বর্ণন	২৩।২৯
কর্ণমার্গের উৎপত্তি	দুর্বাসা-অম্বরীষ-সংবাদ	৪।৩৫; ৫।১-২৮	বৃহদ্রথ-বংশ বর্ণন	২৪।৪৯
১৪।৪৯			বৈষ্ণবাপরাধমুক্তির উপায়	৪।৬৯
কামদমনের উপায়				
১৯।১৭				
কামে আত্মানন্দাভাব				
১৯।১৩				
কারাষ ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণত্বলাভ				
২।১৬				
কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনোপাখ্যান				
১৫।১৭-৩৬				
কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন বধ				
১৫।৩৫-৩৬				
কুন্তীর বরলাভ				
২৪।৩১				
কুবেরের জন্ম				
২।৩২				



বৈষ্ণবাপরাধীর পরিণাম ৪১৪৯-৭০	ম	রামের জীসঙ্গি-লীলাভিনয় ১০১১১
ব্রহ্ম-শিবাদির ভগবদধীনতা ৪১৫০-৫৬	মগধ-বংশ-বর্ণন ২২১৪৬-৪৮	রেণুকা ও তৎপুত্রগণের পুনর্জন্মলাভ ১৬৮
ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ৪১৫৩	মনুবংশকীর্তন ২৩১২২	ল
ব্রহ্মার উৎপত্তি ১১৯	মনুকন্যা ইলার জন্ম ১১১৬	লব-কুশের জন্ম ১১১১১
ব্রহ্মার বংশ-বিস্তার ১১১০-১২	মনুপুত্র নরিস্যস্তের বংশ-পরিচয় ২১১৯-২২	লাঙ্গলাগ্রে সীতার আবির্ভাব ১৩১১৮
ভক্তই ভগবৎপ্রিয় ৪১৬৩-৬৪	মনুপুত্র পৃথ্বীর উপাখ্যান ২১৩-১৪	শ
ভক্ত-ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ৪১৬৫, ৬৮	মনুর দশপুত্রের জন্ম ২১২	শান্তনু-উপাখ্যান ২২১১২-১৭
ভক্তাবহেলন-জন্য দুর্ক্যাসার গতি ৪১৪৩-৭০	মহদপরাধে সগরবংশধ্বংস ৮১৯-১১	স
ভক্তের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ ৪১২১-২২	মুক্তিকামীর কর্তব্য ৬১৫১	সত্যযুগের উপাস্য বর্ণ ও মন্ত্র ১৪১৪৮
ভক্তের ভগবদ্বশকারিতা ৪১৬৬	মেধাতিথি বংশে প্রকল্পদ্বিজের উৎপত্তি ২০১৭	সমদর্শনই সুখের মূল ১১১১৫
ভক্তের ভুক্তিমুক্তিতে স্বতঃস্পৃহারাহিত্য ৪১২৪-২৫, ৬৭	যদুবংশ বর্ণন ২৩১২১-২৮	সমুদ্রের রামচন্দ্র-স্তব ১০১১৪-১৫
ভক্তের মহিমা ৫১১৪-১৬	যযাতিবংশ বর্ণন ১৩১১-১২, ১৪-১৯	সাধনভক্তিযোগ ৪১১৮-২০
ভক্তের সেবানুরাগ ৪১৬৭	যযাতির আত্মকাহিনী ১১১২-২৬	সাধুগণ অক্লোথ ৮১১২
ভগবদ্ভক্তের ঐশ্বর্য্যো নিস্পৃহতা ৪১২৫	যযাতির উপাখ্যান ১৮১৩-১৯১২৯	সীতাচরিত্র ১০১৫৫
ভগবান্ শূনাধীশ ১০১১৪	যযাতির দেবমানীকে উপদেশ ১১১১-২৬	সীতার পাতাল প্রবেশ ১১১১৫
ভগবান্ দেবগণের অগম্য ৯১৪৭	র	সীতার বনবাস ১১১১০
ভগবানের দুর্জয়ত্ব ৮১২১-২২	রত্নিদেবোপাখ্যান ২১১২-১৮	সুদর্শনচক্রের কৃত্য-নাশ ৪১৪৮
ভগীরথের গঙ্গানয়ন ৯১২-১	রাবণ বধ ১০১২৩	সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ভগবানেরই অবস্থিতি ১১৮
ভবিষ্যম্ভবন্তরে দেবপ্রবর্তক ১৬১২৫	রামচরিত-শ্রবণের ফল ১১১২৩	সেবাসুখই ভক্তের প্রার্থনীয় ১৩১৯
ভরতোপাখ্যান ২০১১৭-৩৫	রামচন্দ্রের অপ্রকটলীলা ১১১১৯	সেধর-সাংখ্য প্রণয়নকর্তা ৮১১৩
ভীষ্ম ও বেদব্যাসের আবির্ভাব ২২১১৮-২৪	রামচন্দ্রের অভিশেক ১০১৪৮	সৌদাস-উপাখ্যান ৯১২০-৪০
ভোজবংশ-বর্ণন ২৪১১০-১১	রামচন্দ্রের অযোধ্যা-গমন ১০১৩৩	সৌভরি-বৃত্তান্ত ৬১৩৯-৫৫
	রামচন্দ্রের প্রভাব ১০১৫১-৫৩	জীসঙ্গীর পরিণাম ৬১৫২
	রামচন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠান ১১১১-৩	স্বতন্ত্র ভগবানের ভক্তবশ্যতা ৪১৬৩
	রামলীলা-বর্ণন ১০১২-৫৫, ১১১১-৩৫	হ
		হরিই পাপহরণে সমর্থ ৯১৬



# নবম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

( প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জাপক )

অ		অথার্জুনঃ পঞ্চশতেষু	১৫১৩৩	অপীষ্মরাণাং	১১১৭
অংশাংশেন চতুর্থা	১০১২	অথেশমায়ারচিতেষু	৯৮৮	অগৃহ্ণে তনয়ং	১৮৮২
অংশুমন্তমুবাচ	৮১২৭	অদভ্রাতুস্তবান্	৮৮৫	অপ্যভদ্রং ন	৩১৬
অংশুমাংশ চ তপঃ	৯১১	অদাৎ কৰ্ম্মণি	২০১৮	অপ্রজস্য মনোঃ	১১১৩
অংশুমাংশোদিতঃ	৮১১৯	অদ্য নঃ সৰ্ব্বভূতাত্মন্	৮১২৬	অপত্তং নন্তুয়া	১১১৬
অন্তর প্রমুখাঃ	২৮১১৫	অদ্রাক্ষীৎ শ্রুত্যাং	২১৮	অবকীৰ্য্যমানঃ	১০১৩৩
অক্ষয়রত্নাভরণ	৮১২৭	অধমোহশ্রদ্ধয়া	১৮৮৮৮	অবতীর্ণো নিজাংশেন	৩১৩৮
অক্সৌহিনীঃ সপ্তদশ	১৫১৩০	অধারয়দ্রতং	২১১০	অবতীৰ্য্য পরং	১৬১২৭
অক্সৌহিনীনাং	২৮১৫৯	অধৰ্য্যবে প্রতীচীং	১১১২	অবধীদ্বংশিতান্	১৭১১৫
অগ্নিনা প্রজায়া	১৮৮৮৯	অধৰ্য্যবে প্রতীচীং	১৬১২১	অবধীষ্মরদেবং	১৫১৩৮
অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্য	১৫১৩৬	অনন্তচরণাঃ	৯১১৮	অবিদিত্বা সুখং	১৮৮৮০
অগ্রহীদাসনং ব্রাত্রা	১০১৫০	অনন্তর্বাঁসসঃ	৮১৬	অবিধানুগ্ধভাবেন	৩১৮
অঙ্গদশিষ্টকেতুশ্চ	১১১১২	অনন্তাখিল	১১১৩১	অবিদ্রদঙ্গদং	১০৮৮৩
অঙ্গবজ্রকলিঙ্গাদ্যাঃ	২৩১৫	অনমিত্রসুতো	২৮১১৩	অব্যাক্ষ্য শ্রিয়ং	৮১১৫
অঙ্গিরা জনয়ামাস	৬১২	অনন্তবিত্তস্মরণঃ	২৩১২৬	অব্যাহতেন্দ্রিয়োজঃ	১৫১১৮
অচোদয়দ্রাক্ষি	১৫১৩০	অনির্দেশ্যা প্রতর্ক্যেণ	৭১২৬	অব্রক্ষণ্যনুপান্	২০১৩০
অজমীতস্য বংশ্যাঃ	২১১২১	অনুগ্রহস্তম্ভিবৃত্তেঃ	২৮১৫৮	অভবচ্ছান্তনুঃ	২২১১৩
অজমীতাদ্ বৃহদিশুঃ	২১১২২	অনুগ্রহায় ভক্তানাং	২৮১৬১	অভবন্ যোগিনঃ	২১১১৮
অজমীতো দ্বিমিটঃ	২১১২১	অনেনা ইতি	১৭১২	অভিষিচ্যাপ্রজান্	১৯১২৩
অজন্ততো মহারাজঃ	১০১১	অনোঃ সভানরং	২৩১১	অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈঃ	৮১৩১
অজানতা তে	৮১৬২	অন্তর্জলে বারিচর	৬১৫০	অভ্যক্ষিপদ্ যথা	১০৮৮৮
অজানতী পতিং	৩১১৬	অন্তর্বত্তীমুপালক্ষ্য	১৮৮৮০	অভ্যোত্যাভ্যোত্যা	৭১১৯
অজানন্নচ্ছিনোৎ	২১৬	অন্তর্বত্ত্যাং ব্রাতৃপত্ন্যাং	২০১৩৬	অমাদ্যদিল্পঃ সোমেন	২১২৮
অত উদ্ধৃৎ	৯১৩৯	অন্তর্বত্ত্যাগতে	১১১১১	অমোঘং দেবসন্দর্শন্	২৮১৩৮
অতিথিব্রক্ষণঃ কালে	২১১৫	অন্ধকাদুন্দুভিঃ	২৮১২০	অমোঘবীৰ্য্যো	২০১১৭
অতৃপ্তোহস্ম্যদ্য	১৮১৩৭	অন্বজানং স্তুতঃ	৩১২৬	অম্বরীষমুপাবৃত্য	৫১৯
অথ তহি ভবেৎ	১৫১১১	অন্বধাবত দুর্ঘর্ষো	১৫১২৮	অম্বরীষস্য চরিতং	৫১২৮
অথ তামাশ্রম	১১৩৮	অন্বমোদন্ত হৃদ্	২৩১৩৮	অম্বরীষো মহাভাগঃ	৮১১৫
অথ প্রবিষ্টঃ	১১১৩১	অন্বীক্ষ্যস্তৎপ্রভাবেন	৬১৫৫	অস্তসা কেবলেন	৮৮৮০
অথ মগধরাজানো	২২১৮৫	অন্যথা ভূতলং	৯১৮	অস্নং হ্যাত্মাভিচারঃ	৮১৬৯
অথ রাজনি	১৫১২১	অন্যস্যামপি ভার্য্যায়ান্	২২১৮	অজয়দ্ যজ্ঞপুরুষং	১৮৮৮৮
অথাতঃ শ্রুত্যাং	১৮১১	অন্যো চাষ্টকহারীত	১৬১৩৬	অযোধ্যাবাসিনঃ	৮১১৮
অথাশিৎ	১১১২৫	অন্যোভ্যোহবাস্তরদিশঃ	১৬১২২	অরাজকভয়ং নৃণাং	১৩১১২
অথান্যো ভোক্ষ্যমানস্য	২১১৭	অপশ্যৎ স্ত্রিয়ম্	১১২৬	অরিশটনেমিস্তস্যাপি	১৩১২৩
অথাম্বরীষ	৫১২৬	অপশ্যন্ কুর্বাণীম্	১৮১২৬	অর্জুনঃ কৃতবীৰ্য্যস্য	২৩১২৮

অঙ্কুনাচ্ছ তকীর্তিঃ	২২।২৯	আজ্ঞাস্যৈ সপত্নীভিঃ	৮।৪	আহরনভক্ষণং	৪।৪০
অলব্ধনাথঃ স	৪।৫২	আদায় বালগজলীল	১০।৬	আহমিগ্রসহং	৯।১৮
অলকীং সন্ততিঃ	১৭।৮	আদায় মেঘৌ	১৪।৩১	ই	
অশপৎ তান্	১৬।৩৩	আত্মন্যাআনন্	২।১৩	ইক্ষাকুনুগ	১।১২
অশপৎ পততাদ্	১৩।৪	আত্মরত্নমবিজ্ঞান	১৮।১৬	ইক্ষাকুপূর্বজান্	২।২
অশাম্যৎ সর্বতঃ	৫।১২	আত্মমায়্যং বিনা	২৪।৫৭	ইক্ষাকুনাময়ং	১২।১৬
অশ্রোহয়ং নীম্বতাং	৮।২৮	আত্মসন্দর্শনাহলাদ	১০।৩১	ইত্থং গীতানুভাবঃ	৮।২৭
অশ্মকাদালিকৌ	৯।৪১	আত্মানং দর্শয়ন্	১১।২৫	ইত্থং ব্যবস্থয়া	১।৩৯
অষ্টমস্ত তয়োঃ	২৪।৫৫	আত্মানং দর্শয়াক্ষরুঃ	২১।১৫	ইতি তস্যং	২৪।৩৫
অষ্টসপ্ততি	২০।২৬	আত্মানং নাভিজানামি	১৯।১২	ইতি প্রভাষ্য	২১।১৪
অসমঞ্জস আত্মানং	৮।১৫	আত্মানমর্পম্যামাস	১৭।১৩	ইতি পুত্রানুরাগেণ	৭।১৫
অসীমকৃষ্ণস্তস্যাপি	২২।৩৯	আত্মানমুভয়োঃ	১৪।৪৫	ইতি প্রমুদিতঃ	১৮।৪৫
অসোমপোরপি	৩।২৪	আদর্শৈরংগুৈকৈঃ	১১।২৮	ইতি বাক্শায়কৈঃ	১৪।৩০
অস্তাবীং তদ্ধরেঃ	৫।২	আদ্যাদ্ভূতহ্মনাঃ	২৩।১১	ইতি ব্যবসিতৌ	৯।৪৯
অস্তৌ সমাহিতমনাঃ	৮।২০	আনকঃ কণিকায়্যং	২৪।৪৪	ইতি মে কাশমৌ	১৭।১০
অস্তৌষীদাদিপুরুষম্	১।২১	আনীম দত্তা	১৫।৭	ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ	১৮।৩৮
অস্ত্রজানং ক্রিয়াজানং	২২।৩৮	আনুশংস্যপরৌ	১১।২৩	ইতি লোকাৎ	১১।১০
অস্মদ্ধার্য্যং	১৮।১১	আবর্তমানে গাক্ষর্ষে	৩।৩০	ইতি সংস্ববতো	৫।১২
অস্মদ্ধার্য্যং	১৮।১৪	আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ	১৫।১১	ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনঃ	১৭।১৩
অহং বক্ষ্যা	২৩।৩৭	আরব্ধস্তস্য	২৩।১৫	ইন্দ্রিয়ানামমুৎসৃজ্য	১৯।৮
অহং ভক্তপরাধীনো	৪।৬৩	আরভ্য সগ্নং	১৩।১	ইমে অগ্নিরসঃ	৪।৩
অহং ভবো দক্ষঃ	৪।৫৪	আরিরাধয়িষুঃ	৪।২৯	ইমে চ পিতরৌ	৮।২৮
অহং সনৎকুমারশ্চ	৪।৫৭	আরিরাধয়িষুঃ	৯।২৯	ইরাবস্তমূল্যপ্যাং	২২।৩২
অহল্যা কন্যকা	২১।৩৪	আরুহ্য হর্ম্যাগি	১১।৩০	ইন্ড্রায়ামুরবন্ধকাদীন্	২৪।৪৯
অহো অনন্তদাসানাং	৫।১৪	আরোপ্যাক্ষেহভিষিক্তন্তো	১০।৪৭	ইতিটং স্ম বর্তয়াক্ষরু	৬।২৬
অহো অস্য নৃশংসস্য	৪।৪৪	আরোপ্যাক্ষরুহে	১০।৩২	ইত্জা পুরুষম্	২।৩৫
অহো ইমং	৬।৫০	আতিং প্রপদ্যে	২১।১২	ইতাপঃ প্রাশ্য	৪।৪১
অহো জাম্বে তিষ্ঠ	১৪।৩৪	আর্য্যাবর্তমুপদ্রষ্টে	১৬।২২	ইত্যয়ং তৎ	১১।৪
অহো নিরীক্ষ্য	১৮।১১	আশিষশ্চা প্রযুজানঃ	৩।১৯	ইত্যাদিশেটাহভিবন্দ্য	৩।৩৫
অহো রাজন্	৩।৩১	আশিষো যুযুজু	১১।২৯	ইত্যাহ মে পিতা	৪।৯
অহো রূপম্	১৪।২৩	আসঙ্গঃ সারমেয়ঃ	২৪।১৬	ইত্যুক্তস্তন্যতং	১৫।৭
আ		আসিঙ্গমার্গাং	১১।২৬	ইত্যুক্তো জরম্মা	৩।১৪
আগত্য কলসং	১৬।৪	আসীদুপগুরুঃ	১৩।২৪	ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং	৯।৩
আগামিন্যন্তরে	১৬।২৫	আসেবিতং বর্ষপুগান্	১৯।২৪	ইত্যুক্তা স নৃপঃ	৯।৮
আচরন্ গহিতং	৮।১৬	আস্যাং হারবিন্দাক্ষ	২০।১৪	ইত্যুক্তা নাহমো	১৯।২১
আচার্য্যানুগ্রহাৎ	১।৪০	আস্তিতোহভুঙ্ত	৩।২৮	ইত্যুৎসর্জ	১৩।৬
আচার্য্যায় দদৌ	১১।৩	আস্তেহদ্যাপি	১৬।২৬	ইত্যুক্তান্তহিতো	৪।১১
আজীগর্তং সূতান্	১৬।৩০	আহাচ্যুতানন্ত	৪।৬১	ইত্যেতৎ পুণ্যম্	৫।২৭

ঈ	উ	এবং ক্ষিপন	১০১২৩
ঈজেহশ্বমেধৈঃ	৪১২২	উরুক্রিয়ঃ সূতঃ	১২১১০
ঈজে চ যজ্ঞঃ	৬১৩৫	উজ্জ্বকৈতুঃ সনদ্বাজাৎ	১৩১২২
ঈজে মহাভিষেকেন	২০১২৪	ঋ	এবং ক্ষিপন্তীং
ঈশ্বরায় নমশ্চক্ৰু	৬১২৯	ঋজুঃ সম্মর্দনং	এবং গতেহথ
ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং	২১১১৭	ঋত্বিগৃভিরপরৈঃ	এবং গৃহেমু
		ঋতেম্মুস্তস্য	এবং দ্বিতীয়ে
		ঋতেম্মো রস্তিনাবঃ	এবং পরীক্ষিতা
উ		ঋতুপর্ণো নলসখো	এবং বর্ষসহস্রাণি
উক্তস্ততশ্চিহ্নরথঃ	২২১৪০	ঋষয়োহপি তয়োঃ	এবং বসন্ গৃহে
উগ্রসেনদুহিতরো	২৪১২৫	ঋষিমামন্ত্য	এবং বিধানেকগুণঃ
উৎপাদ্য তেষু	২৪১৬৬	ঋষীণাং মণ্ডলে	এবং বৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ
উত্তমঃশ্লোকধূম্যায়	১১১৭	ঋষেবিমোক্ষং	এবং বৃত্তো বনং
উত্তমশ্চিহ্নিতং	১৮১৪৪	ঋক্ষস্তস্য	এবং ব্যবসিতো
উত্তরাঃ কোশলা	১০১৪১	এ	এবং ব্রুবাবণং
উত্তরাপথগোস্তারো	২১১৬	এক এব পুরা	এবং ব্রুবাবণঃ
উত্তম্বুস্তে কুশলিনো	১৬১৮	একতঃ শ্যামকর্ণানাং	এবং উগবতাদিষ্টঃ
উত্তানবহিরানর্ভো	৩১২৭	একদা গিরিশং	এবং ভৃগুমু
উথিতাস্তে নিশম্য	৬১২৮	একদা দানবেন্দ্রস্য	এবং মিত্রসহং
উদক্সেনস্ত তঃ	২১১২৬	একদা প্রাবিশৎ	এবং শত্ৰু
উদামুখা অভিষমুঃ	৮১১০	একদাশ্রমতো	এবং সংকীর্ত্য
উদ্যোগনিমেষাভ্যাং	১৩১১১	একপত্নীব্রতধরো	এবং সদাকর্ম
উপগীয়মানচরিতঃ	১৬১২৬	একশ্চরন্ রহসি	এবং স্ত্রীত্বম্
উপগীয়মানচরিতঃ	১০১৩৩	একস্তপস্যাং	এবমুক্তো দ্বিজৈঃ
উপপন্নমিদং	২০১১৫	একস্যামাঅজাঃ	এবদ্বিধৈঃ সুপুরুষৈঃ
উপব্রজন্ অজীগর্তাৎ	৭১২০	একাং জগ্রাহ	এষ ঈশকৃতো
উপলভ্য মূদা	১৪১৪১	একান্ততত্ত্বিভাবেন	এষ বঃ কুশিকো
উপায়ং কথয়িষ্যামি	৪১৬৯	একান্তিতং গতঃ	এষ বাজিহরঃ
উবাচ তাত	৩১২২	এতৎসক্কল	এষ হি ব্রাহ্মণঃ
উবাচ ব্রহ্মণা	১৪১১৮	এতদ্বৈদিতুম্	এসদস্যুরিতি
উবাচোত্তরতঃ	৪১৬	এতাবুরগকৌ	এ
উরুশ্রবাঃ সূতঃ	২১২০	এতে বৈ মৈথিলা	এণেয়চর্মাস্কর
উর্বশীং মন্যমানঃ	১৪১৪২	এতে বৈশালভূপালাঃ	এণস্য চোর্বশীগর্তাৎ
উর্বশীং মন্ততো	১৪১৪৫	এতে হীক্ষাকুভূপালা	এলোহপি শয়নে
উর্বশীরহিতং	১৪১২৬	এতে ক্ষেত্রপ্রসূতাঃ	ও
উর্বশীলোকং	১৪১৪৭	এবং করুণভাষিণ্যা	ওমিত্যুক্তো
উর্বশ্যা উরণো	১৪১২৭	এবং কৃতশিরঃ স্নানঃ	ও
উশীকস্তৎসূতঃ	২৪১২	এবং কৌশিকগোত্রং	ওর্বেণ জানতা
উশীনরস্তিতিক্ষুঃ	২৩১২		ওর্বেপাদষ্টমার্গেণ
			ওর্বেপাদিষ্টটোষাগেন

ক		কামং প্রযাহি	১০১৫	কুশলব ইতি	১১১১
কং ধাস্যতি	৬৩১	কামঞ্চ দাস্যে	৪১২০	কৃচ্ছ্ প্রাপ্তকুটুম্বস্য	২১৫
কং যান্নাচ্ছরণং	১০১৬	কামোহস্যঃ ক্লিষ্টতাং	১৮১২৭	কৃচ্ছ্ প্রাপ্তকুটুম্বস্য	২১৬
কংসঃ সুনামা	২৪১২৪	কালং বহতিথং	১৯১১১	কৃতং যেন কলং	১৫১১৬
কংসবত্যাং দেব	২৪১৪১	কালং বঞ্চয়তা	৭১১৫	কৃতবাসোশিরঃ	১৫১৩৫
কংসা কংসবতী	২৪১২৫	কালং মহান্তং	৯১১	কৃতদারো জুগোপ	১৮১৪
ককুৎস্থ ইতি	৬১১২	কালসেয়ং পুরোধায়	২২১৩৭	কৃতধ্বজসুতো রাজন্	১৩১২০
ককুদ্দীরেবতীং	৩১২৯	কালাত্যয়ং তং	১৬১৪	কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ	১৩১২০
কচস্য বাহ্পস্পত্যস্য	১৮১২২	কালেনান্নীয়সা	৯১৮	কৃতাগসোহপি যৎ	৫১১৪
কণ্বঃ কুমারস্য	২০১১৮	কালোহিভিষাতঃ	৩১৩২	কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্ষা	২৩১২৩
কথং তমো	৮১১২	কাশ্যঃ কুশো	১৭১৩	কৃতান্ত আসীৎ	৬১১৬
কথং বধং	৯১৩২	কাশ্যস্য কাশিঃ	১৭১৪	কৃতিরাতন্ততঃ	১৩১১৭
কথং মতিস্তে	৩১২১	কিং তদংহো	১৫১১৬	কৃতী হিরণ্যনাভাদৃ	২১১২৮
কথং স ভগবান্	১১১২৪	কিং ন প্রতীক্ষসে	১৮১১৬	কৃতৈষা বিধবা	১০১২৮
কথমর্হতি ধর্মজ	৯১৩০	কিং ন বচসি	১৪১২২	কৃপঃ কুমারঃ	২১১৩৬
কথমেবং গুণো	১১২৮	কিং নিমিত্তো গুরোঃ	৯১১৯	কৃপয়া ভূশসন্তপঃ	২১১১১
কদাচিদ্রেণুকা	১৬১২	কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া	৯১১৩	কৃশাশ্বাৎ সোমদন্তঃ	২১৩৫
কদাচিল্লোকজিতাসুঃ	১১১৮	কিং পুনঃ	৬১৪২	কৃষ্ণে মনঃ	১৯১২৮
কন্যা চোষবতী	২১১৮	কিং স্থিতিকীষিতং	২০১১১	ক্লেয়ং কুহক	২৩১৩৬
কন্যারত্নমিদং	৩১৩৩	কিঞ্চাহং ন	৯১৫	কৈকেয়া ধৃষ্টকেশুঃ	২৪১৩৮
কপিলোহপান্তর	৪১৫৭	কিরাতহৃণান্	২০১৩০	কোহপি ধারয়িতা	৯১৪
কপোতরোমা	২৪১২০	কীর্তন্য মহাভাগ	১১৪	কো ন সেবেত	১৪১২৩
কবিঃ কণীয়ান্	২১১৫	কীর্তিং পরমপুণ্যং	৫১২১	কো নু লোকে	১৮১৪৩
কবির্ভবতি মন্ত্রজঃ	৪১১২	কীর্তিমন্তং সুশেণং	২৪১৫৪	কৌশলাস্তে যযুঃ	১১১২২
করঙ্গমো মহারাজ	২১২৫	কুকুরস্য সূতঃ	২৪১১৯	কৌশল্যা কেশিনং	২৪১৪৮
করন্তিঃ শকুনেঃ	২৪১৫	কুকুরো ভজমানঃ	২৪১১৯	কৃপি সখ্যং	১৪১৩৬
করুণান্নানবাৎ	২১১৬	কৃতঃ সঙ্কল্প	১১১৮	কৃত্যস্য কুন্তিঃ	২৪১৩
করেণুমত্যাং নকুলঃ	২২১৩২	কুতোহপরে তস্য	৮১২১	ক্লিষ্টতাং মে বয়ো	৩১১২
করৌহরেমন্দির	৪১১৮	কুন্তেঃ সখ্যঃ	২৪১৩১	ক্লিষ্টাকলাপৈঃ	৫১২৫
কর্মণা মনসা	৯১৩১	কুন্ত্যপবিদ্ধং	২৩১১৩	ক্লন্তং যৎ	২৩১২৮
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়ানি	২৪১৬০	কুমারো মাতরং	১৪১১২	ক্লন্তবৃদ্ধসুতস্য	১৭১২
কর্ম্মাবদাতমেতৎ	৫১২১	কুর্বা ন্নিড়বিড়াকারং	১৯১৯	ক্লন্তবৃদ্ধান্বয়া	১৭১১৭
কলেবস্তে সূর্যবংশং	১২১৬	কুলং নো বিপ্র	৫১১০	ক্লণার্দ্ধমন্যু	১৮১২৭
কলৌ জনিষ্যমাণানাং	২৪১৬১	কুশধ্বজস্তস্য	১৩১১৯	ক্লণেন মুমুচে	১৯১২৪
কস্যচিৎকথকালস্য	৩১১১	কুশনাভশ্চ চত্বারো	১৫১৪	ক্লময়া রোচতে	১৫১৪০
কস্যান্তুয়ি ন	১৪১২০	কুশস্ত চাতিথিঃ	১২১১	ক্লমাপন্ন মহাভাগং	৪১৭১
কা ত্বং	২০১১১	কুশাৎ প্রতিঃ	১৭১১৬	ক্লমিণামাশু	১৫১৪০
কানীন ইতি	২১২১	কুশাশ্বমেৎস্য প্রত্যাগ্রাঃ	২২১৬	ক্লমাং স্ববিরহব্যাদিং	১০১৩০

ক্লুত্শ্রমো	২১১৩	গৃহাণ দ্রবিশং	৪১২১	জল্লহন্তু তৈগবপুষা	১০১০
ক্লুধার্তো জগৃহে	৯২৬	গৃহীতে হবিষি	১১১৫	জল্লহন্তমনোদরং	৯৪০
ক্লুবতন্ত মনোঃ	৬৪	গৃহীতো লীলয়া	১৫১২২	জল্ল চতুর্দশ	১০১৯
ক্লেন্নেহপ্রজস্য	২২২৫	গৃহীত্বা পাণিনা	১৮১১৯	জজিরে দীর্ঘতমসঃ	২৩১৫
ক্লমকং প্রাপ্য	২২৪৫	গৃহেষু দারেষু	৪১২৭	জজ্ঞে সত্যাহিতো	২২১৭
ক্লমোহথ সূত্রতঃ	২২৪৮	গৃহেষু নানোপবন	৬৪৫	জটানিশ্চ্য	১০৪৮
		গ্রহং গ্রহীষ্যে	৩১১২	জন্মধ্বজঃ শুরসেনঃ	২৩২৭
খ		ঘ		জন্মানা জনকঃ	১৩১৩
খট্ভাঙ্গাদীর্ঘবাহুশ্চ	১০১১	ঘোরমাদাম্	১৫১২৮	জনমেজয়স্তস্য	২৩১২
খড়্গমাদাম্	২১৬	ঘোরো দণ্ডধরঃ	১৫১১০	জনমেজয়স্তাং	২২১৩৬
খনিগ্র প্রমতেঃ	২১২৪	ঘৃতপায়সসংযাবং	২১১৪	জনমেজয়ো হ্যভূৎ	২০১২
খলপানোহস্ততো	২৩১৬	ঘৃতাত্যামিদ্ভিগ্নানি	২০১৫	জনগ্নিম্যসি যং	২৩১৩৭
খাণ্ডিক্যঃ কশ্মতত্ত্বজো	১৩১২১	ঘৃতং মে বীর	১৪১২২	জমদগ্নিরভূৎ	৭১২২
খাদন্ত্যনং বৃকাঃ	১৪১৩৫	ঘ্নতৈনাং পুত্রকাঃ	১৬১৫	জয়ধ্বজাৎ তালজঃ	২৩১২৮
খে বায়ুং ধারয়ন্	৭১২৫	ঘ্নত্ন্যল্লার্থেহপি	১৪১৩৭	জয়সেনস্তন্তনয়োঃ	২২১১০
গ		ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ	৪১১৯	জল্লমুঃ সন্নতেমুঃ	২০১৪
গজাহ্বয়ে হাতে	২২১৪০	চ		জহোন্ত পুরুষস্য	১৫১৪
গতেহথ দুর্কাসসি	৫১২৪	চক্রং দক্ষিণহস্তে	২০১২৪	জাতঃ সুতো	৭১১০
গতে রাজনি	১৮১২৪	চক্রঞ্চাঙ্কমিতং	২০১৩৩	জাতস্পৃহো নৃপং	৬৪৪০
গত্বা মাহিষ্যতীং	১৬১১৭	চক্রঃ স্বনাম্ভনা	২৩১৬	জাতস্যাসীৎ সুতো	১৪১২
গন্ধর্বন্তমু তদেহং	১৩১৭	চক্রুহি ভাগং	৪১৮	জাতা ধর্ম	২২১২৭
গন্ধর্ববিধিনা	২০১১৬	চচারাব্যাহতগতিঃ	১৫১১৯	জাতিস্মরঃ পুরা	৮১১৫
গন্ধর্বরাজং ক্রীড়ন্তং	১৬১২	চতসৃষ্বাদিশৎ	১৮১৪	জাতো গতঃ	২৪১৬৬
গন্ধর্বান্ কোটিশো	১১১১৩	চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ	২৩১১০	জামদগ্ন্যেহপি	১৬১২৫
গন্ধর্বানবধীৎ	৭১৩	চতুর্দশমহারত্নঃ	২৩১৩১	জিহ্বানুরাপগুণ-	১০১৭
গন্ধর্বানুপধাব	১৪১৪২	চত্বারঃ সুনবঃ	২৩১২১	জিহ্বা পরং ধনং	৬১১৯
গবাং রক্ষবিষাণীনাং	৪১৩৩	চম্পাপুরী সুদেব	৮১১	জিহ্বা পুরা	২০১৩১
গর্গাদ্বিনিস্ততো	২১১১৯	চরন্ বচোহশুনোৎ	১১১৮	জীব জীবতি	২২১৮
গর্ভসত্ত্ববমাসূর্যা	১৮১৩৪	চরণাবুপসংগৃহ্য	৫১১৮	জীমুতো বিকৃতিঃ	২৪১৪
গাধেরভূৎ	১৬১২৮	চিকীষিতং তে	৩১২০	জুগোপ পিতৃবৎ	১০১৫০
গাক্ষাৰ্য্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	২২১২৬	চিগ্রসেনো নরিষ্যন্তাৎ	২১১৯	জৈগীষব্যোপদেশেন	২১১২৬
গুরবে ভোক্তুকামায়	৯১২১	চিগ্রস্তুগতিঃ পট্টিকাভিঃ	১১১৩৩	জাত্বা পুত্রস্য	৬১৯
গুরুং প্রসাদয়ৎ	১৮১২৬	চিষ্টম্যামাস ধর্মজঃ	৪১৩৮	জানোপদেশায়	৮১২৪
গুরুণা হৃদমানো	১৭১১৫	চৌদিতঃ প্রোক্ষণায়	৬১৮	জানং যোহতীত	১১২
গুরান্ বন্যস্য	১০১৪৬	চৌদ্যমানা সুরৈঃ	২০১৩৯	জ্যামঘান্তুপ্রজঃ	২৩১৩৫
গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ	২১১২	জ		জ্যেষ্ঠং মন্তদৃশং	১৬১৩৫
গুরুর্থে ত্যক্তরাজ্যো	১০১৪	জল্পদ্রুমৈঃ	১০১২০	ত	
গোমুত্র যাবকং	১০১৩৪	জল্পস্ত্যাগভয়াৎ	২০১৩৪	তং কশিৎ	৪১৬

তং স্বামহং	৮১২৩	ততঃ সুদাসঃ	৯১১৮	তথা রাজ্যপি	১১১৪
তং ভ্যক্তুকামং	২০১৩৭	তত উদ্ধৃৎ	১১১৮	তথাহং কৃপণঃ	১৯১২
তং দুরত্যবিজ্ঞাতং	২০১১৯	তত উদ্ধৃৎ বনং	১১৩৩	তথ্যেতি বরুণেন	৭১৯
তং দুর্হাদং	১৯১৮	ততশ্চ সহদেবঃ	২২১৯	তথ্যেতি রাজা	৯১৯
তং নিব্বর্ত্য	১৩১২	ততশ্চাক্রোধনঃ	২২১১১	তথ্যেতি স বনং	৬৭৭
তং পরিক্রম্য	৮১২৯	ততশ্চাবভূথস্মান	১৬১২৩	তথ্যেত্যবস্থিতে	১৮১২৮
তং বীরমাহ	১৮১২০	ততশ্চিহ্নরথো	১৩১২৩	তথ্যেত্যুক্তে নিমিঃ	১৩১৮
তং ভেজেহলম্বুমা	২১৩১	ততস্ততশ্চিহ্নমুজ	১৫১৩১	তথ্যেনমুর্কশী	১৪১৪১
তং শশাপ	২১৯	ততৈবশিষ্টাসিত	৪১২২	তদৃগচ্ছ দেব	৩১৩৩
ত উপেত্য মহারাজে	১৪১২৭	ততোহগ্নিবেশ্যো	২১২১	তদৃগোহ্নং ব্রহ্মবিৎ	১৭১১১
তক্ষঃ পুক্ষল	১১১১২	ততোহযজৎ	২১২	তদন্ত আদ্যমানমা	৩১৩০
তক্ষপুক্ষরশালাদীন্	২৪১৪৩	ততো দদর্শ	১০১৩০	তদন্তিকমুপেন্নায়	১৪১১৬
তচ্চ দত্ত	২১১৯	ততো দশরথঃ	৯১৪২	তদভিদ্ভবদুর্ভীক্ষা	৪১৪৯
তচ্চিত্তো বিক্রবঃ	১৪১৩২	ততো দশার্হো	২৪১৩	তদভিপ্ৰায়মাত্মায়	৩১৯
তৎ তে পিতা	৪১১০	ততো ধৃতব্রতঃ	২৩১১২	তদস্থীনি সমিদ্ধে	৯১৩৭
তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য	১৭১৫	ততো নবরথঃ	২৪১৪	তদা তু ভগবান্	২৪১৫৬
তৎপুত্রপৌত্র	৩১৩২	ততো নিরাশো	৪১৬০	তদিদং ভগবান্	১১৩২
তৎপুত্রাৎ সংযমাৎ	২১৩৪	ততো নিজ্জম্য	১০১২৪	তদীয়ং ধনম্	১১১১৪
তৎ সঙ্গানুভাবেন	২১১১৮	ততো বলস্থলঃ	১২১২	তদুপশ্রুত্যা	১৬১১৪
তৎ শ্রুত্বা	১১১১৬	ততো বহুরথো	২১১৩০	তদৈবোপাগতম্	২৪১৩৩
তৎ শ্রুত্বা ভগবান্	৩১৩১	ততো বিদুরথঃ	২২১১০	তদৃগতান্তরভাবেন	৪১৩২
তৎ সর্বং	৬১৩৭	ততো বৃহদ্রথো	১২১৮	তদর্শনপ্রমুদিতঃ	২০১১০
তৎসূতঃ কেবলঃ	২১৩০	ততো ব্রহ্মকুলং	২১২২	তদৃশট্টা কৃপয়া	২১১৩৬
তৎসূতো বিশদঃ	২১১২৩	ততো মনুঃ	১১১১	তদ্বিদিদ্বা মুনিঃ	১৫১১০
তৎসূতো রুচকঃ	২৩১২৪	ততো যুতায়ুঃ	২২১৪৬	তদ্রজেন নদীং	১৬১১৮
ততঃ কাল উপব্রজে	৬১৩০	ততো হিরণ্যনাভঃ	১২১৩	তন্মাকপালবসুপাল	১১১২১
ততঃ কুশঃ	১৫১৪	ততো হোমোহথ	২৩১৪	তন্মাপ্রিয়ত	১৫১২৫
ততঃ কৃতঃ	১৭১১৬	তত্যাজ ব্রীড়িতা	১৪১১০	তন্মজ্জপ্রহিতৈঃ	২২১১৬
ততঃ পরিণতে	১৪৪২	তন্ন তন্তুা তপঃ	৬১৫৪	তন্মুখামোদমুখিতো	১৪১২৫
ততঃ পুরুষমেধেন	৭১২১	তন্ন দুর্ঘোষনো	২২১২৬	তপত্যাং সূর্য্যাকন্যায়্যাং	২২১৪
ততঃ পুরারবা	১৪১১৫	তন্ন শ্রদ্ধা মনোঃ	১১১৪	তপসা ক্ষান্তম্	১৬১২৮
ততঃ প্রজা বীক্ষ্য	১১১৩০	তন্নাসীনং মুনিং	৮১২০	তপো বিদ্যা চ	৪১৭০
ততঃ প্রসেনজিৎ	১২১১৪	তন্নাসীনং স্বপ্রভয়া	২০১৮	তব তাতঃ	২২১৩৩
ততঃ প্রসেনজিৎ	১২১৮	তথা কুবলয়ায়	১৭১৬	তবাপি পততাদ্	১৩১৫
ততঃ শান্তরজা	১৭১১২	তথা তদনুগাঃ	১১২৭	তবাপি মৃত্যুঃ	৯১৩৬
ততঃ শিরধ্বজো	১১১১৮	তথানুষক্তং মুনিঃ	৪১৫০	তবেমে তনয়াঃ	২২১৩৫
ততঃ সুকেতুঃ	১৩১১৪	তথাপি চানুসবনং	১৯১১৮	তম্ববধাবৎ	৪১৫০
ততঃ সুতঞ্জয়াৎ	২২১৪৭	তথাপি সাধয়িম্যে	১১২০	তমানর্চ্যতিথিং	৪১৩৬

তমাপতন্তং	১৫২৯	তস্য তীর্থপদঃ	৫১৬	তস্যোমুপাতাভিমুখং	৬১৮
তমাল্লিষ্য চিরং	১০১৩৯	তস্য ত্রিভুবনাদীশাঃ	২১১৫	তস্যৈবং বিতথৈ	২০১৩৫
তমাহ রাজন্	১৮১৩০	তস্য দৃগ্ভ্যো	১৪১৩	তস্যোৎকলো গম্যো	১৪১১
তমুপেয়ুস্তন্ন	১১১২৯	তস্য নাভেঃ	১১৯	তস্যোৎসৃষ্টং পশুং	৮১৭
তমেবং শরণং	৪১৫৯	তস্য নির্মথনাৎ	১৪১৪৬	তাং তুষাং	১৯১৬
তমেব প্রেষ্ঠতময়া	১৯১৭	তস্য পত্নীসহস্রানাং	২৩১৩২	তাং বিলোক্য	১১১৬
তমেব বব্রে	১৮১৩১	তস্য পুত্রঃ	২২১৩৮	তাং যাতুধান্	১০১৯
তমেব হাদি	১৮১৫০	তস্য পুত্রশতং	৩১২৮	তাং সা ত্যজন্	২৪১৩৬
তয়া বৃতং	১৯১৫	তস্য পুত্রশতং	২৩১২৯	তাংস্ত্বং সংশয়	৪১৪
তয়া রসাতলং	৭১২	তস্য পুত্রশতং	২২১২	তাং স্বপতুঃ	৬১৫৫
তয়া স নির্মমে	৪১৪৬	তস্য পুত্রশত-জ্যেষ্ঠা	৬১৪	তা জলাশয়ম্	১৮১৮
তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠঃ	১৪১২৪	তস্য পুত্রসহস্রেষু	২৩১২৭	তান্ নিরীক্ষ্য	৩১১৬
তয়া সাক্ষং বনগতঃ	৩১২	তস্য পুত্রোহংগুমান্	৮১১৪	তান্ বিলোক্য	১১৩০
তন্মো সজ্জহাদম্যো	২২১২৪	তস্য বিশ্বেশ্বরস্য	৪১৫৯	তাবৎ সত্যবতী	১৫১৯
তস্মা অদাৎ	৪১২৮	তস্য মীঢ়াংস্ততঃ	২১১৯	তামাপতন্তীং	৪১৪৭
তস্মাচ্চ বৃষ্টিমান্	২২১৪১	তস্য মেধাতিথি	২০১৭	তারাং স্বভর্জৈ	১৪১৮
তস্মাচ্ছাক্যোহথ	১২১১৪	তস্য রূপগুণৌদার্য্য	১৪১১৫	তাসাং কলিরভূৎ	৬১৪৪
তস্মাৎ প্রসূতঃ	১২১৭	তস্য সংস্রবতঃ	১৪১৪২	তিমৈর্বৃহদ্রথঃ	২২১৪৩
তস্মাৎ সমরথঃ	১৩১২৪	তস্য সত্যধৃতিঃ	২১১৩৫	তীরে ন্যস্য	১৮১৮
তস্মাদস্য বধো	৯১২৮	তস্য সত্যবতীং	১৫১৫	তীর্থসংসেবয়া	১৫১৪১
তস্মাদেতামহং	১৯১১৯	তস্য সত্যব্রতঃ	৭১৫	তুর্ক্সসুশোচিতঃ	১৮১৪১
তস্মাদুদাবসুঃ	১৩১১৪	তস্য সাধোঃ	৯১৩২	তুর্ক্সসোচ সুতো	২৩১১৬
তস্মাদ্ বৃহদ্রথঃ	১৩১১৫	তস্য সুদ্যরভূৎ	২০১৩	তুল্যরূপশ্চানিষিষা	৪১২৩
তস্মিন্ জজ্ঞে	১১৯	তস্য সোদ্যমম্	৫১২	তুষ্টিস্তস্মৈ সঃ	১১৩৮
তস্মিন্ জনকলাং	৭১২৬	তস্যোং গতায়ান্	১৮১১৮	তুষ্টিমাসীদ্	১৩১২
তস্মিন্ প্রবিষ্ট	১১২৬	তস্যোং বিদর্ভঃ	২৪১১	তুষ্টিয়ং রোমপাদং	২৪১১
তস্মিন্ বা তে	১১১২৪	তস্যোং বৈ	১৫১১৩	তুষ্টিয়া নৃপতিং	৫১১৯
তস্মিন্ স ভগবান্	১১১৩৫	তস্যোং স জনস্মামাস	২৪১২৮	তেহনিকশা	১০১২০
তস্মৈ কামবরং	১১২২	তস্যো উদ্ধরণ	১৯১৪	তে এব দুর্বিনীতস্য	৪১৭০
তস্মৈ তুষ্টো	৭১২৩	তস্যোন্মোনিঃ	১৪১১৪	তে চ মাহিষ্যতীং	১৫১২৬
তস্মৈ দত্তা যযুঃ	৪১৫	তস্যানুচরিতং	১০১৩	তেজসাপ্যায়িতঃ	৬১১৬
তস্মৈ সংব্যভজৎ	২১১৬	তস্যান্তরীক্ষঃ	১২১১২	তেজোহনুভাবং	১০১২৬
তস্মৈ স নরদেবায়	১৫১২৪	তস্যপি ভগবান্	১০১২	তে তু ব্রাহ্মণদেবস্য	১১১৫
তস্য ক্ষেম্যঃ	২১১২৯	তস্যাবিক্ষিৎ সুতঃ	২১২৬	তে দুঃখরোষ	১৬১১৫
তস্য জহুঃ সুতো	১৫১৩	তস্যো বীর্য্যপরীক্ষার্থম্	২৪১৩২	তে দৈবচোদিতা	৩১৪
তস্য তত্র বিজঃ	১৯১১০	তস্যাসন্নপ	২০১৩৪	তেন দ্বে অরণী	১৪১৪৪
তস্য তর্হাতিথিঃ	৪১৩৫	তস্যাস্ত ক্রন্দিতং	২১৫	তেনাযজত যজ্ঞশং	১৪১৪৭
তস্য তাং করুণাং	২১১১১	তস্যাহকশ্চাহ কী	২৪১২১	তেনোপযুক্ত	২১১৪



তে বিশ্বজ্যোৱণৌ	১৪১৩১	ত্রিসপ্তকৃষ্ণঃ	১৬১১৯	দিশো বিতিমিরা	১১২৯
তেভ্যঃ স্বয়ং	১০১৪০	ত্রেতান্নাং বৰ্ত্তমানান্নাং	১০১৫১	দুরত্যয়ন্তে	৫১৭
তেষাং জ্যেষ্ঠৌ	২৩১২৯	ত্রেতান্নাং সংপ্রবৃত্তান্নাং	১৪১৪৩	দুরিতক্ষমো	২১১১৯
তেষাং নঃ	১১৫	ত্রৈলোক্যগোপায়	৫১৬	দুৰ্ব্বাসাঃ শরণং	৪১৫৫
তেষাং পুরস্তাৎ	৬১৫	ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্র	৭১৭	দুৰ্ব্বাসা দুশ্শবে	৪১৪৯
তেষাং বংশং	১১৪	দ		দুৰ্ব্বাসা যমুনাকলাৎ	৪১৪২
তেষাং স শীর্ষভী	১৬১১৭	দংশিতোহনুম্গং	১১২৪	দুৰ্ম্মদো ভদ্রসেনস্য	২৩১২৩
তেষাং স্বসা	২৪১১৭	দক্ষিণাপথরাজানো	১১৪১	দুৰ্ম্মনা ভগবান্	১৮১২৫
তেষাং স্বসারঃ	২৪১২২	দক্ষাঅকৃত্য	১০১১২	দুৰ্লভানাপি	৪১২৫
তেষাং স্বসারঃ	৬১৩৮	দণ্ডপানিনিমিঃ	২২১৪৪	দুক্ষরঃ কো নু	৫১১৫
তেষান্ত ষট্	২৩১৩৩	দণ্ডং নারায়ণাংশাংশং	১৫১১৭	দুশ্শবঃ সঃ	২৩১১৮
তে স্বর্যাস্তো	৪১৪	দত্তাগ্রেনাদ্বরেঃ	২৩১২৪	দুশ্শবো মৃগয়াং	২০১৮
তৈস্তস্য চাভুৎ	৬১১৭	দত্তাক্ষহাদয়ং	৯১১৭	দুহিতুস্তদ্বচঃ	৩১৮
তৌ পূজয়িত্বা	৩১১১	দত্তা স্ব জরসং	১৯১২১	দুহিগ্রথমুপাগম্য	১১১৪
ত্বং ধর্ম্মভূমুতং	৫১৫	দত্ত স্বমুত্তরং	১৮১১৯	দুভাষঃ কপিলাস্বঃ	৬১২৪
ত্বং লোকপালঃ	৫১৫	দদর্শ কৃপে	১৯১৩	দুভাষপুত্রো	৬১২৪
ত্বঞ্চ কৃষ্ণানুভাবেন	২২১৩৪	দদর্শ দুহিতুঃ	৩১১৮	দুগ্ধং ক্ষত্রং	১৫১১৫
ত্বঞ্চাস্য ধাতা	২০১২২	দদর্শ বহুচাচার্য্যো	৬১৪৯	দৃষ্টং শ্রুতম্	১৯১২০
ত্বত্তস্য সূতাঃ	১১৩	দদাবিলাহভবৎ	১১২২	দৃষ্টাগ্ন্যাগার	১৬১১১
ত্বত্তেজসা ধর্ম্ম	৫১৭	দদামি তে	৪১১০	দৃষ্টা বিমনসঃ	১১২৭
ত্বন্মামরচিতে	৮১২৫	দদাহ কৃত্যং	৪১৪৮	দৃষ্টা বিসিস্মিরে	৮১১৮
ত্বমগ্নিভগবান্	৫১৩	দদৌ প্রাচীং	১৬১২১	দৃষ্টা শয়ানান্	৬১২৭
ত্বমাপস্তংক্ৰিতি	৫১৩	দধারাবহিতো	৯১৯	দৃষ্টা স্বসৈন্যং	১৫১৩২
ত্বরয়াশ্রমম্	১৬১১৪	দত্তাঃ পশোঃ	৭১১১	দৃষ্ট্যা বিধুয়	২৪১৬৭
ত্বাং জরা	১৮১৩৬	দত্তা জাতা	৭১১২	দেবং বিরিক্ধং	৪১৫২
ত্বাং মমার্য্যাস্তত	৪১২	দমঘোষশ্চেদিরাজঃ	২৪১৩৯	দেবকশ্চেচাগ্রসেনঃ	২৪১২১
ত্বত্ত্বং পুণ্যজন	৩১৩৫	দর্শনস্পর্শনালাপৈঃ	৫১২০	দেবকীপ্রমুখাঃ	২৪১৪৫
ত্বত্ত্বগ্রপস্য ফলম্	১০১২২	দর্শন্যামাস তং	৯১৩	দেবক্ষত্রস্ততঃ	২৪১৫
ত্বত্ত্বা কলেবরং	৬১১০	দর্শয়িত্বা পতিং	৩১১৭	দেবদুশ্পুভয়ো	২৪১২৯
ত্বজ্য ত্যজাণ্ড	১৪১৯	দশলক্ষসহস্রাণি	২৩১৩২	দেববানুপদেবঃ	২৪১২২
ত্বয়ন্ত্রিংশচ্ছতং	২০১২৭	দশৈতেহংসরসঃ	২০১৫	দেববানুপদেবশ্চ	২৪১১৮
ত্বয়োদশাব্দ	১১১১৮	দাক্ষায়ণ্যং ততঃ	১১১০	দেবভাগস্য কংসান্নাং	২৪১৪০
ত্বয়া স বিদ্যয়া	১৪১৪৬	দাস্যন্তি তেহথ	৪১৫	দেবমীড়ঃ শতধনুঃ	২৪১২৭
ত্বসদস্যুঃ পৌরকুৎসঃ	৭১৪	দিবোদাসো দ্যুমান্	১৭১৫	দেবমীড়স্য শুরস্য	২৪১২৭
ত্রিঃসপ্তকৃষ্ণো যঃ	১৫১১৪	দিলীপস্তৎসুতঃ	৯১২	দেবমীড়স্তস্যাপুত্রঃ	১৩১১৬
ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং	৯১১৫	দিশঃ খমবনীং	৯১২৪	দেবযানীং পর্য্যচরৎ	১৮১২৯
ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রান্ন	১৭১১৪	দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যং	১৯১২২	দেবযানী পিতুঃ	১৮১৩৪
ত্রিভানুস্তৎসুতো	২৩১১৭	দিশো নভঃ ক্ষ্মাং	৩১৫১	দেবযান্যাপ্যনুদিনং	১৮১৪৭

দেবযান্যা পুরোদ্যানে	১৮৭	ধার্যতে যৈরিহ	১৮১২	নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়	১১৭
দেবরক্ষিতয়া	২৪৫২	ধুবন্ত উত্তরাসঙ্গান্	১০৪১	নরিষ্যন্তং পৃষধুঞ্চ	১১২
দেবরাত ইতি	১৬৩২	ধুকুমার ইতি	৬২৬	নরিষ্যন্তান্বয়ঃ	২২২
দেবস্ত্রিয়োরসাং	২০৩১	ধুক্কোর্মুখাগ্নিনা	৬২৩	নর্মদা ভ্রাতৃভিঃ	৭২
দেবানীকন্ততঃ	১২২	ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ	২২২৫	নলিন্যামজমীঢ়স্য	২১৩০
দেবাপিঃ শান্তনু	২২১২	ধৃতস্য দুর্মদঃ	২৩১৫	ন শক্যতে	১৭
দেবাপির্যোগং	২২১৭	ধৃতিং বিষ্টভ্য	১৪১৮	ন শ্রিয়ো ন মহী	৯৪৪
দেবেহবর্মতি	২৩৮	ধৃষ্টকেতুস্ততঃ	১৭৯	ন সাধুবাদো	৮১২
দেবৈঃ কামবরো	৯৪৬	ধৃষ্টদ্যাম্নাদ্রুটকেতুঃ	২২৩	ন হি চেতঃ	২০১২
দেবৈরভ্যাধিতো	১৭১৩	ধৃষ্টাক্ষাশ্চমভুৎ	২১৭	নহমঃ ক্ষত্রব্রহ্মচ	১৭১
দেবো নারায়ণঃ	১৪৪৮	ধূপদীপৈঃ সুরভিভিঃ	১১৩৪	ন হ্যস্য জন্মনো	২৪৪৭
দেশান্ পুনন্তী	৯১১	ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ	১১১৫	নহ্যতৎ পরম	৯১৫
দেশান্নিসারয়ামাস	৬৯	ন		নাগান্নবধবরঃ	৭৩
দেহং নাবরুক্ষৎসে	১৩১০	ন কাময়েহহং	২১১২	নাট্যসঙ্গীতবাদিগ্ৰৈঃ	২৩৯
দেহং মমস্থুঃ	১৩১২	নকুলঃ সহদেবশ্চ	২২২৮	নাভ্যজৎ তৎকৃতে	১৪৫
দেহঃ কৃতোহমং	১০২৮	ন ক্ষত্রবজুঃ	২৯	নাধিব্যাধিজরা	১০৫৩
দেহি মেহপত্যকামান্না	৯২৭	ন চাঙ্গেহপি	৯৪৫	নানৈব ভাতি	১৮৪৯
দেহোহমং মানুষো	৯২৮	ন জাতু কামঃ	১৯১৪	নাভ্যং ব্রজামুভয়	৬৫২
দৌমন্তিরত্যগাৎ	২০২৭	ন জীবিস্যো বিনা	৯৩৩	নাপশ্যমুত্তমঃশ্লোকাত্	৯৪৫
দ্বৈ জ্যোতিষী	৩৭	ন ত্বমগ্রজবদ্	১৮৪২	নাবধীদুগ্ধরূবাক্যেন	৮৫
দ্যুমৎসেনোহথ	২২৪৮	ন ত্বাং বয়ং	১০১৪	নাবিন্দচ্ছত্রভবনাৎ	২৩৩৫
দ্রব্যং মন্ত্রো বিধিঃ	৬৩৬	ন দুহান্তি	১৯১৩	নাভাগন্তং প্রণম্য	৪৯
দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী	২২৩	ন নুনং কার্তবীর্য্যস্য	২৩২৫	নাভাগাদম্বরীষোহভুৎ	৪১৩
দ্রুহাঞ্চানুঞ্চ	১৮৩৩	নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাত্	১০৩৬	নাভাগো নিষ্টপুত্রঃ	২২৩
দ্রুহোশ্চ তনয়ো	২৩১৪	নন্দোপনন্দ	২৪৪৮	নাভাগো নভগাপত্যং	৪১১
দ্রৌপদ্য্যং পঞ্চপঞ্চভ্যঃ	২২২৮	ন পশ্যতি ত্বাং	৮২১	নামনির্বাচনং	২০৩৭
ধ		ন প্রসাদম্নিতুং	১৮৩৫	নামৃষাৎ তস্য	১৫২১
ধন্বন্তরীদীর্ঘতমসঃ	১৭৪	ন প্রভৃদৃগ্ন	৪১৪	নাশ্মনা সত্যধৃতিঃ	২১২৭
ধনুনিষঙ্গান্	১০৪৩	ন বৈ বেদ	১০২৭	নারায়ণমনীষ্যাংসং	১৮৫০
ধর্মকেতুঃ সূতঃ	১৭৮	নবং নবম্	১৪৩৮	নারীকবচ ইত্যান্তো	৯৪১
ধর্মধ্বজস্য দ্বৌ	১৩১৯	ন বিদন্তি প্রিয়ং	৯৪৭	নালকাদপরো	১৭৭
ধর্মব্রহ্মঃ সুকর্ম্য	২৪১৬	ন বগে তমহং	৯৪৬	নাহং ত্বাং	১৪৯
ধর্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোঃ	৪৪৪	ন ব্রাহ্মণো মে	১৮২২	নাহং বিভর্ষি	১১৯
ধর্মন্তু হৈহয়সুতো	২৩২২	ন ভবান্ ব্রাহ্মসঃ	৯২৬	নাহমাত্মানম্	৪৬৪
ধর্মো দেশশ্চ	৬৩৬	নমঃ সূনাভাখিল	৫৬	নাহমায় সূতাং	১৮৩০
ধর্মো নামোশনা	২৩৩৪	ন মমার পিতা	৬৩২	নাম্পশুদ্রব্রহ্মশাপঃ	৪১৩
ধারয়িষ্যতি তে	৯৭	নমস্তভ্যং ভগবতে	১৯২৯	নিত্যোৎসবং ন	২৪৬৫
ধীরা যস্য	১৯২	ন মে ব্রহ্মকুলাৎ	৯৪৪	নিরুতাঃ প্রযযুঃ	১৩১

নিবেদিতোহথ	১৪৮	পরিপ্লবঃ সূতঃ	২২৪২	পুত্রং কৃত্বা	১৬৩০
নিবেশ্য চিত্তে	২১৫	পরিবেক্ষ্যমাণং	৯২২	পুত্রং প্রহস্তম্	১০১৮
নিমজ্জতাং ভবান্	৩১৩	পরীক্ষিঃ সুধনুঃ	২২১৫	পুত্রকামস্তপঃ	২১৯
নিমমজ্জ বৃহৎ	৪৩৭	পরীক্ষিণেষু কুরুষু	২২১৩৪	পুত্রান্ স্বমাতরন্তাত	১০৪৭
নিমিঃ প্রতিদদৌ	১৩১৫	পরীক্ষিরনপত্যঃ	২২১৯	পুত্রোহভূৎ	২০৭
নিমিরিক্কাকুতনয়ঃ	১৩১১	পরেহরক্ষণি	১৯২৫	পুত্র্যা বরং	৩২৯
নিমিশ্চলমিদং	১৩১৩	পশোনিপতিতা	৭১৭	পুনর্জাতা যজস্ব	৭১৪
নির্দর্শে চ স	৭১১	পশ্যতো লক্ষণস্য	১০১৫	পুনস্তত্ত্ব গতঃ	১৪৪০
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারঃ	১৯১৯	পাতিতোহবাক্শিরা	৭১৬	পুনঃ স্বহস্তৈঃ	১৫১৩৪
নির্বৃতিং যীনরাজস্য	৬৩৯	পাদয়োঁর্যাপতৎ	১০১৩৮	পূরঞ্জয়স্তস্য	৬১২
নির্ভজ্যমানধিষণ	১০১৭	পাদুকেহন্যস্য	১০১৩৯	পূরঞ্জয়স্য পুত্রঃ	৬২০
নিশম্য তদ্বচঃ	১১৯	পাদুকে ভরতঃ	১০১৪২	পুরুকুৎসময়রীষং	৬৩৮
নিশাম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং	১৪১৭	পাদুকে শিরসি	১০১৩৫	পুরুজিহ্বক	২৩১৩৪
নিশম্যাক্রন্দিতং	১৪২৮	পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রঃ	৪২০	পুরুষাঃ পঞ্চমষ্টিটঃ	২৪১০
নিশিনিক্তিংশম্	১৪১৩০	পানীয়মাগ্রমুচ্ছেষং	২১১০	পুরুষাশ্রয় উভয়ঃ	৩১৫
নিশ্চক্ৰাম ভৃশং	২৭	পারমেষ্ঠ্যানুপাদায়	১০১৩৮	পুরুষো রামচরিতং	১১২৩
নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য	২১৩	পারস্য তনয়ো	২১২৪	পুরুহোত্রস্তনোঃ	২৪১৬
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ	৪৬৭	পার্ষিগ্রাহো বৃতঃ	৬১৩	পুরুবরস উৎসৃজ্য	১৪২
নেদং যশো	১১২০	পালয়ামাস গাঃ	২১৩	পুরুবরস এব	১৪৪৯
নৈবাপূর্নৈব	২০২৯	পালয়ামাস জগতীং	১৪০	পুরুবরানিরিত্যগ্র	২১২০
নৃগস্য বংশঃ	১১৭	পাস্যতঃ পুরুশঃ	২১১০	পুষ্ককস্তো নৃতঃ	১০৪৪
নৃপঞ্জয়স্ততো	২২৪২	পিতরং বরুণগ্রস্তং	৭১৭	পুষ্পো হিরণ্যানভস্য	১২৫
নৃলোকং রময়ামাস	২৪৬৪	পিতরি ব্রংশিতে	১৮১৩	পুষ্টৈঃ সবৃষ্টৈঃ	১১২৮
নোৎসহে জরসা	১৮৪০	পিতর্যুপরতে	৬১১	পুরুর্কর্ষংশং	২০১৯
ন্যবেদয়ৎ ততঃ	২৮২৪	পিতর্যুপরতে	১৭১৪	পূর্ণং বর্ষসহস্রং	১৯১৮
প		পিতর্যুপরতে	২০২৩	পৃথা চ শ্রুতদেবা	২৪১৩০
পঞ্চাপঞ্চাশতা	২০২৫	পিতামহেন প্রবৃত্তঃ	৭১৯	পৃথুবিদূরখাদ্যা	২৪১৮
পঞ্চ প্রহাটবদনঃ	১৪১৩৩	পিতৃঃ কায়েন	১৬২০	পৃথ্যাঃ স বৈ	২৪১৬৭
পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাৎ	৬৫	পিতৃবিদ্বাংস্তপো	১৬৮	পৃষদুস্ত্ব মনোঃ	২১৩
পঞ্চাশীতি সহস্রাণি	২৩২৬	পিতৃব্যথাতানুপথং	৮১৯	পৃষ্টঃ প্রোবাচ	১১৬
পত্যা ভীতেন	১১১০	পিতৃমেধবিধানেন	১০২৯	পৌরবী রোহিণী	২৪৪৫
পত্নীং বৃহস্পতেঃ	১৪৪	পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য	২২১২	পৌরব্যাস্তনয়া	২৪৪৭
পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনঃ	৩১৫	পিত্রা দত্তা	১৮২৮	প্রগৃহ্য পরশুং	১৬১৬
পপ্রচ্ছ কামসত্ত্বঃ	২০১০	পিত্রা দত্তা	১৮২৯	প্রগৃহ্য রুচিরং	১২৪
পপ্রচ্ছ কস্য	৬২৮	পিত্রোপশিক্ষিতো	১৬১১	প্রজাঃ স্বধর্মনিরত	১০৫০
পপ্রচ্ছ মুনয়ো	১৪১১	পীবানং শমশ্রুতং	১৯৬	প্রজামদাৎ	২৩১০
পয়ঃশীলবয়ো	৪৩৩	পুরুশায়াদদাৎ	২১১৪	প্রতিকর্তৃং ক্ষমো	১৮৪৩
পর্যবেরাং	১৮	পুণ্ডরীকোহথ	১২১৯	প্রতিনন্দ্য স তাং	৪৩৭

প্রতিব্যোমস্ততো	১২।১০	ব	বসুদেবস্ত রোহিণ্যাম্	২৪।৪৬	
প্রতীকাশো ভানুমতঃ	১২।১১	বকঃ কঙ্কাৎ	২৪।৪১	বসুস্ত্যোপরিচরো	২২।৬
প্রতীচ্যাং তুর্বসুং	১৯।২২	বচনাদেবদেবস্য	৬।১৪	বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ	২৪।৫১
প্রতীচ্যাং দিশি	৬।১৬	বৎসপ্রীতেঃ সূতঃ	২।২৪	বসোঃ প্রতীকঃ	২।১৮
প্রত্যাচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ	৪।৪১	বদর্য্যাখ্যং গতঃ	৩।৩৬	বস্বনস্তোহথ	১৩।২৫
প্রত্যম্ভৎ স	৬।১৯	বন্ধোদধৌ রঘুপতি	১০।১৬	বহলাশ্বো ধৃতঃ	১৩।২৬
প্রত্যার্থং প্রযুক্তা	২৪।৩৩	বদ্রা মৃগেন্দ্রং	২০।১৮	বহলাশ্বো নিকুন্তস্য	৬।২৫
প্রত্যাখ্যাতো বিপ্লিঞ্জন	৪।৫৫	বধীহি সেতুম্	১০।১৫	বাঢ়মিত্যুচতুঃ	৩।১৩
প্রত্যাচক্ষুরধর্মজা	১৮।৪১	বনং জগাম	৬।৫৩	বারিতো মদয়ন্ত্যাপো	৯।২৪
প্রপিতামহস্তাম্	২৪।৩৬	বনং বিবেশ	৫।২৬	বাহদ্রথাশ্চ ভূপালা	২২।৪৯
প্রবরশ্রুতমুখ্যাম্	২৪।৫৩	বনানি নদ্যো	১০।৫২	বাসুদেবে ভগবতি	২।১১
প্রবরান্তরমাপন্নং	১৬।৩৭	বস্ত্রে হতানাং	১৬।৭	বাসুদেবে ভগবতি	৪।১৭
প্রবিশ্য রাজভবনং	১০।৪৫	বভাষে তাং	২০।৯	বাসুদেবে ভগবতি	২১।১৬
প্রবীরোহথ মনসুঃ	২০।২	বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো	২৪।১০	বাহনহে রৃতঃ	৬।১৪
প্রবৃত্তো বারিতো	২০।৩৬	বভ্রুর্দেবারুধসূতঃ	২৪।৯	বাহু দরোর্বভিষ্ম	৫।৮
প্রভাবজো মুনোঃ	১৬।৬	বয়ং তথাপি	১৮।১৪	বাহু ন দশশতং	১৫।১৮
প্রশংস তম্	৫।১৩	বয়ং ন তাত	৪।৫৬	বাহলীকাৎ সোমদত্তঃ	২২।১৮
প্রশান্তমায়াক্ষণ	৮।২৪	বয়ং হি ব্রাহ্মণাঃ	১৫।৩৯	ব্রাহ্মণাংচ মহাভাগান্	৪।৩২
প্রশমনং	১।২৮	বয়সা ভবদীয়েন	১৮।৩৯	বিচচার মহীম্	২।১৩
প্রসহ্য শিরঃ	১৬।১২	বরং বিসদৃশং	১৫।৫	বিচিহ্নবীর্য়শ্চ	২২।২১
প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা	১১।১১	বরাপ্সরা যতঃ	২।৩১	বিচিহ্নবীর্য়োহথ	২২।২৩
প্রাগ্দিষ্টং ভূত্যা	৪।৪৮	বরুণং শরণং	৭।৮	বিজয়ন্তস্য	২৩।১২
প্রাণ্ডদীচ্যাং দিশি	৮।৯	বরুণচ্ছন্দয়ামাস	১৬।৭	বিজাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং	৯।৩৮
প্রাণপ্রেক্সুঃ ধনুস্পানিঃ	৭।১৬	বর্ণয়ামাস তৎ	১৫।৩৭	বিজ্ঞোহ্মরতজ্ঞাণাং	১৯।২৭
প্রাদায় বিদ্যাং	২।৩২	বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং	২৩।১৯	বিতথস্য সূতাৎ	২১।১
প্রাপিতেহজগরত্বং	১৮।৩	বলবানিচ্ছিয়গ্রামো	১৯।২৭	বিদধানোহপি	১৮।৫১
প্রাপ্তাশ্চাভালতাং	৭।৫	বলং গদং	২৪।৪৬	বিদাম ন বয়ং	৪।৫৮
প্রাপ্তো ভাবংপরং	৪।১৭	বালীপলিত এজৎক	৬।৪১	ষিদেহ উষ্যতাং	১৩।১১
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া	১৮।১৮	বল্মীকরক্লে দদৃশে	৩।৩	বিদ্বান্ বিভবনির্বাণং	৪।১৬
প্রাসাদগোপুর	১১।২৭	বশিষ্ঠশাপাৎ	৯।১৮	বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃ	৯।৩১
প্রাহিণোৎ সাধু	৪।৩৪	বশে কুর্বন্তি মাং	৪।৬৬	বিদ্রুমোড়ুঘর	১১।৩২
প্রিয়ামনুগতঃ	১৮।৩৫	বর্ষপুগান্ বহুন্	১১।৩৬	বিদ্যামালী কবিশ্রুতম্	১৪।৩৮
প্রীণয়ামাস চিত্তজা	৩।১০	বস্ত্র একো	১৯।৩	বিধেহি তস্য	৪।৬২
প্রীতাঃ ক্লিন্নধিয়ঃ	১১।৫	বশিষ্ঠস্তদনুজাতো	৯।৩৯	বিন্যস্তহেমকলসৈঃ	১১।২৭
প্রীতোহস্মানুগৃহীতঃ	৫।২০	বসুদেবং হরেঃ	২৪।৩০	বিপর্যায়মহো	১।১৭
প্রেম্ণানুরক্তা	১০।৫৫	বসুদেবং দেবভাগং	২৪।২৮	বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়াম্	২৪।৫০
প্রেমসঃ পরমাং	১৮।৪৭	বসুদেবঃ সূতা	২৪।৫২	বিপ্রস্য চাস্মৎকুল	৫।৯
প্রেষিতোহক্ষর্যুগা	১।১৫	বসুদেবস্ত দেবক্যাম্	২৪।৫৩	বিপ্রৌষধ্যুডুগনানাং	১৪।৩

বিপ্লাবিত স্বশিবিরং	১৫১২১	বুদ্ধা প্রিয়ায়ৈ	১৯১১	ব্যাঘ্রোহপি বৃক্ক	২১৭
বিবাসসং তৎ	১৪১২২	বুদ্ধা গন্তীরয়া	১৪১১৪	ব্রতান্তে কান্তিকে	৪১৩০
বিবিশন্তেঃ সূতঃ	২১২৫	বুদ্ধস্তস্যাত্বৎ	২১৩০	ব্রহ্মেন্দ্রদৃগচ্ছ	৪১৭১
বিবুদ্ধধর্মধ্বজ	১৫১৩২	বুদ্ধক্ষিতশ্চ সূতরাং	৪১৪৩	ব্রহ্মক্ষত্রসা বৈ	২২১৪৪
বিভক্তং ব্যাজৎ	২১১৭	বুদ্ধে চ যথাকালং	১১১৩৬	ব্রহ্মঘোষণে চ	১০১৬৬
বিভষিজারং	৩১২১	বৃতঃ কতিপয়	১১২৩	ব্রহ্মধির্ভগবান্	১৮১৫
বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ	১০১৪২	বৃতঃ সরাজকন্যাভিঃ	৬১৪৩	ব্রহ্মা তাং রহ	১৪১১৩
বিভীষণায় ভগবান্	১০১৩২	বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং	৮১৩	ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষঃ	৪১৩৯
বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তায়া	২১১২	বৃষপর্কী তম্	১৮১২৬	ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য	৯১৩৫
বিম্বদ্বিস্তস্য দদতঃ	২১১৩	বৃষসেনঃ সূতঃ	২৩১১৪	ড	
বিরূপঃ কেতুমান্	৬১১	বৃষদর্ভঃ সুধীরশ্চ	২৩১৩	ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে	১৬১১১
বিরূপাৎ পৃষদশ্বঃ	৬১১	বৃক্ষেঃ সুমিত্রঃ	২৪১১২	ভগবন্ কিমিদং	১১১৭
বিরেজে ভগবান্	১০১৪৪	বৃহৎকায়স্ততঃ	২১১২২	ভগবন্ শ্রোতুম্	৪১১৪
বিলপ্যেবং পিতুঃ	১৬১১৬	বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রঃ	২১১২০	ভগবান্ বাসুদেবঃ	৯১৫০
বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তুং	১৬১৩	বৃহদশ্বস্ত্রাবন্তিঃ	৬১২১	ভগবানপি বিশ্বাত্মা	১৮১১৩
বিলোক্য কৃপসংবিপ্লা	১৯১৭	বৃহদ্বলস্য ভবিতা	১২১৯	ভগবানাত্মনা	১১১১
বিলোক্যো সদ্যো	২০১৯	বৃহদ্রথো বৃহৎকর্মা	২২১৭	ভগীরথস্তস্য	৯১২
বিলোক্যোশনসীং	১৮১৩১	বৃহদ্রথো বৃহৎকর্মা	২৩১১১	ভগীরথঃ স	৯১১০
বিশাপো দ্বাদশ	৯১৩৮	বেদগুপ্তোমুনিঃ	২২১২২	ভজমানস্য নিম্নোচিঃ	২৪১৭
বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ	২৩১৩	বেদবাদাতিবাদান্	২২১১৭	ভজমানো ভজির্দীব্যো	২৪১৬
বিশালোবংশকৃৎ	২১৩৩	বেদৈতত্ত্বগবান্	২০১১৩	ভজন্তি চরণান্তোজং	১৩১৯
বিশ্বগন্ধিস্ততঃ	৬১২০	বেপয়ন্তীং সমুদ্রীক্ষ্য	৪১৪৭	ভবন্তি কালে	৪১৫৬
বিশ্বামিত্রঃ সূতান্	১৬১৩৫	বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে	৪১৬০	ভবার্ণবং মৃত্যুপথং	৮১১৩
বিশ্বামিত্রোহভবৎ	৭১২২	বৈজয়ন্তীং প্রজং	১৫১২০	ভবিতা মরুদেবঃ	১২১১২
বিশ্বামিত্রো ভূশং	৭১২৪	বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব	১০১৪৬	ভবিতা সহদেবস্য	২২১৪৬
বিশ্বামিত্রাত্মজা	২০১১৩	বৈরং সিমাধন্যিষবো	১৬১১০	ভলম্ভনঃ সূতঃ	২১২৩
বিশ্বামিত্রাধ্বরে	১০১৫	বৈরুপ্যাত্ম শূর্ণগথ্যাঃ	১০১৪	ভরতঃ প্রাপ্তম্	১০১৩৫
বিশ্বামিত্রস্য চৈব	১৬১২৯	বৃহদ্রাজস্ত তস্য	১২১১৩	ভরতস্য হি	২০১২৬
বিষয়াগামলমিমে	২১১৩৩	ব্যস্তং কেনাপি	৬১৬	ভরতস্য মহৎ	২০১২৯
বিসৃজ্য দুষ্কবুঃ	৬১১৮	ব্যস্তং রাজন্যাতনয়ং	২০১১২	ভরতস্য পুত্রং	২০১২১
বিস্মিতঃ পরমপ্রীতঃ	৩১২৩	ব্যচরৎ কলগীতা	১৮১৭	ভরতস্তৎসূতঃ	৮১২
বিস্মিতস্তস্তম্	৬১৪৭	ব্যতীযুরপটচক্রারিংশৎ	২২১৪	ভর্তুরক্ষাৎ সমুখায়	১১৩০
বীক্ষ্য ব্রজন্তং	১৮১৯	ব্যত্য্যাতাং যথাকামং	১৮১৩৭	ভর্য্যাস্থঃ প্রাহ	২১১৩২
বীতিহোক্তিস্তিসেনোৎ	২১২০	ব্যধত্ত তীর্থম্	১৯১৪	ভর্য্যাস্থস্তনয়ঃ	২১১৩১
বীরযুথাপ্রণীর্যেন	২২১২০	ব্যবায়কালে দদৃশে	৯১২৫	ভর্য্যমীভূতাস্তসেনে	৯১১৩
বীৰ্য্যাণ্যনন্তবীৰ্য্যস্য	১১১	ব্যভিচারং মুনিঃ	১৬১৫	ভানুমাংস্তস্য	১৩১২১
বীতিহোত্রোহস্য	১৭১৯	ব্যসৃজন্মরতঃ	২০১৩৯	ভার্য্যাশতেন নির্বিগ্ধ	৬১২৬
বুদ্ধাথ বালিনি	১০১১২	ব্যাস্তঃ পশুমিব	৯১৩৪	ভিষজাবিতি যৎ	৩১২৬

ভিন্না ত্রিমা চ	১০৫৫	মরুত্তন্তৎসুতো	২৩১৭	মুক্তোদরোহযজ্ঞ	৭১২১
ভীমস্ত বিজয়স্য	১৫১৩	মরুত্তস্য দমঃ	২১২৯	মুণ্ডান্ শমস্তধরান্	৮১৬
ভীমসেনাৎ হিড়িম্বায়াং	২২১৩১	মরুত্তস্য যথা	২১২৭	মুদগলাব্রুজ্জনির্কৃতং	২১১৩৩
ভুব আক্রম্যমাণায়া	২৪৫৯	মরোঃ প্রতীপকঃ	১৩১১৬	মুনিং প্রসাদয়ামাস	৩১৮
ভুবো ভারাবতারায়	৩১৩৪	মহদ্ব্যতিক্রমহতা	৮১১১	মুনিঃ প্রবেশিতঃ	৬১৪৩
ভুজান্ কুঠারৈণ	১৫১৩৪	মহস্বাৎস্তৎসুতঃ	১২১৭	মুনিস্তদর্শনাকাঙ্ক্ষঃ	৫১২৩
ভুজ্যতাং সত্তি	২০১১৪	মহাকারুণিকোহতপ্যৎ	১০১৩৪	মুনৌ নিক্ষিপ্য	১১১১৫
ভ্রুমণ্ডলস্য সর্বস্য	১৯১২৩	মহাবীর্যো নরো	২১১১	মুমোচ দ্রাতরং	৯১২০
ভ্রুমেঃ পর্যাটনং	৭১১৮	মহাভিষেক বিধিনা	৪১৩১	মুহূর্তমায়ুর্জাতা	৯১৪৩
ভোজরক্ষাকক	২৪১৬৩	মহাভোজোহতি	২৪১১১	মুহূর্তাৰ্দ্ধাবশিষ্টায়াং	৪১৩৮
ভোজগ্নিত্বা দ্বিজান্	৪১৩৪	মহার্শয্যাসন	৬১৪৬	মুঢ়ে ভরদ্বাজং	২০১৩৮
ভ্রমন্তি কামলোভেষ্যা	৮১২৫	মহাহয়ো রেণুহয়ো	২৩১২১	মৃগান্ শুক্লদতঃ	২০১২৮
ভ্রাতরোহভাঙ্ক্ত	৪১২	মহিমা গীয়তে	২০১২৩	মৃজামি তদঘং	৯১৫
ভ্রাতা বনে	১০১১১	মহ্যং পুত্রায়	২২১২৩	মৃত্যুচানিচ্ছতাং	১০১৫৩
ভ্রাতাভিনন্দিতঃ	১০১৪৫	মাং ত্বমদ্যাপি	১৪১৩৪	মেনেহতিদুর্লভং	৪১১৬
ভ্রভঙ্গমাত্রৈণ হি	৪১৫৩	মাংসমানীয়তাং	৬১৬	মোহপাশো দৃঢ়ঃ	৮১২৬
ম		মাতা ভৃত্তা	২০১২১	শ্লেচ্ছাধিপত্যঃ	২৩১১৬
মণিপুরপতেঃ	২২১৩২	মাতামহকৃতাং	১৮১৩৯	ম	
মৎসেবয়া প্রতীতং	৪১৬৭	মাতা স্বস্তা	১৯১১৭	যং যং করাভ্যাং	২২১১৩
মদঘং পৃষ্ঠতঃ	৫১১৭	মাধবা রক্ষয়ো	২৩১৩০	যঃ পুরারবসঃ	১৭১১
মদন্যন্তে ন	৪১৬৮	মাক্রাতা বৎস	৬১৩১	যঃ প্রিয়ার্থমুত্কস্য	৬১২২
মদয়ন্ত্যাঃ পতিঃ	৯১২৭	মাক্রাতুঃ পুত্র	৭১১	যঃ শেতে নিশি	১৪১২৯
মধ্যমস্ত মধুচ্ছন্দা	১৬১২৯	মামতেয়ং পুরোধায়	২০১২৫	যঃ সত্যপাশ	১০১৮
মনঃ পৃথিব্যাং	৭১২৫	মা যথাঃ পুরুষঃ	১৪১৩৬	য এতৎ সংস্মরেৎ	৪১১২
মনস্ত তদগতং	১৮১২৩	মায়ী গুণময়ী	২১১১৭	যক্ষ্যমাণোহথ	৩১১৮
মন্দোদর্যা সমং	১০১২৪	মার্গে ব্রজন্	১০১৭	যজ্ঞলস্পর্শমাত্রৈণ	৯১১২
মম্বন্তরাণি সর্বাণি	১১১	মাসং পুমান্	১১৩৯	যজ্ঞদানতপো	২৩১২৫
মন্যমান ইদং	১১১৩	মাহিষ্মত্যাং সংনিরুদ্ধো	১৫১২২	যজ্ঞবাস্তগতং	৪১৮
মন্যমানো হতং	২১৮	মিত্রাবরণয়ো	১৪১১৭	যজ্ঞভুংবাসুদেবাংশঃ	১৭১৪
মন্যুনা প্রচলদগাত্রঃ	৪১৪৩	মিত্রাবরণয়োঃ	১১১৩	যৎকৃত্বা সাধু মে	৪১৩৯
মমানুরূপো	৬১৪৪	মিত্রাবরণয়োর্জজে	১৩১৬	যৎ তে পিতা	৪১১০
মমায়ং ন তব	১৪১১১	মিত্রায়ুশ্চ দিবোদাসাৎ	২২১১	যৎ ত্বং জ্বরাগ্রস্ত	৩১২০
মমেদমৃষিভির্দত্তং	৪১৭	মিথিলো মথনাৎ	১৩১১৩	যৎ পৃথিব্যাং	১৯১১৩
ময়ি নির্বন্ধহাদয়া	৪১৬৬	মিথুনং মুদগলাৎ	২১১৩৪	যৎ সত্ত্বতঃ	১০১১৪
মরীচিপ্রমুখাষ্টান্যে	৪১৫৮	মিত্রকেশ্যাম্পসরসি	২৪১৪৩	যতস্তং প্রাপ্য	১২১১৬
মরীচির্মনসঃ	১১১০	মুকুন্দলিঙ্গালয়	৪১১৯	যতির্যযাতিঃ	১৮১১
মরুৎসোমন	২০১৩৫	মুক্তাফলৈশ্চিদুদ্রাসৈঃ	১১১৩৩	যতো যতোহসৌ	১৫১৩১
মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ	২১২৮	মুক্তিং প্রয়াতি	৫১২৮	যতো যতো ধাবতি	৪১৫১

যতদূরক্ষ পরং	৯৫০	যন্মান্যোচেষ্টিতং	২৪৫৮	যুবনাস্থোহথ তত্র	৬৩২
যত্র প্রবিষ্টঃ	১৮১২	যবিষ্ঠং ব্যভজন্	৪১৯	যুবনাস্থোহভবৎ	৬২৫
যত্র রাজর্ষয়ো	২০১৯	যবীনরো দ্বিমীড়স্য	২১২৭	যযুধানঃ সাত্যকি	২৪১৪
যত্র ঋষিতৃণাং	৯১০	যবীনরো বৃহদ্বিশ্বঃ	২১১৩২	যয়ং ব্রহ্মবিদো	১১৮
যত্রাবতীর্ণো	২৩২০	যবীয়ান্ যজ্ঞ	১৫১৩৩	যেষমৃতত্বম্	২৪১১
যত্রান্তে ভগবান্	১২৫	যমায় ভল্লৈঃ	৬১৭	যেষজ্জুনস্য সূতাঃ	১৬৯
যথোচ্যেভ্যবহারায়	৪১৩৬	যমাহর্বাসুদেবাংশং	১৫১৪৪	যে দারাগারপুত্র	৪১৬৫
যথৈব শৃণুমো	২৪১৯	যমুনান্তজ্জলে মগ্নঃ	৬১৩৯	যে দেহভাজঃ	৮২২
যথোপজোষং	১৮১৪৬	যযাতিরনভিপ্রেতং	১৮১২৩	যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো	৯৪৭
যদুর্গাহস্থ্যন্ত	৬৪৭	যযাতেজোষ্ঠপুত্রস্য	২৩১৮৮	যে ভূতা যে	১৫
যদন্তান্তরমাসাদ্য	১৪১২০	যয়া লোকান্তরঃ	২৫১৩৯	যে মধুচ্ছন্দসো	১৬১৩৩
যদা ন কুরুতে	১৯১১৫	যযৌ বিহায়	৫১২২	যে মাত্না বহিঃ	২২৮
যদা ন জগৃহে	২০১২০	যস্তালজ্ঞান্	৮১৫	যে মানং মে	১৬১৩৫
যদা পতন্ত্যস্য	৭১৯২	যস্মাৎ ব্রসন্তি	৬১৩৩	যৈঃ সংগৃহীতঃ	৫১৫
যদা পশুনির্দশঃ	৭১১০	যস্মান্মে ভিক্ষিতঃ	৯১৩৬	যৈরিদং তপসা	১৮১১২
যদা পশোঃ	৭১১৩	যস্মিন্ সৎকর্ণ	২৪১৬২	যোহজমীতৃসূতো	২২১৪
যদা বিসৃষ্টস্তম্	৫১৮	যস্মিন্মিদং বিরচিতং	১৮১৪৯	যোহসমজস	৮১৪৪
যদা যদা হি	২৪১৫৬	যস্মিন্নৈলোদয়ো	১৪১১	যোহসৌ গঙ্গাতটে	২৩১৩৩
যদা স দেবগুরুণা	১৪১৫	যস্মিন্নোতমিদং	৯১৭	যোহসৌ সত্যব্রতো	১১২
যদিদং কৃপমগ্নায়	১৮১২২	যস্য ক্রতুমু	৫১২৩	যোগং মহোদয়ম্	১২১৪
যদি নো ভগবান্	৫১১১	যস্য যোগং	১৩১৯	যোগী স গমিষ্যত	২১১২৫
যদি বীরো	৭১৯	যস্য্যং পরাশরাৎ	২২১২১	যোগেশ্বরহ্নমৈশ্বর্য্যং	১৫১১৯
যদুৎ তুর্কসুং	২৮১৩৩	যস্যাননং মকর	২৪১৬৫	যোগেশ্বর প্রসাদেন	১৩১২৭
যদুপুত্রস্য চ	২৩১৩০	যস্যামভুৎ	২৪১৩৭	যোগৈশ্বর্য্যেণ বালান্	৮১৭
যদুচ্ছ্রাশ্রমপদং	১৫১২৩	যস্যামলং নৃপ	১১১২১	যো দেবৈরথিতো	৯৪৩
যদুচ্ছ্রোপপন্নেন	২১১২	যস্যামুৎপাদয়ামাস	২১৩২	যোনির্যথ্য ন	২৪১৩৪
যদোঃ সহস্রজিৎ	২৩১২০	যস্যোরিতা সাংখ্য	৮১১৩	যো বা অগ্নিরসাং	৩১১
যদো তাত	১৮১৩৮	যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া	১৬১১২	যো বৈ হরিশ্চন্দ্র	১৬১৩১
যদোর্বংশং	২৩১১৯	যাতে শূদ্রে	২১১৮	যো মামতিথিম্	৪১৪৫
যদ্বিশ্রুতাদহং	১৪১২৯	যাতৌ যদুস্তা	২০১৩৮	যো রাতো	১৬১৩২
যদ্যয়ং ক্রিয়তে	৯১৩৩	যা দুষ্ট্যজা	১৯১১৬	যো লোকবীরসমিতৌ	১০১৬
যদ্যস্তি দত্তম্	৫১১০	যান্ বন্দন্তি	১৮১১৩	যৌবনাস্থোহথ	৬৩৪
যদ্রোষবিভ্রম	১০১১৩	যাবৎ সূর্য্য উদেতি	৬১৩৭	র	
যন্মামশ্রুতিমাত্রণ	৫১১৬	যুক্তঃ সংবৎসরং	৪১২৯	রংসত্যপত্যানি	১৪১৩৯
যন্মিমিত্তমভূদ্	৭১৭	যুগন্ধরোহনমিহস্য	২৪১১৪	রক্ষঃকৃতং তৎ	৯১২৩
যন্মোহন্তহা দয়ং	১১১৬	যুধিষ্ঠিরাৎ তু	২২১৩০	রক্ষঃপতিঃ স্ববলনশ্চিৎ	১০১২১
যন্মো ভবান্	১৬১৩৪	যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিদ্যঃ	২২১২৯	রক্ষঃপতিস্তৎ	১০১১৮
যন্মান্মা মোহিত	৮১২২	যুবনাস্থস্য তনয়ঃ	৬১৩০	রক্ষঃস্বসূর্য্যকৃত	১০১৯

রক্ষোহধমেন	১০।১১	রামঃ সঞ্চোদিতঃ	১৬।৬	শরদ্বাংস্তৎসূতো	২১।৩৫
রক্ষো বধো	১১।২০	রামবীৰ্য্যপরাভূতা	১৬।৯	শরস্তম্বেহপতৎ	২১।৩৫
রজস্তমোব্রতম্	১৫।১৫	রাম রাম মহাবাহো	১৫।৩৮	শম্ভিষ্ঠাজানতী	১৮।১০
রজেঃ পঞ্চশতানি	১৭।১২	রাম রামেতি	১৬।১৩	শম্ভিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ	১৮।১৭
রণকো ভবিতা	১২।১৫	রামলক্ষ্মণভরত	১০।২	শর্য্যাতির্মানবঃ	৩।১
রণঞ্জয়স্তস্য	১২।১৩	রামস্তমাহ	১০।২২	শর্য্যাতেরভবন্	৩।২৭
রথস্থানং তাং	২৩।৩৫	রামায় রামো	১৫।৩৩	শলশ্চ শান্তনোঃ	১২।১৯
রথীতরস্যাপ্রজস্য	৬।২	রামে রাজনি	১০।৫১	শশংসপিত্রে	৩।২৩
রথীতরাণাং প্রবরাঃ	৬।৩	রামো লক্ষ্মণসীতাজ্যং	১০।৪০	শশবিন্দুর্মহাযোগী	২৩।৩১
রথেন বায়ুবেগেন	৯।১১	রাষ্ট্রপালোহথ	২৪।২৪	শশবিন্দোদুহিতরি	৬।৩৮
রত্তিদেবস্য মহিমা	২১।২	রুচিরাম্বসুতঃ	২১।২৪	শান্তনুর্রাক্ষণৈঃ	২২।১৫
রমমাণস্তয়া	১৪।২৫	রুচিরাম্বো দৃঢ়হনুঃ	২১।২৩	শান্তনোর্দাসকন্যায়্যাং	২২।২০
রমস্য সূতঃ	১৫।২	রুদ্রদুঃ সুস্বরং	১০।২৫	শান্তাং স্বকন্যাং	২৩।৮
রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ	৯।২৫	রুদ্রা শ্বসন্তী	১৮।১৫	শান্তিদেবাত্মজা	২৪।৫০
রাজন্ মে দীপ্ততাং	২১।৮	রুদ্রং প্রকৃত্যাত্মনি	৯।৪৮	শান্তিদেবোপদেবা	২৪।২৩
রাজম্ননুগৃহীতঃ	৫।১৭	রোগুকা দুঃখশোকাকর্তা	১৬।১৩	শান্তিমাগ্নোতি	২২।১৪
রাজন্যকল্পবর্ষাদ্যা	২৪।১১	রোগোঃ সূতাং	১৫।১২	শান্তেঃ সৃশান্তিঃ	২১।৩১
রাজন্যবিপ্রয়োঃ	১৮।৫	রোতোধাঃ পুত্রো	২০।২২	শাপান্নৈখুনরাক্ষস্য	২২।২৭
রাজপুত্রাথিতো	১৮।৩২	রোমে কামগ্রহগ্রস্ত	১৯।৬	শাসদীজে হরিং	৬।১১
রাজম্বিস্তমুপালক্ষ্য	৩।৫	রোমে সুরবিহারেমু	১৪।২৪	শিনিস্তম্মাৎ	২৪।২৬
রাজস্তয়া গৃহীতো	১৮।২০	রোমে স্বারামধীরাণাং	১১।৩৫	শিনিস্তস্য	২৪।১২
রাজা তৎযজ্ঞ	৬।২৭	রোচনাম্যামতো	২৪।৪৯	শিবিবরঃ কৃমিঃ	২৩।৩
রাজা তমকৃতাহারঃ	৫।১৮	রোমপাদ ইতি	২৩।৭	শিবৈশ্চভ্রার	২৩।৪
রাজা দুহিতরং	৩।১৯	রোমপাদসূতো	২৪।২	শিশুপালঃ সূতঃ	২৪।৪০
রাজাধিদেবী চ	২৪।৩১	রোহিতস্তদভিজ্ঞায়	৭।১৬	শিষ্য-কৌশল্য	১২।৩
রাজাধিদেব্যাম্	২৪।৩৯	রোহিতায়াদিশৎ	৭।১৮	শিষ্যব্যতিক্রমং	১৩।৪
রাজানমশপৎ	৯।২২	রোহিতো গ্রামম্	৭।১৭	শুক্লস্তমাহ	১৮।৩৬
রাজা বিশ্বসহো	৯।৪২	ল		শুক্লো বৃহস্পতেঃ	১৪।৬
রাজা পীতং বিদিত্বা	৬।২৯	লক্ষ্যামায়ুশ্চ কল্পান্তং	১০।১২	শুক্তিস্ত তনয়ঃ	১৩।২২
রাজাভিনন্দিতস্তস্য	৪।৪২	লব্ধকামৈরনুজাতঃ	৪।৩৫	শুক্লেস্ততঃ শুচিঃ	১৭।১১
রাজো জীবতু	১৩।৮	লম্বস্তং বৃষণং	১৯।১০	শুনকঃ শৌনকো	১৭।৩
রাজো মূর্ধ্না	১৫।৪১	শ		শুনকস্তৎসূতঃ	১৩।২৬
রাজ্যং দেহি	২২।১৫	শকুনুগ্রনিরোধঃ	৩।৫	শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যং	৭।২৩
রাজ্যং নৈচ্ছদ্	১৮।২	শতাজিচ্চ	২৪।৮	শুনঃশেফাং পশুং	৭।২০
রাজ্যং প্রিয়ং	১০।৮	শতানিকাদুর্দমনঃ	২২।৪৩	শুরো বিদূরথাৎ	২৪।২৬
রাজ্যমংগুমতে	৮।৩০	শক্লশ্চ মধোঃ	১১।১৪	শেষং নিবেদয়ামাস	৬।৮
রাভস্য রাভসঃ	১৭।১০	শক্লশ্চো গন্ধমাদঃ	২৪।১৭	শৈব্যা গর্ভমধাৎ	২৩।৩৮
রামঃ প্রিয়তমাং	১০।৩১	শয়ানা গাব	২।৪	শোচন্ত্যাত্মানম্	৯।৩৫



শুণু ভার্গবামুং	১৯১২	সংরংসো ভবতা	১৪১২১	সন্তদর্শনাদয়ন্তস্যঃ	২৪১৩৮
শুংবতাং সর্বভূতানাং	২০১২০	সংরমস্ব ময়া	১৪১১৯	সন্দহমানোহজিত	৪১৬১
শুংবত্তিরূপগায়ন্তিঃ	৪১২৪	সংস্টিষ্ঠান্যনাশঙ্ক	১৯১২০	সম্মিবেশ্য মনো	৯১১৫
স্বফলকশ্চিৎপ্ররথঃ	২৪১১৫	সংহিতাঃ প্রাচ্যাসাম্নাং	২১১১৯	সন্তদ্বীপপতিমেকঃ	৬১৩৪
স্রোভুতে স্বপুরুং	২১১১৭	স আদ্যুত	১১১৯	সন্তদ্বীপপতিঃ	১৮১৪৬
প্রদ্যায়ং জনয়ামাস	১১১১	স ইথং ভক্তি	৪১২৬	স বজ্রং স্তম্ভয়ামাস	৩১২৫
প্রপন্নিভোভয়ৈঃ	১৫১৮	স ইথম্	১৯১১	স বহুচস্তাভিঃ	৬১৪৫
প্রান্তো বৃভুক্তিতঃ	৬১৭	স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ	১৫১৮	স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং	৬১৪১
প্রাবন্তস্তৎসূতঃ	৬১২১	স একদা তু	১৫১২৩	স বিদর্ভ ইতি	২৩১৩৮
প্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং	৪১৬৪	স একদা মহারাজঃ	১১২৩	স বৈ তেভ্যো	২১১১৬
শ্রুতং হি বণিতং	১০১৩	স একাদশটকাশ্রাঙ্কে	৬১৬	স বৈ বিবস্বতঃ	১১৩
শ্রুতদেবাং তু	২৪১৩৭	স একোহজরষঃ	১৯১৬	স বৈ মনঃ কৃষ্ণ	৪১১৮
শ্রুতসেনো ভীমসেনঃ	২২১৩৫	স এব শত্রুজিৎ	১৭১৬	স বৈ রত্নস্ত	১৫১২৫
শ্রুতস্ততো জয়ঃ	১৩১২৫	স এবাসীদিদং	১১৮	সভানরাৎ কালনরঃ	২৩১১
শ্রুতান্মোর্বসুমানঃ	১৫১২	স কদাচিত্	৬১৪৯	সমদৃষ্টেস্তদা	১৯১১৫
শ্রুততো ভগীরথাৎ	৯১১৬	স কৃত্বাং	২১১২৫	সমস্তপঞ্চকে	১৬১১৯
শ্রুত্বা গাথাং	১৯১২৬	সখীসহস্রসংযুক্তা	১৮১৬	সমস্তাৎ পৃথিবীং	২২১৩৭
শ্রুত্বা তৎ তস্য	১৫১২৭	সগগন্তৎসূতঃ	১২১৩	সমা দ্বাদশ	২২১১৪
শ্রুত্বোর্বশী	১৪১১৬	সগরশ্চক্রবর্ত্যাসীৎ	৮১৪	সমাগ্নে সন্নয়োগে	১৩১৭
শ্রুত্বতাং মানবঃ	১১৭	সগরস্তেন পশুনা	৮১২৯	সমাস্ত্রিনবসাহস্রীঃ	২০১৩২
শ্রেণীভির্বারমুখ্যাভিঃ	১০১৩৮	সগরান্মজা দিবং	৯১১২	স মুক্তোহস্তাগ্নি	৫১১৩
শ্রেষ্ঠং মত্বানয়া	১৫১৯	সকীর্তয়ন্নুধ্যায়ন্	৫১২৭	সমুপেত্যাশ্রমং	১৫১৩৬
গোত্রাজলিরূপস্পৃশ্য	২৪১৬২	সঙ্গং ত্যজ্যেত	৬১৫১	স যৈঃ স্পষ্টঃ	১১১২২
স্নানানীয়েহিতঃ	২৪১৬৩	সঞ্চিন্তয়ন্নয়ং	৯১২১	সরস্বত্যাং মহানদ্যাং	১৬১২৩
য		স তত্ত্ব নিম্নুক্ত	১৯১২৫	সরযাং ক্রীড়তো	৮১১৬
যড়িমে নহষস্য	১৮১১	স তস্য তাং	১১৩৭	সর্পান্ বৈ	২২১৩৬
যন্টিং বর্ষসহস্রানি	১৭১৭	স তস্যাত্	১১৩৫	সর্বং হিরন্ময়ং	২১২৭
যষ্ঠং যষ্ঠং	৪১৩	স তস্মাদ্	২২১২	সর্বত্র সঙ্গম্	১৯১২৮
যষ্ঠং সংবৎসরং	৭১২০	স তাং বিলোক্য	১৪১১৮	সর্বত্রাসো যতো	১৩১১০
স		স তাং বীক্ষ্য	১৪১৩৩	সর্বদেবগণোপেতঃ	১৪১৭
সংকৃতিস্তস্য	১৭১১৭	স তু বিপ্রেণ	৬১১০	সর্বদেবময়ং	৬১৩৫
সংবৎসরং তীর্থচর্যাং	১৬১১	স তু রাজঃ	২৩১৯	সর্বদেবময়ং	১১১১
সংবৎসরান্তে হি	১৪১৩৯	স ত্বং জগন্নাগ	৫১৯	সর্বদেবময়ং	১৬১২০
সংবৎসরোহিতগাৎ	৫১২৩	সত্যং সারং	৭১২৪	সর্বদেবময়ং	১৮১৪৮
সংবদ্ধরূষণঃ	১৯১১১	সন্নাজিতঃ প্রসেনঃ	২৪১১৩	সর্বধর্মবিদাং	২২১১৯
সংবর্তোহযাজয়ৎ	২১২৬	সদশ্চৈরুৎসবসন্মাহৈঃ	১০১৩৭	সর্বভূতান্মভাবেন	৫১১১
সংবর্দ্ধয়ন্তি যৎ	৪১২৫	সদ্যঃ কুমারঃ	২৪১৩৫	সর্বভূতান্মভাবেন	৯১২৯
সংযাতিস্তস্য	২০১৩	সনন্দনাদৌর্মুনিভিঃ	৮১২৩	সর্বভূতান্মভাবেন	১৯১২৯

সৰ্ব্বাতিৰথজিৎ	২২।৩৩	সা বৈ সপ্তসমা	৯।৪০	সেব্যমানো ন	৬।৪৮
সৰ্ব্বাভাবং বিদধন্	৪।২১	সা সখীভিঃ	৩।৩	সোহপি চানুগতঃ	১৯।৯
সৰ্ব্বান্ কামান্	২০।৩২	সা সন্নিবাসং	১৯।২৭	সোহপি তদ্ব্যসা	১৮।৪৩
সৰ্ব্বাজ্ঞাতিন্	৫।৪	সিদ্ধুঃ শিরস্যর্হণং	১০।১৩	সোহপ্যপোহঞ্জলিম্	৯।২৩
সৰ্ব্বকামদুহা	১০।৫২	সিদ্ধুর্দ্বীপন্ততঃ	৯।১৬	সোহনপত্যো	৭।৮
সৰ্ব্ব নিরুত্তাঃ	২১।১৩	সীতাকথাস্রবণদীপিত	১০।১০	সোহন্তঃ সমুদ্রে	৩।২৮
সৰ্ব্ব বয়ং যৎ	৪।৫৪	সীতা শীরাগ্রতো	১৩।১৮	সোহয়ং ব্রহ্মষি	৯।৩০
সশরীরো গতঃ	৭।৬	সুকন্যা চ্যবনং	৩।১০	সোহযজ্ঞদ্রাজসুয়েন	১৪।৪
স সন্নদ্ধো ধনুঃ	৬।১৫	সুকন্যা নাম তস্য	৩।২	সোহরিভির্হাতভু	৮।২
স সন্নাদু	২০।৩৩	সুকন্যা প্রাহ	৩।৭	সোহশ্বমেধৈঃ	৮।৭
সসৈন্যামাত্যবাহায়	১৫।২৪	সুকুমারবনং	১।২৫	সোহশিদ্ধাদৃতম্	৫।১৯
সস্মার সঃ	১।৩৬	সুগ্রীবনীল	১০।১৬	সোহসাবাস্তে	১২।৬
সহ তেনৈব সঞ্জাতঃ	৮।৪	সুগ্রীবলক্ষণ	১০।১৯	সোহস্বংবমন্	১০।২৩
সহদেবসুতো	২২।৩০	সুতাং দত্তা	৩।৩৬	সোহীর্ষ্য কৃপাৎ	১৯।৫
সহদেবসুতো	১২।১১	সুতানামেকবিংশত্যা	৬।২২	সোমবংশে কলৌ	২২।১৮
সহদেবসুতো	১৭।১৭	সুতো ধর্ম্মরথঃ	২৩।৭	সোমসোত্যাহ	১৪।১৩
সহদেবাৎ সুহোত্রং	২২।৩১	সুদর্শন নমস্তভ্যং	৫।৪	সোমেন যাজয়ন্	৩।২৪
সহদেবা দেবকী	২৪।২৩	সুদর্শনোহথ	১২।৫	সোমজিরভবৎ	২৩।২২
সহসঙ্কর্ম্মণশ্চক্রে	২৪।৬০	সুদাসঃ সহদেবঃ	২২।১	সৌদাসো যুগ্মাং	৯।২০
সহসোত্তীর্ষ্য	১৮।৯	সুদেহোহয়ং	১৪।৩৫	সৌমদত্তিস্তু সুমতিঃ	২।৩৬
সহস্রং দীপ্ততাং	১৫।৬	সুদ্যামনস্যাময়ন্	১।৩৭	স্তত্বা দেবান্	১৬।৩১
সহস্রং বদ্ধশো	২০।২৬	সুধৃতে ধৃষ্টকেতুর্বে	১৩।১৫	স্তবন্ বুদ্ধিধ	১৮।২৫
সহস্রশিরসঃ পুংসো	১৪।২	সুধৃতিস্তৎসুতো	২।২৯	স্তুষ্মানস্তমারুহ্য	৬।১৫
সহস্রানীকস্তৎ	২২।৩৯	সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাৎ	২২।৪৭	স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ	১৪।৩৭
সহৈবাগ্নিভিঃ	৬।৫৪	সুনীথঃ সত্যজিৎ	২২।৪৯	স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ	১১।১৭
স হোবাচ	১৬।৩৪	সুনীথস্তস্য	২২।৪১	স্ত্রীপুংভিঃ সুরসঙ্কশৈঃ	১১।৩৪
সা চানুচর	১।৩৩	সুপার্ষং সুমতিঃ	২১।২৮	স্ত্রীপুংসো	১৯।২৬
সা চাত্ত্বৎ	১৫।১২	সুবাহুঃ শ্রুতসেনশ্চ	১১।১৩	স্ত্রীভিঃ পরিরুতাং	১।৩৪
সাত্ত্বতস্য সুতাঃ	২৪।৭	সুভদ্রা চ মহাভাগা	২৪।৫৫	স্ত্রীরত্নৈরাবৃতঃ	১৫।২০
সাধবো ন্যাসিনঃ	৯।৬	সুভদ্রো ভদ্রবাহুঃ	২৪।৪৭	স্ত্রৈণো হি বিভূষাৎ	১১।৯
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং	৪।৬৮	সুমতিধ্রুবঃ	২০।৬	স্থলৈর্মারকতৈঃ	১১।৩২
সাধম্মিষ্যে তথা	৬।৪২	সুমত্যাস্তনরা	৮।৮	স্থানং মদীয়ং	৪।৫৩
সাধুভির্গ্ৰহাদম্	৪।৬৩	সুমিত্রাজ্জুন	২৪।৪৪	স্থানং যঃ প্রবিশেৎ	১।৩২
সাধুযু প্রহিতং	৪।৬৯	সুমিত্রো নাম	১২।১৫	স্থালীং ন্যস্য	১৪।৪৩
সান্নাহিকো যদা	৭।১৪	সুরাসুরবিনাশঃ	১৪।৭	স্থালীস্থানং গতঃ	১৪।৪৪
সাপ দুর্ব্বাসসঃ	২৪।৩২	সুহোত্রোহত্বৎ	২২।৫	স্নাতঃ কদাচিৎ	৪।৩০
সাপি তং চকমে	১।৩৫	সৃজয়ং শ্যামকং	১৪।২৯	স্নিগ্ধশ্চিমতেক্ষিতোদারৈঃ	২৪।৬৪
সা বানরেন্দ্র	১০।১৭	সৃজয়ো রাষ্ট্রপাল্যাং	২৪।৪২	স্মৃষা তব	২৩।৩৬

স্পৃহামাগিরসঃ	১৪১০	স্বানাং বিভীষণঃ	১০১২৯	হরিকেশ হরণ্যাক্ষৌ	২৪৪২
অয়ং হি রণুতে	২০১১৫	স্বামিনং প্রাপ্তম্	১১১২৬	হরিতো রোহিতসূতঃ	৮১৬
অয়ম্বরাদুপানীতে	২২১২৪	স্বাহিতোহতো	২৩১৩১	হরোরংশাংশসন্তুতঃ	২০১১৯
অসাম্পদে দ্যুমতি	১০১২১	স্বীয়ং মত্বা	১৮১১০	হরো গুরুসূতং	১৪১৬
অকর্ম তৎকৃতং	১৫১৩৭	স্মরংস্তস্য গুণান্	১১১১৬	হর্যাস্তন্তুসূতঃ	৭১৪
অদেহং জমদগ্নিঃ	১৬১২৪	স্মরতাং হাদি	১১১১৯	হস্তগ্রাহোহপরো	১৮১২১
অধর্মং গৃহমেধীয়ং	১০১৫৪	স্মরণং গুরুবচঃ	১৮১৩২	হা তাত সাধো	১৬১২৫
অধর্মেন হরিং	৪১২৬	স্যান্যো তে পিতরি	৪১৭	হা হতাঃ স্ম	১০১২৬
অপাদপল্লবং	১১১১৯	হ		হিত্বা ভাং	৭১২৬
অর্গো ন প্রাথিতঃ	৪১২৪	হতাস্ম্যহং	১৪১২৮	হিষ্টান্যভাবম্	৯৪৯
অর্গকক্ষপতাকাভিঃ	১০১৩৭	হতে পিতরি	১৫১৩৫	হিষ্টা মাং শরণং	৪১৮৫
অর্গরোমাসুতস্তস্য	১৩১১৭	হত্বা মধুবনে	১১১১৪	হেতুং কৃত্বা	১৫১১৮
অলঙ্কৃতস্ত্রী	৬১৪৬	হন্তং তমাদদে	৩১২৫	হেমচন্দ্রঃ সূতঃ	২১৩৪
অলঙ্কৃতেঃ সুবাসোভিঃ	১০১৪৯	হন্যতাং হন্যতাং	৮১১০	হৈহয়ানামধিপতিঃ	১৫১১৭
অশরীরাগ্নিনা	৮১১১	হবির্ধাণীমুমেঃ	১৫১২৬	হোতুস্তৎ	১১১৬
অগতং তে	১৪১১৯	হবিষা কৃষ্ণবর্জা	১৯১১৪	হোতুর্ব্যতিক্রমঃ	১১১৯
অাক্ষবাচমৃতং	১১৩৮	হয়মশ্বেষমাণান্তে	৮১৮	হোত্রেহদদাৎ	১১১২
অান্ অান্ বন্ধুন্	১০১২৫	হরত্বাঘাৎ তে	৯১৬	হোমবেলাং ন	১৬১৩
অানাং তৎ	১৮১২৯	হরিং সর্বত্র	২১১৬	হৃদং প্রবেশিতঃ	৩১১৪



## নবম-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

( প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জাপক )

অ	অঙ্গিরা	৩১১ ; ৪১৩ ; ৬১২,৩	অধিরথ	২৩১২	
অংশুমান্	৮১১৪, ১৯, ২৭, ৩০ ;	অচ্যুত	৪১১৮, ৪১, ৬১ ; ৫১৪ ;	অনজন	৫১৮
	৯১১		৬১৩৪	অনন্ত	৪১৬১ ; ৫১১৪
অক্রিয়	১৭১১০	অজ	৩১৩৫ ; ১০১১	অনন্তদেব	৯১১৪
অক্রুর	২৪১১৩, ১৭	অজ ( ব্রহ্মা )	১০১১২	অনমিত্র	২৪১১২, ১৩
অক্রোধন	২২১১১	অজ ( উজ্জকেতুপুত্র )	১৩১২২	অনরণ্য	৭১৪
অগ্নি	২১২১ ; ১৪১৪৮, ৪৯	অজক	১৫১৪	অনিলা	২২১২৭
অগ্নিবর্ণ	১২১৫	অজমীতৃ	২১১২১, ২২, ৩০ ; ২২১৪	অনীহ	১২১২
অগ্নিবেশ্য	২১২১	অজীগর্ত	৭১২০	অনু	১৮১৩৩, ৪১ ; ১৯১২২ ;
অগ্নিসম্ভব	১৩১২৪	অতিকায়	১০১১৮		২৩১১ ; ২৪১৫,৬, ২০
অজ	২৩১৫, ৬	অতিথি	১২১১	অনেনা	৬১২০ ; ১৭১২, ১১
অজদ	১০১১৯, ২০, ৪৩ ; ১১১১২	অগ্নি	১৪১২	অন্তরীক্ষ	১২১১২
অঙ্গির	২১২৬	অদিতি	১১১০	অক্ষক	২৪১৬, ২০, ৬৩

অপান্তরতমা	৪১৫৭	আনকদুন্দুডি	২৪১৩০, ৪৫, ৫০	উদাবসু	১৩১৪
অপ্রতিরথ	২০১৬	আনন্ত	৩১২৭	উদ্ধব	২৪১৬৭
অবিক্রিৎ	২১২৬	আয়তি	১৮১১	উপগুপ্ত	১৩১২৪
অবিদ্যোত	২৪১২০	আয়ু	১৫১১; ১৭১১; ২৪১৬	উপগুরু	১৩১২৪
অভিমন্যু	২২১৩৩	আরম্ভ	২৩১১৫	উপদেব	২৪১১৮, ২২
অমর্ষণ	১২১৭	আসঙ্গ	২৪১১৬	উপদেবা	২৪১২৩, ৫১
অমিত	১৫১২	আসুরি	৪১৫৭	উপনন্দ	২৪১৪৮
অমিতজিৎ	১২১১২	আহক	২৪১২১	উপরিচরবসু	২২১৬
অম্বরীষ	৪১১৩, ২৫; ৫১১, ২৪, ২৬-২৮; ৬১১, ৩৮; ৭১১	আহকী	২৪১২১	উমা	১১২৫
		ই		উরুবল্লব	২৪১৪৯
অম্বালিকা	২২১২৪	ইক্ষুবু	১১৩, ১২; ২১২; ৬১৪, ৭; ১২১১; ১৬; ১৩১১	উরুশ্রবা	২১২০
অম্বিকা	১১৩০; ২২১২৪	ইন্দুমতী	৬১৩৮	উজ্জিত	২৩১২৭
অম্বাস্য	৭১২২	ইন্দ্র	২১২৮; ৩১২৫; ৬১১৪, ৩১, ৩৩; ৭১১৭; ২৩; ১০১৪৮; ১৩১২; ১৪১২৬; ১৭১১৩;	উর্বশী	১৩১৬; ১৪১১৫, ২৬, ২৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭; ১৫১১; ২১১৩৫
অমৃতাজিৎ	২৪১৮			উলুপী	২২১৩২
অমৃতায়ু	৯১১৬; ২২১১০	ইন্দ্রবাহ	৬১১২	উশনা	১৮১৩০; ২৩১৩৩
অরিমর্দন	২৪১১৬	ইন্দ্রসেন	২১১১, ২০	উশিক	২৪১২
অরিশটনেমি	১৩১২৩	ইন্দ্রানী	১৮১৩	উশীনর	২৩১২, ৩
অর্ক	২১৩১১	ইরাবন্ত	২২১৩২	উ	
অর্জুন	২২১২৯, ৩২; ২৩১২৪	ইলাবিলা	২১৩১	উরুক্রিয়	১২১১০
অর্জুন (কার্তবীৰ্য্য)	১৫১১৭, ৩৩; ১৬১১	ইলা	১১১৬, ২২; ১৪১১৫; ২৪১৪৫, ৪৯	উজ্জ্বকৈতু	১৩১২২
অর্জুনপাল	২৪১৪৪	ইয়ুমান্	২৪১৪১	ঋ	
অলম্বুষা	২১৩১			ঋক্ষ	২১১১, ১০১১১, ৪৩; ২২১৪, ১১
অলক	১৭১৬, ৭, ৮	উ		ঋচীক	১৫১৫
অশ্বমেধজ	২২১৩৯	উগ্র ( রুদ্র )	১০১১০	ঋজু	২৪১৫৪
অশ্বিনী	৩১১৬, ২৪, ২৬	উগ্রসেন ( পরীক্ষিতপুত্র )	২২১৩৫	ঋত	১৩১২৫
অশ্বক	৯১৪০	উগ্রসেন	২৪১২১, ২৫	ঋতধামা	২৪১৪৪
অষ্টক	১৬১৩৬	উড়ুরাট্	১৪১১৪	ঋতধ্বজ	১৭১৬
অসমঞ্জসা	৮১১৪, ১৫	উৎকল	১১১৪	ঋতুপর্ণ	৯১১৭
অসিত	৪১২২	উত্ক	৬১২২	ঋতেয়ু	২০১৪, ৬
অসীমকৃষ্ণ	২২১৩৯	উত্তমঃশ্লোক (হরি)	৯১৪৫; ১১১৭, ১৬১১	ঋষভ	২২১৭
অহংঘাতি	২০১৩			ঋষ্যশৃঙ্গ	২৩১৮
অহল্যা	২১১৩৪	উত্তরা	২২১৩৩	ঐ	
অহীষর	২৪১৫৪	উত্তানবহি	৩১২৭	ঐড়বিড়ি	৯১৪২
আ		উদগ্রামুখ	২১১২৯	ঐল	১৪১১, ৩২; ১৫১১
আঙ্গিরস	১৪১৮, ১০	উদক্সেন	২১১২৬		
আজীগর্ভ	১৬১৩০				
আনক	২৪১২৮, ৪৪				

ও	কাঞ্চন	১৫১৩	কৃতি	১৩১২৬ ; ১৮১১ ; ২৪১২	
ওঘবতী	২১১৮	কানীন	২১২১	কৃতিমান্	২১১২৭ ; ২৪১৫৪
ওঘবান্	২১১৮	কাব্য	১৮১১৪, ৫, ২৫	কৃতিরাত	১৩১১৭
ওড্র	১৩১৫	কাম্পিল্ল	২১১৩২	কৃতী	২১১২৮ ; ২২১৫
ঔ	কাণ্ডবীৰ্য্য	২৩১২৫	কৃত্যেয়ক	২০১৪	
ঔৰ্ব্ব	৮১৩, ৭, ৩০ ; ২৩১২৮	কালনর	২৩১১	কৃতোজা	২৩১২৩
ঔশনসী	১৮১২০, ৩১	কালমেয়	২২১৩৭	কৃত্য	৪১৪৮
ক	কালী	২২১৩১	কৃপ	২১১৩৬	
ক ( দক্ষ )	১০১১০	কাশি	১৭১৪	কৃপী	২১১৩৬
কংস	২৪১২৪	কাশিরাজ	২২১২৩	কৃমি	২৩১৩
কংসবতী	২৪১২৫, ৪১	কাশ্য	১৭১৩, ৪ ; ২১১২৩	কৃশাশ্চ	২১৩৪, ৩৫
কংসা	২৪১২৫, ৪০	কিঞ্চন	২৪১৭	কৃশাশ্চ	৬২৫
ককুৎস্থ	৬১১২	কুকুর	২৪১১৯	কৃষ্ণ	৪১২৮, ২৯ ; ১৯১২৮ ; ২২১৩৪
ককুদ্ভি	৩১২৮, ২৯	কুগি	২৪১১৪	কৃষ্ণ ( ব্যাস )	২২১২২
কক্ষেয়ু	২০১৪	কুত্তি ( নেত্রপুত্র )	২৩১২২	কেকয়	২৩১৩
কক্ক	২৪১২৪, ৪১	কুত্তি	২৪১৩, ৩১	কেতুমান্	৬১১ ; ১৭১৫
কক্কা	২৪১২৫, ৪১	কুন্তী	২২১২৭ ; ২৩১১৩	কেবল	২১৩০
কচ	১৮১২২	কুবলয়াশ্চ	১৭১৬	কেশব	৪১৩২
কন্দর্প	১৪১১৭	কুবলয়াশ্চক	৬২১১	কেশিনী	৮১১৪
কশ্য	২০১৬, ৮, ১৩, ১৮	কুমার	১৩১১২	কেশীধ্বজ	১৩১২০
কপিঞ্জ	১১৫৭ ; ৮১৯, ২০, ২৭	কুন্ত	১০১১৮	কোশলেন্দ্র (রাম)	১০১৪
কপিলশ্চ	৬১২৪	কুরু	২২১৪, ৫ ; ২৪১৬৩	কোশলেন্দ্র	১০১২৯
কপোতরোমা	২৪১২০	কুরুবশ	২৪১৫	কৌশল্যা	২৪১৪৮
কবজ	১০১১২	কুশ	১১১১১, ১২১১ ; ১৫১৪ ;	কৌশিক	৭১৫
কবি	১১১২ ; ২১১৫ ; ২১১৯		১৭১৩, ১৬ ; ২৪১১	কৃতুমান্	১৬১৩৬
কম্বল	২৪১১৯	কুশধ্বজ	১৩১১৯	কৃত	২৪১১, ৩
করকাম	২১২৫ ; ২৩১১৭	কুশনাভ	১৫১৪	ক্লোণ্টা	২৩১২০
করন্তি	২৪১৫	কুশাগ্র	২২১৭	ক্লোণ্টু	২৩১৩০
করাম	২১১৬	কুশাম্	১৫১৪ ; ২২১৬	ক্লব	২১১১৯
করেণুমতি	২২১৩২	কুশিক	১৫১৬ ; ১৬১৩৬ ; ২০১১৫	ক্লবব্রহ্ম	১৭১১, ২, ১০, ১৭
কর্ণ	২৩১১৪	কৃত	২৪১৪৬	ক্লবোপেক্ষ	২৪১১৬
কণিকা	২৪১৪৪	কৃতক	২৪১৪৮	ক্লদক	১২১১৪
কর্মজিৎ	২২১৪৭	কৃতজয়	১২১১৩	ক্লম	২২১৪৮
কলিঙ্গ	২৩১৫	কৃতধ্বজ	১৩১১৯	ক্লমক	২২১৪৪
কলক	২৪১২৯	কৃতবর্মা	২৩১২৩ ; ২৪১২৭	ক্লমধন্বা	১২১১
কল্ল	২৪১৫১	কৃতবীৰ্য্য	২৩১২৩, ২৪	ক্লমাধি	১৩১২৩
কল্মাষপাদ	৯১১৮	কৃতরথ	১৩১১৬	ক্লম্য	২১১২৯
কশ্যপ	১১১০ ; ১৬১২২	কৃতায়ি	২৩১২৩		

খ		চিহ্নকৃৎ	১৭১১১	তক্ষ	১১১১২ ; ২৪১৪৩
খট্টাজ	১১৪২ ; ১০১১	চিহ্নকেতু	১১১১২ ; ২৪১৪০	তক্ষক	১২১৮
খনিহ	২১২৪	চিহ্নরথ	১৩১২৩ ; ১৬১৩ ; ২২১৪০ ;	তার	১৪১৪ ; ১৪১৮, ১০
খনীনেহ	২১২৫		২৩১৭, ৩১ ; ২৪১১৫, ১৮	তালজ্য	২৩১২৮
খর	১০১৯	চিহ্নসেন	২১১৯	তিতিক্ষু	২৩১২, ৪
খলপান	২৩১৬	চিহ্নাজদ	২২১২০, ২১	তিমি	২২১৪২, ৪৩
খাণ্ডিক্য	১৩১২০, ২১	চেদি	২৪১২	তুমুর	২৪১২০
গ		চেদিপ	২২১৬	তুর	২২১৩৭
গজা	১১১, ২ ; ২২১১৯	চেদিরাজ	২৪১৩৯	তুরগমেধষাট্	২২১৩৭
গদ	২৪১৫২, ৪৬	চৈহ্নরথ	১৪১২৪	তুর্বসু	১৮১৩৩, ৪১ ; ১৯১২২ ;
গদাড়	৫১৯	চাবন	৩১২, ১০, ১৮, ২৪ ; ২১১১, ৫		২৩১১৬
গন্ধমাদ	২৪১১৭	জ		তুষ্টিমান্	২৪১২৪
গন্ধমাদন	১০১১৯	জনক	১৩১১৩	তুণবিন্দু	২১৩০, ৩৬
গবি	২১১২৫	জনমেজয়	২১৫৬ ; ২০১২ ; ২২১৩৫,	ব্রহ্মাক্ষণি	২১১১৯
গভীর	১৭১১০		৩৬ ; ২৩১২	ব্রহ্মদস্য	৬১৩৩ ; ৭১৪
গম	১৪৪১	জম	২২১১	ব্রিবন্ধন	৭১৪
গর্গ	২১১১, ১৯	জমদগ্নি	৭১২২ ; ১৫১১১, ১২,	ব্রিভানু	২৩১১৭
গাম্বি	১৫১৪, ৫ ; ১৬১২৮		২৩, ৩৭ ; ১৬১২৪	ব্রিশঙ্কু	৭১৫
গাম্বিনী	২৪১১৫	জয়	১৩১২৫ ; ১৫১১, ২ ; ১৬১৩৬,	ব্রিশির	১০১৯
গাহ্বার	২৩১১৫		১৭১১৬, ১৭ ; ২১১১ ; ২৪১১৪, ৪৪	দ	
গাহ্বারী	২২১২৬	জয়দ্রথ	২১১২২ ; ২৩১১১	দক্ষ	৪১৫৪, ২৩১৩
গার্গ্য	২১১১৯	জয়ধ্বজ	২৩১২৭, ২৮	দণ্ডকা	৬১৪
গিরি	২৪১১৬	জয়সেন	১৭১১৭ ; ২২১১০ ; ২৪১৩৯	দণ্ডপানি	২২১৪৪
গিরিশ	১১২৯ ; ১৮১৯	জরা	২২১৮	দণ্ডাশ্রয়	২৩১২৪
গুরু	২১১২	জরাসন্ধ	২২১৮	দণ্ডবন্ধ (খবি)	২৪১৩৭
গৃহসমদ	১৭১৩	জলেয়ু	২০১৪	দম	২১২৯
গৌতম	২১১৩৪	জহ	২২১৭	দমঘোষ	২৪১৩৯
গৌতম	৪১২২	জহু	১৫১৩, ৪ ; ২২১৫	দমন্তী	১১১৮
ঘ		জাতবেদ	১৪১৪৬	দশরথ (ঐড়বিড়িপিতা)	১৪২২
ঘটোৎকচ	২২১৩৬	জাতুকর্ণ	২১২১	(রামপিতা) ১০১১ ; ২৩১৭, ১০	
ঘৃতাচী	২০১৫	জামদগ্ন্য	১৬১২৫	(নবরথপুত্র)	২৪১৪
চ		জীমূত	২৪১৪	দশানন	১৫১২১
চক্ষু	২৩১১	জৈগীষব্য	২১১২৬	দশাই	২৪১৩, ৩৬
চতুরঙ্গ	২৩১১০	জৈমিনী	১২১৩	দাক্ষায়ণী	১১১০
চন্দ্র	৬১২০	জ্যামঘ	২৩১৩৪, ৩৫	দিত্তি	২৪১৩৭
চম্প	৮১১	ত		দিবাক্	১২১১০
চাক্ষুষ	২১২৪	তনয়	১৫১৪	দিবিরথ	২৩১৬
চারুপদ	২০১২	তপতী	২২১৪	দিবোদাস	১৭১৫ ; ২১১৩৪ ; ২২১১

দিব্য	২৪।৬	দেবরক্ষিতা	২৪।২৩, ৫২	ধৃষ্ট	১।১২; ২।১৭
দিলীপ	৯।২	দেবরাত	১৩।১৪; ১৬।৩০, ৩২,	ধৃষ্টকেতু	১৩।১৫; ১৭।৯; ২২।৩;
দিলীপ (ঋক্ষপুত্র)	২২।১১		৩৬; ২৪।৫		২৪।৫৮
দিশট	১।১২	দেবজ	৪।৫৭	ধৃষ্টদ্রাক্ষ	২২।৩
দিশট	২।২২, ২৩	দেবপ্রবাহ	২৪।২৮, ৪১	ধৃষ্টি	২৪।৭, ২৪
দ্বিমীড়	২১।২১, ২৭	দেবাতিথি	২২।১১	ধ্রুব	২০।৬; ২৪।৪৬
দীর্ঘতম	১৭।৪	দেবানীক	১২।২	ধ্রুবসন্ধি	১২।৫
দীর্ঘতমা	২৩।৫	দেবাগি	২২।১২, ১৭	ন	
দীর্ঘবাহ	১০।১	দেবারুধ	২৪।৬, ৯, ১০	নকুল	২২।২৮, ৩২
দুশ্শুভি	২৪।২০	দৌষ্টি	২০।২৬, ২৭	নন্দ	২৪।৪৮
দুরিতক্ষয়	২১।১৯	দুঃশলা	২২।২৬	নন্দীবর্জ্জন	১৩।১৪
দুর্যোধন	২২।২৬	দ্রুপদ	২২।২	নবরথ	২৪।৪
দুর্দমন	২২।৪৩	দ্রুহা	১৮।৩৩, ৪১; ১৯।২২;	নভ	১২।৯
দুর্ব্বাসা ৪।৩৫, ৪২, ৪৯, ৫৫, ৬০;			২৩।১৪	নভগ	১।১২; ৪।১০
৫।১১ ১৩, ২২, ২৪; ২৪।৩২		দ্রৌণী	২২।৩৪	নর	২।২৯; ২১।১০
দুর্দ্দদ ২৩।১৫, ২৩; ২৪।৪৬, ৪৭		দ্রৌপদী	২২।৩, ২৮	নরমিত্র	২২।৩২
দুর্দ্দমন	২৪।৪২	ধ		নরাতক	১০।৯৮
দুর্দ্দুখ	১০।১৮	ধনক	২৩।২৩	নরিশ্যন্ত	১।১২; ২।১৯, ২২
দুর্দ্দুস্ত ২০।৭, ৮, ২১; ২৩।১৮		ধন্বন্তরী	১৭।৪	নর্যদা	৭।২
দ্যুমৎসেন	২২।৪৮	ধর্ম্ম	৪।৫৭; ২২।২৭; ২৩।১৫,	নল	৯।১৭; ২৩।২০
দ্যুমন	১৭।৫		২২; ২৪।৫৩	নলিনী	২১।৩০
দুর্দ্দ	২২।৪২	ধর্ম্মকেতু	১৭।৮	নহম	১৭।১০; ১৮।১০
দুর্দ্দাক্ষী	২৪।৪৩	ধর্ম্মধ্বজ	১৩।১৯	নাকুলি	২২।২৯
দুর্দ্দগ	১০।৯	ধর্ম্মরুদ্ধ	২৪।১৬	নাভ	৯।১৬
দুর্দ্দনেমি	২১।২৭	ধর্ম্মরথ	২৩।৭	নাভাগ	২।২৩; ৪।১০, ১৩, ৭১
দুর্দ্দহনু	২১।২৩	ধর্ম্মসুত্র	২২।৪৮	নারদ	৪।৫৭; ৭।৮
দুর্দ্দাশ	৬।২৪	ধর্ম্মেয়ু	২০।৪	নারায়ণ	৯।৪৯; ১৪।৪৮; ১৫।১৭;
দেবক	২২।৩০; ২৪।২১	ধাতা	১৪।২; ২০।২২		১৮।৫০, ২১।১৮
দেবকী	২৪।২৩, ৪৫, ৫৩	ধুজু	৬।২২, ২৩	নাসত্য	৩।১১
দেবক্লয়	২৪।৫	ধুজুমান্	২।৩০	নাসত্যদম্র	২২।২৮
দেবজ	২।৩৪	ধুজুমার	৬।২৩	নাহম	১৮।৫, ৩০; ১৯।২১
দেবদত্ত	২।২০	ধুজুকেতু	২।৩৩	নিকুন্ত	৬।২৪, ২৫; ১০।১৮
দেববর্জ্জন	২৪।২২	ধুজুক্ষ	২।৩৪; ১০।১৮	নিকেতন	১৭।৮
দেববান্	২৪।১৮, ২২	ধৃত	১৩।২৬; ২৩।১৫	নিম্ন	২৪।১২, ১৩
দেবভাগ	২৪।২৮, ৪০	ধৃতদেবা	২৪।২২, ৫০	নিমি	৬।৪; ১৩।১০, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮,
দেবমীড়	২৪।২৭	ধৃতব্রত	২৩।১২		১২; ২২।৪৪; ২৪।৬৫
দেবযানী	১৮।৭, ১০, ২৮, ২৯,	ধৃতরাষ্ট্র	২২।২৫, ২৬	নিম্লেচি	২৪।৭
৩৩, ৩৪, ৪৭; ১৯।২৬		ধৃতি	২৩।১২	নিরমিত্র	২২।৪৬

নিব্বর্তি	২৪১৩	পুষ্করারুণি	২৪১২০	প্রাংস্ত	২১১৪
নিষদ	১২১১; ২২১৫	পুষ্কল	১১১১২	প্রাচৈতঃ	১১১১০; ২৩১১৫
নীপ	২৪১২৪, ২৯	পুষ্প	১২১৫	প্রারুণ	৭১৪
নীল	১০১১৬, ১৯; ২৪১৩০	পুষ্পবান্	২২১৭	প্রিয়মেধ	২৪১২১
নৃগ	১১১২; ২১১৭	পূর্ণ	২১১৯	ব	
নৃচক্ষু	২২১৪১	পৃথা	২৪১৩০, ৩১	বক	২৪১৪১, ৪৩
নৃপঞ্জয়	২২১৪২	পৃথু	৬১২০; ২৩১৩৪; ২৪১১৮	বজ	২৩১৫
নেত্র	২৩১২২	পৃথুকীৰ্ত্তি	২৩১৩৩	বজ্রনাভ	১২১২
নেমিচক্র	২২১৩৯	পৃথুলাক্ষ	২৩১১০	বজ্রপাণি	৬১১৯
ন্যগ্রোধ	২৪১২৪	পৃথুশ্রবা	২৩১৩৩	বৎস	১৭১৬
প		পৃথুসেন	২৪১২৪	বৎসক	২৪১২৯; ৪৩
পত্যাগ্র	২২১৬	পৃষত	২২১২	বৎসপ্রীতি	২১২৪
পনস	১০১১৯	পৃষদশ্ব	৬১১	বৎসরুদ্ধ	১২১১০
পবন	১৫১১৮	পৃষধু	১১১২; ২১৩, ৫, ৮	বৎস্য	২৪১২৩
পরমাশ্রা	৮১২১	পৈল	২২১২২	বনেন্দু	২০১৫
পরশস্র	২২১২১	পৌরচ	২৩১১৭	বদ্রু	২৩১১৪; ২৪১২, ৯, ১০
পরিপ্লব	২২১৪২	পৌরবী	২২১৩০; ২৪১৪৫, ৪৭	বদ্রুবাহন	২২১৩২
পরীক্ষি	২২১৫, ৯	প্রচিন্বে	২০১২	বর	২৩১৩
পরীক্ষিৎ	১১৬	প্রচেতা	২৩১১৫	বরুণ	৭১৮, ৯, ১৭, ২১
পরেম্	২৩১১	প্রতর্দন	১৭১৫	বর্ষ	২৪১৫১
পাঞ্চাল	২৪১৩৩	প্রতিবাহ	২৪১১৭	বহি	১২১১৩
পাণ্ডু	২২১২৫, ২৭; ২৪১৩৬, ৬৩	প্রতিবিদ্যা	২২১২৯	বহিষ	২৪১১৯
পার	২৪১২৪	প্রতিব্যোম	১২১১০	বল	৩১৩৬; ২৪১৪৬
পারিষাট	১২১২	প্রতীক	২১১৮	বলদেব	৩১৩৩
পুণ্ডরীক	১২১১	প্রতীকাস্থ	১২১১১	বলস্থল	১২১২
পুণ্ড্র	২৩১৫	প্রতীপ	২২১১১	বলাক	১৫১৪
পুরুজয়	৬১১২, ২০	প্রতীপক	১৩১১৬	বলি	২৩১৪, ৫
পুরুন্দর	৮১৭	প্রথিত	২৪১৫০	বশিষ্ঠ	১১১৩, ৩৬; ৩১১; ৪১২২
পুরু	১৪১৫; ১৮১৩৩, ৪২, ৪৫; ১৯১২১, ২৩; ২০১১, ২	প্রবর	২৪১৫৩		৭১৭, ২২; ৯১৮, ৩৯;
পুরুকুৎস	৬১৩৮; ৭১২, ৪	প্রবীর	২০১২	বসু	২১১৭, ১৮, ১৫১৪; ২৪১৫১, ৫৩;
পুরুজ	২৪১৩৩	প্রমতি	২১২৪	বসুদেব	২৪১২৫, ২৮, ৩০, ৪৬, ৫২, ৫৩
পুরুজিৎ	২৩১২২; ২৩১৩৪; ২৪১৪১	প্রশম	২৪১৫০	বসুমান্	১৫১২, ১৩
পুরুমীড়	২৪১২১, ৩০	প্রসুশ্রুত	১২১৭	বদ্রপত্ত	১৩১২৫
পুরুহোত্র	২৪১৬	প্রসেন	২৪১১৩	বহুগব	২০১৩
পুরুারব	১১৩৫, ৪২	প্রসেনজিৎ	১২১৮, ১৪	বহুরথ	২৪১২৯
পুরুারবা	১৪১১৫, ৪৯; ১৭১১	প্রক্ষম	২০১৭	বহলাশচ	৬১২৫
পুষ্কর	১২১১২; ২৪১৪৩	প্রহস্ত	১০১১৮	বহলাশ্ব	১৩১২৬
		প্রহ্লাদ	১৭১১৩		




বহি	২৩।১৬ ; ২৪।১৯	বিশ্বগন্ধি	৬।২০	বৃহদ্বিশ্ব	২১।৩২
বাদরায়ণ	২২।২২, ২৫	বিশ্বজিৎ	২২।৪৯	বৃহত্তানু	২৩।১১
বার্ষপর্ষণী	১৮।৩৩	বিশ্ববাহু	১২।৭	বৃহদ্রণ	১২।৯
বান্ধি	১০।১২	বিশ্বভাবন	৪।৬১	বৃহদ্রথ	১৩।১৫ ; ২২।৬, ৭, ৮ ; ২২।৪৩ ; ২৩।১১
বালিক	৯।৪১	বিশ্বসহ	৯।৪২	বৃহদ্রাজ	১২।১৩
বাসুদেব	২।১১ ; ৪।১৭ ; ৫।২৫, ২৬ ; ৯।৫০ ; ১৫।১৪ ; ১৭।৪ ; ১৭।৫০ ; ১৯।২৫ ; ২১।১৬	বিশ্বস্রবা	১০।১৫	বৃহদ্রান্না	২৩।১১
বাহক	৮।২	বিশ্বামিত্র	৭।৭, ২২, ২৪ ; ১০।৫ ; ১৬।২৯, ৩৫, ৩৭ ; ২০।১৩	বৃহদ্রস্পতি	১৪।৪, ৬ ; ২০।৩৬, ৩৮
বাহলীক	২২।১২, ১৮	বিশ্রবা	২।৩২	বেগবান্	২।৩০
বিকুক্ষি	৬।৪, ৬, ১১	বিশ্রুত	১৩।১৬	বৈদগুপ্ত	২২।২২
বিকৃতি	২৪।৪	বিষ্ণু	৪।৪৪ ; ৫।১২, ২৮ ; ৬।১৪, ১৬ ; ৭।৩ ; ২১।১৫	বৈদেহ	১৩।১৩
বিচিগ্রবীৰ্য্য	২২।২১, ২৩	বিষ্ণুবক্সেন	২১।২৫	বৈদেহী	১০।৪৬ ; ১১।৪
বিজয়	৮।১ ; ১৩।২৫ ; ১৫।১, ৩ ; ২৩।১২ ; ২৪।৬৭	বীতহব্য	১৩।২৬	ষেবস্বত মনু	২।১
বিজয়া	২২।৩১	বীতিহোত্র	২।২০ ; ১৭।৯ ; ২৩।২৯	বৈশ্বদেব	৪।৪
বিতথ	২০।৩৯ ; ২১।১	বীৰ্য্যবান্	১৭।১	ব্যোম	২৪।৩
বিদৰ্ভ	২৩।৩৮, ২৪।১	বুধ	১।৩৪ ; ২।৩০ ; ১৪।১৪	ব্রত্য়ু	২০।৪
বিদুর	২২।২৫	বৃক	৮।২ ; ২৪।২৯	ব্রহ্ম	১৯।১৯, ২৫
বিদুরথ	২২।১০, ২৪।১৮, ২৬	বৃকোদর	২২।২৯	ব্রহ্মদত্ত	২১।২৫
বিধুতি	১২।৩	বৃজিবান্	২৩।৩০	ব্রহ্মণ্যদেব	১১।৭
বিপুল	২৪।৪৬	বৃজহা	৭।১৯	ব্রহ্মা	৩।৩১ ; ১৪।৩, ১৩
বিপ্লট	২৪।৫০	বৃজশৰ্ম্মা	২৪।৩৭	ব্রহ্মণ্যদেব	১১।৫
বিপ্র	২২।৪৭	বৃষ	২৪।৪২	ড	
বিবস্বত	১।৩	বৃষপর্ষা	১৮।৪, ২৬	ভগবান্	৯।৫০
বিবস্বান্	১।১০	বৃষভ	২৩।২৭	ভগীরথ	৯।২, ১০, ১৬
বিবিশংগতি	২।২৪, ২৫	বৃষসেন	২৩।১৪	ভজমান্	২৪।৬, ৭, ১৯, ২৬
বিভাবসু	১৪।৪৬	বৃষাদৰ্ভ	২৩।৩	ভজি	২৪।৬
বিভীষণ	১০।১৬, ২৯, ৩২, ৪২	বৃষ্টিমান্	২২।৪১	ভদ্র	২৪।৪৭, ৫৪
বিমল	১।৪১	বৃষ্টি	২৩।২৯ ; ২৪।৩, ৬, ১২, ১৪, ৬৩	ভদ্রবাহু	২৪।৪৭
বিয়তি	১৮।১	বৃহৎকৰ্ম্মা	২৩।১১	ভদ্রসেন	২৪।৫৪
বিরিঞ্চ	৪।৫২, ৫৫	বৃহৎকায়	২১।২২	ভদ্রসেনক	২৩।২২, ২৩
বিরূপ	৬।১	বৃহৎক্ষত্র	২১।১, ২০	ভদ্রা	২৪।৪৫, ৪৮
বিলোমা	২৪।১৯	বৃহৎসেন	২২।৪৭	ভদ্রাশ্ব	৬।২৪
বিশদু	২৩।১১	বৃহৎস্ব	৬।২১ ; ১২।১১	ভব	৪।৫৪ ( শিব ) ১০।১২
বিশাদ	২১।২৩	বৃহদিসু	২১।২২	ভরত	১০।২, ৩৫, ৪২ ; ১১।১২, ১৩ ; ২০।২৬, ২৯
বিশাল	২।৩৩, ৩৬	বৃহদ্রনু	২১।২২	ভরতর্ষভ	১০।৫২
বিশ্বকৃৎ	১৪।৮	বৃহদ্রল	১২।৮, ৯, ১৫ ; ২৪।৪০	ভরদ্বাজ	২০।৩৫, ৩৮
				ভরুক	৮।২

ভর্গ	১৭১৯ ; ২৩১৬	মমতা	২০১৩৭	মৃদুর	২৪১৬
ভর্ম্যাস্থ	২১১৩, ৩২	মরীচি	১১১০ ; ৪১৫৮	মেধাবী	২২১৪২
ভলন্দন	২১২৩	মরু	১২১৫ ; ১৩১৫, ১৬	মেধাতিথি	২০১৭
ভল্লাট্	২১১২৬	মরুৎ	১০১১৯, ৪২	মেনকা	২০১১৩
ভানু	১২১১০	মরুত্ত	২১২৬, ২৭, ২৯ ; ২৩১৭	ম	
ভানুমান্	১২১১১ ; ১৩১২১ ; ২৩১৬	মরুদেব	১২১১২	মজ্জেশ	১৪১৪৭
ভারত	৬১২৪, ১৮১৪১ ; ২০১১	মহস্থান্	১২১৭	মতি	১৮১১, ২
ভার্গব	৩১৬, ২৫ ; ১৫১৫, ১১, ১৩ ; ১৬১৩০, ৩২ ; ১৮১২৭	মহাধৃতি	১৩১১৬	মদু	১৮১৩৩, ৩৮ ; ১৯১২২ ; ২৩১১৮, ১৯, ২০
ভার্গবী	১৯১২, ২৮	মহাবংশী	১৩১২৬	মবনীর	২১১৩২
ভার্গভূমি	১৭১৯	মহাবীৰ্য্য	২১১১, ১৯	মবীনর	২১১২৭
ভার্ম্য	২১১৩৪ ; ২২১৩	মহাভিষ	২২১১৩	মম	৬১১৭ ; ২০১২২
ভান্ধুর	২৪১৩৫	মহাভোজ	২৪১৭, ১১	মদু	২৩১১৮, ১৯, ২০
ভীম	১৫১৩	মহামনা	২৩১২	মমতি	১৮১১, ৩, ১৮, ২৩ ; ২৩১১৮
ভীমরথ	১৭১৫ ; ২৪১৪	মহারোমা	১৩১১৭	মাক্ষ্যবল্ল্য	১২১৩ ; ২২১৩৮
ভীমসেন (পরীক্ষিত-পুত্র)	২২১৩৫	মহাশাল	২৩১২	মুগন্ধর	২৪১১৪
( পাণ্ডব )	২২১৩১	মহাহয়	২৩১২১	মুতায়ু	২২১৪৬
ভীষ্ম	২২১১৯	মহিষ্মান	২৩১২২	মুধাজিৎ	২৪১১২
ভূতজ্যোতি	২১১৭	মহীনর	২২১৪৩	মুধিষ্ঠির	২২১২৭, ২৯, ৩০
ভূরিপ্রবা	২২১১৮	মহেন্দ্র	৮১১১ ; ১৪১৭ ; ১৭১১৪	মুবনাস্থ	৬১২০, ২৫১৩০, ৩২
ভূরিমেন	৩১২৭	মাতলি	১০১২১	মুযুধ	১৩১২৫
ভোজ	২৪১২৬, ৬৩	মাদ্রী	২২১২৮	মুযুধান	২৪১১৪
ভোজ্য	২৩১৩৫	মাক্ষাতা	৬১৩৪, ৩৭ ; ৭১১	মৌবনাস্থ	৭১১
ভৃগু	৩১২২, ৪১৫৪ ; ১৫১২৯	মামতেন্ন	২০১২১	র	
ভৃগুপতি	১০১৭	মাম্মা	২১১১৫, ১৭	রমু	১০১১
ম		মারিষা	২৪১২৭	রমুপতি	১৮১১৬, ২০ ; ১৯১২০, ২১
মৎস্য	২২১৬	মারীচ	১০১১, ১০	রজী	১৭১১, ১২, ১৩, ১৫
মদগুপ্তী	৯১২৪, ২৭, ৩৯	মার্জারী	২২১৪৬	রণক	১২১১৫
মদিরা	২৪১৪৫, ৪৮	মিতধ্বজ	১৩১১৯	রণজয়	১২১১৩
মদ্র	২৩১৩	মিত্রাবরণ	১১১৩ ; ১৩১১৬, ১৪১১৭	রথীতর	৬১১, ২, ৩
মধু	১১১১৪ ; ২৩১২৭, ২৯ ; ২৪১৫, ৬৩	মিত্রায়ু	২২১১	রত্তিদেব	২১১২, ১৮
মধুছন্দা	১৬১২৯, ৩৩, ৩৪	মিথিল	১৩১১৩	রত্তিনাব	২০১৬
মধুসুদন	২৪১৬০	মিশ্রকেশী	২৪১৪৩	রবি	১১১৯ ; ২৪১৩২
মনসু	২০১২	মীতাম্	২১১৯	রভস	১৭১১০
মনু	১১৩, ১৬ ; ২১২, ৩ ; ৬১৪	মুকুন্দ	৪১১৯, ২৫	রমা	২০১৮
মন্যু	২১১১	মুচুকুন্দ	৬১৩৮	রন্ত	২১২৫
মন্দোদরী	১০১২৪	মুদগল	২১১৩১, ৩৩	রয়	১৫১১, ২
		মূলক	৯১৪১	ররুশক	১১১২
		মৃদুবিৎ	২৪১১৬		

রাজন্য	২৪৫১	ল	শান্তি	২১৩০
রাজবর্ধন	২১২৯	লব	শান্তিদেবা	২৪১২, ৫০
রাজাধিদেবী	২৪১৩১, ৩৯	লবণ	শাল	২৪৪৩
রাধিক	২২১০	লক্ষণ	শিনি	২১১৯ ; ২৪১২, ১৩, ২৬
রাবণ	৬১৩৩ ; ১০১৫, ২০, ২৬		শিব	৯৮
রাভ	১৭১১, ১০	লাঙ্গল	শিবি	২৩৩, ৪
রাম	১০১২, ২২, ৩১, ৩৫, ৪০, ৫০, ৫১, ৫৩ ; ১১১১, ৭, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ১৯, ২৩, ২৪, ৩৫ ; ১৬১৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ২৪, ২৫ (পরশুরাম) ; ১৫১১৩, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮ ; ১৬১১, ৬, ৭, ৮ ; ২২১২০	শ	শিশুপাল	২৪৪০
রাষ্ট্র	১৭১৪	শকুনি	শীরধ্বজ	১৩১৮
রাষ্ট্রপালী	২৪৪২	শকুন্তলা	শুক	১৬ ; ২১১২৫
রাষ্ট্রপাল	২৪১২৪	শঙ্ক	শুল্ক	১৪১৬ ; ১৮১৩২, ৩৬
রাষ্ট্রপালিকা	২৪১২৫	শঙ্কর	শুচি	১৩১২২ ; ১৭১১১ ; ২২১৪৭ ; ২৪১১৯
রিপু	২৩১২০	শঙ্কু	শুচিরথ	২২১৪০
রিপুঞ্জয়	২১১২৯ ; ২৪১৪৯	শতজিৎ	শুদ্ধ	১৭১১১
রুদ্র	২৩১৩৪	শতদ্যুশন	শুদ্ধোদ	১২১১৪
রুদ্রেশ্ব	২৩১৩৪	শতধনু	শুনঃশেফ	৭১২০, ২৩, ১৬১৩০, ৩২
রুচক	২৩১৩৪	শতধৃতি	শুনক	১৩১২৬ ; ১৭১৩
রুচিরাম	২১১২৩, ২৪	শতাজিৎ	শুল্ক	২৩১৫
রুদ্র	৪১৮, ১১ ; ৯১৭	শতানন্দ	শূন্যবন্ধু	২১৩৩
রুশদ্রথ	৪২১৪	শতানীক	শুর	২৪১২৬, ২৭, ৩১, ৪৮
রেণু	১৫১১২	শতাজিৎ	শুরভূ	২৪১২৫
রেণুকা	১৫১১২ ; ১৬১২, ১৩	শত্রু	শুরভূমি	২৪১৪২
রেণুহন্ন	২৩১২১	শত্রুজিৎ	শুরসেন	২৩১২৭ ; ২৪১৬৩
রেবত	৩১২৭	শমীক	শৈব্যা	২৩১৩৫, ৩৮
রেবতী	৩১২৯	শতু	শৌনক	২২১৩৮
রেডি	২০১৭	শরদ্বান্	শ্রফলক	২৪১১৫
রোচনা	২৪১৪৫, ৪৯	শর্ক	শ্যামক	২৪১২৯, ৪২
রোমপাদ	২৩১৭, ১০ ; ২৪১১, ২	শর্ঘিষ্ঠা	শ্রদ্ধা	১১১১, ১৪
রোহিত	৭১৯, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ ; ৮১১	শর্ঘ্যাতি	শ্রাদ্ধদেব	১১১১
রোহিণী	২৪১৪৫, ৪৬	শল	শ্রাদ্ধদেব মনু	১১১১, ১৩, ১৪
রৌদ্রা	২০১৩	শশবিন্দু	শ্রাবস্ত	৬১২১
		শশাদ	স্রী	৪১৬০
		শাক্য	স্রীদেবা	২৪১২৩, ৫১
		শান্তনু	স্রীনিবাস	৪১৬০
		শান্তরজা	শ্রুত	৯১১৬ ; ১৩১২৫
		শান্তা	শ্রুতকর্ম্মা	২২১৩০
			শ্রুতকীর্তি	২২১২৯ ; ২৪১৩০, ৩৮
			শ্রুতজয়	১৫১২

শ্রুতদেবা	২৪।৩০, ৩৭	সত্ত্বতি	২৩।১২	সুধীর	২৩।৩
শ্রুতমুখ্য	২৪।৫৩	সম্মর্দন	২৪।৫৪	সুধৃত	১৩।১৫
শ্রুতপ্রবা	২২।৯, ৪৬; ২৪।৩০, ৩৯	সর্বগত	২২।৩১	সুধৃতি	২।২৯
শ্রুতসেন	১১।১৩; ২২।২৯, ৩৫	সহদেব ( পাণ্ডব )	২২।২৮, ৩০	সুবীর	২৪।৪১
শ্রুতায়ু	১৩।২৩; ১৫।১, ২	সহদেব	১২।১১; ১৭।২৭; (জরাসন্ধপুত্র) ২২।১, ৯, ৪৬	সুনক্ষত্র	১২।১২; ২২।৪৭
সংকৃতি	১৭।১৭; ২১।১, ২	সহদেবা	২৪।২৩, ৫২	সুনয়	২২।৪২
সংজ্ঞা	১।১১	সহস্রজিৎ	২৩।২০	সুনামা	২৪।২৪
সংবরণ	২২।৪	সহস্রাজিৎ	২৪।৮	সুনাথ	১৭।৮; ২২।৪১, ৪৯
সংবর্ত্ত	২।২৬	সহস্রশীর্ষ	১৪।২	সুপার্শ্ব	২১।২৭, ২৮
সংযম	২।৩৪	সহস্রানীক	২২।৩৯	সুপার্শ্বক	১৩।২৩
সংঘাতি	১৮।১, ২০।৩	সাহস্রত	২৪।৬, ৭	সুপ্রতীক	১২।১১
সগর	৮।৪, ৫	সাত্যকি	২৪।১৪	সুবংশ	২৪।৫১
সগণ	১২।২	সারণ	২৪।৬৪	সুবম	২২।৪৮
সঙ্কর্মণ	২৪।৫৪, ৬০	সারমেয়	২৪।১৬	সুবাহ	১১।১৩
সঞ্জয়	১২।১৩; ১৭।১৬; ২১।৬২	সার্বভৌম	২২।১০	সুত্রত	২২।৪৮
সৎকর্ম্মা	২৩।১২	সিদ্ধুদ্রীপ	৯।১৬	সুভদ্র	২৪।৪৭
সত্যক	২৪।১৩	সীতা	১০।৬, ৭, ১০, ২০, ২৭, ৪০, ৪৩, ৫৫, ১১।৯, ১৫, ৩৫, ১৩।১৮	সুভদ্রা	২২।৩৩; ২৪।৫৫
সত্যকেতু	১৭।৮			সুভাষণ	১৩।২৫
সত্যজিৎ	২২।৪৯; ২৪।৪১			সুমতি	২।১৭, ৩৬; ৮।৮; ২০।৬, ৭; ২১।২৮; ২২।৪৮;
সত্যধৃতি	২১।২৭, ৩৫	সীতাপতি	১০।৩	সুমিত্র	১২।১৫, ১৬; ২৪।১২, ৪৪
সত্যবতী	১৫।৫, ৯, ১১	সুকন্যা	৩।২, ৭, ১০	সুরথ	২২।৯
সত্যব্রত	১।২; ৭।৫	সুকর্ম্মা	২৪।১৬	সুরথতনয়	১২।১৫
সত্যরথ	১৩।২৪	সুকুমার	১৭।৯	সুরাস্তক	১০।১৮
সত্যপ্রবা	২।২০	সুকেতু	১৩।১৪	সুরী	২১।২৯
সত্যহিত	২২।৭	সুখীনল	২২।৪১	সুশান্তি	২১।৩১
সত্যায়ু	১৫।১, ২	সুগ্রীব	১০।১৬, ১৯, ৪২	সুশেণ	২২।৪১; ২৪।৫৪
সত্যায়ু	২০।৪	সুচার্য	২৪।১৭	সুহু	২৪।২৪
সনৎকুমার	৪।৫৭	সুতঞ্জয়	২২।৪৭	সুহোত্র	১৭।২; ২২।৫; ২২।৩১
সনম্বাজ	১৩।২২	সুতপা	১২।১২; ২৩।৪	সুপ্ননখা	১০।৪
সনন্দন	৮।২৩	সুদর্শন	২।১৮; ১২।৫	সূর্য্য	২৪।৩৫; ৫।৩
সন্তর্দন	২৪।৩৮	সুদামন	২৪।৪৪	সৃঞ্জয়	২৩।১; ২৪।২৯; ৪২, ৬৩
সন্ধি	১২।৭	সুদাস	২২।১, ৪৩	সেতু	২৩।১৪
সম্মতিমান্	২১।২৮	সুদেব	৮।১; ২৪।২২	সেনাজিৎ	৬।২৫
সম্মতেয়ু	২০।৪	সুদ্যু	২০।৩	সোম	১।৩৫; ৫।৩; ১৪।১, ৩, ৮, ১০, ১৩
সভানর	২৩।১	সুদ্যম	১।২২, ২৬, ৩৬, ৩৭, ৩৯; ২।১	সোমক	২২।১
সম	২২।৪৮	সুধনু	২২।৫	সোমদত্ত	২।৩৫; ২২।১৮
সমরথ	১৩।২৪				



( প্রথম অঙ্কটি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক )



# শ্রীমদ্ভাগবতম্

## নবমস্কন্ধঃ

### প্রথমোহধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

মন্বন্তরাণি সৰ্ব্বাণি ভৃগোক্তানি শ্রুতানি মে ।  
বীৰ্য্যাণ্যনন্তবীৰ্য্যস্য হরেশ্চ কৃতানি চ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বৈবস্বত-মনুর বংশে সোমবংশ-  
প্রবেশ-কথনপ্রসঙ্গে সুদ্যুম্নের স্ত্রীত্ব কথিত হইয়াছে ।

মহারাজ পরীক্ষিতের অভিলাষানুসারে শ্রীশুক-  
দেব বৈবস্বতমনুর ( যিনি পূর্বকল্পে দ্রবিড়াধিপতি  
সত্যব্রত তাঁহার ) বংশ কীর্তনারস্তে প্রলয়পয়োধি  
জলাশায়ী ভগবানের নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম,  
ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, কশ্যপ  
হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে সং-  
জ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু, তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকু,  
নৃগ প্রভৃতি দশপুত্রের জন্ম কীর্তনান্তে বংশ-বিস্তার  
বর্ণনারান্ত করিলেন । ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি জন্মগ্রহণের  
পূর্বে মনু অনপত্য ছিলেন । মহর্ষি বশিষ্ঠ সন্তানার্থ  
মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করেন । মনুর পুত্রৈষণাসত্ত্বেও  
পত্নীর ইচ্ছাক্রমে ইলানাম্নী এক কন্যা হয় ।  
মনুর তাহাতে প্রীতি না হওয়ায় তাঁহার প্রীত্যর্থ  
বশিষ্ঠ ভগবান্ আদিপুরুষের নিকট মনুকন্যা ইলার  
পুংস্ত কামনা করেন । তাহাতে ইলা সুদ্যুম্ননামে  
শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন । সুদ্যুম্ন এক সময় অমাত্যগণসহ

সুমেরু পর্বতের নিম্নপ্রদেশে সুকুমার-নামক বনে  
যুগ্মার্থ প্রবেশ করিবামাত্র গণসহ সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত  
হন । পরীক্ষিতের তৎকারণ জিজ্ঞাসায় শুকদেব  
কর্তৃক সুকুমারবনে প্রবেশকারী পুরুষমাত্রেরই স্ত্রীত্ব-  
প্রাপ্তির কারণ বর্ণন করিয়া স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত সুদ্যুম্নের সোম-  
রাজ-তনয় বৃধকে পতিত্বে বরণ ও পুরুরবা নামক  
সন্তান-লাভ তথা সুদ্যুম্নের কোন সময় মহর্ষি  
বশিষ্ঠের স্মরণ, বশিষ্ঠের তৎপ্রতি রূপাপারবশ্যহেতু  
মহাদেব-স্তুতি ও তৎপ্রসাদে সুদ্যুম্নের এক-মাস  
স্ত্রীত্ব ও এক মাস পুংস্তলাভ, সুদ্যুম্নের পুনরায় রাজ্য-  
পালন ও উৎকল, গয় এবং বিমল-নামক ধান্মিক  
পুত্রব্রহ্মলাভ, তথা পুরুরবার হস্তে রাজ্যসমর্পণপূর্বক  
বনগমনকীর্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—( হে ব্রহ্মন্ ) সৰ্ব্বাণি  
মন্বন্তরাণি তত্র ( তত্তৎ মন্বন্তরে চ ) অনন্তবীৰ্য্যস্য  
( অমিতবিক্রমস্য ) হরেঃ ( বিষ্ণোঃ ) বীৰ্য্যাণি  
( সামর্থ্যানি ) কৃতানি চ ( তেনেতি শেষঃ ) মে  
( মহ্যং ) ভৃগা উক্তানি ( কথিতানি ) শ্রুতানি ( ময়া  
তানি সমাগাকণিতানি ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ !  
আপনি যে সকল মন্বন্তরের কথা এবং সেই সেই  
মন্বন্তরে অসীম বীৰ্য্যশালী হরির পরাক্রম এবং  
কর্ম্মসকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমি শ্রবণ  
করিলাম ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শ্রীগোকুলানন্দো জয়তি ।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্ ।  
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥  
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেমসেহতিপ্রভৃষ্ণবে ।  
তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥  
উত্ত্বা সদ্ধর্ম্যমীশানুবর্তিনাং কথ্যতে কথা ।  
নবমে ভক্তিবিজ্ঞানবৈরাগ্যাদ্যাভিধিৎসয়া ॥  
অম্বরীষাদিভিরিব ভাব্যাং ভক্তেবিচক্ষণৈঃ ।  
বিষয়াভিনিবিষ্টোহপি বিরক্তঃ স্যাদৃম্যাতিবৎ ॥  
ইত্যেবমর্থযুক্তান্তে সূর্য্যাসোমাবয়ান্বিতাঃ ।  
স্বনাম্ভৈব পুনন্তোহপি স্বাচারৈর্লোকশিক্ষকাঃ ॥  
অত্র ব্রহ্মোদশাধ্যায়াঃ সূর্য্যবংশনিরূপকাঃ ।  
একাধিকা দশ স্যুস্তে সোমবংশাভিধায়িকাঃ ॥  
তদেবং নবমঙ্কজো রাজতে ত্রিগুণাষ্টভিঃ ।  
অধ্যায়ৈবিবিধাশ্চর্য্যকথঃ কৃষ্ণকথারথঃ ॥  
তত্র তু প্রথমেহধ্যায়ে সদ্যুদ্মনো যুগয়াং গতঃ ।  
স্ত্রী ভৃত্বাথ বুধাৎ পুত্রং পুরারবসমাপ্তবান্ ॥ ০ ॥

মৎস্যদেবপ্রসাদাৎ সত্যব্রতস্য ভক্তশ্রেষ্ঠস্য মনুত্বং  
শ্রুত্বা তদ্বংশ্যানামপি বৈষ্ণবত্বমভিপ্রেত্যা তৎকথাসু  
জাতশ্রদ্ধঃ পৃচ্ছতি যোহসাবিতি চতুর্ভিঃ । অতীত-  
কল্পান্তে অতীত-মণ্ডবন্তরান্তে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুদেবকে এবং  
করুণাসিদ্ধ, সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম  
করিয়া, জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ শ্রীশুকদেবের  
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব-  
শক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়-  
জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমি-  
ত্বকে) ও আমার সর্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ॥

পূর্ব্ব কল্পে সদ্ধর্ম্য বলিয়া, এই নবম কল্পে ভক্তি,  
বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের  
অনুবর্তি ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছেন ॥

অম্বরীষাদি বিচক্ষণ ভক্তগণের ন্যায় আচরণ  
করিতে হইবে এবং বিষয়াভিনিবিষ্ট হইলেও যযা-  
তির ন্যায় বিরক্ত হইবে, এই প্রয়োজনে সেই সকল  
সূর্য্য ও সোমবংশীয় রাজগণের কথা, যাহারা স্ব-

নামের দ্বারা জগৎ পবিত্র করিলেও নিজ আচরণের  
দ্বারা লোকদিগের শিক্ষক ছিলেন ॥

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের দ্বারা সূর্য্য-  
বংশের নিরূপণ এবং শেষ একাদশ অধ্যায়ে সোম-  
বংশের বর্ণন—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকথা-সম্পৃক্ত বিবিধ  
আশ্চর্য্য কথাসম্বলিত চতুর্বিংশতি অধ্যায়ান্তক এই  
নবম কল্পে শোভিত হইতেছে ॥

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে যুগয়ায় গমন করিয়া  
সদ্যুদ্মনের স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি এবং পরে ঐ অবস্থায় বুধ হইতে  
পুরারবা পুত্র লাভ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

মৎস্যদেবের প্রসাদে ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ সত্য-  
ব্রতের মনুত্ব শ্রবণ করিয়া, তাহার বংশীয় নৃপতি-  
গণেরও বৈষ্ণবত্ব অভিপ্রায়ে, তাহার কথাতে শ্রদ্ধা  
হইয়া মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন—  
'যোহসৌ' ইত্যাদি, অর্থাৎ দ্রবিড়দেশের অধিপতি সত্য-  
ব্রত নামক যে রাজষি, 'অতীত-কল্পান্তে' ( দ্বিতীয়  
লোক) —অতীত মণ্ডবন্তরের অবসানে (শ্রীহরির সেবা-  
দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই বিবস্বানের  
পুত্র মনু হইয়াছিলেন । ) ॥ ১ ॥

যোহসৌ সত্যব্রতো নাম রাজষির্দ্রবিড়েশ্বরঃ ।

জ্ঞানং যোহতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া ॥ ২ ॥

স বৈ বিবস্বতঃ পুত্রো মনুরাসীদিতি শ্রুতম্ ।

ত্বন্তস্য সূতাঃ প্রোক্তা ইক্ষাকুপ্রমুখা নৃপাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ ( প্রসিদ্ধঃ ) দ্রবিড়েশ্বরঃ  
( দ্রবিড়দেশাধিপতিঃ ) রাজষিঃ সত্যব্রতঃ নাম  
( আসীদিতি শেষঃ ) যঃ ( সত্যব্রতঃ ) অতীত কল্পান্তে  
( অতীতস্য কল্পস্য অবসানে ) পুরুষসেবয়া ( ভগব-  
দারাধনফলেন ) জ্ঞানং লেভে । সঃ ( সত্যব্রতঃ ) বৈ  
বিবস্বতঃ ( তন্মামকস্য মনোঃ ) পুত্রঃ মনুঃ আসীৎ  
ইতি ত্বন্তং শ্রুতং ( ভবৎসকাশাদেবাকণিতং ), তস্য  
( বিবস্বৎসূতস্য ) ইক্ষাকুপ্রমুখাঃ ( ইক্ষাকুপ্রভৃতয়ঃ )  
নৃপাঃ সূতাঃ প্রোক্তাঃ ( ভবতা এব বর্ণিতাঃ ) ॥২-৩॥

অনুবাদ—সত্যব্রত নামে যে, রাজষি দ্রবিড়-  
দেশের অধিপতি ছিলেন, যিনি অতীত যুগাবসানে  
ভগবদারাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,  
তিনি বিবস্বানের পুত্র, ইনি ( পরবর্তীকালে ) মনু



হইয়াছিলেন। ইহাও আমি আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি ইক্ষাকু প্রভৃতি নরপতিগণ পুত্র ছিলেন, ইহাও আপনি বলিয়াছেন ॥ ২-৩ ॥

তেষাং বংশং পৃথগ্ ব্রহ্মন্ বংশানুচরিতানি চ।

কীর্ত্তয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুশ্রুষতাং হি নঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ! ব্রহ্মন্! নিত্যং (সর্বদা) শুশ্রুষতাং (শ্রবণেচ্ছনাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) তেষাং বংশং বংশানুচরিতানি চ (বংশানাম্ ইতি বৃত্তানি চ) হি (নিশ্চিতং) পৃথক্ (বিভাগশঃ) কীর্ত্তয়স্ব (বর্ণয়) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ! হে ব্রহ্মন্! আমাদের নিকট উহাদিগের বংশ এবং বংশানুচরিত-সকল পৃথগ্ভাবে বর্ণনা করুন। আমরা সর্বদা ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৪ ॥

যে ভূতা যে ভবিষ্যাচ ভবন্ত্যদ্যতনাশচ যে।

তেষাং নঃ পুণ্যকীৰ্ত্তীনাং সৰ্বেষাং বদ বিক্রমান্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—(তস্যৈব বৈবস্বতমনোবংশে) যে ভূতাঃ (অতীতাঃ) যে চ ভবিষ্যাঃ (ভাবিনঃ) যে চ অদ্য-তনাঃ (বর্ত্তমানাঃ) ভবন্তি, (পুণ্যকীর্ত্তয় ইতি শেষঃ) পুণ্যকীৰ্ত্তীনাং (পবিত্রচরিতানাং) তেষাং সৰ্বেষাং বিক্রমান্ (সামর্থ্যান্) নঃ বদ (অস্মৎসমীপে কথয়) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই বৈবস্বত মনুর বংশে যে সকল পবিত্র কীর্ত্তিমান্ নৃপতিগণ অতীত হইয়াছেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা উৎপন্ন হইবেন এবং সম্প্রতি যাঁহারা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বিক্রম আপনি আমাদের নিকট বর্ণনা করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

এবং পরীক্ষিতা রাজা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্।

পৃষ্ঠটঃ প্রোবাচ ভগবান্ শুকঃ পরমধৰ্ম্মবিৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—ব্রহ্মবাদিনাং (তত্ত্ব-জানীনাং) সদসি (সভায়্যং) রাজা পরীক্ষিতা এবং

পৃষ্ঠটঃ (জিজাসিতঃ) পরমধৰ্ম্মবিৎ (পরমং ধৰ্ম্মং বেত্তীতি পরমধৰ্ম্মবিৎ শ্রেষ্ঠজানীতার্থঃ) ভগবান্ শুকঃ প্রোবাচ (বক্তুমারেভে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—ব্রহ্মজগণের সভায় রাজা পরীক্ষিত কর্ত্তক এইরূপে জিজাসিত হইয়া পরমপূজ্য পরমধৰ্ম্মবেত্তা শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

শ্রুয়তাং মানবো বংশঃ প্রাচুর্যোগ পরন্তপ।

ন শক্যতে বিস্তরতো বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) পরন্তপ! (শক্ৰতাপন!) মানবঃ (মনুসম্বন্ধীয়ঃ) বংশঃ (বংশরূপাত্তং) প্রাচুর্যোগ (বাহুল্যেন) শ্রুয়তাং (আকর্ষণাতঃ), বর্ষশতৈরপি বিস্তরতঃ (বিস্তৃতভাবেন) বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে শক্ৰতাপন! মনুর বংশ প্রচুররূপে শ্রবণ করুন। কিন্তু তাহাদের কার্যাদির সম্যগ্ বিবরণ শতবর্ষেও কেহ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥

পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষঃ পরঃ।

স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্লান্তেহন্যম্ কিঞ্চন ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ) পরাবরে-ষাং (উৎকৃষ্টাপকৃষ্টানাং) ভূতানাং (প্রাণিনাং) আত্মা (পরমাশ্চর্যরূপঃ) কল্লান্তে (কল্লাবসানে) সঃ এব আসীৎ, অন্যৎ (পরমপুরুষভিন্নম্) ইদং বিশ্বং কিঞ্চন (বিশ্বাদিকং) ন (নাসীদিতি, পরপুরুষস্ত নিত্যত্বাৎ আসীদেবেত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যিনি উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-প্রাণিগণের আশ্চর্যরূপ কল্লান্তে সেই পরমপুরুষই একমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন, তদ্ব্যতীত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বা অন্য কিছু ছিল না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কথাসৌষ্ঠবার্থং তঞ্চ মানবং বংশং সৃষ্টিমারভৌব প্রবৃত্তয়া পূর্বমুক্তয়ৈব কথয়া সহ শুশ্রুহ্যহ পরাবরেষামিতি পঞ্চতিঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গনুবাদ—কথাসৌষ্ঠবের নিমিত্ত সেই মানব বংশ সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই প্রবৃত্ত পুৰ্ব্বোক্ত কথার সহিত সংযোজনা করিতে বলিতেছেন—‘পরাবরেমাম্’, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল প্রাণীর যিনি আত্মা, ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে ॥ ৮ ॥

তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরণ্ময়ঃ ।

তস্মিন্ জজ্ঞে মহারাজা স্বয়ম্ভুচতুরাননঃ ॥ ৯ ॥

অবয়ঃ—( হে ) মহারাজ ! তস্য ( পরপুরুষস্য ) নাভেঃ ( নাভিতঃ ) হিরণ্ময়ঃ পদ্মকোষঃ সমভবৎ ( অজায়ত ), তস্মিন্ ( পদ্মকোষে ) চতুরাননঃ ( চতু-মুখঃ ) স্বয়ম্ভুঃ ( ব্রহ্মৈতি যাবৎ ) জজ্ঞে ( আবির্ভবত ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! সেই পরম-পুরুষের নাভিদেশ হইতে হিরণ্ময় পদ্মকোষ সমুদ্ভূত হইল, তাহাতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৯ ॥

মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ ।

দাক্ষায়ণ্যাং ততোহদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সূতঃ ॥ ১০ ॥

অবয়ঃ—তস্য ( ব্রহ্মণঃ ) মনসঃ ( সঙ্কল্পাৎ ) মরীচিঃ জজ্ঞে, তস্যাপি ( মরীচে ) দাক্ষায়ণ্যাং ( দক্ষকন্যায়্যাং ) কশ্যপঃ ( জজ্ঞে ), অদিত্যাং বিব-স্বান্ সূতঃ ( পুত্রঃ ) অভবৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, মরী-চির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥

ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত ।

শ্রদ্ধায়াম্ জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আশ্ববান্ ॥ ১১ ॥

ইক্ষাকুনৃগশর্যাতিদিশ্টধৃষ্টকুরুষকান্ ।

নরিষ্যন্তং পৃষধুঞ্চ নভগঞ্চ কবিং বিভুঃ ॥ ১২ ॥

অবয়ঃ—( হে ) ভারত ! ততঃ ( বিবস্বতঃ ) সংজ্ঞায়াম্ ( তন্মান্যায় বিবস্বদভ্যায়াম্ ) শ্রাদ্ধদেবঃ মনুঃ আস ( অভবৎ ), আশ্ববান্ ( জিতেন্দ্রিয়ঃ )

বিভুঃ ( মহান্ ) সঃ ( শ্রাদ্ধদেবঃ ) শ্রদ্ধায়াম্ ( তদ্ ভাষায়াম্ ) ইক্ষাকুনৃগ-শর্যাতি-দিশ্ট-ধৃষ্ট-কুরুষ-কান্, নরিষ্যন্তং, পৃষধুঞ্চ, নভগঞ্চ, কবিঞ্চ ( এতান্ ) দশপুত্রান্ জনয়ামাস ( উৎপাদয়ামাস ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ জিতেন্দ্রিয় মহামনা মনু শ্রদ্ধা নাম্নী পত্নীতে ইক্ষাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিশ্ট, ধৃষ্ট, কুরুষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধু, নভগ এবং কবি এই দশটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১১-১২ ॥

অপ্রজস্য মনোঃ পূর্বং বশিষ্ঠো ভগবান্ কিল ।

মিত্রাবরুণয়োঃ রিতিং প্রজার্থমকরোদ্বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অবয়ঃ—পূর্বং ( মনোঃ সন্তানোৎপত্তেঃ প্রাগি-ত্যর্থঃ ) অপ্রজস্য ( অপুত্রস্য ) মনোঃ ( শ্রাদ্ধদেবস্য ) প্রজার্থং ( সন্তানার্থং ) বিভুঃ ( অভিজঃ ) ভগবান্ বশিষ্ঠঃ কিল মিত্রাবরুণয়োঃ ( দেবয়োঃ ) ইতিং ( যোগং ) অকরোৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—প্রথমে মনু অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত তত্ত্বজ বিভূতিমান্ বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্বম্ ইক্ষাকুপ্রভৃতি-পুত্রোৎপত্তেঃ প্রাক্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্বম্—পূর্ব বলিতে ইক্ষাকু প্রভৃতি দশটি পুত্রের উৎপাদনের পূর্বে ( মনু যখন নিঃসন্তান ছিলেন, তৎকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ তাঁহার সন্তানলাভের জন্য মিত্র ও বরুণের যাগ করিয়া-ছিলেন । ) ॥ ১৩ ॥

তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত ।

দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োল্লতা ॥ ১৪ ॥

অবয়ঃ—তত্র ( যজ্ঞে ) মনোঃ ( শ্রাদ্ধদেবস্য ) পত্নী শ্রদ্ধা পয়োল্লতা ( সতী পয় এবং ব্রতমাহারো যস্যাঃ সা ) হোতারং সমাগম্য ( সমীপমগত্য ) প্রণিপত্য ( প্রণামং কৃৎস্বা ) দুহিত্রর্থং ( কন্যার্থং ) সমযাচত ( সমাক্ অযাচত প্রার্থিতবতী ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে পয়োব্রত-পরায়ণা মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার নিকট গমন করিয়া প্রণাম-পূর্বক একটী কন্যালাভের জন্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—দুহিত্রার্থং মম কন্যা যথা ভবেত্তথা যজ্ঞেতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দুহিত্রার্থং’—কন্যাসন্তানের জন্য, অর্থাৎ আমার কন্যাসন্তান যাহাতে হয়, এভাবে যজ্ঞ করুন (ইহা মনুপত্নী শ্রদ্ধা হোতার নিকট প্রার্থনা করিলেন।) ॥ ১৪ ॥

প্রেমিতোহধ্বর্যুণা হোতা ব্যচরৎ তৎসমাহিতঃ।

গৃহীতঃ হবিষি বাচা বষট্কারং গুণন্ দ্বিজঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—অধ্বর্যুণা (ঋত্বিজা) প্রেমিত (হোতাঃ যজ্ঞেতি সমাদিষ্টঃ) হোতা দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) হবিষি (হোমার্থং যুতে) গৃহীতে (সতী) বাচা বষট্কারং গুণন্ (বষড়্ভিত্তি উচ্চারণন্) সমাহিতঃ (একপ্রচিন্তঃ সন্) তৎ (তন্না প্রার্থিতং ধ্যায়ন্) ব্যচরৎ (অযজৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—“অহে যজ্ঞ কর” অধ্বর্যু কর্তৃক এই-রূপে আদিষ্ট হইয়া হোতা হবি গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ একপ্রচিন্তে মনুপত্নীর প্রার্থিত বিষয়ে ধ্যান করিয়া মুখে বষট্কার উচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্বর্যুণা হে হোতর্যজ্ঞেতি প্রেমিতঃ। হোতা হবিষি গৃহীতে সতি তদ্রাজী-প্রার্থিতং ধ্যায়ন্ ব্যচরৎ। বষট্কারং গুণন্ বষড়্ভিত্ত্যুচ্চারণন্। অধ্যায়ন্তদিত্তি বাচেনি পাঠে বাচা বষট্কারং গুণন্ তদ্রাজী-প্রার্থিতন্ অধ্যায়ৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অধ্বর্যুণা’—অধ্বর্যু হোতাকে ‘যাগ কর’—এরূপ নির্দেশ দিলে, তিনি আহুতিদানের জন্য হবিঃ গ্রহণপূর্বক তাহা ত্যাগ করিবার পূর্বে একচিন্তে রাজী শ্রদ্ধার প্রার্থনার অনুরূপ ধ্যান করিতে করিতে ‘বষট্’ উচ্চারণ-সহকারে আহুতি দান করিয়া-ছিলেন। ‘বষট্কারং গুণন্’—‘বষট্’, ইহা মুখে উচ্চারণ করিয়া। ‘অধ্যায়ন্তৎ’ এবং ‘বাচা’—এরূপ পাঠে মুখে ‘বষট্’ উচ্চারণ করিয়া রাজীর প্রার্থনা ধ্যান করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

হোতুস্তদ্ব্যভিচারেণ কন্যোলা নাম সাভবৎ।

তাং বিলোক্য মনুঃ প্রাহ নাতিতুষ্টমনা গুরুম্ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—হোতুঃ (যাজিকস্য) তৎব্যভিচারেণ (পুত্রার্থং সমারম্ভস্য যজ্ঞস্য মনুপত্ন্যানুরোধাৎ দুহিত-প্রাপ্তিফলকসঙ্কল্পকরণরূপব্যভিচারেণ) ইলা নাম সা কন্যা অভবৎ, মনুঃ তাং (কন্যাং) বিলোক্য (দৃষ্ট্য) নাতিতুষ্টমনাঃ (অপ্রীতঃ সন্) গুরুং প্রাহ (বক্তৃ-মায়েতে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মনু পুত্রার্থ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন কিন্তু হোতা মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যার্থ সঙ্কল্প করিলেন, সুতরাং হোতার ঐ প্রকার ব্যভিচার বা মনুর চিত্তের বিপরীত আচরণ ফলে মনুর ইলা নাম্নী এককন্যা জন্মগ্রহণ করিল, মনু ঐ কন্যাকে দেখিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে গুরুকে বলিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইলেতি রাজৈব হর্ষেণ তৎক্ষণ এব নাম কৃতমিত্যবসীয়তে। নাভীতাপ্রজন্তুপগমাৎ সামা-ন্যতো হর্ষোৎপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইলা’—ইলা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হইল, অর্থাৎ রাজা মনুই তৎকালে আনন্দে ‘ইলা’, এই নামকরণ করিয়াছিলেন, এরূপ বুঝিতে হইবে। ‘ন অতিতুষ্টমনাঃ’—নিঃসন্তান, এই অপবাদ অপগত হওয়ায় সামান্যরূপে হর্ষের উৎপত্তি হইলেও কন্যাকে দেখিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন না ॥ ১৬ ॥

ভগবন্ কিমিদং জাতং কন্ম বো ব্রহ্মবাদিনাম্।

বিপর্যায়মহো কণ্টং মৈবং স্যাদ্ভ্রষ্টবিক্রিয়া ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) ভগবন্! ব্রহ্মবাদিনাং (তত্ত্ব-দর্শিনাং) বঃ (যুগ্মাকম্) ইদং কন্ম (যুগ্মভির-নুষ্ঠিতং কন্ম) কিং (কথং) বিপর্যায়ং (বিপরীত-ফলং) জাতং (ভূতং), অহো কণ্টং (ঐদৃক্ ফল-বৈপরীত্যং মহৎ দুঃখজনকং) মা এবং ব্রহ্মবিক্রিয়া (মন্ত্রাণ্যথাত্বং) স্যাৎ (ভবিতুমর্হতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ, আপনারদের ক্রিয়ার ফল বিপরীত হইল কেন? হায়! বড়ই দুঃখের বিষয়! মন্ত্রের এইরূপ বিপর্যায় হওয়া উচিত নহে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবিজ্ঞিয়া মন্ত্রান্যথাহ্ম ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্মবিজ্ঞিয়া’—মন্ত্রের অন্যথা হওয়া উচিত হয় না ॥ ১৭ ॥

যুগ্মং ব্রহ্মবিদো যুক্তান্তপসা দক্ষকিল্বিষাঃ ।

কুতঃ সঙ্কল্পবৈষম্যমন্তং বিবুধেষু ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যুগ্মং ব্রহ্মবিদঃ ( ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ ) যুক্তাঃ ( সংযতাঃ ) তপসা দক্ষকিল্বিষাঃ ( বিনষ্টপাপাঃ ) বিবুধেষু ( দেবেষু ) অন্তং ( মিথ্যা ) ইব ( ভবতাং ), কুতঃ ( কস্মাৎ ) সঙ্কল্পবৈষম্যং ( সঙ্কল্পিত স্যান্যথাহ্ম জাতম্ ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—আপনারা সংযতচিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, তপস্যা-দ্বারা আপনাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, দেব-গণের বাক্য মেরূপ মিথ্যা হয় না, আপনাদেরও সেইরূপ সঙ্কল্পিত কার্যের অন্য ফল অসম্ভব, সুতরাং এইরূপ হইবার কারণ কি ? ১৮ ॥

নিশম্য তদ্বচন্তস্য ভগবান্ প্রপিতামহঃ ।

হোতুর্ব্যতিক্রমং জাহ্না বভাষে রবিনন্দনম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ প্রপিতামহঃ ( বশিষ্ঠঃ ) তস্য ( মনোঃ ) তৎবচঃ ( বাক্যং ) নিশম্য ( শ্রুত্বা ) হোতুঃ ব্যতিক্রমং ( সঙ্কল্পবৈষম্যং ) জাহ্না রবিনন্দনং বভাষে ( মনুং প্রাহ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ প্রপিতামহ বশিষ্ঠ মনুর সেই বাক্য শ্রবণান্তর হোতার কার্যো ব্যতিক্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং তখন সূর্য্যপুত্রমনুকে বলিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রপিতামহো বশিষ্ঠঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রপিতামহঃ’—ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ॥ ১৯ ॥

এতৎ সঙ্কল্পবৈষম্যং হোতুস্তে ব্যাভিচারতঃ ।

তথাপি সাধয়িষ্যে তে সুপ্রজস্তুং স্বতেজসা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তে ( তব ) হোতুঃ ( যাজিকস্য ) ব্যাভিচারতঃ ( সঙ্কল্পান্যথাচরণতঃ ) এতৎ সঙ্কল্প-

বৈষম্যং ( পুত্রজননবিষয়ে কন্যাজননরূপং ) তথাপি ( হোতৃব্যভিচারতঃ ফলবৈষম্যোহপি ) স্বতেজসা তে ( তব ) সুপ্রজস্তুং সাধয়িষ্যে ( ইলায়াঃ এব পুংস্ত্বং সাধয়ামীত্যর্থঃ ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তোমার হোতার ব্যাভিচার-দোষে অর্থাৎ অন্য প্রকারে সঙ্কল্প করায়, সঙ্কল্পিত কার্যো বিপর্য্যয় ঘটয়িছে, যাহা হউক আমি স্বীয় তেজে তোমাকে পুত্রবান্ করিষ ॥ ২০ ॥

এবং ব্যবসিতো রাজন্ ভগবান্ স মহাযশাঃ ।

অস্তৌষীদাদিপুরুষমিলায়াঃ পুংস্তুকাম্যয়া ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! মহাযশাঃ ( খ্যাত-কীৰ্ত্তিঃ ) সঃ ভগবান্ ( বশিষ্ঠঃ ) এবং ব্যবসিতঃ ( এবং নিশ্চিত্য ) ইলায়াঃ ( উৎপন্নায়ঃ কন্যায়ঃ ) পুংস্তুকাম্যয়া ( পুরুষত্বমিচ্ছয়া ) আদিপুরুষং ( বিষ্ণুম্ ) অস্তৌষীৎ ( স্তবং অকরোদিতি ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! মহাযশা ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ স্থির করিয়া এ ইলারই পুরুষত্ব কামনায় আদিপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিলেন ॥ ২১ ॥

তস্মৈ কামবরং তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

দদাবিলাহভবৎ তেন সুদ্যাম্নঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ তুষ্টঃ ( তস্য স্তবেন প্রীতঃ সন্ ) তস্মৈ ( বশিষ্ঠায় ) কামবরং ( বাঞ্ছিতবরং ) দদৌ, তেন ( বরেণ ) ইলা ( তু ) সুদ্যাম্নঃ ( তন্মামকঃ ) পুরুষর্ষভঃ ( পুরুষশ্রেষ্ঠঃ ) অভবৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন, তাহাতে ইলা সুদ্যাম্ন নামে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হইল ॥ ২২ ॥

স একদা মহারাজ বিচরন্ যুগ্মাং বনে ।

ব্রতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য সৈন্ধবম্ ॥ ২৩ ॥

প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাদুতান্ ।

দংশিতোহনুযুগং বীরো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) মহারাজ ! সঃ বীরঃ ( সুদ্যুম্ ) একদা কতিপয়্যামাত্যেঃ বৃতঃ ( কতিপয়ৈর্মন্ত্রিভিঃ পরিবৃতঃ ) দংশিতঃ ( ধৃতকবচঃ ) সৈন্ধবং ( সিদ্ধু-দেশভবম্ ) অশ্বম্ আরুহ্য বনে মৃগয়াং বিচরন্ ( ইতস্ততো গচ্ছন্ ) রুচিরং ( সুন্দরং ) চাপং ( ধনুঃ ) পরমাদৃত্তান্ ( বিচিত্রশক্তিসম্পন্নান্ ) শরান্ চ প্রগৃহ্য ( প্রকৃষ্টরূপেণ গৃহীত্বা ) মৃগান্ অনু ( মৃগস্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ) উত্তরাং দিশং জগাম ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! সেই বীর সুদ্যুম্ একদা কতিপয় অমাত্য পরিবৃত হইয়া সিদ্ধুদেশীয় ঘোটকে আরোহণ পূর্বক মৃগয়ার্থ বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি অঙ্গে কবচ নিবদ্ধ করিয়া হস্তে মনোহর ধনুক ও বিচিত্র শর ধারণপূর্বক মৃগসমূহের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে হইতে উত্তর দিকে উপনীত হইলেন ॥ ২৩-২৪ ॥

সুকুমারবনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ ।

যন্ত্রাস্তে ভগবান্ শর্কো রমমাণঃ সহোময়া ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—যত্র ( বনে ) ভগবান্ শর্কঃ ( শিবঃ ) উময়া ( পার্কত্যা ) সহ রমমাণঃ আস্তে ( বর্ততে ), মেরোঃ অধস্তাৎ ( মেরুপর্বতস্য নিম্নভূমৌ বর্তমানং ) ( তৎ ) সুকুমারবনং ( সুদ্যুম্নঃ ) প্রবিবেশ হ ( প্রবেশং কৃতবান্ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—উত্তরদিকে মেরুপর্বতের নিম্নভাগে সুকুমার বন আছে, তথায় ভগবান্ শিব উমা সহ সর্বদা বিহার করিয়া থাকেন, সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুম্নঃ পরবীরহা ।

অপশ্যৎ স্ত্রিয়মাত্মানমশ্বঞ্চ বড়বাং নৃপ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) নৃপ ! অসৌ পরবীরহা ( শত্রু-দমনকারী ) সুদ্যুম্নঃ তস্মিন্ ( সুকুমারবনে ) প্রবিষ্টঃ এব ( প্রবেশং কৃত্বৈব ) আত্মানং স্ত্রিয়ং ( যোমিদ্গপম্ ) অশ্বং চ বড়বাং ( ঘোটকীম্ ) অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শত্রুস্ব সুদ্যুম্ন ঐ বন-

মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই নিজেকে স্ত্রীরূপে এবং ঘোটককে ঘোটকীরূপে দর্শন করিলেন ॥ ২৬ ॥

তথা তদনুগাঃ সর্বে আত্মলিপ্তবিপর্যায়ম্ ।

দৃষ্টা বিমনসোহভূবন্ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—তথা সর্বে তদনুগাঃ ( তস্য সুদ্যুম্নস্য অনুগামিনঃ অমাত্যাশ্চ তেন প্রকারেণ ) আত্মলিপ্ত-বিপর্যায়ং দৃষ্টা ( আত্মানং স্ত্রীরূপম্ অবলোক্য ) পরস্পরং ( অন্যোহন্যং ) বীক্ষমাণাঃ ( অবলোকয়ন্তঃ ) বিমনসঃ ( দুঃখিতাঃ ) অভূবন্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তাহার অনুচরবর্গও ঐরূপে স্ব-স্ব লিপ্তের বিপর্যায় দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কথমেবং গুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্ কৃতঃ ।

প্রশ্নমেনং সমাচক্ষু পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—ভগবন্ ! কথং ( কেন প্রকারেণ ) এবং গুণঃ দেশঃ ( পুরুষস্য স্ত্রীত্বসম্পাদকগুণবিশিষ্টঃ অভবৎ ) কেন বা ( জেনে ) কৃতঃ এনং প্রশ্নং সমাচক্ষু ( অস্য প্রশ্নস্যোত্তরং ব্রূহীতি শেষঃ ) হি ( যস্মাৎ ) নঃ ( অস্মাকং ) পরম্ ( অতিশয়ং ) কৌতূহলং ( অত্র বৃত্তান্তপ্রবণবিষয়ে আগ্রহো বর্ততে ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বহিলেন,—ভগবন্ ! ঐ স্থান এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইল কেন ! কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন করিল ? এ বিষয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

একদা গিরিশঃ দ্রষ্টুম্ভয়সত্ত্ব সুরতাঃ ।

দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুব্ধন্তঃ সমুপাগমন্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—একদা সুরতাঃ ( ব্রতনিষ্ঠাঃ ) ঋষয়ঃ, দিশঃ বিতিমিরাভাসাঃ ( বিগতং

তিমিরং আভাসঃ প্রকাশশ্চান্যস্য যাসু তথা ভূতাঃ )  
কুব্জন্তঃ গিরীশং দ্রষ্টুং তত্র ( বনে ) সমুমাগম্ন  
( গতবন্তঃ ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—একদা ব্রত-  
পরায়ণ ঋষিগণ নিজতেজে সমস্ত অন্ধকার নাশ  
পূর্বক দিক্‌সকল সমুজ্জ্বল করিয়া মহাদেবকে দর্শন  
করিতে সেই বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিগতস্তিমিরস্যাভাসঃ প্রত্যয়োগপি  
যাসু তাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিতিমিরাভাসাঃ’—বিগত  
হইয়াছিল অন্ধকারের চিহ্নও যেখানে, অর্থাৎ ঋষি-  
গণের দীপ্তিদ্বারা দিওমণ্ডলের অন্ধকার এবং অন্য  
সকলের দীপ্তি নিরস্ত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

তান্ বিলোক্যান্মিকা দেবী বিবাসা ব্রীড়িতা ভূশ্ম ।

ভর্তুরুক্ষাৎ সমুখায় নীবীমাশ্রথ পর্যাধাৎ ॥ ৩০ ॥

অবয়বঃ—বিবাসা ( বিবস্ত্রা ) অম্বিকা দেবী তান্  
( ঋষিগণান্ ) বিলোক্য ( দৃষ্টা ) ভূশং ব্রীড়িতা  
( অতীব লজ্জিতা সতী ) অথ ( অনন্তরং ) ভর্তৃঃ  
( স্বামিনঃ ) অক্ষাৎ ( ক্রোড়দেশতঃ ) আশু ( শীঘ্রং )  
সমুখায় নীবীং পর্যাধাৎ ( বস্ত্রেনাচ্ছাদিতবতী ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—পার্বতী তখন বিবস্ত্রা ছিলেন, তিনি  
ঋষিগণকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং  
স্বামীর ক্রোড়দেশ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া নীবী  
আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৩০ ॥

ঋষয়োহপি তয়োবীক্ষ্য প্রসঙ্গ রমমাগয়োঃ ।

নিরুতাঃ প্রযযুস্তস্মাৎ নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—ঋষয়ঃ অপি রমমাগয়োঃ তয়োঃ ( হর-  
পার্বত্যোঃ ) প্রসঙ্গং ( রত্যাভিনিবেশপ্রসঙ্গং ) বীক্ষ্য  
( দৃষ্টা ) তস্মাৎ ( মহাদেবদর্শনাৎ ) নিরুতাঃ  
( বিরতাঃ ) নর-নারায়ণাশ্রমং প্রযযুঃ ( গতবন্তঃ )  
॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণও হরপার্বতীকে রতিক্রীড়ায়  
রত দেখিয়া তথা হইতে নিরস্ত হইয়া নর-নারায়ণা-  
শ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ।

স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিভবেদিতি ॥৩২॥

অবয়বঃ—তৎ ( তস্মাৎ কারণাৎ ) ভগবান্  
( শত্ৰুঃ ) প্রিয়ায়াঃ ( পার্শ্বত্যাঃ ) প্রিয়কাম্যয়া ( প্রিয়-  
মিচ্ছয়া ) ইদং ( বাক্যং ) আহ—“যঃ এতৎ স্থানং  
প্রবিশেৎ সঃ বৈ যোষিৎ ( স্ত্রী ) ভবেৎ” ইতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই জন্য মহাদেব প্রিয়া পার্শ্বতীর  
প্রীতি কামনায় এই কথা বলিলেন,—“যে পুরুষ এই  
স্থানে প্রবেশ করিবে সে স্ত্রী হইয়া যাইবে” ॥ ৩২ ॥

তত উদ্ধৃৎ বনং তদৈ পুরুষা বর্জয়ন্তি হি ।

সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্রনম্ ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—ততঃ উদ্ধৃৎ হি ( শত্ৰুবাক্যং পরং )  
পুরুষাঃ তৎ বনং ( সুকুমারসংজ্ঞকং ) বর্জয়ন্তি ( নৈব  
গচ্ছন্তি ) অনুচরসংযুক্তা সা ( স্ত্রীরাপসদ্যুদ্যমঃ ) বনাৎ  
বনং বিচচার ( পরিব্রাজ্যঃ ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই হইতে পুরুষগণ আর ঐ বনে  
প্রবেশ করে না। রাজা সদ্যুদ্যম তাঁহার অনুচরবর্গের  
সহিত স্ত্রীরূপে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন  
॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকমুক্তা প্রস্তুতমাহ সা চেতি  
অনুচরী-সংযুক্তেতি বক্তব্যো ভূতপূর্বগত্যা পুংস্ত-  
নির্দেশঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক ঘটনা বলিয়া মূল  
ঘটনা (সদ্যুদ্যমের কথা) বলিতেছেন—‘সা চ’, স্ত্রীমুণ্ডি-  
ধারী রাজা সদ্যুদ্যম। ‘অনুচর-সংযুক্তা’—অনুচরী-  
গণের সহিত এইরূপ বলিতে, পূর্বে ইহারা পুরুষ  
ছিলেন বলিয়া এখানে পুংলিঙ্গ নির্দেশ। ( অর্থাৎ  
স্ত্রীমুণ্ডিধারী সদ্যুদ্যম স্ত্রীমুণ্ডিধারী অনুচরগণের সহিত  
এক বন হইতে ক্রমশঃ অন্য বনে বিচরণ করিতে  
লাগিলেন ) ॥ ৩৩ ॥

অথ তামাশ্রমাভ্যাসে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্ ।

স্ত্রীভিঃ পরিরতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্ বৃধঃ ॥৩৪॥

অবয়বঃ—অথ ( অনন্তরম্ ) আশ্রমাভ্যাসে  
( আশ্রম-সমীপে ) স্ত্রীভিঃ পরিরতাং প্রমদোত্তমাং

( প্রমদাজন-শ্রেষ্ঠাং ) তাং চরভীং ( পরিভ্রমভীং )  
বীক্ষ্য ( দৃষ্টা ) ভগবান্ বুধঃ ( সোমপুত্রঃ ) চকমে  
( কাময়ামাস ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জীগণ-পরিব্রতা সেই রমণী-  
শ্রেষ্ঠাকে আশ্রম-সমীপে বিচরণ করিতে দেখিয়া  
সোমপুত্র বুধ উহাকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন  
॥ ৩৪ ॥

সাপি তং চকমে সূজঃ সোমরাজসূতং পতিম্ ।

স তস্যাং জনয়ামাস পুরুষবসমাজম্ ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়ঃ—সাপি সূজঃ ( সুন্দরী ) সোমরাজ-  
সূতং ( সোমরাজপুত্রং ) তং ( বুধং ) পতিং চকমে  
( কাময়ামাস ), সঃ ( বুধঃ ) তস্যাং ( প্রাপ্তস্ত্রীরূপায়াং  
পত্ন্যাম্ ) আজ্জং ( পুত্রং ) জনয়ামাস ( উৎপাদয়ামাস ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ঐ সুন্দরীও সোমরাজ-তনয় বুধকে  
পতিত্বে কামনা করিলেন, পরে বুধও স্ত্রীরূপপ্রাপ্ত  
রমণীতে পুরুরবা-নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন  
॥ ৩৫ ॥

এবং স্ত্রীত্বমুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো মানবো নৃপঃ ।

সস্মার স কুলাচার্য্যং বশিষ্ঠমিতি শুশ্রুম ॥ ৩৬ ॥

অম্বয়ঃ—মানবঃ ( মনুপুত্রঃ ) নৃপঃ সঃ সুদ্যুম্নঃ  
এবং ( পূর্বোক্তপ্রকারেণ ) স্ত্রীত্বম্ অনুপ্রাপ্তঃ ( সন্ )  
কুলাচার্য্যং ( বংশগুরুং ) বশিষ্ঠং সস্মার ( অহমাত্রা-  
গত্য বিপমোহস্মি পরিব্রায়স্ব মাং ইতি স্মৃতবান্ )  
ইতি শুশ্রুম ( বয়ং শ্রুতবন্তঃ ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমরা গুনিয়াছি মনু বংশোদ্ভব রাজা  
সুদ্যুম্ন এইরূপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া ফুলগুরু বশিষ্ঠকে  
স্মরণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

স তস্য তাং দশাং দৃষ্টা কৃপয়া ভূশপীড়িতঃ ।

সুদ্যুম্নস্যশায়নং পুংস্তমুপাধাবত শঙ্করম্ ॥ ৩৭ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ ( বশিষ্ঠঃ ) তস্য ( প্রদ্যুম্নস্য )  
তাং দশাং ( স্ত্রীত্বপ্রাপ্তিরূপাম্ অবস্থাং ) দৃষ্টা কৃপয়া

( দয়য়া ) ভূশপীড়িতঃ ( ভৃশং অত্যন্তং যথা স্যাৎতথা  
পীড়িতঃ ) সুদ্যুম্নস্য পুংস্তম্ আশয়ন ( কাময়মানঃ  
সন্ ) শঙ্করম্ উপাধাবত ( শিবম্ আরাধয়ামাস )

অনুবাদ—সেই বশিষ্ঠ সুদ্যুম্নের তাদৃশী অবস্থা-  
দর্শনে কাতর হইয়া উহার পুরুষত্ব-কামনায় শঙ্করের  
আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—আশয়ন ইচ্ছন ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আশয়ন’—ইচ্ছা করিয়া  
( অর্থাৎ বশিষ্ঠদেব সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব কামনা করিয়া  
ভগবান্ শঙ্করের নিকট যাইয়া তাঁহার স্তুতি করিয়া-  
ছিলেন । ) ॥ ৩৭ ॥

তুচ্চৈস্তস্মৈ স ভগবান্‌ষয়ে প্রিয়মাবহন্ ।

স্বাধ্ব বাচয়ত কুর্ব্বন্নিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ৩৮ ॥

মাসং পুমান্ স ভবতি মাসং স্ত্রী তব গোত্রজঃ ।

ইথং ব্যবস্থয়া কামং সুদ্যুম্নোহবতু মেদিনীম্ ॥ ৩৯ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) বিশাম্পতে । ( রাজন্ ! ) সঃ  
ভগবান্ ( শঙ্করঃ ) তুচ্চঃ ( সন্ ) তস্মৈ ঋষয়ে ( বশি-  
ষ্ঠায় ) প্রিয়ম্ আবহন্ ( বশিষ্ঠস্য প্রিয়ং কুর্ব্বন্ ) স্বাৎ  
চ ( স্বকীয়ার্থ ) বাচম্ ( অগ্নিমন্ বনে য আগচ্ছতি  
স স্ত্রীত্বং প্রাপ্যসাতীতি বাক্যম্ ) ( অবিতথাং ) কুর্ব্বন্  
ইদম্ আহ ( এবং অমৃতম্ উবাচ ) । তব গোত্রজ-  
প্রদ্যুম্নঃ মাসং ( ব্যাপ্য ) পুমান্ ভবতি ( পুরুষ-  
রূপেণাবতিষ্ঠতে ), মাসং চ স্ত্রী ( ভবিতেনি শেষঃ )  
ইথং ব্যবস্থয়া ( নিয়মেন ) কামং ( পর্যাপ্তং যথা  
স্যাৎতথা ) মেদিনীম্ অবতু ( পৃথিবীং পালয়তু )  
॥ ৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শঙ্কর পরিতুচ্চ হইয়া  
বশিষ্ঠের প্রীতি এবং নিজের সত্যরক্ষার জন্য এইরূপ  
বলিলেন, ( হে মুন্যে ! ) তোমার গোত্রজ সুদ্যুম্ন এক  
মাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী থাকিয়া যথেষ্টরূপে এই  
পৃথিবী পালন করুক ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রিয়মাবহন্ প্রীতিং দধানঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রিয়মাবহন্’—ভগবান্ শঙ্কর  
বশিষ্ঠদেবের প্রীতিসাধন এবং নিজবাক্যের সত্যতা  
রক্ষা করিয়া এরূপ বলিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

আচার্য্যানুগ্রাহাৎ কামং লব্ধ্বা পুংস্তুং ব্যবস্থয়া ।  
পালয়ামাস জগতীং নাভ্যনন্দন্ স্ম তং প্রজাঃ ॥৪০॥

অবয়বঃ—( সঃ সুদ্যাম্ভনঃ ) আচার্য্যানুগ্রহাৎ  
আচার্য্যস্য কুলগুরোর্বশিষ্ঠস্য প্রসাদাৎ ( মাসং জ্ঞী  
মাসং পুমান্ ইতি নিয়মেন ) পুংস্তুং লব্ধ্বা কামং  
( পর্যাণ্তং ) জগতীং ( পৃথিবীং ) পালয়ামাস, ( কিন্তু )  
প্রজাঃ তং ( মাসমেকং জ্ঞীরূপেণ মাসমেকঞ্চ তিষ্ঠন্তং  
রাজানং ) ন অভ্যনন্দন্ স্ম ( নৈবাভিনন্দিতবন্তঃ )  
॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—সুদ্যাম্ভন আচার্য্য বশিষ্ঠের অনুগ্রহে  
পূর্ব নিয়মানুসারে একমাস অন্তর পুরুষত্ব প্রাপ্ত  
হইয়া রাজ্য পালন করিতেছিলেন, কিন্তু প্রজাগণ  
তাঁহার প্রতি সম্ভট হইল না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—নাভ্যনন্দন্ জ্ঞীত্বে সতি মাসং নিলীয়া-  
বস্থানাৎ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নাভ্যনন্দন্—যখন সুদ্যাম্ভন  
জ্ঞীতাব প্রাপ্ত হইতেন, তখন লজ্জায় লুক্কায়িত থাকি-  
তেন বলিয়া প্রজাগণ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হয় নাই ॥৪০

তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্ বিমলশ্চ ব্রহ্মঃ সুতাঃ ।

দক্ষিণাপথরাজানো বভুবুর্ধর্মবৎসলাঃ ॥ ৪১ ॥

অবয়বঃ—( হে ) রাজন্ ! তস্য ( সুদ্যাম্ভনস্য )  
উৎকলঃ গয়ঃ বিমলশ্চ ( এতে ) ব্রহ্মঃ সুতাঃ ( পুত্রাঃ )  
ধর্মবৎসলাঃ ( ধর্মপরায়ণাঃ ) দক্ষিণাপথঃ রাজানঃ  
বভুবুঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সুদ্যাম্ভনের উৎকল, গয়  
ও বিমল-নামে তিন পুত্র অতীব ধার্মিক ছিলেন,  
তাঁহার দক্ষিণাপথের অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সুদ্যাম্ভনস্য ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য’—সুদ্যাম্ভনের উৎকল,  
গয় ও বিমল নামে ধর্মপরায়ণ তিন পুত্র দক্ষিণাপথের  
রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ ।

পুরুরবস উৎসৃজ্য গাং পুত্রায় গতৌ বনম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
ইলোপাখ্যানে প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অবয়বঃ—ততঃ কালে পরিণতে ( পরতাং গতে  
বার্দ্ধক্যে উপস্থিতে সতি ) প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ  
( সুদ্যাম্ভনঃ ) পুরুরবসে পুত্রায় গাম্ উৎসৃজ্য ( রাজ্যং  
দত্ত্বা ) বনং গতঃ ( বানপ্রস্থ্যশ্রমং প্রতস্থে ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর বার্কক্য উপনীত হইলে,  
প্রতিষ্ঠানদেশের অধিপতি সুদ্যাম্ভন পুত্রপুরুরবাকে রাজ্য  
প্রদান করিয়া বনে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিষ্ঠানস্য পতিরিতি তত্রৈব তস্য  
রাজধানীম্ । গাম্ উৎসৃজ্য পৃথ্বীং দত্ত্বা ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমে প্রথমোহধ্যায়ঃ সম্ভতঃ সম্ভতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতে

নবমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায়স্য সারার্থদশিনী

টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রতিষ্ঠান-পতিঃ’—প্রতিষ্ঠানের  
পতি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানপুর রাজা সুদ্যাম্ভনের রাজধানী  
ছিল । ‘গাম্ উৎসৃজ্য’—পুত্র পুরুরবাকে রাজ্য প্রদান  
করিয়া সুদ্যাম্ভন বনে গমন করিয়াছিলেন ॥৪২॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১।১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের

অবয়ব, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্য, তথ্য,  
বিরূতি, সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধের প্রথমোধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।





# দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ —

এবং গতেহথ সুদ্যুম্নেন মনুবৈবস্বতঃ সুতে ।

পুত্রকামস্তপস্তপে যমুনায়াম্ শতং সমাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে করুষকাদি পঞ্চ মনুপুত্রের বংশ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ।

সুদ্যুম্নের বনগমনান্তর বৈবস্বতমনু পুত্রার্থী হইয়া ভগবদারাধনা করেন এবং আত্মতুল্য ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশটী পুত্র লাভ করেন । মনুপুত্র পৃষধু গুরু-কর্তৃক গোরক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া রাগিতে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া গো সকল রক্ষা করিতেন । এক দিন অন্ধকার রাগিতে একটী ব্যাঘ্র গোশালায় প্রবিষ্ট হইয়া একটী গাভীকে লইয়া পলায়ন করে ; পৃষধু তাহা জানিতে পারিয়া খড়্গহস্তে ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে হইতে অবশেষে ব্যাঘ্র-সন্নিধানে উপনীত হন, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাঘ্র কি গাভী জানিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রদ্বয়ে গাভীটীকে হত্যা করিয়া ফেলেন । তজ্জন্য তিনি গুরু বশিষ্ঠের অভিশাপে শূদ্রকুলে উদ্ভূত হন এবং যোগমার্গে চিত্ত স্থির করিয়া যোগমিশ্রভক্তি-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন । পরে দাবাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্বক স্বীয় কলের ত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন । মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি বাল্যাবধিই ভগবৎপরায়ণ ছিলেন, পরন্তু তাঁহার করুষ নামে যে পুত্র ছিল, তাহা হইতেই প্রসিদ্ধ কারুষ নামে ক্ষত্রিয় জাতি উদ্ভূত হয় । মনুর ধাষ্ট্র্য নামক পুত্র হইতে যে ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহার ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত হইলেও স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মনুর নৃগ নামক পুত্র হইতে পুত্র-পারম্পর্য্যে সুমতি, ভূতজ্যোতিঃ ও বসুর উৎপত্তি হয়, বসু হইতে যথাক্রমে প্রতীক ও যবানের জন্ম হয় । মনুর নরিশ্যন্ত নামক পুত্র হইতে শৌর্য-পরম্পরায় যথাক্রমে চিত্রসেন, ঋক্ষ, মীড়ান, পূর্ণ, ইন্দ্রসেন, বীতিহোত্র, সত্যশ্রবা, উরুশ্রবা, দেবদত্ত ও অগ্নিবেশ্য উৎপন্ন হন । ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নি-

বেশ্যায়ন নামক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি হইয়াছে । মনুপুত্র দিলেটের শৌর্যপরম্পরা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে, দিলেটপুত্র নাভাগ হইতে ভলন্দন, বৎসপ্রীতি, প্রাণ্ড, প্রমতি, খনিত্র, চাক্ষুষ, বিবিশতি, রন্ত, খনিনেত্র, করকম, অবিষ্টিৎ, মরুত, দম, রাজ-বর্দ্ধন, সুধৃতি, নর ধুক্কুমান, বেগবান, বৃধ, তৃণবিন্দু পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জন্ম গ্রহণ করেন । তৃণবিন্দুর ইলানাম্নী কন্যা হইতে কুবেরের উৎপত্তি ; বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধূমকেতু এই তিন জন তৃণবিন্দুর পুত্র । বিশালপুত্র হেমচন্দ্র হইতে ধূমাক্ষ ও তৎপুত্র সংযম, সংযমের দেবল ও কৃশাশ্ব নামক দুই পুত্র, কৃশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হন ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচঃ,—অথ ( অনন্তরং ) সুতে সুদ্যুম্নেন এবং ( বনং ) গতে ( বানপ্রস্থমবল-স্থিতে ) বৈবস্বত মনুঃ ( শ্রাদ্ধদেবঃ ) পুত্রকামঃ ( পুনঃ পুত্রমিচ্ছন্ যমুনায়াম্ শতং সমাঃ ( শতবৎসরান্ ব্যাপ্য ) তপঃ তপে ( পুত্রার্থং তপস্যাম্ চকার ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর সুদ্যুম্ন এই প্রকার অবস্থাপন্ন হইয়া বনে গমন করিলে বৈবস্বত মনু শ্রাদ্ধদেব পুত্রাভিলাষী হইয়া যমুনাতীরে শতবৎসর তপস্যা করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পৃষধৌ গুরুণা ত্যক্তোহপ্যাপ পারং তমত্যজন্ ।

লঘুক্রমান্ননোর্বংশবর্ণনঞ্চ দ্বিতীয়তঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কনিষ্ঠ-ক্রমে মনুবংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পৃষধু গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহার আজানুবত্তী হওয়ায় পরব্রহ্ম পদ লাভ করেন ॥ ১ ॥

ততোহযজ্ঞমনুর্দেবমপত্যার্থং হরিং প্রভূম্ ।

ইক্ষ্বাকুপূর্বজান্ পুত্রান্ লেভে স্বসদৃশান্ দশ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ মনুঃ ( শ্রাদ্ধদেবঃ ) অপত্যার্থং ( পুত্রার্থং ) দেবং প্রভূং ( নিগ্রহানুগ্রহকর্তারং ) হরিং ( বিষ্ণুং ) অযজৎ ( পূজয়ামাস ) ইক্ষ্বাকুপূর্বজান্

( ইক্ষ্বাকুঃ পূর্বজঃ যেষাং তান্ ) স্বসদৃশান্ ( স্বানু-  
রূপান্ ) দশপুত্রান্ লেভে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর মনু শ্রাদ্ধদেব পুত্রার্থ দেব-  
দেব প্রভু শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং  
নিজতুল্য দশটী পুত্র লাভ করিলেন । তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকু  
জ্যেষ্ঠ ॥ ২ ॥

পৃষধুস্ত মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ ।  
পালয়ামাস গা যন্তো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মনোঃ পুত্রঃ পৃষধুঃ তু গুরুণা ( বশি-  
ষ্ঠেন ) গোপালঃ কৃতঃ ( গোরক্ষকঃ কৃতঃ ) রাত্র্যাং  
যন্তঃ ( অবহিতঃ ) বীরাসনব্রতঃ ( খড়্গপাণেঃ তিষ্ঠতঃ  
জাগরণং বীরাসনং তদেব ব্রতং যস্য তথাভূতঃ সন্ )  
গাঃ পালয়ামাস ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মনুর পুত্র পৃষধু গুরুকর্তৃক গোরক্ষক-  
রাপে নিযুক্ত হইলেন ; তিনি রাত্রিতে বীরাসনব্রত  
ধারণপূর্বক অর্থাৎ খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া  
সতর্কভাবে গো-সকল পালন করিতেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র পৃষধুস্য বংশো নাভূদিতি সহৈতুক-  
মাহ পৃষধু ইত্যাদিনা । খড়্গপাণেঃ সতন্তিষ্ঠতো  
জাগরণং বীরাসনং তদেব ব্রতং যস্য সং, যন্তঃ সাব-  
ধানঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই পৃষধুর কোন বংশ  
ছিল না, তাহার কারণ বলিতেছেন—‘পৃষধুস্ত’  
ইত্যাদি । ‘বীরাসন-ব্রতঃ’—বীরাসন বলিতে রাত্রি-  
কালে খড়্গহস্ত হইয়া জাগরণরূপ ব্রত ( নিয়ম )  
যাঁহার । ‘যন্তঃ’—সংযতচিত্তে ॥ ৩ ॥

একদা প্রাবিশদ্যেগোষ্ঠাং শাদ্দুলো নিশি বর্ষতি ।

শয়ানা গাব উখায় ভীতাস্তা বভ্রমুর্ব্রজে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—একদা নিশি ( রাত্রৌ ) বর্ষতি ( মেঘ  
ইতি ) শাদ্দুলঃ গোষ্ঠং ( গোগৃহং ) প্রাবিশৎ ( প্রবেশ-  
মকরোৎ ) ( তৎ দৃষ্টা ) শয়ানাঃ তাঃ গাবঃ উখায়  
ভীতাঃ ( সত্যঃ ) ব্রজে বভ্রমুঃ ( ইতস্ততঃ ভ্রমণং  
চক্লুঃ ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—একদিন রাত্রিতে বারিবর্ষণ হইতে  
থাকিলে একটী ব্যাঘ্র গোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তখন ঐ  
ব্যাঘ্রকে দেখিয়া শয়ান গোসকল ভীত হইয়া গোষ্ঠ-  
মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

একাং জগ্রাহ বলবান্ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা ।

তস্যাশ্চ ক্রন্দিতং শ্রুত্বা পৃষধোহনুসসার হ ॥ ৫ ॥

খড়্গদামায় তরসা প্রলীনোড়ুগণে নিশি ।

অজানমচ্ছিনোদ্রোঃ শিরঃ শাদ্দুলশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বলবান্ ( মহাবলঃ ব্যাঘ্রঃ ) একাং  
( গাং ) জগ্রাহ ( বলদাদদে ) সা ( গৌঃ ) ভয়াতুরা  
( ভীতাত্তা সতী ) চুক্রোশ ( আক্রন্দিতবতী ) তস্যাঃ  
ক্রন্দিতং ( সন্ত্রাস শব্দং ) শ্রুত্বা পৃষধুঃ অনুসসার হ  
( শব্দমনুসৃত্য জগাম ) প্রলীনোড়ুগণে ( প্রলীনা উড়ু-  
গণাঃ নক্ষত্রানি যস্মিন্ সময়ে, নক্ষত্রবিহীন অত্যন্ধ-  
কারে ইত্যর্থঃ ) নিশি ( রাত্রৌ ) তরসা ( বেগেন )  
খড়্গং আদায় ( গৃহীত্বা ) অজানন্ ( ইয়ং কপিলেতি  
অনবগচ্ছন্ ) শাদ্দুলশঙ্কয়া ( ব্যাঘ্রভীত্যা ) বদ্রোঃ  
শিরঃ ( কপিলায়ঃ মস্তকং ) অচ্ছিনোৎ ( চকর্ত ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—মহাবলশালী ব্যাঘ্র একটী গাভীকে  
আক্রমণ করিল, গাভীটি ভয়াতুরা হইয়া আতঁনাদ  
করিতে লাগিলে পৃষধু উহার শব্দ শ্রবণ করিয়া তন্নি-  
কটে গমন করিলেন । নক্ষত্রসমূহ অদৃশ্য হওয়ায়  
অন্ধকার অতীব গাঢ় হইয়াছিল ; সেই অন্ধকার  
রাত্রিতে পৃষধু অতিবেগে খড়্গগ্রহণপূর্বক সমীপে  
উপস্থিত হইয়া শাদ্দুল মনে করিয়া গাভীরই মস্তক  
ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—নিশি রাত্রৌ তত্রাপি মেঘাত্তত্বাৎ  
প্রলীনে নক্ষত্রগণে সতি অতএবাজানন্ ব্যাঘ্রশঙ্কয়া  
বদ্রোঃ কপিলায়ঃ গোঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নিশি’—রাত্রিকালে, তাহাতে  
আবার আকাশে তারাগণ মেঘে আবৃত থাকায়,  
‘অজানন্’—পৃষধু না জানিয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া  
একটি কপিল গাভীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন  
॥ ৫-৬ ॥

ব্যাঘ্রোহপি বৃকশ্রবণো নিস্ত্রিংশাগ্রাহতস্ততঃ ।

নিশ্চক্রাম ভৃশং ভীতো রক্তং পথি সমুৎসৃজন্ ॥৭॥

অবয়বঃ—ততঃ ( তেন প্রহারেণ ) নিস্ত্রিংশা-  
গ্রাহতঃ ( খড়্গাপ্রাঘাতপ্রাপ্তঃ ) ব্যাঘ্রঃ অপি ( ন কেবলং  
কপিলা ) বৃকশ্রবণঃ ( ছিন্নকর্ণঃ সন্ ) ভৃশং ( অতি-  
শয়ং ) ভীতঃ পথি রক্তং সমুৎসৃজন্ ( ক্ষত্রস্থানাৎ  
রক্তং ত্যাজন্ ) নিশ্চক্রাম ( তস্মাৎ পলায়নং চক্রে ) ॥৭॥

অনুবাদ—ব্যাঘ্রও খড়্গাপ্রভাগের আঘাতে ছিন্ন-  
কর্ণ হইয়া পথিমধ্যে রক্ত নিঃসৃত করিতে করিতে  
অত্যন্ত ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৃকশ্রবণঃ ছিন্ন কর্ণঃ যতো নিস্ত্রিংশস্য-  
গ্ৰেণ আহতঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বৃকশ্রবণঃ’—খড়্গের অগ্র-  
ভাগের আঘাতে সেই ব্যাঘ্রেরও একটি কর্ণ ছিন্ন  
হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

মন্যমানো হতং ব্যাঘ্রং পৃষধুঃ পরবীরহা ।

অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বক্রং ব্যুষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ ॥৮॥

অবয়বঃ—পরবীরহা ( শত্রুদমনকারী ) ব্যাঘ্রং  
হতং ( খড়্গপ্রহারেণ ব্যাঘ্রো হত ইতি ) মন্যমানঃ  
পৃষধুঃ ব্যুষ্টায়াং ( প্রভাতায়াং ) নিশি ( রাত্রৌ )  
স্বহতাং বক্রং ( কপিলাং ) অদ্রাক্ষীৎ ( অবলোকিত-  
বান্ ) অতি দুঃখিতঃ ( দৃষ্টা অতীবকাতরঃ বভূব  
ইতি শেষঃ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শত্রুদমনকারী পৃষধু ব্যাঘ্রই নিহত  
হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইলে  
দেখিলেন, গত রাত্রিতে তৎকর্তৃক গাভীটীই নিহত  
হইয়াছে, তখন অতীব দুঃখিত হইলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যুষ্টায়াং প্রভাতায়াং নিশি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ ‘ব্যুষ্টায়াং নিশি’—রাত্রি  
প্রভাত হইলে ॥ ৮ ॥

তং শশাপ কুলাচার্য্যঃ কৃতাগসমকামতঃ ।

ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্তু কৰ্ম্মণা ভবিতাহমুনা ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ—কুলাচার্য্যঃ ( বশিষ্ঠঃ ) অকামতঃ  
কৃতাগসং ( অজ্ঞানোহপি কৃতাপরাধং ) তং ( পৃষধুং )

শশাপ ( অভিশাপং দদৌ ) অমুনা ( গোবধরূপেণ )  
কৰ্ম্মণা ত্বং ক্ষত্রবন্ধুরপি ( অধমক্ষত্রিয়োহপি ) ন  
ভবিতা ( অপিতু ) শূদ্রঃ ( ভবিষ্যতি ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পৃষধু না জানিয়া অপরাধ করিয়া-  
ছিলেন তথাপি কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে “তুই এই  
পাপকৰ্ম্মদ্বারা ক্ষত্রবন্ধুও হইতে পারিবি না, শূদ্র হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিবি” এই অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥৯॥

বিশ্বনাথ—অকামতোহনিচ্ছাতোহপি কৃতাপরাধং  
তং শশাপ । ন তু কৃপয়া প্রায়শ্চিত্তমুপদিশেত অতি-  
কোপেন বিচারাপগমাদিতি ভাবঃ, যতঃ কুলাচার্য্যঃ  
কুলপৌরোহিত্যস্য তমোবহলত্বাৎ । কথং বিগর্হ্যং নু  
করোম্যধীশ্বরাঃ পৌরোধসং হায্যতি যেন দুৰ্ম্মতিরিতি  
বিশ্বরূপোক্তেঃ । শাপমাহ ক্ষত্রবন্ধুরপি ত্বং ন ভবিতা  
অপি তু শূদ্র এব ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অকামতঃ’—পৃষধু অজ্ঞা-  
নতঃ অপরাধ করিলেও কুলগুরু তাঁহাকে অভিশাপ  
দান করিলেন । কিন্তু কৃপাপূর্ব্বক কোন প্রায়শ্চিত্তের  
উপদেশ দিলেন না, অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার  
বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল—এই ভাব । যেহেতু  
তিনি ‘কুলাচার্য্যঃ’—কুলপৌরোহিত্য কৰ্ম্মে তমো-  
গুণের আধিক্য থাকে । যেমন বিশ্বরূপের উক্তি—  
“কথং বিগর্হ্যং” ( ৬৭।৩৬ ), অর্থাৎ যে সকল  
ব্যক্তি অকিঞ্চন এবং শিলোঞ্জছন রুতিই যাঁহাদের  
ধন, আমি তাঁহাদিগের রুতি দ্বারাই গৃহাশ্রমে সাধু-  
দিগের কর্তব্য সংকল্পিয়াসকল নির্ব্বাহ করিয়া থাকি ।  
দুৰ্ম্মতি লোকে যে পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইলে হর্ষাবিত  
হয়, আমার পক্ষে তাহা অতিষণিত । অভিশাপ  
বলিতেছেন—‘ন ক্ষত্রবন্ধুঃ’, তুমি নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়-  
রূপেও গণ্য হইবে না, অতএব শূদ্ররূপেই পরিচিত  
হইবে ॥ ৯ ॥

এবং শপ্তস্ত গুরুণা প্রত্যাগৃহ্ণাৎ কৃতাজলিঃ ।

অধারয়দ্রবতং বীর উর্দ্ধুরেতা মুনিপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—গুরুণা ( কুলাচার্য্যেণ ) এবং ( শূদ্রো  
ভবিতোতি ) শপ্তঃ তু ( পৃষধুঃ ) কৃতাজলিঃ প্রত্য-  
গৃহ্ণাৎ ( গুরুবাক্যং স্বীকৃতবান্ ) বীরঃ ( সঃ )  
উর্দ্ধুরেতাঃ ( জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্ ) মুনিপ্রিয়ং ব্রতং

( ব্রহ্মচর্য্যম্ ) অধারয়ৎ ( মুনিজনোচিতনিয়মবান্ অভূদিতি ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—গুরুকর্তৃক এই প্রকার অভিশপ্ত হইয়া পৃথু কৃতাজলিপুটে তাহাই স্বীকার করিলেন। সেই বীর উদ্ধারিত হইয়া মুনিগণপ্রিয়ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাজলিঃ সন্ শাপং মহাপ্রসাদমিব প্রত্যগৃহ্ণাদিতি । গুরুভক্তিলাক্ষণং ন তু হ্রমপরাশ্রয় মহ্যং কিমিতি ব্রথা শপসীতি প্রত্যুবাচেতি ভাবঃ । তেন পরিত্যক্তোহপি গুরৌ ভক্তিমান্ নিষ্প্রত্যাহং নিস্তরতীতি প্রাকরণিকঃ সিদ্ধান্তো দ্যোতিতঃ । মুনিপ্রিয়ং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৃতাজলিঃ’—গুরু-কর্তৃক এরূপ অভিশপ্ত হইয়া পৃথু মহাপ্রসাদের ন্যায় সেই অভিশাপ জোড়হাতে স্বীকার করিয়া লইলেন। এরূপই তাহার গুরুভক্তি, কিন্তু ‘আপনি বিবেচনা না করিয়া কিজন্য আমাকে ব্রথা অভিশাপ দিলেন’—ইহা বলেন নাই, এই ভাব। ইহার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও শ্রীগুরুদেবে ভক্তিমান্ সাধক অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—এরূপ প্রাকরণিক সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইল। ‘মুনিপ্রিয়ং ব্রতং’—মুনিজনের প্রিয় ব্রত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিলেন ॥ ১০ ॥

বাসুদেবে ভগবতি সর্বাঙ্গনি পরেহমলে ।

একান্তিত্বং গতৌ ভক্ত্যা সর্বভূতসুহৃৎসমঃ ॥ ১১ ॥

বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তাত্মা সংযতাক্ষোহপরিগ্রহঃ ।

যদৃচ্ছয়োগপমেন কল্পয়ন্ বৃত্তিমাশ্রয়ঃ ॥ ১২ ॥

আত্মন্যাশ্রয়মাধ্যম্য জনতৃপ্তঃ সমাহিতঃ ।

বিচচার মহীমেতাং জড়াক্ষবধিরাকৃতিঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ—( ততঃ ) বিমুক্তসঙ্গঃ ( পরিত্যক্তসঙ্গঃ ) শান্তাত্মা ( শান্তঃ শমগুণবিশিষ্টঃ আত্মা যস্য সঃ ) সংযতাক্ষঃ ( সংযতে অক্ষিণী যেন সঃ ) অপরিগ্রহঃ ( বিষয়গ্রহণশূন্যঃ নিরাকাঙ্ক্ষ ইত্যর্থঃ ) যদৃচ্ছয়া ( ভাগ্যবশাৎ ) উপপমেন ( আগতেন খাদ্যাদিনা ) আশ্রয়ঃ বৃত্তিং কল্পয়ন্ ( জীবিকাং বিনির্দেশন্ ) সর্বভূতসুহৃৎসমঃ ( সর্বপ্রাণিনাং বন্ধুসমঃ, সর্বগ্র তুল্যদৃষ্টিরিত্যর্থঃ ) সর্বাঙ্গনি ( সর্বান্তর্য্যামিণি )

ভগবতি ( ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনি ) অমলে গুণকর্মাভি-  
রপরামৃষ্টে ) পরে ( পরমপুরুষে ) বাসুদেবে ভক্ত্যা  
একান্তিত্বং গতঃ ( একান্তভক্তিং প্রাপ্তবান্ ) জনতৃপ্তঃ  
( জানেন পরিতৃপ্তঃ ) সমাহিতঃ ( সংযতঃ সন্ )  
আত্মনি ( মনসি ) আত্মানং ( ভগবন্তং ) আশ্রয়  
( সংযুক্তং বিভাব্য ) জড়াক্ষবধিরাকৃতিঃ ( জড়াক্ষ-  
বধিরাণাং আকৃতিরিব আকৃতির্যস্য সঃ এতাং মহীং  
বিচচার ( পরিব্রজ্য ) ॥ ১১-১৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর তিনি ( পৃথু ) সমস্ত  
সংসর্গ হইতে বিমুক্ত, শান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া  
নিষ্পৃহভাবে যদৃচ্ছালাভ বস্তুদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ  
করিতে করিতে ভক্তিযোগপ্রভাবে সর্বভূতের প্রতি  
বন্ধুভাবাপন্ন ও সমদর্শী হইলেন এবং সর্বান্তর্য্যামী,  
বিশুদ্ধসত্ত্ব পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেবে একান্তিকতা  
লাভ করিলেন। পরে জনপরিতৃপ্ত হইয়া সংযত-  
চিত্তে পরমাশ্রয় চিত্ত সম্মিষিষ্ট করিয়া জড়, অন্ধ ও  
বধিরের ন্যায় এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগি-  
লেন ॥ ১১-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনি মনসি আত্মানং ভগবন্তম্ ।  
জানে তৃপ্তঃ কিন্তু ভক্ত্যবতৃপ্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১১-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আত্মনি আত্মানং’—নিজ  
মনে ভগবান্কে স্থাপন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে  
লাগিলেন। ‘জনতৃপ্তঃ’—জানে পরিতৃপ্ত, কিন্তু  
ভক্তিতে অতৃপ্ত—এই ভাব ॥ ১১-১৩ ॥

এবংব্রতো বনং গত্ত্বা দৃষ্টৌ দাবাগ্নিমুখিতম্ ।

তেনোপযুক্তকরণো ব্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ—এবং ব্রতঃ ( এবং নিরাসক্তবৃত্তিঃ )  
মুনিঃ ( পৃথুঃ ) বনং গত্ত্বা উখিতং দাবাগ্নিঃ দৃষ্টৌ  
তেন ( দাবাগ্নিনা ) উপযুক্তকরণঃ ( দক্ষদেহঃ সন্ )  
পরং ব্রহ্ম ( শ্রীকৃষ্ণং ) প্রাপ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ভাবাপন্ন মুনি পৃথু বনে  
গমনপূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত দাবাগ্নি দর্শন করিলেন এবং  
তাহাতে দেহ দক্ষ করিয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—উপযুক্তকরণো দক্ষদেহঃ, পরং ব্রহ্ম  
শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উপযুক্তকরণঃ’—দাবানলে

নিজ দেহ দক্ষ করিয়া, 'পরং ব্রহ্ম'—পরব্রহ্ম  
শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

এক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল ; কারুষ ক্ষত্রিয়-  
গণ সকলেই উত্তরাপথের পালক, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম-  
পরায়ণ ছিলেন ॥ ১৬ ॥

কবিঃ কনীয়ান্ বিষয়েষু নিস্পৃহো  
বিসৃজ্য রাজ্যং সহ বন্ধুভিবর্নম ।  
নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং  
বিবেশ কৈশোরবয়ঃ পরং গতঃ ॥ ১৫ ॥

অবয়ঃ—কনীয়ান্ ( কনিষ্ঠঃ পুত্রঃ ) কবিঃ  
কৈশোরবয়ঃ ( অপ্রাপ্তযৌবনঃ ) বিষয়েষু ( রাজ্য-  
ভোগাদিষু ) নিস্পৃহঃ ( স্পৃহাশূন্যঃ ) বন্ধুভিঃ সহ  
রাজ্যং বিসৃজ্য ( ত্যক্ত্বা ) বনং বিবেশ ( গতবান্ )  
স্বরোচিষং ( স্বপ্রকাশং ) পুরুষং ( আদিপুরুষং ভগ-  
বন্তং ) চিত্তে নিবেশ্য ( মনসা তমেব সর্বদা ভাবয়ন্মি-  
ত্যর্থঃ ) পরং গতঃ ( পরমাত্মানং প্রাপ্তবান্ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কনিষ্ঠ পুত্র কবি কৈশোর বয়সেই  
বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া বন্ধুগণের সহিত রাজ্য পরি-  
ত্যাগপূর্বক বনে গমন করিলেন এবং স্বপ্রকাশ  
পরমপুরুষ ভগবানকে ভাবনা করিয়া চিত্তে পর-  
মাত্মাকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কবেরপি বংশো নাভবদিত্যহ কবি-  
রিতি । বন্ধুভিঃ সহিতমেব রাজ্যং বিসৃজ্য বনং  
বিবেশ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনুর কনিষ্ঠপুত্র কবিরও  
বংশ ছিল না, ইহা বলিতেছেন—'কবিঃ' ইত্যাদি ।  
'বন্ধুভিঃ সহ রাজ্যং'—বন্ধুগণের সহিত রাজ্য,  
অর্থাৎ আত্মীয় বান্ধব ও রাজত্ব পরিত্যাগপূর্বক বনে  
গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

করুষান্মানবাদাসন্ কারুষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ ।

উত্তরাপথগোষ্ঠারো ব্রহ্মণ্যা ধর্মবৎসলাঃ ॥ ১৬ ॥

অবয়ঃ—মানবাৎ ( মনুপুত্রাৎ ) করুষাৎ ক্ষত্র-  
জাতয়ঃ আসন্ ( কারুষনামকাঃ ক্ষত্রিয়া অভবন্ )  
ব্রহ্মণ্যাঃ ( ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ) ধর্মবৎসলা ( ধর্মপরায়ণাঃ  
তে ) উত্তরাপথগোষ্ঠারঃ ( উত্তরাপথদেশরক্ষকাঃ  
বভূবুঃ ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মনুপুত্র করুষ হইতে কারুষ নামক

ধৃষ্টাঙ্কার্শ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ ।

নৃগস্য বংশঃ সুমতিভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ ॥ ১৭ ॥

অবয়ঃ—ধৃষ্টাৎ ( ধৃষ্টনামকমনুপুত্রাৎ ) ধার্শ্টং  
ক্ষত্রং অভূৎ, ( যদ্বি ) ক্ষিতৌ ( পৃথিব্যাং ) ব্রহ্মভূয়ং  
গতং ( ব্রাহ্মণত্বং প্রাপ্তম্ ) নৃগস্য ( মানবস্য ) বংশঃ  
( প্ররোহঃ ) সুমতিঃ ( ততঃ ) ভূতজ্যোতিঃ ( অভূৎ )  
ততঃ বসুঃ ( তন্মাম অভবৎ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ধৃষ্ট নামক মনুপুত্র হইতে ধার্শ্টনামে  
প্রসিদ্ধ এক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয় । তাঁহারা  
পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মনুপুত্র নৃগ  
হইতে সুমতি, সুমতি হইতে ভূতজ্যোতি এবং ভূত-  
জ্যোতি হইতে বসু জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মভূয়ং ব্রাহ্মণত্বং, বংশঃ পুত্রঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মভূয়ং'—ব্রাহ্মণত্ব, অর্থাৎ  
মনুপুত্র ধার্শ্টগণ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ।  
'বংশঃ'—বংশ বলিতে পুত্র, অর্থাৎ নৃগের পুত্র সুমতি  
॥ ১৭ ॥

বসোঃ প্রতীকস্তৎপুত্র ওঘবানোঘবৎপিতা ।

কন্যা চোঘবতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্ ॥ ১৮ ॥

অবয়ঃ—বসোঃ প্রতীকঃ তৎপুত্রঃ ( প্রতীকপুত্রঃ )  
ওঘবান্ ওঘবৎ পিতা ( তৎপুত্রঃ অপি ওঘবান্  
ইত্যর্থঃ ) কন্যা চ ওঘবতীনাম তাং ( কন্যাং )  
সুদর্শনঃ উবাহ ( উপযেমে ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র  
ওঘবান, ওঘবানের পুত্রের নাম ওঘবান্, এবং  
কন্যার নাম ওঘবতী, সুদর্শন ঐ ওঘবতীকে বিবাহ  
করেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ওঘবতঃ পিতৃতি তৎপুত্রোহপ্যোঘবা-  
নিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওঘবৎপিতা'—ওঘবানের  
পুত্রের নামও ওঘবান্—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

চিত্তসেনো নরিষ্যস্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোহভবৎ ।

তস্য মীঢ়াৎস্ততঃ পূর্ণ ইন্দ্রসেনস্ত তৎসূতঃ ॥১৯॥

অবয়বঃ—নরিষ্যস্তাৎ চিত্রসেনঃ ( অভূৎ ) তস্য চিত্রসেনস্য ) সুতঃ ঋক্ষঃ অভবৎ, তস্য ( ঋক্ষস্য ) মীঢ়ান্ ( সুতঃ অভবৎ ) ততঃ পূর্ণঃ ( অভবৎ ) ইন্দ্রসেনঃ তু তৎ সুতঃ ( পূর্ণস্য তনয়ঃ অভবৎ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—নরিষ্যস্ত হইতে চিত্রসেন, চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র মীঢ়ান্, মীঢ়ানের পুত্র পূর্ণ এবং পূর্ণপুত্র ইন্দ্রসেন ॥ ১৯ ॥

ব্রীতিহোরস্ত্রিঙ্গসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ ।

উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোহভবৎ ॥ ২০ ॥

অবয়বঃ—ইন্দ্রসেনাৎ ব্রীতিহোরঃ ( অভূৎ ) তস্য ( ব্রীতিহোরস্য ) সত্যশ্রবাঃ অভূৎ, তস্য ( সত্যশ্রবসঃ ) সুতঃ উরুশ্রবাঃ ততঃ ( উরুশ্রবসঃ ) দেবদত্তঃ অভবৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রসেনের ঔরসে ব্রীতিহোর উৎপন্ন হন, ব্রীতিহোরের পুত্র সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবার পুত্র উরুশ্রবা এবং উরুশ্রবার পুত্র দেবদত্ত ॥ ২০ ॥

ততোহগ্নিবেশ্যো ভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ ॥

কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানৃষিঃ ॥২১॥

অবয়বঃ—ততঃ ( দেবদত্তাৎ ) অগ্নিবেশ্যঃ ভগবান্ অগ্নিঃ স্বয়ং সুতঃ ( তস্য পুত্রঃ ) অভূৎ ( সঃ অগ্নিবেশ্যঃ এব ) কানীনঃ জাতুকর্ণঃ ইতি বিখ্যাতঃ ঋষিঃ ( অভূদিতি ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—দেবদত্ত হইতে অগ্নিবেশ্য জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ অগ্নি স্বয়ং ইহার পুত্র হইয়াছিলেন এবং ইনিই কানীন ও জাতুকর্ণ ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুনাথ—অগ্নিবেশ্য এব কানীন ইতি জাতুকর্ণ ইতি চ খ্যাতঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অগ্নিবেশ্যঃ’—অগ্নিবেশ্যই কানীন এবং জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥২১

ততো ব্রহ্মকুলং জাতমগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ ।

নরিষ্যস্তান্বয়ঃ প্রোক্তো দিষ্টবংশমতঃ শৃণু ॥২২॥

অবয়বঃ—হে নৃপ ! ততঃ ( অগ্নিবেশ্যাৎ ) অগ্নিবেশ্যায়নং নাম ব্রহ্মকুলং জাতং ( উৎপন্নং ) নরিষ্যস্তান্বয়ঃ ( নরিষ্যস্তস্য বংশঃ ) প্রোক্তঃ ( কথিত ) অতঃ ( অতঃপরং ) দিষ্টবংশং শৃণু ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হইয়াছে। নরিষ্যস্তের বংশ তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, এক্ষণে দিষ্টের বংশ বলিতেছেন শ্রবণ কর ॥

নাভাগো দিষ্টপুত্রোহন্যঃ কৰ্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ ।

ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥ ২৩ ॥

বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংগুস্তৎসুতং প্রমতিং বিদুঃ ।

খনিত্রঃ প্রমতেস্তম্ভাচ্চাক্ষুষোহথ বিবিংশতি ॥২৪॥

অবয়বঃ—দিষ্টপুত্রঃ অন্যং ( বক্ষ্যমাণোক্তাদপরঃ ) নাভাগঃ কৰ্ম্মণা ( বৈশ্যজাত্যুচিত কৰ্ম্মণা ) বৈশ্যতাং গতঃ ( প্রাপ্তঃ ) তস্য ( নাভাগস্য ) সুতঃ ভলন্দনঃ ( অভবৎ ) ভলন্দনাৎ বৎসপ্রীতিঃ ( তন্মামকঃ পুত্রঃ অভবৎ ) বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংগুঃ, তৎসুতং ( প্রাংশোঃ পুত্রং ) প্রমতিং বিদুঃ ( জানন্তি ) প্রমতেঃ খনিত্রঃ ( সুতঃ অভবৎ ) তস্মাৎ ( খনিত্রাৎ ) চাক্ষুষঃ অথ ( অনন্তরং চাক্ষুষাদিত্যর্থঃ ) বিবিংশতিঃ ( অজায়ত ) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র ছিল, ইহার পরে যে নাভাগের কথা কীৰ্ত্তিত হইবে তিনি ইহা হইতে ভিন্ন, এই দিষ্টপুত্র নাভাগ কৰ্ম্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাভাগের পুত্র ভলন্দন, ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি, বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুপুত্র প্রমতি, প্রমতিপুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ, এবং চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি ॥ ২৩-২৪ ॥

বিষ্ণুনাথ—অন্য ইতি দ্রাষ্টাবারণার্থং বক্ষ্যমাণান্নাভাগান্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নাভাগঃ’—দিষ্টের পুত্রের নাভাগ। ‘অন্যঃ’—দ্রাষ্টা-নিবারণের জন্য বলিতেছেন, পরে যে নাভাগের কথা বলা হইবে, ইনি তাহা হইতে ভিন্ন, এই অর্থ ॥ ২৩-২৪ ॥

বিবিংশতে: সুতো রক্ষঃ খনীনেত্রোহস্য ধাম্মিকঃ ।  
করক্ষমো মহারাজ তস্যাসীদাশ্বজো নৃপঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বমঃ—বিবিংশতে: সুতঃ রক্তঃ ( অভবৎ )  
অস্য ( রক্তস্য ) ধাম্মিকঃ খনীনেত্রঃ ( পুত্রঃ অজায়ত )  
হে মহারাজ ! তস্য ( ক্ষনীনেত্রস্য ) আশ্বজঃ নৃপঃ  
( রাজা ) করক্ষমঃ আসীৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বিবিংশতির পুত্র রক্ত, রক্তের পুত্র পরম  
ধাম্মিক খনীনেত্র, হে মহারাজ ! এই খনীনেত্রের পুত্র  
রাজা করক্ষম ॥ ২৫ ॥

তস্যাবিক্ষিৎ সুতো যস্য মরুত্তচক্রবর্ত্যভূৎ ।  
সংবর্তোহযাজয়দ্ যং বৈ মহাযোগিস্রিঃসূতঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বমঃ—তস্য ( করক্ষমস্য ) সুতঃ অবিক্ষিৎ যস্য  
( সুতঃ ) মরুত্তঃ চক্রবর্তী অভূৎ, মহাযোগী অগ্নিরঃ  
সূতঃ ( অগ্নিরসঃ পুত্রঃ ) সংবর্তঃ যং ( মরুত্তং )  
অযাজয়ৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই করক্ষমের পুত্র অবিক্ষিৎ, অবি-  
ক্ষিতের পুত্র মরুত্তঃ; ইনি রাজচক্রবর্তী ছিলেন ।  
মহাযোগী অগ্নিরতনয় সংবর্তক এই মরুত্তকে এক  
যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞো ন তথান্যোহস্তি কশ্চন ।  
সর্বং হিরণ্ময়ং ত্বাসীদ্ যৎকিঞ্চাস্যশোভনম্ ॥ ২৭ ॥

অশ্বমঃ—মরুত্তস্য যজ্ঞঃ যথা ( প্রসিদ্ধঃ ) অন্যঃ  
কশ্চন ন তথা ( প্রসিদ্ধ ইতি ভাবঃ প্রসিদ্ধত্ব কারণ-  
মাহ ) তু ( পরন্তু ) অস্য ( মরুত্তস্য ) যৎকিঞ্চ  
( যজ্ঞীপপাত্রাদিকং ) অস্তি ( বর্ততে ) তৎসর্বং  
হিরণ্ময়ং ( হিরণ্যানিম্মিতং ) আসীৎ ( অতএব )  
শোভনং ( অভূদিতি ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মরুত্তরাজার যজ্ঞের ন্যায় আর কোন  
যজ্ঞ হয় নাই, তাঁহার যাহা কিছু যজ্ঞীয় পাত্রাদি ছিল  
সে সমস্তই সুবর্ণময়, সুতরাং অতীব সুন্দর ছিল  
॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য যৎকিঞ্চ কিঞ্চিৎ পাত্রাদিকমস্তি  
আসীৎ তৎসর্বং হিরণ্ময়ং শোভমানমাসীৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অস্য যৎ কিঞ্চ’—এই মরুত্ত

রাজার যাহা কিছু যজ্ঞীয় পাত্রাদি ছিল, তাহা সমস্তই  
সুবর্ণময় এবং মনোহর ছিল ॥ ২৭ ॥

অমাদ্যাদিত্রঃ সোমেন দক্ষিণাভিঃ দ্বিজাতয়ঃ ।  
মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বদেবাং সভাসদঃ ॥ ২৮ ॥

অশ্বমঃ—( তস্মিন্ যজ্ঞে ) ইন্দ্রঃ সোমেন ( যজ্ঞীয়  
সোমরসপানেন ) অমাদ্যৎ ( হাশ্টোহভবৎ ) দ্বিজা-  
তয়ঃ ( ব্রাহ্মণাঃ ) দক্ষিণাভিঃ ( অমাদ্যন্ ) মরুতঃ  
( বায়বঃ ) পরিবেষ্টারঃ বিশ্বদেবাঃ সভাসদঃ  
( সভ্যাঃ আসন্ ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া  
মত্ত হইয়াছিলেন, দ্বিজগণ প্রচুর দক্ষিণা পাইয়া  
পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞে বায়ু  
সকল পরিবেষ্টা এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন  
॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজাতয়ো বিপ্রা অপি অমাদ্যন্  
অহাম্যন্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্বিজাতয়ঃ’—যাজিক ব্রাহ্মণ-  
গণও প্রচুর দক্ষিণালাভ করিয়া অতিশয় হাশ্ট হইয়া-  
ছিলেন ॥ ২৮ ॥

মরুত্তস্য দমঃ পুত্রস্তস্যাসীদ্রাজবর্ধনঃ ।  
সুধৃতিস্তৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সুতঃ ॥ ২৯ ॥

অশ্বমঃ—মরুত্তস্য দমঃ পুত্রঃ ( দমনামক )  
পুত্রঃ ( অজায়ত ) তস্য ( দমস্য ) রাজবর্ধনঃ ( পুত্রং )  
আসীৎ তৎসুতঃ ( তস্য রাজবর্ধনস্য সুতঃ ) সুধৃতিঃ,  
সৌধৃতেয়ঃ সুতঃ ( সুধৃতে: পুত্রঃ ) নরঃ জজ্ঞে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—মরুত্তের পুত্র দম, তৎপুত্র রাজবর্ধন,  
রাজবর্ধনের পুত্র সুধৃতি এবং সুধৃতিতনয় নর ॥ ২৯ ॥

তৎসুতঃ কেবলস্তস্মাৎ ধুক্কুমান্ বেগবাংস্ততঃ ।  
বুধস্তস্যাবদ্যস্য তৃণবিন্দুমহীপতিঃ ॥ ৩০ ॥

অশ্বমঃ—তৎসুতঃ ( তস্য নরস্য সুতঃ ) কেবলঃ  
তস্মাৎ ( কেবলাৎ ) ধুক্কুমান্, ততঃ ( ধুক্কুমতঃ )  
বেগবান্ তস্য ( সুতঃ ) বুধঃ ( অভবৎ ) যস্য

(বুধস্য) তৃণবিন্দুঃ (অজায়ত, স চ) মহীপতিঃ  
(রাজা বভূব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—নরের পুত্র কেবল, তৎপুত্র ধুম্রুমান্,  
ধুম্রুমান্ হইতে বেগবানের জন্ম হয়, বেগবানের পুত্র  
বুধ, বুধের পুত্র তৃণবিন্দু, ইনি পৃথিবীর অধিপতি  
হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

তৎ ভেজেহলম্বুয়া দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্ ।

বরাপ্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেলবিলাভবৎ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—ভজনীয়গুণালয়ং (ভজনীয়ানাং গুণা-  
নাং আলয়ং আধারং বহুগুণযুক্তমিত্যর্থঃ) তৎ (তৃণ-  
বিন্দুং) বরাপ্সরাঃ (অপ্সরাণাং শ্রেষ্ঠা) অলম্বুয়া  
দেবী ভেজে (স্বামিহ্নে রতবতী) যতঃ (অলম্বুয়ায়াং)  
পুত্রাঃ (কতি সংখ্যকা অভবন্) ইলবিলাচ কন্যা  
অভবৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ-অপ্সরা অলম্বুয়া বহুগুণসম্পন্ন  
সুযোগ্য তৃণবিন্দুকে পতিত্বে বরণ করেন। অপ্সরা  
অলম্বুয়ার কতিপয় পুত্র এবং ইলবিলা নাম্নী কন্যা  
হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

বিষ্মনাথ—যতঃ যস্যং, তৃণবিন্দোঃ পুত্রা বিশা-  
লাদ্যাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যতঃ’—যস্যং, যাহাতে,  
অর্থাৎ অপ্সরা অলম্বুয়ার গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশালাদি  
পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩১ ॥

যস্যামুৎপাদন্যামাস বিশ্রবা ধনদং সুতম্ ।

প্রাদায় বিদ্যাং পরমায়ুষির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ ॥ ৩২ ॥

অম্বয়ঃ—যোগেশ্বর ঋষিঃ বিশ্রবাঃ পিতুঃ  
(সকাশাৎ) পরমাং বিদ্যাং প্রাদায় (প্রাপ্য) যস্যং  
(ইলবিলায়াং) ধনদং সুতং জনন্যামাস (কুবেরং  
উৎপাদন্যামাস) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—মহাযোগী ঋষি বিশ্রবা পিতার নিকট  
হইতে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়া ইলবিলার গর্ভে ধনাধি-  
পতি কুবের নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিষ্মনাথ—পিতুঃ সকাশাৎ বিদ্যাং প্রাদায় প্রাপ্য ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পিতুঃ’—পিতা পুলস্ত্যর

নিকট হইতে পরম বিদ্যা লাভ করিয়া বিশ্রবা ঋষি  
(ইলবিলার গর্ভে কুবেরকে পুত্ররূপে উৎপাদন  
করিয়াছিলেন) ॥ ৩২ ॥

বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ ধূম্রকেতুশ্চ তৎসুতাঃ ।

বিশালো বংশরুদ্ধরাজা বৈশালীং নিশ্মমে পুরীম্ ॥ ৩৩ ॥

অম্বয়ঃ—তৎসুতাঃ (তস্য তৃণবিন্দোঃ পুত্রাঃ)  
বিশালঃ শূন্যবন্ধুঃ চ ধূম্রকেতুঃ চ। বংশরুদ্ধ (প্রজা-  
দিনা বংশরক্ষকঃ) বিশালঃ রাজা বৈশালীং পুরীং  
নিশ্মমে (বৈশালী নাম্নীং পুরীং চকার) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যবন্ধু, ধূম্রকেতু  
—এই তিন পুত্র; তন্মধ্যে বংশরক্ষক বিশালরাজা  
বৈশালী নাম্নী পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিষ্মনাথ—তস্য তৃণবিন্দোঃ সুতাঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তৎসুতাঃ’—তৃণবিন্দুর পুত্র-  
গণের নাম বিশাল, শূন্যবন্ধু ও ধূম্রকেতু ॥ ৩৩ ॥

হেমচন্দ্রঃ সুতস্তস্য ধূম্রাক্ষস্তস্য চান্দ্রজঃ ।

তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য (বিশালস্য রাজঃ) হেমচন্দ্রঃ  
সুতঃ তস্য চ (হেমচন্দ্রস্য) আন্দ্রজঃ (পুত্রঃ)  
ধূম্রাক্ষঃ, তৎপুত্রাৎ (তস্য ধূম্রাক্ষস্য পুত্রাৎ) সংযমাৎ  
সহদেবজঃ (দেবজেন সহিতঃ কৃশাশ্বঃ আসীৎ  
(অভবৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তৎপুত্র ধূম্রাক্ষ,  
ধূম্রাক্ষতনয় সংযম, এবং সংযমের পুত্র দেবজ ও  
কৃশাশ্ব ॥ ৩৪ ॥

কৃশাশ্বাৎ সৌমদন্তোহভূদ্দ্যোহশ্বমেধৈরিডম্পতিম্ ।

ইষ্টা পুরুষমাপাশ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরান্ধ্রিতাম্ ॥ ৩৫ ॥

সৌমদন্তিস্তু সুমতিস্তৎপুত্রো জনমেজয়ঃ ।

এতে বৈশালভূপালাস্তৃণবিন্দোর্ঘশোধরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-

হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং নবমস্কন্ধে

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।



অবসরঃ—কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তঃ অভূৎ যঃ (সোম-  
দত্তঃ) অশ্বমেধৈঃ (যজ্ঞবিশেষৈঃ ইডম্পতিং (যজ্ঞে-  
শ্বরং) পুরুষং (বিষ্ণুং) ইতট। (যাজয়িত্বা) যোগে-  
শ্বরপ্রতিতাং (যোগেশ্বরৈঃ লভ্যাং) অগ্র্যাং (শ্রেষ্ঠাং)  
গতিং আপ (প্রাপ্তবান্) সৌমদত্তিঃ তু (সৌমদত্তা-  
পত্যং সুমতিং, তৎপুত্র জনমেজয়ঃ (অভবৎ) এতে  
বৈশালভূপালাঃ (বিশালস্যাম্বয়ে জাতাঃ রাজানঃ)  
তৃণবিন্দোঃ যশোধরাঃ (তৃণবিন্দোঃ কীত্তিরক্ষকাঃ)  
॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—যিনি অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর  
শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মহাযোগীগণের প্রাপ্য  
অতি উত্তম গতি লাভ করিয়াছিলেন সেই সৌমদত্ত  
কৃশাশ্বের পুত্র ছিলেন, সৌমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির

পুত্র জনমেজয়। বিশালরাজার বংশোদ্ভূত রাজ্য-  
বর্গ তৃণবিন্দুর কীত্তিরক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেষ্টসাং।

দ্বিতীয়ো নবমস্যাভূৎ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্তাম্ ॥

ইতি ভক্তচেষ্টের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদশিনী'  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের  
'সারার্থদশিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১২ ॥

ইতি অবসর, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধব, তথ্য,  
বিরতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের  
গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।



## তৃতীয়োধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

শর্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ সম্ভূত্ব হ।

যো বা অগ্নিরসাং সজে দ্বিতীয়মহরুচিবান্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মনুপুত্র শর্যাতির বংশবিস্তারণ,  
সৌকন্যাস্থান ও রৈবতাস্থান কীন্তিত হইয়াছে।

যিনি অগ্নিাদিগের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কৃত্য  
সমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই দেবজ শর্যাতি  
নিজ কন্যা সুকন্যার সহিত চ্যবন মুনির আশ্রমে  
গমন করেন, তথায় সুকন্যা বল্মীক-গর্ভে দুইটী  
জ্যোতির্ময় পদার্থ দেখিয়া দৈব-প্রেরণাবশতঃ উহা  
বিদ্ধ করিয়া ফেলেন। বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ জ্যোতিঃ  
হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। এদিকে শর্যাতির  
ও তৎসঙ্গিগণের মলমূত্র নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা  
দেখিয়া শর্যাতি এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান  
সুকন্যার কৃত অপরাধ জানিতে পারেন এবং বহু

স্তবদ্বারা চ্যবন মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া মুনির অভি-  
প্রায়ানুসারে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

চ্যবন মুনি অতি রুদ্ধ ছিলেন। একদা তদীয়  
আশ্রমে চিকিৎসকবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত  
হইলে মুনি তাঁহাদের নিকট নিজ যৌবনত্ব প্রার্থনা  
করিলেন এবং তদ্বিনিময়ে মুনি তাঁহাদিগকে যজ্ঞীয়  
সোমরস পানাদিকার প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করি-  
লেন। চ্যবন মুনির প্রার্থনায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়  
মুনিকে লইয়া এক হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে  
তাঁহারা তিনজনেই সমান রূপ ও যৌবনসম্পন্ন হইয়া  
যখন ঐ হ্রদ হইতে উথিত হইলেন, তখন সুকন্যা  
নিজ স্বামীকে চিনিতে না পারিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে  
স্বামী মনে করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হন; কিন্তু  
অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য ধর্ম্মে সন্তুষ্ট  
হইয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচয় করা-  
ইয়া দেন। ইহার পর চ্যবন শর্যাতিকে সোমযজ্ঞ  
করাইয়া সোমরস অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রদান করেন;  
তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু কোন অনিষ্ট

সাধনে সমর্থ হন নাই। এই সময় হইতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় যজ্ঞে সোমরসভাগী হইয়াছেন।

শর্য্যাতির উত্তানবহি, আনর্ভ ও ভুরিসেন নামক তিনটী পুত্র ছিল। আনর্ভপুত্র রেবতের একশত পুত্র-মধ্যে ককুদ্বী জ্যেষ্ঠ। এই ককুদ্বী ব্রজ্জার উপদেশে স্বীয় কন্যা রেবতীকে বিষ্ণুতত্ত্বমূল বলদেবকে দান করিয়া স্বয়ং বদরিকাশ্রমে তপস্যার্থে গমন করেন।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—মানবঃ ( মনুপুত্রঃ ) শর্য্যাতিঃ ( মনোঃ তৃতীয়পুত্রঃ ) ব্রজ্জিষ্ঠঃ ( বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞঃ ) রাজা সংবভূব হ, যঃ ( শর্য্যাতিঃ ) বা অগ্নি-রসাং সত্ত্রে ( যজ্ঞে ) দ্বিতীয়মহঃ ( দ্বিতীয়েহহি জ্জিয়-মাণং কৰ্ম্ম ) উচিবান্ ( কথয়ামাস ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—( হে রাজন ), মনুর পুত্র শর্য্যাতি অতিশয় বেদার্থতত্ত্ববিৎ রাজা ছিলেন, তিনি অগ্নিরাগিণের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের কর্তব্য কৰ্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শর্য্যাতের্মনুপুত্রস্য সুকন্যা চ্যবনং পতিং।

লেভে তৃতীয়ে শর্য্যাতিবংশ্যা শ্রীরেবতী বলং ॥

ব্রজ্জিষ্ঠঃ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞঃ, তদেবাহ যো বা ইতি। দ্বিতীয়মহঃ দ্বিতীয়েহহি জ্জিয়মাণং কৰ্ম্ম উচিবান্ তত্র বাবস্থামুবাচ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে মনুপুত্র শর্য্যাতির তনয়া সুকন্যা চ্যবন ঋষিকে এবং শর্য্যাতি-বংশীয় ককুদ্বীর কন্যা শ্রীরেবতী বলদেবকে পতিরূপে লাভ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘ব্রজ্জিষ্ঠঃ’—মনুর পুত্র শর্য্যাতি বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—‘যো বা’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি অগ্নিরাগণের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিবসের করণীয় কৰ্ম্মসমূহের উপদেশ দান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা।

তয়া সার্কং বনগতো হ্যগমক্যাবনাশ্রমম্ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য ( শর্য্যাতেঃ ) কমললোচনা ( পদ্ম-নয়না ) সুকন্যানাম কন্যা আসীৎ, তয়া ( সুকনয়া ) সার্কং বনং গতঃ ( স রাজা ) চ্যবনাশ্রমং ( চ্যবন-মূনেরাশ্রমং ) অগমৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই শর্য্যাতির কমললোচনা সুকন্যা নামে একটি কন্যা ছিল, ঐ কন্যার সহিত বনে গমন-পূর্বক রাজা শর্য্যাতি চ্যবনমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

সা সখীভিঃ পরিত্যক্তা বিচিন্বেন্ত্যত্মিপান্ বনে।

বল্মীকরন্ধ্রে দদুশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—সা ( সুকন্যা ) সখীভিঃ পরিত্যক্তা ( পরিবেষ্টিতা সতী ) বনে অত্মিপান্ ( দ্রুমান্ ইতি কথিতং কৰ্ম্ম অতো দ্রুমেভ্য ইত্যর্থঃ ) বিচিন্বেন্তী ( ফল-কুসুমাদীনি আহরন্তী ) বল্মীক-রন্ধ্রে ( বল্মীক-বীলে ) খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী দদর্শ ( দৃষ্টবতী ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই সুকন্যা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বনস্থিত বৃক্ষসকলের ফল-আহরণ করিতে করিতে বল্মীকগর্ভে খদ্যোতের ন্যায় দুইটী জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন ॥ ৩ ॥

তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ।

অবিধ্যান্মুখ্ণভাবেন সুস্রাবাস্ক ততো বহিঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—দৈবচোদিতা ( ভাগ্যপ্রেরিতা ইব ) সা বালা ( সুকন্যা ) মুখ্ণভাবেন ( অজাতবস্ত্রস্বরূপতয়া বালভাবেন বা ) কণ্টকেন তে বৈ জ্যোতিষী ( বল্মীকান্তিনিহিত মুনি চক্ষুশী ) অবিধ্যৎ ( অতা-ড়য়ৎ ) ততঃ ( তাভ্যাং ) অস্ক্ ( রুধিরং ) বহিঃ সুস্রাব ( নির্জগাম ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—দৈবপ্রেরণাবশতঃই যেন ঐ কন্যা মুখ্ণা হইয়া কণ্টকদ্বারা ঐ জ্যোতির্ময় পদার্থ দুইটি বিদ্ধ করিলেন, বিদ্ধ হইবামাত্র ঐ স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

শক্ণুন্ননিরোধোহভূৎ সৈনিকানাঞ্চ তৎক্ৰণাৎ।

রাজষিষ্টমুপালক্ষ্য পুরুষান্ বিস্মিতোহব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—তৎক্ৰণাৎ সৈনিকানাং চ শক্ণুন্ন-নিরোধঃ ( মলমূত্র নিরোধঃ ) অভূৎ, রাজষিঃ ( শর্য্যাতিঃ ) তং ( সৈনিকানাং মলমূত্র নিরোধং )

উপালক্ষ্য (দৃষ্টা) বিস্মিতঃ (চমৎকৃতঃ সন্) পুরুষান্ অত্রবীৎ (সহচরান্ উবাচ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তৎক্ষণাৎ শর্যাতির সৈন্যগণের মলমূত্র নিরুদ্ধ হইল, রাজশি শর্যাতি তদর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫ ॥

অপ্যভদ্রং ন যুষ্মাভির্ভাগবস্য বিচেষ্টিতম্ ।

ব্যক্তং কেনাপি নস্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম্ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—(অহো!) যুষ্মাভিঃ ভাগবস্য (চ্যবনস্য) অভদ্রং (অপরাধঃ) বিচেষ্টিতম্ (আচরিতং?) নঃ (অস্মাকং মধ্যে) কেনাপি ব্যক্তং আশ্রমদূষণং কৃতং (নিশ্চিতমেব আশ্রমপীড়া কেনাপি কৃত্য) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কি আশ্চর্য্য! তোমরা কি কেহ ভৃগু-নন্দন চ্যবনের কোন অনিষ্ট করিয়াছ! নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেহ না কেহ আশ্রমের অপরাধ-জনক কার্য্য করিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিচেষ্টিতং কৃতং নোহস্মাকং মধ্যে কেনাপি বা ন কৃতম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“বিচেষ্টিতং কৃতং”—আমাদের মধ্যে কেহ চ্যবন মুনির আশ্রমের অপরাধজনক কার্য্য করে নাই ত? (নিশ্চয়ই কেহ অনিষ্ট আচরণ করিয়াছে, অন্যথা এরূপ উপদ্রব হইত না—এই ভাব।) ॥ ৬ ॥

সুকন্যা প্রাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া ।

দ্বৈ জ্যোতিষী অজানন্ত্যা নিভিন্নে কণ্টকেন বৈ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—সুকন্যা ভীতা (ভয়াকুলাসতী) ময়া কিঞ্চিৎ (দূষণং) কৃতং (কিং কৃতং? তত্রাহ) অজানন্ত্যা (অজ্ঞাততত্ত্বয়া ময়া) কণ্টকেন বৈ দ্বৈ জ্যোতিষী নিভিন্নে (বিদারিতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সুকন্যা ভয়াকুলা হইয়া পিতাকে বলিলেন,—“আমি কিঞ্চিৎ অন্যান্য কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কণ্টক দ্বারা দুইটি জ্যোতিঃ বিদীর্ণ করিয়াছি” ॥ ৭ ॥

দুহিতুস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতির্জাতসাধ্বসঃ ।

মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকাস্তহিতং শনৈঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—দুহিতুঃ (কন্যায়াঃ) তৎ (পুর্বোক্তং) বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতিঃ জাতসাধ্বসঃ (জাতং সাধ্বসং ভয়ং यस্য স ভীতঃ সন্নিত্যর্থঃ) বল্মীকাস্তহিতং (বল্মীক মৃত্তিকয়াচ্ছাদিতং) মুনিং শনৈঃ (ক্রমশঃ বহু প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) প্রসাদয়ামাস (স্তুতিভিঃ প্রসন্নং চকার) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া শর্যাতি অতিশয় ভীত হইয়া বল্মীকমধ্যস্থিত চ্যবনমুনিকে বহু প্রকার স্তুতি দ্বারা ক্রমশঃ প্রসন্ন করিলেন ॥ ৮ ॥

তদভিপ্ৰায়মাজ্ঞায় প্রাদাদুহিতরং মুনেঃ ।

কৃচ্ছান্মুক্তস্তমামজ্য পুরং প্রায়্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—সমাহিতঃ (সংযতমনাঃ শর্যাতিঃ) মুনেঃ তদভিপ্ৰায়ং (মুনে অভিলষিতং) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) দুহিতরং প্রাদাৎ (তস্মৈ মুনয়ে কন্যাং সমর্পয়ামাস) কৃচ্ছান্মুক্তঃ (বিপন্মুক্তঃ সন্) তৎ (মুনিং) আমজ্য পুরং প্রায়্যাৎ (স্বপুরং গতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সংযতচিত্ত শর্যাতি চ্যবনমুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ঐ কন্যা সমর্পণ করিলেন এবং অতিকণ্টে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া মুনির অনুমতি অনুসারে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তেনং মম কন্যা ক্ষম্যতামিত্যুচ্যামানে, কীদৃশী তে কন্যা তস্যা বিবাহোহভূন্ন বেতি বজ্রাস্তস্যভিপ্ৰায়ং জ্ঞাত্বা তস্মৈ মুনয়ে দুহিতরং প্রাদাৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“তদভিপ্ৰায়ং”—“আমার এই সরলশ্রদ্ধাবা কন্যা, অতএব ক্ষমা করুন”, রাজা এরূপ বলিলে, চ্যবন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন তোমার কন্যা? তাহার বিবাহ হইয়াছে বা হয় নাই?”—এইরূপ বস্তুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া রাজা শর্যাতি তাঁহারই হস্তে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥ ৯ ॥

সুকন্যা চ্যবনং প্রাপ্য পতিং পরমকোপনম্ ।

প্রীণয়ামাস চিত্তজা অপ্রমত্তানুভিঃ ॥ ১০ ॥

**অম্বয়ঃ**—সুকন্যা পরমকোপনং (অত্যাশ্চর্য্যভাবে) চ্যবনং পতিং প্রাপ্য (পতিত্বেন লব্ধা) চিত্তজ্ঞা (চিত্তং জানাতীতি যা সা চিত্তজ্ঞা, অবগত-চ্যবন মনোভাবা) অপ্রমত্তা (সাবধানা সতী) অনুরক্তিভিঃ (অনুসরণৈঃ) প্রীগন্ম্যামাস (তোষয়ামাস) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—অতিশয় উগ্রস্বভাব চ্যবনমুনিকে পতি-রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সুকন্যা চ্যবনের হৃদয়গত ভাব অবগত হইয়া সাবধানে তদনুযায়ী কার্য্যদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

কস্যচিৎকালং নাসত্যাবাশ্রমগতৌ ।

ভৌ পূজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ ॥ ১১ ॥

**অম্বয়ঃ**—অথ (অনন্তরং) কস্যচিৎ কালস্য (কালে গতে ইত্যর্থঃ, ষষ্ঠী সপ্তম্যোরর্থং প্রত্যভেদা-দিতি) নাসতৌ (অশ্বিনী কুমারৌ, স্বর্কৈদৌ) আশ্রমমাগতৌ (চ্যবনস্য আশ্রমং প্রাপ্তৌ) তৌ (অশ্বিনীকুমারৌ) পূজয়িত্বা প্রোবাচ (চ্যবনঃ আহেতি শেষঃ) হে ঈশ্বরৌ (স্বর্কৈদৌ) মে বয়ঃ দত্তং (যৌবনং দীয়াতামিত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**—অনন্তর কিছু কাল গত হইলে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চ্যবনাশ্রমে আগমন করিলেন, চ্যবনমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিয়া বলিলেন, আপনারা যৌবনদানে সমর্থ, আমাকে যৌবনত্ব প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

**বিশ্বনাথ**—কস্যচিৎ কস্মিংশিৎ, প্রোবাচ চ্যবনঃ । হে ঈশ্বরৌ যৌবনদানে সমর্থৌ ॥ ১১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘কস্যচিৎ’—কস্মিংশিৎ (এখানে সপ্তমীর অর্থে ষষ্ঠী হইয়াছে), কোন সময়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, চ্যবন মুনি বলিলেন—‘হে ঈশ্বরৌ’, অর্থাৎ আপনারা যৌবনদানে সমর্থ, অতএব আমাকে যৌবন দান করুন ॥ ১১ ॥

গ্রহং গ্রহীষ্যে সোমস্য যজ্ঞে বামপ্যসোমপোঃ ॥

ক্রিয়তাং মে বয়ো রূপং প্রমদানাং যদীপ্সিতম্ ॥ ১২ ॥

**অম্বয়ঃ**—যজ্ঞে অসোমপোঃ অপি (সোমপানে

বঞ্চিতয়োরাপি) বাৎ (যুবয়োঃ) সোমস্য গ্রহং (সোমপূর্ণপাত্রং) গ্রহীষ্যে (দাস্যামি)—প্রমদানাং (কামিনীনাং) যদীপ্সিতং (অভিলষিতং তদিত্যর্থঃ) মে (মম) বয়ঃরূপং (যৎ-বয়ঃরূপঞ্চ স্ত্রীজনপ্রিয়ং) ক্রিয়তাং (সম্পাদ্যতাম্) ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**—যজ্ঞে আপনারা সোমরসপানে বঞ্চিত থাকেন, আমি আপনাদিগকে সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করিব, আপনারা আমার স্ত্রীজনের অভিপ্রেত রূপ ও যৌবন সম্পাদন করিয়া দিউন ॥ ১২ ॥

**বিশ্বনাথ**—সোমস্য গ্রহং সোমপূর্ণপাত্রং গ্রহীষ্যে যুবাং সোমেন যক্ষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘সোমস্য গ্রহং’—সোমপূর্ণ পাত্র, অর্থাৎ যজ্ঞে আপনারা সোমপানের ব্যবস্থা না থাকিলেও, আমি যজ্ঞে আপনাদিগকে সোমপূর্ণ পাত্র দান করিব, অর্থাৎ সোমের দ্বারা যজ্ঞ করিব, এই অর্থ ॥ ১২ ॥

বাচমিত্যুচতুবিপ্রমভিনন্দ্য ভিষকৃতমৌ ।

নিমজ্জতাং ভবান্ অস্মিন্ হৃদে সিদ্ধবিনিশ্চিতৌ ॥ ১৩ ॥

**অম্বয়ঃ**—ভিষকৃতমৌ (চিকিৎসকশ্রেষ্ঠৌ) বিপ্রং (চ্যবনং) অভিনন্দ্য বাচং ইতি উচতুঃ (তদেবাস্তু ইতি স্বীকৃতবন্তৌ) ভবান্ অস্মিন্ সিদ্ধ-বিনিশ্চিতৌ হৃদে নিমজ্জতাং (নিমগ্নঃ ভব তদা তে তারুণ্য ভবেদিত্যি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**—চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যব-নের বাক্য আনন্দের সহিত অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে, আপনি এই সিদ্ধ-বিনিশ্চিতহৃদে নিমগ্ন হউন ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্ত-দেহো ধমনিসন্ততঃ ।

হৃদং প্রবেশিতোহস্মিভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ ॥ ১৪ ॥

**অম্বয়ঃ**—জরয়া গ্রস্তদেহঃ (জরাজীর্ণশরীরঃ অতএব) বলীপলিতবিগ্রহঃ (বলিভিঃ পলিতেন চ উপলক্ষ্যমানো দেহঃ यस্য সঃ) ধমনি সন্ততঃ (অতি বৃদ্ধঃ ইতি যাবৎ চ্যবনঃ) ইতি উক্তঃ (এবং কথিতঃ সন্) অস্মিভ্যাং (তমতিরুদ্ধং গৃহীত্বা) হৃদং প্রবে-শিতঃ (তাবপি প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এই কথা বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরাজীর্ণশরীর বলিপলিতগাত্র ( লোলচর্ম ) অতি রুদ্ধ চ্যবনমুনিকে গ্রহণপূর্বক সেই হ্রদে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অশ্বিনীভ্যাং প্রবেশিত ইতি তমতিরুদ্ধং গৃহীত্বা তাবপি প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অশ্বিনীভ্যাং প্রবেশিতঃ’—অশ্বিনীকুমারদ্বয় মুনিকে সেই হ্রদে প্রবেশ করাইয়া-  
ছিলেন, অর্থাৎ অতিরুদ্ধ মুনিকে লইয়া তাঁহারাও সেই  
হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

— — —

পুরুষাস্ত্রয় উত্তমশ্চ রূপীভ্যা বনিতাপ্রিয়াঃ ।

পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনস্তল্যরূপাঃ সুবাসসঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—( ততঃ ) অপীভ্যাঃ ( অতিসুন্দরাঃ )  
বনিতাপ্রিয়াঃ ( প্রমদানাং প্রীতিদাঃ ) পদ্মস্রজঃ কুণ্ড-  
লিনঃ ( কর্ণে কুণ্ডলধারিণঃ সুবাসসঃ ( শোভনানি  
বাসাংসি যেষাং ) তুল্যরূপাঃ ( সমাকৃতয়ঃ ) দ্বয়ঃ  
পুরুষাঃ উত্তমশ্চ ( হৃদাদুখিতবন্তঃ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ঐ হ্রদ হইতে প্রমদাগণের  
প্রীতিদায়ক পরমসুন্দর পদ্মমালা ও কুণ্ডলধারী  
সুন্দরবসন-ভূষিত তুল্যাকৃতি তিনটী পুরুষ উখিত  
হইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অপীভ্যা অতিসুন্দরাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অপীভ্যাঃ’—অতিসুন্দর,  
অর্থাৎ সেই হ্রদ হইতে তুল্যরূপসম্পন্ন তিনটি পুরুষ  
উঠিয়া আসিলেন ॥ ১৫ ॥

— — —

তান্ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্ সূর্য্যবর্চসঃ ।

অজানতী পতিং সাধ্বী অগ্নিনৌ শরণং যযৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বরারোহা ( সা সুন্দরী ) সরূপান্  
( তুল্যাকৃতীন ) সূর্য্যবর্চসঃ ( সূর্য্যস্য বর্চঃ তেজঃ ইব  
বর্চো যেষাং তান্, অতীব তেজস্বিনঃ ইত্যর্থঃ ) তান্  
( চ্যবনাদীন ) নিরীক্ষ্য ( দৃষ্ট্য়া ) পতিং অজানতী  
( কো মম পতিঃ ইতি নিশ্চেষ্টসমর্থ্য সতী ) অগ্নিনৌ  
শরণং যযৌ ( আশ্রয়ং প্রাপ্তবতী, যুবাং পৃথক্ স্থিত্বা  
মৎপতিং দর্শয় তং ইতি প্রার্থয়ামাস ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সেই পতিব্রতা সুন্দরী তুল্যাকৃতি সূর্য্য-  
সমতেজস্বী পুরুষদ্বয়কে অবলোকন করিয়া ঐ তিন  
জনের মধ্যে ‘কে তাঁহার পতি’ তাহা বুঝিতে না  
পারিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাসু মধ্যে স্বপতিং পরিচিতিং গৃহা-  
নেতি তৈরুক্তে যুগ্মাসু মধ্যে যাবদগ্নিনৌ তৌ মাং  
রূপয়তাং মৎপতিং জ্ঞাপয়তামিত্যগ্নিনৌ শরণং যযৌ  
॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অগ্নিনৌ শরণং যযৌ’—  
‘আমাদের তিন জনের মধ্যে নিজের পতিকে চিনিয়া  
গ্রহণ কর’—এরূপ তাঁহারা বলিলে, পতিব্রতা সুকন্যা  
‘আপনাদের মধ্যে যাহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহারা  
আমার প্রতি রূপাপূর্বক আমার পতিকে জানাইয়া  
দিন’—এরূপ বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন  
হইলেন ॥ ১৬ ॥

— — —

দর্শয়িত্বা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ ।

ঋষিমামজ্য যযতুবিমানেন ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—পাতিব্রত্যেন ( পাতিব্রত্যা-ধর্মপালনেন )  
তোষিতৌ ( প্রীতৌ অশ্বিনীকুমারৌ ) তস্যৈ ( সুকন্যায়ৈ )  
পতিং দর্শয়িত্বা ঋষিং ( চ্যবনং ) আমজ্য ( সম্বোধ্য )  
বিমানেন ( তদাখ্যেন যানেন ) ত্রিবিষ্টপং যযতুঃ  
( স্বর্গং গতবন্তৌ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্যা-  
ধর্মদর্শনে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার পতিকে দেখা-  
ইয়া ঋষিকে সম্ভাষণপূর্বক বিমানযোগে স্বর্গধামে  
গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥

— — —

যক্ষ্যমানোহথ শর্য্যাতিশ্যবনস্যাপ্রমং গতঃ ।

দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্য্যবর্চসম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ( অনন্তরং ) যক্ষ্যমাণঃ ( যষ্ট-  
মিচ্ছন্ ) শর্য্যাতিঃ চ্যবনস্য আশ্রমং গতঃ ( প্রাপ্তঃ  
সন্ ) দুহিতুঃ ( কন্যায়াঃ ) পার্শ্বে সূর্য্যবর্চসং ( সূর্য্য-  
তেজঃসম্পন্নং ) পুরুষং দদর্শ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যজ্ঞ করিতে অভিলষী হইয়া  
শর্য্যাতি চ্যবনমুনির আশ্রমে গমনপূর্বক কন্যার পার্শ্বে

সূর্যাসম তেজস্বী একটী পুরুষ দেখিতে পাইলেন  
॥ ১৮ ॥

—

রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্ ।

আশিষ্যচাপ্রযুঞ্জানো নাতিপ্রীতিমনা ইব ॥ ১৯ ॥

অশ্বয়ঃ—রাজা ( শর্য্যাতিঃ ) কৃতপাদাভিবন্দনাম্  
( কৃতপ্রণামাং ) দুহিতরং আশিষ্যচ অপ্রযুঞ্জানঃ  
( আশীর্বচনপ্রয়োগমকুর্ষ্মেব ) নাতিপ্রীতিমনাঃ ইব  
( অসন্তুষ্টচিত্তঃ ইব ) প্রাহ ( ব্রবীতি ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা শর্য্যাতি প্রণতা স্বকন্যাকে  
আশীর্বাদ না করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন  
॥ ১৯ ॥

—

চিকীষিতং তে কিমিদং পতিস্তুরা

প্রলভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ ।

যৎ ত্বং জরাগ্রস্তমসত্যসম্মতং ।

বিহায় জারং ভজসেহুমধ্বগম্ ॥ ২০ ॥

অশ্বয়ঃ—হে অসতি ! তে ( তব ) কিমিদং  
চিকীষিতং ? ( কিং কর্তুং অভিলাষিতং ? ) ত্বয়া  
লোকনমস্কৃতঃ ( সর্বজনপূজ্যঃ মুনিঃ ) পতিঃ প্রল-  
ভিতঃ ( বঞ্চিতঃ ) যৎ ত্বং জরাগ্রস্তং অসম্মতং  
( অতিরুদ্ধং অতঃ অপ্রিয়ং পতিঃ ) বিহায় ( ত্যজ্য )  
অমুং অধ্বগং ( পথিকং ) জারং ( উপপতিং ) ভজসে  
॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে অসতি ! তুমি কি করিতে অভি-  
লাষী হইয়াছ ? তুমি তোমার পতি সর্বজনপূজ্য  
মুনিকে বঞ্চনা করিয়াছ যেহেতু জরাগ্রস্ত সূতরাং  
অপ্রিয় পতিকে ত্যাগ করিয়া এই পথিক উপপতিতে  
অনুরক্ত হইয়াছ ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রলভিতো বঞ্চিতঃ, যৎ জরাগ্রস্তং  
পতিং বিহায় অসত্যসম্মতং অমুং জারং ভজসে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রলভিতঃ’—সর্বলোকপূজ্য  
নিজ পতি চ্যবনমুনিকে বঞ্চনা করিয়াছ ? যেহেতু  
তুমি জরাগ্রস্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া এই অসৎ-  
কুলোৎপন্ন পথিক উপপতিকে ভজনা করিতেছ ?  
‘অসত্যসম্মতং’—হে অসতি ! ‘অসম্মতং’—তোমার

অনভিপ্রেত পতিকে ত্যাগ করিয়া, এই অর্থ ( অথবা  
—‘অসত্যসম্মতং’ এক পদ, অসৎকুলোৎপন্ন এই  
উপপতিকে স্বীকার করিয়াছ, এই অর্থ । ) ॥ ২০ ॥

—

কথং মতিস্তেহবগতানাথা সতাং

কুলপ্রসূতে কুলদৃষণস্ত্বিদম্ ।

বিভমি জারং যদপন্নপা কুলং

পিতৃশ চ ভর্তৃশ নয়স্যধ্বস্তমঃ ॥ ২১ ॥

অশ্বয়ঃ—সতাং কুলপ্রসূতে ! ( হে সদ্বংশ-  
জাতে ! ) তে ( তব ) মতিঃ অন্যথা ( তদ্বিপর্যায়েন )  
কথমবগতা ( অধঃপতিতা ) যৎ ( যস্মাৎ ) অপন্নপা  
( নির্লজ্জা সতী ) ইদং তু কুলদৃষণং ( বংশ কলঙ্ক-  
বিধায়কং ) জারং বিভমি ( ভজসে ) পিতৃঃ চ ভর্তৃঃ  
চ কুলং অধ্বস্তমঃ নয়সি ( নরকে পাতয়সি ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে সৎকুলপ্রসূতে ! তোমার মতি এই  
প্রকার বিপরীত ভাবে অধোগামিনী হইল কিরূপে ?  
যেহেতু তুমি নির্লজ্জা হইয়া কুলকলঙ্কদায়ক উপপতি  
ভজনা করিতেছ, তুমি পতিকুল ও পিতৃকুল উভয়  
কুলকেই ঘোর নরকে পাতিত করিলে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হে সতাং কুলপ্রসূতে ! কথং তব মতি-  
রন্যথা ভূতা সতী অবগতা অধঃপতিতা । অপন্নপা  
অতিনির্লজ্জা তমো নরকম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সতাং কুলপ্রসূতে !’—হে  
সৎকুলপ্রসূতে ! অর্থাৎ তুমি সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ  
করিয়াছ, অথচ তোমার বুদ্ধি কিরূপে বিপরীতভাবে  
এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ? ‘অপন্নপা’—তুমি  
নির্লজ্জা হইয়া উপপতিকে ভজনা করিতেছ ? ‘তমঃ’  
—নরক, তোমার পিতৃকুল ও পতিকুলকে নরকগামী  
করিতেছ ॥ ২১ ॥

—

এবং শ্রুতবাণং পিতরং স্মরয়মানা শুচিস্মিতা ।

উবাচ তাত জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২২ ॥

অশ্বয়ঃ—স্মরয়মানা ( সাধ্বীভৃগবর্বেন অভিমান-  
বতী ) শুচিস্মিতা ( শুচি পবিত্রং স্মিতং হাস্যং যস্যঃ  
সা, হাস্যবদনা ইত্যর্থঃ ) এবং ( পূর্বোক্তং গ্লানিযুক্তং  
বাক্যং ) শ্রুতবাণং ( কথয়ন্তং ) পিতরং উবাচ হে

তাত ! ( পিতঃ ! ) এষঃ ( মৎপার্শ্ববর্তী এব )  
ভৃগুনন্দনঃ ( ভৃগুবংশজঃ চ্যবনঃ ) তব জামাতা (নাত্ন  
সন্দেহকারণমিতি ভাবঃ ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সাধ্বীত্বগর্বে অভিমানবতী সুকন্যা  
হাস্য করিয়া এইরূপ কটুবাণ্য-প্রয়োগকারী পিতাকে  
বলিলেন, “হে পিতঃ ! আমার পার্শ্বস্থিত ইনি আপ-  
নার জামাতা ভৃগুবংশীয় চ্যবন” ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—স্ময়েন সাধ্বীত্বগর্বেণ মানশ্চিত্ত-  
সমুন্নতির্হস্যঃ সা ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্ময়মানা’—স্ময় বলিতে  
সাধ্বীত্বগর্বে মান অর্থাৎ চিত্তসমুন্নতি যাঁহার, সেই  
সুকন্যা ঈষৎ হাস্য করিয়া পিতাকে বলিলেন—‘হে  
পিতঃ ! ইনি আপনার জামাতা ভৃগুনন্দন ( অর্থাৎ  
চ্যবনমুনি ) ॥ ২২ ॥

শশংস পিত্রে তৎ সর্বং বয়োরাপাভিলম্বনম্ ।

বিষ্ণিমতঃ পরমপ্রীতস্তনুয়ং পরিষস্বজে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পিত্রে বয়োরাপাভিলম্বনং ( বয়োরাপঃ  
প্রাপ্তি-কারণং ) শশংস ( কথয়ামাস ) ( ততঃ পিতা )  
বিষ্ণিমতঃ ( বিষ্ণুয়ং গতঃ ) পরম প্রীতঃ ( সন্ )  
তনুয়ং পরিষস্বজে ( আলিঙ্গিতবান্ ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া সুকন্যা পিতাকে চ্যবনের  
রূপযৌবনপ্রাপ্তির কারণ कहিলেন, তাহা শুনিয়া  
শর্য্যাতি অতিশয় বিষ্ণিমত ও আনন্দিত হইয়া কন্যাকে  
স্নেহ-আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৩ ॥

সোমেন যাজয়ন্ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ ।

অসোমপোরপাশ্বিনোচ্যবনঃ স্বেন তেজসা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—চ্যবনঃ স্বেন তেজসা ( স্বীয় শক্ত্যা )  
বীরং ( শর্য্যাতিং ) সোমেন যাজয়ন্ ( যাগং কারয়ন্ )  
অসোমপোঃ অপি ( সোমপানানধিকারিণোরপি )  
অশ্বিনোঃ ( অশ্বিনীকুমারয়োঃ ) সোমস্য গ্রহং ( সোম-  
পূর্ণপাত্রং ) অগ্রহীৎ ( প্রদদৌ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—চ্যবন স্বীয় শক্তিবলে শর্য্যাতিকেকে সোম-  
যাগ করাইয়া সোমপানে অধিকারী হইলেও অশ্বিনী-  
কুমারদ্বয়কে সোমপূর্ণপাত্র প্রদান করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সোমেন সোমসংজ্ঞকযজ্ঞেন, বীরং  
শর্য্যাতিম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সোমেন’—সোম নামক  
যজ্ঞের দ্বারা, ‘বীরং’—শর্য্যাতিকেকে, অর্থাৎ মহর্ষি চ্যবন  
বীর শর্য্যাতিকেকে সোমযাগ করাইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

হস্তং তমাদদে বজ্রং সদ্যোমন্যুরমমিতঃ ।

স বজ্রং স্তম্ভয়ামাস ভুজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সদ্যো মন্যুঃ ( অবিচারাত্তৎক্ষণজাত-  
কোপঃ ) অমমিতঃ ( ক্রুদ্ধঃ সন্ ) তং ( চ্যবনং ) হস্তং  
বজ্রং ( কুলিশং ) আদদে ( জগ্রাহ ) ভার্গবঃ ( চ্যবনঃ )  
ইন্দ্রস্য সবজ্রং ( বজ্রসহিতং ) ভুজং স্তম্ভয়ামাস  
( স্তম্ভং চকার ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বিচার না করিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া  
উঠিলেন। তিনি ক্রোধে চ্যবন মুনিকে বিনাশ  
করিবার জন্য বজ্রগ্রহণ করিলেন, চ্যবনও বজ্রের  
সহিত ইন্দ্রের হস্ত স্তম্ভন করিয়া রাখিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সদ্যোমন্যুরবিচারাত্তৎক্ষণজাতকোপঃ  
॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সদ্যোমন্যুঃ’—বিচার না  
করিয়াই তৎক্ষণেই যাঁহার ক্রোধোৎপত্তি হইয়াছে,  
সেই ইন্দ্র ॥ ২৫ ॥

অশ্বজানং স্ততঃ সর্বং গ্রহং সোমস্য চাশ্বিনোঃ ।

ভিষজাবিতি যৎ পূর্বং সোমাহৃত্যা বহিষ্কৃতৌ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ ( যদ্যপি ) ভিষজৌ ইতি ( অস্মাৎ  
কারণাৎ ) পূর্বং সোমাহৃত্যা বহিষ্কৃতৌ ( সোমভাগ-  
প্রদানে যৌ বঞ্চিতৌ আস্তাং ) ততঃ ( তদারভ্য )  
সর্বং ( দেবাঃ ) অশ্বিনোঃ ( অশ্বিনীকুমারয়োঃ )  
সোমস্য গ্রহং ( ভাগং ) অশ্বজানন্ ( অনুমোদিত-  
বন্তঃ ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসক  
বলিয়া সোমভাগে বঞ্চিত ছিলেন তথাপি এই সময়  
হইতে দেবতারূপ তাঁহাদিগকে সোমভাগদানে সম্মত  
হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

উত্তানবহিরানর্তো ভূরিষেণ ইতি ব্রহ্মঃ ।

শর্যাতেরভবন্ পুত্রা আনর্তাদ্বেবতোহভবৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শর্যাতোঃ উত্তানবহিঃ, আনর্তঃ, ভূরি-  
ষেণঃ ইতি ( নামানঃ ) ব্রহ্মঃ পুত্রাঃ অভবন্, আনর্তাৎ  
রেবতঃ অভবৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শর্যাতির উত্তানবহি, আনর্ত ও ভূরি-  
ষেণ নামে তিনটি পুত্র ছিল, আনর্ত হইতে রেবতের  
জন্ম হয় ॥ ২৭ ॥

সোহন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্মাণ্য কুশস্থলীম্ ।

আস্তিতোহভুঙক্ত বিষয়ানানর্তাদীনরিদম্ ।

তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্বীজ্যেষ্ঠমুত্তমম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—অরিদম্ ! ( হে শত্রুনাশন ! ) সঃ  
( রেবতঃ ) অন্তঃ সমুদ্রে ( সমুদ্রাভ্যন্তরে ) কুশস্থলীং  
নগরীং বিনির্মাণ্য ( বিরচ্য ) আস্থিতঃ ( অবস্থিতঃ )  
আনর্তাদীন বিষয়ান্ ( দেশান্ ) অভুঙক্ত ( অপালয়ৎ )  
তস্য ( রেবতস্য ) ককুদ্বী-জ্যেষ্ঠং ( ককুদ্বী জ্যেষ্ঠঃ  
মস্মিন্ তৎ ) উত্তমং পুত্রশতং জজ্ঞে ( জাতমাসীৎ )  
॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুনাশন ! ঐ রেবত সমুদ্র মধ্যে  
কুশস্থলীনাশ্নী নগরী নির্মাণপূর্বক তথায় অবস্থান  
করিয়া আনর্ত প্রভৃতি দেশ পালন করিতেন । রেব-  
তের অতি উত্তম একশত পুত্র হয় । তন্মধ্যে ককুদ্বী  
সর্ব জ্যেষ্ঠ ॥ ২৮ ॥

ককুদ্বী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভূং গতঃ ।

পুত্র্যা বরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকমপারতম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ককুদ্বী স্বাং কন্যাং রেবতীং আদায়  
পুত্র্যাঃ ( কন্যায়্যাঃ ) বরং পরিপ্রষ্টুং ( জিজ্ঞাসিতুং )  
অপারতং ( রজস্তুমোণ্ডণাবরণশূন্যং ) ব্রহ্মলোকং  
( গত্বা ) বিভূং গতঃ ( ব্রহ্মণং উপগতবান্ ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ককুদ্বী স্বীয় কন্যা রেবতীকে লইয়া  
কন্যার বর-প্রার্থনার জন্য রজস্তুমণ্ডণাবরণশূন্য ব্রহ্ম-  
লোকে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিভূং ব্রহ্মাণং, অপারতং রজস্তুমো-  
ণ্ডণাবরণশূন্যম্ ॥ ২৯ ॥

ঊকার বঙ্গানুবাদ—‘বিভূং’—ব্রহ্মার নিকট,  
‘অপারতং’—রজস্তুমোণ্ডণের আবরণশূন্য ব্রহ্মলোকে  
( ককুদ্বী গমন করিলেন ) ॥ ২৯ ॥

আবর্তমানে গাক্ষর্বে স্থিতোহলম্বক্ষণঃ ক্ষণম্ ।

তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—( তৎ ব্রহ্মলোকে ) গাক্ষর্বে আবর্তমানে  
( গীতবাদ্যাদৌ কৃতে সতি ) অলম্বক্ষণঃ লম্বঃ ক্ষণঃ  
অবসরঃ যেন স অপ্ৰাপ্তাবসরঃ সন্ ) ক্ষণং স্থিতঃ  
তদন্তে ( তদবসানে ) আদ্যং ( ব্রহ্মাণং ) আনম্য  
( প্রণামং কৃত্বা ) স্বাভিপ্রায়ং ( স্বাভিলাষং ) ন্যবেদয়ৎ  
( প্রোক্তবান্ ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তথায় তখন গাক্ষর্বগণ গীতবাদ্য  
করিতে থাকায় অবসর না পাইয়া ক্ষণকাল অবস্থান-  
পূর্বক গীতবাদ্যাবসানে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া  
ককুদ্বী স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ন লম্বঃ ক্ষণোহবসরো যেন সঃ ।  
তদন্তে গাক্ষর্বসমাপ্তৌ আদ্যং ব্রহ্মাণম্ ॥ ৩০ ॥

ঊকার বঙ্গানুবাদ—‘অলম্বক্ষণঃ’—অবসর না  
পাইয়া ( ককুদ্বী সেই ব্রহ্মলোকে ক্ষণকাল অপেক্ষা  
করিয়াছিলেন ) । ‘তদন্তে’—গাক্ষর্বগণের সম্মুখ সমাপ্ত  
হইলে, ‘আদ্যং’—ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া নিজ অভি-  
প্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ৩০ ॥

তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহস্য তমুবাচ হ ।

অহো রাজন্ নিরুদ্ধান্তে কালেন হদি য়ে কৃত্যঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ ব্রহ্মা তৎ ( প্রার্থনং ) শ্রুত্বা  
প্রহস্য তৎ ( ককুদ্বীনং ) উবাচ হ ( প্রাহ ) অহো  
রাজন্ ! হে ( বরাঃ ) হদি ( মনসি ) কৃত্যঃ ( বর-  
ত্বেন নিদ্দিষ্টাঃ ) তে ( সর্বৈ ) কালেন নিরুদ্ধাঃ  
( সংহতাঃ ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ  
করিয়া হাস্য সহকারে ককুদ্বীকে বলিলেন,—“হে  
রাজন্ ! তুমি মনে মনে যাহাদিগকে বররূপে স্থির  
করিয়াছ তাহারা সকলেই কাল কর্তৃক সংহত  
হইয়াছে ॥” ৩১ ॥



বিশ্বনাথ—হৃদয়ে কৃতাঃ জামাত্রার্থং মনসি বিচারিতাঃ । নিরুদ্ধাঃ সহাতাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যে হৃদি কৃতাঃ’—তুমি মনে মনে যে সকল ব্যক্তিকে কন্যার বররূপে চিন্তা করিয়াছিলে, কালবশে তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রপৌত্রনপুংগাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে ।

কালোহভিষাতস্ত্রিনব-চতুর্যুগবিকল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥

অম্বয়ঃ—ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ কালোহভিষাতঃ (সপ্তবিংশতিচতুর্যুগানি তৈঃ বিকল্পিতঃ বিভক্তঃ গণিতঃ কালঃ এতাবতা গতঃ ইতি যাবৎ) তৎপুত্রপৌত্রনপুংগাং গোত্রাণি চ (ত্বয়া হৃদি কৃতানাং মে পুত্রাদয়ঃ তেষাং গোত্রাণি বংশাশ্চ) ন শৃণ্মহে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সপ্তবিংশতি চতুর্যুগকাল অতীত হইল, তুমি যাহাদিগকে মনে মনে স্থির করিয়াছ এখন তাহাদের পুত্র পৌত্র ও গোত্রাদির নামও শুনিতে পাইবে না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিনবসপ্তবিংশতিচতুর্যুগানি তৈবিশেষতঃ কল্পিতো গণিতঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ত্রিনব-চতুর্যুগ-বিকল্পিতঃ কালঃ অভিষাতঃ’—(তুমি এখানে আসার পর মনুষ্য-পরিমাণে) সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ পরিমিত কাল অতীত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

তদগচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ ।

কন্যারহ্মমিদং রাজন্ নররত্নায় দেহি ভোঃ ॥ ৩৩ ॥

অম্বয়ঃ—ভোঃ (রাজন্!) তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ) গচ্ছ, দেবদেবাংশঃ (দেবদেবঃ বিষ্ণুঃ অংশঃ যস্য সঃ) মহাবলঃ বলদেবঃ (অস্তুতি শেষঃ) ইদং কন্যারত্নং (তস্মৈ) নররত্নায় দেহি (সমর্পয়) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! তুমি গমন কর; দেব দেব বিষ্ণু যাহার অংশ, সেই মহাবলী বলদেব বর্তমান রহিয়াছেন। এই কন্যারত্ন সেই পুরুষরত্নকে সমর্পণ কর ॥ ৩৩ ॥

ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।

অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—পুণ্যশ্রবণ কীর্তনঃ (পুণ্যং শ্রবণং কীর্তনঞ্চ যস্য সঃ যস্য নামশ্রবণং নামকীর্তনং পুণ্য-জনকমিত্যর্থঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতানাং প্রাণিনাং ভাবনঃ) ভুবঃ ভারাবতারায় (ভূভারহরণার্থং) নিজাংশেন অবতীর্ণঃ (অংশরূপেণ আবির্ভূতঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—পুণ্যশ্রবণকীর্তন অর্থাৎ যাহার নাম শ্রবণকীর্তন পরম পবিত্রজনক সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভূভার হরণার্থ নিজাংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

ইত্যাদিষ্টোহভিবন্দ্যাজং নৃপঃ স্বপূরমাগতঃ ।

তাত্তং পুণ্যজননাসাদ্ভ্রাতৃভিদিক্ষুবস্থিতৈঃ ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়ঃ—(ব্রহ্মণা) ইতি আদিষ্টঃ (বলদেবায় কন্যাং দেহীতি আজ্ঞাশ্চ) অজং (ব্রহ্মাণং) অভিবন্দ্য (বন্দনাং কৃত্বা) নৃপঃ (ককুদ্রী) পুণ্যজননাসাৎ (যক্ষভয়াদিত্যর্থঃ) দিক্ষু অবস্থিতৈঃ (পলায়িতৈঃ) ভ্রাতৃভিঃ তাত্তং স্বপূরং (নিজালয়ং) আগতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ককুদ্রী ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক স্বীয়পুরে প্রত্যাগত হইলেন। তাহার ভ্রাতৃবর্গ যক্ষভয়ে পুরী পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তাত্তমিত্যাদি প্রাক্তনবৃত্তান্তঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তীক্কুরুরূপা শ্রীভাগবতে নবম-স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তাত্তং’—যক্ষগণের ভয়ে তাহার ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত নিজ পুরীতে রাজা ককুদ্রী প্রত্যাগমন করিলেন। ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পুরী ত্যাগ করিয়া পলায়নের ঘটনা পুরাতন (কারণ তৎকালে তাহারা কেহই জীবিত ছিলেন না) ॥ ৩৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার নবম স্কন্ধের সম্বন্ধ-সম্বন্ধ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-  
দশিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

সূতাং ( রেবতীং ) দত্তা তপ্তুং ( তপঃ কর্তুং )  
বদর্য্যাখ্যং নারায়ণাশ্রমং গতঃ ( বদরিকাশ্রমং গত-  
বান্ ) ॥ ৩৬ ॥

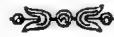
অনুবাদ—তদনন্তর রাজা মহাবলশালী শ্রীবল-  
দেবকে পরমাসুন্দরী কন্যা সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থে  
বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের  
অবসয়, অনুবাদ, মধ্য, তথ্য,  
বিবৃতি সমাপ্ত ।

সূতাং দত্তানবদ্যাপীং বলায় বলশালিনে ।  
বদর্য্যাখ্যং গতো রাজা তপ্তুং নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৩৬ ॥  
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসুত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অবসয়ঃ—( ততঃ ) রাজা বলশালিনে ( বলবতে )  
বলায় ( বলদেবায় ) অনবদ্যাপীং ( অতীব সুন্দরীং )

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## চতুর্থোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ—

নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরং কবিম্ ।  
যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দাম্যং ব্রহ্মচারিণমাগতম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নভগ, তৎপুত্র নাভাগ ও অম্বরীষের  
চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ।

মনুপুত্র নভগের তনয় নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে  
অবস্থান করায় তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ নাভাগের অংশ কল্পনা  
না করিয়াই পৈতৃকধন পরস্পর বণ্টন করিয়া লন,  
পরে নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পৈতৃক  
ধনের স্বীয় অংশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ  
তদীয় পিতাকেই তাহার অংশরূপে নির্দেশ করিয়া  
দেন । নাভাগ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার  
ভ্রাতৃবর্গের কথা নিবেদন করিলেন । পিতা নভগ  
নাভাগকে ভ্রাতৃগণের প্রতারণামূলক বাক্যের অসারত্ব  
জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপায় স্বরূপ  
অগ্নির গোত্রীয় মুনিরূপের যজ্ঞে গমনপূর্বক বৈশ্বদেব  
সম্বন্ধীয় দুইটী সূক্তপাঠ করাইতে উপদেশ করিলেন ।  
নাভাগ পিতার বাক্য যথাযথ পালন করিলে পূর্বোক্ত

ঋষিরূপ তাঁহাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধনসমূহ প্রদান করিয়া  
স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । কিন্তু মহাদেব নাভাগকে  
পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে যজ্ঞভূমিগত ধনগ্রহণে  
বাধা প্রদান করেন, পরে তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট  
হইয়া তাঁহাকে ধনসমূহ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া  
অন্তহিত হন ।

নাভাগ হইতে পরম ভাগবত অম্বরীষের আবি-  
র্ভাব । এই অম্বরীষ সমগ্র পৃথিবীর অতুলনীয়  
ঐশ্বর্যের অধীশ্বর ছিলেন কিন্তু তিনি ঐশ্বর্যকে নশ্বর  
ও জীবের অধোগতির কারণ, মোহোৎপাদক জানিয়া  
ধনাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক নিজ কর্মোন্মিহ ও জ্ঞানে-  
ন্দ্రిয়কে ইন্দ্రిয়াধিপতি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত  
করিয়া যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে ভগবদারাদনায় নিযুক্ত  
থাকিতেন । তাঁহার লৌকিকী ও যজ্ঞাদিবেদিকী ক্রিয়া  
ভক্তির অনুকূলে বহু আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত  
হইত । কিন্তু অম্বরীষ যাবতীয় ধন, জ্ঞান, স্ত্রী,  
পুত্রাদিতে মোহাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের  
ভজন শ্রবণ কীর্তনাদিতে রত থাকিতেন । ভোগ-  
বাসনার কথা দূরে থাকুক যোগিগণদুর্লভ মুক্তি  
বাসনাও তিনি দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।

পরম ভাগবত অম্বরীষ একসময় বৃন্দাবনে দ্বাদশী ব্রতাবলম্বনপূর্বক শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন উপবাসান্তে দ্বাদশীর পারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় দুর্বাসা তদগৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজা দুর্বাসাকে যথোচিত সম্মান করিয়া তদীয় গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। দুর্বাসা রাজার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া মাধ্যাহ্নিককৃত্য সমাপনার্থ কালিন্দীতটে গমন করিলেন এবং তথায় ব্রহ্মচিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন আর শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন না। এদিকে পারণ সময় অতীত হয় দেখিয়া রাজা ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে জলমাত্র গ্রহণ করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন। দুর্বাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রত্যাগমনপূর্বক অম্বরীষের প্রতি তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ নিরুত্তর হইল না। অবশেষে স্বীয় জটাদ্বারা কালাগ্নিতুল্যা এক কৃত্য নির্মাণ করিয়া অম্বরীষকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভস্মরক্ষক ভগবান্ পরমভাগবত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় চক্রকে প্রেরণ করিলেন। সুদর্শনচক্র কৃত্যানল ধ্বংস করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী দুর্বাসাকে আক্রমণ করিলেন। দুর্বাসা ভয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমে ক্রমে শিবলোক, ব্রহ্মলোক গমন করিলেন। কিন্তু কোথায়ও নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু নারায়ণও বৈষ্ণবাপরাধীকে কৃপা করেন না। যে বৈষ্ণবের সমীপে অপরাধ হয় তিনি ইচ্ছা করিলেই অপরাধীর নিস্তার নতুবা বৈষ্ণবাপরাধীর আর গতি নাই। সুতরাং নারায়ণ দুর্বাসার নিকট ভক্তিবলে মুক্তিতুচ্ছকারী, ভগবৎ-সেবা-পরিতৃপ্ত ভক্তের মাহাত্ম্য ও নিজের ভক্তাধীনতা কীর্তন করিয়া তাঁহাকে অম্বরীষের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ করিলেন।

**অবয়বঃ**—শ্রীশুকঃ উবাচ। নভগাপত্যং (নভগস্য অপত্যং) নাভাগঃ (তন্মামকঃ আসীৎ) ব্রহ্মচারিণং (বহুকালং গুরুগৃহে বসন্তং নৈষ্ঠিকোহসাবিতি মত্বা বিভাগসমনয়ে তস্মৈ ভাগমকল্পেব সর্বং দায়ং বিভজ্য গৃহীত্বা পশ্চাৎ) আগতং কবিং (বিদ্যাংসং) যবিস্তং (কনিষ্ঠং) যং (ভাগাধিনং

নাভাগং প্রতি) দ্রাতরঃ (জ্যেষ্ঠাঃ) ততং (তাতং পিতরং) দায়ং (ভাগং) ব্যভজন্ (কল্পয়ামাসুঃ, পিতা এব তব ভাগঃ ইতি নিদ্দিষ্টবন্তঃ) ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীশুকদেব কহিলেন—নভগের পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দ্রাতৃবর্গ মনে করিলেন নাভাগ বৃহদ্রতী হইয়াছেন, তিনি আর প্রত্যাগমন করিবেন না; অতএব তাঁহারা নাভাগের অংশ কল্পনা না করিয়াই পিতৃধন বণ্টন করিয়া লইলেন পরে কনিষ্ঠ দ্রাতা বিদ্বান্ নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃধনের স্বীয় অংশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার দ্রাতৃবর্গ তদীয় পিতাকেই তদংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন ॥ ১ ॥

#### বিষ্মনাথ—

চতুর্থ নভগাখ্যানমম্বরীষকথা তথা।

দুর্বাসসো জটোৎক্ষেপস্তাপশ্চক্রেণ চোচ্যাতে ॥০॥

মনুপুত্রস্য নভগস্যাপত্যং নাভাগঃ। যং গুরুকুলাদধীত্য আগতং কবিং বিভাংসং যবিস্তমনুজং ভাগাধিনং প্রতি ততং তাতমেব দায়ং ব্যভজন্ দদুঃ ন তু পৈতৃকং কিমপি ধনং, তদাগমনাৎ পূর্বমেব স নৈষ্ঠিকোহভ্রুমাগমিষ্যতীতি মত্বা সর্বধনস্য শ্বেবিভজ্য গৃহীত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—এই চতুর্থ অধ্যায়ে মনুপুত্র নভগের বংশবর্ণন, নাভাগ-চরিত্র কথন, অম্বরীষের উপাখ্যান, দুর্বাসার জটো-নিষ্ক্ষেপে কৃত্যার উৎপত্তি এবং সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাঁহার তাপ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

মনুর পুত্র নভগ, তাঁহার পুত্র নাভাগ। ‘যং’—যিনি গুরুগৃহ হইতে অধ্যয়ন সমাপনপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় পৈতৃক ধন প্রার্থনা করিলে, জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ সেই জ্ঞানী কনিষ্ঠ দ্রাতাকে প্রাপ্য ভাগরূপে পিতাকেই দান করিলেন, কিন্তু কোন পৈতৃক ধনসম্পত্তি নহে, কারণ তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়াছেন, আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার দ্রাতৃগণ নিজেদের মধ্যে পিতার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ॥১॥

ভ্রাতরোহভাঙ্তু কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব ।

ত্বাং মমার্যাস্তভাঙ্তু মাপুত্রক তদাদৃথাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(এতদেব প্রমোত্তরাভ্যাং দর্শয়তি, নাভাগঃ পৃচ্ছতি হে) ভ্রাতরঃ ! মহ্যং (মাং প্রতি) কিম্ অভাঙ্তু (যুয়ং কং ভাগং প্রকল্পিতবন্তঃ ভ্রাতরঃ আহঃ) তব (ত্বাং প্রতি) পিতরং ভজামঃ (বিভ-জামঃ, পূর্বং বিভাগকালে তব ভাগকল্পনং বিস্মৃতম-স্মাভিঃ ইদানীং ত্বং পিতরং গৃহাণ, ইত্যর্থঃ, স চ পিতরং গত্বাহ হে) তত ! (হে তাত ! ) আর্য্যঃ (জ্যেষ্ঠাঃ) মম (মাং প্রতি) ত্বাম্ অভাঙ্তুঃ (ভাগং চক্রুঃ, মদীয়ঃ ভাগস্তুমিত্যর্থঃ, পিতা আহ হে) পুত্রক ! তৎ (তৈঃ উক্তং বাক্যং) মাদৃথাঃ (প্রতা-রণামাত্রং, তস্মিন্ আদরং মাকার্ষীঃ ন হি অহং দায় ইব ভোগসাধনমিত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—নাভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভ্রাতৃ-বর্গ, তোমরা কি আমার জন্য পৈতৃকধনের অংশ রাখিয়াছ ? তদুত্তরে ভ্রাতৃবর্গ বলিলেন—আমরা তোমার জন্য পিতাকেই অংশরূপে রাখিয়াছি, তৎপ্রবণে নাভাগ পিতৃসম্মিধানে গমন করিয়া বলিলেন—হে পিতঃ ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আপনাকেই আমার দায় অর্থাৎ পিতৃধনের অংশরূপে নির্দিষ্ট করিয়া-ছেন, পিতা বলিলেন হে বৎস ! তাহাদের ঐ প্রকার উক্তি প্রতারণামূলক ঐ বাক্যে আদর করিও না, আমি বিষয়ের অংশস্বরূপ ভোগ্যবস্তু নহি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকথামেব প্রমোত্তরাভ্যামাহ তত্র নাভাগঃ পৃচ্ছতি । হে ভ্রাতরঃ মহ্যং কিং অভাঙ্তু ব্যভজত কং ভাগং মদর্থং যুয়ং প্রকল্পিতবন্তঃ । ভ্রাতর আহঃ তদানীং তব বৈরাগ্যং শ্রুত্বা ভাগো ন প্রকল্পিতঃ ইদানীং তু তব পিতরমেব ভজামঃ, ত্বভা-গত্বেন পিতরং প্রকল্পয়ামঃ ত্বং সর্বধনোপার্জকং পিতরং গৃহাণেত্যর্থঃ । ততশ্চ স পিতরমাগত্বাহ হে তাত আর্য্য্য জ্যেষ্ঠা মম ভাগং ত্বামভাঙ্তুঃ মদীয়ো ভাগস্তুমভূরিত্যর্থঃ । কিং মমার্য্যাস্তভাঙ্তু মাপুত্রকিতি পাঠে হে তাত কিমিদং মমভাঙ্তুভজাম পিতরং তবৈত্যা-জবন্তঃ । আর্য্যাস্ত্বাং মহ্যং কিমর্থং দদুরিত্যর্থঃ । পিতা আহ । হে পুত্রক মদনুকম্প্য সুনো তৈরুক্তং তৎ মা আদৃথাঃ নহ্যহং দায় ইব ভোগসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কথাই প্রমোত্তররূপে

বলিতেছেন । নাভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভ্রাতৃ-গণ ! আপনারা আমার জন্য কি ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ? ভ্রাতৃগণ বলিলেন—তৎকালে তোমার বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া কোন ভাগ করি নাই, এখন পিতাকেই তোমার ভাগরূপে দান করিতেছি, সমস্ত ধনের উপার্জক পিতাকেই অংশরূপে গ্রহণ কর, এই অর্থ । তারপর নাভাগ পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন—হে পিতঃ ! পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-গণ আপনাকেই আমার অংশরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, অতএব আপনিই আমার ভাগরূপ । ‘কিং মমার্য্যাস্তভাঙ্তু মাপুত্রকঃ’—এইরূপ পাঠে, হে পিতঃ ! জ্যেষ্ঠগণ আপনাকে কি নিমিত্ত আমার ভাগ স্থির করিয়া দিলেন ? —এই অর্থ । পিতা বলিলেন—হে পুত্রক ! অর্থাৎ আমার স্নেহাস্পদ পুত্র ! তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না, কারণ আমি সম্পত্তির ন্যায় ভোগ্য বস্তু নহি ॥ ২ ॥

ইমে অগ্নিরসঃ সত্ত্বমাসতেহদ্য সুমেধসঃ ।

ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহান্তি কৰ্ম্মণি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তথাপি তৈঃ ভাগত্বেন দত্তোহহং তব জীবনোপায়ং উপদেক্ষ্যামীত্যাং—হে) কবে ! (হে বিদ্বান্) অদ্য (অধুনা) ইমে অগ্নিরসঃ (অগ্নিরো-গোত্রসত্ত্বতাঃ মুনয়ঃ) সত্ত্বং (যজ্ঞম্) আসতে (কুর্বন্তি পরন্তু) সুমেধসঃ (সুধিয়ঃ অপি তে) ষষ্ঠং ষষ্ঠম্ অহঃ (অভিপ্রবঃ ষড়্ভূতভবতি, পৃষ্ঠাঃ ষড়্ভূতভবতীতি বিহিতেষু ষড়্ভূতেষু আবর্ত্তমানেষু ষষ্ঠং ষষ্ঠং কৰ্ম্ম) উপেত্য (প্রাপ্য) কৰ্ম্মণি (তদনুষ্ঠানে সূক্ত-বিশেষাজ্ঞানে) মুহান্তি (মুগ্ধাঃ ভবন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—[তথাপি তোমার দায়রূপে (পৈতৃক-ধনের অংশরূপে) কল্পিত আমি তোমাকে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় উপদেশ করিতেছি] সম্প্রতি অগ্নিরাগোত্রীয় ঋষিরূপ যজ্ঞ করিতেছেন । তাঁহারা সুবুদ্ধিমান্ হইয়াও প্রতি ষষ্ঠ দিবসের কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠান করিতে মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সরলবুদ্ধি না ময়্য ন পুনস্তেষাং পার্শ্বং গন্তবামিতি চেৎ তহি স্নেহেন তব জীবনোপায়মহমে-বোপদেক্ষ্যামীত্যাং ইমে ইতি সপদাভ্যাং দ্বাভ্যাম্ ।

অভিপ্লবঃ ষড়্ভো ভবতীতি বিহিতেষু ষড়্ভোবাবর্ত্য-  
 মানেষু ষষ্ঠং ষষ্ঠমহঃ কৰ্ম্মোপেত্য প্রাপ্য কৰ্ম্মণি তদনু-  
 ঠানে সুমেধসোহপি সূক্তবিশেষজ্ঞানেন মুহন্তি ।  
 হে কবে বিদ্বন্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি নাভাগ বলেন—সরল-  
 বুদ্ধি আমি পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাইব না,  
 তাহার উত্তরে পিতা ‘ইমে’ ইত্যাদি সাক্ষ দুইটি শ্লোকে  
 বলিতেছেন—তথাপি স্নেহবশতঃ আমি তোমার  
 জীবিকা-নির্বাহের উপায় উপদেশ করিতেছি ।  
 ‘অভিপ্লবঃ’—অর্থাৎ ছয়দিনে সম্পাদনীয় যজ্ঞীয়  
 কৰ্ম্মের মন্ত্রবিশেষ না জানায় প্রতি ষষ্ঠ দিবসীয়  
 কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া তাঁহারা ‘সুমেধ-  
 সোহপি’—অতিশয় মেধাবী হইলেও বিভ্রান্ত হইতে-  
 ছেন । ‘কবে’—হে বিদ্বন্ ॥ ৩ ॥

তাংস্তুং শংসয় সূক্তে দ্বৈ বৈশ্বদেবে মহাঅনঃ ।

তে স্বর্ঘ্যাত্তো ধনং সত্তপরিশেষিতমাঅনঃ ॥ ৪ ॥

দাস্যন্তি তেহত তানচ্ছতথা স কৃতবান্ যথা ।

তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্তপরিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

অশ্বয়ঃ—হং মহাঅনঃ তান্ ( প্রতি ) বৈশ্বদেবে  
 ( বৈশ্বদেববিষয়কে ) যে সূক্তে শংসয় ( পাঠয়, ততঃ  
 কৰ্ম্মণি সমাপ্তে সতি ) তে ( অগ্নিরসঃ ) স্বঃ ( স্বর্গং )  
 যন্তঃ ( গচ্ছন্তঃ সন্তঃ ) সত্তপরিশেষিতং ( সত্তে পরি-  
 শেষিতম্ অবশিষ্টম ) আঅনঃ ধনং তে ( তুভ্যং )  
 দাস্যন্তি অথ ( তস্মাৎ ) তান্ অচ্ছ ( গচ্ছ ) সঃ  
 ( নাভাগঃ ) তথা ( তেন প্রকারেণ সর্বং পিত্রাদেশং )  
 যথা ( যথাবৎ ) কৃতবান্ ( ততঃ ) তে ( অগ্নিরসঃ )  
 তস্মৈ ( নাভাগায় ) সত্তপরিশেষণং ( যজ্ঞাবশিষ্টম্  
 আঅনং ) দত্ত্বা স্বর্গং যযুঃ ( গতবন্তঃ ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—তুমি ( তত্ত্ব গমনপূর্বক ) সেই মহাত্মা-  
 দিগকে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুইটি সূক্ত পাঠ করাও ।  
 যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে স্বর্গগমনসময়ে অগ্নিরাগোত্রীয়  
 ঋষিগণ তোমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করিবেন,  
 অতএব তুমি তথায় গমন কর । নাভাগ পিতার  
 আদেশ যথাযথ পালন করিলে অগ্নিরাগোত্রীয় ঋষিবর্গ  
 তাঁহাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান  
 করিলেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—তান্ মহাত্মানোহপি ইদমিথং রৌদ্র-  
 মিতি চ যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়েতি চ ত্বং বৈশ্বদেবে দ্বৈ  
 সূক্তে শংসয় পাঠয় । ততশ্চ তে স্বর্ঘ্যাত্তঃ স্বর্গং গচ্ছন্তঃ,  
 তথ্যেতি শুকবাক্যম্ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তান্ মহাত্মানঃ’—তুমি  
 যাইয়া সেই মহাত্মাদিগকে ‘ইদমিথং রৌদ্রম্’ এবং  
 ‘তে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া’—এই বৈশ্বদেব-সম্বন্ধী মন্ত্র  
 দুইটি পাঠ করাও । তাঁহারা স্বর্গে যাইবার সময়  
 তোমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন দিয়া যাইবেন ; ‘তান্  
 অচ্ছ’—অতএব তুমি তাঁহাদের নিকট গমন কর ।  
 ‘তথা স কৃতবান্’—অনন্তর নাভাগ পিতার উপদেশা-  
 নুসারে কার্য্য করিলেন ইত্যাদি শ্রীল শুকদেবের  
 বাক্য ॥ ৪-৫ ॥

ত্বং কশিৎ স্বীকরিশ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ ।

উবাচোত্তরতোহভ্যোত্য মমেদং বাস্তুকং বসু ॥ ৬ ॥

অশ্বয়ঃ—( ততঃ ) কৃষ্ণদর্শনঃ ( কৃষ্ণরূপঃ )  
 কশিৎ পুরুষঃ ( শ্রীরূদ্রঃ ইত্যর্থঃ ) উত্তরতঃ ( উত্তরস্যা  
 দিশঃ ) অভ্যোত্য ( তত্ত্বাগত্য ) স্বীকরিশ্যন্তং ( ধনং  
 গ্রহীষ্যন্তং ) তং ( নাভাগং প্রতি ) ইদং বাস্তুকং  
 ( যজ্ঞভূমিগতং ) বসু ( ধনং ) মম ( মম ভবতীতি )  
 উবাচ ( উত্তবান্ ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর নাভাগ ধন গ্রহণ করিতে  
 উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে কৃষ্ণবর্ণ কোন পুরুষ  
 উত্তরদিক্ হইতে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন  
 —“এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আমার” ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষঃ শ্রীরূদ্রঃ কৃষ্ণদর্শনঃ শ্যমবর্ণঃ ।  
 যদ্বা স্ফুটিপ্ৰাপ্তং কৃষ্ণং সদা পশ্যতীতি সঃ, বাস্তুকং  
 যজ্ঞবাস্তুগতম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ’—শ্যাম-  
 বর্ণ এক পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীরূদ্র, অথবা—স্ফুটিপ্ৰাপ্ত  
 শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা দর্শন করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ-  
 দর্শন । ‘বাস্তুকং’—যজ্ঞক্ষেত্রস্থিত এই ধন আমার  
 ॥ ৬ ॥

মমেদমুখির্দিদমিতি তহি স্ম মানবঃ ।

স্যামৌ তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবান্ পিতরং যথা ॥৭॥

অবয়বঃ—তহি স্ম ( তদৈব ) মানবঃ ( নাভাগঃ )  
ঋষিভিঃ দত্তম্ ইদং ( ধনং ) মম ( ভবতি ) ইতি  
( আহ, ততঃ শ্রীরুদ্র উবাচ ) নৌ ( আবায়োঃ অশ্মিন্  
বিবাদে ) তে ( তব ) পিতরি ( পিতরং প্রতি ) প্রশ্নঃ  
স্যাৎ ( কস্য ধনমিদমিতি জিজ্ঞাসা ভবতু, ততঃ  
নাভাগঃ ) যথা ( যথাবৎ ) পিতরং পৃষ্টবান্ (জিজ্ঞা-  
সিতবান্ ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তখন নাভাগ বলিলেন—এই ধন  
আমার, ঋষিগণ ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন।  
নাভাগ এইরূপ বলিলে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটী বলিলেন—  
আমাদের এইরূপ বিবাদস্থলে ( মীমাংসার জন্য )  
তোমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ-  
বর্ণ পুরুষের বাক্যে নাভাগ তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তহি তদৈব মমেদমিতি মানবো নাভাগ  
উবাচ। নৌ আবয়োরশ্মিন্ বিবাদে তে পিতরি প্রশ্নঃ  
স্যাৎ, পৃষ্টবানিতি শুকোক্তিঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তহি’—ঋষিগণ এই ধন  
আমাকে দিয়াছেন বলিয়া ‘মমেদং’—ইহা আমারই  
হইবে, ‘মানবঃ’—মনুষ্যশব্দে নাভাগ ইহা বলিলেন।  
শ্রীরুদ্র বলিলেন—‘নৌ’ ইত্যাদি, আমাদের এই  
বিবাদে তোমার পিতার নিকট প্রশ্ন করা সঙ্গত  
( অর্থাৎ তিনি মধ্যস্থ করিবেন )। ‘পৃষ্টবান্’—  
নাভাগ পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই বিষয়  
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৭ ॥

যজ্ঞবাস্তুগতং সর্বমুচ্ছিষ্টমুষয়ঃ কৃচিৎ ।

চক্রুহি ভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্বমহতি ॥৮॥

অবয়বঃ—( পৃষ্টস্য মনোঃ বাক্যং ) ঋষয়ঃ  
( মুনয়ঃ ) কৃচিৎ ( দক্ষযজ্ঞে ) যজ্ঞবাস্তুগতং ( যজ্ঞ-  
ভূমিগতম্ ) উচ্ছিষ্টম্ ( উৎকর্ষিতং ) সর্বং ( বস্তু )  
রুদ্রায় ভাগং চক্রুঃ হি ( রুদ্রভাগত্বেন কল্পয়ামাসুঃ,  
অপি চ ) সঃ দেবঃ ( ঈশ্বরঃ ) সর্বম্ ( এব অহতি  
কিং পুনর্যজ্ঞাবশিষ্টমিত্যর্থঃ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নাভাগের পিতা বলিলেন—মুনিগণ

দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞভূমিগত যাকতীয় যজ্ঞাবশেষ রুদ্রের  
ভাগরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন অতএব রুদ্রদেবই  
যজ্ঞভূমিগত সর্ববস্তুর মালিক হইবার যোগ্য ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পিতা উবাচ। যজ্ঞেতি কৃচিদিতি  
দক্ষাধ্বরে উচ্ছেষণভাগো বৈ রুদ্র ইতি শ্রুতেষ্ট। কিঞ্চ  
স দেব ঈশ্বরঃ সর্বমপ্যহতি কিং পুনর্যজ্ঞাবশিষ্টমি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পিতা বলিলেন—‘যজ্ঞবাস্তু-  
গতং’, প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞকার্য্যে যে সকল বস্তু  
উৎসৃত হইয়াছিল, ঋষিগণ ঐ সমুদয়কে রুদ্রের ভাগ-  
রূপেই স্থির করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীরুদ্রদেবই  
জগতের সর্ববস্তুর অধিকারী, সুতরাং যজ্ঞাবশিষ্ট  
এই সকল বস্তুসম্বন্ধে আর কি বক্তব্য থাকিতে  
পারে ? ৮ ॥

নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্ ।

ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মন্ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ॥৯॥

অবয়বঃ—( ততঃ ) নাভাগঃ ত্বং ( শ্রীরুদ্রং )  
প্রণম্য আহ ( উক্তবান্ হে ) ঈশ ! ( হে ) ব্রহ্মন্ !  
বাস্তুকং ( যজ্ঞভূমিগতং ধনমিদং ) কিল ( নিশ্চিতং )  
তব ( শ্রীরুদ্রস্য ভবতি ) ইতি মে ( মম ) পিতা আহ  
( উক্তবান্ অহং ) শিরসা ( অবনতমস্তকে ) ত্বাং  
প্রসাদয়ে ( তবানুগ্রহং প্রার্থয়ামীত্যর্থঃ ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তাঁহার পর নাভাগ রুদ্রকে প্রণাম  
করিয়া বলিতে লাগিলেন—‘হে পরমপূজ্য প্রভো !  
এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আপনারই, ইহা আমার  
পিতা আমাকে বলিয়াছেন, এখন আমি অবনতমস্তকে  
আপনার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি’ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শিরসা প্রণম্য ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শিরসা’—নতমস্তকে প্রণাম  
করিয়া আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৯ ॥

যৎ তে পিতাবদদ্রক্ষ্যং ত্বঞ্চ সত্যং প্রভাষসে ।

দদামি তে মত্তদুশো জ্ঞানং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১০॥

অবয়বঃ—( শ্রীরুদ্রঃ আহ ) যৎ ( যস্মাৎ ) তে  
( তব ) পিতা ধর্ম্মং ( সত্যম্ ) অবদৎ ত্বং চ সত্যং

প্রভাষসে ( বদসি অতঃ ) মন্তদৃশঃ ( মন্তদর্শিনঃ )  
তে ( তব তুভ্যমিত্যর্থঃ ) জ্ঞানং ( জ্ঞানরূপং ) সনা-  
তনং ব্রহ্ম দদামি ( সনাতনং ব্রহ্মজ্ঞানং দদামীত্যর্থঃ )  
॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রুদ্র বলিলেন—তোমার পিতা সত্য  
বলিয়াছেন, তুমিও সত্য বলিয়াছ সুতরাং আমি মন্তজ্ঞ  
তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্র উবাচ ! যন্তে ইতি । ইদং  
ব্যাখ্যানং শ্রুতিপ্রসিদ্ধং । তথাচ বহুচব্রাহ্মণং নাভাগে  
দিশ্টং শংসতীত্যাদি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরুদ্র বলিলেন—‘যৎ তে,  
অর্থাৎ তোমার পিতা যে যথার্থ ধর্মের কথা বলিয়া-  
ছেন এবং তুমিও সত্য কথা বলিতেছ, এইহেতু আমি  
মন্তদ্রষ্টা তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করি-  
তেছি । এই আখ্যান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, বহুচ ব্রাহ্মণে  
উক্ত আছে—‘নাভাগ সত্য বাক্যই বলিয়াছিলেন’  
ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্তপরিশেষিতম্ ।

ইত্যুক্তান্তহিতো রুদ্রো ভগবান্ ধর্মবৎসলঃ ॥১১॥

অম্বয়ঃ—মৎসত্তপরিশেষিতং ( মদীয় যজ্ঞপরি-  
শিষ্টং ) দত্তং ( তুভ্যং ময়া দত্তম্ ইদং ) দ্রবিণং  
( ধনঞ্চ ) গৃহাণ ধর্মবৎসলঃ ( ধর্মানুরাগী ) ভগবান্  
রুদ্রঃ ইতি উক্তা অন্তহিতঃ ( বভূবঃ ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমার এই যজ্ঞাবশিষ্ট ধনও আমি  
তোমাকে প্রদান করিলাম, এখন তুমি ইহা গ্রহণ  
কর । এই বলিয়া ধর্মানুরাগী ভগবান্ রুদ্র অন্তহিত  
হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—গতিঞ্চ প্রাপ্তোতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গতিঞ্চ’—যিনি ইহা স্মরণ  
করেন, তিনি জ্ঞানবান্, মন্তজ্ঞ ও আত্মার সম্মতি লাভ  
করেন ॥ ১২ ॥

য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সাযঞ্চ সুসমাহিতঃ ।

কবির্ভবতি মন্তজ্ঞো গতিঞ্চৈব তথাশ্রয়ঃ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—( অস্য আখ্যানস্য স্মরণে ফলমাহ )

যঃ ( জনঃ ) সুসমাহিতঃ ( সন্ ) প্রাতঃ সাযং চ  
এতৎ ( ইদম্ উপাখ্যানং ) সংস্মরেৎ ( সম্যক্ স্মরেৎ  
সঃ ) কবিঃ ( বিদ্বান্ ) মন্তজ্ঞঃ ( মন্তবিদ ) ভবতি  
তথা আশ্রয়ঃ গতিং চ এব ( প্রাপ্তোতীতি শেষঃ ) ॥১২॥

অনুবাদ—এই আখ্যান যিনি মনোযোগসহকারে  
প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবেন তিনি বিদ্বান্ ও  
মন্তজ্ঞে অভিজ্ঞ হইয়া আত্মগতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২ ॥

নাভাগাদম্বরীষোহভূত্নাহাভাগবতঃ কৃতী ।

নাম্পশদব্রহ্মশাপোহপি যং ন প্রতিহতঃ কুচিৎ ॥১৩

অম্বয়ঃ—নাভাগাৎ অম্বরীষঃ অভূৎ ( জাতঃ )  
কুচিৎ ( কুত্রাপি ) ন প্রতিহতঃ ( অনিবারিতঃ ) ব্রহ্ম-  
শাপঃ ( ব্রাহ্মণেন নিম্নিতঃ কৃত্যানলঃ ) অপি যম্  
( অম্বরীষঃ ) ন অস্পৃশৎ ( তস্য কিমপি কৰ্ত্তুং ন  
সমর্থোহভবৎ ইত্যর্থঃ, অতঃ অসৌ ) মহাভাগবতঃ  
( অতএব ) কৃতী ( পুণ্যবান্ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—নাভাগ হইতে অম্বরীষের আবির্ভাব ।  
তিনি পরমভাগবত ও সূকৃতিবান্ পুরুষ ছিলেন ।  
ব্রহ্মশাপ কোথাও বিফল হয় না, কিন্তু তাহাও  
তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যো ব্রহ্মশাপঃ কুচিদপি ন প্রতিহতঃ  
অমোঘত্বাৎ, সোহগ্র ত্বামসৌ দহত্বিতি বাঃবজ্রসহিত-  
কৃত্যানলপ্রক্ষেপরাপো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্মশাপঃ’—অব্যর্থ বলিয়া  
যে ব্রহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না, তাহা নাভাগ-  
তনয় মহাভাগবত অম্বরীষ মহারাজকে স্পর্শ করিতে  
পারে নাই । ‘তোমাকে ইহা দক্ষ করুক’—এই  
বাগ্বজ্রের সহিত কৃত্যানল নিক্ষেপরূপ ব্রহ্মশাপ  
বৃষ্টিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাঃজাবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।

ন প্রাভূদ্যত্র নিম্নুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীরাজা ( শ্রীপরীক্ষিৎ ) উবাচ । ( হে )  
ভগবন্ ! ধীমতঃ তস্য রাজর্ষেঃ ( অম্বরীষস্য



চরিতং ) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি, যত্র ( যস্মিন্ অম্বরীষে )  
নির্মুক্তঃ ( প্রযুক্তঃ ) দুরত্যঃ ( দুষ্পরিহার্যঃ ) ব্রহ্ম-  
দণ্ডঃ ( কৃত্যানলঃ ) ন প্রাভুৎ ( ন সমর্থো বভূব,  
মহাদিদম্ আশ্চর্য্যামিতিভাবঃ ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে  
পরমপূজ্য! সুবুদ্ধিমান্ রাজষি অম্বরীষের চরিত্র  
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ( অহো! কি  
আশ্চর্য্য ) অপ্রতিহত দুষ্পরিহার্য্য ব্রহ্মশাপও তাঁহার  
উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রোতুং চরিতমিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্রোতুম্’—সেই রাজষি অম্ব-  
রীষের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১৪ ॥

### শ্রীশুক উবাচ—

অম্বরীষো মহাভাগঃ সগুদ্রীপবতীং মহীম্ ।  
অব্যায়াক্ষ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবঞ্চাতুলং ভুবি । ১৫ ॥  
মেনেহতিদুর্লভং পুংসাং সৰ্ব্বং তৎ স্বপ্নসংসৃতম্ ।  
বিদ্বান্ বিভবনির্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্ ॥ ১৬ ॥

অম্বরীষঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । মহাভাগঃ অম্বরীষঃ  
সগুদ্রীপবতীং ( সগুদ্রীপসম্মিতাং ) মহীং ( পৃথিবীম্ )  
অব্যায়াক্ষ ( অক্ষয়াক্ষ ) শ্রিয়ং চ ( সম্পদঞ্চ ) ভুবি  
( পৃথিব্যাম্ ) অতুলং ( তুল্যারহিতং ) বিভবম্ ( ঐশ্বর্য্যং )  
চ লব্ধ্বা ( প্রাপ্য ) বিভবনির্বাণং ( নাশং ) বিদ্বান্  
( জানন্ ) পুংসাং ( জনানাম্ ) অতিদুর্লভম্ ( অপি )  
তৎ সৰ্ব্বং স্বপ্নসংসৃতং ( স্বপ্নবৎ সংসৃতং নিরাপিতম্  
অনুপাদেয়ং ) মেনে ( নির্দ্বারিতবান্ ) যৎ ( বিভব-  
সংকেতঃ ) পুমান্ ( জনঃ ) তমঃ বিশতি ( মোহে  
নিমজ্জতি ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহাভাগ্যবান্  
অম্বরীষ সগুদ্রীপসহ পৃথিবী, অক্ষয় সম্পৎ এবং  
মধ্যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যসকল লাভ করিয়াছিলেন ।  
এই প্রকার ঐশ্বর্য্য জীবের পক্ষে সুদুর্লভ হইলেও  
মহারাজ অম্বরীষ উহা স্বপ্নবৎ তুচ্ছবোধ করিতেন,  
কেননা তিনি জানিতেন—যে ঐ সকল বস্তু নশ্বর,  
জীব ঐ সকল ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া মোহসাগরে  
নিমগ্ন হয় ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসামতিদুর্লভং বিভবঞ্চ লব্ধ্বা তৎ  
সৰ্ব্বং স্বপ্নে সংসৃতমিব মেনে । যতো বিভবস্য  
নির্বাণং নাশং বিদ্বান্ । যৎ যতো বিভবাসংকেতঃ  
॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুংসাং’—লোকসকলের  
অতিদুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অম্বরীষ মহারাজ উহা  
স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন যেহেতু  
তিনি বিভবের বিনশ্বরতা জানিতেন । ‘যৎ’—যতঃ,  
যে ঐশ্বর্য্যের আসক্তিবশতঃ লোকে নরকে প্রবেশ  
করে ॥ ১৫-১৬ ॥

বাসুদেবে ভগবতি তত্তত্তেষু চ সাধুম্ ।

প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোকট্রিবৎ স্মৃতম্

অম্বরীষঃ—( নম্বেবং জানন্তোহপি বিভবৈমিণো  
দৃশ্যন্তে তত্রাহ সঃ ) ভগবতি বাসুদেবে তত্তত্তেষু  
সাধুম্ চ পরং ( উত্তমং ) ভাবং ( ভক্তিং ) প্রাপ্তঃ  
( গতঃ ) যেন ( ভাবেন ) ইদং বিশ্বং লোকট্রিবৎ ( অতি  
তুচ্ছং ) স্মৃতং ( জাতং ভবতি ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ ভগবান্ বাসুদেবে,  
তত্তত্ত সাধুরূপে পরমভাবময়ী ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন । ঐ ভাবভক্তিদ্বারা বিশ্বকে লোকট্রির ন্যায়  
তুচ্ছবোধ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যেন পরমভাবে প্রেমোন্মত্ত হইয়া  
লোকট্রিবৎ পরামুগ্ধতঃ ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যেন’—যে পরমভাব অর্থাৎ  
প্রেমভক্তি লাভ করায় তাঁহার নিকট এই বিশ্ব  
লোকট্রির মত তুচ্ছ বস্তুরূপে প্রতীত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

স বৈ মন কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-

বচাংসি বৈকুণ্ঠগণানুবর্ণনে ।

করৌ হরেমন্দিরমার্জ্জনাदिश्

শ্রুতিং চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥ ১৮ ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ

তদভ্যুত্যাগতস্পর্শেহগঙ্গসঙ্গমম্ ।

স্রাগঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে

শ্রীমন্তুলস্যা রসনাং তদপিতে ॥ ১৯ ॥



পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে

শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।

কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া

যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ২০ ॥

অবয়ঃ—সঃ (অম্বরীষঃ) বৈ (নিশ্চিতং) মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (কৃষ্ণস্য পদারবিন্দয়োঃ পাদপদ্মযুগলধ্যানে) বচাংসি (বাগিন্দ্রিয়ং) বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণানাম্ অনুবর্ণনে নিরন্তর বীর্তনে) করৌ (হস্তদ্বয়ং) হরেঃ মন্দির-মার্জ্জনাदिষু (কর্ম্মসু) শ্রুতিং (শ্রবণেন্দ্রিয়ম্) অচ্যুত-সৎকথোদয়ে (অচ্যুতস্য সৎকথানাম্ উদয়ে শ্রবণে) দৃশৌ (নেত্রদ্বয়ং) মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (মুকুন্দস্য লিঙ্গানাম্ আলয়ানি স্থানানি তেষাং দর্শনে) অঙ্গসঙ্গ-মম্ (অঙ্গানাং সঙ্গমং সঙ্গং) তদ্ভূত্যাগ্নস্পর্শে (তস্য মুকুন্দস্য ভূত্যানাং সেবকানাং আগ্নস্পর্শে) ঘ্রাণং চ (নাসিকাঞ্চ) শ্রীমতুলস্যাঃ (শ্রীমত্যাঃ তুলস্যাঃ) তৎপাদসরোজসৌরভে (তৎপাদসরোজেন যৎ সৌর-ভং তস্মিন্) রসনাং (জিহ্বাং) তদপিতে (তস্মৈ নিবেদিতাম্নাদৌ) পাদৌ (চরণদ্বয়ং) হরেঃ ক্ষেত্র-পদানুসর্পণে (শ্রীবিষ্ণুস্থানপর্য্যটনে) শিরঃ হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে (শ্রীহরিচরণপ্রণামে) কামং চ (ব্রহ্ম চন্দ্রনাদি-সেবায়্যং) দাস্যে (দাস্যানিমিত্তং তৎপ্রসাদ-স্বীকারায়) ন তু কামকাম্যয়া (বিষয়েচ্ছয়া) চকার যথা (যেন প্রকারেণ) উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া (ভগ-বন্তুবিষয়িণী) রতিঃ (আসক্তিঃ ভবেৎ, অনেন চ তদ্ ভক্তেষু পরং ভাবং প্রাপ্ত ইত্যোতৎ স্ফুটীকৃতম্) ॥ ১৮-২০ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে, বাকাসকলকে বৈকুণ্ঠবস্তুর গুণানুবীর্তনে, কর-যুগলকে হরিমন্দিরমার্জ্জনাदि সেবাকার্য্যে, শ্রবণেন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণ চতুষ্প্রবণে, নয়নযুগলকে মুকুন্দমন্দির (মথুরাদিধাম ও বৈষ্ণব)-দর্শনে, হৃগিন্দ্রিয়কে ভগ-বদ্-ভূত্যাগণের আগ্নস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদ-পদে অপিত তুলসীর সৌরভ-গ্রহণে, রসনাকে ভগ-বন্নিবেদিত অন্নাদি আশ্বাদনে, চরণযুগলকে মথুরাদি-বিষ্ণুস্থান-পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরিচরণ-প্রণামে, কামনাকে ভগবদ্দাস্যে অর্থাৎ ভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে

নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের ভক্ত প্রহ্লাদাদিতে রতি অথবা ভক্তের ন্যায় ভগবদ্-রতি হইয়া থাকে ॥ ১৮-২০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য প্রেমনঃ সাধনং ভক্তিযোগমাহ স বৈ ইতি ত্রিভিঃ। মন আদীনাং চকারেত্যেনোদয়ঃ, রাজ্যে স্বপুরুষানিব মন আদীন্দ্রীয়াণ্যপি স যত্র যত্র ন্যায়ুচ্চ তত্র তত্রৈব তানি তদাজাং শিরসা নিধানৈবাসম্মিতি অসাধারণং তস্য রাজঃ সাম্রাজ্যমিতি ভাবঃ। শ্রুতিং শ্রোত্রং অচ্যুতস্য বিষ্ণোঃ সতাং তত্তত্ত্বানাঞ্চ কথোদয়ে কথোপকর্ষে ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদ্যেকর্ষে ইত্যর্থঃ। মুকু-ন্দস্য লিঙ্গানাং প্রতিমানাঞ্চ আলয়ানাং মন্দিরাণাঞ্চ মথুরাদি-নিত্যাসিদ্ধাশ্বানাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনে। শ্রীমত্যাশ্রয়স্যাস্তৎপাদসরোজসম্পর্কেণ যৎ সৌরভং তস্মিন্ ভগবচ্চরণাপিততুলসীগন্ধে ইত্যর্থঃ। তদপিতে মহাপ্রসাদান্নে রসনাং জিহ্বাং, হরেঃ ক্ষেত্রং মথুরাদি-পদমন্যত্রাপি তন্মন্দিরাদি। তদনুসর্পণে তত্র তত্র পুনঃ পুনর্গমনে। হৃষীকেশস্য পদয়োশ্চরণয়োঃ পদানাং ভক্তানাঞ্চাপি বন্দনে, কামমভিলাষং দাস্যে হরেরহং দাস্যে ভূয়াসমিত্যেবং নতু কামকাম্যয়া বিষয়ভোগে-চ্ছয়াং সন্তুম্যার্থে তৃতীয়া। কথঞ্চ কার? উত্তমঃশ্লোক-জনাঃ প্রহ্লাদাদয় আশ্রয়ো যস্যাস্তথাভূতা নিষ্কামৈব রতির্যথা যেন প্রকারেণ স্যাদভবদ্বা তথা চকারে-ত্যোতৎ স বৈ মন ইত্যাদিষু সর্ব্বত্রৈবান্বিতং জেয়ম্ ॥ ১৮-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার প্রেমের সাধন ভক্তি-যোগ বলিতেছেন—‘স বৈ’, ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। মন প্রভৃতিকে ‘চকার’—নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার সহিত অবয়ব, অর্থাৎ রাজ্যে নিজ পুরুষগণের ন্যায় মন প্রভৃতিকেও যেখানে যেখানে তিনি নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, সেখানে সেখানেই তাহারা তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবস্থান করিয়াছিল—এইরূপ অসাধারণ সেই মহারাজের সাম্রাজ্য, এই ভাব। ‘শ্রুতিং’—শ্রবণেন্দ্রিয়কে অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ও তাহার ভক্তজনের কথার উৎকর্ষে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদির উৎকর্ষে নহে, এই অর্থ। ‘মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে’—মুকুন্দের লিঙ্গ বলিতে প্রতিমা এবং আলয় অর্থাৎ মন্দির, মথুরাদি নিত্যাসিদ্ধ

ধাম ও বৈষ্ণবগণেরদর্শনে নেত্রযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ‘শ্রীমতুলস্যাঃ’—শ্রীভগবানের চরণকমলের সম্পর্কে শ্রীমতী তুলসীর যে সৌরভ, তাহাতে অর্থাৎ শ্রীভগবদ্রূপে অপিত তুলসীর গন্ধে নাসিকাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই অর্থ। ‘তদপিতে’—ভগবন্নিবেদিত প্রসাদাম্র আশ্বাদনে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ‘হরেঃ ক্ষেত্রং’—শ্রীহরির ক্ষেত্র বলিতে মথুরাদি ধাম ও অন্যত্র তাঁহার মন্দিরাদি পর্য্যটনে পাদযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ‘অনুসর্পণে’—বলিতে সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ গমনে। ‘হাযীকেশ-পদাভিবন্দনে’—শ্রীহরির চরণযুগলের এবং ভক্তগণের চরণসমূহের প্রণাম-কার্য্যে মস্তককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ‘কামং চ দাস্যে’—কাম বলিতে অভিলাষ, ‘আমি শ্রীহরির দাস হইব’, এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয় ভোগের ইচ্ছাতে নহে। ‘কাম-কাম্যায়’—এখানে সন্তমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কিরূপে করিয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—‘যথা উত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ’, উত্তমঃ-শ্লোকের জন বলিতে শ্রীহরির ভক্তগণ প্রহ্লাদাদি, তাঁহাদের যেরূপ নিষ্কামা রতি, তাহা যে প্রকারে হয় বা হইয়াছিল (অথবা—যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরির ভক্তগণের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়, সেইভাবে অভিলাষ করিয়াছিলেন)। এইপ্রকার মন প্রভৃতিও ভক্তজনের আশ্রয়েই নিযুক্ত করিয়াছিলেন—বুঝিতে হইবে ॥ ১৮-২০ ॥

এবং সদাকর্ম্মকলাপমাত্মনঃ

পরেহধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে ।

সর্ব্বাভ্যাবং বিদধন্যহীমিমাং

তমিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ ॥ ২১ ॥

অর্থঃ—(সঃ) এবং (অনেন প্রকারেণ) আত্মনঃ (স্বস্য) সর্ব্বাভ্যাবং (সর্ব্বাভ্যনা ভাবে ভক্তিযুক্ত তাদৃশং) কর্ম্মকলাপং (কর্ম্মসমূহং) পরে (সর্ব্বোত্তমস্বরূপে) অধিযজ্ঞে (সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরে) ভগবতি অধোক্ষজে (শ্রীহরৌ) সদা বিদধৎ (সমর্পয়ন্) তমিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ (তমিষ্ঠৈঃ ভাগবতৈঃ বিপ্রৈঃ

অভিহিতঃ শিক্ষিতঃ সন্) ইমাং মহীং শশাস হ (পালিতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বত্র ভগবন্তাবযুক্ত নিজকর্ম্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তাদৃশ সাম্রাজ্যসম্পত্তাবপি ভক্ত্যবালস্য প্রতিনিধার্ম্মণঞ্চ নাত্তদিত্যাহ এবমিতি । সদা প্রতিদিনমেব আত্মনঃ স্বস্য এবং কর্ম্মকলাপং স্মরণ-কীর্ত্তনমন্দিরমার্জ্জনাদিকং বিদধৎ স্বয়মেব কুবর্বন্ মহীং শশাস । কর্ম্মকলাপং কীদৃশং? অধোক্ষজে কৃষ্ণে সর্ব্বেণ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃত্তিসহিতেনৈবাত্মনা মনসা ভাবো রতির্যতন্তং অধিযজ্ঞে তপো-জ্ঞানাদিভ্যোহপ্যধিকো যজ্ঞঃ পূজা যস্য তস্মিন্, হরিভক্তির্নিষ্ঠব্রাহ্মণেন অভিহিতঃ, ত্রমণ্টাবেব যামান্ নিবিক্ষেপমেব সর্ব্বাভ্যনা হরিং ভজ রাজ্যকর্ম্মণি স্বনিযুক্তৈর্যোগ্যপুরুষৈরেব মহীং শাধি চেতি শিক্ষিতঃ সন্মিতার্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ সাম্রাজ্য সম্পত্তি লাভেও তাঁহার ভক্তিতে আলস্য বা প্রতিনিধি অর্পণ ছিল না, তাহা বলিতেছেন—‘এবম্’ ইত্যাদি, প্রতিদিনই তাঁহার এইরূপ কর্ম্মকলাপ অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, মন্দির মার্জ্জনা দি সকল কর্ম্ম নিজেই করিয়া পৃথিবী পালন করিতেন। কিরূপ কর্ম্মসমূহ? তাহাতে বলিতেছেন—‘অধোক্ষজে’ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত শ্রেষ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত মনের যে ভাব অর্থাৎ রতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাদৃশ কর্ম্মসমূহ। কেমন শ্রীকৃষ্ণে? তাহাতে বলিতেছেন—‘অধিযজ্ঞে’, তপস্যা, জ্ঞানাদি হইতেও অধিক যজ্ঞ বলিতে পূজা যাহার, তাহাতে। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—‘তমিষ্ঠ-বিপ্রাভিহিতঃ’, হরিভক্তির্নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিহিত, ‘তুমি অষ্ট প্রহরই অবিচলিতচিত্তে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির ভজনা কর এবং রাজ্যকর্ম্মে স্বনিযুক্ত যোগ্য পুরুষের দ্বারাই পৃথিবী শাসন কর’—এইরূপ শিক্ষিত হইয়া, অর্থাৎ ভগবন্ত ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে যোগ্য প্রতিনিধি দ্বারা তিনি রাজ্য পালন করিতেন ॥ ২১ ॥

ঐজেশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং  
মহাবিভূত্যা উপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ ।  
ততৈবশিষ্ঠাসিতগোতমাদিভি-  
ধ্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্ ॥ ২২ ॥

অর্থঃ—অসৌ (অম্বরীষঃ) মহাবিভূত্যা (মহতা ঐশ্বর্যেণ) উপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ (উপচিতানি অঙ্গানি (দক্ষিণাশ্চ যেষু তৈঃ) বশিষ্ঠাসিত গোতমাদিভিঃ (বশিষ্ঠ-প্রভৃতিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ) ততৈঃ (বিস্তৃতৈঃ) অশ্বমেধৈঃ (তদাখ্যয়াগৈঃ) ধ্বনি (মরুদেশে নিরুদকে ইত্যর্থঃ) সরস্বতীম্ অভিস্রোতঃ (তস্যাঃ প্রতিশ্রোম-প্রবাহ-যুক্তক্ষেত্রে) অধিযজ্ঞং (যজ্ঞাধিষ্ঠা-তারম্) ঐশ্বরং (শ্রীহরিম্) ঐজে (আরাধয়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ মরুপ্রদেশে সরস্বতী-প্রবাহযুক্ত প্রদেশে অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ও দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্যের দ্বারা রচিত হইত। বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ঐ যজ্ঞের বিস্তার করিতেন। অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ যজ্ঞাদি ব্যাপারে আসক্ত না হইয়া স্বয়ং হরিভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সকল কার্য সম্পাদন করিতেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তথৈব রাজ্যাধিকারোচিতাশ্বমেধাদি-যজ্ঞকরণঞ্চ আদিভরতবন্নিরভিমানস্য তস্য প্রতিনিধি-দ্বারৈবেতাহ ঐজে ইতি। মহাসম্পত্ত্যেব হেতুনা উপচিতানি সমাগেব নির্বৃত্তানি অঙ্গানি দক্ষিণাশ্চ যেষু তৈঃ, বশিষ্ঠাদি-স্বপ্রতিনিধিভিস্ততৈবিস্তৃতৈঃ ধ্বনি ধ্বন-দেশে সরস্বতীং সরস্বত্যাং অভিস্রোতং স্রোতোহভি-মুখমভিলক্ষ্য তেন স্বয়ম্ভুততো বিদূরে স্বরাজধান্যাং নিব্বিক্ষেপং পরিচর্যাং কুর্ক্নেবাত্যতিষ্ঠদিতি ব্যজিতং ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ রাজ্যাধিকারোচিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান আদি ভরতের ন্যায় নিরভিমান অম্বরীষের প্রতিনিধি দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—‘ঐজে’ ইত্যাদি। ঐ যজ্ঞের অঙ্গসমূহ ও প্রভূত দক্ষিণা মহাবৈভব দ্বারা সংবধিত এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি স্বপ্রতিনিধি ঋষিগণের দ্বারা বিস্তৃত হইয়াছিল। ‘ধ্বনি’—জলশূন্য দেশে

সরস্বতী নদীর স্রোতের প্রতিকূলে যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম অনু-ষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু নিজে তাহা হইতে বিদূরে স্বীয় রাজধানীতে অবচলিত চিত্তে শ্রীভগবানের পরিচর্যা করিতেন, ইহা বুঝা যাইতেছে ॥ ২২ ॥

যস্য ক্রতুষু গীর্বানৈঃ সদস্য ঋত্বিজো জনাঃ ।  
তুল্যরূপচানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ—যস্য (অম্বরীষস্য) ক্রতুষু (যজ্ঞেষু) সুবাসসঃ (সুবস্তুভূষিতাঃ) সদস্যঃ (সদস্য জনাঃ) ঋত্বিজঃ জনাঃ (পুরোহিতাশ্চ) গীর্বানৈঃ (দেবৈঃ সহ) তুল্যরূপাঃ (তুল্যানি রূপানি যেমাং তাদৃশাঃ) অনিমিষাঃ চ (আশ্চর্য্যদর্শনৌৎসুক্যেন নিমিষরহিতাঃ চ) ব্যদৃশ্যন্ত (দৃষ্টাঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অম্বরীষের যজ্ঞে সুবস্তুে বিভূষিত সদস্যবর্গ, হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্য প্রভৃতি ঋত্বিগণ দেবতাদিগের ন্যায় অনিমিষ হইয়া অর্থাৎ দর্শনোৎকণ্ঠায় নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে যজ্ঞদর্শন করিতেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গীর্বানৈঃ সহ তুল্যরূপাঃ ন চানিমিষ-ত্বেন দেবানাং বৈলক্ষণ্যং বাচ্যং। যতো মনুষ্যা অপি অদ্ভুতযজ্ঞদর্শনাদনিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত দৃষ্টাঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গীর্বানৈঃ’—তাঁহার যজ্ঞ-সমূহে দেবতাগণের সহিত সদস্য ও ঋত্বিগণকে তুল্যরূপ দেখা গিয়াছিল। যদিও দেবতাগণের চক্ষুর নিমেষ থাকে না বলিয়া বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তথাপি এস্থলে যজ্ঞকৰ্ম্মে বিবিধ আশ্চর্য্যদর্শনের উৎসুক্যহেতু ঋত্বিক্ এবং সদস্যগণের চক্ষুর নিমেষ ছিল না বলিয়া সকলেই সমরূপ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ মনুষ্য-গণও অনিমেষ হইয়া যজ্ঞদর্শন করিতেছিলেন ॥২৩॥

স্বর্গো ন প্রাথিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ ।

শৃংবন্তিরূপগায়ন্তিরুত্তমঃ শ্লোকচেষ্টিতম্ ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ—উত্তমঃ শ্লোকচেষ্টিতং (শ্রীহরিচরিতং) শৃংবন্তিঃ (আকর্ণয়ন্তিঃ) উপগায়ন্তিঃ (কীৰ্ত্তয়দ্ভিঃ) যস্য মনুজৈঃ (যদীয়েঃ জনৈরপি) অমরপ্রিয়ঃ

( দেবানামিষ্টঃ ) স্বৰ্গঃ ন প্রাথিতঃ ( তস্য তু কা  
বার্তেতি ভাবঃ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অম্বরীষের পাল্যলোকসমূহ উত্তমঃ-  
শ্লোক ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতে  
করিতে সুরপ্রিয় স্বৰ্গ প্রার্থনা করিতেন না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য মনুজৈ র্যৎপাল্যমানলোকৈঃ স্বৰ্গো  
ন প্রাথিতঃ, কিং স্বর্গীয়ভোগাদধিকভোগপ্রাপ্ত্যা ? নেত্যাহ  
—শৃণুস্তিরিত্যাদি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যস্য মনুজৈঃ’—মহারাজ  
অম্বরীষের পালিত কোন জনই স্বর্গলোক কামনা  
করিতেন না। যদি বলেন—তাহারা কি স্বর্গীয়  
ভোগ হইতে অধিক ভোগ প্রাপ্তিতে কামনা করিতেন  
না ? তাহাতে বলিতেছেন—না, ‘শৃণুস্তিঃ’—সর্বদা  
ভগবান্ শ্রীহরির চরিতসমূহের শ্রবণ ও কীর্তনে মত্ত  
থাকায় তাহাদের চিত্তে কৃষ্ণের বিষয়ের বাসনাই  
ছিল না ॥ ২৪ ॥

সংবর্দ্ধয়ন্তি যৎকামাঃ স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ ।

দুর্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হাদি পশ্যতঃ ॥২৫॥

অম্বরঃ—যৎ ( যতঃ ) স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ  
( স্বরাজ্যেন স্বরূপসুখেন ) পরিভাবিতাঃ ( অতি-  
শায়িতাঃ অতএব ) সিদ্ধানাং অপি দুর্লভাঃ কামাঃ  
( বিষয়াঃ ) হাদি ( স্বহৃদয়ে ) মুকুন্দং ( শ্রীহরিং )  
পশ্যতঃ ( অনুভবতঃ তান্ জনান্ ) ন সম্বর্দ্ধয়ন্তি ( ন  
হর্ষয়ন্তি ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—স্বরূপসুখ অর্থাৎ মুক্তিজনিত আনন্দ-  
দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সুতরাং সিদ্ধপুরুষগণেরও দুর্লভ  
বিষয়সকল স্বহৃদয়ে ভগবদর্শনকারিত্বের আনন্দ-  
বর্দ্ধন করে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ স্বর্গীয়ভোগাদধিকে ভোগে স্বতঃ-  
সিদ্ধেহপি যদীয়া মনুজাস্তত্র নাসজ্জন্ত্যাহ সম্বর্দ্ধয়ন্তি  
ইতি যান্ মনুজান্ কামা ভোগা ন সম্বর্দ্ধয়ন্তি ন হর্ষেণ  
বর্দ্ধয়ন্তি ঋধু বুদ্ধৌ কীদৃশাঃ, স্বারাজ্যমিন্দ্রপদতুলাং  
সুখং তেন পরি সর্বতোভাবেন বাসিতাঃ । যদ্বা  
স্বরাজ্যেন স্বরূপসুখেন মুক্ত্যানন্দেন বাসিতা যুক্তা  
অতএব সিদ্ধানামপি দুর্লভাঃ । অত্র হেতুগতং  
মনুজান্ বিশিনষ্টি মুকুন্দমিত্যাদিনা । অম্বরীষ-

প্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ । যদিতি পাঠে যদৃচ্ছমান্বকুন্দং  
হাদি পশ্যতঃ, পরিভাবিতানিতি পাঠে মনুজবিশেষণম্ ।  
যমিতি পাঠে যং অম্বরীষম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্বর্গীয় ভোগ অপেক্ষা  
অধিক ভোগ স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রাপ্ত হইলেও যাহার  
নিজ জনগণ তাহাতে আসক্ত হন নাই, ইহা বলি-  
তেছেন—সংবর্দ্ধয়ন্তি ইত্যাদি । ‘যান্’—যে মনুষ্য-  
দিগকে ‘কামাঃ’—ভোগরাশি আনন্দের দ্বারা বর্দ্ধিত  
করিতে পারে নাই, অর্থাৎ আনন্দদান করিতে পারে  
নাই, এখানে ‘ঋধু’ ধাতু বৃদ্ধি অর্থে । কিরূপ ভোগ-  
সমূহ ? তাহাতে বলিতেছেন—‘স্বারাজ্য-পরিভা-  
বিতাঃ’ । স্বারাজ্য বলিতে ইন্দ্রপদতুলা সুখ, তাহার  
দ্বারা সর্বতোভাবে বাসিত অর্থাৎ অতিশায়িত ।  
অথবা—স্বারাজ্য বলিতে স্বরূপসুখ, অর্থাৎ মুক্তি-  
জনিত আনন্দ, তাহার দ্বারা যুক্ত, অতএব সিদ্ধগণেরও  
দুর্লভ যে ভোগরাশি । এখানে হেতুগত বিশেষণে  
মনুষ্যগণকে বিশেষিত করিতেছেন—‘মুকুন্দং হাদি  
পশ্যতঃ’, অম্বরীষ মহারাজের সাহচর্য্যবশতঃই সর্বদা  
হৃদয়মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শনকারী জনগণকে  
বিষয়সমূহ আনন্দদান করিতে পারে নাই । ‘যৎ’—  
এরূপ পাঠে, যেহেতু তাহারা হৃদয়ে মুকুন্দকে প্রত্যক্ষ  
করিতেন । ‘পরিভাবিতান্’—এরূপ পাঠে উহা  
মনুষ্যগণের বিশেষণ, অর্থাৎ স্বরূপভূত আনন্দে  
বিতোর জনগণকে, এই অর্থ । ‘যম্’—এরূপ পাঠে,  
অম্বরীষ মহারাজের বিশেষণ, অর্থাৎ যে অম্বরীষ  
মহারাজকে ভোগসমূহ আনন্দদান করিতে পারে নাই,  
এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

স ইথাং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পাথিবঃ ।

স্বধর্ম্মেণ হরিং প্রীগন্ সর্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ ॥২৬॥

অম্বরঃ—সঃ পাথিবঃ ( অম্বরীষঃ ) ইথাং  
( অনেন প্রকারেণ ) ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন স্বধর্ম্মেণ  
( চ ) হরিং প্রীগন্ ( সমুপলব্ধকুর্কন্ ) শনৈঃ ( ক্রমশঃ )  
সর্বান্ কামান্ জহৌ ( ত্যক্তবান্ ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পৃথ্বীরাজ অম্বরীষ এই প্রকারে ভক্তি-  
যোগ এবং ভোগত্যাগরূপ তপস্যায়ুক্ত স্বধর্ম্মের দ্বারা

ভগবান্ শ্রীহরিকে সম্ভট্ট করিয়া ক্রমশঃ সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিখনাথ—মন্দিরমার্জ্জন-জলকলসবহন-বৈষ্ণব-শুশ্রূষাদিনা শরীর কষ্টে ভোগত্যাগশ্চ তপস্তুদযুক্তেন স্বধৰ্ম্মেণেতি ভক্তিয়োগেনেত্যস্য বিশেষণং, চ কারাভাবা-দম্বরীষস্য শুদ্ধভক্তত্বাচ্চ একান্তভক্তিভাবেনোপাশ্রিত্য মোক্ষো-ক্তেষ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তপোমুক্তেন’—মন্দির মার্জ্জন, জলকলস বহন, এবং বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষাদি দ্বারা শারীরিক কষ্ট ও ভোগত্যাগ—তাহাই তপস্যা, তদযুক্ত ধর্ম্মের দ্বারা, ইহা ভক্তিয়োগের বিশেষণ। এখানে ‘চকার’—অর্থাৎ তপস্যা ও স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ না থাকায়, বিশেষতঃ অম্বরীষ মহারাজ শুদ্ধভক্ত বলিয়া এবং পরবর্তী (২৮) শ্লোকে ‘একান্তভক্তিভাবেন’—ইহা উক্ত হও-য়াম্ম এখানে ভক্তিয়োগের দ্বারাই শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করতঃ ধীরে ধীরে সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

গৃহেষু দারেষু সূতেষু বন্ধু-  
দ্বিপোতুমস্যান্দনবাজিবস্তুষু ।

অক্ষয়রত্নাভরণাশ্মরাদিষু

অনন্তকোষেষ্বকরোদসম্মতিম্ ॥ ২৭ ॥

অম্বরঃ—(সঃ) গৃহেষু দারেষু (ভাৰ্য্যাসু) সূতেষু বন্ধুষু দ্বিপোতুমস্যান্দনবাজিবস্তুষু (হস্তিশ্রেষ্ঠ-রথ-ঘোটকাদি-বস্তুষু) অক্ষয়-রত্নাভরণাশ্মরাদিষু (অবিনশ্বর-রত্নালঙ্কারবস্তাদিষু বস্তুষু) অনন্তকোষেষু (অসীমধনভাণ্ডারেষু চ) অসম্মতিম্ (উপেক্ষণম্) অকরোদে (কৃতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তিনি (অম্বরীষ) গৃহ, দারা, অপত্য, সূত্ৰ, হস্তী, শ্রেষ্ঠরথ, ঘোটক, অক্ষয়রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অসীম ধনভাণ্ডার সমূহে অসদ্ ধারণা করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তস্মা অদাক্ষরিচক্রং প্রত্যানীকভয়াবহম্ ।

একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

অম্বরঃ—একান্তভক্তিভাবেন প্রীতঃ হরিঃ তস্মৈ (অম্বরীষায়) ভক্তাভিরক্ষণং (সেবকজনরক্ষকং প্রত্যানীক-ভয়াবহং (প্রতীপজনভয়ক্ষরং) চক্রম্ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি অম্বরীষের ঐকান্তিকী-ভক্তিতে সম্ভট্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তজন-সংরক্ষক ও প্রতিকূলজনের ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিখনাথ—নম্বেবভূতোহসৌ কথং প্রতিপক্ষান্ জয়েত্তদ্বাহ তস্মা ইতি, প্রীতি ইতি তসৌকান্তিকভক্তৌ বিক্ষেপাভাবার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এরূপ হইলে কি প্রকারে তিনি প্রতিপক্ষকে জয় করিতেন? তাহাতে বলিতেছেন—‘তস্মৈ’, তাঁহাকে সুদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছিলেন। ‘প্রীতঃ’—তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিতে বিক্ষেপের অভাবের নিমিত্ত পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীহরি ভক্তগণের রক্ষক ও শত্রুগণের ভয়জনক স্বীয় সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুলাশীলয়া ।

যুক্তঃ সংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ২৯ ॥

অম্বরঃ—বীরঃ (সঃ অম্বরীষঃ) কৃষ্ণম্ আরি-রাধয়িষুঃ (আরাধয়িতুম্ ইচ্ছুঃ তুলাশীলয়া (আত্ম-তুলাভক্তাদিস্বভাব বিশিষ্টয়া) মহিষ্যা (পত্ন্যা) যুক্তঃ (মিলিতঃ সন্) সম্বৎসরং (ব্যাপ্য) দ্বাদশী-ব্রতং দধার (আচরিতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বীর অম্বরীষ কৃষ্ণের আরাধনা বাসনায় আত্মতুলা মহিষীর সহিত সম্বৎসর যাবৎ দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিখনাথ—তসৌকাদশীব্রতনিষ্ঠায়া দশিত্যৈব সর্ব-ভক্তিनिষ্ঠাং জাপয়ন্নাহ আরিরাধয়িষুরিত্যাদি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার শ্রীএকাদশী ব্রতের নিষ্ঠা প্রদর্শনের দ্বারাই সমস্ত ভক্তিनिষ্ঠা জানাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—‘আরিরাধয়িষুঃ’, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ইচ্ছুক হইয়া (সংবৎসরব্যাপী দ্বাদশী-ব্রত পালন করিতেছিলেন) ॥ ২৯ ॥

ব্রতান্তে কান্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ ।

স্নাতঃ কদাচিত্ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেহর্চয়ৎ ॥৩০॥

অবয়বঃ—ব্রতান্তে ( ব্রতাবসানে ) কান্তিকে মাসি কদাচিত্ ( কচ্চিমংশিৎ দিবসে ) ত্রিরাত্রং ( ব্যাপ্য ) সমুপোষিতঃ ( সম্যক্ উপবাসরতঃ সং ) কালিন্দ্যাং যমুনায়্যাং স্নাতঃ ( সন্ ) মধুবনে হরিন্ ( পূজিত-বান্, অড়াগমাভাবঃ আর্ষঃ ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ব্রতান্তে কান্তিকমাসে একদিন মহারাজ অম্বরীষ ত্রিরাত্র উপবাসের পর যমুনাতে স্নান করিয়া মধুবনে ( বৃন্দাবনে ) শ্রীহরির অর্চনা করিতেছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য স্বায়ুঃ পর্য্যন্তমেকাদশীব্রতনিষ্ঠ-ত্বেহপি সম্বৎসরমাত্রং তু মথুরায়ামবৈকাদশীব্রতং কর্তব্যমিত্যাভিলাষ আসীদতস্তৎপূর্তৌ সত্যাং ব্রতান্ত ইতি, দশমীদ্বাদশ্যোবিহিতেতরভোজনাভাবেন একাদশ্যাং নিরাহারত্বেন ত্রিরাত্রমুপোষিতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রতান্তে’—তাঁহার আয়ুঃ-পর্য্যন্ত একাদশী ব্রতনিষ্ঠত্ব থাকিলেও; একবার শ্রীমথুরামণ্ডলে সংবৎসরমাত্র একাদশী ব্রত করিবার অভিলাষ হইয়াছিল, অতএব সেই ব্রতের পুত্তি দিবসে। ‘ত্রিরাত্রং’—দশমী ও দ্বাদশীর রাত্রিকালে অন্য ভোজনের অভাবে এবং একাদশীতে নিরম্ম ব্রত করায়, এখানে ত্রিরাত্র উপবাসের পর, ইহা বলা হইল। ( যে কোন ব্রতের পূর্বদিন রাত্রিতে সংযম এবং ব্রতের পরদিবস পারণ করিয়া রাত্রিতে সংযম করিলে ব্রত পূর্ণ হয়। ) ॥ ৩০ ॥

মহাভিষেকবিধিনা সর্বোপক্করসম্পদা ।

অভিষিচ্যাহরাক্লৈর্গন্ধমালাহ্নাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

তদগতান্তরভাবেন পূজ্যামাস কেশবম্ ।

ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ ॥৩২॥

অবয়বঃ—(সং) মহাভিষেকবিধিনা সর্বোপক্কর-সম্পদা ( সর্বোপকরণ দ্রব্যেন ) অভিষিচ্য ( শ্রীহরেঃ অভিষেকং কৃৎস্বা ) অম্বরাক্লৈঃ ( বস্ত্রভূষণৈঃ ) গন্ধ-মালাহ্নাদিভিঃ ( গন্ধমালাপ্রভৃতিপূজোপকরণদ্রব্যৈঃ ) তদগতান্তরভাবেন ( শ্রীহরিগত-চিত্তভাবেনযুক্তঃ সন্ ) কেশবং ( শ্রীকৃষ্ণং তথা ) মহাভাগান্ সিদ্ধার্থান্

( আঞ্জকামান্ পূজানপেক্কান্ ) ব্রাহ্মণান্ অপি চ ভক্তিতঃ ( ভক্ত্যা ) পূজ্যামাস ( আরাধিতবান্ ) ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—তিনি মহাভিষেকবিধি-অনুসারে সর্ব-বিধ উপচারে শ্রীহরির অভিষেক করিয়া বস্ত্র, অল-ঙ্কার, গন্ধমালা প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্বারা কৃষ্ণকচিত্তে ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং মহাভাগ্যবান্, সিদ্ধ-কাম সুতরাং পূজাদির অপেক্ষাশূন্য ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বোষামুপক্করাণাং সর্বৌষধ্যাদীনাং সম্পদম্ভ তেন। আক্লৈবিভূষণৈঃ। তদগতান্তর-ভাবেন তদেকমনস্তেন ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সর্বোপক্কর-সম্পদা’—সর্বৌষধি প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সমৃদ্ধি যেখানে, তাহার দ্বারা। ‘আক্লৈঃ’—বিভূষণের দ্বারা। ‘তদগতান্তরভাবেন’—তদেকমনস্ক হইয়া, অর্থাৎ তিনি মহাভিষেকের বিধানানুসারে সর্বপ্রকার উপ-করণ-সম্ভার দ্বারা অভিষেক সম্পাদনপূর্বক বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ ও মালাদি পূজাদ্রব্য দ্বারা তদগতচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া সমাগত নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণেরও পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

গবাং রুক্ষবিষাণীনাং রূপ্যাংশ্চীনাং সুবাসসাম্ ।

পয়ঃশীলবয়োরূপ-বৎসোপক্করসম্পদাম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাহিণোৎ সাধুবিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্কুদানি যট্ ।

ভোজয়িত্বা দ্বিজানগ্রে স্বাদ্রমং গুণবত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥

লব্ধকামৈরনুজাতঃ পার্ণাশ্চোপচক্রমে ।

তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাদ্দুর্ক্বাসা ভগবানভূৎ ॥৩৫॥

অবয়বঃ—( ততঃ ) গৃহেষু ( সমাগতেভ্যঃ ) সাধুবিপ্রেভ্যঃ রুক্ষবিষাণীনাং ( স্বর্ণবদ্ধশৃঙ্গবিশিষ্টানাং ) রূপ্যাংশ্চীনাং ( রৌপ্যমণ্ডিতচরণানাং ) সুবাসসাং ( শোভনবস্ত্রমণ্ডিতানাং ) পয়ঃশীল-বয়োরূপ-বৎসো-পক্কর-সম্পদাং ( পয়ঃ দুগ্ধং শীলং স্তভাবঃ বয়ঃ রূপং বৎসঃ উপক্করঃ পরিচ্ছদঃ এতাঃ সম্পদঃ যাসাং তাসাং ) গবাং ( ধেনুনাং ) যট্ ন্যর্কুদানি ( যটিট-কোটীঃ ) প্রাহিণোৎ ( দন্তবান্ ইত্যর্থঃ ততঃ ) অগ্রে দ্বিজান্ গুণবত্তমম্ ( উত্তমগুণযুক্তং ) স্বাদ্রমং স্বাদু

ভোজ্যং ) ভোজনিস্থা লব্ধকামৈঃ ( লব্ধাঃ কামাঃ  
যৈঃ তৈঃ দ্বিজৈঃ ) অনুজাতঃ ( অনুমতঃ সন্ ) পারণায়  
( পারণং কর্তৃম্ ) উপচক্রমে ( ইন্দ্ৰেশ ) তহি ( তৎক্ষণমেব )  
ভগবান্ ( ঐশ্বর্যশালী ) দুর্বাসাঃ তস্য ( অম্বরীষস্য )  
অতিথিঃ সাক্ষাৎ অভূৎ ( অতিথিরূপেণ প্রত্যক্ষো  
বভূব ) ॥ ৩৩-৩৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অম্বরীষ গৃহে সমাগত সাধু  
ও বিপ্রদিগকে স্বর্ণবন্ধ শৃঙ্গ ও রৌপ্য-মণ্ডিত চরণ-  
বিশিষ্টা, সুবস্ত্রে সুশোভিতা এবং দুগ্ধ, স্বভাব, বয়স,  
রূপ, বৎস, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পদযুক্তা যষ্টিসহস্র  
গাভী দান করিলেন । তাহার পর অগ্রে দ্বিজগণকে  
উত্তমগুণযুক্ত স্বাদু-অন্ন ভোজন করাইয়া সিদ্ধকাম  
ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞাক্রমে পারণের উপক্রম করিলেন ।  
তখন যোগ-বিত্তিমান দুর্বাসা অম্বরীষের নিকট  
অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যষ্টি ন্যাক্ষুদানি যষ্টিটিকোটিঃ ॥ ৩৩-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যষ্টি ন্যাক্ষুদানি’—যষ্টি কোটি  
ধেনু সাধু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ৩৩-৩৫ ॥

তমানর্চ্যতিথিং ভূপঃ প্রত্যুখানাসনানহঁণৈঃ ।

যযাচেহভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥

অব্ধয়ঃ—ভূপঃ ( রাজা অম্বরীষ ) প্রত্যুখানাস-  
নানহঁণৈঃ ( প্রত্যুদগমনাসনদানাদিভিঃ উপচারৈঃ ) অতিথিং  
তং ( দুর্বাসসম্ ) আনর্চ্য ( পূজিতবান্ ততঃ ) পাদ-  
মূলং ( তস্য পাদসমীপম্ ) উপাগতঃ ( প্রাপ্তঃ সন্ )  
অভ্যবহারায় ( ভোজনায় ) যযাচে ( প্রার্থয়ামাস )  
॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—রাজা অম্বরীষ প্রত্যুখান পূজোপহার  
দ্বারা অতিথি দুর্বাসাকে পূজা করিলেন । পরে  
তাঁহার পাদসমীপে উপস্থিত হইয়া ভোজনার্থ প্রার্থনা  
করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রতিনন্দ্য স তাং যাচক্রাং কর্তুমাবশ্যকং গতঃ ।

নিমমজ্জ রহদ্রায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে ॥ ৩৭ ॥

অব্ধয়ঃ—সঃ ( দুর্বাসাঃ ) তাং যাচক্রাং ( প্রার্থ-  
নাং ) প্রতিনন্দ্য ( সানন্দং স্বীকৃতা ) আবশ্যকং

( নৈয়মিকং মাধ্যাহ্নিকং কর্ম ) কর্তুং গতঃ ( প্রস্থিতঃ  
ততঃ ) শুভে ( পবিত্রে ) কালিন্দীসলিলে ( যমুনাজলে )  
রহৎ ( ব্রহ্ম ) ধ্যায়ন্ নিমমজ্জ ( নিমগ্নঃ বভূব )  
॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দুর্বাসা অম্বরীষের প্রার্থনা সানন্দে  
অঙ্গীকার করিয়া নিয়মিত মাধ্যাহ্নিক কর্ম করিতে  
( কালিন্দী-তটে ) গমন করিলেন । তাহার পর ব্রহ্ম-  
চিন্তা করিতে করিতে কালিন্দীর পবিত্র সলিলে নিমগ্ন  
হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—রহৎ ব্রহ্ম ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রহৎ ধ্যায়ন্’—ব্রহ্ম চিন্তা  
করিতে করিতে দুর্বাসা যমুনার জলমধ্যে নিমগ্ন  
হইয়া রহিলেন ॥ ৩৭ ॥

মুহূর্ত্তাদ্বাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি ।

চিন্তয়ামাস ধর্ম্যজো দ্বিজেন্দ্রদর্শনসঙ্কটে ॥ ৩৮ ॥

অব্ধয়ঃ—( ততঃ ) পারণং প্রতি ( পারণম্  
অপেক্ষ্য ) দ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তাদ্বাবশিষ্টায়াং ( মুহূর্ত্তা-  
র্দ্বেন অবশিষ্টায়াং সত্যং ) ধর্ম্যজঃ ( ধর্ম্যবিৎ সঃ  
রাজা ) ধর্ম্যসঙ্কটে দ্বিজৈঃ ( সহ ) চিন্তয়ামাস ( বিচার-  
য়ামাস ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অব-  
শিষ্ট, তন্মধ্যে পারণ করিতে হইবে । ( কেননা  
দ্বাদশীতে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হয় ) । এই-  
রূপ ধর্ম্যসঙ্কটে পড়িয়া ধর্ম্যজরাজা অম্বরীষ দ্বিজগণ  
সহ বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে ।

যৎকৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্ম্যো বা ন মাং প্পৃশেৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্তসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্ ।

আহরন্তক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতঞ্চ তৎ ॥ ৪০ ॥

অব্ধয়ঃ—যৎ ( যস্মাৎ ) ব্রাহ্মণাতিক্রমে ( ব্রাহ্মণ-  
লঙ্ঘনে ) দোষঃ ( অধর্ম্যঃ ) দ্বাদশ্যাম্ অপারণে ( অপি  
ব্রতবৈগুণ্যাদোষঃ ততঃ ) যৎ কৃত্বা ( যস্মিন্ কৃতে )  
মে ( মম ) সাধু ( শ্রেয়ঃ ) ( ভবেৎ ) অধর্ম্যঃ বা মাং  
ন প্পৃশেৎ ( ইতি দ্বিজৈঃ সহ বিচার্য নিশ্চিনোতি )



অথ কেবলেন অন্তসা ( জলেন ) ব্রতপারণং করিষ্যে  
বিপ্রাঃ হি তৎ অব্ভক্ষণং ( জলপানম্ ) অশিতং  
( ভক্ষণং ) ন অশিতং চ ( অভক্ষণং ) আহঃ ( কথ-  
য়ন্তি ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণলঙ্ঘনে অপরাধ, আবার দ্বাদ-  
শীতে পারণ না করিলে ব্রতবৈশুণ্য দোষ হয়, অতএব  
“যাহাতে মঙ্গল হয়, অথচ অধর্ম স্পর্শ করিতে না  
পারে” তৎসম্বন্ধে দ্বিজগণসহ বিচার করিয়া রাজা  
স্থির করিলেন—“এখন আমি কেবলমাত্র জল পান  
করিয়া ব্রত সমাপন করিব; যেহেতু বিপ্রগণ জল-  
পানকে ভক্ষণ অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন ॥ ৩৯-  
৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদৃশমাৎ ব্রাহ্মণাতিক্রমে দ্বাদশ্যাম-  
পারণে চ দোষঃ তস্মাদত্র ধর্মসঙ্কটে যৎ কৃত্তেত্যাদি  
ভূয়াৎ ভবেৎ । ততশ্চ বিপ্রাংস্তৃক্ষীং স্থিতান্ সমাধা-  
তুমশরুবতোহভিলক্ষ্য স্বয়মেব বিচার্য্য সনিশ্চয়মাহ  
অন্তেষেতি হে বিপ্রা তৎ অশিতমিতি দ্বাদশ্যা অনতি-  
ক্রমঃ নাশিতমিতি ব্রাহ্মণস্যাপ্যনতিক্রম ইতি । অত্র  
শ্রুতিশ্চ—অপোহস্নাতি তন্নৈবাসিতং নৈবানশিতমিতি  
॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যৎ’—যেহেতু ব্রাহ্মণকে  
লঙ্ঘন ( অর্থাৎ অতিথি নিমন্ত্রিত দুর্বাসাকে ভোজন  
না করাইয়া স্বয়ং ভোজন ) করিলে যেরূপ একদিকে  
দোষ হয়, অপর দিকে দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও  
সেরূপ ব্রতবৈশুণ্য দোষ হয় । অতএব এই ধর্ম-  
সঙ্কটে, ‘যৎ কৃত্তা’—যাহা করিলে আমার কল্যাণ  
হয় অথচ অধর্মও স্পর্শ না করে, তাহা আপনারা  
বলুন । তারপর ব্রাহ্মণগণকে নিস্তব্ধ অর্থাৎ সমা-  
ধান করিতে অসমর্থ দেখিয়া নিজেই বিচার-পূর্বক  
নিশ্চয়ের সহিত বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণগণ ! আপ-  
নাদের অনুমতি হইলে কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ জল  
দ্বারাই পারণ করি, ‘তৎ অশিতং’—সেই জলপানের  
দ্বারা দ্বাদশীর অতিক্রমও করা হইল না, আবার  
অভক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণের মর্যাদাও লঙ্ঘন করা  
হইল না । এই বিষয়ে শ্রুতিতেও উক্ত আছে—  
‘জলপান ভোজন ও অভোজন দুই-এর তুল্য’ ॥ ৩৯-  
৪০ ॥

ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজমিষিচিন্তয়ন্মনসাদ্যত্যম্ ।

প্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সং ॥ ৪১ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) কুরুশ্রেষ্ঠ ! ( হে পরীক্ষিত ! )  
সং রাজমিঃ ইতি ( এবং ক্রমেণ ) মনসা অদ্যত্যং  
চিন্তয়ন্ অপঃ ( জলং ) প্রাশ্য ( ভক্ষয়িত্বা ) দ্বিজাগম-  
নং ( দ্বিজস্য দুর্বাসসঃ আগমনম্ এব প্রত্যচষ্ট  
( প্রত্যেক্ষত ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ ! রাজমি অম্বরীষ  
এই প্রকার বিচারপূর্বক অদ্যত্যকে মনে মনে চিন্তা  
করিতে করিতে জলপান করিয়া ব্রাহ্মণ দুর্বাসার  
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যচষ্ট প্রত্যেক্ষত ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রত্যচষ্ট’—তিনি ব্রাহ্মণ  
দুর্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

দুর্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ ।

রাজাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া ॥ ৪২ ॥

অম্বয়ঃ—কৃতাবশ্যকঃ ( কৃতমাধ্যাহ্নিককর্তব্যঃ )  
দুর্বাসাঃ যমুনাকূলাৎ আগতঃ রাজা অভিনন্দিতঃ  
( সন্ ) ধিয়া ( বুধ্যা ) তস্য ( রাজঃ ) চেষ্টিতং  
( জলপানরূপং কর্ম ) বুবুধে ( জ্ঞাতবান্ ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপ্ত করিয়া  
দুর্বাসা যমুনা হইতে প্রত্যাগত হইলে রাজা তাঁহার  
পূজা করিলেন । দুর্বাসা বুদ্ধিযোগবলে রাজার  
আচরণ জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

মন্যুনা প্রচলদগাত্রৈককুটীলাননঃ ।

বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাজলিমভাষত ॥ ৪৩ ॥

অম্বয়ঃ—মন্যুনা ( ক্রোধেন ) প্রচলদগাত্রঃ  
( কম্পিতকায়ঃ ) এককুটীলাননঃ ( এককুটীল্যং কুটি-  
লম্ আননং মুখং यस্য সং ) সুতরাং বুভুক্ষিতঃ চ  
( ক্ষুধিতঃ চ সং ) কৃতাজলিম্ ( যুক্তাজলিম্ অম্বরীষম্ )  
অভাষত ( উক্তবান্ ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ক্রোধে দুর্বাসার অঙ্গ কম্পিত হইতে  
লাগিল, তাঁহার মুখ এককুটি দ্বারা কুটিলভাবে ধারণ  
করিল । সুতরাং ভোজনেচ্ছু হইয়াও দুর্বাসা



কৃতাজলিসহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে  
বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্মত্তস্য পশ্যত ।

ধর্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যোশমানিনঃ ॥ ৪৪ ॥

অবয়বঃ—অহো নৃশংসস্য (ক্রুরস্য) শ্রিয়া  
(সম্পদা) উন্নতস্য ঈশমানিনঃ (স্বমেব ঈশ্বরং  
মন্বানস্য) বিষ্ণোঃ অভক্তস্য অস্য (রাজঃ) ধর্ম-  
ব্যতিক্রমং (ধর্মলঙ্ঘনং) পশ্যত (অবলোকয়ত) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অহো! ক্রুর-প্রকৃতি-ধনমদে মত্ত,  
ঐশ্বর্য্যাভিমानी বিষ্ণুর অভক্ত ইহার ধর্মলঙ্ঘন-  
চেষ্টা অবলোকন কর ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুর্থশ্চ নৃভিঃ সর্বলোকৈঃ শংসঃ  
স্তুতির্বস্য। শ্রিয়াপি উন্নতস্য মত্তং মদন্তুস্মাদুত্তীর্ণস্য  
ন বিদ্যতে ভক্তো যস্মাতস্য ঈশে শ্বেষটদেবে মানিনঃ  
দ্বাদশ্যনতিক্রমাদাদরবতঃ। ঈশৈরিন্দ্রাদৌরপি মাননী-  
য়স্যোতি বা ধর্মস্য ব্যতিক্রমং বিন্ধ্যর্থো অনতিক্রমং  
পশ্যত ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্কাসা অম্বরীষ মহারাজের  
প্রতি কটুক্তি করিলেও সরস্বতী-পক্ষে বাস্তবার্থ এই-  
রূপ—‘নৃশংস’ বলিতে সর্ব লোকের দ্বারা যিনি  
প্রশংসনীয়। ‘শ্রিয়োন্মত্ত’—বলিতে ঐশ্বর্য্যের দ্বারা  
যে মত্ততা, তাহা হইতে যিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন।  
‘অভক্ত’—বলিতে যাহা হইতে আর ভক্ত নাই, অর্থাৎ  
তিনি ভক্তশ্রেষ্ট। ‘ঈশমানী’—বলিতে নিজ ইষ্টদেবে  
দ্বাদশীর অনতিক্রমরূপ আদর যাহার, অথবা—  
ইন্দ্রাদি দেবগণের দ্বারা যিনি মাননীয়। ‘ধর্ম-  
ব্যতিক্রম’—এখানে ‘বি’-শব্দ নঞার্থে, অর্থাৎ ধর্মের  
অনতিক্রম দর্শন কর ॥ ৪৪ ॥

যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্য চ ।

অদভ্রা ভুক্তবাস্তস্য সদাস্তে দর্শয়ে ফলম্ ॥ ৪৫ ॥

অবয়বঃ—যঃ আয়াতম্ (আগতম্) অতিথিং  
মাম্ আতিথ্যেন (আতিথ্যবিধিনা) নিমন্ত্য (ভোজ-  
নার্থং প্রার্থয়িত্বা) চ অদভ্রা (ভোজ্যম্ অদভ্রা স্বয়ং)

ভুক্তবান্ তস্য তে (তব) ফলং (দুর্কর্মফলং) সদ্যঃ  
(অধুনা এব) দর্শয়ে (প্রদর্শয়ামি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তুমি গৃহাগত অতিথিকে আতিথ্য-  
বিধি-অনুসারে নিমন্ত্রণপূর্বক ভোজন না করাইয়াই  
স্বয়ং ভোজন করিয়াছ, তোমার দুর্কর্মের ফল এখনই  
প্রদর্শন করাইতেছি ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতীতি অদঃ পচাদ্যচ্ অদভ্রেন ভুক্ত-  
বভূনাপি ন ভুক্তবান্ অস্য দ্বাদশী-ব্রাহ্মণয়োঃ নতি-  
ক্রমস্য ফলং মদমোঘজটানলস্য বৈয়র্থ্যং। মহাতে-  
জীয়াসোহপি মম চক্রানলদহ্যমানস্ত্বং হৃদন্যতঃ কুতো-  
হপ্যানিস্তারং ব্রহ্মণ্যো নপি ভগবতা ব্রহ্মবাদিনোহপি মম  
তিরস্কারাদিকং দর্শয়ামি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদভ্রা’—যাহা ভোজন করা  
হয়, ‘অদ’, পচাদিগণে অহ্ প্রত্যয়, ‘অদভ্রেন’—  
ভোজন করিলেও যাহা ভোজন করা হয় না। দ্বাদশী  
ও ব্রাহ্মণের অনতিক্রমের ফল—আমার (দুর্কাসার)  
অমোঘ জটানলের ব্যর্থতা, আমি মহাতেজস্বী হইলেও  
আমার চক্রানলের দহ্যমানত্ব, তুমি (অম্বরীষ)  
ব্যতীত অন্য কোথা হইতেও অনিক্ষুতি, ভগবান্  
ব্রহ্মণ্য হইলেও ব্রহ্মবাদী আমার তৎকর্তৃক তিরস্কা-  
রাদি (ফল) ‘দর্শয়ে’—দেখাইতেছি ॥ ৪৫ ॥

এবং শ্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষপ্রদীপিতঃ ।

তয়া স নির্ম্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্ ॥ ৪৬ ॥

অবয়বঃ—এবং শ্রুবাণঃ (বদন্) রোষপ্রদীপিতঃ  
(ক্রোধজ্বলিতঃ) সঃ (দুর্কাসাঃ) জটাং (স্বস্য  
জটাম্) উৎকৃত্য (সংছিদ্য) তয়া (জটয়া) তস্মৈ  
(অম্বরীষায়) কালানলোপমাং (কালানলতুল্যাং)  
কৃত্যাং নির্ম্মমে (নিশ্চিতবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্কাসার মুখ  
ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় মস্তক  
হইতে জটা ছিন্ন করিয়া তদ্বারা অম্বরীষের নিমিত্ত  
কালান্নিতুল্যা এক কৃত্যা (দেবতা) নির্মাণ করিলেন  
॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মৈ তং হস্তং ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্মৈ’—তাঁহাকে বিনাশ

করিবার নিমিত্ত এক কৃত্য ( মারণাশ্রিতা দেবতা )  
সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৬ ॥

— — —

তামাপতন্তীং জলতীমসিহস্তাং পদা ভুবম্ ।

বেপয়ন্তীং সমুদ্রীক্ষ্য ন চচাল পদাম্ পঃ ॥ ৪৭ ॥

অশ্বয়ঃ—নৃপঃ ( অম্বরীষঃ ) জলতীম্ অসিহস্তাং  
পদা ভুবং বেপয়ন্তীং ( কম্পয়ন্তীং ) তাং ( কৃত্যাম্ )  
আপতন্তীং ( স্বাভিমুখমাগচ্ছন্তীং ) সমুদ্রীক্ষ্য  
( দৃষ্টাপি ) পদাৎ ( স্বস্থানাৎ ) ন চচাল ( ন চলিত-  
বান্ ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—ঐ জলন্তকৃত্য হস্তে অসি লইয়া পদ-  
দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তদভিমুখে  
আগমন করিতেছে দেখিয়াও মহারাজ অম্বরীষ স্বস্থান  
হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—পদাম চচালেতি ব্রহ্মতেজসঃ প্রতিকর্তৃ-  
মনহর্ষং সর্বথা সহনহর্ষঞ্চ বিভাব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পদাৎ ন চচাল’—ব্রহ্ম-  
তেজের প্রতিকার অসম্ভব এবং সর্বপ্রকারে সহ্যেরও  
অযোগ্য, এরূপ বিবেচনা করতঃ নিজের স্থান হইতে  
কিঞ্চিন্ন্যত্র বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৭ ॥

— — —

প্রাগ্দিষ্টং ভূত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা ।

দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ব্রুঙ্কাহিমিব পাবকঃ ॥ ৪৮ ॥

অশ্বয়ঃ—মহাত্মনা পুরুষেণ ( পুরুষোত্তমেন  
শ্রীহরিণা ) ভূত্যরক্ষায়াং ( সেবকরক্ষার্থং ) প্রাগ্  
দিষ্টং ( পূর্বনির্দিষ্টং ) চক্রং পাবকঃ ( দাবাগ্নিঃ )  
ব্রুঙ্কাহিম্ ইব ( যথা ব্রুঙ্কম্ অহিং সর্পং দহতি তথা )  
তাং কৃত্যাং দদাহ ( ভস্মীচকার ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—দাবাগ্নি যেরূপ ব্রুঙ্ক সর্পকে দহ করে,  
ভক্তরক্ষার নিমিত্ত পূর্ব হইতেই শ্রীহরির আদেশপ্রাপ্ত  
সুদর্শনচক্রও তদ্রূপ সেই কৃত্যাকে দহ করিয়া  
ফেলিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রং কর্তৃ কৃত্যাং দদাহ । ননু কিং  
রাক্ষাস স্বরক্ষার্থং নিবেদিতং সদদাহ ? নহি নহি প্রাক্  
অম্বরীষস্য ভজনপ্রারম্ভদশামারভ্যেব কাপি স্বাপকারি-  
লোকেহপ্যনপকরণস্বভাবে তস্যালক্ষ্য পুরুষেণ ভক্ত-

বৎসলেনৈব ভগবতা দিষ্টং হে চক্রং যদাস্য প্রাণসঙ্কট-  
মাপত্তি তদা ত্বমেব স্বয়মেবাস্যাডিহস্তারং জহীত্যা-  
দিষ্টং, পাবকো দাবাগ্নিঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চক্রং’—কর্তা, অর্থাৎ চক্রই  
সেই কৃত্যাকে ভস্মীভূত করিয়াছিল । যদি বলেন  
—মহারাজ কর্তৃক নিজরক্ষার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া  
কি দহ করিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—না, না,  
পূর্ব অম্বরীষ মহারাজের ভজনের প্রারম্ভকাল  
হইতেই, নিজের প্রতি অন্যায় আচরণকারী জনেও  
যিনি অপকার করেন না, তাঁহার এই স্বভাব দেখিয়া  
ভক্তবৎসল শ্রীভগবানই আদেশ দিয়াছিলেন—হে  
চক্র ! যখন এই অম্বরীষ মহারাজের প্রাণ-সঙ্কট  
উপস্থিত হইবে, তখন তুমি নিজেই ইহার অভিহস্তাকে  
বিনাশ করিবে । ‘পাবকঃ’—দাবানল যেমন ব্রুঙ্ক  
সর্পকে বিনাশ করে ॥ ৪৮ ॥

— — —

তদভিভবদুদ্রীক্ষ্য স্বপ্রয়াসঞ্চ নিষ্ফলম্ ।

দুর্ব্বাসা দুদ্রবে ভীতো দিঙ্কু প্রাণপরীপ্সয়া ॥ ৪৯ ॥

অশ্বয়ঃ—দুর্ব্বাসাঃ স্বপ্রয়াসং নিষ্ফলং তদভিভ-  
বং ( তস্য চক্রস্য অভিমুখং স্বমপি দহং দ্রবং ) চ  
উদ্রীক্ষ্য ( দৃষ্টা ) ভীতঃ ( সন্ ) প্রাণপরীপ্সয়া  
( প্রাণরক্ষার্থম্ ইত্যর্থঃ ) দিঙ্কু ( সর্বাসু দিঙ্কু )  
দুদ্রবে ( ধাবিতবান্ ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা দেখিলেন, তাঁহার নিজপ্রয়াস  
বিফল হইল, পরন্তু ঐ চক্র তাঁহারই অভিমুখে দ্রুত  
আগমন করিতেছে, তখন তিনি ভীত হইয়া প্রাণ-  
রক্ষার নিমিত্ত চতুর্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন  
॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্চক্রং কৃত্যাং দহ্যপি অভি অভি-  
মুখং স্বমপি দহং দ্রবং ধাবৎ বীক্ষ্য ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদ্ অভিভবং’—সেই সুদর্শন  
চক্র কৃত্যাকে দহ করিয়া ও তাঁহাকেও দহ্য করিতে  
নিজের অভিমুখে আসিতেছে লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বাসা  
প্রাণরক্ষার আশায় ভয়ে চারিদিকে ধাবিত হইতে  
লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

— — —

তম্ৰধাবন্তগবদ্রথাজং

দাবাগ্নিরুজ্জ্বলিতশিখো যথাহিম্ ।

তথানুযজ্ঞং মুনীকৃমাণো

গুহাং বিবিক্লুঃ প্রসসার মেরোঃ ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ—উজ্জ্বলিতশিখা ( প্রজ্জ্বলিতশিখাবিশিষ্টঃ )  
দাবাগ্নিঃ ( দাবানলঃ ) অহিং যথা ( সর্পম্ অনুধাবতি  
তথা ) ভগবদ্রথাজং ( ভগবতঃ চক্রম্ ) তং ( দুর্কাস-  
সম্ ) অম্বধাবৎ ( অনুধাবিতবান্ ) মুনীঃ ( দুর্কাসাঃ )  
তথা অনুযজ্ঞং ( পৃষ্ঠতঃ সংযজ্ঞং সংলগ্নমিব তং  
চক্রম্ ) ঈক্ষমাণঃ ( পশ্যন্ ) মেরোঃ ( সুমেরুপর্ব-  
তস্য ) গুহাং বিবিক্লুঃ ( গুহাপ্রবেশ-কামঃ সন্ )  
প্রসসার ( অধাবৎ ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—প্রজ্জ্বলিত শিখায়ুক্ত দাবাগ্নি মেরুপ  
সর্পের অনুধাবন করে, ভগবচ্চক্রও তদ্রূপ দুর্কাসার  
অনুসরণ করিলেন। দুর্কাসা স্বীয় পৃষ্ঠদেশে সং-  
লগ্নের ন্যায় চক্রকে দেখিয়া সুমেরুগহবরে প্রবেশ  
করিবার ইচ্ছায় বেগে ধাবমান হইলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—অনুযজ্ঞং পৃষ্ঠতঃ সংলগ্নমিবত্যর্থঃ  
॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অনুযজ্ঞং’—পৃষ্ঠদেশে সং-  
লগ্নের ন্যায় চক্রকে দেখিয়া ( দুর্কাসা পলায়ন  
করিতে লাগিলেন ) ॥ ৫০ ॥

দিশো নভঃ স্ফাং বিবরান্ সমুদ্রান্

লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ ।

যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র

সুদর্শনং দৃশ্বপ্রসহং দদর্শ ॥ ৫১ ॥

অর্থঃ—সঃ ( দুর্কাসাঃ ) দিশঃ ( সর্বং  
দিগ্‌মণ্ডলং ) নভঃ ( আকাশং ) স্ফাং ( ভূমিঃ ) বিবরান্  
( গর্ভান্ ) সমুদ্রান্ সপালান্ ( পালকৈঃ সহিতান্ )  
লোকান্ ( ভুবনানি ) ত্রিদিবং ( স্বর্গং ) গতঃ ( আত্ম-  
রক্ষণকামনয়া সর্বত্র জগাম পরন্তু ) যতঃ যতঃ ( যত্র  
যত্র ) ধাবতি ( গচ্ছতি ) তে তত্র দৃশ্বপ্রসহং ( দুঃসহ-  
প্রভাবশালি ) সুদর্শনং ( বিষ্ণুচক্রং ) দদর্শ ( দৃষ্ট-  
বান্ ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—দুর্কাসা আত্মরক্ষার্থ দিগ্‌মণ্ডল, আকাশ,

পৃথিবী, গুহা, সমুদ্র, লোকপালদিগের লোক, ত্রিভুবন  
এবং স্বর্গে গমন করিলেন, কিন্তু যেখানেই গমন  
করেন, সেই স্থানেই দুঃসহ-তেজোময় সুদর্শনচক্র  
দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

অলম্বনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ

সংব্রন্তচিন্তোহরণমেঘমাণঃ ।

দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্বিধাত-

ম্ভাহ্যায়োনেহজিততেজসো মাম্ ॥ ৫২ ॥

অর্থঃ—সংব্রন্তচিত্তঃ ( ভীতচিত্তঃ ) অরণম্ এম-  
মাণঃ ( শরণম্ অন্বিষ্যন্ ) সঃ ( দুর্কাসাঃ ) যদা  
( যস্মিন্ কালে ) কুতশ্চিৎ ( কুত্রাপি ) অলম্বনাথঃ  
( অলম্বঃ অপ্রাপ্তঃ নাথঃ রক্ষকঃ যেন তাদৃশঃ বভূব  
তদা হে ) আত্মায়োনে । বিধাত । ( হে ব্রহ্মন্ ! )  
অজিততেজসঃ ( হরেঃ চক্রাৎ ) মাং ব্রাহি ( রক্ষ  
ইত্যুক্ত্য ) দেবং বিরিঞ্চং ( ব্রহ্মাণং ) সমগাৎ ( প্রাপ্তঃ )  
॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ভীতচিত্ত দুর্কাসা নিজ আশ্রয় অন্বে-  
ষণ করিতে করিতে, যখন কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন  
না, তখন ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া বলিলেন, হে  
বিধাতঃ ! হে ব্রহ্মন্ ! দুঃসহ তেজোময় ভগবচ্চক্র  
হইতে আমাকে পরিগ্রহ করুন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অরণং শরণং এমমাণঃ অন্বিষ্যন্ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অরণং’—আশ্রয়স্থান অন্বে-  
ষণ করিতে করিতে ( ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হই-  
লেন । ) ॥ ৫২ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ

ক্লীড়াবসানে দ্বিপার্ব্বসংজ্ঞে ।

ক্রতজমাক্ষেণ হি সংদিধকোঃ

কালান্মনো যস্য তিরোহভবিষ্যৎ ॥ ৫৩ ॥

অহং ভবো দক্ষভূতপ্রধানাঃ

প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ ।

সর্বৈ বহ্নয়ঃ যম্মিন্নমং প্রপম্বা

মুর্দ্ধাপিতং লোকহিতং বহামঃ ॥ ৫৪ ॥

**অবয়বঃ**—শ্রীব্রহ্মা উবাচ । ক্রীড়াবসানে (ক্রীড়ায়্যাঃ অবসানে ) দ্বিপদাঙ্গসংজ্ঞে ( দ্বিপদাঙ্গানাংক-কালে, প্রলয়কালে ইত্যর্থঃ ) সহবিশ্বং (বিশ্বসহিতং) মদীয়ম্ এতৎ স্থানং সন্নিধিক্ষাঃ ( সম্যক্ দক্ষুং বিনাশয়িতুম্ ইচ্ছাঃ ) কালান্বনঃ ( কালরূপিণঃ ) যস্য ( বিক্ষেপঃ ) দ্রুতমাত্রেন হি ( দ্রুতমাত্রেনৈব ) তিরোভবিষ্যৎ ( তিরোভবিষ্যতি অপি চ ) অহং ( ব্রহ্মা ) ভবঃ ( শিবঃ ) দক্ষভূতপ্রধানাঃ ( দক্ষভূত-প্রভৃতয়ঃ ) প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশমুখ্যাঃ ( প্রজাপতি-ভূতাদিপতি-সুরপতিশ্রেষ্ঠাঃ এতে ) বয়ং সৰ্ব্বে যন্নিয়মং ( যস্য বিক্ষেপঃ নিয়মং ) প্রপন্নাঃ ( প্রাপ্তাঃ সন্তঃ ) লোকহিতং ( যথা ভবতি তথা ) অপিতং ( যস্মিন্ নিদ্রিষ্টং তং নিয়মং ) মুর্ছা ( অবনতমস্তকে ) বহামঃ ( ধারণামঃ পালয়ামঃ, অতঃ তদুত্তরদ্রোহিণং হ্রাং রক্ষিতুং ন সমর্থোহহমিতি শেষঃ ) ॥ ৫৩-৫৪ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—দ্বিপদাঙ্গ কালে ক্রীড়াবসানে যে কালরূপী বিষ্ণুর ইচ্ছায় দ্রুতগামীমাত্রে এই বিশ্বের সহিত মদীয় লোক তিরোহিত হইবে—আমি, শিব, দক্ষ, ভূতপ্রমুখ ঋষিরন্দ্র, প্রজাপতি, ভূতনাথ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলেই অধীন হইয়া যাহার লোকহিতকর আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিতেছি, সেই বিষ্ণুর ভক্তদ্রোহী আপনাকে রক্ষা করিতে আমি সমর্থ নহি ॥ ৫৩-৫৪ ॥

**বিশ্বনাথ**—দ্বিপদাঙ্গসংজ্ঞে কালে যস্য কালান্বনঃ কালরূপং যৎ স্বরূপং তস্মাৎ । প্রপন্না বয়ং লোকহিতং যথা স্যাত্তথা যদাজ্ঞাং বহামঃ । অতন্তদুত্তরদ্রোহিণং হ্রাং রক্ষিতুং ন সমর্থোহহমিতি শেষঃ । যত্তদোদিত্যসম্বন্ধাৎ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘দ্বিপদাঙ্গ-সংজ্ঞে’—দুই পদাঙ্গ সংবৎসর কাল পরে, ‘যস্য কালান্বনঃ’—কালস্বরূপ যে বিষ্ণুর ( দ্রুতগামীমাত্রের সহিত আমার এই ব্রহ্মলোক অন্তর্হিত হইবে ) । ‘প্রপন্নাঃ’—আমার লোকসমুদয়ের হিত ঘাহাতে হয়, সেইরূপে যাহার আজ্ঞা মস্তকে বহন করিতেছি । অতএব তাঁহার ভক্তের প্রতি দ্রোহকারী তোমাকে রক্ষা করিতে আমি সমর্থ নহি—এই ভাব । এখানে যদ্ ও তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

প্রত্যাখ্যাতো বিরিক্ষেণ বিষ্ণুচক্রেণাপতাপিতঃ ।

দুর্ব্বাসাঃ শরণং যাতঃ শৰ্ব্বং কৈলাসবাসিনম্ ॥ ৫৫ ॥

**অবয়বঃ**—( অথ ) বিষ্ণুচক্রেণাপতাপিতঃ বিরিক্ষেণ ( ব্রহ্মণা ) প্রত্যাখ্যাতঃ দুর্ব্বাসাঃ কৈলাস-বাসিনং শৰ্ব্বং ( শিবং ) শরণং যাতঃ ( গতবান্ ) ॥ ৫৫ ॥

**অনুবাদ**—বিরিক্ষি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণু-চক্রে তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

**শ্রীশঙ্কর উবাচ**—

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূমি

যস্মিন্ পরেহন্যোহ্যজজীবকোশাঃ ।

ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ

সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ ॥ ৫৬ ॥

**অবয়বঃ**—শ্রীশঙ্করঃ উবাচ । ( হে ) তাত । ( হে বৎস ! ) যস্মিন্ পরে ( পরমেশ্বরে ) অজ-জীবকোশাঃ ( অজাঃ ব্রহ্মাণঃ ত এব জীবাঃ তেষাং কোশা উপাধিভূতা ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহাঃ ) হীদৃশাঃ ( দৃশ্য-মানব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণাঃ ) অন্যে ( অপরে ) অপি সহস্রশঃ ( বহুসহস্রসংখ্যকাঃ ) কালে ( যথাকালং ) ভবন্তি ( জায়ন্তে ) ন ভবন্তি ( নশ্যন্তি চ ) যত্র ( যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু ) ( লোকেশাভিমানিনঃ ) বয়ং ভ্রমামঃ ( ভ্রান্তাঃ অতঃ ) বয়ং ( তস্মিন্ ) ভূমি ( মহতি শ্রীহরৌ ) ন প্রভবামঃ ( ন সমর্থ্যঃ ) ॥ ৫৬ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে বৎস ! যে পরমেশ্বরে ব্রহ্মাদি অনন্ত জীবের উপাধিভূষিত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডসদৃশ অন্যান্য সহস্র সহস্র বস্তু কালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির প্রতি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে লোকপাল-অভিமானি ভ্রান্ত আমরা কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি ॥ ৫৬ ॥

**বিশ্বনাথ**—যস্মিন্ পরমেশ্বরে অজা ব্রহ্মাণ এব জীবাস্তেষাং কোশা উপাধিভূতাঃ ব্রহ্মাণ্ডানি অন্যোহপি ভবন্তি জায়ন্তে নশ্যন্তি চ, যত্র যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু লোকেশাভিমানিনো বয়ং ভ্রমামঃ ॥ ৫৬ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘যস্মিন্ পরে’—যে পরমে-  
শ্বরের মধ্যে জীবরূপী ব্রহ্মার উপাধিস্বরূপ অসংখ্য

ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ যথা কালে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, 'যত্র'  
—যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে আমরা লোকপালকত্বের অভি-  
মানী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি ( সেই ভূমা পুরুষ  
পরমেশ্বরের উপর আমাদের কোনরূপ প্রভুত্ব নাই । )  
॥ ৫৬ ॥

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ ।  
কপিলোহপান্তরতমো দেবলো ধর্ম আসুরিঃ ॥ ৫৭ ॥  
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ ।  
বিদাম ন বয়ং সর্বৈ যন্মায়াং মায়াব্রতাঃ ॥ ৫৮ ॥  
তস্য বিশ্বেশ্বরস্যোদং শস্ত্রং দুষ্কিষহং হি নঃ ।  
তমেবং শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদঃ—( ননু সর্বজস্য তব কুতঃ ভ্রম ইত্য-  
ব্রাহ ) অহং ( শিবঃ ) সনৎকুমারঃ চ, নারদঃ, ভগ-  
বান্ অজঃ ( ব্রহ্মা ), কপিলঃ, অপান্তরতমঃ ( ব্যাসঃ ),  
দেবলঃ, ধর্মঃ ( যমরাজঃ ), আসুরিঃ, মরীচিপ্রমুখাঃ  
( মরীচিপ্রভৃত্যন্যঃ ) অন্যে সিদ্ধেশাঃ ( সিদ্ধপ্রধানাশ্চ  
এতে ) সর্বৈ বয়ং পারদর্শনাঃ ( সর্বজ্ঞা অপি )  
মায়া ( যস্য মায়া ) আব্রতাঃ ( সন্তঃ ) যন্মায়াং  
( যস্য মায়াং ) ন বিদামঃ ( ন অবগতাঃ ) তস্য বিশ্বেশ্ব-  
রস্য ( শ্রীহরেঃ ) ইদং শস্ত্রং ( চক্রঃ ) নঃ ( অস্মাকং )  
হি ( নুনং ) দুষ্কিষহম্ ( অসহনীয়ং ততঃ ) তং  
( হরিম্ ) এব শরণং যাহি ( গচ্ছ ) হরিঃ তে ( তব )  
শং ( কল্যাণং ) বিধাস্যতি ( ব রিষ্যতি ) ॥ ৫৭-৫৯ ॥

অনুবাদ—( যদি বল আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার  
ভ্রম কোথায়, তদুত্তরে বলিতেছেন— ) আমি ( শিব ),  
সনৎকুমার, নারদ, পরমপূজ্য ব্রহ্মা, কপিল, অপান্ত-  
রতমঃ ( ব্যাস ), দেবল, যম, আসুরি, মরীচি-প্রমুখ  
ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ—আমরা  
সকলে সর্বজ্ঞ, তথাপি মায়াদ্বারা আব্রত হইয়া  
যাঁহার মায়াতে জানিতে পারি না, সেই বিশ্বেশ্বর  
শ্রীহরির এই চক্র আমাদের ও দুষ্কিষহ, সুতরাং তুমি  
শ্রীহরির সন্নিধানে গমন কর । তিনি তোমার কল্যাণ  
বিধান করিবেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সর্বজস্য তব কুতো ভ্রমস্তব্রাহ  
অহমিতি পারদর্শিনঃ সর্বজ্ঞা অপি যস্য মায়াং ন  
বিদমঃ ॥ ৫৭-৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সর্বজ্ঞ আপ-  
নার কিরূপে ভ্রম হইতে পারে ? তাহাতে বলিতেছেন  
—‘অহম্’, আমি সনৎকুমার প্রভৃতি সকলে সর্বজ্ঞ  
হইয়াও যাঁহার মায়া অবগত হইতে পারি না ॥ ৫৭-  
৫৯ ॥

ততো নিরাশো দুর্ক্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ ।  
বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদঃ—ততঃ ( শিবাৎ ) নিরাশঃ দুর্ক্বাসাঃ  
ভগবতঃ ( শ্রীহরেঃ ) বৈকুণ্ঠাখ্যং ( বৈকুণ্ঠ-নামকং )  
পদং ( স্থানং ) যযৌ ( গতবান্ ) শ্রীনিবাসঃ ( শ্রীহরিঃ )  
শ্রিয়া ( লক্ষ্ম্যা ) সহ যৎ বৈকুণ্ঠাখ্যং পদম্ ) অধ্যাস্তে  
( অধিষ্ঠিত ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর শিবের নিকটেও নিরাশ  
হইয়া দুর্ক্বাসা ভগবান্ শ্রীহরির বৈকুণ্ঠ নামক ধামে  
গমন করিলেন । তথায় শ্রীনিবাস নারায়ণ লক্ষ্মীর  
সহিত অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—নিরাশ ইতি শিব শিব মদ্রজ্ঞতেজস্বি-  
ত্বাভিমানো রসাতলং গতঃ অন্যোনাপি ব্রহ্মাদিনা  
কেনাপ্যহং ন ব্রাতঃ । মদিষ্টদেবঃ শত্ৰুমাং রক্ষি-  
ষ্যতীত্যশা আসীৎ সাপি ব্যর্থ্য বভূব । সম্প্রতি যস্য  
ভক্তেণ এতাং দুরবস্থাং প্রাপিতস্তস্যৈব বিফোঃ  
সন্নিধির্মম স্বপ্রাণরক্ষার্থং গন্তব্যো বভূব ধিত্ব লজ্জাং  
প্রাণাংশ্চেতি নিবেদ্য ধ্বনিতঃ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ততঃ নিরাশঃ’—শ্রীশঙ্করের  
নিকট হইতে নিরাশ হইয়া, হায় ! হায় ! আমার  
ব্রহ্মতেজস্বিত্ব অভিমান রসাতলে গেল, ব্রহ্মাদি কেহই  
আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না । মদীয় ইষ্টদেব  
শত্ৰু আমাকে রক্ষা করিবেন, এই আশা ছিল, তাহাও  
ব্যর্থ হইল । এক্ষণে যাঁহার ভক্তের দ্বারা আমি এই  
দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই বিষ্ণুর নিকটেই নিজ  
প্রাণরক্ষার জন্য যাইতে হইবে, ধিক্ আমার লজ্জা  
ও প্রাণকে—এরূপ নিবেদন ধ্বনিত হইল ॥ ৬০ ॥

সন্দেহমানোহজিতশস্ত্রবহিনী  
তৎপাদমুলে পতিতঃ সবেপথুঃ ।

আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো

কৃতাগসং মাবহি বিশ্বভাবন ॥ ৬১ ॥

অম্বয়ঃ—অজিতশস্ত্রবহিনা (চক্রাগ্নিনা) সন্দহ্য-  
মানঃ ( সন্তপ্যমানঃ ) সবেগথুঃ ( কম্পমানঃ ) সঃ  
দুর্বাসাঃ ) তৎপাদমূলে ( শ্রীহরিচরণতলে ) পতিতঃ  
( সন্ ) আহ ( উক্তবান্—হে ) অচ্যুত ! ( হে )  
অনন্ত ! ( হে ) সদীপ্সিত ! ( হে সাধুজনাভীষ্ট ! )  
( হে ) প্রভো ! ( হে ) বিশ্বভাবন ! ( হে বিশ্বপালক !  
কৃতাগসং ( কৃতাপরাধং ) মা ( মাম ) অবহি ( রক্ষ )  
॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—চক্রাগ্নি-দ্বারা সন্তপ্ত দুর্বাসা কম্পিত-  
কলেবরে ভগবৎপাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিতে  
লাগিলেন,—হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! হে বিশ্বপালক !  
আপনি সাধুদিগের একমাত্র অভীষ্ট ! আমি অপরাধ  
করিয়াছি । হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—মা মাং অবহি পাহি ॥ ৬১ ॥

শ্রীকার বঙ্গানুবাদ—‘মাবহি’—‘মা’ আমাকে,  
‘অবহি’—রক্ষা কর ॥ ৬১ ॥

অজানতা তে পরমানুভাবং

কৃতং মন্নাঘং ভবতঃ প্রিয়ানাম্ ।

বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-

মুচ্যেত যমান্যাদিতে নারকোহপি ॥ ৬২ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) বিধাতঃ ! ( হে পরমেশ্বর ! )  
তে ( তব ) পরমানুভাবং ( পরম-প্রভাবম্ ) অজানতা  
মন্না ভবতঃ প্রিয়ানাং ( প্রিয়ভক্তানাং বিষয়ে ) অঘং  
( পাপং ) কৃতং তস্য ( অমস্য ) অপচিতিং ( নিষ্কৃতিং )  
বিধেহি ( করু, মদভক্তদ্রোহে নিষ্কৃতিং ন পশ্যামীতি  
চেৎ তত্রাহ ) যমান্যাদি ( যস্য তব নাম্নি ) উদিতো  
( কীৰ্ত্তিতে ) নারকঃ ( নরকস্থঃ ) অপি মুচ্যেত  
( মুক্তো ভবেৎ তস্য তব কিমশক্যমিতি ভাবঃ )  
॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—হে বিধাতঃ ! আপনার পরমপ্রভাব  
না জানিয়াই আমি ভবদীয় ভক্তের প্রতি অপরাধ  
করিয়াছি, আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করুন ।  
যাঁহার নামমাত্র নরকস্থ জীব মুক্তিলাভ করিয়া  
থাকে, তাঁহার অসাধ্য কি আছে ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—অঘমপরাধঃ অপচিতিং নিষ্কৃতিং ॥ ৬২

শ্রীকার বঙ্গানুবাদ—‘অঘং’—আপনার ভক্তের  
প্রতি অপরাধ করিয়াছি, ‘তস্য অপচিতিং’—আপনি  
উহার নিষ্কৃতি বিধান করুন ॥ ৬২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অহং ভক্তপরাধীনা হ্যস্বতত্ত্ব ইব দ্বিজ ।

সাধুভিঃ স্তহাদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ । ( হে ) দ্বিজ !  
( হে মুনৈ । ) অহং ভক্তপরাধীনঃ ( যথা রুদ্রাদয়ঃ  
মদধীনাঃ ত্বাং ভ্রাতুং ন শক্ত্যাঃ, তথা অহমপি ভক্ত-  
ধীনঃ ইতি ত্বাং ভ্রাতুং ন শক্লোমীতি ভাবঃ, ননু স্বয়-  
মেব তং ভক্তধীনঃ ভবসি, নতু ভক্তৈস্ত্বং পরাধীনী-  
কর্তৃমিষ্টঃ অতঃ স্বতন্ত্রঃ এব অসি ইত্যত্রাহ )  
অস্বতত্ত্বঃ ইব ( সত্যং স্বতন্ত্রোহপি অহং স্বেচ্ছয়ৈব  
ভক্তপরতন্ত্রী ভবামীতি স্বস্বভাবস্য প্রায়ো দুস্ত্যজত্বাৎ  
ইব শব্দঃ ) সাধুভিঃ ভক্তৈঃ ( মোক্ষপর্যন্তকামনাশুন্যৈঃ  
উত্তমৈঃ ভক্তৈঃ ) স্তহাদয়ঃ ( স্তম্ভং বশীকৃতং হাদয়ং  
যস্য সঃ তাদৃশঃ, অত মম মনঃ এব নাস্তি, যত্র  
স্থিতয়া করুণয়া তব দুঃখং হরামীতি ভাবঃ অপি চ )  
ভক্তজনপ্রিয়ঃ ( ভক্তানাং জনাঃ অপি প্রিয়াঃ যস্য সঃ  
কিমুত তে ইতি কৈমুত্যাং দশিতম্ ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে দ্বিজ ! হে  
মুনৈ । আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ  
আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ  
হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং  
তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ) সুতরাং অস্বতন্ত্রের  
ন্যায় । মুক্তি পর্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার  
হাদয়কে গ্রাস করিয়াছে । ভক্তের কথা কি, ভক্তের  
পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয় ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথা মদধীনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ ব্রহ্মরুদ্রা-  
দয়স্ত্বাং ভ্রাতুং নাশক্ৰুবংস্তথৈবাহমপি পরাধীনস্ত্বাং  
ভ্রাতুং ন শক্লোমীত্যাং অহমিতি । ননু ত্বং স্বয়মেব ভক্ত-  
পরাধীনীভবসি নতু ভক্তৈস্ত্বং পরাধীনীকর্তৃমিষ্টোহ-  
তস্ত্বং স্বতন্ত্র এবাসি । সত্যং স্বতন্ত্রোহপ্যহং স্বেচ্ছয়ৈব  
ভক্তপরতন্ত্রী ভবামীতি, স্ব স্বভাবস্য প্রায়ো দুস্ত্যজত্বাদিব  
শব্দঃ । এতাদৃশমদুঃখদর্শনেহপি তব করুণা

নোদয়তে ইতি চেৎ সত্যং, করুণা খলু যস্য ধর্মস্তন্ময়  
এব মম নাস্তীত্যাহ। সাধুভির্মোক্ষপর্য্যন্ত-কামনা-  
শূন্যত্বাদুত্তমৈভুক্তৈঃ স্তমাশ্রয়শীকৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ।  
দিংসিতং মোক্ষাদিকং তেষামরোচকত্বাদযোগ্যমালক্ষ্য  
ময়া স্বহৃদয়মেব বলাদ্ভং তৈরপি তদুৎসাহীত্বা স্বহৃ-  
দয়েনৈকীকৃত্য সাদরং স্থাপিতমিতি ধ্বনিঃ। অতএব  
তেষামনুকম্প্যে এব মমানুকম্পেতি ভক্তরূপানুগামিনী  
ভগবৎরূপেতি সর্বলোকপ্রসিদ্ধিস্তয়া ভ্রান্ত এবত্যে-  
নুধ্বনিঃ। ভক্তানাং জনা অপি প্রিয়া যস্য কিমূত তে  
ইতি হে দ্বিজ বিপ্রবটো ইদমপি ন কিমপি পরামুশ-  
সীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ আমার অধীন বলিয়া  
অস্বতন্ত্রহেতু ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি তোমাকে রক্ষা করিতে  
পারেন নাই, তদ্রূপ আমিও পরাধীন, তোমাকে রক্ষা  
করিতে সমর্থ নহি—ইহা বলিতেছেন, ‘অহম্’  
ইত্যাদি। যদি বলেন—তুমি নিজেই ভক্তের অধীন  
হইয়াছ, কিন্তু ভক্তগণ তোমাকে অধীন করিতে  
অভিলাষ করেন নাই, অতএব তুমি স্বতন্ত্রই। ইহার  
উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, হ্যাঁ, স্বতন্ত্র হইয়াও আমি  
স্বৈচ্ছাবশতঃই ভক্তের অধীন হইয়া থাকি, কারণ  
নিজ নিজ স্বভাব প্রায়শঃই দুষ্ট্যজ, ইহা জানাইবার  
জন্য ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগ (অর্থাৎ অস্বতন্ত্রের ন্যায়)।  
যদি বলেন—এইরূপ আমার দুঃখ দর্শন করিয়াও  
কি তোমার করুণার উদয় হইতেছে না? ইহার  
উত্তরে—হ্যাঁ, করুণা যাহার ধর্ম, সেই মনই আমার  
নাই, ইহা বলিতেছেন—‘সাধুভিঃ প্রস্তুতদয়ঃ’, মোক্ষ  
পর্য্যন্ত বাসনামূল্য বলিয়া উত্তম ভক্তগণ কর্তৃক প্রস্তু  
বলিতে আশ্রয়শীকৃত হৃদয় যাহার, অর্থাৎ সাধু ভক্ত-  
গণ আমার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে।  
মোক্ষাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও, তাহা তাঁহাদের  
অরুচিকরহেতু অযোগ্য বিবেচনা করিয়া আমি নিজ  
হৃদয়কেই বলপূর্ব্বক প্রদান করাম, তাঁহারাও তাহা  
গ্রহণপূর্ব্বক নিজ হৃদয়ের সহিত একাকার (মিলিত)  
করিয়া সাদরে স্থাপন করিয়াছে—ইহা ধ্বনিত  
হইতেছে। অতএব তাঁহাদের অনুকম্পাতেই আমার  
অনুকম্পা, অর্থাৎ ভক্তের রূপার অনুগামিনী প্রীত-  
বানের অনুকম্পা—এই সর্বজন প্রসিদ্ধ তত্ত্ব তুমি  
অবগত আছ, এইরূপ অনুধ্বনি। ‘ভক্ত-জন-প্রিয়ঃ’

—ভক্তের কথা অধিক কি, তাঁহাদের পালিত জন-  
সমূহও আমার প্রিয়। ‘হে দ্বিজ!’ হে ব্রাহ্মণ-  
কুমার! ইহাও কি তুমি বিবেচনা করিতেছ না—  
এই ভাব ॥ ৬৩ ॥

নাহমাত্মানমাশাসে মত্ত্তৈঃ সাধুভির্বিনা।

প্রিয়ত্বাত্যক্তিকীং ব্রহ্মন্ যেমাং গতিরহং পরা ॥ ৬৪ ॥

অবয়বঃ—(হে) ব্রহ্মন্! (হে মূনে!) যেমাং  
(সাধুনাং ভক্তানাম্) অহম্ (এব) পরা (কেবলা)  
গতিঃ (আশ্রয়ঃ তৈঃ) সাধুভিঃ মত্ত্তৈঃ বিনা  
অহম্ আত্মানং (স্বরূপভূতানন্দং) আত্মিকীং  
(নিত্যাং) প্রিয়ং চ (ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পত্তিমপি) ন আশাসে  
(ন স্পৃহয়ামি) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর! যাহাদের আমিই  
একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ-ব্যতীত আমি নিজ-  
স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পত্তির অভিলাষ  
করি না। (ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হলাদিনীর  
সার ভক্ত ভগবান্কেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন,  
সুতরাং ভক্ত-ভাব ভগবত্ত্বাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন  
নহে, অতএব ভক্তই ভগবানের একমাত্র অভিলষিত)  
॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তান্তে কিয়ৎ প্রীতিবিষয়া ইতি চেৎ  
শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ নাহমিতি। যত্র আরমণাদহমাত্মারাম  
ইতি প্রসিদ্ধস্তমাত্মানমপি ভক্তৈর্বিনা নাশাসে ন কাঙ্ক্ষ  
ইতি মৎ-স্বরূপভূতানন্দাদপি মত্ত্তৈঃস্বরূপানন্দোহতি-  
স্পৃহণীয় ইতি দ্বয়োরপি চিত্রপদ্ব্যেহপি ভক্তবর্ত্তিন্যা  
ভক্তেরনুগ্রহাখ্যা-চিহ্নভিবিপাকরূপায়াঃ সর্বচিৎসার-  
ভূতত্বান্মানন্দস্বরূপস্যাপ্যানন্দকত্বাদাকর্ষকত্বাচ্চ। প্রিয়ং  
ষড়ৈশ্বর্য্যাসম্পত্তিং আত্মিকীং নিত্যমপি যৈর্বিনা  
বন্ধ্যামিব বোদ্ধীতি ভাবঃ। যেমাং ভক্তানাংহমেব  
গতিরেক উপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভক্তজন তোমার কতদূর  
প্রীতির বিষয়?’—ইহা যদি জানিতে ইচ্ছা কর,  
তাহাতে যথার্থ শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—‘নাহম্  
আত্মানম্’ ইত্যাদি। আত্মাতে রমণ করি, এইজন্য  
আমি ‘আত্মারাম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই আত্মাকেও  
আমি ভক্তগণ বিনা আকাঙ্ক্ষা করি না। অর্থাৎ

আমার স্বরূপভূত আনন্দ হইতেও আমার ভক্তস্বরূপের আনন্দ আমার নিকট অতিশয় স্পৃহণীয়, কারণ দুইটি চিত্রপ হইলেও, চিত্রভিত্তি বিপাকরূপ ভক্তির অনুগ্রহাখ্য রক্তি ভক্তজনেই অবস্থান করে, উহা সকল হলাদিনীর সারভূত, এইহেতু আনন্দস্বরূপ আমারও আনন্দপ্রদ ও আকর্ষক। ‘শ্রিয়ং’—নিত্যা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যাসম্পদকেও যে ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা করি না, অর্থাৎ সেই ঐশ্বর্য্যকে বক্ষ্যার ন্যায় মনে করি, এই ভাব। ‘যেষাম্’—যে ভক্তগণের আমিই একমাত্র উপাদেয় আশ্রয়, এই অর্থ ॥ ৬৪ ॥

যে দারাগারপুত্রাণ্ড-প্রাণান্ বিভুমিমং পরম্ ।  
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যজ্যমুৎসহে ॥৬৫॥

অর্থঃ—যে (সাধবঃ মদুভক্তাঃ) দারাগারপুত্রাণ্ড-প্রাণান্ (স্ত্রী-গৃহ-পুত্র-স্বজন-প্রাণান্) বিভূং (ধনং) ইমং (বর্তমানং লোকং) পরং (পরলোকং) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) মাং শরণং যাতাঃ (প্রাপ্তাঃ) তান্ (ভক্তান্) কথং (কেন প্রকারেণ) ত্যজ্যম্ উৎসহে (প্রভবামি) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ ইহপরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণং মাং নোপেক্ষ-  
স্বৈতি চেৎ সত্যং তহি কিং ভক্তানুপেক্ষে ভক্তাপকা-  
রকস্য তব রক্ষণেন স্বতএব ভক্ত্যন্ত্যক্তা ভবেয়ুস্ততু  
নোপপদ্যত এবত্যাহ মে ইতি ভক্তাঃ খলু তে মদর্থং  
পরমপ্রেমাস্পদ-দুস্ত্যজ-দারাদ্যাসক্তিমত্যজন্ ব্রাহ্মণস্ত্বং  
মদর্থং কিমত্যজন্তদুঃসহীতি ভাবঃ । ন চাস্বরীষেণ ন  
কিমপি ত্যক্তমিতি বক্তব্যম্ । যদা ত্বয়া অস্বরীষ-  
বধার্থং কৃত্যা বিনিযুক্তা তদা তেন স্বদেহরক্ষাপেক্ষয়া  
পদমাত্রমপি নাভিভ্রুতং ত্বয়া ত্বাআরামেণ মহাবির-  
ক্তেন স্বদেহরক্ষার্থং জগদেব পরিক্রাম্যতা ব্রহ্মরুদ্রা-  
দয়োহপি প্রার্থিতাঃ এতেনৈব স্ন্যস তস্য চ মূল্যং জানীহি,  
কিমধিকং ত্বমবুধো বোধয়িতব্য ইতি ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি দুর্ব্বাসা বলেন—হে  
ব্রহ্মণ্যদেব ! ব্রাহ্মণ আমাকে তুমি উপেক্ষা করিতেছ ?

ইহার উত্তরে—হ্যাঁ, তাহা হইলে কি ভক্তজনকে  
উপেক্ষা করিব ? ভক্তের অপকারক তোমার রক্ষ-  
ণের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই ভক্তজন পরিত্যক্ত হন,  
তাহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা বলিতেছেন—  
‘যে’ ইত্যাদি, যে ভক্তগণ আমার নিমিত্ত পরম  
প্রেমাস্পদ দুস্ত্যজ স্ত্রী, পুত্রাদির আসক্তি পর্যাণ্ত পরি-  
ত্যাগ করিয়াছেন, আর ব্রাহ্মণ তুমি আমার জন্য কি  
পরিত্যাগ করিয়াছ ? তাহা বল—এই ভাব। অস্ব-  
রীষ কিছুই ত্যাগ করে নাই, ইহা বলিতে পার না।  
যখন তুমি অস্বরীষের বধের নিমিত্ত কৃত্যা নিক্ষেপ  
করিয়াছিলে, তখন তিনি নিজ দেহের রক্ষার জন্য  
পদমাত্রও ধাবিত হন নাই, আর তুমি আত্মারাম  
মহাবিরক্ত হইয়াও নিজদেহ রক্ষার নিমিত্ত সমগ্র  
জগৎ পরিত্যক্ত করতঃ ব্রহ্মা, রুদ্রাদিকেও প্রার্থনা  
করিয়াছ, ইহা দ্বারাই তোমার নিজের এবং তাহার  
মূল্য (পার্থক্য) অবগত হও, আর অধিক কি  
অবোধ তোমাকে বুঝাইতে হইবে ? ৬৫ ॥

ময়ি নিব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।

বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥৬৬॥

অর্থঃ—সৎস্রিয়ঃ (সুশীলাঃ ভাৰ্য্যাঃ) যথা  
সৎপতিং (বশীকুর্ব্বন্তি তথা) ময়ি নিব্বন্ধহৃদয়াঃ  
(সমাসক্তচিত্তাঃ) সমদর্শনাঃ (সমদৃষ্টিপরাঃ)  
সাধবঃ ভক্ত্যা মাং বশে কুর্ব্বন্তি (বশীকুর্ব্বন্তি)  
॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—সতী স্ত্রী যেরূপে সৎপতিকে বশীভূত  
করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন  
সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে  
॥৬৬॥

বিশ্বনাথ—যুগ্মাভির্ব্রহ্মবাদিভিরপ্যহং দুর্ব্বশ এব  
তৈস্ত বশীকৃত এবাহমস্মীত্যাহ মন্যীতি । মযোব  
হৃদয়স্য নিব্বন্ধাৎ সাধবঃ নিক্ষায়াঃ সমদর্শনাঃ স্বল্য  
পরেষাঞ্চ দুঃখাদিকং সমং পশ্যন্তঃ ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মবাদী তোমাদের দ্বারাও  
আমি দুর্ব্বশ, কিন্তু ভক্তজনই আমাকে বশীভূত করি-  
য়াছেন, ইহা বলিতেছেন—‘ময়ি নিব্বন্ধ-হৃদয়াঃ’,  
আমাতেই হৃদয় স্থিরীকৃত হওয়ায় সাধুগণ নিক্ষাম



এবং সমদর্শী, নিজের ও পরের দুঃখাদি সমানরূপে  
তঁাহারা দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।  
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—তে ( মদন্তঃ সাধবঃ ) সেবয়া পূর্ণাঃ  
( মৎসেবয়া পরিতৃপ্তমানসঃ সন্তঃ ) মৎসেবয়া প্রতী-  
তং ( স্বতঃ প্রাপ্তমপি ) সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং  
( সালোক্যসারূপাসামীপ্যাসাশ্রীতি চতুষ্টয়মপি ) ন  
ইচ্ছন্তি অন্যৎ ( তন্তিন্নং ) কালবিপ্লুতং বিনশ্বরং  
স্বর্গাদি ) কুতঃ ( কথমপি ন ইচ্ছন্তীতিভাবঃ ) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই  
পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুশঙ্গিকফলে সালোক্যাদি  
মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তঁাহারা গ্রহণ  
করিতে ইচ্ছা করেন না, কালক্লেদ্য স্বর্গাদির কথা  
কি ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং নিক্রামহস্য পরমকাষ্ঠামাহ মৎ-  
সেবয়েতি প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি কুতোহন্যদিতি  
সালোক্যাদীনাং কালেনাবিপ্লুতত্বং দর্শয়তি কালবিপ্লু-  
তত্বং পারমেষ্ঠ্যাদি ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তঁাহাদের নিক্রামহস্যের পরা-  
কাষ্ঠা বলিতেছেন—‘মৎসেবয়া’ ইত্যাদি, আমার  
সেবার দ্বারা পরিতৃপ্ত ভক্তগণ ‘প্রতীতং’—আমার  
সেবার ফলে স্বতঃ প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও  
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, আর কালবশতঃ  
বিনশ্বর স্বর্গাদির কথা কি? ইহার দ্বারা সালোক্য-  
দির কালের দ্বারা অবিনশ্বরত্ব এবং পারমেষ্ঠ্যাদি  
পদেরও কালের দ্বারা নশ্বরত্ব দেখান হইল ॥ ৬৭ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ত্বহম্ ।  
মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—সাধবঃ মহ্যং ( মম ) হৃদয়ং ( হৃদয়-  
তুল্যাঃ ( ভবন্তি তথা ) অহং তু ( অহমপি ) সাধুনাং  
হৃদয়ং ( ভবামি ) তে মদন্যৎ ( মাং বিনা কিমপি )  
ন জানন্তি, অহম্ অপি তেভ্যঃ ( সাধুভ্যঃ অন্যৎ )  
মনাক্ ন ( ঈষদপি ন জানামি ) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও  
সাধুদিগের হৃদয়। তঁাহারা আমা-ব্যতীত অন্য  
কাহাকেও জানেন না, আমিও তঁাহাদের ছাড়া আর  
কিছু জানি না ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মাং সন্তাপয়তে তুভ্যং সমুচিতং  
ফলং দিৎসন্নপি যন্ন দদামি এতামেব মে পরাং ব্রহ্ম-  
ণ্যতামবেহীত্যাহ সাধব ইতি । মহ্যং মম অম্বরীষং  
জ্বলয়িতুমিচ্ছন্তং মদ্বদয়মেব জ্বলয়িতুং প্রব্রুতোহ-  
ভুরিতার্থঃ । তহি ত্বদপরাধ এবায়ং চেতুচ্চরণে  
পতামি প্রদীদেত্যত আহ সাধুনাং হৃদয়ত্বহং সাধু-  
হৃদয়প্রসাদে সত্যেব মৎপ্রসাদ ইত্যাতো যাহি তমম্ব-  
রীষমেব প্রসাদয়েতি ভাবঃ । নম্বম্বরীষো মাং নিমজ্জা-  
ভোজয়িত্বা এব ভুক্তবানতন্তদ্বোধঃ কিং ন পশ্যসীতি  
তদ্রাহ । মদন্যন্তে ন জানন্তীতি মদিকীর্ষিতমেবাম্ব-  
রীষেণ কৃতমিতি ভাবঃ । তহি ত্বামেবাহং পৃচ্ছামি  
ব্রুহি । ব্রাহ্মণদ্বাদশ্যোর্মধ্যে কস্যাদরো ধর্ম ইতি  
চেৎ যাহি তমম্বরীষমেব পৃচ্ছ স এব ত্বাং ধর্মশাস্ত্র-  
তত্ত্বানভিজ্ঞং বোধয়িষ্যতি মাত্র লজ্জাং কামপি কাষী-  
স্তাদৃশো নাহমপি বিজ্ঞ ইত্যাহ নাহং তেভ্যঃ সকাশাৎ  
মনাগপি অধিকং জানামীত্যর্থঃ । তেন শ্রুতৌ পানীয়-  
স্যাশিতত্বানশিতত্বয়োস্তল্যদর্শনাৎ দ্বাদশী-ব্রাহ্মণয়োস্তল্য  
এবাদরঃ কুতো মন্তুজেনাম্বরীষেণ তত্ত্বানভিজ্ঞমাত্মা-  
সীরিতি ধ্বনিঃ । দুর্কাসাস্ত ফলদর্শনে ন দ্বাদশ্যা এব  
ভক্তিহাৎ সর্বধর্ম্যধিক্যং নির্ধারয়ন্নম্বরীষং কিমপি  
নাগৃষ্টবানিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও আমাকে সন্তাপ  
প্রদানকারী তোমাকে সমুচিত ফল ( শিক্ষা ) দানের  
ইচ্ছা করিয়াও যে প্রদান করি নাই, ইহাই আমার  
পরম ব্রহ্মণ্যতা জানিও, ইহা বলিতেছেন—‘সাধবঃ’  
ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণই আমার হৃদয়। ‘মহ্যং’  
—আমার অম্বরীষকে দক্ষ করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি  
আমার হৃদয়কেই দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে,  
এই অর্থ। যদি দুর্কাসা বলেন—তোমার নিকট  
অপরাধে তোমার চরণে পতিত হইতেছি, তুমি প্রসন্ন  
হও, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘সাধুনাং হৃদয়ং  
ত্বহং’, আমিও সাধুগণের হৃদয়স্বরূপ। সাধুগণের  
হৃদয়ের প্রসন্নতা হইলেই আমার প্রসন্নতা, অতএব  
যাও, সেই অম্বরীষকেই প্রসন্ন কর—এই ভাব। যদি

বলেন—দেখুন, অম্বরীষ আমাকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া ভোজন না করাইয়া, নিজেই ভোজন করিয়াছে— অতএব তাহার দোষ কি আপনি দেখিতেছেন না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘মদন্যন্তে ন জানন্তি’, তাঁহারা আমা ভিন্ন কিছুই জানে না, অর্থাৎ আমার চিকীম্বিতই অম্বরীষ করিয়াছে, এই ভাব। যদি বলেন—তাহা হইলে আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, বলুন—ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশীর মধ্যে কাহার আদর ( মর্যাদারক্ষা ) ধর্ম ? তাহাতে বলিতেছেন—যাও, সেই অম্বরীষকেই জিজ্ঞাসা কর, সেই ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ তোমাকে ধর্ম জানাইবে, এ বিষয়ে কোন লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ বিজ্ঞ আমিও নহি, ইহা বলিতেছেন—‘নাহং তেভ্যো মনা-গপি’—তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পমাত্রও অধিক আমি জানি না—এই অর্থ। অতএব শ্রুতিতে জলপানের ভোজন ও অভোজন তুল্যরূপ উক্ত হওয়ায়, দ্বাদশী ও ব্রাহ্মণের সমান মর্যাদাই আমার ভক্ত অম্বরীষ করিয়াছে, কিন্তু তুমি অনভিজ্ঞ, তাহা জান না—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু দূর্বাসা ফলদর্শনের দ্বারা দ্বাদশীরই ভক্তিরূপত্ব বলিয়া সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করিয়া অম্বরীষকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই—ইহা অনুধ্বনিত হইল ॥ ৬৮ ॥

উপায়ং কথন্মিষ্যামি তব বিপ্র শৃণুস্ব তৎ ।

অয়ং হ্যাভ্যভিচারস্তে যতস্তং যাহি মা চিরম্ ।

সাধুযু প্রহিতং তেজঃ প্রহৃত্তুঃ কুরুতেহশিবম্ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) বিপ্র ! তব উপায়ং ( রক্ষণো-পায়ং ) কথন্মিষ্যামি, তৎ শৃণুস্ব তে ( তব ) অয়ম্ আভ্যভিচারঃ ( আত্মনঃ তবৈব অভিচারঃ হিংসা ) যতঃ ( যস্মাৎ অভূৎ ) তং হি ( তমেব ) যাহি ( শরণং গচ্ছ ) মা চিরং ( বিলম্বং মা কুরু ) সাধুযু প্রহিতং ( প্রেরিতং ) তেজঃ ( প্রভাবঃ ) প্রহৃত্তুঃ ( প্রযোজকসৈব ) অশিবম্ ( অমঙ্গলং ) কুরুতে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার এই আত্মহিংসা যাহা হইতে হইয়াছে, তাঁহার নিকটে গমন কর, বিলম্ব করিও না। সাধুদিগের প্রতি যে প্রভাব প্রযুক্ত

হয়, সেই প্রভাব প্রয়োগ-কর্তারই অমঙ্গল করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তদপি তব নিস্তারোপায়ং স্পষ্ট-মেব ব্রবীমি শৃণুত্যাং অয়মিতি যস্য বধার্থং ত্বয়া অভিচারঃ কৃতঃ তমম্বরীষমেব যাহি স এব কৃপালুস্তাং ত্রাস্যতে নানা ইতি ভাবঃ । ন চাম্বরীষং ত্বং স্বদুঃখদং মনোথা ইত্যাং । সাধুত্বিতি ॥ ৬৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তাহা হইলেও তোমার নিস্তারের উপায় স্পষ্টভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ‘অয়ং’—যাহার বধের নিমিত্ত তুমি অভিচার ( পীড়াদায়ক উপদ্রব ) করিয়াছিলে, সেই অম্বরীষের নিকটেই তুমি গমন কর, কৃপালু তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন, অন্য কেহ নহে—এই ভাব। আর অম্বরীষকে তুমি তোমার দুঃখপ্রদাতা মনে করিও না, ইহা বলিতেছেন—‘সাধুযু’ ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণের প্রতি কোন তেজ প্রয়োগ করিলে, উহা প্রয়োগকারীরই অমঙ্গল সাধন করে ॥ ৬৯ ॥

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে ।

তে এব দুষ্কিনীতস্য কল্পেতে কর্তৃরন্যথা ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রাণাং তপঃ বিদ্যা চ ( এতে ) উভে নিঃশ্রেয়সকরে ( ভগবত্তত্ত্ব-রূপ পরমশ্রেয়ঃ সম্পাদকে ভবতঃ পরন্ত ) দুষ্কিনীতস্য কর্তৃঃ তে ( তপঃ বিদ্যা চ ) অন্যথা ( অকল্যাণায় ) কল্পেতে ( ভবতঃ ) এব ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—বিপ্রগণের তপ ও বিদ্যা—দুইটাই মঙ্গলজনক ; কিন্তু অনন্নস্বভাবমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ দুইটাই বিপরীত ফল প্রসব করে ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—তপোবিদ্যাসম্পন্নস্য মম কুতস্তরামম্বরী-ষাৎ ক্ষত্রিয়াৎ পরিভ্রাণং যুক্ত্যে ইতি চেদপাশ্রস্য তব তপোবিদ্যো নৈব স্তঃ প্রত্যুত তে বিপরীতে এবৈত্যাং তপ ইতি । দুষ্কিনীতস্য কর্তৃস্তদাশ্রয়স্য অন্যথা কল্পেতে বিপরীতফলে ভবতঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমস্য চতুর্থোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তীস্বরূপতা শ্রীভাগবতে নবম-স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন—তপস্যা ও বিদ্যাসম্পন্ন আমার কিপ্রকারে ক্ষত্রিয় অম্বরীষ হইতে পরিব্রাজ্য যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? তাহার উত্তরে—অপাত্র তোমার তপস্যা ও বিদ্যা কখনই থাকিতে পারে না, অধিকন্তু উহা বিপরীতই—ইহা বলিতেছেন, ‘তপ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ বিনয়াদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের তপস্যা ও বিদ্যা (জ্ঞান)—এই উভয়ই নিরতিশয় পুরুষার্থ সাধন (মুক্তিজনক) বটে, কিন্তু দুঃখিনীত কর্তার পক্ষে এ দুইটিই বিপরীত ফল দান করে ॥ ৭০ ॥

ইতি ভক্তচিন্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’ টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ‘সারার্থ-দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

ব্রহ্মসুন্দরগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।

ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
অম্বরীষচরিতে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অম্বরীষঃ—(হে) ব্রহ্মণ! (হে মুনে!) তৎ  
(তস্মাৎ ত্বং) নাভাগতনয়ং নৃপম্ (অম্বরীষং) গচ্ছ  
তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবতু) মহাভাগং (তম্

অম্বরীষং) ক্ষমাপয় (শান্তয়) ততঃ (তস্মাৎ তব) শান্তিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থোহধ্যায়স্যাম্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর! তন্নিমিত্ত তুমি নাভাগ-  
তনয় অম্বরীষের নিকট গমন কর, তোমার মঙ্গল  
হউক। মহাভাগবত অম্বরীষকে শান্ত কর, তাহা  
হইলে তোমার শান্তি হইবে ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধ্য—

ব্রহ্মাদিভক্তিকোটিং শাদংশোনৈবাম্বরীষকে ।

নৈবন্যস্য চক্রস্যাপি তথাপি হরিরীশ্বরঃ ॥

তাৎকালিকোপচেয়ত্বাত্তেষাং শশ আদিরাট্ ।

ব্রহ্মাদয়শ্চ তৎ কীৰ্ত্তি ব্যাঞ্জয়ামাসুরন্তমাম্ ॥

মোহনায় চ দৈত্যানাং ব্রহ্মাদে নিন্দনায় চ ।

অন্যার্থঞ্চ স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্রহ্মদ্যাশ্চ নিরাশিষঃ ॥

মানুষেষুত্বমাত্মা চ তেষাং ভক্ত্যা দিভিঃ পুণৈঃ ।

ব্রহ্মাদেবিশুদ্ধীনত্ব জ্ঞাপনায় চ কেবলম্ ॥

দুর্ব্বাসাশ্চ স্বয়ং রুদ্রস্তথাপ্যন্যায়ামুক্তবান্ ।

তস্যাপ্যনুগ্রহার্থায় দর্পনাশার্থমেব চ ॥ ৫৩-৭১ ॥

ইতি গারুড়ে

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের

মধ্য, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের চতুর্থোহধ্যায়ের  
গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।



## পঞ্চমোহধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতাদিশ্চৈতান্যে দুর্কাসাচক্রতাপিতঃ ।

অম্বরীষমুপারত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোহগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার ।

এই অধ্যায়ে অম্বরীষের সুদর্শন-স্তব ও দুর্কাসার প্রতি সুদর্শনের কৃপা বর্ণিত হইয়াছে ।

ভগবান্ শ্রীহরির আদেশে দুর্কাসা অম্বরীষের চরণ-যুগল ধারণ করায় মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় অমানী মানদত্ত স্বভাব নিবন্ধন বড়ই লজ্জিত হইয়া দুর্কাসাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীহরির চক্রে প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন । শ্রীভগবানের যে ঈক্ষণ-প্রভাবে সমুদয় মায়িক বস্তুর সৃষ্টি, সেই কৃপেক্ষণই সুদর্শন । তিনি নিখিল সৃষ্টি-বস্তুর আত্ম-স্বরূপ, অচ্যুতপ্রিয়, সহস্র আরাবিশিষ্ট, সর্ব-অন্ত-তেজোনাশক, বৈষ্ণবতেজঃ, ভগবানের পরমপ্রভাব, কৃষ্ণবহির্নুখতারূপ অক্ষকার দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণ-নুখতারূপ তেজঃপ্রকাশকারী, নিখিল সন্ধর্মের হেতু ও যাবতীয় অধর্ম-বিনাশক—তাঁহার কৃপা ভিন্ন জগতের রক্ষাবিধান অসম্ভব, অতএব শ্রীহরিকর্তৃক দুষ্ট-বিনাশার্থ নিযুক্ত সর্ববলস্বরূপ তিনি বিপ্র দুর্কাসার মঙ্গলবিধান করুন । মহাভাগবত অম্বরীষের এইরূপ বাক্যে তুষ্ট হইয়া দুর্কাসা-দহন-কারী বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হইলেন । দুর্কাসা কৃপালাভ করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-জনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন এবং মহারাজ অম্বরীষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । দুর্কাসার প্রত্যাগমনা-পেক্ষায় রাজা অভুক্ত ছিলেন, শেষে দুর্কাসাকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিলেন । অনন্তর তিনি পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া মানস-সেবায় সন্নিবিষ্ট হইলেন ।

অম্বরীষঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । ভগবতা (শ্রীহরিণা) এবম্ আদিশ্চৈতান্যে ( আজ্ঞাঃ ) চক্রতাপিতঃ ( সুদর্শন-তাপগ্রস্তঃ ) দুর্কাসাঃ অম্বরীষম্ উপারত্য (সমাগত্য)

দুঃখিতঃ ( সন্ ) তৎপাদৌ ( তস্যচরণদ্বয়ম্ ) অগ্র-হীৎ ( গৃহীতবান্ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ শ্রী-হরির আদেশে দুর্কাসা অম্বরীষ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দুঃখিতচিত্তে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পাদৌ স্পৃশন্ মুনিস্চক্রং প্রাসাদ্যেবাবিতঃ স্তবন্ ।

ভোজিতং চাম্বরীষেণ পঞ্চমেহস্তে বনং গতম্ ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে অম্বরীষ মহারাজ কর্তৃক সুদর্শনচক্রের স্তুতির দ্বারা পাদস্পর্শ-কারী ঋষি দুর্কাসার রক্ষণ ও ভোজন করান, দুর্কাসার অম্বরীষ-প্রশংসা এবং পরিশেষে অম্বরীষের বন-গমন বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তস্য সোদ্যম্যাবীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ ।

অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্তং কৃপয়া পীড়িতো ভূশম্ ॥ ২ ॥

অম্বরীষঃ—পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ ( ঋষিণা নিজ পাদস্পর্শাদতিলজ্জায়ুক্তঃ ) সঃ ( অম্বরীষঃ ) তস্য ( দুর্কাসসঃ ) উদ্যমং ( স্তবার্থমুদ্যমম্ ) আবীক্ষ্য ( আলোক্য ) কৃপয়া ভূশম্ ( অত্যর্থং ) পীড়িতঃ ( সন্ ) হরেঃ তৎ অস্তং ( চক্রম্ ) অস্তাবীৎ ( স্তুতবান্ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দুর্কাসা পাদস্পর্শ করিলে অম্বরীষ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন । তিনি দুর্কাসার স্তবাদির উদ্যম লক্ষ্য করিয়া কৃপাবশতঃ অতীব ব্যথিতহৃদয়ে শ্রীহরির চক্রে প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য দুর্কাসসঃ সোহম্বরীষঃ উদ্যমং স্তবাদ্যর্থমুদ্যমং সাচিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সলোপে সন্ধিঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সঃ’—অম্বরীষ, ‘তস্য’—সেই দুর্কাসার স্তুতি করিবার উদ্যম লক্ষ্য করিয়া । ‘সোদ্যমং’—সঃ উদ্যমং, এই স্থলে পাদপূরণের জন্য বিসর্গ লোপ হইলেও পুনরায় সন্ধি হইয়াছে ॥ ২ ॥

### শ্রীঅম্বরীষ উবাচ—

ত্বমগ্নিৰ্ভগবান্ সূর্যাস্তং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ ।

ত্বমাপস্তং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩ ॥

অম্বরঃ—( হে সুদর্শন ! ) ত্বম্ অগ্নিঃ ত্বং ভগ-  
বান্ সূর্যঃ ( ত্বং ) জ্যোতিষাং ( নক্ষত্রাদীনাম্ ) পতিঃ  
সোমঃ ( চন্দ্রঃ ) ত্বম্ আপঃ ( জলং ) ত্বং ক্ষিতিঃ  
( ভূমিঃ ) ব্যোম ( আকাশং ) বায়ুঃ মাত্রেন্দ্রিয়াণি  
( মাত্রাণি পঞ্চ তন্মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি চ ভবসি ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—( হে সুদর্শন ! ) তুমি অগ্নি, তুমি  
ঐশ্বর্যশালী সূর্য, তুমি গ্রহ-নক্ষত্রাদির পতি চন্দ্র, তুমি  
জল, তুমি ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র ( শব্দ,  
স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ ) এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ॥ ৩ ॥

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাত্যুতপ্রিয় ।

সর্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ত্বয়া ইড়ম্পতে ॥ ৪ ॥

অম্বরঃ—( হে ) সহস্রার ! ( সহস্রম্ আরা-  
যস্য তৎসম্বোধনং ) ( হে ) অত্যাুতপ্রিয় ! ( হে  
ভগবৎপ্রিয় ! ) ( হে ) ইড়ম্পতে ! ( হে ) পৃথিবীপতে !  
( হে ) সর্বাস্ত্রঘাতিন্ ! ( হে ) সুদর্শন ! তুভ্যং  
নমঃ বিপ্রায় স্বস্তি ত্বয়াঃ ( তস্য শরণং ভব ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে অত্যাুতপ্রিয় ! তুমি সহস্র আরা  
বিশিষ্ট, হে পৃথিবীপতে ! তুমি সর্ব অস্ত্র নাশ  
করিয়া থাক, হে সুদর্শন ! এই বিপ্রেয় মঙ্গলবিধান  
কর ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে সহস্রার হে ইড়ম্পতে পৃথীপতে  
॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সহস্রার ! অর্থাৎ সহস্র  
আরাবিশিষ্ট । হে ইড়ম্পতে !—হে পৃথিবী-পালক !  
॥ ৪ ॥

ত্বং ধর্ম্যস্তুমুতং সত্যং ত্বং যজোহখিলযজ্ঞভুক্ ।

ত্বং লোকপালঃ সর্বাখ্যা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥৫

অম্বরঃ—ত্বং ধর্ম্যঃ ত্বম্ ঋতং ( সুনৃত্যবাণী )  
সত্যং ( সমদর্শনঞ্চ ) ত্বং যজ্ঞঃ অখিলযজ্ঞভুক্ ( সর্ব-  
যজ্ঞভোক্তা চ ) ত্বং লোকপালঃ ( ত্বং ) পৌরুষং পরম্  
তেজঃ ( পুরুষস্য ঈশ্বরস্য পরমং সামর্থ্যং অয়ত্তাবঃ

“স ঐক্ষত” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ভগবতঃ শোভনং  
দর্শনং সুদর্শনং তত এব চ সর্বংজাতম্ অতএব ত্বং )  
সর্বাখ্যা ( চ ভবসি ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তুমি ধর্ম, তুমি সত্য, তুমি সুনৃত্যবাণী,  
তুমি যজ্ঞ, তুমি লোকপাল, তুমিই বৈষ্ণবতেজ অথবা  
পুরুষের পরম প্রভাব,—অর্থাৎ “স ঐক্ষত” ( তিনি  
মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন ) এই শ্রুতিবাক্যানু-  
সারে ভগবানের যে সৌন্দর্য্যময় দৃষ্টি, তাহাই  
সুদর্শন—হে সুদর্শন ! তোমা হইতেই সমগ্র মান্বিক  
বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে ; সুতরাং তুমিই সকলের  
আত্মা ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতঞ্চ সুনৃত্যবাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনং ।  
পৌরুষং বৈষ্ণবং তেজঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“ঋতং”—বলিতে সুনৃত্য  
বাণী, ‘সত্য’—সমদর্শন, ‘পৌরুষ’—বলিতে বৈষ্ণব  
তেজ ॥ ৫ ॥

নমঃ সুনাতাখিলধর্ম্যসেতবে

হ্যধর্ম্মশীলাসুরধুমকেতবে ।

ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চসে

মনোজবায়াদুতকর্ম্মণে গুণে ॥ ৬ ॥

অম্বরঃ—( হে ) সুনাত ! অখিলধর্ম্মসেতবে  
( অখিলানাং সর্বেষাং ধর্ম্মাণাং সেতবে মর্যাদা-  
রূপায় ) অধর্ম্মশীলাসুরধুমকেতবে ( অধর্ম্মশীলানাম্  
অসুরাণাং ধুমকেতবে দাহকায় ) ত্রৈলোক্যগোপায়  
( ত্রিলোকরক্ষকায় ) বিশুদ্ধবর্চসে ( বিশুদ্ধম্ অত্যা-  
জ্বলং বর্চঃ তেজঃ যস্য তস্মৈ ) মনোজবায় ( মনো-  
বৎ বেগবতে ) অদুতকর্ম্মণে ( বিচিত্র চরিতায় তুভ্যং )  
নমঃ গুণেহি ( এতাদৃশং ত্বাং কঃ স্তোতুং সমর্থঃ অত-  
স্তুভ্যং কেবলং নমঃ শব্দ প্রয়োগং করোমীত্যর্থঃ )  
॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে সুনাত ! তুমি নিখিল ধর্ম্মের  
সেতু, অধর্ম্মশ্রুতাবিশিষ্ট অসুরগণের পক্ষে তুমি  
ধুমকেতু, তুমি ত্রিলোকীর পালনকর্তা, তুমি অতি  
উজ্জ্বল তেজোবিশিষ্ট এবং মনের ন্যায় বেগবান্,  
অদুতকর্ম্ম তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তহি ভক্তিধর্ম্মসেতুপালায় তুভ্যং

দ্রুহ্যন্তমেতমধাম্মিকং বিপ্রমবশ্যমহং তাপস্মামীত্যত  
আহ। অধর্মশীলা যে অসুরাস্তেষাং ধুমকেতবে  
ইতি ধর্মশীলা অসুরা অধর্মশীলা বিপ্রাশ্চ ব্যারুভাঃ।  
হে সুনাত তুভ্যং নমো গুণে স্তোতুং সামর্থ্যাভাবাদিতি  
ভাবঃ ॥ ৬ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ভক্তিদ্বৈতের  
মর্যাদা-রক্ষক তোমাকে দ্রোহকারী এই অধাম্মিক  
বিপ্ৰকে অবশ্যই আমি তাপদান ( সন্তুষ্টি ) করিব,  
ইহাতে বলিতেছেন—অধর্মশীল যে অসুরগণ, তাহা-  
দের পক্ষে তুমি ধুমকেতু ( দাহকরূপ ), ইহার দ্বারা  
ধর্মশীল অসুরগণ এবং অধর্মশীল ব্রাহ্মণগণ ব্যারুভ  
হইল। হে সুনাত! ( শোভনা নাভি যাহার, তৎ-  
সম্বোধনে )। ‘নমো গুণে’—তোমাকে স্তুতি করি-  
বার সামর্থ্যের অভাবহেতু কেবলমাত্র প্রণাম করি-  
তেছি, এই ভাব ॥ ৬ ॥

ত্বত্তেজসা ধর্মময়েন সংহতং

তমঃ প্রকাশশ্চ দূশো মহাত্মনাম্।

দুরত্যন্তে মহিমা গিরাংপতে

ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—( হে ) গিরাংপতে ! ( হে গীপ্ততে ! )  
ধর্মময়েন ত্বত্তেজসা ( তব তেজসা ) তমঃ ( অন্ধ-  
কারঃ ) সংহতং ( নিরাকৃতং ) মহাত্মনাং ( সূর্য্যা-  
দীনাং ) দূশঃ ( দূষ্টেঃ ) প্রকাশঃ চ ( জাতঃ ) তে  
( তব ) মহিমা ( প্রভাবঃ ) দুরত্যন্তঃ ( অলঙ্ঘনীয়ঃ )  
সৎ অসৎ পরাবরং ( সুক্ষ্মং স্থূলঞ্চ যাবৎ তত্ত্বং )  
এতৎ ( সর্বং ) ত্বদ্রূপং ( ত্বয়েব রূপাতে প্রকাশ্যতে  
ইতি ত্বদ্রূপং তৎপ্রকাশ্যং ভবতি ) ॥

অনুবাদ—হে বাচস্পতে ! তোমার ধর্মময় তেজে  
অন্ধকার দূরীভূত এবং মহাজনগণের দৃষ্টি প্রকাশিত  
হইয়াছে, তোমার প্রভাব দুর্লভ্য, স্থূল, সুক্ষ্ম, উচ্চ,  
নীচ—এই সকলই তোমার রূপ অর্থাৎ তোমার  
দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তেজস্বিমানিনোহস্য বিপ্রস্য  
চিকিৎসা অবশ্য কর্তব্যোত্যত আহ। ত্বত্তেজসা  
ত্বত্তেজো বিভূতিরূপেণ সূর্যাদিনা দূশঃ সর্বচক্ষুষস্তথা  
মহাত্মনাং দূশো জ্ঞানস্য চ প্রকাশস্তত্তেজসৈব ভবতি।

তদ্রূপমেতত্ত্ববৈব পরমেশ্বরত্বান্নহীশ্বরঃ স্বত্তেজোহন্য-  
স্মিন্ তেজস্বিনি দর্শয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তেজস্বিমানী  
এই বিপ্ৰের চিকিৎসা ( সমুচিত শিক্ষাদান ) অবশ্যই  
কর্তব্য, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘তত্তেজসা’—  
তোমার ধর্মময় তেজঃ বলিতে বিভূতিরূপ সূর্যাদির  
দ্বারা জগতের তমঃ ( অন্ধকার বা অজ্ঞান ) বিদূরীত  
এবং মহাত্মাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে।  
‘তদ্রূপম্ এতৎ’—এই সৎ, অসৎ, পর ও অবর  
সর্ববস্তু তোমারই স্বরূপ, অর্থাৎ পরমেশ্বর তোমার  
দ্বারা এ সমস্ত প্রকাশিত। ঈশ্বর ( সমর্থবান্ ব্যক্তি )  
কখন নিজ তেজ অন্য তেজস্বী জনে প্রকাশ করেন না  
—এই ভাব ॥ ৭ ॥

যদা বিসৃষ্টস্তমুনজনেন বৈ

বলং প্রবিষ্টোহজিত দৈত্যদানবম্।

বাহুদরোর্বত্বিশিরোধরাগি

বৃশ্চনজম্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ—( হে ) অজিত ! যদা ( যস্মিন্ কালে )  
ত্বম্ অনজনে ( শ্রীহরিণা ) বিসৃষ্টঃ ( প্রেরিতঃ ) তদা  
বৈ ( তদৈব ) দৈত্যদানবৎ বলং ( সৈন্যং ) প্রবিষ্টঃ  
( ত্বদ্বা তেষাং ) বাহুদরোর্বত্বিশিরোধরাগি ( বাহু-  
উদরাগি উরুঃ অঙ্ঘ্রীন্ পাদান্ শিরোধরাগি গ্রীবাশ্চ )  
অজম্রং ( নিরন্তরং ) বৃশ্চন্ ( ভিন্দন্ ) প্রধনে ( যুদ্ধ-  
ক্ষেত্রে বিরাজসে শোভসে ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে অজিত ! যখন তুমি ভগবান্  
কর্তৃক প্রেরিত হও তখন দৈত্যদানবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট  
হইয়া তাহাদের বাহু, উদর, উরু, পদ এবং মস্তক-  
সমূহ নিরন্তর ছিন্ন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ  
করিতে থাক ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তদপ্যনেন সহ বিহর্তুকামোহ-  
স্মীতি চেন্নৈবং তবাসুরসংগ্রাম এব বিহাররজভূমি-  
রিত্যাহ। যদেতি অনজনেন শ্রীহরিণা হে অজিত,  
প্রবিষ্টোহজিতদৈত্যদানবমিতি পাঠে উজ্জিতা দৈত্য-  
দানবা যত্র তদ্বলং সন্ধিরার্ষঃ। বৃশ্চন্ ছিন্দন্ প্রধনে  
সংগ্রামে ॥ ৮ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তথাপি ইহার

সহিত বিহার ( ক্রীড়া ) করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহার উত্তরে—কখনই না, অসুরগণের সহিত সংগ্রামই তোমার বিহার-রঙ্গভূমি, ইহা বলিতেছেন—‘যদা’ ইত্যাদি, অর্থাৎ হে অজিত ! অনজন ভগবান্ শ্রীহরি যখন তোমাকে নিষ্কম্প করেন, তখন তুমি দৈত্য ও দানবগণের সৈন্যমাধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বাহ প্রভৃতি ছেদন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ কর। ‘প্রবিষ্টোজ্জিত-দৈত্যদানবঃ’—এই পাঠে উজ্জিত অর্থাৎ উদ্ধৃত দৈত্য ও দানবগণ যেখানে, তাহাদের সৈন্যমাধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, এখানে সন্ধি আশ্রয়োগ। ‘বৃশ্চন’—ছেদন করিতে করিতে। ‘প্রধনে’—যুদ্ধক্ষেত্রে ॥ ৮ ॥

স ত্বং জগন্নাথ খলপ্রহাণয়ে

নিরাপিতঃ সর্বসহো গদাভূতা ।

বিপ্রস্য চাস্মৎকুলদৈবহেতবে

বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) জগন্নাথ ! ( হে জগদ্রক্ষক ! ) সঃ ( এবত্ত্বতঃ ) সর্বসহং ( সর্ববলস্বরূপঃ ) ত্বং গদাভূতা ( শ্রীহরিণা ) খলপ্রহাণয়ে ( খলানামেব প্রহাণার্থং ) নিরাপিতঃ ( নিয়োজিতঃ অতঃ ) অস্মৎকুলদৈবহেতবে ( অস্মাকংকুলস্য ভাগ্যলাভায় ) চ বিপ্রস্য ( দুর্কাসসঃ ) ভদ্রং ( মঙ্গলং ) বিধেহি ( কুরু ) তৎ হি ( তদেব ) নঃ ( অস্মান্ প্রতি ) অনুগ্রহঃ ( তব প্রসাদো ভবেৎ ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে জগদ্রক্ষক ! এই প্রকার সর্ববলস্বরূপ তুমি গদাধারী শ্রীহরিকর্তৃক দুষ্ট-বিনাশার্থ নিযুক্ত, আমাদের কুলের সৌভাগ্যনিমিত্ত এই বিপ্রে মঙ্গলবিধান কর, তাহা হইলেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নবহং হুদ্বিধেষিসংহারায় ভগবতা নিযুক্তস্ত ন কেবলমেবমেবেত্যাৎ । হে জগৎপ্রাণ খলানাং প্রহাণয়ে সংহারায়, সর্বসহঃ সর্ববলস্বরূপঃ । যদ্বা বাৎসল্যাৎ সর্বমপ্যপরাধমস্মাকং সহসে ইতি সর্বসহঃ । অস্য বিপ্রস্যপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ । ন চাস্য মদ্বিধেষিত্বমিত্যাৎ । অস্মৎকুলস্য দৈবহেতবে ভাগ্যলাভায় বিপ্রস্য ভদ্রং বিধেহি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার বিধেষিগণের সংহারের নিমিত্ত ভগবান্ কর্তৃক আমি নিযুক্ত হইয়াছি । তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কেবল এইরূপই নহে, ‘হে জগন্নাথ’—জগতের রক্ষক ! গদাধারী শ্রীহরি তোমাকে দুষ্টগণের প্রহারের জন্যই নিযুক্ত করিয়াছেন । ‘সর্বসহঃ’—তুমি সর্ববলস্বরূপ, অথবা—বাৎসল্যবশতঃ আমাদের সকল অপরাধই তুমি সহ্য করিয়া থাক, এই বিপ্রে অপরাধ ক্ষমা কর—এই ভাব । এই বিপ্রে আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ-ভাব নাই, ইহা বলিতেছেন—আমাদের বংশের সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর । ( ইহাতেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে । ) ॥ ৯ ॥

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ ।

কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চ দ্বিজো ভবতু বিজ্ঞরঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—( সর্বসুকৃতার্গণেন বিপ্ররক্ষাং প্রার্থয়তি ) যদি ( অস্মাকং ) দত্তং ( সৎপাত্রে দানম্ ) ইষ্টং ( দেবতায়াগঃ ) বা অস্তি বা ( অথবা যদি অস্মাভিঃ ) স্বধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ ( সম্যক্ অনুষ্ঠিতঃ ভবতি ) চেৎ ( যদি ) নঃ ( অস্মাকং ) কুলং ( বংশঃ ) বিপ্রদৈবং ( বিপ্রো দৈবং দেবতা যজ্ঞিন্ তৎ তাদৃশং ভবেৎ তদা এষঃ ) দ্বিজঃ ( দুর্কাসাঃ ) বিজ্ঞরঃ ( সন্তাপমুক্তঃ ) ভবতু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যদি আমাদের সৎপাত্রে দান অথবা যজ্ঞের জন্য সুকৃতি থাকে, আমরা যদি স্বধর্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, বিপ্র যদি আমাদের কুলদেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি বিপ্রমত্যাজ্ঞক্রমালক্ষ্য শপথং কুর্কন্নাহ যদ্যস্তীতি বিপ্রদেবতাকম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি চক্র বিপ্রকে ত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শপথপূর্বক বলিতেছেন—‘যদ্যস্তি’ ইত্যাদি । ‘বিপ্রদৈবং’—বিপ্র যদি আমাদের কুলদেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সৰ্ব্বেণাগ্রয়ঃ ।

সৰ্ব্ভূতান্নভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্ঞরঃ ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—সৰ্ব্বেণাগ্রয়ঃ একঃ ( অদ্বিতীয়ঃ ) ভগবান্ নঃ ( অক্ষমকং ) সৰ্ব্ভূতান্নভাবেন ( সৰ্ব্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যো ভাবঃ তেন ) যদি প্রীতঃ ( সম্ভটঃ বর্ততে তদা ) দ্বিজঃ বিজ্ঞরঃ ( সন্তাপমুক্তঃ ) ভবতু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সৰ্ব্বেণাগ্রয়ের আধারস্বরূপ অদ্বিতীয় ভগবান্ সৰ্ব্ভূতের আত্মস্বরূপ বলিয়া যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ শপথমামানয়চ্চক্রমালোক্যাসাধরণং শপথমাহ যদীতি সৰ্ব্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যো ভাবশ্চেন যদি প্রীতঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শপথকে চক্র না মানায়, পুনরায় অসাধারণ শপথপূৰ্ব্বক বলিতেছেন—যদি ইত্যাদি। সকল ভূতগণের প্রতি আমাদের আত্মবৎ জ্ঞান থাকায়, ভগবান্ যদি আমাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন ॥ ১১ ॥

### শ্রীশুক উবাচ—

ইতি সংস্ৰবতো রাজো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ।

অশাম্যৎ সৰ্ব্বতো বিপ্রং প্রদহদ্রাজঘাৎঞয়া ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি ( এবং ক্রমেণ ) সংস্ৰবতঃ ( সম্যক্ স্তুতিং কুৰ্ব্বতঃ ) রাজঃ ( তস্মিন্ সংস্ৰবতি সতীত্যর্থঃ ) সৰ্ব্বতঃ ( সমস্তাৎ ) বিপ্রং প্রদহৎ ( দুৰ্ব্বাসসং সন্তাপয়ৎ ) বিষ্ণুচক্রং ( তৎ ) সুদর্শনং রাজঘাৎঞয়া ( রাজঃ তস্যৈব ঘাৎঞয়া প্রার্থনয়া ) অশাম্যৎ ( শান্তঃ অভবৎ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজা এই প্রকারে স্তুতি করিলে তাঁহার প্রার্থনায় বিপ্রদুৰ্ব্বাসার দহনকারী বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রং সৰ্ব্বতঃ প্রদহদপ্যশাম্যৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিপ্রং সৰ্ব্বতঃ প্রদহৎ’—বিপ্র দুৰ্ব্বাসার প্রতি সৰ্ব্বতোভাবে দহনকারী ( সন্তাপজনক ) বিষ্ণুচক্র সেই সুদর্শন রাজার প্রার্থনানুসারে শান্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

স মূতোহস্ত্রাগ্নিতাপেন দুৰ্ব্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ ।

প্রশশংস তমুৰ্ব্বীশং যুজ্ঞানঃ পরমাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( অনন্তরম্ ) অস্ত্রাগ্নিতাপেন মুক্তঃ স্বস্তিমান্ ( লব্ধশান্তিঃ ) সঃ দুৰ্ব্বাসাঃ পরমাশিষঃ ( উত্তমান্ আশীৰ্বাদান্ ) যুজ্ঞান্ ( কুৰ্ব্বান্ সন্ ) উৰ্ব্বীশং ( ক্ষিতীশ্বরং ) তম্ ( অম্বরীশং ) প্রশশংস ( প্রশংসিতবান্ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর দুৰ্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নির তাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিলেন এবং আশীৰ্বাদ করিতে করিতে মহারাজ অম্বরীশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

### দুৰ্ব্বাসা উবাচ—

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে ।

কৃতাগসোহপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—দুৰ্ব্বাসাঃ উবাচ ( হে ) রাজন্ ! অহো ! অদ্য অনন্তদাসানাং ( ভগবৎসেবকানাং ) মহত্ত্বং দৃষ্টং যৎ ( যস্মাৎ ) কৃতাগসঃ ( কৃতাপ-রাধস্য ) অপি মে ( মম ) মঙ্গলানি সমীহসে ( প্রার্থয়সি ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—দুৰ্ব্বাসা বলিলেন,—হে রাজন্ ! অদ্য ভগবত্তত্তগণের মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম। আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাগসোহপি ত্বদমঙ্গলমীহমানস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৃতাগসোহপি’—তোমার অমঙ্গল আচরণ করিলেও ( তুমি যে আমার মঙ্গলের চেষ্টা করিতেছ, ইহাতেই অদ্য আমি ভগবত্তত্তগণের বিচিত্র মহত্ত্ব দর্শন করিলাম। ) ॥ ১৪ ॥

দুষ্করঃ কো নু সাধুনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্ ।

যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্ততামুষডো হরিঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—যৈঃ সাত্ততাম্ ঋষভঃ ( যাদবশ্রেষ্ঠঃ ) ভগবান্ হরিঃ সংগৃহীতঃ ( ভক্ত্য লব্ধঃ, তেষাং ) মহাত্মনাং সাধুনাং ( ভগবত্তত্তানাং ) কঃ নু দুষ্করঃ



( কিংকার্য্যমসাধ্যং ) দুষ্ট্যজঃ বা ( কোনাম বিষয়ো দুষ্ট্যজো ভবেৎ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা সাত্ততপতি ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধু মহাত্মাদিগের অসাধ্য বা দুষ্ট্যজ্য বিষয় কি আছে ? ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্করোহনগ্রহঃ দুষ্ট্যজ্যোহপরাধঃ । সংগৃহীত ইতি যথানৈর্ঘ্যনানি সংগৃহ্যন্তে তথৈতার্থঃ । হরিঃ সংগৃহীতোহপি তদীয়ক্ষেতশ্চোরয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দুষ্করঃ’—মহাত্মাদিগের পক্ষে দুষ্কর বা দুষ্ট্যজ্য কিছুই নাই, দুষ্কর—অনুগ্রহ, দুষ্ট্যজ্য—অপরাধ, অর্থাৎ তাঁহারা অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন । ‘সংগৃহীতঃ’—যেহুগুণ অপর ব্যক্তি ধন সংগ্রহ করে, তদ্রূপ ভক্ত কর্তৃক হরি সংগৃহীত হইলেও, ভক্তের চিত্তকে হরণ করেন বলিয়া তিনি ‘হরি’—এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

যন্মামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ ।

তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

অবয়বঃ—পুমান্ ( জনঃ ) যন্মামশ্রুতিমাত্রেণ (যস্য নামশ্রবণমাত্রেণেব) নির্মলঃ (সর্বপাপবিমুক্তঃ) ভবতি তীর্থপদঃ ( তীর্থানি পদয়োঃ যস্য তস্য ) তস্য ( শ্রীহরেঃ ) দাসানাং ( সেবকানাং ) কিং ( বস্ত ) বা অবশিষ্যতে ) অলব্ধতয়া বর্ত্ততে ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব নির্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদিগের অলব্ধই বা কি আছে ? ১৬ ॥

রাজমুগৃহীতোহহং ত্বয়াতিকরণায়া ।

মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃদ্ধা প্রাণা যন্মেহভিরক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—( হে ) রাজন্ ! মদঘং ( মম অপরাধং ) পৃষ্ঠতঃ কৃদ্ধা ( পরিহায ) যৎ ( যস্মাৎ ) মে ( মম ) প্রাণাঃ অভিরক্ষিতাঃ ( ততঃ ) অতি করুণা-য়না ( অতি দয়ালুনা ) ত্বয়া অহম্ অনুগৃহীতঃ ( অঙ্গিম ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আপনি আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমার প্রাণ রক্ষা

করিয়াছেন, অতএব অতীব রূপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া ।

চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া ( ঋষেঃ পুনরাগমনপ্রতীক্ষয়া ) অকৃতহারঃ ( অকৃতভোজনঃ ) রাজা ( অম্বরীষঃ ) চরণৌ উপসংগৃহ্য ( গৃহীত্বা ) প্রসাদ্য ( প্রসন্নীকৃত্য ) তৎ ( দুর্কাসসম্ ) সমভোজয়ৎ ( ভোজনং কারয়ামাস ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দুর্কাসার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় রাজা অম্বরীষ ভোজন করেন নাই, সুতরাং তিনি দুর্কাসার চরণযুগল ধারণপূর্বক সমস্তট করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ॥ ১৮ ॥

সোহশিত্বাদুতমানীতমাতিথ্যং সার্বকামিকম্ ।

তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—সঃ ( দুর্কাসাঃ ) আদৃতং ( সাদরম্ ) আনীতম্ ( উপস্থাপিতং ) সার্বকামিকং ( সর্বকামযুক্তম্ ) আতিথ্যং ( তৎ অন্নাদিকম্ ) অশিত্বা ( ভক্ষয়িত্বা ) তৃপ্তাত্মা ( তৃপ্তচিত্তঃ সন্ ) সাদরং ( আদরেণ ) ভুজ্যতাং ( ভুং ভোজনং করু ) ইতি নৃপতিং ( রাজানং ) প্রাহ ( উক্তবান্ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা দুর্কাসাকে সাদরে আনয়ন করিলেন, দুর্কাসা সর্বপ্রকার ভোগ্য উপকরণসমন্বিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজনপূর্বক পরিতৃপ্ত হইয়া আদরের সহিত রাজাকে বলিলেন—“তুমিও ভোজন কর” ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স দুর্কাসা আদৃতং যথা স্যাত্তথা আনীতমাতিথ্যার্থম্নাদিকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সঃ’—সেই দুর্কাসা, ‘আদৃতং আনীতং আতিথ্যং’—সাদরে আনীত ও অতিথির যোগ্য অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অম্বরীষ মহারাজকে সাদরে বলিলেন—‘এখন তুমিও ভোজন কর’ ॥ ১৯ ॥

## দুর্ক্বাসা উবাচ—

প্রীতোহস্মানুগৃহীতোহস্মি তব ভাগবতস্য বৈ ।  
দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথোনাশ্রমেধসা ॥ ২০ ॥

অশ্বয়ঃ—ভাগবতস্য তব দর্শনস্পর্শনালাপৈঃ  
আশ্রমেধসা ( আশ্রয়ঃ মেধসা বুদ্ধ্যা যেন তেন )  
আতিথোনা বৈ ( চ অহং ) প্রীতঃ অস্মি অনুগৃহীতঃ  
অস্মি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—পরম ভাগবত তোমাতে সাধারণ  
মনুষ্যবুদ্ধির সহিত আতিথ্য গ্রহণ, পরে মহাভাগবত  
তোমার দর্শন, স্পর্শন ও আলাপের দ্বারা আমি অনু-  
গৃহীত ও প্রীত হইয়াছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তব দর্শনাদিভিঃ কৰ্ত্ত্বিরনুগৃহীতঃ  
অতএব প্রীতঃ । অস্মীতি বর্ত্তমাননির্দেশাৎ পূৰ্ব্বস্ত-  
দর্শনাদিভিনৈবানুগৃহীতোহহমপ্রীত এবাভুবৎ যতস্ত্বাৎ  
নিরাগসমপি জ্ঞলয়িতুং মহাক্রোধাক্রঃ কৃত্যামসৃজম্ ।  
তেন ভক্তকৰ্ম্মকাণ্যেব তদ্বিশয়কভক্ত্যুত্থানোব দর্শনা-  
দীনি যদি স্যুস্তদৈব তানি তপস্বিজ্ঞানিবিপ্রাননুগৃহী-  
নান্যথেষ্যগ্ৰাহমেব দৃষ্টান্ত ইতি সিদ্ধান্তো ধ্বনিতঃ ।  
তথা আশ্রমেধসা আশ্রনো মম মেধসা ঈদৃশ্যা বুদ্ধ্যা  
যদ্যস্বরীষবচনগ্রহণ-প্রতিপাদিনীয়ং মে বুদ্ধির্নাভবিষ্যৎ  
তদা কথমতরীষ্যং তেন চক্রদত্ত-মহাতাপোহপি মম  
পরমোপকারকঃ সংসার-তারকভক্তিমর্গজ্ঞাপকোহ-  
ভূদিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবদন্তু তোমার দর্শনাদির  
দ্বারা আমি অনুগৃহীত ( অর্থাৎ তোমার দর্শনাদি  
আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছে ), অতএব আমি প্রীত  
( সম্ভুচুট ) হইয়াছি । ‘অস্মি’—এই বর্ত্তমান কালের  
নির্দেশহেতু পূৰ্ব্ব দর্শনাদির দ্বারা অনুগৃহীত হই  
নাই, এইজন্য আমি অসম্ভুচুটই ছিলাম, যেহেতু নির-  
পরোধ তোমাকেও দক্ষ করিবার নিমিত্ত মহা ক্রোধাক্র  
হইয়া কৃত্য সৃষ্টি করিয়াছিলাম । সুতরাং ভক্তের  
প্রতি ভক্তবিশয়ক ভক্তিজনিত দর্শনাদি যদি হয়  
( অর্থাৎ ভক্তজনে ভক্তিভরে যদি দর্শনাদি করা হয় ),  
তখনই তাহা তপস্বী, ব্রাহ্মগণকে অনুগৃহীত করে,  
অন্যথা নহে, এই বিষয়ে আমিই ( দুর্ক্বাসাই )  
দৃষ্টান্ত—এইরূপ সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইল । সেইরূপ  
‘আশ্রমেধসা’—আমার এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা,  
অর্থাৎ যদি অস্বরীষের আতিথ্যগ্রহণরূপ বুদ্ধি আমার

না হইত, তবে আমি কিপ্রকারে উত্তীর্ণ হইতাম,  
অতএব চক্রপ্রদত্ত তাপও আমার পরম উপকারক,  
সংসারতারক ও ভক্তিমার্গের জ্ঞাপক হইয়াছে—  
এই ভাব ॥ ২০ ॥

কৰ্ম্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহঃ ।

কীৰ্ত্তিং পরমপুণ্যাঞ্চ কীৰ্ত্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

অশ্বয়ঃ—স্বঃস্ত্রিয়ঃ ( সুরাঙ্গণাঃ ) তে ( তব )  
এতৎ অবদাতং ( বিমলং ) কৰ্ম্ম ( আচরিতং ) মুহঃ  
( নিরন্তরং ) গায়ন্তি ( কীৰ্ত্তয়িষ্যন্তি ) ইয়ং ভূঃ চ  
( পৃথিবী অপি ) পরমপুণ্যাং কীৰ্ত্তিং কীৰ্ত্তয়িষ্যতি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—দেবান্নাগণ তোমার এই বিমলকীৰ্ত্তি  
অনুকরণ কীৰ্ত্তন করিবে । এই পৃথিবীও তোমার  
পরম পবিত্র চরিত্র গান করিতে থাকিবে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অবদাতং শুদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অবদাতং’—শুদ্ধ, অর্থাৎ  
স্বর্গরমণীগণ নিরন্তর তোমার এই বিশুদ্ধ কৰ্ম্মের  
গান করিবেন ॥ ২১ ॥

## শ্রীশুক উবাচ—

এবং সংকীৰ্ত্ত্য রাজানং দুর্ক্বাসাঃ পরিতোষিতঃ ।

যযৌ বিহায়সামন্ত্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্ ॥ ২২ ॥

অশ্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । পরিতোষিতঃ দুর্ক্বাসাঃ  
এবং সঙ্কীৰ্ত্ত্য ( কীৰ্ত্তয়িত্বা ) রাজানম্ আমন্ত্য ( সম্ভাষ্য )  
বিহায়সা ( আকাশমার্গে ) অহৈতুকং ( ন বিদ্যাতে  
হৈতুকাঃ শুদ্ধতর্কনিষ্ঠবেদবহির্মুখা যত্র তং ) ব্রহ্ম-  
লোকং যযৌ ( গতবান্ ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—দুর্ক্বাসাঃ পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই  
প্রকারে রাজার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পরে  
রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে  
গমন করিলেন । সেই ব্রহ্মলোকে বেদবহির্মুখ  
তাত্ত্বিকগণের অবস্থিতি নাই ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মলোকমিতি তত্ত্বত্যা-ব্রহ্মানুভবিনঃ  
স্ববন্ধুন্ প্রতি স্বীয়-স্বাস্থ্যং হরেৰ্ভক্ত্যবশ্যতাং ভক্তানাং  
ভক্তেশ্চ মহাপ্রভাবং বক্তুমিতি ভাবঃ । ন বিদ্যাতে  
হৈতুকাঃ শুদ্ধতর্কনিষ্ঠা যত্র তম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মলোকং—তত্ত্ব্য ব্রহ্মানু-  
ভবী স্ববক্ষুজনের প্রতি নিজ সুস্থিরতা, শ্রীহরির ভক্ত-  
বশ্যতা, ভক্তগণের ও ভক্তির মহাপ্রভাব বলিবার  
জন্য দুর্বাসা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অহৈ-  
তুকং—যেখানে হৈতুক শুদ্ধ তর্কনিষ্ঠা নাই, সেই  
শুদ্ধতর্কাদিশূন্য ব্রহ্মলোক ॥ ২২ ॥

সংবৎসরোহত্যগান্তাবদ্যাবতা নাগতো গতঃ ।

মুনিষ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষা রাজাব্ভক্ষো বভূব হ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—গতঃ মুনিঃ যাবতা ( যাবৎকালং ) ন  
আগতঃ তাবৎ ( তদবসরে ) সম্বৎসরঃ অত্যগৎ  
( অতীতঃ বভূব ) তদর্শনাকাঙ্ক্ষাঃ ( তদীয় দর্শনা-  
ভিলাষী ) রাজা ( অম্বরীষঃ অপি ) অব্ভক্ষণঃ বভূব  
হ ( জলমাত্রং ভুক্ত্য তাবৎকালং স্থিতবান্ ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—দুর্বাসা গমন করিয়া যাবৎ প্রত্যা-  
গমন করেন নাই তাবৎ পর্য্যন্ত সম্বৎসরকাল অতীত  
হইয়াছিল। রাজাও তাঁহার দর্শনবাসনায় তাবৎ-  
কাল জলমাত্র পান করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন  
॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গতো মুনির্ষাবতা কালেন নাগতঃ  
তাবৎ সম্বৎসরঃ অত্যগৎ নিষ্কান্তঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গতঃ’—দুর্বাসা সুদর্শন  
চক্রের সন্তাপে পলায়ন করিয়া যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া  
আসেন নাই, সেই অবসর মধ্যে এক বৎসর কাল  
অতীত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

গতেহথ দুর্বাসসি সোহম্বরীষো

দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ ।

ঋষেবিমোক্ষং ব্যসনঞ্চ বীজ্য

মেনে স্ববীর্য্যঞ্চ পরমানুভাবম্ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—অথ ( সম্বৎসরান্তে ) দুর্বাসসি গতে  
( আগতে সতি ) সঃ অম্বরীষঃ দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রম্  
( দ্বিজস্য উপযোগেন ভোজনে অতিপবিত্রম্ ) আহরৎ  
( ভুক্তবান্ ) ঋষেঃ ব্যসনং ( বিপত্তিং ) মোক্ষং  
( তস্মাৎ মোচনং ) বীজ্য ( দৃষ্ট্য ) স্ববীর্য্যং চ  
( স্বকীয়ধৈর্য্যাদিলক্ষণং প্রভাবঞ্চ ) পরমানুভাবং ( পরস্য

শ্রীভগবতঃ এব অনুভাবং প্রভাবং ) মেনে ( নির্ণীত-  
বান্ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সম্বৎসরান্তে দুর্বাসা আগমন করিলে  
রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের দ্বারা অতীব পবিত্র  
অন্নাদি ভোজন করিলেন এবং দুর্বাসার বিপদ হইতে  
মুক্তি ও স্বীয় সহিষ্ণুতাদির প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ইহা  
ভগবানেরই কার্য্য—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন  
॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজস্য উপযোগেন অতিপবিত্রং আহ-  
রৎ আহারং কৃতবান্ । স্ববীর্য্যঞ্চ ধৈর্য্যাদিলক্ষণং  
পরস্য ভগবত এবানুভাবং প্রভাবং, নতু স্বস্য ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রম্’—  
ব্রাহ্মণের আহারহেতু অতিপবিত্র উচ্ছিষ্ট অন্ন মহা-  
রাজ অম্বরীষ ভোজন করিলেন। ‘স্ববীর্য্যঞ্চ’—  
নিজের তৎকালীন ধৈর্য্যাদি, পরমপুরুষ ভগবানেরই  
প্রভাব বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু উহা নিজের নহে  
॥ ২৪ ॥

এবং বিধানেকগুণঃ স রাজা

পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে ।

ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং

যয়াবিরিঞ্চ্যামিরয়্যাংশ্চকার ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—এবং বিধানেকগুণঃ ( ঈদৃশ বিবিধ-  
গুণসম্পন্নঃ ) সঃ রাজা ( অম্বরীষঃ ) ক্রিয়াকলাপৈঃ  
( ক্রিয়াসমূহৈঃ ) পরাত্মনি ( পরমাত্মনি ) ব্রহ্মণি  
বাসুদেবে ( শ্রীহরৌ ) ভক্তিং সমুবাহ ( ধৃতবান্ ) যয়া  
( ভক্ত্যা ) আবিরিঞ্চ্যান্ ( বিরিঞ্চ্যপদসহিতান্ ভোগান্ )  
নিরয়ান্ চকার ( নরকপ্রায়ান্ অপশ্যৎ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিবিধ গুণসম্পন্ন রাজা  
অম্বরীষ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্  
শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ বিধান করিতেন। ঐ ভক্তি-  
প্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদবীকে পর্য্যন্ত নরকতুল্য জ্ঞান  
করিতেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরাত্মনীতি পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবানি-  
ত্যেকতত্ত্বো যো বাসুদেবস্তন্মিন্ । ক্রিয়াকলাপৈ-  
র্মন্দির-মার্জ্জনাদৈর্যয়া ভক্ত্যা আবিরিঞ্চ্যাৎ ভোগান্  
নরকতুল্যান্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পরান্নি’—পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্, এই এক তত্ত্বরূপ যে বাসুদেব, তাহাতে মন্দির মার্জ্জনাদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপদ্বারা ভক্তিভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। ‘যস্মা’—যে ভক্তিপ্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদ হইতে আরম্ভ করিয়া জাগতিক সকল ভোগকেই নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অথাম্বরীষন্তনয়েষু রাজ্যং  
সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ ।  
বনং বিবেশান্নি বাসুদেবে  
মনো দধদধন্তগুণ প্রবাহঃ ॥ ২৬ ॥

অম্বরঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । অথ ( অনন্তরং )  
আত্মনি ( পরমাত্মনি ) বাসুদেবে ( শ্রীহরৌ ) মনঃ  
দধৎ ( ধারয়ৎ অতএব ) ধন্তগুণপ্রবাহঃ ( ধন্তঃ  
বিনষ্টঃ গুণপ্রবাহঃ যস্য সঃ ) ধীরঃ ( বিবেকী )  
অম্বরীষঃ সমানশীলেষু ( আত্মতুল্যশ্চভাবেষু ) তনয়েষু  
( পুত্রেষু ) রাজ্যং বিসৃজ্য ( নিক্ষিপ্য ) বনং বিবেশ  
( মানসসেবায়াম্ মনশ্চকার ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর পর-  
মাত্মা বাসুদেবে মন সমিবিষ্ট হওয়ায় মহারাজ অম্ব-  
রীষের মায়িকগুণপ্রবাহ অর্থাৎ ভোগবাসনা বিনষ্ট  
হইয়াছিল । তিনি নিজতুল্য পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ  
করিয়া দিয়া বনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ মানস-  
সেবায় চিত্ত সমিবিষ্ট করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনো দধৎ মনোদাত্তং বনং বিবেশ  
॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মনো দধৎ’—বাসুদেবে  
চিত্ত সমর্পণের নিমিত্ত বনে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ ।

সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্নুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

অম্বরঃ—ভূপতেঃ অম্বরীষস্য ইতি এতৎ পুণ্যম্  
আখ্যানং ( বৃত্তান্তং ) সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ অনুধ্যায়ন্ ( নিরন্তরং  
চিত্তয়ন্ চ জনঃ ) ভগবতঃ ( শ্রীহরেঃ ) ভক্তঃ ভবেৎ ।  
( শ্রীহরৌ ভক্তিং লভেত ইত্যর্থঃ ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র  
আখ্যান যিনি সংকীৰ্ত্তন অথবা অনুক্ৰমণ চিন্তা করি-  
বেন তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন  
॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-  
রিত্যুত্তেগার্হস্থ্যোহপি সম্পূর্ণং মনো ভগবত্যাঙ্গীদেব,  
সত্যং ভক্তাবনুরাগিণঃ খলু মহাধনগৃধোর্বগিজ ইব  
স্বভাবো ভবেৎ । কোটীশ্বরোহপি বগিগাত্মানমল্পধনং  
মন্যমানো ধনমুপার্জ্জয়িতুং যথা সমুদ্রান্তমপি গচ্ছতি  
তথৈব ভক্তোহপি ভক্তিমুপার্জ্জয়িতুমিতি ॥ ২৭ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাম্ হৃষিক্যাং ভক্তচেতসাং ।

নবমে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পূর্বে  
“স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ” ( ৯।৪।১৮ ),  
অর্থাৎ নিজ চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে নিযুক্ত  
( স্থির ) করিয়াছিলেন, ইহা বলায় গার্হস্থ্য আশ্রমেও  
মহারাজ অম্বরীষের সম্পূর্ণ মন শ্রীভগবানেই ছিল ।  
ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু ভক্তিতে অনু-  
রাগী জনের মহাধন-লুপ্ত বণিকের ন্যায় স্বভাব  
হইয়া থাকে । কোটীশ্বর বণিকও নিজকে অল্পধন-  
বিশিষ্ট মনে করিয়া ধন উপার্জ্জনের নিমিত্ত যেরূপ  
সমুদ্রের পরপারেও গমন করে, তদ্রূপ ভক্তও ভক্তি  
অর্জ্জনের জন্য সতত যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৫ ॥

অম্বরীষস্য চরিতং যে শৃণুতি মহাত্মনঃ ।

মুক্তিং প্রযাতি তে সর্ব্বৈ ভক্ত্যা বিকোঃ প্রসাদতঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংসাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং নবমঙ্কঃ  
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—যে ( জনাঃ ) মহাত্মনঃ অম্বরীষস্য  
চরিতং ভক্ত্যা শৃংবন্তি, তে সর্বের বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ  
( অনুগ্রহাৎ ) মুক্তিং প্রযান্তি ( লভন্তে ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র

ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগ-  
বান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন অর্থাৎ স্ব স্বরূপে  
অবস্থিত হন ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমঙ্কঃ পঞ্চম অধ্যায়ের অম্বয়,  
অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিরূতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমঙ্কঃ পঞ্চমাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বিরূপঃ কেতুমান্ শত্ভুরম্বরীষসূতাস্তমঃ ।

বিরূপাৎ পৃষদশ্চোহভূৎ তৎপুত্রস্ত রথীতরঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অম্বরীষবংশ-বর্ণনান্তে শশাদ হইতে  
মাক্রাতা পর্য্যন্ত বংশপরিচয় এবং প্রসঙ্গক্রমে মাক্রাত-  
তনয়াপতি সৌভরি ঋষির আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ।

অম্বরীষের বিরূপ, কেতুমান্ ও শত্ভু নামক পুত্র-  
ত্রয়ের মধ্যে বিরূপতনয় পৃষদশ্ব, তৎসন্তান রথীতর ।  
রথীতর নিঃসন্তান হওয়ায় তৎপ্রার্থিত মহর্ষি অসিরা  
তদীয় ভাৰ্য্যার গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন ।  
রথীতরক্ষেত্রে উৎপন্ন সন্তানগণ রথীতর ও অসিরা  
উভয় গোত্রেই অন্বিত হইত । মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বা-  
কুর শতপুত্রমধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডকা—এই  
তিনজন জ্যেষ্ঠ । ইক্ষ্বাকুপুত্রগণ বিভিন্ন বিভাগের  
রাজা হইয়াছিলেন । বিকুক্ষি বিধিলংঘনজনিত  
অপরাধে পিতা ইক্ষ্বাকুকর্তৃক দেশান্তরিত হন ।  
ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠের আনুগত্যে যোগবলে কলেবর পরি-  
ত্যাগপূর্বক পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হন । পিতা পরলোকগত  
হইলে বিকুক্ষি পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া প্রজাপালন  
এবং যজ্ঞদ্বারা গ্রীহিরির আরাধনা করিতে থাকেন ।  
ইনিই পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হন । শশাদের পুত্র

দেবগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামে ভিন্ন  
ভিন্ন কৰ্ম্মদ্বারা পুরঞ্জয়, ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ এই তিন  
নামে বিখ্যাত হন । পুরঞ্জয়পুত্র অনেনা, অনেনার  
পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বগন্ধি, বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র,  
চন্দ্রপুত্র যুবনাস্ব, যুবনাস্বের পুত্র শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তীপুত্রী-  
নির্ম্মতা । শ্রাবস্তপুত্র রুহদশ্ব, রুহদশ্ব হইতে কুব-  
ল্যাস্ব ; ইনি ধুক্‌নামক অসুর বধ করিয়া 'ধুক্‌মার'  
নামে বিখ্যাত । ধুক্‌মারের পুত্রগণের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব,  
কপিলাস্ব ও উদ্রাশ্ব ভিন্ন সকলেই ধুকুর মুখাশ্রিতে  
ডুক্ষীভূত হয় । দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যাস্ব, হর্যাস্ব হইতে  
নিকুন্ত, নিকুন্তপুত্র বহলাশ্ব এবং কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব তনয়  
সেনজিৎ । সেনজিৎপুত্র যুবনাস্ব ; ইহার একশত  
ভাৰ্য্যা ছিল, কিন্তু নিঃসন্তান হইয়া অরণ্যে গমন  
করেন । ঋষিগণ ইহার পুত্রার্থ ইন্দ্রদেবত্যাযজ্ঞ প্রবর্তন  
করেন । একদা রাজা বনে তৃক্ষার্ভ হইয়া তাঁহার  
হিতকামী ঋষিগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশপূর্বক তাঁহার  
জন্যই রক্ষিত পুত্রোৎপত্তিকারণোদক পান করেন ।  
তৎফলে যথাসময়ে যুবনাস্বের দক্ষিণকুক্ষি ভেদ  
করিয়া এক সুলক্ষণ পুত্র উৎপন্ন হয় । পুত্র স্তন্যার্থ  
রোরুদ্যমান হইলে ইন্দ্র স্বীয় তর্জ্জনী প্রদান করেন  
বলিয়া ঐ পুত্রের নাম মাক্রাতা হয় । যুবনাস্ব যথা-  
কালে তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন । অনন্তর মাক্রাতা  
সম্রাট হইয়া একাকী সন্তদ্বীপবতী পৃথিবী শাসন  
করেন । দস্যুগণ তাঁহার প্রতাপে সন্ত্রস্ত হইত বলিয়া

তাঁহার এক নাম ‘ব্রহ্মসূ’। মাক্কাতা শশবিন্দু-  
দুহিতা বিন্দুমতীগর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মৃদুকুন্দ  
নামক পুত্রত্রয় ও পঞ্চাশৎ সংখ্যক কন্যা উৎপাদন  
করেন। কন্যাগণ সকলেই সৌভরি ঋষিকে পতিত্বে  
বরণ করেন। অতঃপর শ্রীশুকদেব কর্তৃক মহারাজ  
পরীক্ষিৎ সমীপে সৌভরি ঋষির মৎস্যসংসর্গজদোষ-  
নিবন্ধন যোগদ্রষ্ট হইয়া মাক্কাতৃতনয়্যাগণের পাণি-  
গ্রহণপূর্বক গ্রাম্যসুখভোগ এবং পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া  
তাঁহার ভগবদ্বিস্মৃতি জন্য অনুতাপ ও বানপ্রস্থ  
ধর্মাবলম্বন-পূর্বক কঠোর তপস্যাদ্বারা আধ্যাত্মিকী-  
গতিলাভ তথা তৎপন্নয়নেরও তদনুগমনাদি কথা  
কীত্তিত হইয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। বিরূপঃ কেতুমান্  
শত্ৰুঃ (এতে) ব্রহ্মঃ অম্বরীষসূতাঃ (অম্বরীষস্য পুত্রাঃ  
অভবন্) বিরূপাৎ পৃষদশ্বঃ অভূৎ (জাতঃ) তৎপুত্রঃ  
(পৃষদশ্বস্য পুত্রঃ) তু রথীতরঃ (অভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—(হে রাজন্!)  
অম্বরীষের তিন পুত্র—বিরূপ, কেতুমান্ ও শত্ৰু। বিরূপ  
হইতে পৃষদশ্বের উৎপত্তি, পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

যষ্ঠে শশাদেন্দ্রবাহ-যুবনাম্বকথোচ্যতে।

মাক্কাতুশ্চ চরিত্রান্তঃ সৌভর্য্যাত্মানমভূতম্ ॥০৥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই যষ্ঠ অধ্যায়ে শশাদ,  
ইন্দ্রবাহ, যুবনাম্বের কথা, মাক্কাতার চরিত্র এবং  
সৌভরি ঋষির অন্তত আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্য্যায়ান্ তন্তবেহথিতঃ।

অগ্নিরা জনন্যামাস ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ সূতান্ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—অপ্রজস্য (নিঃসন্তানস্য) রথীতরস্য  
তন্তবে (সন্তানার্থম্) অথিতঃ (প্রার্থিতঃ) অগ্নিরাঃ  
ভার্য্যায়ান্ (রথীতরপত্ন্যাং) ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ (ব্রহ্ম-  
তেজঃসমম্বিতান্) সূতান্ জনন্যামাস ॥ ২ ॥

অনুবাদ—রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি  
সন্তানার্থ অগ্নিরূপে প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনায়  
অগ্নিরা তদীয় (রথীতরের) ভার্য্যায় কতিপয় সন্তান  
উৎপন্ন করেন। সেই সন্তানগণ সকলেই ব্রহ্মতেজঃ-  
সম্পন্ন ছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তন্তবে সন্তানার্থম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তন্তবে’—সন্তানের নিমিত্ত  
(রথীতর অগ্নিরূপে নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি  
রথীতরের পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন কয়েকটি  
পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।) ॥ ২ ॥

এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্তাগ্নিরসাঃ স্মৃতাঃ।

রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—এতে (অগ্নিরসা জনিতাঃ) ক্ষেত্র-  
প্রসূতাঃ (রথীতরস্য ক্ষেত্রে প্রসূতত্বেন রথীতরগোত্রাঃ  
সন্তঃ অগ্নিরসো বীর্য্যোণ প্রসূতত্বাৎ) আগ্নিরসাঃ পুনঃ  
বৈ (পুনরপি যতঃ) ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ (ক্ষেত্রো-  
পেতাঃ ব্রাহ্মণাঃ অতঃ) রথীতরানাং (রথীতরস্য  
জাতানাম্ অন্যোষাং সন্তানানাং) প্রবরাঃ (মুখ্যাঃ)  
স্মৃতাঃ (কথিতা অভবন্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই সকল পুত্রগণ রথীতর-ভার্য্যা-  
প্রসূত বলিয়া রথীতর-গোত্র ছিলেন, আবার অগ্নিরো-  
বীর্য্যোৎপন্ন বলিয়া তাঁহাদিগকে অগ্নি-গোত্রও বলা  
হইত। রথীতরের অন্য পুত্রদিগের মধ্যে ইঁহারাই  
শ্রেষ্ঠ। কেননা ইঁহারা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—রথীতরস্য ক্ষেত্রে ভার্য্যায়ান্ প্রসূত-  
ত্বাদগ্নিরসো বীর্য্যজাতত্বাৎ এতে রথীতরপ্রবরপুত্রত্বেন  
প্রসিদ্ধাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বিপ্রাঃ। ত্বে জাতী  
যেষাং তে ইত্যন্বর্থসংজ্ঞা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ক্ষেত্রপ্রসূতাঃ’—এই পুত্রগণ  
রথীতরের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভার্য্যাতে জন্ম গ্রহণহেতু  
রথীতরগোত্র হইলেও, অগ্নিরূপে বীর্য্য উৎপন্ন বলিয়া  
আগ্নিরস সংজ্ঞা দ্বারাও পরিচিত হইয়াছিলেন।  
‘ক্ষেত্রোপেতাঃ দ্বিজাতয়ঃ’—তাঁহারা ক্ষত্রিয়গোত্র ব্রাহ্মণ  
বলিয়া রথীতরের অপর সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
ছিলেন। ‘দ্বিজাতয়ঃ’—দুইটি জাতি ষাঁহাদের, এই  
যথার্থ সংজ্ঞা ॥ ৩ ॥

ক্ষুবতস্ত মনোজাজে ইক্ষাকুর্য়্যাপতঃ সূতঃ।

তস্য পুত্রশতজোষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদকাঃ ॥ ৪ ॥

**অবসরঃ**—(ইদানীং সোমবংশপ্রস্তাবাৎ পূৰ্ব্বং যাবৎ ইক্ষুকুবংশপ্রস্তাবঃ ক্রিয়তে) ক্ষুবতঃ (ক্ষুতং কুৰ্ব্বতঃ) মনোঃ ঘ্রাণতঃ তু (নাসায়াঃ) ইক্ষুকুঃ সূতঃ জ্ঞে (জাতঃ) তস্য (ইক্ষুকোঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠাঃ (পুত্রাণাং শতে জ্যেষ্ঠাঃ) বিকুক্ষিনিমি-দণ্ডকাঃ (বিকুক্ষিঃ নিমিঃ দণ্ডকশ্চ বভূবুঃ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—মনুর পুত্র ইক্ষুকু, মনু ক্ষুৎ (হাঁচি) করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই ইক্ষুকুর শতপুত্রমধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডকা এই তিনজন জ্যেষ্ঠ ॥ ৪ ॥

**বিশ্বনাথ**—মনোজ্যেষ্ঠপুত্রস্যাতিবিততমিক্সাকো-বংশমাহ ক্ষুবতস্তিত্যাদিনা। ক্ষুতং কুৰ্ব্বতো মনোঘ্রাণতো জ্ঞে। শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশপুত্রানিতি তু বাহুল্যাভিপ্রায়েণেতি স্বামিচরণাঃ ॥ ৪ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষুকুর বংশ অতি বিস্তীর্ণহেতু পূৰ্ব্বে না বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন—‘ক্ষুবতঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ মনু হাঁচিবার সময় তাঁহার নাসিকা হইতে এক পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহার নাম ইক্ষুকু। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—“শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্” (৯।১।১১), অর্থাৎ মনু শ্রদ্ধা নামক স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে দশটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহা তৎকালে বাহুল্যবশতঃ উল্লেখ করা হইয়াছিল। [ঐ দশটি পুত্রের নাম ইক্ষুকু, নগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করুম, নরিস্যন্ত, পৃষু, নভগ ও কবি। ইহাদের মধ্যে পৃষু ও কবি সংসারে বিরক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বংশ নাই। করুমাদি সপ্ত সন্তানের বংশ পূৰ্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ইক্ষুকুর বংশ বলিতেছেন। ইক্ষুকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডক—এই তিন জন জ্যেষ্ঠ।] ॥ ৪ ॥

তেষাং পুত্রস্তদভবমার্য্যাবর্তে নৃপা নৃপ।

পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাচ্চ ত্রয়ো মধ্যোপরেহন্যতঃ ॥৫॥

**অবসরঃ**—(হে) নৃপ! তেষাং (শতপুত্রানাং মধ্যে) পঞ্চবিংশতিঃ আর্য্যাবর্তে (বিক্সাহিমালয়য়োঃ মধ্যবত্তিপ্রদেশে) পুরস্তাৎ (পূর্বভাগে সমুদ্রপর্য্যন্তং মণ্ডলবিভাগেন) নৃপাঃ (রাজানঃ) অভবন্ (বভূবুঃ

তথা আর্য্যাবর্তস্য) পশ্চাৎ চ (পশ্চাদ্ভাগেহপি পঞ্চ-বিংশতিঃ নৃপাঃ অভবন্) মধ্যে (আর্য্যাবর্তস্য মধ্য-ভাগে) ত্রয়ঃ (জ্যেষ্ঠাঃ ত্রয়ঃ নৃপাঃ অভবন্) অপরে (অন্যে পুত্রাঃ) অন্যতঃ (আর্য্যাবর্তস্যেব অন্যত্র দক্ষিণোত্তরাদিমু ভাগেষু নৃপাঃ অভবন্) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—সেই শতপুত্রমধ্যে পঞ্চবিংশতিজন হিমালয় ও বিক্ষাগিরির মধ্যবর্তী আর্য্যাবর্তে পূৰ্ব্বে সমুদ্রপর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে রাজা হইয়াছিলেন। পশ্চিম বিভাগে পঞ্চবিংশতিজন, মধ্যবিভাগে জ্যেষ্ঠত্রয় এবং অপর পুত্রগণ দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

**বিশ্বনাথ**—আর্য্যাবর্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিক্ষা-হিমাগয়োঃ। তন্নিম্ন পুরস্তাৎ সমুদ্রপর্য্যন্তং পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলেষু পঞ্চবিংশতিনৃপা অভবন্। পশ্চাচ্চ তথৈব পঞ্চবিংশতিঃ। মধ্যে জ্যেষ্ঠাত্রয়ঃ। অপরেতু অন্যতঃ অন্যত্র দক্ষিণোত্তরাদিমু ॥ ৫ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘আর্য্যাবর্ত’—হইতেছে বিক্ষা ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্তী পুণ্যভূমি। ইক্ষুকুর পুত্রগণের মধ্যে পঁচিশ জন আর্য্যাবর্তের পূর্বভাগে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থানে পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলে রাজা হইয়াছিলেন। অপর পঁচিশ জন পশ্চিমভাগে, তিন জন মধ্যভাগে এবং অন্যান্য পুত্রগণ আর্য্যাবর্তেরই দক্ষিণ ও উত্তরাদি নানাস্থানে রাজা হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

স একদাষ্টকশ্রাদ্ধে ইক্ষুকুঃ সূতমাদিশৎ।

মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্ ॥৬॥

**অবসরঃ**—একদা সঃ ইক্ষুকুঃ অষ্টকশ্রাদ্ধে (অষ্টকশ্রাদ্ধং কর্তুং) সূতং (পুত্রং বিকুক্ষিম্ এবম্) আদিশৎ (আদিষ্টবান্—হে) বিকুক্ষে! মেধ্যং (পবিত্রং) মাংসম্ আনীয়তাং মা চিরং (সত্বরং) গচ্ছ (তদর্থং বনং যাহি) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন—এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অষ্টকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টকাল মাংসদ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা বিধি। সেই শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে ইক্ষুকু তৎপুত্র বিকুক্ষিকে আদেশ করিলেন হে বৎস! পবিত্র মাংস আনয়ন কর, শীঘ্র (বনে) গমন কর ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিকৃষ্টিঃ শশাদ-সংজ্ঞোহভূত্ত্বং হেতু-  
মাহ স ইতি চতুর্ভিঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিকৃষ্টির ‘শশাদ’ নাম হই-  
বার কারণ বলিতেছেন—‘স একদা’ ইত্যাদি চারিটি  
শ্লোকে । ( পিতার আদেশে শ্রাদ্ধের উপযোগী পবিত্র  
মাংস আনয়নের জন্য বনে গমনপূর্বক শ্রান্ত ও  
ক্ষুধার্ত হইয়া ভ্রমবশতঃ ঐসকল পশুর মধ্য হইতে  
একটি শশকের মাংস ভক্ষণ করেন, এইজন্য তাঁহার  
‘শশাদ’ নাম হয় । ) ॥ ৬ ॥

তথেষ্টি স বনং গন্তা যুগান্ হত্যা ক্রিয়ার্হগান্ ।

শ্রান্তো বৃদ্ধক্ষিতো বীরঃ শশঞ্চাদদপস্মৃতিঃ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—সঃ বীরঃ ( বিকৃষ্টিঃ ) তথা ( তথাস্তু )  
ইতি ( উক্তা ) বনং গন্তা ক্রিয়ার্হগান্ ( শ্রাদ্ধক্রিয়া-  
যোগ্যান্ পবিত্রান্ ) যুগান্ ( জন্তুন্ ) হত্যা শ্রান্তঃ বভূ-  
ক্ষিতঃ ( ক্ষুধাতুরঃ অতঃ ) অপস্মৃতিঃ ( শ্রাদ্ধার্থম্  
ইদং মাংসম্ ইতি স্মৃতিহীনঃ সন্ ) শশং চ আদৎ  
( অভক্ষয়ৎ ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বীর বিকৃষ্টি বনে গমন  
করিয়া শ্রাদ্ধোপযোগী বহু যুগ হত্যা করিলেন, অতি-  
শয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হওয়ায় তাঁহার বিবেক লুপ্ত  
হইয়াছিল, তিনি হতযুগ সমূহের মধ্যে একটি শশক  
লইয়া ভক্ষণ করিলেন ॥ ৭ ॥

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদগুরুঃ ।

চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমৈতদকর্ম্মকম্ ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ—( ততঃ সঃ ) শেষম্ ( অবশিষ্টং  
মাংসং ) পিত্রে ( ইক্ষ্বাকবে ) নিবেদয়ামাস ( অপিত-  
বান্ ) তেন ( ইক্ষ্বাকুনা ) চ প্রোক্ষণায় ( মাংসস্য  
শ্রাদ্ধোচিতসংস্কারায় ) চোদিতঃ ( প্রার্থিতঃ ) তদগুরুঃ  
( বশিষ্ঠঃ ) এতৎ ( মাংসং ) দুষ্টং ( দূষিতম্ অতঃ )  
অকর্ম্মকং ( শ্রাদ্ধাযোগ্যম্ ইতি ) আহ ( উক্তবান্ )  
॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বিকৃষ্টি অবশিষ্ট যুগগুলি পিতা  
ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করিলেন, ইক্ষ্বাকু ঐ যুগগুলি  
শ্রাদ্ধোচিত সংস্কারার্থ গুরু বশিষ্ঠের নিকট প্রেরণ

করিলেন, বশিষ্ঠ বলিলেন, এই সকল মাংস দূষিত  
হইয়াছে, শ্রাদ্ধোপযোগী হইবে না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদগুরুবশিষ্ঠঃ দুষ্টমিত্যগ্রভাগস্য  
বিকৃষ্টিণা ভুক্তত্বাৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদগুরুঃ’—বশিষ্ঠদেব বলি-  
লেন, ‘দুষ্টং’—অগ্রভাগ বিকৃষ্টি কর্তৃক ভক্ষিত  
হওয়ায় এই মাংস দূষিত হইয়াছে, অতএব ইহা  
শ্রাদ্ধোপযোগী হইবে না ॥ ৮ ॥

জাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ ।

দেশামিঃসারয়ামাস সূতং ত্যক্তবিধিং রুমা ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ—নৃপঃ ( ইক্ষ্বাকুঃ ) গুরুণা ( বশিষ্ঠেন )  
অভিহিতং ( কথিতং ) পুত্রস্য তৎ ( মাংসভক্ষণরূপং  
কর্ম্ম জাত্বা রুমা ( ক্রোধেন ) ত্যক্তবিধিং ( ত্যক্তঃ বিধিঃ  
শাস্ত্রনিয়মঃ যেন তৎ ) সূতং ( বিকৃষ্টিং ) দেশাৎ নিঃসা-  
রয়ামাস ( বহিষ্কৃতবান্ ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—গুরু বশিষ্ঠের বাক্যে রাজা ইক্ষ্বাকু  
পুত্রের কর্ম্ম জানিতে পারিয়া ক্রোধে বিধিলঙ্ঘনকারী  
পুত্রকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ॥ ৯ ॥

স তু বিপ্রেণ সংবাদং জাপকেন সমাচরন্ ।

তাত্ত্বা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যৎ পরম্ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) সঃ ( ইক্ষ্বাকুঃ ) তু জাপকেন  
( জ্ঞানদায়িনা ) বিপ্রেণ ( বশিষ্ঠেন সহ ) সংবাদং  
( তত্ত্বজ্ঞানালোচনং ) সমাচরন্ ( কুর্কন্ ) যোগী  
( রাজ্যভোগেন বিরক্তো যোগী সন্ ) তেন ( যোগেন )  
কলেবরং তাত্ত্বা সঃ যৎ পরং ( পরমং তত্ত্বং তৎ )  
অবাপ ( প্রাপ্তঃ ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ইক্ষ্বাকু জ্ঞানপ্রদাতা বিপ্র বশিষ্ঠের  
সহিত তত্ত্ব আলোচনা পূর্বক যোগী হইলেন, যোগ-  
বলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—স তু ইক্ষ্বাকুঃ জাপকেন জ্ঞানদায়িনা  
বশিষ্ঠেন ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সঃ’—ইক্ষ্বাকু, ‘জাপকেন’  
—জ্ঞানপ্রদাতা বশিষ্ঠের সহিত ( তত্ত্ববিষয়ক আলো-



চনাপূর্বক রাজ্যভোগে বিরক্ত হইয়া যোগী হইলেন এবং যোগে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিলেন । ) ॥ ১০ ॥

পিতৃহ্যুপরতেহভ্যো বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্ ।

শাসদীজে হরিং যজৈঃ শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—পিতরি উপরতে (মৃতে সতি) বিকুক্ষিঃ অভ্যো ( বিদেশাৎ আগত্য ) শশাদঃ ইতি বিশ্রুতঃ ( শশাদ ইতি নাম্না খ্যাতঃ ) ইমাং পৃথিবীং শাসৎ ( পালয়ন্ সন্ ) যজৈঃ হরিম্ ঈজে ( আরাধ্যামাস ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পিতা পরলোকগত হইলে বিকুক্ষি প্রত্যাগমন করিয়া এই পৃথিবী পালন করিতে করিতে যজ্ঞের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিকে আরধনা করিয়াছিলেন । ইনিই শশাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—শাসৎ পালয়ন্ সন্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শাসৎ’—পিতার দেহত্যাগের পর বিকুক্ষি পৃথিবী পালন করিতে করিতে বহু যজ্ঞ দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করেন । ইনিই পরবর্তী কালে ‘শশাদ’ নামে খ্যাত হন ॥ ১১ ॥

পূরঞ্জয়স্তস্য সূত ইন্দ্রবাহ ইতীরিতঃ ।

ককুৎস্থ ইতি চাপ্যুক্তঃ শূণু নামানি কৰ্ম্মাভিঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—তস্য ( বিকুক্ষিঃ ) সূতঃ পূরঞ্জয়ঃ ইন্দ্রবাহঃ ( ইন্দ্রো বাহঃ অস্য ইতি ইন্দ্রবাহঃ ) ইতি ঈরিতঃ ( কথিতঃ ) ককুৎস্থঃ ( ককুদি স্থিতত্বাৎ ককুৎস্থঃ ) ইতি চ অপি উক্তঃ কৰ্ম্মাভিঃ নামানি শূণু ( যৈঃ কৰ্ম্মাভিঃ পৃথক্ নামানি তানি কৰ্ম্মাণি শূণু ( ইত্যর্থঃ ) ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শশাদের পুত্র পূরঞ্জয় । ইনি ইন্দ্রবাহ নামে কথিত হইতেন । আবার তাঁহাকে ককুৎস্থও বলা হইত, যে যে কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার ঐ সকল নাম হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যপূরস্য জয়াৎ পূরঞ্জয়ঃ । ইন্দ্রো বাহোহস্যোতি ইন্দ্রবাহঃ । ককুদি স্থিতত্বাৎ ককুৎস্থ

ইতি । কৰ্ম্মাভিরিতি যৈঃ কৰ্ম্মাভিঃ শ্রীণি নামানি তানি শূণ্বিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পূরঞ্জয়ঃ’—বিকুক্ষির পুত্রের নাম পূরঞ্জয় । তাঁহাকে ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ নামেও উল্লেখ করা হয় । দৈত্যপূরী জয় করায় ‘পূরঞ্জয়’, ইন্দ্র মহারূষরূপে বাহন হওয়ায় ‘ইন্দ্রবাহ’ এবং রুষের ককুদে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করেন বলিয়া ‘ককুৎস্থ’ নাম হয় । ‘শূণু’—যে তিনটি কৰ্ম্মের দ্বারা এই সকল নাম হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর, এই অর্থ ॥ ১২ ॥

কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ ।

পাঞ্চিগ্রাহো রুতোবীরো দৈবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—দানবৈঃ সহ দেবানাং কৃতান্তঃ ( কৃতস্য বিশ্বস্য অন্তোনাশো যস্মাৎ তাদৃশঃ ) সমরঃ ( যুদ্ধম্ ) আসীৎ ( অভূৎ ততঃ ) দৈত্যপরাজিতৈঃ দৈবৈঃ বীরঃ ( পূরঞ্জয়ঃ ) পাঞ্চিগ্রাহঃ ( সহায়ঃ ) রুতঃ ( কৃতঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পূর্ব দৈত্যদিগের সহিত দেবতাদিগের বিশ্বনাশন সমর হইয়াছিল । দেবরূপ দৈত্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া ঐ বীরকে সহায়রূপে বরণ করিয়াছিলেন । ( দৈত্যপূরী জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পূরঞ্জয় নামে বিখ্যাত ) ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতস্য বিশ্বস্যান্তো নাশো যস্মাত্তাদৃশঃ সমর আসীৎ, তত্র দৈবৈঃ পাঞ্চিগ্রাহো রুতঃ ॥১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৃতান্তঃ সমরঃ’—কৃত বিশ্বের অন্ত অর্থাৎ নাশ যাহা হইতে, তাদৃশ প্রলয়-সদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল । ‘পাঞ্চি-গ্রাহঃ রুতঃ’—ঐ যুদ্ধে দেবতাগণ দৈত্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া মহাবীর পূরঞ্জয়কে সাহায্যার্থ বরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বচনাদেবদেবস্য বিষ্ণোবিশ্বাঅনঃ প্রভোঃ ।

বাহনত্বে রুতস্তস্য বভূবেন্দ্রো মহারূষঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—( ইন্দ্রো যদি মম বাহনং স্যাডহি দৈত্যান্ হনিষ্যামীতি তেন ) বাহনত্বে রুতঃ ( সন্ লজ্জয়া তদনঙ্গীকুৰ্বন্ ) ইন্দ্রঃ দেবদেবস্য প্রভোঃ

বিশ্বাঅনঃ বিষ্ণোঃ বচনাৎ তস্য ( রাজঃ বাহনত্বায় )  
মহারুশঃ বভূব ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইনি ইন্দ্রকে বাহনরূপে বরণ করিয়া-  
ছিলেন অর্থাৎ শশাদপুত্র বলিয়াছিলেন, ইন্দ্র যদি  
আমার বাহন হয়, তাহা হইলে আমি দৈত্যাদিগকে  
বিনাশ করিব, কিন্তু লজ্জায় ইন্দ্র তাঁহার বাহন হইতে  
স্বীকার করিলেন না। পরে বিশ্বাত্মা দেব দেব প্রভু  
বিষ্ণুর বাক্যে ইন্দ্র মহারুশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।  
( ইন্দ্র ইহার বাহন বলিয়া ইনি ইন্দ্রবাহ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রো যদি মম বাহনং স্যাতদা  
দৈত্যান্ হনিষ্যামীতি তেন বাহনত্বেন রতঃ সমিল্পো  
লজ্জয়া তদনঙ্গীকুর্ষ্বন্ বিষ্ণেৰ্বচনাৎ তস্য বাহনং  
মহারুশো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বাহনত্বে রতঃ’—ইন্দ্র যদি  
আমার বাহন হন, তবে আমি দৈত্যাদিগকে বিনাশ  
করিব’—পুরুষ একরূপ বলিলে প্রথমতঃ দেবরাজ  
ইন্দ্র লজ্জায় তাহা স্বীকার করেন নাই, পরে বিষ্ণুর  
বাক্যে মহারুশরূপে ইহার বাহন হইয়াছিলেন ॥ ৪৥

স সমক্সো ধনুদিব্যমাদায় বিশিখান্ শিতান্ ।

সুয়মানস্মারুহ্য যুযৎসুঃ ককুদি স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

তেজসাপ্যায়িতো বিষ্ণোঃ পুরুষস্য মহাঅনঃ ।

প্রতীচ্যাং দিশি দৈত্যানাং ন্যরুণৎত্রিদশৈঃ পুরম্ ॥ ১৬ ॥

অবয়বঃ—সঃ ( পুরুষঃ ) সমক্স ( কবচারতঃ  
ভূত্বা ) দিব্যং ধনুঃ শিতান ( তীক্ষ্ণান্ ) বিশিখান্  
( বাগান্ চ ) আদায় সুয়মানঃ ( দৈবৈঃ সুয়মানঃ )  
তং ( রুশভম্ ) আরুহ্য ককুদি ( রুশভককুদ্দেশে )  
স্থিতঃ যুযৎসুঃ ( যোদ্ধুন্ম ইচ্ছুঃ ) মহাঅনঃ পুরুষস্য  
বিষ্ণোঃ তেজসা আপ্যায়িতঃ ( বদ্ধিতঃ সন্ ) ত্রিদশৈঃ  
( দৈবৈঃ সহ ) প্রতীচ্যাং দিশি ( পশ্চিমে দিগ্ভাগে  
দৈত্যানাং পুরং ন্যরুণৎ ( নিরুদ্ধবান্ ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—যুদ্ধাভিলাষী বর্ষারত ইন্দ্রবাহ দিব্যধনু  
তীক্ষ্ণশর গ্রহণপূর্বক দেবরুদ্র দ্বারা প্রশংসিত হইতে  
হইতে মহারুশে আরোহণ করিয়া উহার ককুদ্  
( ক্রকের বাঁটা ) উপরি অবস্থান করিতেছিলেন ( তজ্জন্য  
তাঁহার নাম ককুৎস ) পরমাত্মা পরমপুরুষ বিষ্ণুর  
তেজে পরিবদ্ধিত ইন্দ্রবাহ দেবতাদিগের সহিত

মিলিত হইয়া পশ্চিম দিকে দৈত্যপুরী অপরুদ্ধ করি-  
লেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স পুরুষঃ রুশং সমারুহ্যতীক্ষ্ণ-  
বাহঃ ককুদি স্থিত ইতি ককুৎস্শচাত্ত্বৎ । ত্রিদশৈঃ  
সহিতঃ পুরং ন্যরুণৎ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সঃ’—সেই পুরুষ মহা-  
রুশরূপী ইন্দ্রে আরোহণ করিয়া ককুদে ( ক্রকের  
উপরিস্থিত উন্নত স্থানে ) অবস্থান করিয়াছিলেন।  
ইন্দ্র তাঁহার বাহন হওয়ায় ইনি ‘ইন্দ্রবাহ’ এবং রুশের  
ককুদে অবস্থান করায় ‘ককুৎস’ নামে খ্যাত হন।  
তিনি দেবতাগণের সহিত মিলিত হইয়া দৈত্যপুরীকে  
পশ্চিমদিকে অপরুদ্ধ করিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

তৈত্তস্যা চাত্ত্বৎ প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।

যমায় ভল্লৈরনয়দৈত্যানভিষযুধে ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—তৈঃ ( দৈত্যাঃ সহ ) তস্য ( পুরুষস্য )  
তুমুলং ( ঘোরং ) লোমহর্ষণং প্রধনং চ ( যুদ্ধং )  
অভুৎ ( সঃ ) যুধে ( সংগ্রামে যে দৈত্যাঃ ) অভিষযুঃ  
( অভিযুখম্ আগতাঃ তান্ ) দৈত্যান্ যমায় অনয়ৎ  
( যমং দর্শয়িতুং সন্দেহানেব ভল্লৈঃ অনয়ৎ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দানবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল  
লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইল। যেসকল দৈত্য তাঁহার  
( ইন্দ্রবাহ ) সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাদিগকে তিনি  
যম-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যমায় অনয়ৎ যমং মৃত্যুং প্রাপন্না-  
মাস, গত্যা কন্মণীতি চতুর্থী ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যমায় অনয়ৎ’—তাঁহার  
অভিযুখে আগত দৈত্যগণকে যমকে দেখাইবার জন্য  
সন্দেহেই ( তাঁহার নিষ্ঠে ) পাঠাইয়াছিলেন। এখানে  
‘গত্যা কন্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থী চেষ্টায়ামনধরনি’—  
এই সূত্রে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তস্যেযুপাতাভিমুখং যুগান্তাগ্নিমিবোল্লবণম্ ।

বিশ্বজ্য দুর্জবুর্দৈত্যা হন্যমানাঃ স্বমালয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—হন্যমানাঃ দৈত্যাঃ যুগান্তাগ্নিঃ ( প্রলয়া-  
নলম্ ইব উল্লবণম্ ) তস্য ( পুরুষস্য )

ইষুপাতাভিমুখং (বাণপতনভিমুখং) বিস্জ্য (ত্যক্তা)  
স্বম্ আলয়ং (নিজগৃহং) দুদ্রবুঃ (পলায়িতাঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যে সকল দৈত্য ইন্দ্রবাহুর বাণে ছিন্ন  
হইয়া অবশিষ্ট ছিল, তাহারা প্রলয়ান্নি সদৃশ অতিশয়  
উগ্র বাণপাতাভিমুখ পরিত্যাগ পূর্বক নিজালয়  
পাতালে পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যাবশিষ্টা আলয়ং পাতালম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দৈত্যঃ’—অবশিষ্ট দৈত্য-  
গণ নিজপুরী পাতালে পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

জিত্বা পুরং ধনং সর্বং সস্তীকং বজ্রপাণয়ে ।

প্রত্যমচ্ছৎ স রাজশিরিতি নামভিরাহতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ রাজশিঃ (পুরঞ্জয়ঃ) পরং (শত্রুং)  
জিত্বা সস্তীকং (তেমাং স্তীভিঃ সহিতং) সর্বং ধনং  
বজ্রপাণয়ে (ইন্দ্রায়) প্রত্যমচ্ছৎ (দদৌ) ইতি  
(ইতোত্যাঃ কৰ্ম্মভিঃ সঃ) নামভিঃ (পুরঞ্জয়াদি-  
নামভিঃ) আহতঃ (বাহতঃ বভূব) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই রাজশি শত্রু জয় করিয়া স্তীগণ-  
সহ সমস্ত ধন বজ্রপাণি ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন  
বলিয়া তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।  
এই প্রকার বিভিন্ন কৰ্ম্ম দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে  
অভিহিত হইতেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—জিত্বা পুরমিতি পুরঞ্জয়ঃ, সঃ বজ্র-  
পাণিঃ প্রত্যমচ্ছৎ পুনস্তস্য রাজর্ষে রাজর্ষয়ে দদৌ ।  
অতএব স রাজশিঃ নামভিঃ পুরঞ্জয়াদিভিরাহতঃ  
বাহতঃ । আহত ইতি পাঠে আহুত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জিত্বা পুরং’—পুরঞ্জয় এই-  
রূপে দৈত্যপুর জয় করিয়া তাহাদের রমণীগণ সহ  
সমস্ত ধন দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন ।  
‘সঃ বজ্রপাণিঃ’—সেই বজ্রপাণি ইন্দ্র পুনরায় তাহা  
রাজশি পুরঞ্জয়কে প্রত্যর্পণ করেন । অতএব তিনি  
‘রাজশি’, ‘পুরঞ্জয়’ ইত্যাদি নামে অভিহিত হন ।  
‘আহতঃ’—এইরূপ পাঠান্তরে ‘আহুতঃ’, কথিত  
হন, এই অর্থ । (সমস্ত দান করায় রাজশি, দৈত্য-  
পুর জয় করায় পুরঞ্জয়, ইন্দ্রকে বাহন করায় ইন্দ্রবাহ  
এবং রমণীগণী ইন্দ্রের ককুদে অবস্থান করায় ককুৎস্থ  
নামে পরিচিতি হইয়াছিলেন ।) ॥ ১৯ ॥

পুরঞ্জয়স্য পুত্রোহভূদনেনাস্তৎসুতঃ পৃথুঃ ।

বিশ্বগন্ধিস্ততঃচন্দ্রো যুবনাস্থস্ত তৎসুতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পুরঞ্জয়স্য অনেনাঃ পুত্রঃ অভূৎ তৎ-  
সুতঃ (অনেনসঃ পুত্রঃ) পৃথুঃ (অভূৎ ততঃ) বিশ্ব-  
গন্ধিঃ (অভূৎ) ততঃ (বিশ্বগন্ধেঃ) চন্দ্রঃ (অভূৎ)  
যুবনাস্থঃ তু তৎসুতঃ (তস্য চন্দ্রস্য) সুতঃ অভূৎ  
॥ ২০ ॥

অনুবাদ—পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র  
পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বগন্ধি, বিশ্বগন্ধি-পুত্র চন্দ্র এবং  
চন্দ্রপুত্র যুবনাস্থ ॥ ২০ ॥

শ্রাবস্তস্তৎসুতো যেন শ্রাবস্তী নির্মমে পুরী ।

রুহদশস্ত শ্রাবস্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ (তস্য যুবনাস্থস্য সুতঃ)  
শ্রাবস্তঃ (অভূৎ) যেন (শ্রাবস্তেন) শ্রাবস্তী (তন্মাস্ত্রী)  
পুরী নির্মমে (নির্মিতা) রুহদশঃ তু শ্রাবস্তিঃ (শ্রাব-  
স্তস্য সুতঃ অভূৎ) ততঃ (রুহদশাৎ) কুবলয়াশ্বকঃ  
(সুতঃ অভূৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যুবনাস্থের পুত্র শ্রাবস্ত, ইনি শ্রাবস্তী-  
পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন । শ্রাবস্তের পুত্র রুহদশ,  
রুহদশ হইতে কুবলয়াশ্ব জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২১ ॥

যঃ প্রিয়ার্থমুতক্সস্য ধুক্সনামাসুরং বলী ।

সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈরহনদ্বুতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ বলী (মহাবলঃ কুবলয়াশ্বঃ)  
উতক্সস্য (তন্মাকস্য ঋষেঃ) প্রিয়ার্থং (প্রিয়ং কৰ্ত্ত্বম্)  
সুতানাং (স্বপুত্রানাম্) একবিংশত্যা সহস্রৈঃ হতঃ  
(পরিবেষ্টিতঃ সন্) ধুক্সনামাসুরং (ধুক্সনামকম্  
অসুরম্) অহনৎ (জঘান) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মহাবলী কুবলয়াশ্ব উতক্সের সন্তোষার্থ  
নিজ পুত্রগণের মধ্যে একবিংশতি সহস্র পুত্রের সহিত  
মিলিত হইয়া ধুক্সনামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন  
॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈর্যুজ্যঃ সন্-  
হনৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুতানাম্ একবিংশত্যা

সহস্রৈঃ—রহদশ্বের পুত্র মহাবলী কুবলয়াশ্ব উত্ক  
 ঋষির প্রীতিসাধনের জন্য নিজ একবিংশতি সহস্র  
 পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ধুকু নামক অসুরকে বধ  
 করিলে ‘ধুকুমার’ নামে বিখ্যাত হন ॥ ২২ ॥

ধুকুমার ইতি খ্যাতস্তৎসূতাস্তে চ জঙ্ঘলুঃ ।

ধুকুমুখাগ্নিনা সর্বে ব্রহ্ম এবাবশেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥

দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বচ ভদ্রাশ্ব ইতি ভারত ।

দৃঢ়াশ্বপুত্রো হর্যাস্থো নিকুন্তস্তৎসূতঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ—ধুকুমারঃ ইতি ( সঃ রাজাঃ ) খ্যাতঃ  
 ( অভূৎ পরস্ত ) তে তৎসূতাঃ সর্বে চ ধুকোঃ ( অসু-  
 রস্য তস্য ) মুখাগ্নিনা জঙ্ঘলুঃ ( ভস্মীভূতাঃ কেবলং )  
 ব্রহ্মঃ এব ( সূতাঃ ) অবশেষিতাঃ ( অবশিষ্টাঃ বভূবুঃ )  
 ( হে ) ভারত ! ( হে ভারতকুলজাত পরীক্ষিতঃ তে  
 ব্রহ্মঃ ) দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বঃ চ ভদ্রাশ্বঃ ইতি ( খ্যাতাঃ )  
 দৃঢ়াশ্বপুত্রঃ হর্যাস্থঃ নিকুন্তঃ তৎসূতঃ ( তস্য হর্যাস্থস্য  
 সূতঃ ) স্মৃতঃ ( কথিতঃ ) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! তজ্জন্য কুবলয়াশ্ব ধুকু-  
 মার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ধুকুমারের পুত্রগণ  
 সকলেই ধুকুমারের মুখাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় ; মাত্র  
 দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব এই তিনজন অবশিষ্ট  
 ছিল । দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্যাস্থ, হর্যাস্থের পুত্র নিকুন্ত-  
 নামে বিখ্যাত ॥ ২৩-২৪ ॥

বহলাশ্বো নিকুন্তস্য কৃশাশ্বোহথাস্য সেনজিৎ ।

যুবনাশ্বোভবৎ তস্য সোহনপত্যো বনং গতঃ ॥ ২৫ ॥

অর্থঃ—বহলাশ্বঃ নিকুন্তস্য ( সূতঃ ) অথ ( বহু-  
 লাস্থস্য ) কৃশাশ্বঃ ( সূতঃ অভূৎ ) অস্য ( কৃশাস্থস্য )  
 সেনজিৎ ( সূতঃ অভূৎ ) তস্য ( সেনজিতঃ পুত্রঃ )  
 যুবনাশ্বঃ অভবৎ অনপত্যঃ ( অনপত্রকঃ এব ) সঃ  
 ( যুবনাশ্বঃ ) বনং গতঃ ( বনং গতবান্ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—নিকুন্তের পুত্র বহলাশ্ব ও কৃশাশ্ব ।  
 এই কৃশাশ্বতনয় সেনজিৎ, সেনজিৎ পুত্র যুবনাশ্ব  
 নিঃসন্তান হইয়া বনে গমন করেন ॥ ২৫ ॥

ভার্য্যাশতেন নিব্বিগ্ন ঋষয়োহস্য কৃপালবঃ ।

ইতিটং স্ম বর্তমাঞ্চক্রুরৈন্দ্রীং তে সুসমাহিতাঃ ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ—( বনং গতাপি সঃ ) ভার্য্যাশতেন ( সহ )  
 নিব্বিগ্নঃ ( বিব্রগ্নঃ আসীৎ অথ ) কৃপালবঃ ( দয়া-  
 যুক্তাঃ ) তে ঋষয়ঃ সুসমাহিতাঃ ( সন্তঃ ) অস্য  
 ( পুত্রার্থম্ ) ইন্দ্রীম্ ( ইন্দ্রদৈবতাম্ ) ইতিটং ( যোগে )  
 বর্তমাঞ্চক্রুঃ ( আরম্ভবন্তঃ ) স্ম ( আশ্চর্য্যে ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অহো ! যুবনাশ্ব ( একশত ভার্য্যা সহ  
 বনে গিয়াও ) পুত্রাভাবে পত্নীগণের সহিত অতীব  
 দুঃখে অবস্থান করিতেন । কৃপালু ঋষিরূপ হইবার  
 পুত্রের নিমিত্ত সমাহিতচিত্তে ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞ প্রবর্তিত  
 করেন ॥ ২৬ ॥

রাজা তদযজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তম্বিতঃ ।

দৃষ্টো শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ—অথ নিশি ( রাত্রৌ ) তম্বিতঃ ( তৃষ্ণা-  
 তুরঃ ) রাজা ( জলার্থং ) যজ্ঞসদনং ( যজ্ঞগৃহং )  
 প্রবিষ্টঃ ( সন্ ) তান্ বিপ্রান্ শয়ানান্ ( নিদ্রিতান্ )  
 দৃষ্টো মন্ত্রজলং ( মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং পশ্চৈ দেয়ং জলং )  
 স্বয়ং পপৌ ( পীতবান্ ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—একদিন নিশাভাগে রাজা তৃষ্ণার্ত  
 হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিপ্রগণ  
 শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি নিজেই ( তাঁহার  
 পত্নীগণকে প্রদানের জন্য রক্ষিত ) মন্ত্রপূত জল পান  
 করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তম্বিতঃ তৃষ্ণার্তঃ মন্ত্রাদিভিন্নাক্তিতং  
 পশ্চৈ দেয়ং স্বয়ং পপৌ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তম্বিতঃ’—একদিন রাত্রি-  
 কালে রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত হইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ-  
 পূর্বক যে জল মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিয়া পুত্রলাভের  
 নিমিত্ত তাঁহার ভার্য্যাগণের জন্য রাখা হইয়াছিল,  
 সেই মন্ত্রপূত জল নিজেই পান করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

উখিতাস্তে নিশম্যাত্ব ব্যাদকং কলসং প্রভো ।

পপ্রচ্ছুঃ কস্য কর্মেদং পীতং পুংসবনং জলম্ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ—( হে ) প্রভো ! ( হে রাজন্ ! ) অথ

( অনন্তরম্ ) উথিতাঃ ( নিদ্রোথিতাঃ ) তে ( ঋষয়ঃ )  
কলসং ব্যদকং ( জলহীনং ) নিশম্য ( দৃষ্ট্য়া ) ইদং  
কর্ম্য কস্য ( কেন ) পুংসবনং ( পুত্রোৎপত্তিকারণং )  
জলং পীতম্ ( ইতি ) পপ্রচ্ছুং ( পৃষ্টবন্তং ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিপ্রগণ শয্যা হইতে উথিত  
হইয়া দেখিলেন,—কলসীতে জল নাই। তখন  
জিজ্ঞাসা করিলেন—পুত্রোৎপত্তির কারণ-স্বরূপ এই  
জল কে পান করিল, এই কর্ম্য কাহার ? ২৮ ॥

রাজা পীতং বিদিত্বা বৈ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে ।

ঈশ্বরায় নমঃচক্রবর্তী হো দৈববলং বলম্ ॥ ২৯ ॥

অর্থঃ—( অথ ) ঈশ্বরপ্রহিতেন ( ঈশ্বরপ্রেরিতেন  
ভগবতঃ প্রেরণয়া এব ইত্যর্থঃ ) রাজা ( যুবনাথেন  
বৈ ( এব জলং ) পীতম্ ( ইতি ) বিদিত্বা তে ( ঋষয়ঃ )  
অহো দৈববলং বলং ( দৈববলমেব মুখ্যং বলং  
পুরুষবলন্ত ন কিঞ্চিদিত্যি বদন্তঃ ) ঈশ্বরায় নমঃ ( নম-  
স্কারং ) চক্রবর্তী ( কৃতবন্ত ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বর-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রাজা  
জলপান করিয়াছেন—বিপ্রগণ ইহা জানিতে পারিয়া  
অহো ! দৈববলই প্রধান, জীবের বল কার্য্যকর নহে  
—এই বাক্য বলিতে বলিতে ঈশ্বরকে নমস্কার করি-  
লেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দৈববলমেব বলমিতি বদন্তঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দৈববলং বলং’—‘অহো  
দৈববলই প্রধান বল, লোকবল কিছুই নহে’, এইরূপ  
বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন ॥

ততঃ কাল উপারুভে কুক্ষিং নিভিধ্য দক্ষিণম্ ।

যুবনাথস্য তনয়ঃচক্রবর্তী জজান হ ॥ ৩০ ॥

অর্থঃ—ততঃ কালে উপারুভে ( যথোচিত  
কালে সমাগতে ) যুবনাথস্য দক্ষিণং কুক্ষিম্ ( উদর-  
প্রান্তং ) নিভিধ্য চক্রবর্তী ( রাজলক্ষণাপ্রিতঃ ) তনয়ঃ  
জজান হ ( উৎপন্ন ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তাহার পর যথাসময়ে যুবনাথের  
দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া চক্রবর্তীর লক্ষণ-যুক্ত এক  
তনয় জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৩০ ॥

কং ধাস্যতি কুমারোহয়ং স্তন্যে রোরুয়তে ভৃশম্ ।  
মাক্ষাতা বৎস মারোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ ॥ ৩১ ॥

অর্থঃ—অয়ং কুমারঃ স্তন্যে ( স্তন্যপানার্থং  
ভৃশং ( অত্যর্থং ) রোরুয়তে ( ক্রন্দতি পরন্ত ) কং  
ধাস্যতি ( কস্য স্তন্যং পাস্যতীতি দুঃখিতৈঃ বিপ্রৈঃ  
উক্তে সতি তস্মিন্ যজ্ঞে আরাধিতঃ ) ইন্দ্রঃ মাং  
ধাতা ( পাস্যতি হে ) বৎস ! মা রোদীঃ ( রোদনং  
মা কুরু ) ইতি ( উক্তা ) দেশিনীং ( তজ্জনীম্ ) অদাৎ  
( দত্তবান্ ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—‘এই বালক অত্যন্ত রোদন করিতেছে,  
কি পান করিবে’—( বিপ্রগণ দুঃখিত হইয়া এইরূপ  
বলিলে ) যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র “হে বৎস ! রোদন  
করিও না, আমাকে পান কর”—এই বলিয়া শিশুকে  
আপনার তজ্জনী প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং কং ধাস্যতি পাস্যতীতি বিপ্রৈ-  
রুক্তে সতি তস্যামিষ্ট্যামারাধিতঃ ইন্দ্রো মাক্ষাতা  
পাতা হে বৎস মারোদীরিত্যি ব্রুবন্ দেশিনীং তজ্জনী-  
মদাৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অয়ং কং ধাস্যতি’—‘এই  
বালক স্তন্যপানের জন্য অতিশয় রোদন করিতেছে,  
এ অবস্থায় কি পান করিবে ?’ ব্রাহ্মণগণ এরূপ  
বলিলে যজ্ঞে আরাধিত ইন্দ্র বলিলেন—‘মাং ধাতা’,  
আমাকে পান করিবে, হে বৎস রোদন করিও না,  
এই বলিয়া ইন্দ্র নিজ তজ্জনীটি পান করিতে দিয়া-  
ছিলেন। ( এই বালকেরই নাম ‘মাক্ষাতা’ হয়। )  
॥ ৩১ ॥

ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেব-প্রসাদতঃ ।

যুবনাথোহথ তরৈব তপসা সিদ্ধিমবগাৎ ॥ ৩২ ॥

অর্থঃ—তস্য ( মাক্ষাতঃ ) পিতা যুবনাথ বিপ্র-  
দেব-প্রসাদতঃ ( ব্রাহ্মণদেবতাশীর্ষদবলেন কুক্ষিভেদে  
অপি ) ন মমার ( ন মৃতঃ ) অথ ( কালান্তরে ) তত্র  
( বলে ) এব তপসা সিদ্ধিম্ অবগাৎ ( প্রাপ্তঃ ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই শিশুর পিতা যুবনাথ বিপ্রদেব-  
রূপায় মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। ইহার পর তিনি  
তপস্যাপ্রভাবে সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥

ব্রহ্মসূরিতীক্ষ্ণোহ্ন বিদধে নাম যস্য বৈ ।

যস্মাৎ ব্রহ্মন্তি হ্রাদিগ্না দস্যবো রাবণাদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

যৌবনাশ্রোহ্থ মাক্ষাতা চক্রবর্ত্যবনীং প্রভুঃ ।

সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ ! ( হে ) রাজন্ ! যস্মাৎ ( মাক্ষাতুঃ ) রাবণাদয়ঃ দস্যবঃ ( দস্যুগণাঃ ) উদ্-  
বিগ্নাঃ ( সন্তঃ ) ব্রহ্মন্তি হি ( ভীতা ভবন্তি ) ইন্দ্রঃ যস্য  
( মাক্ষাতুঃ ) ব্রহ্মদস্যুঃ ইতি নাম বিদধে বৈ ( কৃতবান্  
সঃ ) যৌবনাশ্রঃ ( যুবনাশ্রপুত্রঃ ) চক্রবর্তী ( সার্ব-  
ভৌমঃ ) প্রভুঃ মাক্ষাতা একঃ ( একচ্ছত্রাধিপতিঃ সন্ )  
অচ্যুততেজসা ( বিষ্ণুতেজঃপ্রভাবেন ) সপ্তদ্বীপবতীম্  
অবনীং ( পৃথিবীং ) শশাস ( পালিতবান্ ) ॥ ৩৩-  
৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! এই যুবনাশ্রপুত্র মাক্ষাতা  
হইতে রাবণাদি দস্যুব্রহ্ম উদ্ভিন্ন ও সন্তস্ত হইত  
বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার “ব্রহ্মদস্যু” নাম দিয়াছিলেন ।  
যুবনাশ্রপুত্র প্রভাবশালী মাক্ষাতা পৃথিবীর একচ্ছত্র  
সম্রাট্ হইয়া বিষ্ণুর তেজঃপ্রভাবে সপ্তদ্বীপসমন্বিতা  
পৃথিবী পালন করিতেন ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ঈজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাবিন্দুরিদক্ষিণৈঃ ।

সর্বদেবময়ং দেবং সর্বাঙ্ককমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

দ্রব্যং মন্তো বিধির্যজ্ঞো যজমানস্তথাক্রিজঃ ।

ধর্মো দেশশচ কালশচ সর্বমেতদ্যদাঙ্কম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মবিৎ ( আত্মতত্ত্বজ্ঞ অপি সঃ  
মাক্ষাতা ) দ্রব্যং ( যজ্ঞীয়দ্রব্যং ) মন্তঃ ( তন্মন্তঃ )  
বিধিঃ ( তদবিধিঃ ) যজ্ঞঃ ( ইজ্যা ) যজমানঃ ( অনু-  
ষ্ঠাতা ) তথা ঋত্বিজঃ ( পুরোহিতাঃ ) ধর্মঃ ( যজ্ঞ-  
জন্যঃ অপূর্বঃ ) দেশঃ ( যজ্ঞভূমিঃ ) চ কালঃ ( যজ্ঞ-  
কালঃ ) চ এতৎ সর্বং যদাঙ্ককং ( যঃ বিষ্ণুরেব  
আত্মা অধিষ্ঠাতা যস্য তাদৃশং ভবতি তৎ ) সর্বাঙ্ককং  
( সর্বাস্তর্য্যামিনম্ ) অতীন্দ্রিয়ং ( প্রাকৃতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ  
অগ্রাহ্যস্বরূপং ) সর্বদেবময়ং দেবং যজ্ঞং ( শ্রীবিষ্ণুং )  
ভুরিদক্ষিণৈঃ ( প্রচুরদক্ষিণায়ুক্তৈঃ ) ক্রতুভিঃ ( যজ্ঞৈঃ )  
ইজে চ ( আরাধ্যমাসুঃ ) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞীয় দ্রব্য, মন্ত, বিধি, যজমান,  
ঋত্বিজ, যজ্ঞফল ( অপূর্ব ) যজ্ঞভূমি ও যজ্ঞকাল—

এই সকল যাঁহা হইতে অভিন্ন সেই সর্বাস্তর্য্যামী  
অতীন্দ্রিয় সর্বদেবময় যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে আত্মতত্ত্বজ্ঞ  
মাক্ষাতা প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা  
করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ।

তৎ সর্বং যৌবনাশ্রস্য মাক্ষাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সূর্য্যঃ যাবৎ ( যস্মাদারভ্য ) উদেতি স্ম  
( উদিতো ভবতি ) যাবৎ ( যস্মিন্ ) প্রতিতিষ্ঠতি  
( অন্তং যাতি ) চ তৎ সর্বং ( স্থানং ) যৌবনাশ্রস্য  
( যুবনাশ্রপুত্রস্য ) মাক্ষাতুঃ ক্ষেত্রম্ ( ইতি ) উচ্যতে  
( নিদ্দিশ্যতে ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য যে পরিমিত স্থানে উদিত হইয়া  
থাকেন এবং যে পরিমিত স্থানে অন্তমিত হন, সেই  
সকল স্থান যুবনাশ্রপুত্র মাক্ষাতার ক্ষেত্র বলিয়া কথিত  
হইত ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিতিষ্ঠতি অন্তং গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রতিতিষ্ঠতি’—অন্ত গমন  
করেন ( অর্থাৎ যে স্থান হইতে সূর্য্য উদিত হন এবং  
যে স্থানে তিনি অন্তগত হন, তৎপরিমিত সমস্ত  
ভূমিভাগই যুবনাশ্র-পুত্র মাক্ষাতার ক্ষেত্র বলিয়া  
পরিচিত । ) ॥ ৩৭ ॥

শশবিন্দোদুহিতরি বিন্দুমত্যাংমধ্যমঃ ।

পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দং যোগিনম্ ।

তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপঃ ( মাক্ষাতা ) শশবিন্দোঃ ( শশবিন্দু  
নামধেয়স্য কস্যচিৎ ) দুহিতরি ( কন্যায়াম্ ) বিন্দু-  
মত্যাং পুরুকুৎসম্ অম্বরীষং যোগিনং ( যোগরতং )  
মুচুকুন্দং চ ইতি ত্রীন্ সূতান্ ) অধাৎ ( জেনম্যামাস  
ইত্যর্থঃ ) তেষাং ( ত্রয়াণাং ) পঞ্চাশৎ স্বসারঃ ( ভগিন্যাঃ  
মাক্ষাতুঃ কন্যাঃ ইত্যর্থঃ ) সৌভরিং ( তন্মামকং মুনিং )  
পতিং বব্রিরে ( বরম্যামাসুঃ ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—মাক্ষাতা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীর  
গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও যোগী মুচুকুন্দ—এই  
তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন । এই তিন ভ্রাতার

পঞ্চাশৎ ( ৫০ ) ভগিনী সৌভরিকে পতিত্ব বরণ  
করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

যমুনাস্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরং তপঃ ।

নিবৃতিং মীনরাজস্য দৃষ্টা মৈথুনধ্মিণঃ ॥ ৩৯ ॥

জাতস্পৃহো নৃপং বিপ্রঃ কন্যামেকামযাচত ।

সোহপ্যাহ গৃহাতাং ব্রহ্মন্ কামং কন্যা স্বয়ংবরে ॥ ৪০ ॥

অশ্বয়ঃ—(ইদানীং সৌভরিশ্চরিতমাহ কদাচিৎ)  
যমুনাস্তর্জলে ( যমুনায়াঃ জলমধ্যে ) মগ্নঃ পরং তপঃ  
( পরমাং তপস্যাং ) তপ্যমানঃ ( আচরন্ সঃ ) বিপ্রঃ  
( ব্রাহ্মণঃ সৌভরিঃ ) মৈথুনধ্মিণঃ ( ব্যাবায়রতস্য )  
মীনরাজস্য ( কস্যচিদ্ বৃহৎস্যস্য ) নিবৃতিং ( সুখং )  
দৃষ্টা জাতস্পৃহঃ ( তত্র অনুরাগযুক্তঃ সন্ ) নৃপং  
( মাক্ষাতারম্ ) একাং ( কন্যাম্ ) অযাচত ( প্রার্থিত-  
বান্ ) সঃ ( নৃপঃ মাক্ষাতা ) অপি আহ ( উক্তবান্  
হে ) ব্রহ্মন্ ! ( হে মুনিবর ! ) স্বয়ংবরে কন্যা ( মদীয়া  
সূতা ) কামং ( যথাভিলাষং ) গৃহাতাম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—(সৌভরি-ব্রহ্মন্ত কথিত হইতেছে)  
সৌভরি যমুনা-জলে নিমগ্ন হইয়া পরমতপস্যা  
করিতে করিতে মৈথুনরত এক বৃহৎ মৎস্যের  
( মৈথুন-জনিত ) আনন্দ দৃষ্টি করিয়া ঐ বিষয়ে  
অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন এবং নৃপতি মাক্ষাতার নিকট  
একটী কন্যা প্রার্থনা করেন । তাহাতে রাজা বলি-  
লেন—হে মুনিবর ! এই স্বয়ংবরে আপনি আমার  
কন্যা যাহাকে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মহাতপস্বিনী সৌভরিণা কথং তা  
ব্যভাঃ, কথং বা জরাজর্জরিতং তা রাজকন্যা বরিরে ?  
তত্রাহ—যমুনেতি, ততো জলাদুখায় মথুরামাগত্য  
নৃপং মাক্ষাতারম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, মহা-  
তপস্বী সৌভরি ঋষি কিজন্য সেই রাজকন্যাগণকে  
বিবাহ করিলেন, তাহারাই বা সেই জরা জর্জরিত  
ঋষিকে কি প্রকারে বরণ করিয়াছিলেন ? তাহাতে  
বলিতেছেন—‘যমুনাস্তর্জলে’ ইত্যাদি । তারপর জল  
হইতে উঠিয়া মথুরায় আসিয়া রাজা মাক্ষাতার নিকট  
একটি কন্যা প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠাহমসম্মতঃ ।

বলীপলিত এজৎক ইত্যহং প্রত্যাদাহতঃ ॥ ৪১ ॥

সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সুরস্রীগামভীপ্সিতম্ ।

কিং পুনর্মনুজেন্দ্রাগামিতি ব্যবসিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২ ॥

অশ্বয়ঃ—(অনেন রাজা বিপ্রং মাং ) স্ত্রীগান্  
অপ্রিয়ং বিচিন্ত্য ( চিন্তয়িত্বা ) জরঠঃ ( জরাগ্রস্তঃ বৃদ্ধঃ )  
বলী ( বলিভির্যুক্তঃ ) পলিতঃ ( পকৃকেশঃ ) এজৎকঃ  
( কম্পমানশিরাঃ ) অসম্মতঃ ( তাপসত্বাদিনা অনভি-  
মতঃ ) ইতি প্রত্যাদাহতঃ প্রত্যাখ্যাতঃ অতঃ ) অহং  
মনুজেন্দ্রাগাং ( নৃপতীনাং যাঃ স্ত্রিয়ঃ তাসাং ) কিং  
পুনঃ ( সূতরামেব অভিলষিতং পরন্তু ) সুরস্রীগাম্  
( অপি ) অভীপ্সিতং তথা ( তাদৃশং ) আত্মানং  
( স্বদেহং ) সাধয়িষ্যে ( করিষ্যামি ) ইতি প্রভুঃ সঃ  
( সৌভরিঃ ) ব্যবসিতঃ ( নিশ্চিতবান্ ) ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ—সৌভরি মনে স্থির করিলেন—আমি  
জরাগ্রস্ত ও পলিত কেশ, আমার অঙ্গের চর্ম্ম স্লেখ  
হইয়াছে এবং শিরোদেশ সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে,  
তাহাতে আবার আমি তাপস । সূতরাং স্ত্রীগণের  
অপ্রিয় ও অনভিপ্রেত মনে করিয়া রাজা আমাকে  
নিরাকৃত করিয়াছেন ; অতএব আমি নিজকে এরূপ  
করিব যে, রাজবনিতাদিগের কথা কি সুরস্রীগণও  
আমাকে অভিলাষ করিবে ॥ ৪১-৪২ ॥

বিশ্বনাথ—এজৎকঃ কম্পমানশিরাঃ প্রত্যাদাহতঃ  
প্রত্যাখ্যাতঃ ইতি ব্যবসিতঃ নিশ্চিতবান্ ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এজৎকঃ’—যাহার মস্তক  
কম্পিত হয় । ‘প্রত্যাদাহতঃ’—আমি বৃদ্ধ বলিয়া  
রাজা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ‘ইতি ব্যব-  
সিতঃ’—আমি নিজ দেহটিকে এরূপ সুন্দর করিব  
যাহাতে দেবরমণীগণও আমাকে কামনা করেন,  
আর রাজকুমারীগণের- ত কথাই নাই, এইরূপ  
সৌভরি স্থির করিলেন ॥ ৪১-৪২ ॥

মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষত্রা কন্যাস্তঃপুরমুদ্রিমৎ ।

বৃতঃ স রাজকন্যাভিরেকং পঞ্চাশতা বরঃ ॥ ৪৩ ॥

অশ্বয়ঃ—( ততঃ ) ক্ষত্রা ( প্রতীহারেণ ) ঋদ্রিমৎ  
( সমৃদ্ধিযুক্তং ) কন্যাস্তঃপুরং প্রবেশিতঃ ( নীতঃ ) সঃ  
( তাদৃশসুরূপসম্পন্নঃ মুনিঃ ) একঃ ( এক এব )

পঞ্চাশতা রাজকন্যাভিঃ বরঃ স্বতঃ (পতিত্বেন গৃহীতঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সৌভরি তপস্যা-প্রভাবে সুরূপ-সম্পন্ন হইলেন। রাজপ্রতিহারী তাঁহাকে কন্যাগণের সমৃদ্ধিশালী অন্তঃপুরে লইয়া গেল, তথায় পঞ্চাশৎ কন্যাই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল ॥ ৪৩ ॥

তাসাং কলিরভূভুয়াংস্তদর্থৈহপোহ্য সৌহৃদম্ ।

মমানুরূপো নায়াং ব ইতি তদগতচেতসাম্ ॥ ৪৪ ॥

অর্থঃ—তদগতচেতসাং (তস্মিন্ মুনৌ গতম্ আসক্তং চিত্তং যাসাং তাসাং) তাসাং (কন্যানাং) সৌহৃদং (প্রাক্তনং স্নেহম্) অপোহ্য (তাত্ত্বা) অয়াং (স্বামী) মম অনুরূপঃ (মমৈব যোগ্যঃ) বঃ (মুখ্য-কং) ন ইতি (এবং ক্রমেণ) তদর্থৈ (পতিনিমিত্তং) ভুয়ান্ (মহান্) কলিঃ (বিবাদঃ) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তাহার পর সৌভরিতে একান্ত আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া কন্যাগণ পরস্পর স্নেহত্যাগ করিল। তাহাদের মধ্যে ‘এই বর আমারই উপযুক্ত, তোমাদের নহে’—এইরূপ মহাকলহ উপস্থিত হইল ॥ ৪৪ ॥

স বহুচস্তাভিরপারণীয়-

তপঃশ্রিয়ানর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু ।

গৃহেষু নানোপবনামলাভঃ-

সরঃসু সৌগন্ধিককাননেষু ॥ ৪৫ ॥

মহাহর্শয্যাসনবস্ত্রভূষণ-

স্নানানুলেপাভ্যবহারমালাকৈঃ ।

স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু নিত্যদা

রেমেহনুগায়দ্বিজভূঙ্গবন্দিষু ॥ ৪৬ ॥

অর্থঃ—বহুচঃ (মন্ত্রসামর্থ্যযুক্তঃ ইত্যর্থঃ) সঃ (সৌভরিঃ) অপারণীয়তপঃ শ্রিয়া (দুস্পারতপঃ-সমৃদ্ধ্যা) অনর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু (অমূল্যপরিচ্ছদযুক্তেষু) স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু (সুভূষিতস্ত্রীপুরুষসমন্বিতেষু) অনুগায়দ্-দ্বিজভূঙ্গ-বন্দিষু (অনুগায়ন্তঃ দ্বিজাঃ পক্ষি-গণচ ভূগাশ বন্দিগণ যেষু তেষু) নানোপবনামলাভঃ সরঃসু (নানাবিধেষু উপবনেষু তথা অমলানি

অভ্যাংসি জলানি যেষু তেষু সরঃসু দীঘিকাসু) সৌগন্ধিক কাননেষু (কহলারবনযুক্তেষু) গৃহেষু মহাহর্শয্যাসন-বস্ত্রভূষণ-স্নানানুলেপাভ্যবহারমালাকৈঃ (শয্যা চ আসনঞ্চ বস্ত্রঞ্চ ভূষণঞ্চ স্নানঞ্চ অনুলেপঃ চন্দনাদ্যনুলেপনঞ্চ অভ্যবহারঃ ভোজ্যঞ্চ মালাঞ্চ মহাহর্ষঃ বহুমূলৈঃ এতৈঃ উপলক্ষিতঃ সন্) তাভিঃ (পত্নীভিঃ সহ) নিত্যদা (সর্বদা) রেমে (বিহারং কৃতবান্) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—সৌভরি মন্ত্রসামর্থ্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দুরন্ত তপস্যা-প্রভাবে গৃহসকল অমূল্য পরিচ্ছদ, সুভূষিত স্ত্রীপুরুষ (দাসদাসী), নানাবিধ উপবন, নির্মূলসলিলবিশিষ্ট সরোবর ও সৌগন্ধিক কহলারবন, অনুক্ষণ সঙ্গীতরত পক্ষী, ভূঙ্গ, এবং বন্দিগণে শোভিত হইয়াছিল। তিনি তথায় শয্যা, আসন, বস্ত্র, ভূষণ, স্নান, চন্দনাদি অনুলেপন, মালা ও ভোজ্যাদ্রব্য—এই সকল মহামূল্য দ্রব্য সুশোভিত হইয়া পত্নীগণসহ নিরন্তর বিহার করিতেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বহুচ ইত্যোতাদৃশসম্পত্তিসৃষ্টেটী মন্ত্র-সামর্থ্যমেব কারণমিতি ভাবঃ। অপারণীয়মন্যৈর-শক্যং যতপন্তস্য শ্রিয়া সমৃদ্ধ্যা সৃষ্টেষু গৃহেষু গৃহো-পলক্ষিতেষু বিবিধপুরুষে। মহাহর্শয্যাাদিভিরু-পলক্ষিতো রেমে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স বহুচঃ’—সৌভরি ঋষি মন্ত্রপ্রভাবশালী ছিলেন, এইরূপ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টিতে মন্ত্র-সামর্থ্যই কারণ, এই ভাব। ‘অপারণীয়ং’—অপরের পক্ষে অশক্য যে তপস্যা, তাহার সমৃদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট বহুমূল্য পরিচ্ছদযুক্ত গৃহসমূহে, মহামূল্য শয্যা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া পত্নীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যদ্গাহস্থ্যং সংবীক্ষ্য সগুদ্বীপবতীপতিঃ ।

বিগ্মিতঃ স্তম্ভমজহাৎ সাকর্ষভৌমশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪৭ ॥

অর্থঃ—সগুদ্বীপবতীপতিঃ (সগুদ্বীপসমন্বিত-পৃথিবীপতিঃ মাক্রাতা অপি) যদ্গাহস্থ্যং তু (যস্য সৌভরেঃ গাহস্থ্যং সমৃদ্ধিযুক্তং গৃহস্থধর্ম্মং) সংবীক্ষ্য (দৃষ্টা) বিগ্মিতঃ (সন্) সাকর্ষভৌমশ্রিয়া (চক্র-



বক্তিসম্পদা) অন্বিতং (যুক্তং) স্তম্ভম্ (আত্মনঃ গৰ্বম্) অজহাৎ (ত্যক্তবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সমুদ্রীপসমন্বিত পৃথিবীর অধিপতি মাক্রাতা সৌভরি গার্হস্থ্যধর্ম্ম দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং সার্বভৌমাধিপত্য-জনিত আত্মগৰ্ব্ব পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্তম্ভং গৰ্বং ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্তম্ভং’—গৰ্ব, সমুদ্রীপাধিপতি মাক্রাতাও সৌভরি ঋষির এজাতীয় সুসমৃদ্ধ গার্হস্থ্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ একচ্ছত্র রাজ্যসম্পদের গৰ্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

এবং গৃহেত্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ ।

সেবমানো ন চাতুম্বাদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ ॥ ৪৮ ॥

অর্থঃ—গৃহেষু এবম্ অভিরতঃ (আসক্তঃ) বিবিধৈঃ সুখৈঃ বিষয়ান্ সেবমানঃ (উপভুজানঃ অপিসঃ) আজ্যস্তোকৈঃ (যুতবিন্দুভিঃ) অনলঃ ইব (অগ্নিরিব যথা অগ্নির্ন শান্তো ভবতি তথা ইত্যর্থঃ) ন চ অতুম্বাৎ (ন সন্তোষম্ অধিগতবান্) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সৌভরি গৃহমধ্যে এইরূপ বিবিধ সুখের সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু যুতবিন্দুসংযোগে অনল যেরূপ শান্ত হয় না, সৌভরিও তদ্রূপ আত্মশান্তি লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—আজ্যস্য স্তোকৈবিন্দুভিঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আজ্য-স্তোকৈঃ’—যুতবিন্দুর দ্বারা যেরূপ অগ্নি তৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ বিষয় ভোগ করিয়াও সৌভরি ঋষি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না ॥ ৪৮ ॥

স কদাচিদুপাসীন আত্মাপহবমাত্মনঃ ।

দদর্শ বহুচাচার্য্যো মীনসঙ্গসমুখিতম্ ॥ ৪৯ ॥

অর্থঃ—(অথ) কদাচিৎ উপাসীনঃ (নির্জর্জনে উপবিষ্টঃ ইত্যর্থঃ) সঃ বহুচাচার্য্যঃ (মন্ত্রাচার্য্যঃ সৌভরিঃ) মীনসঙ্গসমুখিতং (মৎস্যসংসর্গজনিতম্) আত্মনঃ (স্বম্মাদেব হেতোঃ) আত্মাপহবম্ (আত্মনঃ

অপহবং তপোহানিং) দদর্শ (দৃষ্টবান্ বিচারেণ নিণীতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর একদিন নির্জর্জনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রাচার্য্য সৌভরি বিচার করিলেন, মৎস্যসংসর্গ জনিত তাঁহার যে তপস্যা নষ্ট হইয়াছে তাহার কারণ তিনি নিজেই ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তস্য গুরুপরাধস্য গৃহাবেশপ্রাপকস্য ভোগান্তে পুনর্বিবেকোদয়মাহ স ইতি সঞ্জতিঃ । আত্মনঃ স্বম্মাদেব হেতোরাত্মন আত্মানন্দস্য অপহবং বঞ্চনং মীনসঙ্গসমুখিতমিতি মীনসঙ্গস্য কারণং তু মীনরক্ষার্থং গুরু-নিবারণরূপোহপরাধ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবৎপার্ষদ শ্রীগুরুড়ের প্রতি অপরাধের ফলে সৌভরি ঋষির গৃহাবেশ-প্রাপক ভোগের অন্তে পুনরায় বিবেকের উদয় বলিতেছেন—‘স কদাচিৎ’ ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে । একদিন উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনুভব করিলেন—‘আত্মনঃ’ নিজের দোষই, ‘আত্মাপহবম্’—আত্মানন্দের বঞ্চন (তপস্যাহানি) মৎস্যের সঙ্গবশতঃ ঘটিয়াছে । মৎস্যসঙ্গের কারণও মৎস্যরক্ষার জন্য গুরুড়কে নিবারণরূপ অপরাধই বুঝিতে হইবে ॥ ৪৯ ॥

অহো ইমং পশ্যত মে বিনাশং

তপস্বিনঃ সচ্চরিতব্রতস্য ।

অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ

প্রচ্যাবিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ—অহো ! অন্তর্জলে (জলমধ্যে) তপস্বিনঃ (তপস্যাং কুর্বতঃ) সচ্চরিতব্রতস্য (সাধুচিতব্রতশীলস্য) মে (মম) যৎ ব্রহ্ম (তপঃ) চিরং ধৃতং (দীর্ঘকালেন সঞ্চিতং তৎ) বারিচরপ্রসঙ্গাৎ (মৎস্যসংসর্গবশাৎ) প্রচ্যাবিতং (স্থলিতং মে) ইমং বিনাশং পশ্যত ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অহো ! বারিমধ্যে তপস্যা করিতে করিতে সাধুগণোচিত ব্রতপরায়ণ আমার জলচরসঙ্গে দীর্ঘকালের তপঃ বিনষ্ট হইয়াছে । তোমারা আমার এই বিনাশ অবলোকন কর ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্ম তপঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্ম’—তপস্যা, চিরকালের  
সঞ্চিত তপস্যা বিসর্জন দিয়াছি ॥ ৫০ ॥

সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতীনাং মুমুক্শুঃ

সৰ্ব্বাঙ্গানা ন বিসৃজেদ্বহিরিন্দ্রিয়াণি ।

একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত সৈশে

যুজীত তদ্বৃতিষু সাধুযু চেৎ প্রসঙ্গঃ ॥ ৫১ ॥

অর্থঃ—মুমুক্শুঃ ( মুক্তি কামিজনঃ ) সৰ্ব্বাঙ্গানা  
( সৰ্ব্বতোভাবে ) মিথুনব্রতীনাং ( দাম্পত্যধর্মবতাং )  
সঙ্গং ত্যজেত ( ত্যজেৎ ) ইন্দ্রিয়াণি বহিঃ ( বাহ্য-  
বিষয়েষু ) ন বিসৃজেৎ ( ন নিয়োজয়েৎ ) রহসি  
( নির্জনে ) একঃ ( একাকী ) চরন্ ( বর্তমানঃ )  
অনন্তে সৈশে ( শ্রীহরৌ ) চিত্তং যুজীত ( নিয়োজয়েৎ )  
চেৎ ( যদি ) প্রসঙ্গঃ ( সংসর্গ স্যাৎ তর্হি ) তদ্বৃতিষু  
( ঈশ্বরার্থধর্মপরেষু ) সাধুযু ( এব প্রসঙ্গঃ কার্য্যঃ ইতি  
শেষঃ ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—মুক্তিকামিব্যক্তি দাম্পত্যধর্মরত ব্যক্তি-  
দিগের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়-  
সকলকে বাহ্যবিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না, নির্জনে  
একাকী অবস্থান পূর্বক অনন্ত শ্রীহরিতে চিত্তসমি-  
বিশ্ট করিবেন । আর যদি সঙ্গ করিতে হয় তাহা  
হইলে ভগবদ্ধর্মপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন  
॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদন্যো মাদৃশো মা ভবত্বিতি  
সনির্বোদমাহ সঙ্গমিতি দ্বাভ্যাং । বহিরিন্দ্রিয়াণি ন  
বিসৃজেদিত্যন্তরিন্দ্রিয়াণি ন বিসৃজেদিতি বিধাতুমশক্তেঃ ।  
অশ ক্যানুষ্ঠানকস্য বিধেরপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ । তদ্বৃ-  
তিষু অনন্তভক্তির্নিষ্ঠেযু সাধুযু যদি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ  
স্যাদিতি মম তু তদভাবাদেব গুরুড়ে দোষদর্শন-  
জনিতো মিথুনব্রতীনো মীনস্য সঙ্গোহভূদিতি ভাবঃ ।  
চেৎপ্রসঙ্গ ইত্যন্ত নঞ্ অধ্যাহার্য্যঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমার মত অপরে  
না হউক, এইজন্য সনির্বোদে বলিতেছেন—‘সঙ্গং’  
ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে । মুক্তিকামী পুরুষ সর্বতো-  
ভাবে মৈথুনাস্তগ্গণের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয়-  
সমূহকে বাহ্যবিষয়ে প্রবর্তিত করিবেন না । এখানে

ইন্দ্রিয়সকলকে অন্তবিষয়ে প্রবর্তিত করিবেন না,  
এরূপ বলিবেন না, কারণ অশক্য অনুষ্ঠানের বিধির  
প্রামাণ্য নাই, এই ভাব । ‘তদ্বৃতিষু’—অনন্ত-ভক্তি-  
নিষ্ঠ সাধুজনে যদি প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়, আমার কিন্তু  
তদভাবে গুরুড়ে দোষদর্শন করায় মিথুনব্রতী মীনের  
সঙ্গ হইয়াছিল—এই ভাব । ‘চেৎ প্রসঙ্গঃ’—এই স্থলে  
নঞ্ অধ্যাহার করিতে হইবে, অর্থাৎ কাহার সঙ্গ  
করিবে না, আর যদি সঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে  
সাধুগণেরই সঙ্গ করিবে—এই অর্থ ॥ ৫১ ॥

একস্তপশ্চাহমখান্তসি মৎস্যসঙ্গাৎ

পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্র সর্গঃ ।

নাস্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং

মায়াগুণৈর্হাতমতিবিষয়েহর্থভাবঃ ॥ ৫২ ॥

অর্থঃ—(সঙ্গাজ্জাতং দোষং প্রপঞ্চয়তি আদৌ)  
একঃ ( একাকী ) অহং তপস্বী ( তপঃপরায়ণঃ  
আসম্ ) অথ ( পশ্চাৎ ) অন্তসি ( জলমধ্যে ) মৎসা-  
সঙ্গাৎ ( মৎস্যসংসর্গবশাৎ দারপরিগ্রহং কৃত্বা ) পঞ্চা-  
শৎ আসং ( পঞ্চশতা ভার্যাভিঃ সম্বন্ধাৎ পঞ্চাশৎ  
অভবম্ ) উত ( অতঃ পরং প্রত্যেকং তাসু পুত্রশত-  
রূপেণ উৎপন্নো ভূত্বা ) পঞ্চসহস্রসর্গঃ ( পঞ্চসহস্র-  
সৃষ্টিযুক্তঃ আসং তথাপি ) মায়াগুণৈঃ হাতমতিঃ  
( অপহৃতবিবেকঃ ) বিষয়ে ( বিষয়সমূহে এব )  
অর্থভাবঃ ( পুরুষার্থবুদ্ধিমান্ অহম্ ) উভয়কৃত্য  
মনোরথানাম্ ( উভয়কৃত্যানি ঐহিকপারত্রিক কৰ্ম্মাণি  
তদ্বিশ্রমাণাং মনোরথানাম্ ) অন্তম্ ( অবধিং পরং )  
ন ব্রজামি ( ন প্রাপ্নোমি ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অগ্রে আমি একাকীও তপস্যাপরায়ণ  
ছিলাম, পরে জলমধ্যে মৎস্যের সঙ্গ হওয়ায় দার-  
পরিগ্রহণান্তর পঞ্চাশৎ হইলাম, তাহার পর প্রত্যেক  
বণিতার গর্ভে শত পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চ সহস্র  
হইয়াছি, মায়ার গুণে আমার বিবেক নষ্ট এবং  
বিষয়ে পুরুষার্থবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ঐহিক-  
পারত্রিক বিষয়ক মনোরথ সমূহের অন্ত পাইতেছি  
না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—সঙ্গাজ্জাতং দোষং প্রপঞ্চয়তি এক  
ইতি, পঞ্চশতা ভার্যাভিঃ সম্বন্ধাৎ পঞ্চাশদাসম্ ।

ততশ্চ সুতৈঃ পঞ্চসহস্রসর্গ আসমিতি প্রত্যেকং তাসু  
পুত্রশতরূপেণোৎপত্তেঃ । উভয়কৃত্যানি ঐহিকপার-  
ত্রিকাণি কৰ্ম্মাণি তদ্বিশয়াণাং মনোরথানাং, অর্থভাবঃ  
পুরুষার্থবুদ্ধিঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সঙ্গবশতঃ উথিত দোষ  
প্রদর্শন করিতেছেন—‘এক’ ইত্যাদি। আমি জল-  
মধ্যে একাকী উপসারত ছিলাম, পরে মৎস্যের সঙ্গ-  
হেতু পঞ্চাশটি ভাৰ্য্যার সম্বন্ধে আসিয়া পঞ্চাশ হইলাম,  
ইহার পর প্রত্যেকের গৰ্ভে শতপুত্রের জন্মদান করিয়া  
এক্ষণে পঞ্চাশ সহস্র হইয়াছি। ‘উভয়কৃত্যানি’—  
ঐহিক ও পারলৌকিক কৰ্ম্মবিষয়ক বাসনাসমূহের  
অন্ত পাইতেছি না। মায়িক গুণসমূহ আমার চিত্তকে  
হরণ করায়, ‘বিষয়ে অর্থভাবঃ’—মায়িক বিষয়-  
রাশিকেই পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছি ॥ ৫২ ॥

এবং বসন্ গৃহে কালং বিরক্তো ন্যাসমাস্থিতঃ ।

বনং জগামানুষযুস্তং পত্ন্যঃ পতিদেবতাঃ ॥ ৫৩ ॥

অম্বয়ঃ—এবং (এবং রূপেণ) গৃহে কালং  
বসন্ (যাপয়ন্ সং সৌভরিঃ) বিরক্তঃ (বৈরাগ্যবান্  
অথ) ন্যাসং (সঙ্গত্যাগং বানপ্রস্থং) আস্থিতঃ (প্রাপ্তঃ  
সন্) বনং জগাম্ (গতবান্) পতিদেবতাঃ (পতি-  
ব্রতাঃ) তৎপত্ন্যাঃ (তস্য ভাৰ্য্যাশ্চ) অনুযয়ুঃ (তদ-  
নুগতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—গৃহমধ্যে এইরূপে কালযাপন করিতে  
করিতে সৌভরি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সঙ্গত্যাগরূপ  
বানপ্রস্থ ধৰ্ম্ম অবলম্বন পূৰ্ব্বক বনে গমন করিলেন।  
পতিব্রতা ভাৰ্য্যাগণ তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যাসং সঙ্গত্যাগরূপং বানপ্রস্থধৰ্ম্ম-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন্যাসম্ আস্থিতঃ’—সঙ্গ-  
ত্যাগরূপ বানপ্রস্থ ধৰ্ম্ম অবলম্বনপূৰ্ব্বক বনে গমন  
করিলেন ॥ ৫৩ ॥

তত্র তন্ত্ৰা তপস্তীব্রমাদ্দর্শনমাত্মবিৎ ।

সহৈবাগ্নিভিরাত্মানং যুষোজ পরমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

অম্বয়ঃ—আত্মবিৎ (আত্মজঃ স মুনিঃ) তত্র

(বনে) আত্মদর্শনং (আত্মনঃ দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ  
যস্মাৎ তাদৃশং) তীব্রং তপঃ তন্ত্ৰা (কৃত্বা) অগ্নিভিঃ  
(অনলগ্রয়েণ) সহ এব আত্মানং (শ্বয়মপি) পরমা-  
ত্মনি (পরব্রহ্মণি) যুষোজ (নিযোজয়ামাস) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আত্মবিৎ ঐ মুনি সেই বনে যাহাতে  
আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় তাদৃশ কঠোর তপস্যা  
করিয়া অগ্নিগ্রন্থসহিত আত্মাকে পরমাত্মায় নিযুক্ত  
করিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—সহৈবাগ্নিভিরিত্যাগ্নিভিঃ সহৈব দেহং  
ত্যাগ্জ্বেবেতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সহৈবাগ্নিভিঃ’—অগ্নিগ্রন্থের  
সহিত দেহত্যাগ করিয়া, আত্মাকে পরমাত্মায় যুক্ত  
করিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন  
॥ ৫৪ ॥

তাঃ স্বপত্যম্ হারাজ নিরীক্ষ্যাত্মিকীং গতিম্ ।

অম্বীযুস্তং প্রভাবেন শান্তমগ্নিমিবাচ্চিষঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমঙ্কলে  
সৌভর্যাখ্যানে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—(হে) মহারাজ ! (হে পরীক্ষিৎ)।  
তাঃ (তদীয়াঃ পত্ন্যাশ্চ) স্বপত্ন্যঃ (স্বামিনঃ) আত্মা-  
ত্মিকীং গতিং (ব্রহ্মনিলয়ং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তৎ-  
প্রভাবেন (তসৌব মুনেঃ প্রভাববলেন) অচ্চিষঃ  
শান্তম্ অগ্নিম্ ইব (অগ্নিশিখাঃ যথা শান্তেন অনলেন  
সহৈব বিলীয়ন্তে তথা ইত্যর্থঃ) তমঃ ঋষিঃ অম্বীযুঃ  
(অনু সহৈব ঈযুঃ গতঃ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! তাঁহার পত্নীগণও  
স্বামীর ব্রহ্মনিলয় দর্শন করিয়া স্বামীর প্রভাববলে  
অগ্নিশিখা যেমন নির্বাণপ্রাপ্ত অনলের সহিত বিলীন  
হয়, সেইরূপ তাঁহার সহগামিনী হইল ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—অম্বীযুরনুসৃত্যঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অম্বীযুঃ’—অনুগমন করি-  
লেন, অর্থাৎ তাঁহার পত্নীগণও ঋষির প্রভাবে মূক্ত  
হইলেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হম্বিণ্যাং ভক্ত্যচেতসাম্ ।

ষষ্ঠোহয়ং নবমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদশিনী'  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত  
॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থ-  
দশিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের  
অম্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মঞ্চ, তথ্য,  
বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের ষষ্ঠাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।



## সপ্তমোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

মাক্ষাতুঃ পুত্রপ্রবরো যোহম্বরীষঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।  
পিতামহেন প্রব্রতো যৌবনাস্থস্ত তৎসূতঃ ।  
হারীতস্তস্য পুত্রোহভূন্মাক্ষাতৃপ্রবরা ইমে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মাক্ষাতার বংশবৃত্তান্তবর্ণনপ্রসঙ্গে  
পুরুকুৎস ও হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ।

মাক্ষাতার পুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র যুবনাস্থ ও যুব-  
নাস্থপুত্র হারীত—ইহারা মাক্ষাতৃ গোত্রের শ্রেষ্ঠ ।  
মাক্ষাতার অপর পুত্র পুরুকুৎস সর্পগণভগিনী নর্ম্মদার  
পাণিগ্রহণ করেন । পুরুকুৎসের পুত্র ব্রহ্মসদস্য, ইহার  
পুত্র অমরগা, তৎপুত্র হর্যাস্থ, হর্যাস্থ হইতে প্রারুণ,  
তাহা হইতে ত্রিবন্ধন, ত্রিবন্ধন পুত্র সত্যব্রতই ত্রিশঙ্কু  
নামে বিখ্যাত । ত্রিশঙ্কু বিপ্রকন্যা-হরণদোষে পিতৃ-  
শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন । পরে বিশ্বামিত্রপ্রভাবে স্বর্গে  
নীত হইয়া পুনরায় দেবতাগণের প্রভাবে অধঃপতিত  
হইবার কালে বিশ্বামিত্রপ্রভাবে স্তম্ভিত হন । ত্রিশঙ্কু-  
পুত্র হরিশ্চন্দ্র, ইহার অনুষ্ঠিত রাজসূয়যজ্ঞে বিশ্বামিত্র  
দক্ষিণাস্বরূপে কৌশলে রাজার সর্বস্ব হরণপূর্বক  
নানাবিধ যাতনা প্রদান করেন বলিয়া বশিষ্ঠ ও  
বিশ্বামিত্রের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় । হরিশ্চন্দ্র  
নিঃসন্তান ছিলেন । পরে নারদের উপদেশে বরুণের  
আরাধনা করিয়া রোহিত নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হন ।  
কিন্তু হরিশ্চন্দ্র 'সেই পুত্র দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করি-

বেন' বরুণের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত থাকায় বরুণ  
প্রতিবার আসিয়া রাজাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ  
করাইয়া দিতে লাগিলেন । রাজা পুত্রস্নেহবশবর্তী  
হইয়া নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কাল পরিবর্তন  
করিতে থাকেন । ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক রোহিত সমস্ত  
ব্যাপার জানিয়া প্রাণরক্ষার্থ শরাসনহস্তে বনগমন  
করিলেন । এদিকে হরিশ্চন্দ্র বরুণগ্রস্ত হইয়া উদরী  
রোগাক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া রোহিত রাজধানীতে  
প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে ইন্দ্র তাঁহাকে বাধা প্রদান  
করিলেন এবং তীর্থপর্যটনের উপদেশ করিলেন ।  
রোহিতও ঐরূপে ইন্দ্রের পরামর্শানুসারে ষষ্ঠবৎসর  
যাবৎ অরণ্যে ভ্রমণপূর্বক রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন  
করিয়া অজীর্ণের মধ্যম পুত্র শুনশেফকে ক্রয় করি-  
লেন এবং তাহাকে বরুণযজ্ঞের পশুরূপে পিতার  
নিকট প্রদান করিলেন । হরিশ্চন্দ্র নরমেধযজ্ঞদ্বারা  
বরুণাদি দেবতার পূজা সম্পাদন করিয়া রোগমুক্ত  
হইলেন । সেই নরমেধযজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, জম-  
দগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা এবং অয়াস্য উদ্গাতা হন ।  
ইন্দ্র তুচ্ছ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণরথ ও বিশ্বামিত্র  
পরমজ্ঞান প্রদান করেন । অনন্তর শ্রীশুকদেবকর্তৃক  
হরিশ্চন্দ্রের স্বরূপপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়া এই অধ্যায়  
সমাপ্ত হইয়াছে ।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । মাক্ষাতুঃ পুত্রপ্রবরঃ  
( পুত্রেশ্ব জ্যেষ্ঠঃ ) যঃ অম্বরীষঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ( কথিতঃ  
সঃ ) পিতামহেন ( যুবনাস্থেন ) প্রব্রতঃ ( পুত্রত্বেন  
স্বীকৃতঃ ) যৌবনাস্থঃ তু তৎসূতঃ ( তস্য অম্বরীষস্য

সূতঃ অভূৎ ) হারীতঃ তস্য ( যৌবনাস্থস্য ) পুত্রঃ  
অভূৎ ইমে ( অম্বরীষ-যৌবনাস্থ-হারীতাঃ ) মাক্কাতৃ-  
প্রবরাঃ ( মাক্কাতৃগোত্রস্য প্রবরাঃ অবান্তর-বিশেষ-  
প্রবর্তকাঃ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যিনি অম্বরীষ নামে বিখ্যাত তিনি  
মাক্কাতৃ-তনয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই অম্বরীষ পিতা-  
মহ-যুবনাস্থকর্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন ।  
ইহার পুত্র যৌবনাস্থ এবং যৌবনাস্থের পুত্র হারীত ।  
অম্বরীষ যৌবনাস্থ ও হারীত মাক্কাতৃ-গোত্রের শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে তু হরিশ্চন্দ্রো মাক্কাব্রবয়সম্ভবঃ ।

বরুণং বঞ্চয়ন্ পুত্রস্নেহাদীজে নৃমেধতঃ ॥ ০ ॥

পিতামহেন যুবনাস্থেন প্রবৃত্তঃ পুত্রত্বেন স্বীকৃতঃ ।  
তৎসূতঃ অম্বরীষপুত্রো যৌবনাস্থঃ । ইমে অম্বরীষ-  
যৌবনাস্থ হারীতাঃ মাক্কাতৃ-প্রবরা মাক্কাতৃ-প্রবরো  
যেমাং তে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে মাক্কাতার  
বংশসম্বৃত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রস্নেহবশতঃ বরুণকে  
বঞ্চনা করিয়া পশ্চাৎ নরমেধ যজ্ঞে তাঁহাকে তুষ্ট  
করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘পিতামহেন প্রবৃত্তঃ’—মাক্কাতার পুত্র অম্বরীষকে  
পিতামহ যুবনাস্থ পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।  
‘তৎসূতঃ’—সেই অম্বরীষের পুত্র যৌবনাস্থ এবং  
তাঁহার পুত্র হারীত । ‘ইমে’—এই তিন জন অর্থাৎ  
অম্বরীষ, যৌবনাস্থ ও হারীত, ‘মাক্কাতৃপ্রবরাঃ’—  
মাক্কাতাই প্রবর যাহাদের, অর্থাৎ মাক্কাতার গোত্র-  
মধ্যে প্রধান ছিলেন ॥ ১ ॥

—

নর্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ ।

তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—পুরুকুৎসস্য বংশং কথয়িষ্যন্ আদৌ  
তস্য বিবাহং প্রভাবঞ্চাহ ) পুরুকুৎসায় উরগৈঃ  
( সর্পৈঃ ) ভ্রাতৃভিঃ যা ( স্বভগিনী ) নর্মদা দত্তা  
( প্রদত্তা ) ভুজগেন্দ্র প্রযুক্তয়া ( বাসুকিপ্রেরিতয়া )  
তয়া ( নর্মদয়া পত্ন্যা পুরুকুৎসঃ ) রসাতলং ( পাতা-  
লং ) নীতং ( প্রাপিতঃ বভূব ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—নর্মদার ভ্রাতা সর্পগণ নর্মদাকে পুরু-

কুৎস হস্তে প্রদান করেন । বাসুকি কর্তৃক প্রেরিতা  
হইয়া নর্মদা পুরুকুৎসকে পাতালে লইয়া যান ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মাক্কাতৃপুত্রস্য পুরুকুৎসস্য বংশং বদন্  
প্রথমং তস্য বিবাহমাহ । নর্মদা খলু যা উরগৈর্দত্তা  
তয়া স পুরুকুৎসো রসাতলং নীতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মাক্কাতার পুত্র পুরুকুৎসের  
বংশ বলিতে প্রথমতঃ তাঁহার বিবাহ বলিতেছেন ।  
‘নর্মদা’—ভ্রাতা সর্পগণ ভগিনী নর্মদাকে পুরুকুৎ-  
সের হস্তে সম্প্রদান করিলে, নর্মদা নাগরাজের প্রের-  
ণায় পুরুকুৎসকে পাতালে লইয়া যান ॥ ২ ॥

—

গন্ধর্বানবধীৎ তত্র বধ্যান্ বৈ বিষ্মশক্তিধৃক্ ।

নাগালবধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—বিষ্মশক্তিধৃক্ ( বিষ্মশক্তিধারী সঃ )  
তত্র ( রসাতলে ) বধ্যান্ ( বধযোগ্যান্ ) গন্ধর্বান্  
অবধীৎ বৈ ( বিনাশয়ামাস ) ইদং ( নর্মদয়া রসা-  
তলানয়নাদিকং চরিতং ) স্মরতাং ( চিন্তয়তাং জনা-  
নাং ) সর্পাৎ অভয়ং ( ভয়ো ন ভবেৎ ইতি ) নাগাৎ  
( সর্পাৎ ) লবধবরঃ ( লবধঃ বরঃ যেন তাদৃশঃ বভূব,  
ইদং বৃত্তং স্মরতাং সর্পভয়ো ন ভবেদिति বরঞ্চ  
সর্পাৎ সঃ লবধান্ ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পুরুকুৎস তথায় বিষ্মশক্তি ধারণ-  
পূর্বক বধার্হ গন্ধর্বাদিগকে বিনষ্ট করেন । পুরু-  
কুৎসের পাতালে নীত হইবার কারণ স্মরণকারি-  
গণের সর্পভয় থাকিবে না পুরুকুৎস এই বর সর্প-  
গণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বধার্নান্ অবধীৎ । ইদং রসাতল-  
নয়নাদিকং স্মরতাং জনানাং সর্পাদভয়ং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বধ্যান্’—পুরুকুৎস সেখানে  
বিষ্মুর শক্তি ধারণ করিয়া বধযোগ্য অনেক গন্ধর্বের  
প্রাণ বিনাশ করিলে নাগরাজ তাঁহাকে বরদান করেন  
—‘পুরুকুৎসের এই পাতালে আনয়নাদি বৃত্তান্ত  
স্মরণ করিলে কাহারও সর্পভয় থাকিবে না’ ॥ ৩ ॥

—

ব্রহ্মদস্যুঃ পৌরকুৎসো যোহনরগস্য দেহকৃৎ ।

হর্যাস্তস্তৎসুতস্তস্মাৎ প্রারুণোহথ দ্বিবজ্ঞনঃ ॥ ৪ ॥

**অম্বয়ঃ**—ব্রহ্মসদস্যঃ পৌরকুৎসঃ ( পুরুকুৎসস্য পুত্রঃ ) যঃ ( ব্রহ্মসদস্যঃ ) অনরণ্যস্য দেহকৃৎ ( জনকঃ ) হর্যাস্থঃ তৎসূতঃ ( তস্য অনরণ্যস্য সূতঃ ) তস্মাৎ ( হর্যাস্থাৎ ) প্রারুণঃ ( তন্মামকঃ সূতঃ জাতঃ ) অথ ( তস্মাৎ প্রারুণাৎ ) গ্রিবন্ধনঃ ( তন্মামকঃ সূতঃ অভূৎ ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—পুরুকুৎসের পুত্র ব্রহ্মসদস্য, ইনি অনরণ্যের জনক, অনরণ্যের পুত্র হর্যাস্থ, হর্যাস্থ হইতে প্রারুণের এবং প্রারুণ হইতে গ্রিবন্ধনের উৎপত্তি ॥৪॥

**বিশ্বনাথ**—দেহকৃৎ পিতা ব্রহ্মসদস্যোঃ সূতোহনরণ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘দেহকৃৎ’—পিতা, ব্রহ্মসদস্যর পুত্র অনরণ্য, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ ।

প্রাপ্তচাণ্ডালতাংশাপাদগুরোঃ কৌশিকতেজসা ॥৫॥

সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে ।

পাতিতোহবাক্শিরা দেবৈশ্চেনৈব স্তম্ভিতো বলাৎ ॥৬॥

**অম্বয়ঃ**—তস্য ( গ্রিবন্ধনস্য ) পুত্রঃ সত্যব্রতঃ ত্রিশঙ্কুঃ ( ব্রহ্মঃ শঙ্কর ইব দুঃখহেতবো দোষা যস্য অসৌ ত্রিশঙ্কুঃ ) ইতি বিশ্রুতঃ ( খ্যাতঃ বভূবঃ সঃ ) গুরোঃ ( পিতুঃ ) শাপাৎ ( পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্রোধেন প্রদত্তশাপাৎ ) চাণ্ডালতাং প্রাপ্তঃ ( পশ্চাৎ ) কৌশিকতেজসা ( বিশ্বামিত্রস্য প্রভাবেণ ) সশরীরঃ ( শরীরেণ সহ বর্তমানঃ এব ) স্বর্গং গতঃ ( প্রাপ্তঃ সন্ ) দেবৈঃ অবাক্ শিরাঃ ( নীচমস্তকঃ ) পাতিতঃ ( স্বর্গাৎ পাতিতঃ ) তেন ( কৌশিকেণ ) এব বলাৎ ( তপো-বলে ) স্তম্ভিতঃ ( স্থিরীকৃতঃ ) অদ্যাপি ( ইদানীমপি ) দিবি ( আকাশে ) দৃশ্যতে ( লক্ষ্যতে ) ॥ ৫-৬ ॥

**অনুবাদ**—গ্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কু ( বিপ্রকন্যা হরণ করায় ) পিতার শাপে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন, পরে বিশ্বামিত্রের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া দেবতাগণের প্রভাবে তথা হইতে নভশিরে অধঃপতিত হইতেছিলেন কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবলে অধঃপতিত হন নাই, অদ্যাবধি তিনি আকাশস্থ রহিয়াছেন ॥ ৫-৬ ॥

**বিশ্বনাথ**—ব্রহ্মঃ শঙ্করঃ ইব দুঃখহেতবো দোষা যস্য স ত্রিশঙ্কুঃ । তদুক্তং হরিবংশে । পিতৃশ্চা-  
পরিতোষণে গুরোদৌদ্ধ্রীবধেন চ । অপ্ৰোক্ষিতোপ-  
যোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রম ইতি । পরিণীয়মান-  
বিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্রুদ্ধস্য গুরোঃ পিতুঃ শাপাৎ ।  
কৌশিকস্য বিশ্বামিত্রস্য তেজসা । তেনৈব বিশ্বামিত্রে-  
নৈব স্তম্ভিতো নাথঃপপাত ॥ ৫-৬ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘ত্রিশঙ্কুঃ’—তিনটি শঙ্কুর ( কীলক, গাঁজ ) নাম্য দুঃখহেতু দোষ যাঁহার, তিনি। ( গ্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রতই ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হন। ) হরিবংশে উক্ত হইয়াছে—পিতার অপরি-  
তোষ, গুরুদেবের দৌদ্ধ্রী গাভীর বধ ও অপ্ৰোক্ষিত  
গ্রহণরূপ তিনটি ব্যতিক্রম। পরিণীয়মান ব্রাহ্মণ-  
কন্যা হরণ করায় পিতার অভিশাপে ইনি চাণ্ডালত্ব  
প্রাপ্ত হন। ‘কৌশিক-তেজসা’—কৌশিক বিশ্বা-  
মিত্রের প্রভাবে ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন।  
‘তেনৈব’—দেবতাগণ তাঁহাকে নীচের দিকে মাথা  
করিয়া স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিলে, সেই বিশ্বামিত্রই  
তাঁহাকে আকাশে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন,  
অর্থাৎ নিশ্চেন পতিত হন নাই ॥ ৫-৬ ॥

ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ

যম্মিমিত্রমভূদ্যুধ্মং পক্ষিণোবহবামিকম্ ॥ ৭ ॥

**অম্বয়ঃ**—ত্রৈশঙ্কবঃ ( ত্রিশঙ্কুপুত্রঃ ) হরিশ্চন্দ্রঃ ( অভূৎ ) যম্মিমিত্রং ( যস্য হরিশ্চন্দ্রস্য হেতোঃ ) পক্ষিণোঃ ( পক্ষিরাপধরয়োঃ ) বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ বহবামিকং ( বহুবর্ষব্যাপী ) যুধ্মম্ অভূৎ ( বিশ্বামিত্রঃ রাজসুয়দক্ষিণাচ্ছলেন হরিশ্চন্দ্রং সর্বস্বম্ অপহাত্য যাতয়ামাস । ততঃ ক্রুদ্ধঃ বশিষ্ঠঃ ত্বং আড়ীভবেতি বিশ্বামিত্রং শশাপ, সোহপি ত্বং বকো ভবেতি বশিষ্ঠং শশাপ, পশ্চাৎ তয়োঃ আড়ীবকরূপয়োঃ তয়োঃ যুধ্মম-  
ভূৎ ইতি প্রসিদ্ধম্ ) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**—ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, এই হরিশ্চন্দ্রের নিমিত্তই পক্ষিরাপ প্রাপ্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে বহুবর্ষ যাবৎ যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ইতিহাস—  
হরিশ্চন্দ্র রাজসুয় যজ্ঞ করিলে বিশ্বামিত্র দক্ষিণাচ্ছলে  
সর্বস্ব হরণ পূর্বক তাঁহাকে যাতনা প্রদান করেন।

তচ্ছ্রবণে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ‘তুমি পক্ষী হও’ বলিয়া শাপ প্রদান করেন পরন্তু বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে ‘তুমি বক হও’ বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহারা উভয়েই পক্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল যুদ্ধ করেন ॥ ৭ ॥

**বিশ্বনাথ**—পক্ষিগোরিতি বিশ্বামিত্রো রাজসুয়-দক্ষিণাচ্ছলেন হরিশ্চন্দ্রস্য সর্বস্বমপজহার তচ্ছ্রবণা কুপিতো বশিষ্ঠো বিশ্বামিত্রং হুমাড়ী ভবেতি শশাপ। সোহপি ত্বং বকো ভবেতি শশাপ ততস্তয়োযুদ্ধমভূৎ ॥ ৭ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘পক্ষিগোঃ’—বিশ্বামিত্র রাজ-সুয় যজ্ঞের দক্ষিণাচ্ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণপূর্বক বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রকে শাপ দেন—‘তুমি আড়ী পক্ষী হও’। তিনিও বশিষ্ঠকে শাপ দেন—‘তুমি বক পক্ষী হও’। এরূপ পরস্পর শাপে পক্ষিরূপধারী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বহু বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

সোহনপত্যো বিষণ্ণাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ।

বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো ॥ ৮ ॥

**অবয়বঃ**—অনপত্যঃ ( নিঃসন্তানঃ ) বিষণ্ণাত্মা সঃ ( হরিশ্চন্দ্রঃ ) নারদস্য উপদেশতঃ ( উপদেশাৎ ) বরুণং শরণং যাতঃ ( সন্ হে ) প্রভো ! মে ( মম ) পুত্রঃ জায়তাং ( ভবতু ইতি প্রার্থয়ামাস ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া সর্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। একদা নারদের উপদেশে তিনি বরুণের শরণাগত হইয়া তৎসমীপে ‘হে প্রভো ! আমার একটী পুত্র হউক’ এই বর প্রার্থনা করেন ॥ ৮ ॥

**বিশ্বনাথ**—স হরিশ্চন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘সঃ’—ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র ॥ ৮ ॥

যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি।

তথৈতি বরুণেনাস্য পুত্রো জাতস্তু রোহিতঃ ॥ ৯ ॥

**অবয়বঃ**—( হে ) মহারাজ ! ( হে প্রভো ! )

যদি বীরঃ ( পুত্রো মে জায়তে তদা ) তেন এব ( পুরুষপুত্রো ) ত্বাং যজে ( যজামি ) ইতি ( কথিতে ) তথা ( তথাস্ত ) ইতি ( উক্তবতা ) বরুণেন ( নিমিত্তেন ) অস্য রোহিতঃ ( নাম ) পুত্রঃ তু জাতঃ ( উৎপন্নঃ ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—‘হে প্রভো ! যদি আমার একটী পুত্র হয় তাহা হইলে আমি সেই পুরুষদ্বারা আপনার যজ্ঞ করিব।’ হরিশ্চন্দ্র এইরূপ বলিলে বরুণ ‘তথাস্ত’ ( তাহাই হউক ) বলিয়া বর প্রদান করিলেন ; সেই কারণে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে একটী পুত্র জন্মিল ॥ ৯ ॥

**বিশ্বনাথ**—তথৈতি বরং দদতা বরুণেন হেতুনা ॥ ৯ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘তথৈতি’—হরিশ্চন্দ্রের প্রার্থনায় তুণ্ট হইয়া বরুণদেব ‘তাহাই হউক’, এরূপ বরদান করিলে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামক পুত্রের জন্ম হয় ॥ ৯ ॥

জাতঃ সুতো হ্যনেনাগ মাং যজ্ঞশ্চেতি সোহব্রবীৎ।

যদা পশুনির্দশঃ স্যাৎ তথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১০ ॥

**অবয়বঃ**—সঃ ( বরুণঃ আগত্য ) অঙ্গ ! ( হে হরিশ্চন্দ্র ! ( তে ) সুতঃ হি জাতঃ, অনেন ( সুতেন ) মাং যজ্ঞ ইতি অব্রবীৎ ( উক্তবান্, ততঃ হরিশ্চন্দ্রঃ ) যদা পশুঃ নির্দশঃ ( দশদিনাতীতঃ ) স্যাৎ তথ ( তদা ) মেধ্যঃ ( যাগযোগ্যঃ ) ভবেৎ ইতি ( আহ ) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—অনন্তর বরুণ আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, ‘হে হরিশ্চন্দ্র ! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এই পুত্রের দ্বারা তুমি আমার যজ্ঞ করিবে বলিয়াছিলে, তদুত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—“দশ দিবস গত হইলে পশু যজ্ঞার্থ হয়” ॥ ১০ ॥

**বিশ্বনাথ**—ততশ্চ স বরুণঃ জাত ইত্যাদি অব্রবীৎ ততশ্চ রাজা পুত্রস্নেহাৎ তং বঞ্চয়ন্ যদেত্যাদি অব্রবীৎ, নির্দশঃ নির্গতদশদিবসঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘জাতঃ সুতঃ’—বরুণদেব বলিলেন, ‘তোমার পুত্র হইয়াছে, ইহার দ্বারা আমার যজ্ঞ কর’। তারপর রাজা পুত্রস্নেহে বরুণকে বঞ্চনা করিবার জন্য বলিলেন—‘নির্দশঃ’ পশুর দশ দিন অতীত হইলে সে যজ্ঞের অধিকারী হয় ॥ ১০ ॥

নির্দশে চ স আগত্য যজ্ঞেত্যাহ সোহব্রবীৎ ।

দন্তাঃ পশোৰ্যজ্ঞায়েরমথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ ( বরুণঃ ) নির্দশে ( দশদিনান্তে ) আগত্য চ যজ্ঞ ( যাগং কুরু ) ইতি আহ ( উক্তবান্ ) অথ ( হরিশ্চন্দ্রঃ ) পশোঃ যৎ ( যদা ) দন্তাঃ জায়েরন্ অথ ( তদা সঃ ) মেধ্যাঃ ভবেৎ ইতি অব্রবীৎ ( উক্তবান্ ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—দশদিন অতীত হইলে বরুণ আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—( অহে হরিশ্চন্দ্র ! ) “যজ্ঞ কর” । তাহাতে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন পশুর যখন দন্তোদগম হয় তখন উহা যজ্ঞার্থ পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

দন্তা জাতা যজ্ঞেতি স প্রত্যাহাথ সোহব্রবীৎ ।

যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ ( বরুণঃ ) দন্তাঃ ( পশোঃ দন্তাঃ ) জাতাঃ ( সম্প্রতি ) যজ্ঞ ইতি প্রত্যাহ ( উক্তবান্ ) অথ ( অনন্তরং ) সঃ ( হরিশ্চন্দ্রঃ ) যদা অস্য দন্তাঃ পতন্তিঃ অথ ( তদা ) মেধ্যাঃ ভবেৎ ইতি অব্রবীৎ ( উক্তবান্ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—দন্তোদগম হইলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—এই পশুর দন্তোদগম হইয়াছে এখন যজ্ঞ কর । তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—ইহার দন্তসমূহ যখন নিপতিত হইবে তখন ইহা যজ্ঞার্থ হইবে ॥ ১২ ॥

পশোনিপতিতা দন্তা যজ্ঞেত্যাহ সোহব্রবীৎ ।

যদাপশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তেতথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—(সঃ বরুণঃ) পশোঃ দন্তাঃ নিপতিতাঃ ( ইদানীং ) যজ্ঞ ইতি আহ ( উক্তবান্ ) সঃ ( হরিশ্চন্দ্রঃ ) যদা পশোঃ দন্তাঃ পুনঃ জায়ন্তে অথ ( তদা ) পশুঃ শুচিঃ ( পবিত্রঃ ভবেৎ ইতি ) অব্রবীৎ ( উক্তবান্ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পশুর দন্ত নিপতিত হইলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন—এই পশুর দন্ত পতিত হইয়াছে এখন যজ্ঞ কর । তাহাতে হরিশ্চন্দ্র

বলিলেন এই পশুর দন্ত যখন পুনরায় উদ্গত হইবে তখন ইহা পবিত্র হইবে ॥ ১৩ ॥

পুনর্জাতা যজ্ঞেতি স প্রত্যাহাথ সোহব্রবীৎ ।

সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোহথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ ( বরুণঃ ) পুনঃ ( দন্তাঃ ) জাতাঃ ( ইদানীং ) যজ্ঞ ইতি প্রত্যাহ ( উক্তবান্ ) অথ ( অনন্তরং ) সঃ ( হরিশ্চন্দ্রঃ ) হে রাজন্ ! ( হে বরুণ ! ) যদা সান্নাহিকঃ ( কবচবন্ধনার্হ সংগ্রামে সমর্থ ভবেৎ ) অথ ( তদা ) রাজন্যঃ ( ক্ষত্রিয়ঃ ) পশুঃ শুচিঃ ( ভবেৎ ইতি ) অব্রবীৎ ( উক্তবান্ ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পুনরায় দন্তের উৎপত্তি হইলে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন এখন “যজ্ঞ কর” তাহাতে হরিশ্চন্দ্র বলিলেন “হে রাজন্ ! ক্ষত্রিয়-পশু যখন কবচ বন্ধন করিতে অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় তখন উহা পবিত্র হইয়া থাকে” ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—রাজন্ হে বরুণ ! রাজন্যঃ পশুঃ সান্নাহিকঃ কবচবন্ধনার্হঃ স্যাত্তদা শুচিঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“সান্নাহিকঃ”—হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বরুণরাজ ! ক্ষত্রিয় পশু ‘সান্নাহিক’, অর্থাৎ বর্ষপরিধানের যোগ্য হইলে পবিত্র হয় ॥ ১৪ ॥

ইতি পুত্ৰানুরাগেণ স্নেহযজ্ঞিতচেতসা ।

কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—ইতি ( এবং ক্রমেণ ) পুত্ৰানুরাগেণ স্নেহযজ্ঞিতচেতসা ( স্নেহনিরুদ্ধচিত্তেন ) তং তং কালং বঞ্চয়তা ( রাজা ) উক্তঃ ( প্রার্থিতঃ ) দেবঃ ( বরুণঃ ) তং ( তং তং কালম্ ) ঐক্ষত ( অপেক্ষিতবান্ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হরিশ্চন্দ্র পুত্রের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন, এইরূপ তিনি পুত্রস্নেহাসক্তচিত্তে বরুণ-দেবকে যে যে কাল ক্ষেপণ করিতে বলিতেছিলেন বরুণদেবও তাহার প্রার্থনায় সেই কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তং তং কালং বঞ্চয়তা উক্তঃ প্রার্থিতো বরুণস্তং তং কালং প্রতীক্ষতেত্যম্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥



টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কালং বঞ্চয়তা’—পুত্রের প্রতি বাৎসল্যহেতু হরিশ্চন্দ্র কালক্ষেপনের নিমিত্ত যে যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বরুণদেব সেই সেই সময়েরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

রোহিতস্তদভিজায় পিতুঃ কশ্ম চিকীষিতম্ ।  
প্রাণপ্রেসুর্ধনুপাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—রোহিতঃ পিতুঃ চিকীষিতং ( কৰ্ত্তৃম্ ইচ্চতং ) তৎ কশ্ম ( বরুণমজ্ঞং ) অভিজায় ( জ্ঞাত্বা ) প্রাণপ্রেসুঃ ( প্রাণরক্ষাভিলাষী ) ধনুপাণিঃ ( ধনুধারী সন্ ) অরণ্যং ( বনং ) প্রত্যপদ্যত ( গতবান্ ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—রোহিত পিতার অভিপ্রেত কশ্ম অর্থাৎ তাহাকে পশু করিয়া বরুণের যজ্ঞ সম্পাদন করিবার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ধনুক-ধারণপূর্বক বনে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্ ।  
রোহিতো গ্রামমেয়ায় তমিস্তঃ প্রত্যষেধত ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—(ততঃ) রোহিতঃ বরুণগ্রস্তং ( বরুণমজ্ঞ গ্রস্তম্ অতএব ) জাতমহোদরং ( জাতং মহৎ রহৎ উদরং যস্য তং তাদৃশং ) পিতরং শ্রুত্বা গ্রামম্ এয়ায় ( রাজধানীমাগন্তম্ অভিলষিতবান্ পরন্তু ) ইন্দ্রঃ তং ( রোহিতং ) প্রত্যষেধত ( আগমনে নিষিদ্ধবান্ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—রোহিত শুনিলেন বরুণগ্রস্ত হওয়ায় তাহার পিতার উদর অত্যন্ত রহৎ হইয়াছে, তখন তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা করিলেন কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ॥ ১৭ ॥

ভূমেঃ পর্যাটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ ।

রোহিতান্নাদিশচ্ছক্লঃ সোহপ্যরণ্যেহবসৎসমাম্ ॥ ১৮

অম্বয়ঃ—তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ ( তীর্থক্ষেত্রাণাং নিষেবণৈঃ ) ভূমেঃ পর্যাটনং পুণ্যং ( পুণ্যজনকম্ ইতি ) শক্লঃ ( ইন্দ্রঃ ) রোহিতায় আদিশৎ ( আদিষ্টবান্ ) সঃ ( রোহিতঃ ) অপি সমাং ( সম্বৎসরং যাবৎ ) অরণ্যে অবসৎ ( বাসং কৃতবান্ ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তীর্থক্ষেত্র নিষেবণ অর্থাৎ অনুগমনাদির দ্বারা তীর্থ সেবা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন অতীব পুণ্যজনক ( তুমি তাহাই কর ) ইন্দ্র রোহিতকে এইরূপ আদেশ করিলেন । রোহিতও সেই অরণ্যে সম্বৎসর যাবৎ বাস করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিষ্মনাথ—সমাং বর্ষম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সমাং’—বৎসর, (রোহিত এক বৎসর বনেই বাস করিয়াছিলেন) ॥ ১৮ ॥

এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা ।

অভ্যোত্যাভ্যোত্যা স্থবিরো বিপ্রো ভূত্বাহ রুদ্রহা ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে ( চ সংবৎসরে যদৈব রোহিতঃ আগন্তুম্ ইন্মেষ তদৈব ) রুদ্রহা ( ইন্দ্রঃ ) স্থবিরঃ ( রুদ্রঃ ) বিপ্রঃ ভূত্বা অভ্যোত্যা ( তৎসমীপম্ আগত্যা ) তথা ( তথৈব তং প্রতিষেধন্ ) আহ ( ঋকিৎ উক্তবান্ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ষ অতিবাহিত হইলে যখন রোহিত পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ইন্দ্র রুদ্র বিপ্ররূপে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধপূর্বক পূর্বোক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১৯ ॥

বিষ্মনাথ—এবং দ্বিতীয়েহপি বর্ষে পুনঃ রূপম্—বাগতং তং রুদ্রহা পুনঃ প্রতিষেধন্ তথৈবাহ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এবং দ্বিতীয়ে’ ইত্যাদি—এইরূপ দ্বিতীয়াদি প্রতি বর্ষেই ইন্দ্র রুদ্র ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ( রোহিতকে ) রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধপূর্বক পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

যষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্ ।

উপব্রজমজীগর্তাদক্রীণান্মধ্যমং সুতম্ ।

শুনঃশেফং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—( অথ ) রোহিতঃ যষ্ঠং সম্বৎসরং তত্র ( বনে ) চরিত্বা ( ভ্রমিত্বা ) পুরীম্ উপব্রজন্ ( প্রত্যাগচ্ছন্ ) অজীগর্তাৎ ( তন্মামকাৎ জনাৎ ) মধ্যমং

সুতং (তস্য মধ্যমপুত্রং) শুনঃশেফম্ অক্লীণাৎ  
(ক্লীতবান্ তং) পশুং পিত্রে (হরিশ্চন্দ্রায়) প্রদায়  
(দত্ত্বা) সমবন্দত (প্রণতঃ বভূব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রোহিত ষষ্ঠ সন্তানের বনে  
ভ্রমণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক অজী-  
গর্ভের নিকট হইতে তদীয় মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে  
ক্রম করিলেন এবং তাহাকে বরুণযজ্ঞের পশুরূপে  
পিতার নিকট প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ২০ ॥

ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ ।

মুক্তোদরোহযজদেবান্ বরুণাদীন্ মহৎকথঃ ॥২১॥

অম্বয়ঃ—ততঃ মহৎকথঃ (মহৎসু কথা যস্য  
সঃ) মহাযশাঃ (মহাকীৰ্ত্তিঃ) হরিশ্চন্দ্রঃ মুক্তোদরঃ  
(বরুণেন মুক্তম্ উদরং যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) পুরুষমেধেন  
(নরমেধেন যাগেন) বরুণাদীন্ দেবান্ অযজৎ  
(আরাধ্যামাস) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মহৎব্যক্তিগণের মধ্যেও যাঁহার কথা  
প্রসিদ্ধ আছে, সেই মহাযশা রাজা হরিশ্চন্দ্র নরমেধ  
যজ্ঞদ্বারা বরুণাদি দেবতাগণকে পূজা করিলেন এবং  
তাঁহার উদর বরুণ কর্তৃক মুক্ত হইল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মহৎসু কথা যস্য সঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহৎকথঃ’—মহৎ ব্যক্তি-  
গণের মধ্যে যাঁহার কথা প্রসিদ্ধ (সেই মহাযশস্বী  
হরিশ্চন্দ্র নরমেধদ্বারা বরুণাদি দেবতাগণের যজ্ঞ  
করিয়া জলোদর রোগ হইতে মুক্ত হন।) ॥ ২১ ॥

বিশ্বামিত্রোহভবতুষ্টিম্ হোতা চাধ্বর্য্যুঃসামগঃ ।

জমদগ্নিরভুদ্রুক্ষা বশিষ্ঠোহয়স্যঃ সামগঃ ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—তুষ্টিম্ (পুরুষমেধে যজ্ঞে) বিশ্বামিত্রঃ  
হোতা (হোমকর্তা) আত্মবান্ (আত্মজঃ) জমদগ্নিঃ  
চ অধ্বর্য্যুঃ (যজুর্বেদোক্ত কৰ্ম্ম-সম্পাদকঃ) বশিষ্ঠঃ  
ব্রহ্মা (ব্রহ্মকৰ্ম্মসম্পাদকঃ) অয়স্যঃ (তন্নামকো  
মুনিঃ) সামগঃ (উদ্গাতা) অভুৎ (বভূব) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই নরমেধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা,  
আত্মতত্ত্বজ জমদগ্নি অধ্বর্য্যু (বেদোক্ত কৰ্ম্মসম্পাদক)  
বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়স্য উদ্গাতা হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অয়স্যো মুনিঃ সামগ উদ্গাতাত্ত্বদি-  
তার্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অয়স্যঃ’—অয়স্য নামক  
মুনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে ‘সামগঃ’—সামগানকারী  
অর্থাৎ উদ্গাতা হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

তস্মৈ তুষ্টি দদাবিহঃ শাতকৌস্তময়ং রথম্ ।

শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্ठाৎ প্রবক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ তুষ্টিঃ (সন্) তস্মৈ (হরি-  
শ্চন্দ্রায়) শাতকৌস্তময়ং (সুবর্ণময়ং) রথং দধৌ  
(দত্তবান্) উপরিষ্ठाৎ (বিশ্বামিত্রসূতাখ্যানপ্রসঙ্গে) শুনঃ-  
শেফস্য মাহাত্ম্যং প্রবক্ষ্যতে (প্রকৃষ্টং যথা স্যাৎ তথা  
বক্ষ্যতে কথয়িষ্যতে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র তুষ্টি হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে সুবর্ণরথ  
প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের কথা-  
প্রসঙ্গে শুনঃশেফের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—উপরিষ্ठाৎ বিশ্বামিত্রসূতাখ্যানকথা-  
প্রসঙ্গে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উপরিষ্ठाৎ’—পরে, অর্থাৎ  
বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের কথাপ্রসঙ্গে শুনঃশেফের মাহাত্ম্য  
বলা হইবে ॥ ২৩ ॥

সত্যং সারং ধৃতিং দৃষ্টা সভার্য্যস্য স ভূপতেঃ ।

বিশ্বামিত্রো ভূশং প্রীতো দদাববিহতাং গতিম্ ॥২৪॥

অম্বয়ঃ—সঃ বিশ্বামিত্রঃ সভার্য্যস্য (সপত্নীকস্য)  
ভূপতেঃ (রাজঃ হরিশ্চন্দ্রস্য) সত্যং সারং ধৃতিং  
(ধৈর্য্যাক্ষঃ) দৃষ্টা ভূশং প্রীতঃ (অত্যাশং সম্ভুতঃ সন্)  
অবিহতাং গতিম্ (অক্ষয়ং জ্ঞানং) দদৌ (দত্তবান্)  
॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সন্তীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্য, সার ও  
ধৈর্য্য দর্শনে অতীব প্রীত হইয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাকে  
অক্ষয়জ্ঞান প্রদান করেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—গতিং জ্ঞানম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গতিং’—জ্ঞান, (মহর্ষি  
বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের সত্যবলাপ্রিত ধৈর্য্যদর্শনে অতি-

শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন) ॥ ২৪ ॥

মনঃ পৃথিব্যাং তামন্তিস্তেজসাপোহনিলেন তৎ ।  
থে বায়ুং ধারয়ন্তস্ত ভূতাদৌ তং মহাঅনি ॥ ২৫ ॥  
তন্মিন্ জ্ঞানকলাং ধাত্বা তয়াজানং বিনির্দহন্ ।  
হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্বাণসুখসংবিদা ।  
অনির্দেশ্যাপ্রতর্কেণ তস্মৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ ॥ ২৬ ॥  
ইতি শ্রীমন্ডাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমঙ্কল্পে  
হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অনুব্যঃ—(তামেব গতিম্ আহ সং) মনঃ  
(অন্নময়ঃ) মনঃ পৃথিব্যাম্ (অন্নশব্দবাচ্যায়্যং ক্ষিতৌ)  
ধারণম্ (একীকুর্বন্) তাং (পৃথিবীম্) অন্ডিঃ  
(জলেন সহ একীকুর্বন্) অপঃ (জলং) তেজসা  
(সহ একীকুর্বন্) তৎ (তেজঃ) অনিলেন (সহ  
একীকুর্বন্ তৎ) বায়ুং থে (আকাশে একীকুর্বন্)  
তৎ (থম্) চ ভূতাদৌ (অহঙ্কারে একীকুর্বন্)  
তম্ (ভূতাদিঃ) মহাঅনি (মহত্ত্বৈ একীকুর্বন্)  
তন্মিন্ (মহত্ত্বৈ বিষয়াকারং ব্যাবর্ত্য) জ্ঞানকলাং  
(জ্ঞানাংশম্ (আত্মত্বেন) ধাত্বা তয়া (জ্ঞানকলয়া)  
অজ্ঞানং বিনির্দহন্ (বিনাশয়ন্ পশ্চাৎ) নির্বাণসুখ-  
সংবিদা তাং (জ্ঞানকলাং চ) হিত্বা (পরিত্যজ্য)  
বিধ্বস্তবন্ধনঃ (মুক্তবন্ধনঃ সন্) অনির্দেশ্যাপ্রতর্কেণ  
(অনির্দেশ্যেন ইদমিখম্ ইতি নির্দেশটুম্ অশক্যেন  
অপ্রতর্কেণ ইয়ত্তয়া প্রতর্কয়িতুং বিচারয়িতুম্ অযো-  
গ্যেন চ) স্বেন ভাবেন (স্ব স্বরূপেণ) তস্মৌ (স্থিতঃ)  
॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—হরিশ্চন্দ্র অন্নময় মনকে পৃথিবী সহ  
একীভূত করিয়া পৃথিবীকে অপ্ অর্থাৎ জলসহ  
জলকে, অগ্নিসহ অগ্নিকে, বায়ুসহ একীভূত করি-  
লেন। অনন্তর বায়ুকে আকাশে লীন করিয়া  
আকাশকে মহত্ত্বৈ এবং মহত্ত্বকে জ্ঞানাংশে মিলিত  
করিলেন। পরে জ্ঞানাংশকে আত্মরূপে ধ্যান করিয়া  
নির্বাণসুখ-সম্পদযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট  
করিলেন। অতঃপর তাদৃশ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ পূর্বক

বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনির্দেশ্য অতর্ক্য স্বরূপে  
অবস্থিত হইলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিদ্বানাথ—গতিমেবাহ মন ইতি। অন্নময়ঃ হি  
সৌম্য মন ইতি শ্রুতের্মনসোহনুবত্তিত্বাদন্নশব্দবাচ্যায়্যং  
পৃথিব্যাং ধারয়ন্ তাং পৃথীং অন্ডিরপ্সু ধারয়ন্ তা  
আপস্তেজসা তেজসি। তত্তেজ অনিলে তৎ বায়ুং  
থে। তচ্ থং ভূতাদাবহঙ্কারে তৎকাহঙ্কারং মহাঅনি  
মহত্ত্বৈ তন্মিন্ তৎ মহান্তং জ্ঞানকলাং জ্ঞানকলায়াং  
বিদ্যায়াং ধাত্বা তন্মৈব বিদ্যায়া অজ্ঞানমবিদ্যাং  
বিনির্দহন্ তাং বিদ্যাঞ্চ হিত্বা স্বেন ভাবেন স্বরূপেণ  
তস্মৌ। কীদৃশেন নির্বাণসুখস্য সম্পদৃষন্ত তেন  
॥ ২৫-২৬ ॥

ইতি সারার্থদশিনাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাং ।

নবমে সপ্তমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিদ্বানাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমন্ডাগবতে

নবমঙ্কল্পে সপ্তমাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী

টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই গতিই স্পষ্টরূপে বলি-  
তেছেন—“মনঃ” ইত্যাদি। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—হে  
সৌম্য! মনই অন্নময়। রাজা হরিশ্চন্দ্র মনের  
অনুবত্তিত্বহেতু অন্নশব্দবাচ্য পৃথিবীতে মন ধারণ  
করিলেন, অর্থাৎ তাহার সহিত এক করিলেন। তার-  
পর সেই পৃথিবীকে জলের সহিত, জলকে তেজের  
সহিত, তেজকে বায়ুর সহিত, বায়ুকে আকাশের  
সহিত, আকাশকে অহঙ্কারের সহিত এবং সেই  
অহঙ্কারকে মহত্ত্বের সহিত এক করিয়া তন্মধ্যে  
জ্ঞানকলা অর্থাৎ জ্ঞানের অংশমাত্রের ধ্যান করিয়া-  
ছিলেন। তারপর জ্ঞানের ঐ অংশ বিদ্যাতে ধ্যান  
করিয়া, সেই বিদ্যার দ্বারাই অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাকে  
দধ্ব করিয়া সেই বিদ্যাও পরিত্যাগপূর্বক নিজ ভাবে  
অর্থাৎ স্বরূপের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন।  
কিরূপ স্বরূপের? তাহাতে বলিতেছেন—নির্বাণ  
সুখের সম্পদ যেখানে, তাহার সহিত (অর্থাৎ আত্ম-  
কারে প্রকাশিত ধ্যানের বৃত্তি দ্বারা অজ্ঞানকে সম্পূর্ণ-  
রূপে দধ্ব করিয়া নির্বাণসুখানুভূতি দ্বারা সেই  
জ্ঞানাংশেরও পরিহারপূর্বক বন্ধনমুক্ত হইয়া

অনির্দেশ্য ও অচিন্তনীয় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । ) ২৫-২৬ ॥

ইতি ভক্তচিন্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমত্তাগবতের নবম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমত্তাগবতে  
নবমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

ইতি শ্রীমত্তাগবতে নবমস্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের  
অব্যয়, অনুবাদ, মঞ্চ, তথ্য,  
বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমত্তাগবত-নবমস্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ের  
গোড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পাদ্বিনিমিত্তা ।

চম্পাপুরী সুদেবোহতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ ॥ ১ ॥

গোড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রোহিতবংশবর্ণনক্রমে তদ্বংশোক্তব  
সগররাজার উপাখ্যান তথা কপিলদেবের আক্ষেপে  
সগরসন্তানগণের নিধনবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে ।

রোহিতপুত্র হরিত, হরিত হইতে চম্প—চম্পাপুরী-  
নির্ম্মিতা, চম্প হইতে সুদেব, তাহা হইতে বিজয়,  
বিজয়ের পুত্র ভরুক হইতে ব্রুক, এবং ব্রুক হইতে  
বাহকের উৎপত্তি হয় । বাহক শত্রুগণকর্তৃক উত্যান্ত  
হইয়া ভার্যাসহ বনগমন করেন । তথায় তাঁহার  
দেহ-ত্যাগ-কালে পত্নী সহমৃতা হইতে গেলে মহর্ষি  
ঔৰ্ব্ব তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া তৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত  
করেন । সপত্নীগণ ঈর্ষাবশে তাঁহার গর্ভ নষ্ট  
করিবার জন্য অন্ন সহিত ‘গর’ অর্থাৎ বিষ ভক্ষণ  
করান । তাহাতে গর সহিত পুত্র প্রসূত হইল  
বলিয়া তাঁহার নাম হইল ‘সগর’ । সগর রাজা  
মহর্ষি ঔৰ্ব্বের বাক্যে তালজ্য, যবন, শক, হৈহয়  
এবং বর্বর প্রভৃতি জাতিগণের প্রাণবধ না করিয়া  
তাহাদিগকে বিকৃতবেশী করিয়া দেন । সগররাজা  
মহর্ষি ঔৰ্ব্বের পরামর্শে অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করেন ।

যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্রকর্তৃক অপহৃত হয় । সুমতি ও  
কেশিনী নাম্নী সগরপত্নীদ্বয়ের মধ্যে সুমতিপুত্রগণ  
অশ্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত অবনীতল খনন  
আরম্ভ করেন, তাঁহাদের কৃত খাতই পরে সাগরে  
পরিণত হয় । পরিশেষে তাঁহারা অবনীতলে সমাধি-  
মগ্ন বিশুদ্ধসত্ত্বমুত্তি ভগবান্ কপিলদেবের অনতিদূরে  
যজ্ঞীয় অশ্ব দেখিয়া কপিলদেবকেই অশ্বাপহর্তা স্থির  
করিবার দুর্বুদ্ধি করায় সকলেই স্ব স্ব শরীরান্নিতেজে  
ভস্মীভূত হন । অনন্তর কেশিনীপুত্র অসমঞ্জস,  
তাঁহার পুত্র অংশুমান অশ্বানুসন্ধান ও পিতৃবাগণের  
উদ্ধার সাধনার্থ নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ভগবান্ কপিল-  
সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তথায় যজ্ঞীয় অশ্ব ও  
ভস্মরাশি দেখিতে পাইলেন । অংশুমান শ্রীভগবান্  
কপিলদেবের স্তব করিয়া তাঁহার প্রভাব গান করিলে  
কপিলদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া  
যাইতে অনুমতি করিলেন । অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াও অংশু-  
মানের সাকাক্ষ দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া কপিল  
দেব অংশুমানকে তাঁহার পিতৃগণের সদৃশপ্রদানার্থ  
গঙ্গোদক দ্বারা তর্পণোপদেশ করিলেন । অতঃপর  
অংশুমান ভগবান্কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্ব-  
সহ সগরসমীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন । সগররাজা  
যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অংশুমানের হস্তে রাজ্যভার সম-  
র্পণ পূর্বক ঔৰ্ব্বোপদিষ্ট মার্গানুসরণে অনুত্তমা গতি  
লাভ করিলেন ।

অশ্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । রোহিতসূতঃ (রোহিতস্য সূতঃ) হরিতঃ (অভূৎ) তস্মাৎ (হরিতাৎ) চম্পঃ (তন্মামকঃ পুত্রঃ জাতঃ তেন) চম্পাপুরী বিনিম্নিতা, অতঃ (চম্পাৎ) সুদেবঃ (অভূৎ) যস্য চ (সুদেবস্য) আশ্বজঃ (পুত্রঃ) বিজয়ঃ (তন্মামকোহঃ ভূৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—রোহিতের পুত্র হরিত, হরিত হইতে চম্প নামক তৎপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, এই চম্প চম্পাপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন । চম্প হইতে সুদেব জন্মলাভ করেন, সুদেবের পুত্র বিজয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টমে সগরঃ সন্ম্যাট্ তৎপুত্রাঃ কপিলাগসা ।  
দন্ধাস্তস্ত প্রসাদ্যশ্বমংগুমাননয়ৎ পুরীম্ ॥ ০ ॥  
বিনিম্নিতা চম্পাপুরী যেনেতি শেষঃ । অতশ্চম্পাৎ সুদেবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে মহারাজ সগরের চরিত, কপিলদেবের নিকট অপরাধে তাঁহার পুত্রগণের বিনাশ এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অংগুমান্ যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া পুরীতে আগমন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘বিনিম্নিতা,—রোহিতপুত্র চম্প চম্পানগরী প্রতিষ্ঠা করেন । ‘অতঃ’—চম্প হইতে সুদেব জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১ ॥

ভরুকস্তৎসুতস্তস্মাদ্ভরুকস্তস্যাপি বাহকঃ ।

সোহরিভির্হাতভূ রাজা সভার্যো বনমাবিশৎ ॥ ২ ॥

অশ্বয়ঃ—ভরুকঃ তৎসুতঃ (তস্য বিজয়স্য সূতঃ) তস্মাৎ (ভরুকাৎ) রুকঃ (তন্মামকসূতঃ) তস্য (রুকস্য) অপি বাহকঃ (তন্মামকসূতঃ অভূৎ) অরিভিঃ (শক্রভিঃ) হাতভূঃ (হাতরাজ্যঃ) সঃ রাজা (বাহকঃ) সভার্যঃ (ভার্যয়া সহিতঃ) বনম্ আবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুক হইতে রুক উপন্য হন, রুকের পুত্র বাহক । শক্রগণ বাহকের রাজ্য অপহরণ করায় তিনি সস্ত্রীক বনে প্রবিষ্ট হন ॥ ২ ॥

রুদ্ধং তৎ পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষানুমরিশ্যতী ।

ঔর্বেণ জানতাত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা ॥ ৩ ॥

অশ্বয়ঃ—রুদ্ধং পঞ্চতাং প্রাপ্তং (মৃতং) তৎ (বাহকম্) অনুমরিশ্যতী (সহমরণোদাতা) মহিষী (তৎপত্নী) আত্মানং (মহিষীদেহং) প্রজাবন্তং (সগর্ভং) জানতা (অবগচ্ছতা) ঔর্বেণ (তন্মামকেন ঋষিণা) নিবারিতা (সহমরণাৎ বাধিতা অভূৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—রুদ্ধ হইলে বাহক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার স্ত্রী অনুমৃত হইতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় ঔর্বমুনি তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া সহমৃত হইতে নিষেধ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঔর্বেণ ঋষিণা আত্মানং মহিষ্যা দেহং প্রজাবন্তং সগর্ভম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঔর্বেণ’—রাজা বাহক রুদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করিলে, মহিষী ঔর্ব তাঁহার মহিষীকে গর্ভবতী জানিয়া সহমরণ হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

আজ্ঞান্যাসৌ সপত্নীভির্গরো দত্তোহন্ধসা সহ ।

সহ তেনৈব সজাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ ।

সগরশ্চক্রবর্ত্যাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ ॥ ৪ ॥

অশ্বয়ঃ—সপত্নীভিঃ (গর্ভম্) আজ্ঞায় (জাত্বা) অন্ধসা (অম্নেন) সহ অসৌ (মহিষ্যৌ) গরঃ (বিষং) দত্তঃ তেন (গরেন) সহ এব সগরাখ্যঃ (সগরনামকঃ) মহাযশাঃ (মহাকীর্তিঃ) সূতঃ সজাতঃ (সঃ) সগরঃ চক্রবর্তী (সার্বভৌমঃ সন্ম্যাট্) আসীৎ (বভূব) যৎসুতৈঃ (যস্য সগরস্য সূতৈঃ) সাগরঃ (সমুদ্রঃ) কৃতঃ (রচিতঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বাহক-পত্নীর সপত্নীগণ তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া অম্নের সহিত বিষপ্রদান করেন । তাহাতে সেই বিষসহ জাত বলিয়া সগর—এই নামে মহাযশস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । তিনি সার্বভৌম সন্ম্যাট্ হইয়াছিলেন । এই সগরের পুত্রগণকর্তৃক সমুদ্র রচিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্ধসা অম্নেন সহ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্ধসা’—অম্নের সহিত, অর্থাৎ এই মহিষীর সপত্নীগণ তাঁহাকে অম্নের সহিত

গর ( বিষ ) প্রদান করেন । সেই গর অর্থাৎ বিষের  
সহিতই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া 'সগর' নামে প্রসিদ্ধ হন  
॥ ৪ ॥

যন্তালজ্ঞান্ যবনান্ শকান্ হৈহয়বর্ষরান্ ।  
নাবধীদুগুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃতবেশিনঃ ॥ ৫ ॥  
মুণ্ডান্ শমশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশাৰ্দ্ধমুণ্ডিতান্ ।  
অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোহপরান্ ॥ ৬ ॥

অবয়বঃ—যঃ ( সগরঃ ) গুরুবাক্যেন ( ঔর্ব্বচ-  
নেন ) তালজ্ঞান্ যবনান্ শকান্ হৈহয় বর্ষরান্  
( হৈহয়ান্ বর্ষরান্ চ ) ন অবধীৎ ( ন বিনাশয়ামাস  
পরন্ত ) কাংশ্চিৎ ( পূর্বোক্তেষু ধর্ম্মিষু কান্ অপি )  
মুণ্ডান্ ( মুণ্ডিতমস্তকান্ তথা ) শমশ্রুধরান্ ( শমশ্রু-  
ধারিণঃ ) কাংশ্চিৎ ( কান্ অপি ) মুক্তকেশাৰ্দ্ধমুণ্ডি-  
তান্ ( মুক্তকেশান্ অর্দ্ধমুণ্ডিতান্ চ ) কাংশ্চিৎ ( কান্  
অপি ) অনন্তর্বাসসঃ ( অন্তর্বাসঃশূন্যান্ বহির্বাসো-  
যুক্তান্ ) অপরান্ ( কান্ অপি ) অবহির্বাসসঃ ( বহি-  
র্বসনহীনান্ অন্তর্বসনমাত্রাপ্রিতান্ এবং ) বিকৃতবেশিনঃ  
( বিরাগবশেধরান্ ) চক্রে ( কৃতবান্ ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—সগর গুরু ঔর্ব্ব ঋষির বাক্যে তাল-  
জ্ঞান, যবন, শক, হৈহয় ও বর্ষর-জাতীয় ব্যক্তি-  
গণের প্রাণ নাশ করেন নাই পরন্তু তাহাদের মধ্যে  
কোন জাতিকে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া শমশ্রুধারী, কোন  
জাতিকে মুক্তকেশ ও অর্দ্ধমুণ্ডিত, কোন জাতিকে  
অন্তর্বাস বিহীন কেবল বহির্বাসধারী, কোন জাতিকে  
বহির্বাসশূন্য কেবল অন্তর্বাসধারী করিয়াছিলেন ॥ ৫-  
৬ ॥

বিশ্বনাথ—তালজ্ঞানাদ্যা জাতিবিশেষাঃ । গুরো-  
রৌর্ব্বস্য বাক্যেন, বিকৃতবেশেণ এবাহ মুণ্ডানিত্যাदि  
॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তালজ্ঞান্’—তালজ্ঞান,  
যবন প্রভৃতি জাতিবিশেষ । ‘গুরুবাক্যেন’—রাজা  
সগর নিজ গুরু ঔর্ব্বের নির্দেশ বাক্যানুসারে ইহা-  
দিগকে বধ না করিয়া বিকৃতবেশধারী করিয়াছিলেন,  
তাহা বলিতেছেন—‘মুণ্ডান্’ কোন জাতিকে মুণ্ডিত-  
মস্তক অথচ শমশ্রুধারী করিয়াছিলেন ইত্যাদি ॥৫-৬॥

সোহশ্রমেধৈরযজত সর্ববেদসূরাশ্রকম্ ।

ঔর্ব্বোপদিষ্টযোগেন হরিমাত্মানমীশ্বরম্ ।

তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাস্থং পুরন্দরঃ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—সঃ ( সগরঃ ) ঔর্ব্বোপদিষ্টযোগেন  
( ঔর্বেণ উপদিষ্টঃ যঃ যোগঃ উপায়ঃ তেন ) অশ্র-  
মেধৈঃ ( তদৃষজৈঃ ) সর্ববেদসূরাশ্রকং ( সর্বেষাং  
বেদানাং সূরাণাঞ্চ আশ্রয়রূপম্ ) আত্মানম্ ( অন্ত-  
র্যামিণম্ ) ঈশ্বরং হরিম্ অযজত ( আরাধিতবান্ )  
পুরন্দরঃ ( ইন্দ্রঃ ) তস্য ( সগরস্য ) যজ্ঞে উৎসৃষ্টং  
( নিবেদিতং ) পশুম্ অশ্রং জহার ( অপহৃতবান্ ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সগর ঔর্ব্বমুনির উপদিষ্ট উপায়দ্বারা  
অশ্রমেধযজ্ঞে সর্ববেদ ও সুরদিগের আশ্রয়রূপ অন্ত-  
র্যামী ঈশ্বর শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়াছিলেন । ইন্দ্র  
সগরের যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু ও অশ্র হরণ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৭ ॥

সুমত্যাস্তনয়া দৃষ্টাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ ।

হয়মন্বেষমাণাস্তে সমস্তান্মথনম্হীম্ ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ—( তস্য সুমতিঃ কেশিনীতি ভাষ্যাদ্বয়ম্  
আসীৎ, তত্র সুমত্যাঃ পুত্রাণাং প্রভাবং মৃত্যুঞ্চ আহ )  
পিতুঃ ( সগরস্য ) আদেশকারিণঃ ( আজাপালকাঃ )  
দৃষ্টাঃ ( বলগবিতাঃ ) সুমত্যাঃ ( তন্মাতৃভাষ্যাত্মাঃ )  
তনয়াঃ ( পুত্রাঃ ) তে ( সর্বের্ ) হয়ম্ ( অশ্রম্ )  
অন্বেষমাণাঃ ( সন্তঃ ) সমস্তাৎ ( সর্বতঃ ) মহীং  
( ভূমিং ) নাখনৎ ( খনিতবন্তঃ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—( সগরের কেশিনী ও সুমতি নাম্নী  
দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন ) পিতা সগরের আদেশ পালনে  
রত হইয়া বলমদান্বিত সুমতি-তনয়গণ সকলেই  
অশ্র অন্বেষণ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবীকে  
খনন করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য দ্বৈ ভাৰ্য্যে সুমতিঃ কেশিনী চ ।  
তত্র সুমত্যাঃ পুত্রাণাং প্রভাবং মৃত্যুঞ্চাহ ষড়্ভিঃ ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ সগরের সুমতি ও  
কেশিনী নামে দুই ভাৰ্য্যা ছিলেন । তন্মধ্যে সুমতির  
পুত্রগণের প্রভাব ও মৃত্যু বলিতেছেন ছয়টি শ্লোকে  
॥ ৮ ॥

প্রাণ্ডীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে ।  
 এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ ॥ ৯ ॥  
 হন্যাতাং হন্যাতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ ।  
 উদায়ুধা অভিযযুরুন্নিমেষ তদা মুনিঃ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) প্রাণ্ডীচ্যাং ( প্রাণ্য্যাং ) দিশি  
 কপিলান্তিকে ( কপিলমুনিসমীপে তে ) হয়ম্ ( অস্থং )  
 দদৃশুঃ ( দৃষ্টবন্তঃ ) এষঃ বাজিহরঃ ( অস্থাপহারী )  
 চৌরঃ মীলিতলোচনঃ ( মুদ্রিতনয়নঃ ) আস্তে পাপঃ  
 ( অন্নং পাপাচারী ) হন্যাতাং হন্যাতাং ( সত্ত্বরং বিনাশ্য-  
 তাম্ ) ইতি ( এবমুক্তা ) উদায়ুধাঃ ( উদ্যতাস্ত্রাঃ )  
 ষষ্টিসহস্রিণঃ ( ষষ্টিসহস্রসংখ্যাকাঃ সগরসূতাঃ )  
 অভিযযুঃ ( বধার্থং মূনেরভিমুখং গতাঃ ) তদা  
 ( তস্মিন্ কালে ) মুনিঃ ( কপিলঃ ) উন্নিমেষ ( নয়ন-  
 দ্বয়ম্ উন্মীলিতবান্ ) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উত্তর পূর্বদিকে কপিলমুনি-  
 সমীপে ঐ অশ্বকে দেখিতে পাইলেন । ‘এই ব্যক্তিই  
 অস্থাপহরণকারী, নয়ন মুদ্রিত করিয়া অবস্থান করি-  
 তেছে, এই ব্যক্তি পাপাচারী, ইহাকে বিনাশ কর’—  
 এই বলিয়া অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক ষষ্টি সহস্র সগর-  
 পুত্র মূনির অভিমুখে ধাবমান হইল । তখন মুনি  
 নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন ॥ ৯-১০ ॥

শ্বরীরাগ্নিনা তাবৎমহেন্দ্রহাতচেতসঃ ।

মহদ্ব্যতিক্রমহতা ভুম্মসাদভবন্ ক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) মহেন্দ্রহাতচেতসঃ ( মহেন্দ্রেণ  
 হাতং চেতঃ জ্ঞানং যেষাং তাদৃশাঃ অতএব  
 তেষাং মহাজনলভ্বনমিতি ভাবঃ ) মহদ্ব্যতিক্রম-  
 হতাঃ ( মহাজনলভ্বনদোষণে হতাঃ তে ) শ্বরীরা-  
 গ্নিনা ( শ্বরীরস্থেন তৃতীয়মহাত্মতেন অগ্নিনেব )  
 তাবৎ ক্ষণাৎ ( ক্ষণকাল মধ্যে ) ভুম্মসাৎ অভবন্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রপ্রভাবে সগরপুত্রদিগের বুদ্ধি বিনষ্ট  
 হইয়াছিল । মহদতিক্রম দোষে তাহারা নিজ শরীর-  
 স্থিত মহদপরাধ-জন্য বর্জমান অগ্নিদ্বারা ভুম্মসাৎ  
 হইল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—শ্বরীরেণব যোহগ্নিস্তৃতীয়ং মহাত্মতং  
 তেনৈব মহদপরাধাতিবর্জমানেন দক্ষাঃ । মহেন্দ্রে-  
 তীন্দ্রেণৈব এষ চৌর ইতি বিজ্ঞাপনাৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্বরীরাগ্নিনা’—নিজের  
 শরীরের অভ্যন্তরে তৃতীয় মহাত্মত্বে যে অগ্নি বর্তমান,  
 তাহাই মহতের অপরাধহেতু বর্জিত হইয়া সগরপুত্র-  
 গণকে দক্ষ করিয়াছিল । ‘মহেন্দ্রহাতচেতসঃ’—  
 দেবরাজ ইন্দ্রই—কপিলমুনি অস্থহরণ করিয়াছেন,  
 এই কথা বলিয়া রাজপুত্রগণের মতিভ্রম ঘটাইয়া-  
 ছিলেন ॥ ১১ ॥

ন সাধুবাদো মুনিকোপভজ্জিতা

নৃপেন্দ্র পুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি ।

কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যাতে

জগৎপবিত্রাঙ্গনি খে রজো ভুবঃ ॥ ১২ ॥

অবয়বঃ—( কেচিত্তু কপিলস্য কোপাগ্নিনা দক্ষা  
 ইতি বর্ণয়ন্তি তন্নিরাকরোতি ) নৃপেন্দ্রপুত্রাঃ ( নৃপেন্দ্রস্য  
 সগরস্য পুত্রাঃ ) মুনিকোপভজ্জিতাঃ ( মুনেঃ কপিলস্য  
 কোপেন এব ভজ্জিতাঃ দক্ষা ) ইতি ( এবং ) সাধুবাদঃ  
 ( যুক্তিযুক্তঃ বাদঃ বাক্যং ) ন ( ন ভবতি যতঃ )  
 জগৎপবিত্রাঙ্গনি ( জগতঃ পবিত্রঃ শুদ্ধিকরঃ আত্মা  
 যস্য তস্মিন্ ) সত্ত্বধামনি ( শুদ্ধসত্ত্বমুর্ভৌ কপিলমুনৌ )  
 রোষময়ং ( ক্রোধরূপং ) তমঃ ( তমোগুণং ) কথং  
 ( কেন প্রকারেণ ) বিভাব্যাতে ( সম্ভাব্যাতে, কথমপি  
 ন সম্ভাবনীয়মিতার্থঃ অসম্ভাবনায়্যাং দৃষ্টান্তঃ ) খে  
 ( আকাশে ) ভুবঃ রজঃ ( পাথিবং ধূলিজাতং মুনি-  
 রয়ং কথং বিভাব্যাতে, খমিদং কোপীত্যরজস্বলমিব  
 মূনিরয়ং জ্ঞানামেবোত্তিরিতার্থঃ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—( কেহ বলেন যে, তাহারা কপিলের  
 ক্রোধাগ্নিতে ভুম্মীভূত হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা সত্য  
 নহে । ) সগরতনয়গণ কপিলমূনির ক্রোধাগ্নিতে  
 ভুম্মীভূত হইয়াছিল, এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে ।  
 কেননা জগৎপবিত্রকারী শুদ্ধসত্ত্বময়মুর্ভিতে ক্রোধরূপ  
 তমঃ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? নিশ্চল আকাশে  
 কি পাথিব ধূলি থাকিতে পারে ? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র কপিলস্য কোপং বদন্তোহজ্ঞা  
 এবত্যাহ । নেতি মুনিকোপভজ্জিতা ইতি ন সাধুনাং  
 বাদঃ কিন্তু সাধুনাং জ্ঞানামেবেত্যর্থঃ । যতঃ সত্ত্বধা-  
 মনি শুদ্ধসত্ত্বমুর্ভৌ জগদপি পবিত্রং দর্শনাদিনা যত-  
 স্ত্বাত্মত আত্মা দেহো যস্য তস্মিন্ । তমঃ কথং

বিভাব্যতে সংভাব্যতে । অসম্ভাবনাম্যাং দৃষ্টান্তঃ  
ভুবো রজঃ খে কথং সংভাব্যতে । খমিদং রজস্বল-  
মিব মুনিরয়ং কোপীত্যজ্ঞানামেবোত্তিরিত্যর্থঃ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সগর রাজার পুত্রগণ কপিল-  
মুনির ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন—এরূপ অজ্ঞ-  
জনই বলিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—‘মুনিকোপ-  
ভজ্জিতাঃ’, মুনির কোপে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, ইহা  
সাধুগণের বাক্য নহে, কিন্তু অজ্ঞজনের জল্পনামাত্র,  
এই অর্থ । যেহেতু ‘সত্ত্বধামনি’—যাঁহার আত্মা  
দর্শনাদির দ্বারা জগৎকে পবিত্র করে, বিশুদ্ধসত্ত্বমুক্তি  
সেই কপিল মুনির মধ্যে কিরূপে ‘রোষময়ং তমঃ’—  
ক্রোধময় তামসভাবের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে ?  
অসম্ভাবনাবিশয়ে দৃষ্টান্ত—‘খে ভুবো রজঃ’, যেরূপ  
আকাশে পার্থিব ধুলিরাশির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা  
যায় না । এই আকাশ পার্থিব ধুলিরাশিমুক্ত—এরূপ  
বাক্যের ন্যায় কপিল মুনি কোপী (ক্রোধী), ইহা  
অজ্ঞজনেরই উক্তি—এই অর্থ ॥ ১২ ॥

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়ে নৌ-

যয়া মুমুক্শুরতে দুরত্যয়ম্ ।

ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ

পরাত্ততস্য কথং পৃথগ্‌মতিঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—( অপি চ ) যস্য ( যেন ) ইহ ( সং-  
সারে ) সাংখ্যময়ী ( সাংখ্যরূপা ) দৃঢ়া ( লোকোদ্ধার-  
সমর্থী ) নৌঃ ( তরণিঃ ) ঈরিতা ( প্রবর্তিতা ) মুমুক্শুঃ  
( মুক্তিমিচ্ছুঃ জনঃ ) যয়া ( সাংখ্যময়্যা নাবা ) দুর  
ত্যয়ং ( দুষ্পারং ) মৃত্যুপথং ( মৃত্যুমার্গং ) ভবার্ণবং  
( সংসারসমুদ্রং ) তরতে ( উত্তীর্ণো ভবতি তস্য )  
বিপশ্চিতঃ ( সর্বজস্য ) পরাত্ততস্য ( পরমাত্ম-  
স্বরূপস্য মুনোঃ ) পৃথগ্‌মতিঃ ( অরিমিত্রাদি-ভেদদৃষ্টিঃ )  
কথং ( কেন প্রকারেণ সম্ভবেৎ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পরন্তু তিনি ইহলোকে সাংখ্যরূপা  
সুদৃঢ়া নৌকা প্রবর্তন করিয়াছেন । মুমুক্শুগণ সেই  
তরণির সাহায্যে দুষ্পার মৃত্যুপথ ভবার্ণব উত্তীর্ণ  
হইয়া থাকেন । অতএব সর্বজ্ঞ পরমাত্মস্বরূপ মুনির  
শত্রুমিত্রাদি ভেদদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইবে ? ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য ঈরিতা যেন প্রবর্তিতা তস্য বিপ-

শ্চিতঃ সর্বজস্য পৃথগ্‌মতিঃ প্রাকৃতী মতিঃ, পর-  
মাত্মনো হি মতিঃ পরমাত্মরূপৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যস্য ঈরিতা’—যিনি ইহ-  
লোকে সাংখ্যরূপা সুদৃঢ়া নৌকার প্রবর্তন করিয়াছেন,  
‘বিপশ্চিতঃ’—সেই সর্বজ্ঞ সমদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষের  
কিরূপে ‘পৃথগ্‌মতিঃ’—প্রাকৃতী মতি হইতে পারে ?  
‘পরাত্ততস্য’—পরমাত্মার মতি পরমাত্মরূপাই  
হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

যোহসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ ।

তস্য পুত্রোহংশুমামাম পিতামহহিতে রতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—( তদেবং সুমত্যাঃ পুত্রেষু মৃতেষু  
কেশিন্যাঃ পৌত্রেনাথঃ সমানীতঃ পিতৃব্যোদ্ধরণপ্রযত্নশ্চ  
কৃত ইতি দর্শয়িতুমাহ ) যঃ অসমঞ্জসঃ ইতি উক্তঃ  
( অজ্ঞেঃ কথিতঃ, বস্তুতস্ত সমঞ্জস এব ) সঃ ( অসম-  
ঞ্জসঃ ) নৃপাত্মজঃ ( নৃপস্য সগরস্য আত্মনঃ দেহাৎ  
জাতঃ ) কেশিন্যাঃ ( সূতঃ ) তস্য ( অসমঞ্জস্য )  
অংশুমান্ নাম পুত্রঃ পিতামহহিতে ( সগরস্য হিতানু-  
ষ্ঠানে ) রতঃ ( আসক্তঃ আসীৎ ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সগরতনয়দিগের মধ্যে যিনি অসমঞ্জস  
নামে কথিত হইতেন, তিনি কেশিনীর গর্ভজাত  
সগরতনয় । এই কেশিনী তনয়ের নাম অংশুমান  
নামক পুত্র সর্বদা পিতামহের মঙ্গলানুষ্ঠানে রত  
থাকিতেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—নৃপস্য সগরস্যাত্মজো যোহন্যোহসম-  
ঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যাঃ পুত্রঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নৃপাত্মজঃ’—সগরের যে অন্য  
পুত্র ‘অসমঞ্জস’ নামে উক্ত হন, তিনি কেশিনীর গর্ভ-  
জাত সন্তান ॥ ১৪ ॥

অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়ন্নসমঞ্জসম্ ।

জাতিস্মরঃ পুরা সঙ্গাদ্যোগী যোগাচ্চিচালিতঃ ॥ ১৫ ॥

আচরন্ গহিতং লোকে জাতীনাং কৰ্ম্ম বিপ্রিয়ম্ ।

সরযাং ক্রীড়তো বালান্ প্রাস্যদুদ্বৈজয়ন্ জনম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—( তস্য কথামাহ ) অসমঞ্জসঃ পুরা  
( পূর্বজন্মানি ) যোগী ( সন্ ) সঙ্গাৎ ( সঙ্গবশাৎ



হেতোঃ ) যোগাৎ বিচালিতঃ ( ভ্রংশিতঃ অভূৎ অতঃ  
ইদানীং ) জাতিস্মরঃ ( পূর্বজন্মস্মৃতিযুক্তঃ সঃ সঙ্গ-  
পরিহারায় ) আত্মানং ( স্বম্ ) অসমঙ্গস্যং ( যথার্থতঃ  
অসমঙ্গস্য ইতি নামানুরূপং দুরাত্মভাবযুক্তং ) দর্শয়ন্  
( প্রকটয়ন্ ) লোকে গহিতং ( নিন্দিতং ) জাতীনাং  
( চ ) বিপ্রিয়ম্ ( অপ্রিয়ং ) কস্মৈ আচরন্ ( কুর্কন্ )  
জনং ( লোকম্ ) উদ্বৈজয়ন্ ( উদ্বৈগং প্রাপয়ন্ )  
ক্লীড়তঃ ( ক্লীড়ারতান্ ( বালান্ ( বালকান্ ) সরযাং  
( তস্যং নদ্যাং ) প্রাপ্যৎ ( প্রাক্ষিপৎ ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—এই কেশিনীতনয় অসমঙ্গস্য পূর্বজন্মে  
যোগী ছিলেন। অসৎসঙ্গে যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া  
এই জন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি  
নিজেকে দুষ্টাঙ্গা বলিয়া প্রকাশিত করিতে গিয়া  
লোকনিন্দিত ও জাতিবর্গের অপ্রিয় আচরণ করিতেন  
এবং লোকের উদ্বৈগ জন্মাইয়া ক্লীড়ারত বালক-  
দিগকে সরযু নদীতে নিক্ষিপ্ত করিতেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুরা পূর্বজন্মনি গহিতং অচরমিতি  
সঙ্গপরিহারায়ৈত্যর্থঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুরা’—পূর্বজন্মে অসমঙ্গস্য  
যোগী হইয়াও লোকসঙ্গবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন।  
‘আচরন্’—এজন্মে জাতিস্মর হইয়া লোকমধ্যে  
গহিত কার্য ও জাতিগণের অপ্রিয় আচরণ করিতেন,  
সঙ্গপরিহারের নিমিত্ত—এই অর্থ ॥ ১৫-১৬ ॥

এবংবৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা স্নেহমপোহ্য বৈ।

যোগৈশ্বর্যেণ বালাংস্তান্ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) এবংবৃত্তঃ ( এতাদৃশদুরাচার-  
যুক্তঃ সঃ ) পিত্রা ( সগরেণ ) স্নেহং ( পুত্রবাৎসল্যং )  
অপোহ্য ( ত্যক্ত্বা ) বৈ পরিত্যক্তঃ ( সন্ ) যোগৈশ্বর্যেণ  
( যোগলব্ধেন ঐশ্বর্যেণ ) তান্ ( সরযাং নিক্ষিপ্তান্  
মৃতান্ ) বালান্ ( বালকান্ ) দর্শয়িত্বা ( রাজানং  
তৎপিত্রাদীংশ্চ প্রদর্শ্য ) ততঃ ( অযোধ্যাতঃ ) যযৌ  
( গতবান্ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপ দুরাচারে রত হওয়ায়—  
অসমঙ্গস্য পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হইয়া যোগ-  
বিভূতিবলে সরযু নদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদিগকে  
পুনর্জীবিত করিয়া রাজাকে ও সেই বালকদিগের

পিতৃবর্গকে প্রদর্শন পূর্বক অযোধ্যা হইতে গমন  
করিলেন ॥ ১৭ ॥

অযোধ্যাবাসিনঃ সর্ব্বে বালকান্ পুনরাগতান্।

দুষ্টা বিসিস্মরে রাজন্ রাজা চাপ্যম্বতপ্যত ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—( হে ) রাজন্! সর্ব্ব অযোধ্যা-  
বাসিনঃ বালকান্ ( মৃতবালকান্ ) পুনঃ আগতান্  
দুষ্টা বিসিস্মরে ( বিস্মিতা বভূবুঃ ) রাজা চ ( সগরঃ  
অপি ) অম্বতপ্যত ( পুত্রার্থম্ অনুতাপযুক্তঃ বভূব )  
॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অযোধ্যাবাসী সকলেই  
মৃত বালকগণের পুনরাগমন দর্শন করিয়া অতীব  
আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সগরও পুত্রের নিমিত্ত  
অনুতাপ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

অংশুমাংশ্চাদিতো রাজা তুরগান্বেষণে যযৌ।

পিতৃব্যখাতানুপথং ভ্রম্যন্তি দদুশে হয়ম্ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—( ততঃ ) অংশুমান্ রাজা ( সগরেণ )  
তুরগান্বেষণে ( অশ্বসন্ধানে ) চোদিতঃ ( প্রেরিতঃ সন্ )  
পিতৃব্য খাতানুপথং ( পিতৃব্যকৃতং খাতম্ অনু অনু-  
গতঃ যঃ পশ্চাৎ তং ) যযৌ ( গতবান্ ততঃ ) ভ্রম্যন্তি  
( ভ্রমসমীপে ) হয়ম্ ( অশ্বং ) দদুশে ( দুষ্টবান্ )  
॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সগর-পৌত্র অংশুমানকে অশ্ব  
অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। অংশুমানের পিতৃব্যবর্গ  
যে পথে গমন করিয়া পৃথিবীখাত করিয়াছিলেন,  
অংশুমান সেই পন্থার অনুগমন করিয়া ভ্রমসমীপে  
অশ্বকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অসমঙ্গস্যপুত্রোহংশুমান্ পিতৃব্যখাতং  
অনু যঃ পন্থাস্তং অতি অতিক্রমে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অংশুমান্’—অসমঙ্গস্যের  
পুত্র অংশুমান ( রাজা সগরকর্তৃক অশ্বের অনুসন্ধানে  
প্রেরিত হইয়া ) পিতৃব্যগণের খাতের পথে গমন-  
পূর্বক ভ্রমরাশির সমীপে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে দেখিতে  
পাইলেন ॥ ১৯ ॥

তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষ্য কপিলাখ্যমধোক্ষজম্ ।

অস্তৌৎ সমাহিতমনাঃ প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতো মহান্ ॥২০॥

অনুব্যঃ—মহান্ (সচ্চরিতঃ সঃ অংশুমান্) তত্র (রসাতলে অশ্বসমীপে) আসীনম্ (উপবিষ্টং) কপিলাখ্যঃ (কপিলনামকং) মুনিং (মুনিরূপম্) অধোক্ষজং (বিষ্ণুং) বীক্ষ্য (দৃষ্টা) প্রণতঃ (কৃত-প্রণামঃ) সমাহিতমনাঃ (সমাহিত চিত্তঃ) প্রাজ্ঞলিঃ (কৃতাজ্ঞলিঃ সন্) অস্তৌৎ (স্তবং কৃতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা অংশুমান্ তথায় অশ্বসমীপে উপবিষ্ট কপিলসংজ্ঞক মুনিকে অধোক্ষজ (অতী-দ্রিয়) বিষ্ণুরূপে দর্শনপূর্বক প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে স্থিরচিত্তে মূনির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

অংশুমানুবাচ—

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোহজনা

ন বুদ্ধ্যতেহদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ ।

কুতোহপরে তস্য মনঃশরীরধী-

বিসর্গসৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ ২১ ॥

অনুব্যঃ—অংশুমান্ উবাচ,—(হে ভগবন্!) অজনঃ (অজঃ ব্রহ্মাপি) অদ্যাপি (ইদানীমপি) সমাধিযুক্তিভিঃ (সমাধিনা যুক্তিভিঃ) আত্মনঃ (স্বত্মাৎ) পরং (পরমেশ্বরং) ত্বাং ন পশ্যতি, ন বুদ্ধ্যতে (চ সমাধিনা অপি অপরোক্ষং ন পশ্যতি, যুক্তিভিঃ পরোক্ষমপি সমাঙ ন বুদ্ধ্যতে ইত্যর্থঃ অতঃ) তস্য (ব্রহ্মণঃ) মনঃশরীরধীবিসর্গসৃষ্টাঃ (মনশ্চ শরীরঞ্চ ধীশ্চ সত্ত্ব-তমোরজঃকার্য্যাণি তাভিবিবিধা য়ে দেবতীর্থাণ্ডনারাণাং সর্গাঃ তেষু সৃষ্টাঃ তত্রাপি) অপ্রকাশাঃ (অজ্ঞাঃ) বয়ং কুতঃ (কথং পশ্যামঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অংশুমান্ বলিলেন,—হে ভগবন্! ব্রহ্মা অদ্যাবধি সমাধি ও যুক্তিদ্বারা জীবতত্ত্বরূপ নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ আপনাকে দর্শন করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হন নাই (অপরোক্ষজ্ঞান সমাধি দ্বারা দর্শন হয় না এবং যুক্তিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানও সম্যক্রূপে হয় না) অন্যের কথা কি? ব্রহ্মার মন, শরীর, বুদ্ধি, সত্ত্বরজস্তমোময় কৰ্ম ও কৰ্ম্মদ্বারা দেব, তীর্থাঙ্ক ও

মনুষ্যাদি সৃষ্টি মধ্যে অজ্ঞ আমরা কি প্রকারে আপনাকে দেখিতে পাইব? ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বদজ্ঞানাদপরাধিনঃ পূর্বে দক্ষা ইতি নাস্তুতমিত্যাহ—নেতি, আত্মনো জীবাৎ পরং ত্বাম্ অজ্ঞানো ব্রহ্মাপি ন পশ্যতি নাপি বুদ্ধ্যতে । অপরে অব্যবহীতানা বয়ং কুতো বুদ্ধ্যামহে, মনরাদিভির্হে বিসর্গাঃ দেবাদিসর্গাস্তেষু সৃষ্টাঃ অপ্রকাশা অজ্ঞাঃ ॥ ২১ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাতে অজ্ঞানবশতঃ অপরাধী সগরপুত্রগণ দক্ষ হইয়াছেন—ইহা আশ্চর্য্য নহে, ইহাই বলিতেছেন—‘ন পশ্যতি’ ইত্যাদি । ‘আত্মনঃ পরং’—জীব হইতে পরতত্ত্ব তোমাকে ‘অজনঃ’—জন্মরহিত ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না, তাহাতে অব্যবহীত আমরা কিরূপে তোমাকে জানিব? ‘বিসর্গসৃষ্টাঃ’—ব্রহ্মার মন, দেহ ও বুদ্ধিদ্বারা সৃষ্ট দেবতা, তীর্থাগাদি, তন্মধ্যে মনুষ্যরূপে সৃষ্ট ‘অপ্রকাশাঃ’—অজ্ঞ আমরা তোমাকে কিরূপে অবগত হইব? ২১ ॥

যে দেহভাজন্ত্রিগুণপ্রধানা

গুণান্ বিপশ্যন্ত্য বা তমশ্চ ।

যন্মায়না মোহিতচেতসস্তাং

বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ ॥ ২২ ॥

অনুব্যঃ—(অপরে ত্বি কিং পশ্যন্তি তদেবাহ—) যে দেহভাজঃ (শরীরিণঃ তে) ত্রিগুণপ্রধানাঃ (ত্রিগুণা বুদ্ধিরেব প্রধানং যেষাং তাদৃশাঃ অতঃ) বহিঃপ্রকাশাঃ (বহিরেব প্রকাশো জ্ঞানং যেষাং তে তাদৃশাঃ অপি চ) যন্মায়না (যস্য তব মায়না) মোহিতচেতসঃ (মুগ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ) স্বসংস্থং (স্বচিন্মন সম্যক্ স্থিতমপি) ত্বাং ন বিদুঃ, (জানন্তি কিন্তু) গুণান্ (এব) বিপশ্যন্তি উত বা (অথবা ন গুণান্ অপি কিন্তু) তমঃ চ (তম এব কেবলং বিপশ্যন্তি, বুদ্ধিপরতন্ত্রতয়া জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ বিষয়ান্ পশ্যন্তি, সুষুপ্তৌ তু তমঃ এব কেবলং ন তু নিৰ্গুণং ত্বামিত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আপনি স্বস্বরূপে সম্যগ্রূপে অবস্থান করিতেছেন ওথাপি দেহদ্বারি জীব আপনার মায়ান্ন মুগ্ধচিত্ত হইয়া আপনাকে দেখিতে পায় না; কেননা

তাহারা বাহ্যজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের বুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রধান, তাহারা কেবল গুণসমূহ অথবা কেবল তমঃ মাত্র দর্শন করে অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয় এবং সুষুপ্তিকাল কেবল তমঃ দর্শন করে, নিঃশব্দ আপনাকে দেখিতে পায় না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—গুণান্ জাগরস্বপ্নয়োবিষয়ান্ পশ্যন্তি সুষুপ্তৌ তম এব কেবলং ন তু নিঃশব্দং ত্বাং, স্বপ্তিম্বেব সম্যক্ তিষ্ঠতীতি স্বসংস্থং বহিঃপ্রকাশা বহির্জানবন্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গুণান্ বিপশ্যন্তি’—দ্বিগুণ-প্রধান দেহধারী জীবগণ জাগরণ ও স্বপ্নকালে বিষয়-সমূহ এবং সুষুপ্তিকালে কেবলমাত্র তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানই অনুভব করে, কিন্তু নিঃশব্দ, ‘স্বসংস্থং’—নিজেতেই সম্যক্ অবস্থিত তোমাকে নহে, কারণ তাহারা ‘বহিঃপ্রকাশঃ’—বাহ্যবিষয়েই জ্ঞান আহরণ করে ॥ ২২ ॥

তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব-

প্রধ্বস্তমায়োগুণভেদমোহৈঃ ।

সনন্দনাদ্যৌমুনিভিঃ বিভাব্যং

কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ভগবন্ ) বিমূঢ়ঃ ( অজ্ঞানঃ ) অহং স্বভাব-প্রধ্বস্তমায়োগুণভেদমোহৈঃ ( স্বতঃ এব প্রধ্বস্তৌ নিরন্তৌ মায়োগুণনিমিত্তৌ ভেদমোহৌ যৈঃ তৈঃ ) সনন্দনাদ্যৌ মুনিভিঃ বিভাব্যং ( বিচিন্ত্যং ) জ্ঞানঘনং ( শুদ্ধজ্ঞানমুক্তিং ) তং ত্বাং কথং ( কেন প্রকারেণ ) পরিভাবয়ামি ( জ্ঞান বিষয়ীভূতং করিষ্যামীত্যর্থঃ ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! যাঁহাদের মায়োগুণ-জনিত ভেদ মোহ স্বতঃই নিরন্ত (দুরীকৃত) হইয়াছে, সেই সনন্দন-প্রমুখ মুনিবৃন্দের চিন্তনীয়, শুদ্ধজ্ঞানময় মুক্তি আপনাকে অজ্ঞ আমি কি প্রকারে চিন্তা করিব ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভাবত এব ন তু সাধনৈঃ প্রধ্বস্তৌ মায়োগুণনিমিত্তৌ ভেদমোহৌ যৈঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্বভাব-প্রধ্বস্ত’ ইত্যাদি, স্বভাবতঃই, কিন্তু সাধনের দ্বারা নহে, বিনষ্ট হই-

য়াছে মায়োগুণ রচিত ভেদজ্ঞান ও মোহ যাঁহাদের, সেই সনন্দনপ্রমুখ মুনিগণের ধ্যেয় জ্ঞানঘনস্বরূপ তোমাকে অজ্ঞ আমি কিরূপে চিন্তা করিব ? ২৩ ॥

প্রশান্তমায়োগুণকর্মলিঙ্গ-

মনামরূপং সদসদ্বিমুক্তম্ ।

জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং

নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—( তস্মাৎ হে ) প্রশান্ত ! মায়োগুণ-কর্মলিঙ্গং ( মায়োগুণাঃ কর্ম্মাণি চ বিশ্বসৃষ্টিাদীনি লিঙ্গানি চ ব্রহ্মাদিরূপাণি যস্য তং ) সদসদ্বিমুক্তং ( সদসত্ত্বাং কার্যাকারণাত্মাং পূণ্যাপাত্মাং বা বিমুক্তম্ অতঃ ) অনামরূপং ( তৎকৃতনামরূপশূন্যং কিন্তু ) জ্ঞানোপদেশায় ( জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানম্ উপদেশট্রম্ ইত্যর্থঃ ) গৃহীতদেহং ( কৃতশরীর-পরিগ্রহং ) পুরাণং ( সনাতনং ) পুরুষং ত্বাং ( কেবলং ) নমামহে ( নমামঃ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রশান্ত ! মায়িক গুণ বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি গুণ, কর্ম, ব্রহ্মাদি গুণময়রূপ আপনারই অথচ আপনি কার্য-কারণ অর্থাৎ গুণ ও গুণ-কর্ম হইতে বিমুক্ত সুতরাং মায়িক গুণযুক্ত নামরূপশূন্য, জ্ঞানোপদেশের নিমিত্ত আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় মুক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন অতএব পুরাণপুরুষ আপনাকে আমরা নমস্কার করিতেছি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশান্তানি মায়াসম্বন্ধীনি গুণকর্মলিঙ্গানি যতন্তম্ । তথৈব অনামরূপং মায়িকনামরূপরহিতম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রশান্ত-মায়োগুণকর্মলিঙ্গং’—প্রশান্ত অর্থাৎ তিরোহিত হইয়াছে মায়িক গুণ, সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম এবং ব্রহ্মাদি বিভিন্ন রূপ যাঁহা হইতে সেই তোমাকে । এইরূপ ‘অনামরূপং’—প্রাকৃত নাম ও রূপ-রহিত তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ২৪ ॥

ত্বমায়ারচিতো লোকে বস্তুবুদ্ধ্যা গৃহাদিষু ।

ভ্রমন্তি কামলোভেষামোহবিদ্রান্তচেতসঃ ॥ ২৫ ॥

**অবয়বঃ**—( স্বভাগ্যং শ্লাঘতে হে ভগবন্ ! )  
কামলোভোৰ্ষামোহ-বিদ্রান্তচেতসঃ ( কামাদিভিঃ বিদ্রান্ত-  
চিত্তাঃ জনাঃ ) ভ্রমায়ারচিত্তে ( তবৈব মায়য়া সৃষ্টে )  
লোকে ( জগতি ) গৃহাদিমু ( গৃহ-দেহ-পুত্র-কলত্রাদিমু )  
বস্তুবুদ্ধ্যা ( যথার্থবস্তুজ্ঞানেন ) ভ্রমন্তি ( বিচরন্তি  
আসক্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ ) ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ**—হে ভগবন্ ! কাম, লোভ, ঈর্ষা ও  
মোহাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত দ্রান্ত হইয়াছে, সেই  
সকল ব্যক্তি আপনার জগতে গৃহদারপুত্রাদিতে বাস্তব  
বুদ্ধিযুক্ত হইয়া দ্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

অদ্য নঃ সৰ্ব্বভূতাত্মান্ কামকর্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।

মোহপাশো দৃঢ়শিমনো ভগবৎস্তব দর্শনাৎ ॥ ২৬ ॥

**অবয়বঃ**—( হে ) সৰ্ব্বভূতাত্মান্ ! ( হে সৰ্ব্ব-  
ভূতাত্মান্তর্যামিন্ ! ) ভগবন্ ! অদ্য তব দর্শনাৎ  
( হেতোঃ ) নঃ ( অস্মাকং মম ইত্যর্থঃ ) কামকর্মে-  
ন্দ্রিয়াশয়ঃ ( কামাদীনাম্ আশয়ঃ আশ্রয়ঃ ) দৃঢ়ঃ  
( অনপনয়ঃ, দুশ্ছেদ্য ইত্যর্থঃ ) মোহপাশঃ ( মোহ-  
বন্ধনং ) ছিন্নঃ ( খণ্ডিতঃ, ভ্রৎপ্রসাদেন কৃতার্থোহ-  
স্মীত্যর্থঃ ) ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ**—হে সৰ্ব্বভূতাত্মান্তর্যামিন্ ! হে ভগবন্,  
অদ্য আপনার দর্শনে আমার কামকর্ম ও ইন্দ্রিয়ের  
আশ্রয়-স্বরূপ দুশ্ছেদ্য মোহরূপ বন্ধন ছিন্ন হইল  
॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কামাদীনামাশয়ঃ আশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘কামকর্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ’—কামা-  
দির আশ্রয় বলিতে আশ্রয়, অর্থাৎ হে ভগবন্ ! অদ্য  
তোমার দর্শনে আমাদের কাম, কর্ম ও ইন্দ্রিয়বর্গের  
আশ্রয়রূপ সুদৃঢ় মোহপাশ ছিন্ন হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইথং গীতানুভাবস্তং ভগবান্ কপিলো মুনিঃ ।

অংশুমন্তমুবাচেদমনুগ্রাহ্য ধিয়্যা নৃপ ॥ ২৭ ॥

**অবয়বঃ**—শ্রীশুকঃ উবাচ,—( হে ) নৃপ ! ইথং  
গীতানুভাবঃ ( অনেক প্রকারেণ কীৰ্ত্তিতমাহাভ্যাসঃ )  
ভগবন্ কপিলঃ মুনিঃ তম্ অংশুমন্তং ধিয়্যা ( জ্ঞানেন )  
অনুগ্রাহ্য ইদম্ উবাচ ( উক্তবান্ ) ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ**—হে রাজন্ ! এই প্রকারে মাহাভ্যাস  
কীৰ্ত্তিত হইলে ভগবান্ কপিল মুনি তাঁহাকে অংশু-  
মান্ জানিয়া অনুগ্রহ পূর্বক এইরূপ বলিতে লাগি-  
লেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অশ্রোহয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব ।

ইমে চ পিতরো দক্ষা গঙ্গাস্তোহহঁন্তি নেতরৎ ॥ ২৮ ॥

**অবয়বঃ**—শ্রীভগবান্ উবাচ,—( হে ) বৎস !  
( হে অংশুমন্ ) তব পিতামহপশুঃ ( পিতামহস্য পশুঃ  
যজ্ঞপশুঃ ) অয়ম্ অশ্রঃ নীয়তাং ( গৃহ্যতাম্ ), ইমে  
দক্ষাঃ পিতরঃ ( তব পিতরঃ পিতৃব্যাঃ ইত্যর্থঃ )  
গঙ্গাস্তঃ ( উদ্ধারার্থং গঙ্গাজলমেব ) অহঁন্তি ( অপেক্ষন্তে ),  
ইতরৎ ( তদ্ ভিন্নং বস্তুত্তরং ) ন ( ন অহঁন্তি গঙ্গা-  
জলমেব তেষামুদ্ধারসমর্থং নেতরদ্ বস্তু ইত্যর্থঃ )  
॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ**—ভগবান্ বলিলেন,—হে অংশুমান্ !  
তোমার পিতামহের যজ্ঞপশু এই অশ্র গ্রহণ কর ।  
তোমার ভ্রমীভূত পিতৃব্যদিগের উদ্ধারার্থ পাদোদকই  
উপযুক্ত, অন্য জল নহে ॥ ২৮ ॥

**বিশ্বনাথ**—নেতরদিতি নান্যথা নিস্তার ইত্যর্থঃ  
॥ ২৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমস্যাপ্টমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুরকৃতা শ্রীভাগবতে

নবমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী

টীকা সমাপ্তা

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘নেতরৎ’—অন্যথা নিস্তার  
নাই, অর্থাৎ তোমার পিতৃব্যগণের উদ্ধারের জন্য  
একমাত্র গঙ্গাজলই উপযুক্ত, অন্য কোন বস্তু কার্য্য-  
সাধক নহে, এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত অষ্টম অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থ-  
দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৮ ॥

তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদ্য হ্রয়মানয়ৎ ॥

সগরশ্চেন পশুনা যজ্ঞশেষং সমাপয়ৎ ॥ ২৯ ॥

অনুব্যঃ—( ততঃ অংশুমান্ ) তং ( কপিলং ) পরিক্রম্য ( প্রদক্ষিণীকৃত্য ) শিরসা ( অবনতশিরসা প্রণামেন ইত্যর্থঃ ) প্রসাদ্য ( প্রসন্নীকৃত্য ) হ্রয়ং ( যজ্ঞাশ্রম্ ) আনয়ৎ ( সগরসমীপম্ আনীতবান্ ততঃ ) সগরঃ তেন পশুনা যজ্ঞশেষম্ ( অবশিষ্টযজ্ঞং ) সমাপয়ৎ ( নিষ্পাদয়ামাস ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অংশুমান্ কপিলকেও অবনত মস্তকে প্রণামপূর্বক তদীয় সন্তোষ উৎপাদন করিয়া যজ্ঞীয় অশ্র আনয়ন করিলেন। তাহার পর সগর সেই পশু দ্বারা অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥

রাজ্যমংশুমতে ন্যাস্য নিষ্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ ।

ঔর্বেপাদিষ্টমার্গেণ লেভে গতিমনুত্তমাম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
সগরোপাখ্যানমষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অনুব্যঃ—( ততঃ সগরঃ ) অংশুমতে রাজ্যং ন্যাস্য ( অর্পয়িত্বা ) নিঃস্পৃহঃ ( বিষয়বাসনাশূন্যঃ )



মুক্তবন্ধনঃ ( সন্ ) ঔর্বেপাদিষ্টমার্গেণ ( ঔর্বেণ উপদিষ্টেণ উপায়েন ) অনুত্তমাং ( পরমাং ) গতিং লেভে ( প্রাপ্তং ) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধেষ্টিমোহধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—অনন্তর সগর অংশুমানকে রাজ্যসম্পর্গ পূর্বক বিষয়-বাসনাশূন্য ও মোহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ঔর্বমুনির উপদিষ্টপন্থায় পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধ্য—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিত্তে  
শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যোহষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের  
তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের  
বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের অষ্টমোহধ্যায়ের  
গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।

## নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অংশুমাংশ্চ তপস্তপে গঙ্গানয়নকাময়ো ।

কালং মহান্তং নাশক্লান্ততঃ কালেন সংস্থিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে খট্টাবধি অংশুমানের বংশ ও ভগীরথের ভূতলে গঙ্গানয়ন রূপান্তর কথিত হইয়াছে ।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ । তিনিও গঙ্গানয়নে অসমর্থ হইয়া যথাকালে দেহত্যাগ করেন । পরে তৎপুত্র ভগীরথ গঙ্গানয়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া

সুমহৎ তপস্যা করিলেন, তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবী তাঁহাকে দর্শন প্রদান পূর্বক বর দিতে চাহিলে ভগীরথ পিতৃব্যগণের উদ্ধার প্রার্থনা জানাইলেন । গঙ্গাদেবী আকাশ হইতে ভূতলে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন বটে কিন্তু কহিলেন,—কোন সমর্থ পুরুষকে তাঁহার বেগ ধারণ করিতে হইবে নতুবা তিনি রসাতলে যাইয়া পড়িবেন, আর পৃথিবীতে পাপীগণ আসিয়া তাঁহাতে যে পাপক্ষালন করিবে, তিনি সেই পাপ কোথায় প্রক্ষালন করিবেন, তাহারও একটী উপায় চিন্তনীয় । ভগীরথ কহিলেন,—শ্রীভগবান্ রুদ্রই তাঁহার বেগধারণে সমর্থ হইবেন, শুদ্ধ

ভক্তগণের হৃদয় সর্ব-পাপনাশন শ্রীহরির বিহারস্থল, সুতরাং তাদৃশ ভক্তগণের অঙ্গসংস্পর্শে তাঁহার সমুদয় পাপ স্থলিত হইবে। ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে এইরূপ বলিয়া তপস্যা-দ্বারা রুদ্রের সন্তোষ বিধান করিলে আশুতোষ তুষ্ট হইয়া গঙ্গার বেগ ধারণ করিলেন। ভগীরথ ভ্রমীভূত পিতৃব্যগণের স্থানে গঙ্গাদেবীকে লইয়া গেলেন। গঙ্গোদক স্পর্শমাত্র সগরসন্তানগণ বিধৌতকল্মষ হইয়া স্বর্গগমন করিলেন। এই ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র নাভ, তাঁহা হইতে সিদ্ধদ্বীপ, সিদ্ধদ্বীপের পুত্র অযুতায়, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ, ইনি নলের সখা, নলকে দ্যুতবিদ্যারহস্য দিয়া তাঁহার নিষ্ঠ হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম, সর্বকাম হইতে সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস—ইহার পত্নী মদয়ন্তী, ইনি কখনও কখনও মিত্রসহ, কখনও বা কল্মাশপাদ নামে অভিহিত হন। নিজ কল্মদোষে বশিষ্ঠশাপে ইনি রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়া এক সময় সস্ত্রীক বনে বিচরণ করিতে করিতে রতিক্রীড়ারত কোন বনবাসী ব্রাহ্মণকে তাঁহার সাক্ষী পত্নীর অনেক অনুনয় বিনয়সত্ত্বেও ভক্ষণ করেন। বিপ্রপত্নী পতির সহগমন সময়ে নরপতি সৌদাসকে মিথুন হইতে তাঁহার মৃত্যু হইবে—এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে সৌদাস বশিষ্ঠ-শাপ মুক্ত হইলেও বিপ্রপত্নীর শাপে নিঃসন্তান রহিলেন। পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে মহর্ষি বশিষ্ঠ তৎপত্নী মদয়ন্তীর গর্ভাধান করেন। মদয়ন্তী বহুকাল গর্ভধারণ করিয়াও প্রসূত হন না দেখিয়া বশিষ্ঠ অশ্মদ্বারা তাঁহার গর্ভ আহত করিতে একটি পুত্র প্রসূত হইল। ঐ পুত্রের নাম হইল অশ্মক। অশ্মক হইতে বালিকরাজার উৎপত্তি। ইনি স্ত্রীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া পরশুরামের কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন বলিয়া ‘নারীকবচ’ নামে অভিহিত হন। পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে ইনিই ক্ষত্রবংশের মূল হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নামান্তর ‘মূলক’, বালিক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি, ঐড়বিড়ি হইতে বিশ্বসহ ইহার পুত্র মহারাজ চক্রবর্তী খট্টাঙ্গ। ইনি দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের পক্ষ হইয়া অসুর বিজয় করায় দেবগণ ইহাকে বর দিতে চাহিলে ইনি তাঁহাদের নিকট পরমায়ুকাল জানিতে

চাহেন। তাহাতে দেবগণের নিকট মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ুকাল জানিতে পারিয়া দেবগণ-প্রদত্ত বিমানযোগে শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং জাগতিক সমুদয় অনিত্য বিষয়ের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়া একমাত্র শ্রীহরির ভজনেই চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন।

**অবয়বঃ**—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(যথা সগরঃ পৌত্রায় রাজ্যং দত্ত্বা তপস্তপে তথা ) অংশুমান্ চ (অংশুমান্ অপি স্বপুত্রায় রাজ্যং দত্ত্বা) গঙ্গানয়নকাম্যায় (স্বপিতৃব্য-গণোদ্ধারায় গঙ্গানয়নবাসনয়া ) মহান্তং (দীর্ঘং) কালং (ব্যাপ্য) তপঃ তপে (তপস্যাং চকার পরন্তু গঙ্গাম্ আনেতুং) ন অশক্লোৎ (ন সমর্থো বভূব) ততঃ (অতঃপরং) কালেন (কালবশাৎ) সংস্থিতঃ (মৃতঃ অভূৎ) ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সগর যেরূপ নিজ পৌত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অংশুমানও সেইরূপ নিজ পুত্রের প্রতি রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া গঙ্গা-আনয়ন বাসনায় দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গা আনয়নে সমর্থ হন নাই পরে কালক্রমে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ ১ ॥

**বিশ্বনাথ—**

ভগীরথোহনয়দগঙ্গাং সৌদাসো রাক্ষসোহভবৎ।

হরিং মুহূর্ত্তাৎ খট্টাঙ্গঃ প্রাপতি নবমে কথা ॥

যথা সগরঃ পৌত্রে রাজ্যং ন্যস্য তপস্তপে, তথৈবাংশুমাংশ্চ দিলীপে স্বপুত্রে রাজ্যং ন্যস্য তপস্তপে ইত্যর্থ চকারঃ ॥ ১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—এই নবম অধ্যায়ে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, সৌদাসের রাক্ষসভাবপ্রাপ্তি এবং খট্টাঙ্গ মহারাজের মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শ্রীহরির ধ্যানে তৎপ্রাপ্তি—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

‘অংশুমান্ চ’—যেরূপ মহারাজ সগর পৌত্রে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অংশুমানও নিজপুত্র দিলীপের উপর রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহা বুঝাইবার জন্য এখানে ‘চ’-কার প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১ ॥

দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশন্তঃ কালমেঘিবান্ ।

ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ ॥ ২ ॥

অবয়ঃ—তৎসুতঃ ( অংশুমতঃ পুত্রঃ ) দিলীপঃ ( অপি ) তদ্বৎ ( তথা ) অশন্তঃ ( গঙ্গামানেতুং তপঃ কৃত্বাপি অসমর্থঃ সন্ ) কালং ( মৃত্যুম্ ) এঘিবান্ ( প্রাপ্তঃ ) তস্য ( দিলীপস্য ) সুতঃ সঃ ( প্রসিদ্ধনামা ) ভগীরথঃ ( তদর্থং ) সুমহৎ তপঃ তেপে ( কৃতবান্ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অংশুমানের পুত্র দিলীপ । তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গা আনয়নে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, অনন্তর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ সুমহতী তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যথাংশুমান্ তদ্বৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদ্বৎ’—যেরূপ অংশুমান্ গঙ্গার আনয়নে অসমর্থ হইয়া কালগ্রস্ত হন, তদ্রূপ তৎপুত্র দিলীপও কৃতকার্য্য না হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন । অনন্তর দিলীপ-পুত্র ভগীরথ গঙ্গার আনয়নের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

দর্শয়ামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাঙ্গি তে ।

ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপঃ ॥ ৩ ॥

অবয়ঃ—( ততঃ ) দেবী ( গঙ্গাদেবী ) তং ( ভগীরথং প্রতি আত্মানং ) দর্শয়ামাস । ( তৎ সমীপে আবির্ভব ইত্যর্থঃ, অহং ) তে ( ত্বাং প্রতি ) প্রসন্না ( সন্তুষ্টা অতঃ ) বরদা ( বরদায়িনী ) অঙ্গি ( ভবামি ) ইতি ( এবং রূপং গঙ্গয়া ) উক্তঃ ( কথিতঃ ), নৃপঃ ( ভগীরথঃ ) অবনতঃ ( প্রণতঃ সন্ ) স্বম্ অভিপ্রায়ং ( পূর্বজোদ্ধরণরূপম্ অভিপ্রায়ং ) শশংস ( কথয়ামাস ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর গঙ্গাদেবী ভগীরথ-সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া বর প্রদান করিবার জন্য আগমন করিলাম । গঙ্গাদেবী এইরূপ বলিলে রাজা ভগীরথ প্রণত হইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেবী গঙ্গা, স্বমভিপ্রায়ং পূর্বজোদ্ধরণম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবী’—গঙ্গাদেবী প্রসন্না

হইয়া ভগীরথকে দর্শনদান করিলেন । ‘স্বমভিপ্রায়ং’—নিজ অভিপ্রায়, অর্থাৎ ভগীরথ পিতৃব্যগণের উদ্ধাররূপ নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন ॥ ৩ ॥

কোহপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে ।

অন্যথা ভূতলং ভিত্তা নৃপ যাস্যে রসাতলম্ ॥৪॥

অবয়ঃ—( গঙ্গা আহ,—গগনাৎ ) মহীতলে পতন্ত্যাঃ ( পতনশীলান্নাঃ ) মে (মম) বেগং (প্রবাহং) কঃ অপি ( কশিৎ সমর্থোজনঃ ) ধারয়িতা ( ধার-য়িষ্যতি হে ) নৃপ ! অন্যথা ( বেগস্য ধারণং বিনা অহং ) ভূতলং ভিত্তা রসাতলং ( পাতালং ) যাস্যে ( যাস্যামি ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(গঙ্গাদেবী বলিলেন,—) আমি আকাশ হইতে পৃথীতলে পতিত হইবার কালে কোন সমর্থবান্ বাক্তি আমার বেগ ধারণ করিবেন নতুবা আমি পৃথীতল ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিব ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কোহপীতি গঙ্গোক্তিঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কোহপি’—কে আমার বেগ ধারণ করিবেন ? —ইহা গঙ্গাদেবীর উক্তি ॥ ৪ ॥

কিঞ্চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময়্যামৃজন্ত্যঘম্ ।

মৃজামি তদঘং কাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥৫॥

অবয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! কিঞ্চ ( অপি চ ) অহং ভুবং ( ভূতলং ) ন যাস্যে ( ন গন্তুম্ ইচ্ছামী-ত্যর্থঃ যতঃ ) নরাঃ ( মানবাঃ ) ময়ি অঘং ( পাপম্ ) আমৃজন্তি ( ক্ষালয়িষ্যন্তি ) অহং তৎ অঘং ( পাপং ) কু ( কুত্র ) মৃজামি ( ক্ষালয়িষ্যামি ) তত্র ( তচ্চিন্ম-বিষয়ে উপায়ঃ ) বিচিন্ত্যতাং ( নির্ণয়িতাম্ ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আমি কিন্তু পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না, কেননা মনুষ্যসকল আমাতে পাপ-প্রক্ষালন করিবে সেই পাপ আমি কোথায় প্রক্ষালন করিব তাহার উপায় বিশেষরূপে চিন্তা করুন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—আমৃজন্তি ক্ষালয়িষ্যন্তি তত্রোপায়ং বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আমৃজন্তি’—আমি পৃথিবীতে গমন করিলে সকল লোক আমার জলে নিজ পাপ ক্ষালন করিবে, কিন্তু আমি সেই পাপ কোথায় ধৌত করিব, ইহার উপায় চিন্তা কর ॥ ৫ ॥

শ্রীভগীরথ উবাচ—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ ।

হরন্ত্যমং তেহঙ্গসঙ্গাৎ তেত্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগীরথঃ উবাচ,—( হে দেবি ! ) ন্যাসিনঃ শান্তাঃ ( শুদ্ধান্তঃকরণাঃ ) ব্রহ্মিষ্ঠাঃ ( বেদ-বিচারদক্ষাঃ ) লোকপাবনাঃ ( জগৎপবিত্রকারিনঃ ) সাধবঃ ( শাস্ত্রীয়াচারনিরতাঃ ) অঙ্গসঙ্গাৎ ( স্নানাৎ ) তে ( তব ) অঘং ( পাপং ) হরন্তি, ( দূরীকরিত্যন্তি যতঃ ) তেষু ( সাধুসু ) অঘভিৎ ( অঘং পাপং ভিনন্তি নাশয়তি ইতি অঘভিৎ পাপনাশনঃ ) হরিঃ ( শ্রীবিষ্ণুঃ ) আস্তে হি ( সততং প্রত্যক্ষতয়া বিরাজতে ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগীরথ কহিলেন,—হে দেবি ! কর্মফলে অনাসক্ত ভোগবাসনা-রহিত বিশুদ্ধচিত্ত বেদবিচারে সুনিপুণ জগৎপবিত্রকারী সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সদা বিরাজমান ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্গসঙ্গাৎ স্নানাৎ, হরন্তি হরিত্যন্তি, তেষাং তদঘং কো হরিত্যন্তি চেৎ হরিরেব অঘ-ভিৎ। তেন হরিং বিনা তীর্থতপঃপ্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ পাপং বস্তুতো ন নশ্যতীত্যজামিলোপাখ্যানোক্তঃ সিদ্ধান্তো দৃঢ়ীকৃতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অঙ্গসঙ্গাৎ’—সাধুগণ আপ-নার জলে স্নান করিবার সময় গাঙ্গসঙ্গদ্বারা আপনার পাপ হরণ করিবেন। যদি বলেন—তাঁহাদের সেই পাপ কে হরণ করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—শ্রীহরিই তাঁহাদের পাপ হরণ করিবেন, যেহেতু তিনি ‘অঘভিৎ’—সর্বপাপনাশক। ইহার দ্বারা শ্রীহরি ব্যতীত কোন তীর্থ, তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা বস্তুতঃ পাপ বিনষ্ট হয় না—এই অজামিল উপাখ্যা-নোক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইল ॥ ৬ ॥

ধারয়িত্যন্তি তে বেগং রুদ্রস্তাত্মা শরীরিণাম্ ।

যস্মিন্ন্মোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুমু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শরীরিণাং ( দেহিণাম্ ) আত্মা ( আত্ম-স্বরূপাঃ ) রুদ্রঃ ( শঙ্করঃ ) তু তে ( তব ) বেগং ধার-য়িত্যন্তি, যস্মিন্ ( ভগবতি ) ইদং বিশ্বং তন্তুমু ( তন্তু-সমূহে ) শাটী ইব ( বস্ত্রম্ ইব ) ওতম্ ( উদ্ধৃত্তমু বস্ত্রমিব গ্রথিতং ) প্রোতং ( তির্য্যাক্তন্তুমু বস্ত্রমিব গ্রথিতঞ্চ বর্ততে ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শাটী যেমন সূত্র মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে সেইরূপ এই বিশ্ব যাহাতে ওতপ্রোত-ভাবে বর্তমান রহিয়াছে সেই শরীরীদিগের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন শ্রীরুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্র ইত্যধুনাপি ত্বং যস্য শিরসি তিষ্ঠস্যেবেতি ভাবঃ। যস্মিন্নিদং বিশ্বমোতং গ্রথিতম্ উদ্ধৃত্তমু শাটীবৎ প্রোতঞ্চ তির্য্যাক্তন্তুমু শাটীবেতি তস্যোশ্বরত্বং দশিতম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রুদ্রঃ’—শ্রীরুদ্রই আপনার বেগ ধারণ করিবেন, এখনও আপনি যাঁহার মস্তকে অবস্থান করিতেছেন, এই ভাব। যাঁহার মধ্যে এই বিশ্ব ওত-প্রোতভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, যেমন উদ্ধৃত্ত ও তির্য্যাক্ত সূত্রসমূহের মধ্যে বস্ত্র ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে; ইহার দ্বারা শ্রীরুদ্রদেবের ঈশ্বরত্ব দেখান হইল ॥ ৭ ॥

ইতুজ্জা স নৃপো দেবং তপসাতোষয়চ্ছিবম্ ।

কালেনাঙ্লীয়াস রাজংস্তস্যোশচান্নতুষ্যত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সঃ নৃপঃ ( ভগীরথঃ ) ইতি উজ্জা তপসা দেবং শিবম্ অতোষয়ৎ। ( সম্ভৃষ্টীকৃতবান্ হে ) রাজন্ ! ( হে পরীক্ষিতঃ ) ঈশঃ চ ( শিবো-হপি ) অঙ্লীয়াস কালেন আশু ( সত্ত্বরং ) তস্য ( তং প্রতি ) অতুষ্যত ( তুষ্টো বভূব ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভগীরথ এই কথা বলিয়া তপস্যা দ্বারা শ্রীরুদ্রদেবকে সম্ভৃষ্ট করিলেন। হে পরীক্ষিত শ্রীরুদ্রদেবও ভগীরথের প্রতি অতি শীঘ্রই সম্ভৃষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥



তথেতি রাজ্যভিহিতং সৰ্বলোকহিতঃ শিবঃ ।

দধারাবোহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—( ততঃ ) সৰ্বলোকহিতঃ ( সৰ্বলোক-  
কল্যাণকরঃ ( শিবঃ ) রাজ্য ( ভগীরথেন ) অভি-  
হিতং গঙ্গাবেগধারণপ্রার্থনাবাক্যং ) তথা ( তথাস্ত )  
ইতি স্বীকৃত্য ) অবহিতঃ ( একাগ্রচিত্তঃ সন্ ) হরেঃ  
পাদপূতজলাং ( পাদস্পর্শেন পবিত্রজলবিশিষ্টাং ) গঙ্গাং  
দধার ( শিরসা ধৃতবান্ ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ ভগীরথ শিবসন্নিধানে গঙ্গার  
বেগ ধারণার্থ প্রার্থনা করিলে শিবও “তথাস্ত” বলিয়া  
স্বীকৃত হইলেন এবং ভগবৎপাদপদ্যস্পর্শে পবিত্রীভূতা  
জলময়ী গঙ্গাদেবীকে একাগ্রচিত্তে মস্তকে ধারণ  
করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তথেতি যত্র যত্র গঙ্গা যাস্যতি তন্ত-  
লেহহমেবেতি মচ্ছিরসেব সা সূত্রেণ যাত্তিতার্থঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তথেতি’—ভগীরথের তপ-  
স্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—‘তাহাই  
হউক’, অর্থাৎ যেখানে যেখানে গঙ্গাদেবী গমন করি-  
বেন, তাঁহার তলদেশে আমিই থাকিব, আমারই  
মস্তকে অবস্থান করিয়া তিনি অনায়াসে গমন করুন,  
এই অর্থ । ( এই বলিয়া শ্রীহরির পাদস্পর্শহেতু  
পবিত্রসলিলা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া-  
ছিলেন । ) ॥ ৯ ॥

ভগীরথঃ স রাজমিনিন্যে ভুবনপাবনীম্ ।

যত্র স্বপিতৃণাং দেহা ভস্মীভূতাঃ স্ম শেরতে ॥১০॥

অম্বয়ঃ—সঃ রাজমিঃ ভগীরথঃ যত্র ( যস্মিন্  
স্থানে ) ভস্মীভূতাঃ স্বপিতৃণাং ( পূর্বপুরুষাণাং )  
দেহাঃ ( শরীরানি ) শেরতে স্ম, ( শয়নাঃ স্থিতাঃ  
ইত্যর্থঃ তত্র ) ভুবনপাবনীং ( লোকপবিত্রতাজননীং  
গঙ্গাং ) নিন্যে ( নীতবান্ ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাজমি ভগীরথ ভুবনপাবনী গঙ্গাকে  
যে স্থানে স্বীয় পুরুষদিগের দেহ ভস্মীভূত হইয়া  
পড়িয়াছিল তথায় লইয়া গেলেন ॥ ১০ ॥

রথেন বায়ুবেগেন প্রায়ন্তমনুধাবতী ।

দেশান্ পুনস্তী নির্দক্ষানাসিঞ্চৎ সগরাঅজান্ ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—( সা গঙ্গাদেবী ) বায়ুবেগেন ( শীঘ্র-  
গামিনা ) রথেন প্রায়ন্তম্ ( অগ্রে গচ্ছন্তং ভগীরথম্ )  
অনুধাবতী ( অনুগতা ) দেশান্ পুনস্তী ( পবিত্রীকুর্ষতী  
সতী ) নির্দক্ষান্ ( ভস্মীভূতান্ ) সগরাঅজান্ ( সগ-  
রস্য পুত্রান্ ) আসিঞ্চৎ ( অভিষিক্তবতী ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্বক ভগী-  
রথ অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, গঙ্গাদেবী তৎ-  
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সমগ্র দেশ পবিত্র করিতে  
করিতে ভগীরথের পূর্বপুরুষ ভস্মীভূত সগরাঅজ-  
গণকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১১ ॥

যজ্ঞলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি ।

সগরাঅজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ॥১২॥

অম্বয়ঃ—( প্রসঙ্গাদ্ গঙ্গামাহাত্ম্যমাহ,—) সগরা-  
অজাঃ ব্রহ্মদণ্ডহতাঃ ( ব্রহ্মণি স্বকৃতেন দণ্ডেন হতাঃ )  
অপি কেবলং দেহভস্মভিঃ ( এব ) যজ্ঞলস্পর্শমাত্রেণ  
( যস্যঃ জলস্পর্শমাত্রেণ ) দিবং ( স্বর্গং ) জগ্মুঃ  
( গতাঃ তাং শ্রদ্ধয়া সেবত ইতি শেষঃ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মহদপরাধে বর্জমান নিজশরীরগত  
অগ্নিদ্বারাই ভস্মীভূত সগরপুত্রগণ কেবল দেহভস্মের  
দ্বারা যে গঙ্গার জল স্পর্শ মাত্রে স্বর্গে গমন করিয়া-  
ছিলেন, সেই গঙ্গাকে শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করিলে কি  
হয় তাহা বলা যায় না ॥ ১২ ॥

ভস্মীভূতাসঙ্গেন স্বর্ঘাতাং সগরাঅজাঃ ।

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবী সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ॥১৩॥

অম্বয়ঃ—সগরাঅজাঃ ভস্মীভূতাসঙ্গেন (ভস্মী-  
ভূতেন অঙ্গেন যঃ সঙ্গঃ তেন এব ) স্বঃ ( স্বর্গং )  
যাতাঃ ( গতাঃ বভূবুঃ ) যে ( জনাঃ ) ধৃতব্রতাঃ  
( গৃহীতনিয়মাঃ সন্তাঃ ) শ্রদ্ধয়া ( ভক্ত্যা ) দেবীং  
সেবন্তে ( তেষাং ) কিং পুনঃ ( তেষাং স্বর্গগমনন্ত  
সুতরামেব ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ভস্মীভূত অঙ্গের দ্বারা যে গঙ্গার সেবা  
করিয়া সগরপুত্রগণ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, যে  
সকল ব্যক্তি ব্রতধারণপূর্বক শ্রদ্ধাসহকারে সেই

দেবীকে সেবা করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ১৩ ॥

দুস্ত্যজ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক সদ্যই তাঁহার ঐকান্তিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ) ॥ ১৫ ॥

নহ্যোতৎ পরমাশ্চর্য্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্ ।

অনন্তচরণাভোজপ্রসূতায়্য ভবচ্ছিদঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তচরণাভোজপ্রসূতায়্যঃ ( ভগবৎ-পাদপদ্ম বিনির্গতায়্যঃ অতএব ) ভবচ্ছিদঃ ( সংসার-নাশিন্যাঃ ) স্বর্ধুন্যাঃ ( গঙ্গায়্যঃ ) যৎ ( মাহাত্ম্যম্ ) ইহ উদিতং ( কথিতং ) এতৎ হি পরমাশ্চর্য্যং ( বিচিহ্নং ) ন ( ন ভবতি ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—গঙ্গাদেবী ভগবান্ অনন্তদেবের পাদ-পদ্ম হইতে বিনির্গতা হইয়াছেন, সূতরাং সংসার-নাশিনী তদীয় মাহাত্ম্য যাহা কীৰ্ত্তিত হইল ইহা বিচিহ্ন নহে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইহ যদুদিতং সগরাভ্যাজোদ্ধরণং পরম-ত্যাশ্চর্য্যং ন ভবতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইহ যদুদিতং’—শ্রীহরির পাদপদ্মপ্রসূতা, সংসারনাশিনী গঙ্গাদেবীর সগরপুত্র-গণের উদ্ধরণরূপ যে মাহাত্ম্য এখানে বর্ণিত হইল, তাহা বস্তুতঃ পরমাশ্চর্য্যজনক নহে ॥ ১৪ ॥

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োহমলাঃ ।

ত্রৈলোক্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যো যাতাস্তদাভ্যতাম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—( অনন্তস্য বিশেষণমাহ— ) অমলাঃ ( বিমল-চিত্তাঃ ) মুনয়ঃ যস্মিন্ ( অনন্তে ) শ্রদ্ধয়াঃ মনঃ সন্নিবেশ্য ( চিত্তং সমর্প্য ) দুস্ত্যজং ( দুষ্পরিহার্য্যং ) ত্রৈলোক্যং ( দেহসম্বন্ধং ) হিত্বা ( সন্ত্যজ্য ) সদ্যঃ তদাভ্য-তাং ( তসৈকান্তিকত্বং ) যাতাঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—( অনন্তমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইতেছে ) ভোগচিত্তাশূন্য বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ অনন্তদেবে চিত্ত-সন্নিবেশ্ত করিয়া দুস্ত্যজ ত্রৈলোক্যক দেহসম্বন্ধ পরি-ত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ অনন্তদেবের তাদাত্ম্য অর্থাৎ ভগবৎ সাধর্ম্ম্য লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্নন্তে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যস্মিন্’—এই অনন্ত শ্রীহরিতে ( চিত্ত সন্নিবেশ্ত করিয়া গুহ্যচরিত মুনিগণ

শ্রুতো ভগীরথাজ্জ্ঞে তস্য নাভোহপরোহভবৎ ।

সিদ্ধদ্বীপস্ততস্তস্মাদযুতায়ুস্ততোহভবৎ ॥ ১৬ ॥

ঋতুপর্ণো নলসখো যোহশ্ববিদ্যাময়ান্নলাৎ ।

দত্তাক্ষহৃদয়ঞ্চাস্মৈ সর্বকামস্ত তৎসুতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগীরথঃ শ্রুতঃ ( তন্মামকঃ পুত্রঃ ) জ্ঞে, ( জাতঃ ) তস্য ( শ্রুতস্য সূতঃ ) অপরঃ ( অন্যঃ পূর্বোক্তঃ নাভঃ বিনা অন্যঃ ) নাভঃ অভবৎ ( জাতঃ ), ততঃ ( নাভাৎ ) সিদ্ধদ্বীপঃ ( অভবৎ ), তস্মাৎ ( সিদ্ধ-দ্বীপাৎ ) অযুতায়ুঃ ( অভবৎ ), ততঃ ( অযুতায়ুসঃ ) নলসখঃ ( নলরাজস্য সখা ) ঋতুপর্ণঃ অভবৎ, যঃ ( ঋতুপর্ণঃ ) অস্মৈ ( নলায় ) অক্ষহৃদয়ং ( দ্যুত-বিদ্যারহস্যং ) দত্তা ( শিষ্কয়িত্বা ) চ নলাৎ অশ্ববিদ্যাম্ ( অশ্বপরিচালন-রক্ষণাদিবিদ্যাম্ ) অন্নাৎ ( প্রাপ্তঃ বভূব ), সর্বকামঃ তু তৎসুতঃ ( তস্য ঋতুপর্ণস্য সূতঃ জাতঃ ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—ভগীরথ হইতে শ্রুত উৎপন্ন হন । শ্রুতের পুত্র নাভ, এই নাভ পূর্বোক্ত নাভ হইতে ভিন্ন । তদনন্তর নাভ হইতে সিদ্ধদ্বীপ এবং সিদ্ধদ্বীপ হইতে অযুতায়ু, অযুতায়ু হইতে নলরাজার সুহৃদ ঋতুপর্ণ জন্মগ্রহণ করেন । এই ঋতুপর্ণ নলরাজকে শিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার ( নলরাজার ) নিকট হইতে অশ্বপরিচালনাদি বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্নাৎ যা প্রাপণে প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ । অক্ষহৃদয়ং দ্যুতবিদ্যারহস্যং, অস্মৈ নলায় ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্নাৎ’—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ‘যা’ ধাতু প্রাপ্তি অর্থে । ‘অক্ষহৃদয়ং’—দ্যুতবিদ্যার রহস্য, ‘অস্মৈ’—নলকে, ( অর্থাৎ ঋতুপর্ণ নল-রাজকে অক্ষক্লীড়ার রহস্য শিক্ষাদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা লাভ করেন । ) ॥ ১৬-১৭ ॥

ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো মদয়ন্তীপতিনৃপঃ ।

আহমিত্রসহং যৎ বৈ কল্মাষাভিহ্মমূত কৃচিৎ ।

বশিষ্ঠশাপান্নক্ষোভদনপত্যঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( সৰ্বকামাৎ ) সুদাসঃ (অভূৎ),  
তৎপুত্রঃ ( তস্য সুদাসস্য পুত্রঃ সৌদাসঃ ) নৃপঃ মদ-  
য়ন্তীপতিঃ ( মদয়ন্ত্যাঃ পতিঃ আসীৎ জনাঃ ) যং  
( সৌদাসং ) বৈ মিত্রসহং ( তন্মাকং ) আহঃ ( কথ-  
য়ন্তি ), উত কৃচিৎ ( কদাচিৎ ) কল্মাষাভিষ্মং ( তন্মা-  
মকঞ্চ আহঃ ), স্ব কৰ্ম্মণা ( নিজ কৰ্ম্মহেতুনা ) অনপত্যঃ  
( অপুত্রকঃ সঃ ) বশিষ্ঠশাপাৎ রক্ষঃ ( রাক্ষসঃ )  
অভূৎ ( বভূব ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সৰ্বকাম হইতে সুদাস উৎপন্ন হন,  
সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস মদয়ন্তীর স্বামী ছিলেন।  
এই সৌদাসকে লোকে মিত্রসহ এবং কখন বা  
কল্মাষপাদ বলিত। ইনি নিজ কৰ্ম্মদোষে নিৰ্ব্বংশ  
এবং বশিষ্ঠ-শাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

#### শ্রীরাজোবাচ—

কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহান্ননঃ ।

এতদ্বেদিদৃমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীরাজা ( শ্রীপরীক্ষিৎ ) উবাচ,—( হে  
ব্রহ্মন্ ) মহান্ননঃ সৌদাসস্য গুরোঃ ( বশিষ্ঠস্য ) শাপঃ  
কিং নিমিত্তঃ ( কেন হেতুনা জাতঃ ) এতৎ ( তৎ-  
নিমিত্তং ) বেদিদৃম্ ইচ্ছামঃ ( জ্ঞাতুমভিলষামঃ ) যদি  
ন রহঃ ( তৎ ন গোপনীয়ম্ অস্মাকং শ্রবণাযোগ্যং  
ন ভবেৎ তদা ) কথ্যতাং ( ভবতা বর্ণ্যতাম্ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে  
ব্রহ্মন্ ! মহাত্মা সৌদাসের গুরু বশিষ্ঠ তাঁহাকে কি  
জন্য শাপ প্রদান করিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা  
করি। যদি গোপনীয় না হয় তাহা হইলে বর্ণনা  
করুন ॥ ১৯ ॥

#### শ্রীশুক উবাচ —

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্ রক্ষো জঘান হ ।

মুমোচ ভ্রাতরং সৌহৃৎ গতঃ প্রতিচিকীৰ্ষয়া ॥২০॥

সঙ্কিত্তয়ন্নয়ং রাজঃ সূদরূপধরো গৃহে ।

গুরবে ভোক্তুকামায় পত্না নিন্যে নরামিষম্ ॥২১॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(কদাচিৎ) সৌদাসঃ  
মৃগয়াং চরন্ ( কুৰ্বন্ ) কিঞ্চিৎ রক্ষঃ ( কিঞ্চিৎ  
রাক্ষসং ) জঘান হ ( নিহতবান্, তস্য রাক্ষসস্য )

ভ্রাতরং মুমোচ, ( পরিত্যক্তবান্ ন জঘান ইত্যর্থঃ )  
অথ ( অনন্তরং ) সঃ ( রাক্ষসভ্রাতা ) গতঃ ( পলায্য  
গতঃ সন্ ) প্রতিচিকীৰ্ষয়া ( ভ্রাতৃবধপ্রতিকারেচ্ছয়া )  
অম্বম্ ( অনিষ্টং ) চিত্তয়ন্ রাজঃ ( সৌদাসস্য ) গৃহে  
সুদরূপধরঃ ( পাচরূপেন বর্তমানঃ সন্ কদাচিৎ )  
ভোক্তুকামায় ( ভোজনোভিলাষিণে ) গুরবে ( বশিষ্ঠায় )  
নরামিষং ( মনুষ্যমাসং ) পত্না নিন্যে ( প্রদত্তবান্ )  
॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—কোন সময়ে  
সৌদাস মৃগয়া করিতে করিতে কোন এক রাক্ষসকে  
বধ করেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দেন।  
তাহার পর সেই রাক্ষসের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধ-প্রতিকার  
বাসনায় রাজার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া তদগৃহে পাচক-  
রূপে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন ভোজনা-  
ভিলাষী গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমন করিলে ঐ  
পাচকরূপী রাক্ষসভ্রাতা তাঁহাকে নরমাংস রন্ধনপূর্বক  
প্রদান করিয়াছিল ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চিদ্রক্ষঃ কঞ্চিদ্রাক্ষসং জঘান, তস্য  
ভ্রাতরং মুমোচ। স ভ্রাতা রাজো যঃ সূদঃ পাচকস্ত-  
দ্রপধরঃ ॥ ২০-২১ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিঞ্চিৎ রক্ষঃ’—এক সময়ে  
সৌদাস মৃগয়ায় যাইয়া একটি রাক্ষসকে বধ করেন,  
কিন্তু তাহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দেন, তখন সেই  
রাক্ষস ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া,  
‘রাজঃ সুদরূপধরঃ’—রাজার যে সুদ বলিতে পাচক,  
তাহার রূপ ধারণ করিয়া ( অর্থাৎ পাচকরূপে )  
রাজার গৃহে অবস্থান করিতেছিল ॥ ২০-২১ ॥

পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যভক্ষ্যমজসা ।

রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষো হোবং ভবিষ্যসি ॥২২॥

অম্বয়ঃ—ভগবান্ ( ঐশ্বর্যশালী বশিষ্ঠঃ ) অজসা  
( দিব্যদৃষ্ট্যা ) পরিবেক্ষ্যমাণং ( ভোজনার্থং বিভাজ্য  
দীয়মানং তৎ ) অভক্ষ্যং ( নরমাংসত্বেন ভক্ষণানর্হং )  
বিলোক্য ( জাহ্ন্য ) ক্রুদ্ধঃ ( সন্ ) এবং ( নরমাংস-  
ব্যবহারেণ ত্বং ) রক্ষঃ ( রাক্ষসঃ ) ভবিষ্যসি হি  
( নিশ্চিতম্ ইতি ) রাজানং ( সৌদাসম্ ) অশপৎ  
( অভিশপ্তবান্ ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যোগ বিভূতিশালী বশিষ্ঠ দিব্যচক্ষুঃ  
অভক্ষ্যাদ্রব্য পরিবেশিত হইতেছে দেখিতে পাইয়া  
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই নরমাংস ব্যবহার-  
দোষে “তুমি রাক্ষস হও”—এই বলিয়া রাজাকে  
অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অভক্ষ্যং নরমাংসম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অভক্ষ্যং’—নরমাংস ( বশি-  
ষ্ঠদেব দিব্যদৃষ্টিবলে অভক্ষ্য নরমাংস পরিবেশিত  
হইতেছে জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে রাজাকে অভি-  
শাপ দিয়াছিলেন । ) ॥ ২২ ॥

রক্ষঃকৃতং তদ্বিদিহা দ্বাদশবার্ষিকম্ ।

সোহপ্যাপোহঞ্জলিমাদায় গুরুং শগুং সমুদ্যতঃ ॥২৩  
বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োজ্যহৌ ।

দিশঃ খমবনীং সর্বং পশ্যন্ জীবময়ং নৃপঃ ॥২৪॥

অনুবাদ—( অথ সঃ বশিষ্ঠঃ ) তৎ ( নরমাংস-  
প্রদানকর্ম ) রক্ষঃকৃতং ( রাক্ষসেনৈব কৃতং তু রাজা  
ইতি ) বিদিহা ( জাত্বা নিরপরাধস্য রাজঃ শাপপ্রদান-  
রূপম্ আত্মদোষম্ অপনেতুং ) দ্বাদশবার্ষিকং ( তদাখ্যং  
প্রায়শ্চিত্তং ) চক্রে ( কৃতবান্ ) সঃ ( সৌদাসঃ ) অপি  
অপঃ অঞ্জলিং ( জলাঞ্জলিম্ ) আদায় ( গৃহীত্বা )  
গুরুং ( বশিষ্ঠং ) শগুং ( অভিগুং ) সমুদ্যতঃ  
( চেষ্টিতঃ সন্ ) মদয়ন্ত্যাপো ( স্বভার্য্যাপো ) বারিতঃ  
( নিবারিতো ভূত্বা ) নৃপঃ ( সৌদাসঃ ) দিশঃ খম্  
( আকাশম্ ) অবনীং ( পৃথিবীম্ ) এতৎ ( সর্বং  
( স্থানং ) জীবময়ং পশ্যন্ রুশতীঃ ( মন্ত্রপুত্রেণ  
তীক্ষ্ণাঃ ) অপঃ ( অঞ্জলিজলং ) পাদয়োঃ ( স্বসৌব  
পদদ্বয়ে ) জহৌ ( নিষ্কিপ্তবান্ ) নান্যত্র জীবহত্যভয়া-  
দিত্তি ভাবঃ, এবম্ অনেন মিত্রসহত্বং দশিতং মিত্রস্য  
কলত্রস্য বাচঃ সহনাৎ ) ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বশিষ্ঠ—‘এই কার্য্য রাক্ষসের,  
পরন্তু রাজার নহে’—ইহা জানিতে পারিয়া নিরপরাধ  
রাজার প্রতি শাপ প্রদানরূপ নিজ দোষ দূর করিবার  
জন্য দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিলেন । রাজা সৌদাসও  
জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক গুরু বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান  
করিতে উদ্যত হইলে তৎপত্নী মদয়ন্তী তাঁহাকে  
নিষেধ করিলেন । তখন তিনি দশদিক্, আকাশ,

পৃথিবী—এই সকল স্থান জীবময় দর্শন করিতে  
করিতে সেই মন্ত্রপুত জলাঞ্জলি নিজ পদদ্বয়ে নিষ্কিপ্ত  
করিলেন । ( কলত্রের বাক্যগ্রহণ করিয়াছিলেন  
তাঁহার নাম মিত্রসহ হয় ) ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বজ্ঞতয়া রক্ষসৈব কৃতং ন তু  
রাজ্ঞেতি বিষ্ময় তৎ শপনং দ্বাদশবার্ষিকং চক্রে ।  
সোহপি সৌদাসোহপি । রুশতীঃ ক্রোধাগ্নিরূপাঃ  
স্বপাদয়োরেব নান্যত্র দিগাদীনাং দাহ-প্রসঙ্গাৎ ।  
এতেন কল্মাষপাদত্বং মিত্রসহত্বং দশিতং, মিত্রস্য  
কলত্রস্য বাচঃ সহনাৎ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্বাদশবার্ষিকং’—পশ্চাৎ  
বশিষ্ঠদেব সর্বজ্ঞতাহেতু রাক্ষসই ঐ নরমাংস  
দিয়াছে, রাজার কোন দোষ নাই জানিতে পারিয়া  
পূর্বোক্ত শাপকে দ্বাদশবর্ষমাত্র স্থায়ী করিয়াছিলেন ।  
‘সোহপি’—রাজা সৌদাসও হাতে জল লইয়া  
বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে পত্নী মদয়ন্তী  
বারণ করায়, ‘রুশতীঃ’—ক্রোধাগ্নিরূপ সেই জল  
নিজ পদযুগলেই নিষ্কেপ করিয়াছিলেন, অন্যথা দিক্,  
সমূহ দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল । ইহার দ্বারা তিনি  
‘কল্মাষপাদ’ অর্থাৎ যাহার পদযুগল কল্মাষ বলিতে  
মিশ্রিত নানাবর্ণবিশিষ্ট এবং পত্নীর বাক্য সহ্য  
করায় ‘মিত্রসহ’ নামে অভিহিত হন ॥ ২৩-২৪ ॥

রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ ।

ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকোদম্পতী দ্বিজৌ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—( এবং সঃ ) রাক্ষসং ভাবম্ আপন্নঃ  
( প্রাপ্তঃ সঃ ) পাদে ( পাদযুগলাবচ্ছেদে ) কল্মাষতাং  
( কৃষ্ণবর্ণতাং ) গতঃ ( প্রাপ্তঃ, এবং রাক্ষসস্তে কল্মা-  
ষাভিভ্রান্তে চ কারণমুক্তা স্বকর্্মগানপত্য ইতি যদুক্তং  
তৎ প্রপঞ্চয়তি সঃ কদাচিত্ ) ব্যবায়কালে ( রতি-  
কালে রতিক্রীড়াসক্তৌ ইত্যর্থঃ ) দ্বিজৌ বনৌকো-  
দম্পতী ( বনম্ ওকো নিবাসঃ ষ্মাঃ তৌ বনৌকসৌ  
চ তৌ দম্পতী চ ) দদৃশে ( দৃষ্টবান্ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সৌদাস রাক্ষসভাবাপন্ন  
হইয়া পদে কল্মাষতা ( কৃষ্ণবর্ণতা ) প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন । ( এই কারণে তিনি কল্মাষপাদ নামে  
অভিহিত হইতেন ) । এই কল্মাষপাদ কোন সময়

রতিক্রীড়াসক্ত বনবাসী ব্রাহ্মণ দম্পতী দেখিতে  
পাইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বনৌকসৌ চ তৌ দম্পতী চেতি তৌ  
পৃথক্ পদপাঠে সলোপ আর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বনৌকোদম্পতী’—বনে ওক  
অর্থাৎ অবস্থান যাহাদের তাদৃশ দম্পতী, এখানে  
পৃথক্ পদপাঠে ‘স’-লোপ আর্থ, অর্থাৎ বনবাসী  
ব্রাহ্মণদম্পতীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৫ ॥

ক্ষুধার্তো জগৃহে বিপ্রং তৎপল্লাহারুতার্থবৎ ।

ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষুকুণাং মহারথঃ ॥২৬॥

মদয়ন্ত্যাঃ পতিবীর নাধর্ম্যং কর্তুমহসি ।

দেহি মেহপত্যকামায়্য অকৃতার্থং পতিং দ্বিজম্ ॥২৭

অম্বয়ঃ—( তদা সঃ ) ক্ষুধার্তঃ ( সন্ ) বিপ্রং  
( ব্রাহ্মণং ) জগৃহে ( গৃহীতবান্ ), তৎপল্লী (বিপ্রপল্লী)  
অকৃতার্থবৎ ( দীনবৎ তন্ ) আহ ( উক্তবান্, হে )  
বীর ! ভবান্ সাক্ষাৎ ( বস্তুতঃ ) রাক্ষসঃ ন (পরন্তু)  
ইক্ষুকুণাম্ ( ইক্ষুকুবংশীয়ানাং মধ্যে ) মহারথঃ  
( মহাবীরঃ ) মদয়ন্ত্যাঃ পতিঃ ( ভবতি অতঃ )  
অধর্ম্যং কর্তুং ন অহসি ( ন সমর্থঃ ভবসি তস্মাৎ )  
অপত্যকামায়্যঃ ( সন্তানার্থিন্যাঃ ) মে (মম) অকৃতার-  
র্থম্ ( অসমাপ্তরতিং ) পতিং দ্বিজং দেহি ( প্রত্যর্পয় )  
॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—তখন রাক্ষসভাবাপন্ন সৌদাস ক্ষুধার্ত  
হইয়া সেই ব্রাহ্মণ দম্পতী মধ্যে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ  
করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ পল্লী দীনার নাম সৌদাসকে  
বলিতে লাগিল—হে বীর ! আপনি বস্তুতঃ রাক্ষস  
নহেন কিন্তু ইক্ষুকুবংশীয় দিগের মধ্যে মহাবীর  
মদয়ন্তীর পতি অতএব আপনার এতাদৃশ অধর্মাচরণ  
কর্তব্য নহে, আমি সন্তানার্থিনী, আমার পতি এই  
ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ করুন, ইহার রতিক্রীড়া এখন  
সমাপ্ত হয় নাই ॥ ২৬-২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অকৃতার্থম্ অসমাপ্তরতিম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অকৃতার্থং’—আমার পতিরও  
রতিক্রীড়া সমাপ্ত হয় নাই, অতএব আপনি এই  
ব্রাহ্মণ পতিকেকে প্রদান করুন ॥ ২৬-২৭ ॥

দেহোহয়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ ।

তস্মাদস্য বধো বীর সর্বার্থবধ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! ( হে ) বীর ! অয়ং  
মানুষঃ দেহঃ ( মানব-শরীরং ) পুরুষস্য ( জীবস্য )  
অখিলার্থদঃ ( সকলপুরুষার্থপ্রদঃ ভবতি ) তস্মাৎ  
( হেতোঃ ) অস্য ( মানুষদেহস্য ) বধঃ ( বিনাশঃ )  
সর্বার্থবধঃ ( সর্বপুরুষার্থ-বিনাশঃ ইতিঃ ) উচ্যতে  
( কথ্যতে শাস্ত্রজৈরিতিশেষঃ ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! হে বীর ! এই মনুষ্য-  
দেহ জীবের সর্বপুরুষার্থপ্রদ, সেই জন্য মনুষ্যদেহের  
বিনাশ সর্বপুরুষার্থ বিনাশ বলিয়া কথিত হয় ॥২৮॥

এষ হি ব্রাহ্মণো বিদ্বাংস্তপঃশীলগুণান্বিতঃ ।

আরিরাধয়িস্বব্রজ মহাপুরুষসংজিতম্ ।

সর্বভূতান্নভাবেন ভূতেষ্বন্তহিতং গুণৈঃ ॥ ২৯ ॥

অম্বয়ঃ—বিদ্বান্ ( শাস্ত্রজঃ ) তপঃশীলগুণান্বিতঃ  
( তপ-আদিভিঃ যুক্তঃ ) এষ ব্রাহ্মণঃ হি সর্ব-  
ভূতান্নভাবেন ( সর্বভূতানাম্ অন্তর্যামিরূপেণ )  
ভূতেষু ( স্থিতমতি ) গুণৈঃ ( দৃষ্টনিষ্ঠৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ  
হেতুভিঃ ) অন্তহিতম্ ( অদৃশ্যম্ ) মহাপুরুষসংজিতং  
ব্রজ আরিরাধয়িস্বঃ ( আরাধয়িতুন্ ইচ্ছুঃ ভবতি )  
॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ এবং তপঃশীল ও  
গুণবান্, ইনি সর্বভূতের অন্তর্যামিরূপে নিখিল ভূত-  
মধ্যে অবস্থিত হইয়াও প্রত্যক্ষবাদীর গুণের দ্বারা  
আচ্ছাদিত নেত্রের অগোচর মহাপুরুষ ব্রজকে আরা-  
ধনা করিতে অভিলাষী ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—গুণৈর্দৃষ্টনিষ্ঠৈঃ সত্ত্বাদিভির্হেতুভিঃ  
অন্তহিতমদৃশ্যম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গুণৈঃ’—প্রাকৃত সত্ত্বাদি-  
গুণের দ্বারা অদৃশ্য মহাপুরুষ সংজ্ঞক ব্রজবস্তুর  
আরাধনা করিতে এই ব্রাহ্মণ অভিলাষী ॥ ২৯ ॥

সোহয়ং ব্রজমিবর্যাস্তে রাজমিপ্রবরাদ্ধিভো ।

কথমহতি ধর্ম্যজ বধং পিতুরিবাভ্যজঃ ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) বিভো ! ( হে প্রভো ! হে )

ধর্মজ্ঞ ! পিতৃঃ ( পিতৃসকাশাৎ ) আত্মজঃ ( পুত্রঃ ) ইব ( যথা পুত্রঃ পিতৃঃ সমীপাৎ বধং ন অর্হতি তথা ইত্যর্থঃ ) স ( তাদৃশ-গুণসম্পন্নঃ ) অন্নং ব্রহ্মষির্ব্যাঃ ( ব্রহ্মষীণাং শ্রেষ্ঠঃ মম স্বামী ) রাজষিপ্রবরাৎ ( রাজষিশ্রেষ্ঠাৎ ) তে ( ত্বৎ তব ) সকাশাদিত্যর্থঃ ) কথং ( কেন প্রকারেণ ) অর্হতি ( বিনাশং প্রাপ্নোতি, কথমপি নেত্যর্থঃ ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! হে ধর্মজ্ঞ ! পুত্র বেরূপ পিতার নিকট বধাহ হইতে পারে না সেইরূপ (আপনার পাল্য) ব্রহ্মষিশ্রেষ্ঠ আমার স্বামী রাজষিশ্রেষ্ঠ আপনার বধযোগ্য হইবে কি প্রকারে ? ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তে ত্বতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তে’—রাজষিশ্রেষ্ঠ আপনার এই ব্রাহ্মণ বধ্য হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

কর্মণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সৌহৃদম্ ।

বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃ শীলমেতদ্ভিদুর্বুধাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—( হে রাজন্ ! ) বিদ্যাবিবেকসম্পন্নাঃ বুধাঃ কর্মণা মনসা বাচা ( বাক্যেন চ ) সর্বভূতেষু ( সর্বভূতবিষয়ে যৎ ) সৌহৃদং ( সুহৃদবদাচরণম্ ) এতৎ ( এতদেব ) শীলম্ ( ইতি ) বিদুঃ ( জানন্তি ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ও বিবেকী পণ্ডিতবর্গ কর্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সর্বভূতের প্রতি সুহৃদবৎ আচরণকেই ‘শীল’ বলিয়া জানেন ॥ ৩১ ॥

তস্য সাধোরপাস্য জ্ঞপ্য ব্রহ্মবাদিনঃ ।

কথং বধং যথা ব্রহ্মোর্ম্যন্যতে সন্মতো ভবান্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সন্মতঃ ( সতাং মতঃ পূজিতঃ ) ভবান্ ব্রহ্মোঃ যথা ( গোঃ বধম্ ইব ) অপাস্য ( নিরপরাধস্য ) জ্ঞপ্য ( শ্রোত্রিয়স্য, গর্ভস্য সত ইতি বা ) তস্য ব্রহ্মবাদিনঃ ( বেদজস্য ) সাধোঃ ( সতঃ বিপ্রস্য ) বধং কথং মন্যতে ( কেন প্রকারেণ কর্তৃম্ ইচ্ছসি ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সাধুগণেরও পূজিত আপনি গো-বধের ন্যায় নিরপরাধ গর্ভাধানের অথবা শ্রোত্রিয় বেদজ্ঞ

সাধু ব্রাহ্মণের বধ কিরূপে সাধু বলিয়া মনে করিতে-ছেন ? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবাদিনো জ্ঞপ্য পুত্রস্য, অস্য পিতাপি ব্রহ্মবাদীত্যর্থঃ । জ্ঞপ্যোহর্ভকে বালগর্ভে ইত্য-মরঃ, ব্রহ্মোর্গোঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্মবাদিনঃ জ্ঞপ্য’—ব্রহ্মজ্ঞ জনের পুত্রের, অর্থাৎ ইহার পিতাও ব্রহ্মবাদী—এই অর্থ । অমর কোষে উক্ত আছে—‘জ্ঞপ শব্দের বালক ও বালগর্ভ অর্থ’ । ‘যথা ব্রহ্মোঃ’—গো-বধের ন্যায় এই বেদজ্ঞ সাধু ব্রাহ্মণের বধ কিরূপে আপনার বিচারে সঙ্গত হইতে পারে ? ৩২ ॥

যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষ্যন্তুহি মাং খাদ পূর্বতঃ ।

ন জীবিস্যে বিনা যেন ক্ষণঞ্চ মৃতকং যথা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যেন ( পত্যা বিপ্রেন ) বিনা ক্ষণং চ ( ক্ষণকালমপি অহং ) ন জীবিস্যে ( ন জীবিস্যামি, সঃ ) অয়ং যদি ( ত্বয়া ) ভক্ষ্যঃ ( আহার্য্যঃ ) ক্রিয়তে তহি ( তদা ) পূর্বতঃ ( প্রথমং ) মৃতকং যথা ( মৃতপ্রাণাং ) মাং খাদ ( ভক্ষয় ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পতিবিরহে আমি ক্ষণকালও জীবন-ধারণ করিতে পারিব না অতএব আপনি যদি ইহাকে ভক্ষণ করেন তবে অগ্রে মৃততুল্য আমাকে ভক্ষণ করুন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদপ্যনিবৃত্তং দৃষ্টা পুনঃ প্রাহ—যদ্যয়ং-মিতি যেন প্রাণেনেব বিনেত্যর্থঃ । ততশ্চ যথা মৃতকং শবস্তথাহং ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ অনুরোধেও অনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া বলিতেছেন—যদ্যয়ং, যদি ইহাকে ভক্ষণই করিতে হয়, তবে অগ্রে আমাকেই ভক্ষণ করুন । ‘যেন’—প্রাণতুল্য ইহাকে বিনা আমি ক্ষণ-কালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না । ‘যথা মৃতকং’—অতএব মৃততুল্য আমাকেই অগ্রে ভক্ষণ করুন ॥ ৩৩ ॥

এবং করুণভাষণ্য বিলপন্ত্য অনাথবৎ ।

ব্যান্নঃ পণ্ডমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ ॥ ৩৪ ॥

অবয়ঃ—শাপমোহিত ( শাপেন মোহিতঃ নষ্ট-  
মতিঃ ) সৌদাসঃ এবং করুণ-ভাষিণ্যাঃ অনাথবৎ  
বিলপন্ত্যাঃ ( করুণভাষিণীম্ অনাথবৎবিলপন্তীম্  
অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ) ব্যাঘ্রঃ পশুন্ ইব ( যথা পশুং  
খাদতি তথা বিপ্রম্ ) অখাদৎ ( ভক্ষিতবান্ ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বশিষ্ঠশাপে মোহিত হইয়া সৌদাস  
এই প্রকার কাতরভাষিণী অনাথার ন্যায় বিলাপ-  
কারিণী ব্রাহ্মণপত্নীর বাক্য উপেক্ষা করিয়া ব্যাঘ্রের  
পশুভক্ষণের ন্যায় ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন  
॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—করুণভাষিণীমনাদৃত্য ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘করুণভাষিণ্যা’—করুণ-  
ভাষিণী ব্রাহ্মণী এরূপ অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতে  
থাকিলে, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ( শাপমোহিত  
সৌদাস ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । ) ॥ ৩৪ ॥

ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতম্ ।

শোচন্ত্যাআনমুর্কীশমশপৎ কুপিতা সতী ॥ ৩৫ ॥

অবয়ঃ—( অথ ) সতী ( সচ্চরিতা ) ব্রাহ্মণী  
দিধিষুং ( গর্ভাধানকর্তারং স্বামিনং ) পুরুষাদেন  
( রাক্ষসেন ) ভক্ষিতং বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) আত্মানং  
শোচন্তী ( আত্মশোচনাং কুর্ক্বতী ) কুপিতা ( ক্রুদ্ধা  
সতী ) উর্কীশং ( রাজানম্ ) অশপৎ ( অভিশপ্তবান্ )  
॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সতী ব্রাহ্মণী গর্ভাধানকর্তা স্বামীকে  
রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত হইতে দেখিয়া নিজে নিজে  
শোক করিতে করিতে ক্রুদ্ধা হইয়া রাজার প্রতি শাপ  
প্রদান করিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—দিধিষুং গর্ভাধানকর্তারম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দিধিষুং’—গর্ভাধানকর্তা নিজ  
পতিকে (রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত দেখিয়া শোক করিতে  
করিতে রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন । ) ॥ ৩৫ ॥

যস্মাৎ ভক্ষিতঃ পাপ কামার্ভায়াঃ পতিস্তুয়া ।

তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজদশিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অবয়ঃ—( রে ) অকৃতপ্রজ ! ( রে দুর্মতে ! রে )

পাপ ! ( পাপাঅন্ ! ) যস্মাৎ ত্বয়া কামার্ভায়াঃ  
( কামপীড়িতায়াঃ ) মে ( মম ) পতিঃ ভক্ষিতঃ  
( তস্মাৎ ) তব অপি আধানাৎ ( মৈথুনাদেব ) মৃত্যুঃ  
( মরণং ময়া ) দশিতঃ ( শাপেন বিহিত ইত্যর্থঃ )  
॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অরে দুর্মতে ! অরে পাপিষ্ঠ ! তুই  
কামপীড়িতা আমার পতিকে ভক্ষণ করিলি বলিয়া  
আমিও মৈথুনাবস্থায় তোর মৃত্যু দর্শন করিব অর্থাৎ  
মৈথুনাবস্থায় তোর মৃত্যু হইবে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—আধানাৎ মৈথুনাৎ মৃত্যুর্দশিতো  
ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আধানাৎ’—মৈথুননিমিত্ত  
তোমারও মৃত্যু হইবে, ‘ময়া দশিতঃ’—ইহা আমি  
দর্শন করিব ( অথবা—আমি শাপের দ্বারা বিধান  
করিলাম যে তোমারও মৈথুনাবস্থায় মৃত্যু হইবে । )  
॥ ৩৬ ॥

এবং মিত্রসহং শপ্তা পতিলোকপরায়ণা ।

তদস্থানি সমিদ্ধেঅগ্নৌ প্রাস্য ভক্তুর্গতিং গতা ॥ ৩৭ ॥

অবয়ঃ—পতিলোকপরায়ণা ( সা ব্রাহ্মণী ) মিত্র-  
সহং ( সৌদাসম্ ) এবং শপ্তা তদস্থানি ( পত্ন্যঃ  
অস্থানি ) সমিদ্ধে ( প্রজ্জ্বলিতে ) অগ্নৌ প্রাস্য ( নিক্ষিপ্য )  
ভক্তুঃ ( স্বামিনঃ ) গতিং ( স্থানং ) গতা ( প্রাপ্তা বভূব )  
॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পতিলোকপরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী মিত্র-  
সহ সৌদাসকে এই প্রকার অভিশাপ করিয়া নিজ  
স্বামীর অস্থি সমূহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্বক  
স্বয়ং স্বামীর গতিপ্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥

বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ ।

বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ ॥ ৩৮ ॥

অবয়ঃ—( অথ ) দ্বাদশাব্দান্তে ( দ্বাদশবর্ষান্তে )  
বিশাপঃ ( বিগতঃ শাপঃ শাপজনিতঃ রাক্ষসভাবঃ  
যস্য সঃ ) স ( মিত্রসহঃ ) মৈথুনায় ( মৈথুনং কর্তুং )  
সমুদ্যতঃ ( প্রযতঃ সন্ ) মহিষ্যা ( পত্ন্যা ) ব্রাহ্মণী-  
শাপং বিজ্ঞাপ্য ( কথয়িত্বা ) নিবারিতঃ ( বভূব ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দ্বাদশবর্ষ পরে সৌদাস বশিষ্ঠ-  
শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পত্নীসহ মৈথুন্যে উদ্যত হইলে  
তৎপত্নী ব্রাহ্মণীর শাপ জ্ঞানপূর্বক তাহাকে নিবারণ  
করিল ॥ ৩৮ ॥

অত উদ্ধৃৎ স ততাজ স্ত্রীসুখং কৰ্ম্মণাপ্রজাঃ ।  
বশিষ্ঠস্তদনুজাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ ॥ ৩৯ ॥

অম্বয়ঃ—অতঃ উদ্ধৃৎ ( ইতঃ পরং ) সঃ  
( সৌদাসঃ ) স্ত্রীসুখং ততাজ ( ত্যক্তবান্ ), কৰ্ম্মণা  
( এবম্বিককৰ্ম্মণা সঃ ) অপ্রজাঃ ( সন্তানহীনঃ আসীৎ  
অথ ) তদনুজাতঃ ( তেন সন্ততিজননার্থম্ অনুমতঃ )  
বশিষ্ঠঃ মদয়ন্ত্যাং প্রজাং ( সন্ততিম্ ) অধাৎ ( জনয়-  
মাস ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সৌদাস স্ত্রীসঙ্গ সুখ পরিত্যাগ  
করিলেন এবং এই প্রকার কৰ্ম্মফলে তিনি নিঃসন্তান  
হইয়াছিলেন পরে তাহার আদেশানুসারে বশিষ্ঠ তৎ-  
পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৩৯ ॥

সা বৈ সন্ত সমা গৰ্ভমবিদ্রম ব্যজায়ত ।

জয়েহস্মনোদরং তস্যাঃ সোহস্মকস্তেন কথ্যতে ॥৪০

অম্বয়ঃ—সা ( মদয়ন্তী ) বৈ সন্তসমাঃ ( বর্ষান্  
ব্যাপ্য ) গৰ্ভম্ অবিদ্রম ( ধারয়ামাস ), ন ব্যজায়ত  
( ন প্রাসূত, অতঃ বশিষ্ঠ এব ) অস্মনা ( প্রসুরেণ )  
তস্যাঃ ( মদয়ন্ত্যাঃ ) উদরং জয়ে ( আহতবান্ ),  
তেন ( হেতুনা প্রসূতঃ পুত্রঃ ) অস্মকঃ ( ইতি নান্মনা )  
কথ্যতে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—মদয়ন্তী সন্ত বৎসর যাবৎ গর্ভধারণ  
করিয়াছিল, তথাপি পুত্র প্রসূত হইল না; তখন  
বশিষ্ঠ তাহার উদর প্রসূত দ্বারা আহত করিলেন।  
এই কারণে মদয়ন্তীর গর্ভেওপন্ন পুত্র ‘অস্মক’ নামে  
বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অবিদ্রম্ভধার । ন ব্যজায়ত ন প্রাসূত ।  
বশিষ্ঠ এবাস্মনা জঘান । ততঃ স সূতঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অবিদ্রম্’—মদয়ন্তী সাত  
বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিলেন, কিন্তু কোন সন্তান  
ভূমিষ্ঠ হইল না। অনন্তর বশিষ্ঠই ‘অস্ম’, অর্থাৎ

প্রসূতদ্বারা মদয়ন্তীর উদরে আঘাত করিলে সন্তান  
ভূমিষ্ঠ হয়। ‘তেন’—সেইজন্য অর্থাৎ অস্মদ্বারা  
আঘাতের ফলে জন্মহেতু তাহার ‘অস্মক’ এই নাম  
হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

অস্মকাদ্বালিকো জজে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ ।  
নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোহভবৎ ॥ ৪১ ॥

অম্বয়ঃ—অস্মকাৎ বালিকঃ ( তন্মামকঃ সূতঃ )  
জজে ( জাতঃ ) যঃ ( বালিকঃ ) স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ  
( সংবেষ্ট্য পরশুরামাৎ পরিরক্ষিতঃ অতঃ ) নারী-  
কবচ ইতি ( নান্মনা ) উক্তঃ, নিঃক্ষত্রে ( পরশুরামেণ  
ক্ষত্রবধাৎ ক্ষত্রিয়রাহিত্যে সতি ক্ষত্রবংশস্য ) মূলকঃ  
( মূলম্ ) অভবৎ ( অতঃ মূলক ইতি চোক্তঃ ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অস্মক হইতে বালিক জন্মগ্রহণ  
করেন। এই বালিক স্ত্রীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া  
পরশুরামের কোপ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়া  
‘নারীকবচ’ নামে কথিত হইতেন। আবার পরশু-  
রাম কর্তৃক পৃথী নিঃক্ষত্রা হইলে ইনি ক্ষত্রিয়বংশের  
মূল হইয়াছিলেন, এই জন্য মূলক নামেও কথিত  
হইতেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রীভিরাত্য পরশুরামাৎ রক্ষিতঃ পুনঃ  
ক্ষত্রবংশস্য মূলত্বান্মূলকঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নারীকবচ’—নারীগণ চারি-  
দিক্ হইতে অস্মকপুত্র বালিককে বেষ্টিত করিয়া  
পরশুরামের নিকট হইতে রক্ষা করায় তাহাকে  
‘নারীকবচ’ বলা হয়। আবার পৃথিবী ক্ষত্রহীন  
হইলে ইনিই ক্ষত্রিয়কুলের মূল হওয়ায় ‘মূলক’ নামেও  
পরিচিত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

ততো দশরথস্তস্মাৎ পুত্র ঐড়বিড়িস্ততঃ ।

রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্টাঙ্গচক্রবর্ত্যভূৎ ॥ ৪২ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( বালিকাৎ ) দশরথঃ ( অভূৎ )  
তস্মাৎ ( দশরথাৎ ) ঐড়বিড়িঃ ( তন্মামকঃ ) পুত্রঃ  
( অভূৎ ) ততঃ ( ঐড়বিড়িঃ ) রাজা বিশ্বসহঃ ( অভূৎ )  
যস্য ( বিশ্বসহস্র পুত্রঃ ) চক্রবর্তী ( রাজা ) খট্টাঙ্গঃ  
( অভূৎ ) ॥ ৪২ ॥



অনুবাদ—বালিক হইতে দশরথ, দশরথ হইতে ঐড়বিড়ি এবং ঐড়বিড়ি হইতে রাজা বিশ্বসহ উৎপন্ন হন। এই বিশ্বসহের পুত্র রাজা খট্টাঙ্গ ॥ ৪২ ॥

যো দেবৈরথিতো দৈত্যানবধীদ্ যুধি দুর্জয়ঃ ।  
মুহূর্তমায়ুর্জাতোহুত্যা স্বপুরং সন্দধে মনঃ ॥ ৪৩ ॥

অশ্বয়ঃ—দুর্জয়ঃ (অনৈঃ অপরাজেয়ঃ) যঃ (খট্টাঙ্গঃ) দেবৈঃ অথিতঃ (প্রাথিতঃ সন্) যুধি (যুদ্ধে) দৈত্যান্ অবধীৎ, (ততঃ প্রসন্নৈর্দেবৈবরং রণশ্চেবত্যাং খট্টাঙ্গেনোক্তং প্রথমং তাবন্মায়ুঃ কথ্য-  
তাং ততঃ তৈঃ বিজ্ঞাপিতং), মুহূর্তং (মুহূর্তমাত্রম্) আয়ুঃ জাত্বা (দেবদত্ত-বিমানেন সত্বরং) স্বপুরম্ এত্যা (আগত্যা পরমেশ্বরে) মনঃ (চিত্তং) সন্দধে (নিহিতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—খট্টাঙ্গ রাজা যুদ্ধে অজেয় ছিলেন। তিনি দেবতাগণ কর্তৃক প্রাথিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্য-দিগকে নিহত করেন। (দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে খট্টাঙ্গ নিজ পর-মায়ুর অবশিষ্টকাল জানিতে ইচ্ছা করেন, পরে দেবগণের কৃপায়) মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট নিজপরমায়ু জানিতে পারিয়া নিজ রাজধানীতে আগমন পূর্বক পরমেশ্বরে চিত্ত সম্মিষ্ট করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসন্নৈর্দেবৈবরং রণশ্চেবত্যাং খট্টাঙ্গঃ উবাচ—প্রথমং তাবন্মায়ুর্জাতোহুত্যা। দেবৈশ্চোক্তং মুহূর্তমাত্রমিতি। তজ্জাত্বা দেবৈর্দত্তেন বিমানেন শীঘ্রং স্বপুরমেত্যা মনঃ পরমেশ্বরে সন্দধে ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবৈঃ’—দেবগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, রাজা খট্টাঙ্গ বলিলেন—‘প্রথমতঃ’ আমার পরমায়ু কত-কাল, তাহা বলুন’। দেবগণ বলিলেন—‘মুহূর্তকাল মাত্র’। তাহা জানিয়া দেবদত্ত বিমানেই নিজপুরীতে প্রত্যগমন করিয়া পরমেশ্বরে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করি-লেন ॥ ৪৩ ॥

ন মে ব্রহ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদেবান্ন চান্দ্ৰজাঃ ।

ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ ॥ ৪৪ ॥

অশ্বয়ঃ—(এতদেব সাধুর্তানুপূর্বকং তৎকৃতেন নিশ্চয়েন দর্শয়তি) কুলদেবাৎ (কুলদৈবশ্বরূপাৎ) ব্রহ্মকুলাৎ (ব্রাহ্মণকুলাৎ সকাশাৎ) মে (মম) প্রাণাঃ অতিবল্লভাঃ (অতিপ্রিয়ঃ) ন (ন ভবতি তথা) আন্দ্ৰজাঃ (পুত্রাঃ) চ ন (ন অতিবল্লভাঃ), শ্রিয়ঃ (ঐশ্বর্যাণি) ন (নাতিবল্লভাঃ) মহী (পৃথিবী) ন (নাতিবল্লভা) রাজ্যং ন (নাতিবল্লভং) দারাঃ (স্ত্রিয়শ্চ নাতিবল্লভাঃ ন ভবতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার সাধুর্তি অবলম্বন পূর্বক তিনি স্থির করিয়াছিলেন, কুলদেবতা-স্বরূপ ব্রাহ্মণ-কুল হইতে প্রাণ, পুত্র, ঐশ্বর্যসমূহ, পৃথিবী, রাজ্য বা স্ত্রী আমার অধিক প্রিয় নহে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—মুহূর্তমধ্য এব প্রথমং খট্টাঙ্গঃ স্বগত-মাহ নেতি পঞ্চভিঃ। ব্রহ্মকুলাৎ কীদৃশাৎ। কুলস্য মদীয়স্য দেবাৎ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মুহূর্তমধ্যেই খট্টাঙ্গ যাহা মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা পাঁচটি শ্লোকে বলি-তেছেন—‘ন মে ব্রহ্মকুলাৎ’ ইত্যাদি, মদীয় কুল-দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণকুল অপেক্ষা আমার প্রাণ, পুত্রাদি অধিক প্রিয় নহে ॥ ৪৪ ॥

ন চান্ধেহপি মতির্মহ্যমধর্মো রমতে কৃচিৎ ।

নাপশ্যামুত্তমঃশ্লোকাদন্যং কিঞ্চন বস্তুহম্ ॥ ৪৫ ॥

অশ্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিদপি) মহ্যং (মম) মতিঃ অল্পে অপি অধর্মো ন রমতে চ (নাসক্তা ভবতি) অহম্ উত্তমঃশ্লোকাৎ (শ্রীহরেঃ) অন্যৎ (ভিন্নং) কিঞ্চন (কিমপি) বস্তু ন অপশ্যং (ন পশ্যামি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—আমার চিত্ত কখনও সামান্য অধর্মো আসক্ত নহে, আমি উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরি ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতেছি না ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম, বস্তু স্বসোপাদেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহ্যং’—আমার মতি কখনও অল্পমাত্র অধর্মোও রত হয় নাই। ‘বস্তু’—শ্রীহরি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই জগতে আমার উপাদেয় বলিয়া দেখি নাই ॥ ৪৫ ॥

দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ ।

ন রূপে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ ॥ ৪৬ ॥

অম্বয়ঃ—ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ দেবৈঃ মহ্যং কামবরঃ ( অভিলাষানুরূপঃ বরঃ ) দত্তঃ ( পরন্তু ) ভূতভাবন-ভাবনঃ ( ভূতভাবন হরিঃ তন্মিল্লেব ভাবনা চিত্তবৃত্তিঃ যস্য সঃ ) অহং তং কামং ন রূপে ( ন প্রার্থয়ামি ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ত্রিভুবনাধিপতি দেবতারূপে আমাকে ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিতেছিলেন কিন্তু সর্বভূত-পালক ভগবানে আমার ভাবনা থাকায় আমি সেই কামানুরূপ বরও প্রার্থনা করি নাই ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—রূপে রূতবান্ । যতো ভূতভাবনে হরাবেব ভাবনা যস্য সঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন রূপে’—দেবতাগণ বর দিতে চাহিলেও আমি ঐ বর প্রার্থনা করি নাই, কারণ ‘ভূতভাবন-ভাবনঃ’—ভূতপালক শ্রীহরিতেই আমার ভাবনা ( চিত্ত রত ) ছিল ॥ ৪৬ ॥

যে বিক্ষিণ্ডেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহাদি স্থিতম্ ।

ন বিদন্তি প্রিয়ং শম্বদাত্মানং কিমুভাপরে ॥ ৪৭ ॥

অম্বয়ঃ—যে দেবাঃ বিক্ষিণ্ডেন্দ্রিয়ধিয়ঃ ( বিক্ষিণ্ডানি ইন্দ্রিয়ানি ধীশ্চ যেমাং তে তাদৃশাঃ ভবন্তি ) তে ( অপি ) স্বহাদি ( স্বহাদয়ে ) শম্বৎ ( নিরন্তরং ) স্থিতম্ আত্মানম্ ( অন্তর্যামিনং ) প্রিয়ং ( শ্রীহরিং ) ন বিদন্তি ( ন জানন্তি ), অপরে ( মনুষ্যাদয়ঃ ) কিমুত ( কুতঃ ) ( কথং জাতুং সমর্থাঃ কথমপি ন ইত্যর্থঃ ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—দেবতারূপে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় নিজ হৃদয়মধ্যে নিরন্তর বর্তমান অন্তর্যামী শ্রীহরিকে জানিতে পারে না, অন্যের কথা কি ? ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অবরণে হেতুমাং য ইতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা প্রার্থনা না করার কারণ বলিতেছেন—‘য’ ইত্যাদি ( যাহাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ বিক্ষিপ্ত, সেই দেবগণও নিজ হৃদয়স্থিত শ্রীহরিকে জানিতে পারেন না, তাহাতে অপরের কথা কি ? ) ॥ ৪৭ ॥

অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং

গুণেষু গন্ধর্বপুরোপমেযু ।

রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্তু-

ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥

অম্বয়ঃ—অথ ( তস্মাৎ ) প্রকৃত্যা ( স্বভাবেন ) আত্মনি ( চিত্তে ) রূঢ়ম্ ( উপস্থিতম্ ) ঈশমায়ারচিতেষু ( ভগবন্মায়ার-কল্পিতেষু ) গন্ধর্বপুরোপমেযু গুণেষু প্রাকৃতগুণজাতেষু ) সঙ্গং ( সমাসক্তিং ) বিশ্বকর্তুঃ ( শ্রীহরেঃ ) ভাবেন ( ভাবনয়া ) হিত্বা ( সন্ত্যজ্য ) অহং তং ( শ্রীহরিমেব ) প্রপদ্যে ( শরণং গচ্ছামি ) ( অথবা ) গন্ধর্বপুরোপমেযু গুণেষু ( প্রাকৃতগুণ-জাতেষু ) রূঢ়ং সঙ্গং ( সমাসক্তিং ) হিত্বা প্রকৃত্যা ( স্বভাবেন ) আত্মনি ( মন্বনসি ) বিশ্বকর্তুঃ ( ভগবতঃ ) ভাবেন ( ভক্তিযোগেন ) তং ( শ্রীহরিং ) অহং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবানের মায়ার বিরচিত গন্ধর্বপুর সদৃশ প্রাকৃত গুণজাত দ্রব্যে আসক্তি চিত্তে স্বভাবতঃই বর্তমান রহিয়াছে । বিশ্বকর্ত্তা শ্রীহরির চিন্তা দ্বারা তাদৃশ আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সেই হরিতেই শরণাপন্ন হইতেছি, ( অথবা ) ভগবানের মায়ার-বিরচিত গন্ধর্বপুরসদৃশ প্রাকৃত গুণজাতদ্রব্যে দৃঢ়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক নিজ স্বরূপে স্বভাবতঃ বর্তমান ভগবত্ত্বক্তিযোগের দ্বারা তাঁহার প্রতি আমি শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্থিরহেতু গন্ধর্বপুরতুল্যে রূঢ়ং সঙ্গং হিত্বা প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব আত্মনি মন্বনসি বিশ্বকর্তু-ভগবতো যো ভাবো ভক্তিভবেনৈব তং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্থিরহেতু গন্ধর্বনগরীতুল্য বিষয়সমূহে বদ্ধমূল আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক, ‘প্রকৃত্যা’—স্বভাবতঃই ‘আত্মনি’—আমার চিত্তে বিশ্ব-কর্ত্তা শ্রীভগবানের যে ভাব অর্থাৎ ভক্তি রহিয়াছে সেই ভক্তির দ্বারাই আমি তাঁহার শরণাগত হইব ॥ ৪৮ ॥

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া ।

হিত্বান্যভাবমজানং তত স্বং ভাবমাস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অম্বয়ঃ—( সঃ ) নারায়ণগৃহীতয়া ( ভগবদধি-

চিঠিতয়া) বুদ্ধ্যা ইতি (এবং) ব্যবসিতঃ (নিশ্চয়-  
যুক্তঃ সন্) অন্যভাবে (দেহাদ্যজ্ঞানরূপম্) অজ্ঞানং  
হিহ্না (সন্ত্যজ্য) ততঃ (পশ্চাৎ) স্বং ভাবম্ আস্থিতঃ  
(ভগবদাস্যং প্রাপ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—খট্টাঙ্গ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি দ্বারা এই প্রকার  
স্থির করিয়া দেহাভ্যাসমানরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ-  
পূর্বক স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ ভগবদাস্যে অধিষ্ঠিত হই-  
লেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—নারায়ণেনৈব কল্পা গৃহীতয়া যত্র  
বুদ্ধৌ নান্যাস্যাধিকার ইত্যর্থঃ। তয়া বুদ্ধ্যৈব ততোহ-  
জ্ঞানত্যাগানন্তরং স্বভাবে পূর্বশ্লোকনিশ্চিতং প্রপত্তি-  
রূপং দাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নারায়ণ-গৃহীতয়া’—শ্রীনারা-  
য়ণ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় সেই বুদ্ধিতে অন্যের  
অধিকার নাই, এই অর্থ। সেই নারায়ণাপ্রাপ্ত বুদ্ধি-  
দ্বারাই অজ্ঞান পরিহারপূর্বক ‘স্বং ভাবং’—অর্থাৎ  
পূর্ব শ্লোক-নিশ্চিত শরণাগতিরূপ দাস্যই রাজা  
খট্টাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

যতদব্রজ পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্।

ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গুণন্তি হি সাত্বতাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমঙ্কলে

খট্টাঙ্গচরিতং নবমোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যতৎ (যস্য তৎ প্রসিদ্ধং) ব্রজ পরম্  
(অতিশয়েন) সূক্ষ্মং (নিবিশেষং স্বরূপমিত্যর্থঃ)  
অশূন্যং (বস্তুতঃ অশূন্যম্ অপি রাগাদ্যবিষয়ত্বাৎ)  
শূন্যকল্পিতং (শূন্যবৎ কল্পিতং ভবতি) সাত্বতাঃ  
(ভক্তাঃ) হি যং ভগবান্ বাসুদেব ইতি গুণন্তি,  
(কথয়ন্তি, তস্মিন্ স্বং ভাবং দাস্যম্ আস্থিতঃ ইতি  
পূর্বোক্তান্বয়ঃ) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমঙ্কলে নবমোহধ্যায়স্যন্বয়ঃ।

অনুবাদ—যাঁহার ব্রজরূপ অতিশয় সূক্ষ্ম অর্থাৎ  
দুর্ভেদ্য নিবিশেষ স্বরূপ এবং বস্তুতঃ অশূন্য হইয়াও  
শূন্যরূপে কল্পিত; ভক্তগণ যাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া

কীর্তন করিয়া থাকেন; খট্টাঙ্গ সেই ভগবানের দাস্যে  
অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমঙ্কলের নবম অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—স এব কো যস্মিন্ দাস্যামিত্যপেক্ষায়া-  
মাহ—যতদব্রজেতি যস্য তৎপ্রসিদ্ধং ব্রজ পরমতি-  
শয়েন সূক্ষ্মং নিবিশেষং স্বরূপমিত্যর্থঃ। শূন্যবৎ  
কল্পিতং রাগাদ্যবিষয়ত্বাৎ যঞ্চ বাসুদেব ইতি গুণন্তি  
তস্মিন্মিত্যর্থঃ। দেহং ত্যক্ত্বা তং প্রাপেতি জ্ঞেয়ম্।  
খট্টাঙ্গো নাম রাজশিষ্যোহৈয়ত্তামিহানুযুঃ। মুহূর্ত্তাৎ  
সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিমিতি পূর্বোক্তোঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিগ্যাং ভক্তচেষ্টসাং।

নবমে নবমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমঙ্কলে নবমাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী  
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি কে, যাঁহাতে রাজা  
দাস্য করিতেছেন? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—  
‘যতদব্রজ’, সেই প্রসিদ্ধ ব্রজ, যাহা অতিশয় সূক্ষ্ম,  
অর্থাৎ নিবিশেষ স্বরূপ। ‘শূন্যকল্পিতং’—রাগাদির  
অবিষয় বলিয়া যিনি শূন্যরূপে কল্পিত হন, যাঁহাকে  
ভক্তগণ বাসুদেব বলিয়া থাকেন, তাঁহাতে, এই অর্থ।  
দেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা  
বুঝিতে হইবে। যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে—  
‘খট্টাঙ্গো নাম রাজশিষ্যঃ’ (২।১।১৩), অর্থাৎ খট্টাঙ্গ-  
নামক রাজশিষ্য আপনার পরমানুর অবশিষ্ট পরিমাণ  
জানিতে পারিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে এই ভূতলে সমস্ত  
পরিত্যাগপূর্বক অভয়স্বরূপ শ্রীহরির শরণাগত  
হইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম ঋকের সঙ্জন-সম্মত নবম অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম ঋকের নবম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৯ ॥

ইতি নবমঙ্কলে নবম অধ্যায়ের মধ্য,  
তথ্য, বিরতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমঙ্কলের নবমাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

# দশমোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

খট্ভাঙ্গাদীর্ঘবাহুচ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ ।

অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদশরথোহভবৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে খট্ভাঙ্গবংশে শ্রীরামজন্ম এবং লঙ্কেশ রাবণ-বধান্তে অযোধ্যাগমনাবধি তদ্বিরিত বর্ণিত হইয়াছে ।

খট্ভাঙ্গরাজার পুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, রঘু হইতে অজ, অজের পুত্র দশরথ । পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীহরি রাম, লঙ্কণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন । বাস্কমীকি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ শ্রীরামলীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন । শ্রীশুকদেব কর্তৃক এস্থলে সংক্ষেপে শ্রীরামের বিখ্যামিত্র-যজ্ঞে মারীচাদি রাক্ষসবধ, হর-ধনুভঙ্গ, সীতামাভ, পরশুরামের দর্পহরণ, পিতৃসত্য-পালনার্থ লঙ্কণ ও সীতাসহ বনগমন, তথায় সুপ্ন-নথার নাসাচ্ছেদন ও খরদূষণাদি রাবণানুচর বধ, রাবণের সীতাহরণ দুর্বুদ্ধি, মারীচ-রাক্ষসের মায়া-মৃগরূপ ধারণ, সীতাদেবীর প্রীতিার্থ শ্রীরামের তৎ-মৃগানুসরণ ও তাহাকে হনন, রাবণের সীতাহরণ, শ্রীরামের লঙ্কণসহ সীতান্বেষণ, পথিমধ্যে জটায়ুর সংকার, কবন্ধবধ, বালিবধ, সুগ্ৰীবাদিসহ মিত্রতা-স্থাপন, বানরসৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাসপূর্বক সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা, তাহাতেও সমুদ্রের অনুপস্থিতি-হেতু সমুদ্রপ্রতি ক্রোধলীলাপ্রদর্শন করিতে সমুদ্রের শশব্যস্তে স্বীয় জড়মতি প্রখ্যাপন দ্বারা শ্রীরামচরণে আত্মনিবেদন ও রামাভিলাষপূরণে কৃতসঙ্কল্পতা, সেতুবন্ধন, বিভীষণের পরামর্শক্রমে বানরসৈন্যসহ লঙ্কাবিজয়, হনুমানের ইতঃপূর্বেই লঙ্কাদাহন, লঙ্কণসহ সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বধান্তে শ্রীরামের স্বহস্তে রাবণবধ তথা মন্দোদরী প্রমুখ রাক্ষসবণিতাগণের বিলাপ, বিভীষণের রামচন্দ্রকর্তৃক অনুমোদিত হইয়া জ্ঞাতিগণের ঔদ্ধদৈহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন, অশোকবন হইতে সীতাকে লইয়া

শ্রীরামের পুষ্পকরথারোহণপূর্বক অযোধ্যাযাত্রা, বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য ও কল্লান্ত পরমায়াঃ-প্রদান, রামভক্ত ভরতের রামাভিনন্দন, শ্রীরামের অযোধ্যা-প্রবেশকালে ভরতের রামপাদুকা, বিভীষণ ও সুগ্ৰীবের চামর ও ব্যজন, হনুমানের শ্বেতছত্র, শত্রুঘ্নের ধনুক ও তূণ, সীতাদেবীর তীর্থোদকের কমণ্ডলু, অঙ্গদের খড়্গ, ঋক্ষরাজের স্বর্ণময় বর্ম্মধারণ, শ্রীরাম, লঙ্কণ ও সীতাদেবীর আত্মীয়গণসহ মিলন, বশিষ্ঠকর্তৃক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক তথা শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রজাপালনাদি লীলা বর্ণিত হইয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । খট্ভাঙ্গাৎ দীর্ঘবাহুঃ চ (অভবৎ) তস্মাৎ (দীর্ঘবাহোঃ) পৃথুশ্রবাঃ (মহাযশাঃ) রঘুঃ (অভবৎ) ততঃ (রঘোঃ) অজঃ (অভবৎ) তস্মাৎ (অজাৎ) মহারাজঃ দশরথঃ অভবৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—খট্ভাঙ্গ হইতে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে মহা যশস্বী রঘু, রঘু হইতে অজ উৎপন্ন হন, এই অজ হইতেই মহারাজ দশ-রথের উৎপত্তি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দশমে রঘুনাথস্য জন্মকর্ম্মযশোহমৃতম্ ।

সর্বং নূন পারয়ামাস সংক্ষেপেণ মহামুনিঃ ॥০

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে মহামুনি শ্রীল শুকদেব মনুষ্যদিগকে শ্রীরঘুনাথের জন্ম, কর্ম্ম ও যশোরূপ অমৃত পান করাইয়াছেন, অর্থাৎ সংক্ষেপে শ্রীরামচরিত বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ০ ॥

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদব্রহ্মময়ো হরিঃ ।

অংশাংশেন চতুর্থাগাৎ পুত্রত্বং প্রাথিতঃ সুরৈঃ ।

রাম-লঙ্কণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞায়া ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—ব্রহ্মময়ঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ এষঃ হরিঃ সুরৈঃ (দেবৈঃ) প্রাথিতঃ (সন্) অংশাংশেন (অংশাংশ আংশম্ অংশসমুহশ্চ তেন) রামলঙ্কণ-ভরত শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞায়া (আখ্যায়া) চতুর্থা (চতু-

ভাগেণ ) তস্য ( দশরথস্য ) অপি পুত্রত্বম্ অগাৎ  
( প্রাপ্তঃ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া  
সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় অংশ ও অংশ-  
শাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সংজ্ঞার  
দ্বারা পরিচিত চতুর্মুর্তিতে দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার  
করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—এষ ত্বয়া স্বমাতৃগর্ভে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ।  
অংশাংশেন অংশশ্চ আংশঃ অংশসমূহশ্চ অংশাংশঃ  
তেন অংশাংশেন তস্যাপি যথা বাসুদেবস্য ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এষঃ’—এই ভগবান্ শ্রীহরি,  
যাঁহাকে তুমি মাতৃগর্ভে দর্শন করিয়াছ, এই অর্থ ।  
‘অংশাংশেন’—অংশ ও অংশসমূহের সহিত ।  
‘তস্যাপি’—যথা বাসুদেবের, অর্থাৎ বাসুদেবই নিজ  
অংশাংশদ্বারা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই  
চতুর্মুর্তিতে রাজা দশরথের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,  
এই অর্থ ॥ ২ ॥

তস্যানুচরিতং রাজনৃষিতিস্তত্ত্বদশিভিঃ ।

শ্রুতং হি বণিতং ভুরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! তত্ত্বদশিভিঃ ( তত্ত্ব-  
জ্ঞানিভিঃ ) ঋষিভিঃ ( বাল্মীকিমুখ্যৈঃ ) ভুরি ( বহুশঃ )  
বণিতং তস্য সীতাপতেঃ ( রামস্য ) চরিতং ( র্ত্তং )  
ত্বয়া মুহঃ ( পুনঃ পুনঃ ) শ্রুতং হি ( তথাপি সংক্ষেপতঃ  
কথ্যমানং শৃণু ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তত্ত্বদশী ঋষিগণের  
বিস্তৃতভাবে বণিত এই সীতাপতি রামচন্দ্রের চরিত্র  
আপনি বারংবার শ্রবণ করিয়াছেন, তথাপি সংক্ষেপে  
বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কার্ণাশ্রম্য বজ্রং লিখিতুং শক্যা শেষ-  
গণেশয়োঃ । যা রামলীলাধ্যায়াত্যাং শ্লোকেনাপি  
কীর্ত্যতে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে রামলীলা সমগ্ররূপে  
বলিতে বা লিখিতে অনন্তদেব ও গণেশ সমর্থ নহেন,  
তাহা দুইটি অধ্যায়ে, তন্মধ্যে এখানে একটি শ্লোকে  
কীর্তিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

গুৰ্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং

পদ্মপদ্ম্যাং প্রিয়ায়াঃ,

পাণিঙ্গপাঙ্কমাভ্যাং মূজিতপথরুজো

যো হরীদ্রানুজাভ্যাম্ ।

বৈরাগ্যাৎ সুর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুমা-

রোপিতজ্রবিজুস্ত,-

ব্রহ্মাশ্বিধর্ব্বকসেতুঃ খলদবদহনঃ

কোশলেদ্রোহবতায়ঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—গুৰ্বর্থে (পিতৃঃ সত্যপালনার্থং) ত্যক্ত-  
রাজ্যঃ ( পরিত্যক্তরাজপদঃ ) যঃ হরীদ্রানুজাভ্যাং  
( হরিন্দ্রঃ বানর শ্রেষ্ঠঃ হনুমান্ সুগ্রীবো বা অনুজঃ  
লক্ষ্মণঃ তাভ্যাং ) মূজিতপথরুজঃ ( মূজিতা অপনীতা  
পথরুজা পথভ্রমণক্লান্তিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্ )  
প্রিয়ায়াঃ ( সীতায়্যাঃ অপি ) পাণিঙ্গপাঙ্কমাভ্যাং  
( পাণিনা স্পর্শে নাস্তি ক্ষমা যয়োঃ তাভ্যাং সীতা-  
দেব্যঃ সুকোমলকরস্পর্শম্ অপি সৌচ্যম্ অসমর্থ্যভ্যা-  
মতিসুকোমলাভ্যাম্ ইত্যর্থঃ ) পদ্মপদ্ম্যাং ( পদ্মবদতি-  
সুকুমারাত্যাং চরণাভ্যাম্ ) অনুবনং ( প্রতিবনং )  
ব্যচরৎ ( বিচরিতবান্ ) । সুর্পণখ্যাঃ ( তদাখ্যারাক্ষস্যাঃ )  
বৈরাগ্যাৎ ( কর্ণনাসিকাচ্ছেদাৎ হেতোঃ তয়া প্রলো-  
ভিতেন রাবণেন অপহারাৎ ) প্রিয়বিরহরুমা-  
রোপিতজ্রবিজুস্ত্রবিধিঃ ( প্রিয়ং কলত্রং যো বিরহঃ তেন  
রুট্ ক্রোধঃ তয়া আরোপিতয়োঃ ক্রবোঃ বিজুস্তেনৈব  
ব্রহ্মঃ ভীতঃ অশ্বিধিঃ সমুদ্রঃ যস্মাৎ সঃ, ততঃ তদ্-  
বিজ্ঞাপনে ) ব্রহ্মসেতুঃ ( ব্রহ্মঃ সেতুঃ যেন সঃ )  
খলদবদহনঃ ( খলাঃ রাবণাদয়ঃ এব দবঃ বনং তস্য  
দহনঃ অগ্নিঃ সঃ ) কোশলেদ্রঃ ( অযোধ্যাপতিঃ  
শ্রীরামচন্দ্রঃ ) নঃ ( অস্মান্ ) অবতাৎ ( রক্ষতু ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যিনি পিতৃসত্যপালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ  
করিয়া প্রিয়া সীতাদেবীর সুকোমল হস্তযুগলস্পর্শ-  
সহনে অসমর্থ, পদ্মবৎ অতীব সুকোমল পাদদ্বয়ে  
বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বানররাজ হনুমান্  
অথবা সুগ্রীব ও অনুজ লক্ষ্মণ যাঁহার পথশ্রান্তি অপ-  
নোদন করিয়া দিতেন, নাসিকা ও কর্ণ ছিল করিয়া  
যিনি সুর্পণখাকে বিরূপ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রিয়া-  
বিরহজনিত ক্রোধদ্বারা ক্রভজির্দর্শনে সমুদ্র ভীত  
হইয়া পথ প্রদান করিয়াছিল এবং যিনি সমুদ্রের  
আবেদনে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া

রাবণাদি দুষ্টরূপ গহনের দাহনকারী দাবানল-সদৃশ হইয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

**বিশ্বনাথ**—গুরোঃ পিতৃঃ সত্যপালনার্থং তান্ত-  
রাজ্যং সন্ পদ্মবদতিকুমারভ্যাং পন্ত্যাম্ অনুবনং  
বনে বনে ব্যচরৎ । অতিসৌকুমার্যমেবাহ—প্রিয়ায়াঃ  
পাণ্যোঃ পরমসুকুমারয়োরপি স্পর্শং ন ক্রমেতে ইতি  
তান্ত্যাম্ । হরীন্দ্রো হনুমান্ সুগ্রীবো বা অনুজো  
লক্ষ্মণস্তাভ্যাং মৃজিতাহপনীতা পথিরুজা মার্গশ্রমো  
যস্য সঃ । সুর্পণখ্যা বৈরাগ্যাং কর্ণনাসাচ্ছেদাদ্ধেতো  
রাবণেনাপহারাৎ প্রিয়ৈণ কলত্রৈণ যো বিরহস্তেন যা  
রুই বর্জ্যনঃ সমুদ্রেণাপ্রদানাৎ কোপন্তয়া আরোপিত-  
মোজ্ঞবোবিকৃষ্টেণৈব ব্রন্তোহনিধির্মমাৎ সঃ । খলা  
রাবণাদয় এব দবো বনং তস্য দহনঃ ॥ ৪ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘গুৰ্বর্থ’—পিতা শ্রীদশরথের  
সত্যপালনের নিমিত্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ‘পদ্ম-  
পদ্ম’—কমলের ন্যায় অতি সুকোমল চরণযুগলের  
দ্বারা বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন । শ্রীচরণের  
অতিসৌকুমার্যই বলিতেছেন—প্রিয়া সীতাদেবীর  
অতিকোমল করযুগলের স্পর্শসহনেও যাহা অসমর্থ ;  
তাদৃশ পাদপদ্মের দ্বারা । ‘হরীন্দ্রানুজাভ্যাং’—কপি-  
শ্রেষ্ঠ হনুমান্ বা সুগ্রীব ও অনুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক  
যাঁহার পথক্লান্তি অপনোদিত হইত । সুর্পণখার  
নাসাকর্ণ ছেদনহেতু রাবণ সীতা হরণ করিলে, যিনি  
প্রিয়তমার যে বিরহ, তাহাতে সমুদ্র পথ প্রদান না  
করায় ক্রোধবশে জ-ভঙ্গী করামাত্রই সমুদ্র ভীত  
হইয়াছিল ( ব্রন্তানিধি ) । ‘খলদবদহনঃ’—খল রাব-  
ণাদিই বনসদৃশ, তাহার যিনি অগ্নিরূপ ( সেই  
কোশলরাজ রামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ) ॥৪॥

**বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ ।**

**পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈখঁতপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥**

**অব্ধয়ঃ**—যেন বিশ্বামিত্রাধ্বরে ( বিশ্বামিত্রমুনেঃ  
যজ্ঞে ) পশ্যতঃ লক্ষ্মণস্য এব ( পশ্যন্তং লক্ষ্মণম্ অন-  
পেক্ষৈব ) মারীচাদ্যাঃ ( মারীচপ্রধানাঃ ) নিশাচরাঃ  
( নিশা মায়য়া চরন্তীতি তে মায়্যাচারিণঃ ইত্যর্থঃ )  
নৈখঁতপুঙ্গবাঃ ( রাক্ষসশ্রেষ্ঠাঃ ) হতাঃ ( বিনাশিতাঃ

সঃ কোশলেन्द्रঃ নঃ অবতাৎ ইতি সৰ্ব্বদ্রাব্ধয়ঃ ) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—যিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে লক্ষ্মণের  
সমক্ষে মারীচ প্রধান নিশাচরণগকে ও বহু রাক্ষস-  
শ্রেষ্ঠকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই কোশলরাজ রাম-  
চন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥

**বিশ্বনাথ**—অতিসংক্ষেপেণ বর্ণিতং রামচরিত-  
মাদিত আরভ্য কিঞ্চিদ্বিস্তরেণাহ বিশ্বামিত্রেত্যাদিনা  
অধ্যায়দ্বয়েন । নিশা মায়য়া চরন্তীতি তে নৈখঁতপুঙ্গবা  
রাক্ষসশ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—অতিসংক্ষেপে বর্ণিত রাম-  
চরিত আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্তারের  
সহিত দুইটি অধ্যায়ে বলিতেছেন—‘বিশ্বামিত্রাধ্বরে’  
ইত্যাদি । ‘নিশাচরাঃ’—নিশা বলিতে মায়ার দ্বারা  
যাহারা বিচরণ করে, সেই মারীচ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ  
রাক্ষসগণকে যিনি বধ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

**যো লোকবীরসমিতৌ ধনুর্নৈশমুগ্রং**

**সীতাস্বয়ংবরগৃহে ত্রিশতোপনীতম্ ।**

**আদায় বালগজলীল ইবক্ষুযষ্টিং**

**সজীকৃতং নৃপ বিক্রম্য বভজ মধ্যে ॥ ৬ ॥**

**জিতানুরূপগুণশীলবয়োহঙ্গরূপাং**

**সীতাভিধাং শ্রিয়মুরসাভিলম্বমানাম্ ।**

**মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যানয়ৎ প্রকুড়ং**

**দর্পং মহীমকৃত যস্তিররাজবীজাম্ ॥ ৭ ॥**

**অব্ধয়ঃ**—( হে ) নৃপ ! বালগজলীলঃ ( বাল-  
গজস্য লীলেব লীলা যস্য সঃ ) যঃ সীতাস্বয়ংবরগৃহে  
লোকবীরসমিতৌ ( লোকে যে বীরাঃ তেষাং সমিতৌ  
সমাজে ) ত্রিশতোপ নীতং ( ত্রিশতজনৈঃ উপনীতং  
সমীপম্ আনীতম্ ) উগ্রং ( কঠিনং গরিষ্ঠম্ ) ঐশং  
ধনুঃ ( শিবস্য ধনুঃ ) আদায় ( লীলয়ৈব গৃহীত্বা )  
সজীকৃতম্ ( আরোপিতং কুড়া ) ইক্ষুযষ্টিম্ ইব  
বিক্রম্য মধ্যে ( আক্রম্য ) ( মধ্যদেশে অনায়াসেন )  
বভজ ( দ্বিধাচকার ) । ( যঃ ) অনুরূপগুণশীল-  
বয়োহঙ্গরূপাম্ ( অনুরূপাণি স্বযোগ্যানি গুণশীলাদীনি  
যস্যাঃ তাং ) সীতাভিধাং ( সীতানাম্ভীম্ ) উরসি  
( বক্ষসি ) অভিলম্বমানাং ( পূর্বম্ অভিলম্বঃ প্রাপ্তঃ  
মানঃ যয়া তাং ) শ্রিয়ং ( লক্ষ্মীং ) জিত্বা মার্গে ( পথি)

ব্রজন্ (গচ্ছন্ সন্) যঃ ত্রিঃ (ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ এক-  
বিংশতিবারান্ ইত্যর্থঃ) মহীং (পৃথিবীম্) অরাজ-  
বীজাং (রাজবীজশূন্যাম্) অকৃত (কৃতবান্, তস্য)  
ভৃগুপতেঃ (পরশুরামস্য ধনুর্ভঙ্গমহানাদক্ষুভিতস্য  
ইত্যর্থঃ) প্ররূঢ়ং (প্রকৃষ্টরূপেণ রূঢ়ং সমুদিতং)  
দর্পং (গর্বং) ব্যনয়ৎ (অপনীতবান্) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! রামচন্দ্রের লীলা বাল-  
গজতুল্য অতি অদ্ভুত, তিনি সীতার স্বয়ম্বরগৃহে বীর-  
গণের সমাজে তিন শত বাহকের দ্বারা আনীত  
অতীব গুরুভারযুক্ত শিব-ধনুক অবলীলাক্রমে গ্রহণ  
করিয়া জ্যা আরোপণ পূর্বক ইক্ষুযষ্টিটির ন্যায় আক-  
র্ষণান্তর মধ্যদেশে ভগ্ন করিয়াছিলেন। এবং নিজ  
অনুরূপ বয়স, অঙ্গ, রূপ, গুণ ও স্বভাববিশিষ্টা,  
(প্রকটলীলার পূর্বেও) স্বীয় বক্ষঃস্থলে নিত্য আদর-  
প্রাপ্তা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সীতাদেবীকে স্বয়ম্বরে জয়  
করিয়া প্রত্যাগমনকালে যিনি পৃথিবীকে একবিংশতি-  
বার ক্ষত্রিয়শূন্যা করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামের  
অতিবিক্রিত দর্প, পথে গমন করিতে করিতেই চূর্ণ  
করিয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—লোকে যে বীরাস্ত্রম্যাং সমিতৌ  
সমাজে। ঐশং মাহেশং ধনুঃ ইক্ষুযষ্টিমিব লীলয়ৈ-  
বাদায় সজ্জীকৃতং সৎ বিকৃষ্য মধ্যো বভজ। কীদৃশং  
বাহকানাং ত্রিভিঃ শতৈরুপনীতম্? জিত্বা প্রাপ্য  
উরসি অভিলম্ব্যেহা মান আদরঃ পূর্বমেব যন্না তাং,  
ভৃগুপতেঃ পরশুরামস্য দর্পং ব্যনয়ৎ বিগতীচক্রে।  
ত্রিঃ ত্রিসপ্তকৃত্বো মহীং যঃ রাজবীজশূন্যাং চক্রে ॥ ৬-  
৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘লোকবীরসমিতৌ’—লোক-  
মধ্যে যাঁহারা বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের সমাজে  
(সভামধ্যে)। ‘ঐশং ধনুঃ’—শিবের ধনুকটিকে  
ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় অনায়াসে গ্রহণপূর্বক গুণযুক্ত  
করিয়া আর্ষণপূর্বক মধ্যস্থলে ভগ্ন করিয়াছিলেন।  
কেমন ধনুক? তাহাতে বলিতেছেন—‘ত্রিশতোপ-  
নীতং’, যাহা তিনশত বাহক কর্তৃক আনীত।  
‘জিত্বা’—যে সীতাদেবী পূর্বে লক্ষ্মীরূপে বক্ষঃস্থলে  
থাকিয়া আদর লাভ করিতেন, তাঁহাকে স্বয়ংবরক্ষেত্রে  
জয় করিয়া লইয়া যাইবার সময় পথে পরশুরামের

দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। যে পরশুরাম পৃথিবীকে  
একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বীরশূন্যা করিয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতৃনিদেশং

শ্লেণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্য্যঃ।

রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং

তাত্ত্বা যযৌ বনমসুনিব মুক্তসঙ্গঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—যঃ শ্লেণস্য অপি চ সত্যপাশপরিবীত-  
পিতুঃ (সত্যপাশেন পরিবীতস্য আবদ্ধস্য পিতুঃ)  
নিদেশম্ (আজ্ঞাং) শিরসা জগৃহে (গৃহীতবান্, অপিচ)  
মুক্তসঙ্গঃ (যোগী) অসুন্ (প্রাণান্) ইব রাজ্যং  
শ্রিয়ং (সম্পদং) প্রণয়িনঃ সুহৃদো (প্রিয়ান্ বান্ধবান্)  
নিবাসং (বাসভূমিক্) তাত্ত্বা বনং যযৌ (গতবান্)  
॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কৈকেয়ীকে প্রতিশ্রুতিদানে বাধ্য সুত-  
রাং সত্যপাশে আবদ্ধ পিতা দশরথের আদেশ শিরো-  
ধারণ্য করিয়া রামচন্দ্র মুক্তসঙ্গ যোগীর প্রাণ পরি-  
ত্যাগের ন্যায় আনন্দের সহিত রাজ্য, শ্রী, প্রণয়ী,  
সুহৃদ এবং নিবাস-ভূমি পরিত্যাগ পূর্বক বনে গমন  
করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—য ইতি কদাচিৎ পূর্বং কৈকেয়্যাং  
তুষ্টেন রাজ্ঞা হৃদপেক্ষিতং দাস্যামীতি প্রতিশ্রুতং,  
ততঃ শ্রীরামস্য যৌবরাজ্যাভিষেকসময়ে তন্না ভরতস্য  
রাজ্যং রামস্য চ বনে বাসঃ প্রার্থিতঃ। অতঃ সত্য-  
পাশেন পরিবীতস্য পিতুঃ শ্লেণস্য জিহ্নৈ কৈকেয়্যৈ  
সত্যানুরোধবশাৎ হি তস্য নিদেশং সভার্য্যোহপি  
জগ্ৰাহ। দৃষ্ট্যজস্যাপি সহর্ষত্যাগে দৃষ্টান্তঃ—মুক্ত-  
সঙ্গো যোগী অসুন্ প্রাণানিবেতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যঃ’ ইত্যাদি—পূর্বে কোন  
এক সময় কৈকেয়ীর প্রতি তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ  
‘তোমার প্রার্থিত বরদ্বয় প্রদান করিব’—এরূপ প্রতি-  
শ্রুত ছিলেন। তারপর রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে  
অভিষেকসময়ে কৈকেয়ী ভরতের যৌবরাজ্য ও রাম-  
চন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করিলেন। ‘সত্যপাশ-পরি-  
বীত-পিতুঃ’—সত্যপাশে আবদ্ধ পিতার, ‘শ্লেণস্য’—  
শ্রী কৈকেয়ীর প্রতি সত্যানুরোধবশতঃ শ্লেণ পিতার  
সেই আদেশকেও যিনি ভার্য্যার সহিত অবনতমস্তকে

গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুষ্ট্যজ বিষয়েরও সহঃ ত্যাগের দৃষ্টান্ত—মুক্তসঙ্গ যোগী যেমন দুষ্ট্যজ প্রাণ আনন্দের সহিত বিসর্জন করেন ॥ ৮ ॥

রক্ষঃস্বসূর্য্যাকৃতরূপমশুক্রবৃদ্ধে-  
স্তস্যাঃ খরত্রিশিরদূষণমুখ্যবন্ধন ।  
জগ্নে চতুর্দশসহস্রমপারণীয়-  
কোদণ্ডপাণিরটমান উবাস কৃচ্ছ্ৰম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথঃ সংঃ) অশুক্রবৃদ্ধেঃ (সীতাং জিঘ্রক্ষাঃ কামাতুরায়া ইতি বা) রক্ষঃস্বসুঃ (রাবণস্য ভগিন্যাঃ সূর্পণখায়াঃ) রূপং ব্যকৃত (বিকারম্ অনয়ৎ, ততঃ) অপারণীয় কোদণ্ড-পাণিঃ (অপার-ণীয়ম্ অলঙ্ঘ্যম্ অসহ্যং কোদণ্ডং ধনুঃ পাণৌ যস্য সং তথাভূতঃ সং) তস্যাঃ (সূর্পণখায়াঃ) চতুর্দশ-সহস্রং (চতুর্দশসহস্রসংখ্যকান্) খরত্রিশির-দূষণ-বন্ধন (খরত্রিশিরদূষণাঃ মুখ্যাঃ প্রধানাঃ যেমু তান্ বন্ধন) জগ্নে (বিনাশয়ামাস, ততঃ) অটমানঃ (বনে ভ্রমন্) কৃচ্ছ্ৰং (সকণ্ঠম্) উবাস (বাসং কৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি মন্দবুদ্ধি রাবণভগ্নী সূর্প-ণখার নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন করিয়া রূপ বিকৃত করিয়াছিলেন এবং দুঃসহ ধনুকহস্তে সূর্পণখার খরত্রিশির-দূষণপ্রমুখ বন্ধুবর্গ ও চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অতি-কষ্টে বনে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—রক্ষসো রাবণস্য স্বসুঃ সূর্পণখায়া রূপং ব্যকৃত কর্ণনাসাচ্ছেদেন বিকারমনয়ৎ, জগ্নে জঘান। অপারণীয়ম্ অনৌরসহ্যং কোদণ্ডং পাণৌ যস্য সং। ততশ্চ অটমানঃ বনে ভ্রমন্ কৃচ্ছ্ৰং সকণ্ঠমুবাস ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রক্ষঃস্বসুঃ’—রাক্ষস রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার রূপ নাসাকর্ণ ছেদনের দ্বারা যিনি বিকৃত করিয়াছিলেন। ‘জগ্নে’—জঘান, পরস্পমপদী হইবে (অর্থাৎ যিনি খরদূষণ প্রভৃতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন)। ‘অপারণীয়-কোদণ্ড-পাণিঃ’—অনোর অসহনীয় কোদণ্ড অর্থাৎ ধনুঃ পাণিতে যাঁহার, সেই রামচন্দ্র। ‘অটমানঃ’—পরে

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অতিকষ্টে বনবাস করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন  
সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকঙ্করেণ ।  
জগ্নেহভুতৈগবপুষাশ্রমতোহপকৃষ্টো  
মারীচমাণ্ড বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপতে! (হে রাজন্!) সীতাকথা শ্রবণদীপিত-হৃচ্ছয়েন (সীতায়াঃ কথা-শ্রবণেন দীপিতঃ সংবদ্ধিতঃ হৃচ্ছয়কামঃ যস্য তেন) দশকঙ্করেণ (সীতাং রাবণেন হরিষ্যতা স্বস্মাৎ ভীতেন স্বস্যাশ্রমাদপকর্মার্থ) সৃষ্টং (প্রেরিতং) মারীচং বিলোক্য (দৃষ্টা) অভুতৈগবপুষা (স্বর্ণ-হরিগদেহনোপলক্ষিতং) আশ্রমতঃ (আশ্রমাৎ) অপকৃষ্টঃ (প্রলোভনেন দূরং নীতঃ সং) উগ্রঃ (শ্রীরুদ্রঃ) কং যথা (দক্ষম্ ইব তং মারীচং) বিশি-খেন (তীক্ষ্ণবাণেন) আণ্ড (সত্ত্বরং) জগ্নে (জঘান, বিনাশিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সূর্পণখার মুখে সীতার কথা শ্রবণ করিয়া রাবণের কামানল উদ্দীপ্ত হইয়া ঈর্ষিল। সে সীতাহরণ বাসনায় রামচন্দ্রকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যাইবার উদ্দেশে মারীচকে তথায় প্রেরণ করিল। রামচন্দ্র স্বর্ণ হরিগদেহে আশ্চর্য্যরূপে উপলক্ষিত রাবণ-প্রেরিত মারীচকে দর্শন করিয়া তদ্বারা আকৃষ্ট ও আশ্রম হইতে দূরে নীত হইলেন এবং রুদ্র যেমন মৃগরূপে ধাবমান প্রজাপতির প্রতি বান নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মারীচের প্রতি তীক্ষ্ণশর নিষ্ক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে আণ্ড নিহত করি-লেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সূর্পণখামুখাৎ শ্রুত্বা সীতাং হরি-ষ্যতা রাবণেন স্বস্মাত্তীতেন স্বস্যাশ্রমাদপকর্মার্থং সৃষ্টং বিসৃষ্টং প্রেরিতং মারীচং বিলোক্য জঘান। কথন্তুতং অভুতৈগবপুষা স্বর্ণহরিগণশরীরেণোপলক্ষিতং স্বয়ং কথন্তুতঃ আশ্রমতোহপকৃষ্টঃ দূরং গতঃ। কং দক্ষং যথা উগ্রঃ শ্রীরুদ্রঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সূর্পণখার মুখে সীতার কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ সীতাহরণের অভি-



প্রায়ে প্রথমতঃ রামচন্দ্রের ভয়ে তাঁহাকে আশ্রম হইতে দূরে লইবার জন্য মারীচকে প্রেরণ করিয়াছিল। রামচন্দ্র মারীচকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। কেমন মারীচ? তাহাতে বলিতেছেন—‘অদ্ভুতৈবপুষ’—অদ্ভুত স্বর্ণ হরিণ-রূপ যে ধারণ করিয়াছিল। রামচন্দ্র কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—‘আশ্রমতোহপকৃষ্টঃ’ আশ্রম হইতে যিনি দূরে নীত হইয়াছিলেন। ‘কম্ যথা উগ্রঃ’—দক্ষকে যেমন শ্রীরুদ্র (বীরভদ্র) বধ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

রক্ষোহধমেন রুকবদ্বিগিনেহসমক্ষ্যং

বৈদেহরাজদুহিতর্যাপযাপিতায়াম্ ।

ভ্রাতা বনে রূপগবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ

স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশচচার ॥ ১১ ॥

অর্থঃ—( ততঃ ) রুকবৎ ( রুকেন ইব ) রক্ষোহধমেন ( রাবণেন ) বিগিনে ( বনে ) বৈদেহ-রাজদুহিতরি ( সীতায়াম্ ) অসমক্ষ্যং ( পরোক্ষম্ ) অপযাপিতায়াং ( প্রাপিতায়াং সত্যং ) প্রিয়য়া ( সীতয়া ) বিযুক্তঃ ( বিরহিতঃ সঃ ) ইতি ( ইত্যনেন প্রকারেণ ) স্ত্রী-সঙ্গিনাং গতিং ( দুঃখোদকং গতিং ) প্রথয়ন্ ( লোকে প্রখ্যাপয়ন্ ) ভ্রাতা ( লক্ষ্মণেন সহ ) রূপগবৎ ( বনে চচার ( পর্যাণ্ডিতবান্ ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—রুক যেরূপ পালকের অসাক্ষাতে মেঘ-শাবক অপহরণ করিয়া পলায়ন করে, রাক্ষসাদম রাবণ সেইরূপ বনমধ্যে রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে বৈদেহী সীতাদেবীকে অপহরণ করিলে রামচন্দ্র প্রিয়া-বিরহে স্ত্রী-সঙ্গিগণের দুঃখময়ী গতি লোক-সমাজে বিস্তার করিতে করিতে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দীনবৎ বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অধমেন রাবণেন রুকবৎ রুকণেব অসমক্ষ্যং পরোক্ষত এবাপযাপিতায়াং অপহৃতায়াম্ সত্যং প্রিয়য়া প্রেমবত্যা সীতয়া বিযুক্তঃ বিপ্রলস্ত-শৃঙ্গার সাশ্রয়ালম্বনীভূতঃ প্রেমাগমেব বিপ্রলস্তরসময়ী-ভূতমাস্বাদয়ন্ তদনুভাবসাত্ত্বিকসঞ্চার্যাদিকং বিলাপমুচ্ছোন্মাদাদিকং প্রকটয়ন্তেব চচার। কথন্তুতঃ ইতীত্যনেনৈব প্রচারেণ স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিং বিলাপাদি-

দুঃখোদকং প্রথয়ন্ বহির্দর্শিনো জনান্ প্রখ্যাপয়মিতি, প্রথ্যামাত্রমেতন্ তু বস্তুত ইত্যর্থঃ। অন্তর্দর্শিনস্ত ‘চিন্ময়েহস্মিন্ মহাবিক্ষৌ জাতে দাশরথে হরা’বিত্তি রামতাপনী-শ্রুত্যাদিপ্রমাণেন চিদানন্দময়মনো-বুদ্ধী-দ্রিয়শরীরস্য পরব্রহ্মগন্তস্য দুঃখসম্ভাবনাপি শাস্ত্র-যুক্তি-প্রতিকুলেতি পঞ্চমঙ্কদ্বীয়কিংপুরুষবর্ষরামপ্রসঙ্গ-ব্যাখ্যাতযুক্ত্যা জানন্ত্যেব ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রক্ষোহধমেন’—রাক্ষসাদম রাবণ রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে বনমধ্যে রুকের ( নেকড়ে বাঘের ) ন্যায় জনকনন্দিনীকে অপহরণ করিলে, ‘প্রিয়য়া বিযুক্তঃ’—প্রিয়তমা সীতার বিচ্ছেদ-যুক্ত হইয়া, অর্থাৎ বিপ্রলস্তরূপ শৃঙ্গার রসাত্মক অব-লম্বন পূর্বক বিপ্রলস্তরসময় প্রেমই আস্বাদন করতঃ তাহার অনুভাব, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী প্রভৃতি বিলাপ, মুচ্ছা, উন্মাদাদি দশা প্রকট করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেমনভাবে? তাহাতে বলিতেছেন—‘ইতি স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিং প্রথয়ন্’, লোক-মধ্যে স্ত্রীসঙ্গিগণের এজাতীয় বিলাপাদি দুর্গতি প্রচারের জন্যই, অর্থাৎ বহির্দর্শী জনের নিকট প্রখ্যা-পনের নিমিত্ত ইহা প্রথ্যামাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ নহে, এই অর্থ। কিন্তু অন্তর্দর্শী ভক্তজন, “চিন্ময়স্বরূপ মহা-বিষ্ণু এই শ্রীহরি দশরথনন্দনরূপে আবির্ভূত হইলে” —ইত্যাদি রামতাপনী প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণানুসারে যাহার চিদানন্দময় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর, সেই পরব্রহ্মের দুঃখসম্ভাবনাও শাস্ত্রযুক্তির প্রতিকূল—এই-রূপ সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের কিংপুরুষ-বর্ষে রামচরিত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত যুক্তি অনুসারে বিদিতই আছেন ॥ ১১ ॥

মধ্য—

নিত্যপূর্ণসুখজ্ঞপ্তিধরপোহসৌ যতো বিভূঃ ।  
অতোহস্য রাম ইত্যখ্যাতস্য দুঃখং কুতোহবপি ॥  
তথাপি লোকশিক্ষার্থমদুঃখবত্তি যৎ ।  
অন্তহিতাং লোকদৃষ্ট্যা সীতামাসীৎ স্মরন্নিব ॥  
জাপনার্থং পুনরিত্যসম্বন্ধং স্বাঅনঃ প্রিয়াঃ ।  
অযোধ্যয়া বিনির্গচ্ছন্ সর্বলোকস্য চেস্বরঃ ।  
প্রত্যক্ষন্ত শ্রিয়া সাক্ষং জগামানাদিরব্যয়ঃ ॥  
নক্ষত্রমাগণিতং ত্রয়োদশসহস্রকম্ ।  
ব্রহ্মলোকসমং চক্রে সমস্তং ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥

রামো রামো রাম ইতি সর্বোয়ামভবতদা ।  
সর্বোয়ামমম্মো লোকো যদা রামন্তুপালয়ৎ ॥  
ইতি স্কান্দে ॥ ১১ ॥

দক্ষাঅকৃত্যহতকৃত্যমহ্ন কবক্ষং  
সখ্যং বিধায় কপিভির্দগ্নিতাগতিং তৈঃ ।  
বুদ্ধাথ বালিনি হতে প্রবগেন্দ্রসৈন্যে-  
বেলামগাৎ স মনুজোহজডবাক্চিতাভিঃ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—( অথ ) অজডবাক্চিতাভিঃ ( অজ-  
ডবাত্যাং ব্রহ্মশঙ্করাভ্যামচ্চিতো অশ্রী পাদৌ যস্য  
সঃ ) মনুজঃ ( মনুষ্যবিগ্রহাপ্রিতঃ ) সঃ ( রামঃ )  
আত্মকৃত্যহতকৃত্যম্ ( আত্মার্থেন কৃত্যেন কর্মণা  
রাবণেন সহ যুদ্ধেন হতং কৃত্যং শাস্ত্রীয়ং দহনাদিকং  
যস্য তং জটায়ুসং পুত্র ইব ) দক্ষা কবক্ষং ( স্বগ্রহণায়  
প্রসারিতবাহং রাক্ষসবিশেষম্ ) অহ্ন ( বিনাশন্যামাস ),  
অথ কপিভিঃ ( সুগ্রীবাদিভিঃ সহ ) সখ্যং ( বন্ধুত্বং )  
বিধায় ( কৃত্বা ) বালিনি ( সুগ্রীবদ্ব্যতরি ) হতে  
( বিনাশিতে সতি ) তৈঃ ( কপিভিঃ ) দগ্নিতাগতিং  
( দগ্নিতায়াঃ সীতায়্যাঃ গতিং ) বুদ্ধা ( জ্ঞাত্বা ) প্রবগেন্দ্র-  
সৈন্যেঃ ( বানররাজসৈন্যেঃ সহ ) বেলাং ( সমুদ্রতীরম্ )  
অগাৎ ( গতবান্ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, শিব যাঁহার পাদপদ্মে পূজা  
করিয়া থাকেন, মনুষ্য বিগ্রহ-ধারী সেই রামচন্দ্র  
রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত জটায়ুর সৎকার  
অর্থাৎ দাহন করিয়া কবক্ষনামক অসুরকে হত্যা  
করিয়াছিলেন । তদনন্তর সুগ্রীবাদি কপিশ্রেষ্ঠগণ-সহ  
বন্ধুত্ব করিয়া বালি-বিনাশের পর ঐ সকল কপি-  
গণের দ্বারা প্রিয়ার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বানর  
সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মার্থেন কৃত্যেন কর্মণা রাবণেন  
সহ যুদ্ধেন হতং কৃত্যং শাস্ত্রীয়ং দহনাদিকং যস্য তং  
জটায়ুসং পুত্র ইব দক্ষা কবক্ষং স্বগ্রহণায় প্রসারিত-  
বাহং রাক্ষসমহ্ন । অথ বালিনি হতে সতি তৈঃ কপি-  
ভির্দগ্নিতা-গতিং বুদ্ধা বেলাং সমুদ্রতীরং, মনুজো  
রামঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আত্মকৃত্য-হত-কৃত্যং’—  
সীতা উদ্ধরণরূপ নিজ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত হত

হইয়াছে কৃত্য বলিতে পৌরুষ অথবা শাস্ত্রীয় দাহাদি  
কার্য্য যাহার, অর্থাৎ সীতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া  
রাবণের হস্তে নিহত ও শাস্ত্রবিধানে অকৃতদাহ জটায়ু  
পক্ষীকে পুত্রের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র যথোচিত দাহ  
করিয়া, ‘কবক্ষং’—আপনাকে গ্রহণের জন্য প্রসারিত-  
বাহ কবক্ষকে হত্যা করিলেন । অনন্তর বালীবধ  
হইলে, সেই বানরগণের সাহায্যে ‘দগ্নিতা-গতিং’—  
প্রিয়তমা সীতাদেবীর লক্ষ্য অবস্থানের কথা জানিতে  
পারিয়া, ‘বেলাম্ অগাৎ’—সমুদ্রতীরে গমন করি-  
লেন । ‘মনুজঃ’—মানব, অর্থাৎ নরাকৃতি ভগবান্  
শ্রীরামচন্দ্র ॥ ১২ ॥

যদ্রোষবিভ্রমবিরুদ্ধকটাক্ষপাত-

সংদ্রান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ ।

সিদ্ধুঃ শিরস্যর্হণং পরিগৃহ্য রূপী

পাদারবিন্দমুপগম্য বভাষ এতৎ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—( তত্র ত্রিরাত্রমুপবাসেন প্রতীক্ষিতোহপি  
সিদ্ধুঃ যদা নোপস্থিতঃ তদা ) যদ্রোষ-বিভ্রমবিরুদ্ধ-  
কটাক্ষপাতসদ্রান্ত-নক্রমকরঃ ( যস্য রোষবিভ্রমেণ  
ক্রোধলীলয়া বিরুদ্ধঃ যঃ কটাক্ষং তস্য পাতেন ক্ষেপ-  
ণেন সদ্ভান্তা বিচলিতা নক্রাঃ মকরাশ্চ যস্মিন্ সঃ )  
ভয়গীর্ণঘোষঃ ( ভয়েন গীর্ণঃ প্রস্তুঃ স্তম্ভিতঃ ঘোষঃ  
যেন সঃ ) রূপী ( মুক্তিমান্ ) সিদ্ধুঃ ( সমুদ্রঃ ) শিরসি  
অর্হণম্ ( অর্হণম্ অর্ঘ্যাদিকং ) পরিগৃহ্য ( গৃহীত্বা )  
পাদারবিন্দং ( শ্রীপদকমলম্ ) উপগম্য ( প্রাপ্য )  
এতৎ ( বক্ষ্যমাণং ) বভাষে ( উক্তবান্ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—( রামচন্দ্র সাগরতটে ত্রিরাত্র উপবাস  
করিয়া সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিলেন তথাপি  
সমুদ্র আগমন করিল না দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই কালে ) রামচন্দ্রের ক্রোধলীলার  
বিকট কটাক্ষমাত্রে যাহার মধ্যস্থিত কুন্তীর-মকরাদি  
জলজন্তুসকল ভয়ে বিচলিত হইয়াছিল, সেই সমুদ্র  
অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজ শব্দ স্তম্ভনপূর্বক মুক্তিমান্  
হইল এবং পূজার দ্রব্যাদি লইয়া রামচন্দ্রের পাদপদ্মে  
উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ত্রিরাত্রোপবাসেন প্রতীক্ষিতোহপি  
সিদ্ধূর্যদা নোপতত্বে তদা স্বৈর্ষ্যং সম্মারেত্যাহ—

যস্য রোষবিভ্রমেন ক্রোধবিলাসেন বিরক্তো বিকটো  
যঃ কটাক্ষপাতস্তেন সংভ্রান্তা বিপন্নানক্ৰা মকরাশ্চ  
যস্য সঃ । ভয়েন গীর্ণঃ প্রস্তঃ স্তম্ভিতো ঘোষো যেন  
সঃ । অর্হণমর্ঘ্যাদি পূজোপহারম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রতীরে ত্রিরাত্র উপবাসী  
থাকিয়া সমুদ্রের সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা করিলেও  
যখন সমুদ্র উপস্থিত হইল না, তখন নিজ ঐশ্বর্য্য  
প্রকট করিলেন, ইহা বলিতেছেন—‘যদ্ রোষবিভ্রম-’  
ইত্যাদি । যাঁহার ( রামচন্দ্রের ) ক্রোধবিলাসের দ্বারা  
বিস্তৃত যে কটাক্ষপাত, তাহাতে সংভ্রান্ত বলিতে বিপন্ন  
হইয়াছে ক্ষুণ্ণীর ও মকরগণ যাঁহার, সেই সমুদ্র ভয়ে  
শব্দ স্তম্ভনপূর্ব্বক মৃতিমান হইয়া মস্তকে পূজার উপ-  
হার লইয়া নিকটে আসিয়া তাঁহার পাদপদ্মমুগ্ধে  
প্রণামপূর্ব্বক এরূপ বলিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্

কৃটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্ ।

যৎ সত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা

মন্যোশ্চ ভূতপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ ॥ ১৪ ॥

অবয়বঃ—( হে ) ভূমন্ । জড়ধিয়ঃ ( জড়বুদ্ধয়ঃ )  
বয়ম্ ( এতাবৎপর্য্যন্তং ) জগতাম্ অধীশম্ ( অধি-  
পতিং ) কৃটস্থম্ ( নিষিকারম্ ) আদিপুরুষং ত্বাং  
নু ( নিশ্চিতং ) ন বিদামঃ ( ন জানীমঃ, ইদানীন্ত )  
যৎসত্ত্বতঃ ( যদধীনাৎ সত্ত্বগুণাৎ ) সুরগণাঃ ( দেবাঃ )  
রজসঃ ( যদধীনাৎ রজোগুণাৎ ) প্রজেশাঃ ( প্রজা-  
পতয়ঃ ) মন্যোঃ ( যদধীনাৎ তমোগুণাৎ ) ভূত-  
পতয়ঃ চ ( ভূতেশাঃ ভবন্তি ) গুণেশঃ ( গুণাধিপতিঃ )  
সঃ ভবান্ ( জাতঃ ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বব্যাপিন্ ! জড়বুদ্ধিসম্পন্ন  
আমরা একাল পর্য্যন্ত আপনাকে জানিতে পারি নাই,  
আপনি জগতের অধীশ্বর, নিষিকার আদি পুরুষ, যে  
সত্ত্বগুণ হইতে দেবতারূপ, রজোগুণ হইতে প্রজাপতি-  
বর্গ ও ক্রোধরূপ তমোগুণ হইতে রুদ্রগণের আবি-  
র্ভাব হইয়াছে, সেই গুণরূপ প্রধানের অধীশ একমাত্র  
আপনি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—জড়ধিয়ো জড়ধিত্বাদজ্ঞাঃ স্বশাস্তিম-  
প্রাপ্য ত্বাং ন বিদামঃ পশবো হি লণ্ডপ্রহারমনবাপ্য

মনুষ্যং যথা ন গণয়ন্তি তথৈতি ভাবঃ । নম্বধুনা  
পরিচিতোহস্মি ন বা তত্রাহ যদিতি পৃথক্ পদং  
যস্যোত্যর্থঃ । মন্যোশ্চমসঃ । তস্য গুণস্য গুণরূপ-  
প্রধানস্য ঈশঃ নিয়ন্তা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জড়ধিয়ঃ’—জড়বুদ্ধি বলিয়া  
আমরা অজ্ঞ, আপনার দণ্ড প্রাপ্তি না হইলে আপ-  
নাকে জানিতে পারি না, যেমন পশুগণ লণ্ডপ্রহার  
না পাইলে মনুষ্যকে গণনা করে না, তদ্রূপ—এই  
ভাব । যদি বলেন—এখন আমি পরিচিত হইয়াছি,  
অর্থাৎ এখন আমাকে জানিতে পারিয়াছি, অথবা না ?  
তাহাতে বলিতেছেন—‘যৎ’ ইত্যাদি, যৎ ইহা পৃথক্  
পদ, যাঁহার এই অর্থ । ‘মন্যোঃ’—তমোগুণ হইতে  
ভূতপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন । ‘গুণেশঃ’—সেই  
গুণরূপ প্রধানের আপনি নিয়ন্তা, ( আপনাকে আমরা  
কিভাবে জানিতে পারিব ? —এই ভাব ) ॥ ১৪ ॥

কামং প্রযাহি জহি বিশ্ববসোহবমেহং

ত্রৈলোক্যরাবণমবাগ্নুহি বীর পত্নীম্ ।

বধীহি সেতুমিহ তে যশসো বিততৌ

গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ ॥ ১৫ ॥

অবয়বঃ—বীর ! ( হে বীর ! ) কামং ( যথৈ-  
চ্ছং মজ্জলম্ আক্রম্যাপি ) প্রযাহি ( লক্ষ্যং গচ্ছ )  
বিশ্ববসঃ ( তন্নামকস্য মূনেঃ ) অবমেহং ( পুরীষ-  
প্রায়ং পুত্রাধমম ইত্যর্থঃ ) ত্রৈলোক্যরাবণং ( ত্রৈলোক্যং  
রাবয়তি আক্রন্দয়তীতি তথা তং রাবণং ) জহি  
( বিনাশয় ) ; পত্নীং ( সীতাদেবীম্ ) অবাগ্নুহি  
( লভস্ব, যদ্যপি মম জলং তব গমনপ্রতিবন্ধকং ন  
ভবতি তথাপি ) তে ( তব ) যশসঃ বিততৌ ( বিস্তা-  
রায় ) ইহ ( জলোপরি ) সেতুং বধীহি ( রচয় ), যৎ  
( সেতুম্ ) উপেত্য ( দুষ্করং কৰ্ম্ম অবেক্ষ্য ) দিগ্বিজ-  
য়িনঃ ( মহাবীরাঃ ) ভূপাঃ ( অপি ) গায়ন্তি ( তব  
যশঃ গাস্যন্তি ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আপনি আমার জল অতিক্রম করিয়া  
স্বৈচ্ছাপূর্ব্বক লক্ষ্য গমন করুন । এবং বিশ্বপ্রবার  
মুগ্ধতুল্য পুত্র, ত্রিভুবনের ক্রেশদায়ক রাবণের বিনাশ  
সাধন করুন ও নিজ পত্নী সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হউন ।  
হে বীর, যদিও আমার জল আপনার গমনে প্রতি-

বন্ধক হইবে না তথাপি আপনার কীৰ্ত্তিবিস্তারার্থ এই জলের উপর সেতুবন্ধন করুন। সেই সেতুবন্ধনরূপ দুষ্কর-কর্ম লক্ষ্য করিয়া দিগ্বিজয়ী মহাবীর নৃপতি-গণ আপনার যশঃ কীৰ্ত্তন করিবেন ॥ ১৫ ॥

**বিশ্বনাথ**—বিশ্রবসোহবমেহং মূত্রতুলাং ত্রৈলোক্যং রাবয়তি ব্রহ্মদয়তীতি তথা তম্। যং সেতুপেত্য গায়ন্তি ত্বদ্যশো গাস্যন্তি ॥ ১৫ ॥

**টীকার** বঙ্গানুবাদ—‘বিশ্রবসঃ অবমেহং’—বিশ্রবামুনির মূত্রতুলা। ‘ত্রৈলোক্য-রাবণং’—ত্রিভুবনের লোকদিগকে যিনি ব্রহ্মদন করান, অর্থাৎ ত্রিলোকের পীড়াদায়ক রাবণকে সংহার করুন। ‘যম্ উপেত্য’—যে সেতুর নিকটে আসিয়া নরপতিগণ আপনার যশোগান করিবেন ॥ ১৫ ॥

বন্ধোদধৌ রঘুপতিবিসিদ্ধাদ্রিকুটৈঃ  
সেতুং কপীন্দ্রকরকম্পিতভুরুহাগ্নৈঃ।  
সুগ্রীবনীলহনুমৎ প্রমুখৈরন্যৈকৈ-  
লক্ষ্যং বিভীষণদশাবিশদগ্ৰদক্ষ্যাম্ ॥ ১৬ ॥

**অন্বয়ঃ**—রঘুপতিঃ (রামচন্দ্রঃ) কপীন্দ্র-কর-কম্পিত-ভুরুহাগ্নৈঃ (কপীন্দ্রাণাং কঠৈঃ কম্পিতানি ভুরুহাণাম্ অগ্নি শাখাদীনি যেষু তৈঃ) বিবিধাদ্রিকুটৈঃ (বিবিধৈঃ অদ্রীণাং পর্বতানাং কুটৈঃ শৃঙ্গৈঃ) উদধৌ (সমুদ্রে) সেতুং বন্ধা (নিৰ্ম্মাণ) বিভীষণদশা (বিভীষণস্য বৃদ্ধ্যা) সুগ্রীব-নীল হনুমৎ প্রমুখৈঃ (সুগ্রীবাদয়ঃ প্রমুখাঃ প্রধানাঃ যেষু তৈঃ) অন্যৈকৈঃ সৈন্যৈঃ সহ) অগ্রদগ্ধাং (সীতাল্বেষণকালে হনুমতা দগ্ধাং) লক্ষ্যাম্ আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**—কপিশ্রেষ্ঠগণের করদ্বারা কম্পমান রক্ষশাখাসমূহে পরিপূর্ণ বিবিধ গিরিশৃঙ্গে সমুদ্রের সেতু নির্মাণ করিয়া বিভীষণের পরামর্শে রামচন্দ্র, সুগ্রীব, নীল-হনুমৎ প্রমুখসৈন্যগণসহ সীতাল্বেষণকালে হনুমৎ কর্তৃক দক্ষীভূত লক্ষ্য প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥

**বিশ্বনাথ**—অদ্রিশৃঙ্গৈঃ কীদৃশৈঃ কপীন্দ্রাণাং কঠৈঃ কম্পিতানি ভুরুহাণামগ্নানি শাখাদীনি যেষু তৈঃ। বিভীষণস্য দশা বৃদ্ধ্যা ॥ ১৬ ॥

**টীকার** বঙ্গানুবাদ—‘অদ্রিকুটৈঃ’—শ্রীরামচন্দ্র

বিবিধ পর্বতশৃঙ্গরাজি দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল পর্বতশৃঙ্গ কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—বানর বীরগণের হস্তদ্বারা ঐ সকল পর্বতশৃঙ্গস্থিত রক্ষসমূহের শাখা প্রভৃতি অব-য়বসমুদয় কম্পিত হইতেছিল। ‘বিভীষণ-দশা’—বিভীষণের বুদ্ধি অনুসারে (রামচন্দ্র লক্ষ্য প্রবেশ করিলেন।) ॥ ১৬ ॥

সা বানরেন্দ্রবলরুদ্ধবিহারকোষ্ঠ-  
শ্রীদ্বারগোপুরসদোবলভীবিটঙ্কা।  
নির্ভজ্যমানধিষণধ্বজহেমকুণ্ড-  
শৃঙ্গাটকা গজকুলৈর্হৃদিনীব ঘূর্ণা ॥ ১৭ ॥

**অন্বয়ঃ**—বানরেন্দ্র-বল-রুদ্ধ-বিহারকোষ্ঠ শ্রীদ্বার-গোপুর-সদোবলভীবিটঙ্কা (বানরেন্দ্রাণাং বলৈঃ সৈন্যৈঃ রুদ্ধানি বিহারাদীনি যত্র সা, বিহারঃ ক্রীড়াস্থানং কোষ্ঠং ধান্যাগারাদি, শ্রীঃ কোষঃ, দ্বারং গৃহাদীনাং দ্বারং, গোপুরং পুরদ্বারং, সদঃ সভা, বলভী প্রাসাদাদিপুৰোভাগাচ্ছাদনী, বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা) নির্ভজ্যমান-ধিষণ-ধ্বজ-হেমকুণ্ড-শৃঙ্গাটকা (নির্ভজ্যমানানি ধিষণাদীনি যস্য সা, ধিষণং বেদিকাদি, ধ্বজঃ পতাকা, হেমকুণ্ডঃ প্রাসাদচূড়াগ্রবর্তী সুবর্ণ-কলসঃ, শৃঙ্গাটকং চতুষ্পথং) সা (লক্ষা) গজকুলৈঃ (হস্তিরন্দৈঃ বিচলিতা) হৃদিনী ইব (নদী ইব) ঘূর্ণা (বিচলিতা বভূব) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ**—লক্ষ্য প্রবিষ্ট হইয়া কপীন্দ্রগণের সৈন্যগণ তথাকার ক্রীড়াস্থান, ধান্যাগার, কোষ, গৃহ-দ্বার, পুরদ্বার, সভা, প্রাসাদের উপরি গৃহ, কপোত-বাস প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিল এবং বেদী, পতাকা, প্রাসাদ চূড়াগ্রবর্তী, সুবর্ণকলস তথা চতুষ্পথসমূহ ভগ্ন করিয়া ফেলিল, সুতরাং গজসমূহদ্বারা নদী ঘেরাপ বিচলিত হয়, লক্ষ্য সেইরূপ হইল ॥ ১৭ ॥

**বিশ্বনাথ**—বানরেন্দ্রাণাং বলৈর্ৰুদ্ধা বিহারদয়ো যস্য, বিহারঃ ক্রীড়াস্থানম্। কোষ্ঠং ধান্যাগারাদি, শ্রীঃ কোষঃ। দ্বারং গৃহদ্বারং, গোপুরং পুরদ্বারং, সদঃ সভা, বলভী প্রাসাদোদ্ধৃশিখরগৃহম্। বিটঙ্কঃ কপোতপালিকা। ততশ্চ নির্ভজ্যমানা ধিষণাদ্যা

যস্যাম্ । ধিষণং বেদি দাদি, শৃঙ্গাটিকং চতুঃপথং, ঘূর্ণা  
ঘূর্ণিতা ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সা’—সেই লক্ষা, যাহার  
ক্রীড়াক্ষেত্রাদি কপীন্দ্রগণের সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ  
হইয়াছিল । বিহার বলিতে ক্রীড়াস্থান । কোষ্ঠ—  
ধান্যাগার প্রভৃতি ভাণ্ডার সমূহ, শ্রী—কোষ, গৃহাদির  
দ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, ‘বলভী’—প্রাসাদের উপরি-  
স্থিত, গৃহ, বিটক—কপোতসমূহের আশ্রয় স্থান সকল ।  
তারপর বেদী প্রভৃতি ক্ষেত্র, পতাকা, স্বর্ণকুণ্ড ও চতু-  
ঃপথ সমূহ তাহাদের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল । ‘ঘূর্ণা’  
—ঘূর্ণিতা, হস্তিযুথদ্বারা নদীর যেরূপ আলোড়ন  
সৃষ্টি হয়, তৎকালে রামচন্দ্রের প্রবেশহেতু লক্ষারও  
সেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

রক্ষঃপতিস্তদবলোক্য নিকুন্তকুন্ত-  
ধূম্রাক্ষদুর্শুখসুরান্তকনরান্তকাদীন্ ।

পুত্রং প্রহস্তমতিকায়বিকম্পনাদীন্

সর্বানুগান্ সমহিনোদথ কুন্তকর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—রক্ষঃপতিঃ ( রাবণঃ ) তৎ ( বানর-  
সৈন্যকৃতম্ উৎপীড়নম্ ) অবলোক্য ( দৃষ্ট্য়া ) নিকুন্ত-  
কুন্ত-ধূম্রাক্ষ-দুর্শুখ-সুরান্তক নরান্তকাদীন্ ( নিকুন্ত-  
প্রভৃতীন্ তথা ) পুত্রম্ ( ইন্দ্রজিতং তথা ) প্রহস্তং  
( তন্মামকং রাক্ষসং তথা ) অতিকায়বিকম্পনাদীন্  
( অতিকায়বিকম্পনপ্রভৃতীন্ ) অথ ( অনন্তরং ) কুন্ত-  
কর্ণম্ ( অপি এতান্ ) সর্বানুগান্ ( সর্বান্ অনুগান্  
অনুচরান্ ) সমহিনোৎ ( যুদ্ধার্থং প্রেরিতবান্ ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—রক্ষঃপতি রাবণ বানরসৈন্যগণের  
উৎপাত লক্ষ্য করিয়া, নিকুন্ত, কুন্ত, ধূম্রাক্ষ, দুর্শুখ,  
সুরান্তক, নরান্তক প্রভৃতি অসুরবর্গকে পরে নিজ পুত্র  
ইন্দ্রজিতকে তদনন্তর প্রহস্ত, অতিকায় বিকম্পকে  
অবশেষে কুন্তকর্ণ ও নিজানুগত অনুচরদিগকে যুদ্ধে  
প্রেরণ করিল ॥ ১৮ ॥

বিষয়নাথ—পুত্রমিন্দ্রজিতং সমহিনোৎ যুদ্ধার্থং  
প্রায়ুক্ত ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুত্রং’—পুত্র ইন্দ্রজিতকে,  
‘সমহিনোৎ’—যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

তাং যাতুধানপূতনামসিশূলচাপ-  
প্রাসষ্ঠিশক্তিশর-তোমরখড়্গদুর্গাম্ ।

সুগ্রীবলক্ষণমরুৎসুতগন্ধমাদ-

নীলাঙ্গদক্ষপনসাদিভিরন্বিতোহযাৎ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) সুগ্রীব-লক্ষণ-মরুৎসুত-গন্ধ-  
মাদ-নীলাঙ্গদক্ষ-পনসাদিভিঃ ( সুগ্রীবঃ, লক্ষণঃ,  
মরুৎসুতঃ হনুমান্ গন্ধমাদঃ বানরবিশেষঃ, নীলঃ  
বানরবিশেষঃ, অঙ্গদঃ বালিনন্দনঃ বানরবিশেষঃ,  
ঋক্ষঃ, জাম্ববান্, পনসঃ বানরবিশেষঃ, এতে আদয়ঃ  
প্রধানাঃ যেমাং তৈ সৈন্যৈঃ ) অন্বিতঃ ( যুক্তঃ শ্রীরামঃ )  
অসি-শূল-চাপ-প্রাসষ্ঠি শক্তি-শর-তোমর-খড়্গ-দুর্গাম্  
( অসিপ্রভৃতিভিঃ অস্ত্রৈঃ দুর্গমাং ) তাং ( পূর্বোক্তাং )  
যাতুধানপূতনাং ( রাক্ষসসেনাম্ ) অযাৎ ( যুদ্ধার্থং  
প্রাপ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র, সুগ্রীব, লক্ষণ, হনুমান,  
গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান্, পনসাদি সমভিব্য-  
হারে অসি, শূল, চাপ, প্রাস ( কুণ্ড ) খাদ ( বিধারখণ্ড )  
শক্তি, শর, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত ও  
দুর্গম রাক্ষসসৈন্যদলভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

বিষয়নাথ—অন্বিতঃ শ্রীরামঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্বিতঃ’—শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব,  
লক্ষণ, হনুমান্ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া শত্রু-  
সৈন্যের নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

তেহনৌকপা রঘুপতেরভিপত্য সর্বে

দ্বন্দ্বং বরাথমিভপত্তিরথাস্থযোধৈঃ ।

জয়দ্রুপমৈগিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ

সীতাভিমর্ষহতমঙ্গল-রাবণেশান্ ॥ ২০ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) রঘুপতেঃ ( রামচন্দ্রস্য )  
অনৌকপাঃ ( সেনাপত্যঃ ) অঙ্গদাদ্যাঃ ( অঙ্গদ-প্রভৃ-  
তয়ঃ ) তে সর্বে ইভপত্তি-রথাস্থযোধৈঃ ( ইভাঃ  
হস্তিনঃ, পত্তয়ঃ পদাতয়ঃ, রথাঃ অশ্বাশ্চ তদাশ্বকৈঃ  
যোধৈঃ সৈন্যৈ যৎ ) বরাথং ( রাবণস্য সৈন্যং তত্র )  
দ্বন্দ্বং ( যথা ভবতি তথা ) অভিপত্য ( সঙ্গম্য ) দ্রুপমৈঃ  
( বৃক্ষঃ তথা ) গিরি-গদেষুভিঃ ( গিরিভিঃ গদাভিঃ  
ইযুভিঃ বাণৈশ্চ ) সীতাভিমর্ষ-হতমঙ্গল-রাবণেশান্  
( সীতায়্যা অভিমর্ষণ অভিশাপেন হতং বিনষ্টং

মঙ্গলং যস্য সঃ রাবণঃ ঈশঃ প্রভু যেষাং তান্ রাক্ষ-  
সান্ ) জন্মুঃ ( বিনাশয়ামাসুঃ ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ  
সকলেই রাবণের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দ্বারা  
গঠিত সৈন্যদলকে প্রতিযোগিরূপে মিলিত হইয়া বৃক্ষ,  
পাষাণ, গদা, বাণ নিক্ষেপপূর্বক বিনাশ করিতে  
লাগিলেন, ঐ সকল রাক্ষসসৈন্যদলের অধ্যক্ষ রাব-  
ণের—সীতার অভিষেপে সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হইয়া-  
ছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তে রঘুপতের নীকপা অঙ্গদাদ্যাঃ সর্বৈ  
রাবণস্য ইভাদিভির্ষাধ্বরাথং সৈন্যং তত্র দ্বন্দ্বং যথা  
ভবতি তথাভিপত্য সংগম্য দ্রুমাদিভির্জগ্মুঃ । কান্  
সীতায়া অভিমর্ষণে হরণেন হতং মঙ্গলং যস্য তথা-  
ভূতো রাবণ এব ঈশো যেষাং তান্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তে অনীপকাঃ’—শ্রীরাম-  
চন্দ্রের সেনাধ্যক্ষ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের  
জন্য রাবণের হস্তী, পদাতিকাদি চতুরঙ্গ সৈন্যগণের  
মধ্যে পতিত হইয়া বৃক্ষ, পর্বতাদির দ্বারা আঘাত  
করিয়াছিল । কাহাদিগকে ? তাহাতে বলিতেছেন  
—‘সীতাভিমর্ষ’ ইত্যাদি সীতাদেবীর হরণের জন্য  
হত হইয়াছে মঙ্গল যাহার, তাদৃশ রাবণ যাহাদের  
প্রভু, অর্থাৎ ক্ষণমঙ্গল রাবণের অধীন সেই রাক্ষস-  
গণকে ( বিনাশ করিতে লাগিলেন । ) ॥ ২০ ॥

রক্ষঃপতিঃ স্ববলনষ্টিমবেক্ষ্য রুণট

আরুহ্য যানকমথাভিসসার রামম্ ।

স্বঃসাম্পদনে দ্যুমতি মাতলিনোপনীতে

বিভ্রাজমানমহনমিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অথ ( অনন্তরং ) রক্ষঃপতিঃ ( রাবণঃ )  
স্ববলনষ্টিং ( স্বসৈন্যবিনাশম্ ) অবেষ্য ( দৃষ্টা )  
রুণটঃ ( ক্রুদ্ধঃ সন্ ) যানকং ( পুষ্পকং বিমানম্ )  
আরুহ্য রামম্ অভিসসার ( অভিমুখং গতবান্ অথ )  
মাতলিনা ( ইন্দ্রসারথিনা ) উপনীতে ( প্রাপিতে )  
দ্যুমতি ( কান্তিমুক্তে ) স্বঃসাম্পদনে ( স্বর্গস্য ইন্দ্রস্য রথে )  
বিভ্রাজমানং ( বিরাজমানং রামচন্দ্রং ) নিশিতৈঃ  
( তীক্ষ্ণৈঃ ) ক্ষুরপ্রৈঃ ( শরৈঃ ) অহনৎ ( প্রহারয়ামাস )  
॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিজ  
সৈন্য বিনষ্ট হইল দেখিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া পুষ্পক  
রথে আরোহণ পূর্বক রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত  
হইল এবং ইন্দ্রের সারথি মাতলি কর্তৃক আনীত  
দ্যুতিমান্ রথে বিরাজমান্ রামচন্দ্রকে তীক্ষ্ণশরের  
দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যানকং পুষ্পকং বিমানং রথং বা ।  
স্বঃসাম্পদনে স্বর্গীয়রথে দীপ্তিমতি মাতলিনা ইন্দ্রসারথিনা  
উপনীতে বিভ্রাজমানং রামম্ অহনৎ অহন, ক্ষুরপ্রৈঃ  
শরৈঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যানকং’—পুষ্পক বিমান,  
অথবা রথ ( রাক্ষসরাজ রাবণ নিজ সৈন্যগণের  
বিনাশ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ রথে আরোহণপূর্বক  
শ্রীরামচন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইল ) । ‘স্বঃসাম্পদনে’  
—ইন্দ্রসারথি মাতলি কর্তৃক আনীত দ্যুতিমান্  
স্বর্গীয়রথে বিরাজমান রামচন্দ্রকে রাবণ তীক্ষ্ণশরের  
দ্বারা আঘাত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

রামস্তমাহ পুরুষাদপুরীষ যমঃ

কান্ত্যসমক্ষমসতাপহতা শ্ববৎ তে ।

তাত্ত্বপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য

যচ্ছামি কাল ইব কর্তুরলংঘ্যাবীৰ্য্যঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—রামঃ তং ( রাবণং প্রতি ) আহ ( উক্ত-  
বান্ হে ) পুরুষাদ-পুরীষ ! ( হে রাক্ষসেষু পুরীষ-  
প্রায় । ) যৎ ( যচ্চমৎ ) অসতা ( দৃষ্টেন ত্বয়া )  
নঃ ( অস্মাকম্ ) অসমক্ষং ( পরোক্ষং ) শ্ববৎ  
( কুরুবৎ যথা কুরুরঃ অসমক্ষং গৃহং প্রবিশ্য  
কিমপি হরতি তদ্বৎ ) কান্তা ( মম পত্নী সীতা )  
অপহতা ( অপহাত্য নীতা তচ্চমৎ ) কালঃ ইব  
( অধর্ম্মকর্তুঃ পুংসঃ কালঃ যথা অধর্ম্মফলং দদতি  
তথা ) অলংঘ্যাবীৰ্য্যঃ ( অনতিক্রম্যপ্রভাবঃ অহমপি )  
অদ্য তাত্ত্বপস্য ( নির্লজ্জস্য ) তে ( তব ) জুগুপ্সি-  
তস্য ( দুষ্কর্মণঃ ) ফলং যচ্ছামি ( দদামি ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র রাবণকে বলিলেন,—তুই  
রাক্ষস-মধ্যে পুরীষপ্রায়, কুকুর যেরূপ গৃহস্থামীর  
অসাক্ষাতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি অপহরণ  
পূর্বক পলায়ন করে, তুই সেইরূপ আমার অসাক্ষাতে

মৎপন্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছি, সূতরাং কৃতান্ত যেরূপ অধাশ্মিক ব্যক্তির প্রতি তদুচিত ফল প্রদান করে, অলংঘ্যাবীৰ্য্য আমিও নির্লজ্জ তোর দুষ্টকর্মের ফল প্রদান করিতেছি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হে পুরুষাদ, রাক্ষসানাং পুরীষতুল্য যদৃশ্যমাদপহতা স্ববৎ শুনা যথা অসমক্ষমেব গৃহং প্রবিশ্য ঘৃতমপহ্নিয়তে তদ্বৎ। অদ্য জুগুপ্সিতস্য কর্মণঃ কৰ্ত্তুঃ কালো যম ইব অহং তে ফলং যচ্ছামি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে পুরুষাদ! হে রাক্ষস রাবণ! তুমি রাক্ষসগণের মধ্যে বিষ্ঠাতুল্য। ‘যৎ’—যেহেতু, ‘স্ববৎ’—কুকুর যেমন গৃহস্থামীর অসাক্ষাতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘৃত অপহরণ করে, তদ্রূপ তুমিও আমার অগোচরে আমার ভাৰ্য্যাকে অপহরণ করিয়াছ। ‘কালঃ ইব’—যমসদৃশ আমি অদ্য সেই নিন্দিত কর্মের কৰ্ত্তা তোমাকে সমুচিত ফল প্রদান করিতেছি ॥ ২২ ॥

এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সন্ধিতমুৎসসজ্জ  
বাণং স বজ্রমিব তদ্ধৃদয়ং বিভেদ।  
সোহস্ববমন্ দশমুশৈর্ন্যপতদ্বিমানা-  
দ্ধাহতি জল্লতি জনে সূকৃতীব রিত্তঃ ॥ ২৩ ॥

অবয়বঃ—(রামচন্দ্রঃ) এবং ক্ষিপন্ (ভৎসন্ন) ধনুষি সন্ধিতং (পূর্বযোজিতং) বাণম্ উৎসসজ্জ (নিষ্কিপ্তবান্)। সঃ (বাণঃ) বজ্রম্ ইব তদ্ধৃদয়ং (তস্য রাবণস্য হৃদয়ং) বিভেদ (বিদ্ধম্ অকরোৎ, ততঃ) জনে (তৎপক্ষগতে) হা হা ইতি জল্লতি (কথয়তি সতি) সঃ (রাবণঃ) দশমুখেঃ অস্বক্ (রক্তং) বমন্ (সন্) রিত্তঃ (ভোগেন ক্ষীণঃ পুণ্যঃ) সূকৃতী ইব (ধাশ্মিকঃ ইব, সঃ যথা পুণ্যক্ষয়ে বিমানাৎ নভসঃ পতিতি তথা) বিমানাৎ (পুষ্পকাৎ) ন্যপতৎ (ভূমৌ নিপতিতঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার ভৎসনা করিয়া রামচন্দ্র শরযোজিত ধনুক রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে বজ্রের ন্যায় ঐ বাণ তাহার হৃদদেশ বিদ্ধ করিল, তাহা দেখিয়া তদনুগত লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল এবং রাবণও দশমুখে রক্ত বমন

করিতে করিতে ধাশ্মিক ব্যক্তি পুণ্যক্ষয়ে যেরূপ স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হয়, সেইরূপ বিমান হইতে পতিত হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—স বাণঃ তস্য রাবণস্য। স রাবণঃ। রিত্তঃ ক্ষীণপুণ্যঃ সূকৃতী বিমানাদিব ন্যপতৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সঃ বাণঃ’—শ্রীরাম কৰ্ত্তৃক নিষ্কিপ্ত ঐ বাণ বজ্রের ন্যায় ‘তস্য’—রাবণের হৃদয় ভেদ করিল। ‘রিত্তঃ সূকৃতী ইব’—পুণ্যক্ষয় হইলে সূকৃতী ব্যক্তি যেরূপ অধোলোকে পতিত হয়, ‘সঃ’—সেই রাবণও তদ্রূপ দশমুখে রক্ত বমন করিতে করিতে পুষ্পকরথ হইতে ভূপতিত হইল ॥ ২৩ ॥

ততো নিষ্কম্য লক্ষ্মায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ।

মন্দোদর্যা সমং তত্র প্ররুদন্ত্য উপাদ্রবন্ ॥ ২৪ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (রাবণস্য যুদ্ধে পতনানন্তরং) মন্দোদর্যা (রাবণমহিষ্যা) সমং (সহ) সহস্রশঃ যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যাঃ) লক্ষ্মায়াঃ নিষ্কম্য (নির্গত্য) প্ররুদন্ত্যঃ (রোদনং কুর্ব্বতাঃ সত্যঃ) তত্র (যুদ্ধভূমৌ রাবণসমীপে) উপাদ্রবন্ (সমাগতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তাহার মন্দোদরীর সহিত সহস্র রাক্ষসী লক্ষা হইতে নির্গত হইয়া রোদন করিতে করিতে যুদ্ধ ভূমিতে রাবণ সমীপে আগমন করিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দোদর্যা রাবণভাৰ্য্যা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মন্দোদর্যা’—রাবণভাৰ্য্যা মন্দোদরীর সহিত (সহস্র সহস্র রাক্ষসী লক্ষা হইতে বাহির হইয়া রোদন করিতে করিতে যুদ্ধভূমিতে রাবণসমীপে উপস্থিত হইল।) ॥ ২৪ ॥

স্বান্ স্বান্ বন্ধুন্ পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণেশুভিরদিতান্।

রুরুদুঃ সুস্বরং দীনা ম্লন্ত্য আত্মানাত্মনা ॥ ২৫ ॥

অবয়বঃ—(তাঃ) দীনাঃ (কাতরাঃ রাক্ষস্যাঃ) লক্ষ্মণেশুভিঃ (লক্ষ্মণস্য বাণৈঃ) অদিতান্ (হতান্) স্বান্ স্বান্ (স্বকীয়ান্) বন্ধুন্ (আত্মীয়ান্) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) আত্মনা (স্বস্য অঙ্গেন এব) আত্মনাং

( স্বস্য বক্ষঃ আদিকং ) স্নাত্যঃ ( তাড়য়ন্ত্যঃ সত্যঃ )  
সুস্বরং ( সক্রুরঙ্গস্বরং ) রুরঙ্গদুঃ ( ক্রন্দনং চক্রুঃ )

অনুবাদ—শোকাতুরা রাক্ষসীগণ লক্ষণের বাণে  
নিহত স্ব-স্ব বক্রুবর্গকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ নিজ  
বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে ক্রুরঙ্গস্বরে রোদন  
করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ ।

কং যান্নাচ্ছুরণং লক্ষা ত্বদ্বিহীনা পরাদিতা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—( হে নাথ, ( হে প্রভো, হে ) লোক,  
রাবণ, ( হে জনক্রন্দনজনক, হে ) রাবণ, বয়ং হা  
হতাঃ স্ম ( বিনষ্টাঃ জাতাঃ ), ত্বদ্বিহীনা ( ত্বয়া  
হীনা ) পরাদিতা ( শত্রুপীড়িতা ইয়ং ) লক্ষা কং ( কং  
জনম্ ) শরণম্ ( আশ্রয়ং ) যান্নাৎ ( গচ্ছেৎ ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, হে প্রভো, তুমি জনসমূহের  
কণ্ঠের কারণস্বরূপ । হে রাবণ, আমরা হত হই-  
লাম । তোমা বিহীন হইয়া শত্রু-নিপীড়িত এই  
লক্ষাপুরী কাহার শরণাগত হইবে ॥ ২৬ ॥

ন বৈ বেদ মহাভাগ ভবান্ কামবশং গতঃ ।

তেজোহনুভাবং সীতায়্য যেন নীতো দশামিমাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) মহাভাগ ! ভবান্ কামবশং  
( কামাধীনত্বং ) গতঃ ( প্রাপ্তঃ সন্ ) সীতায়্য  
তেজোহনু ভাবং ( তেজঃ প্রভাবং ) ন বৈ বেদ ( নৈব  
জ্ঞাতবান্ ), যেন ( তেজোহনুভাবেন ইদানীম্ ) ইমাং  
দশাং মৃত্যুদশাং ) নীতঃ ( প্রাপিতঃ ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ ! তুমি কামের অধীন  
হইয়া সীতার প্রভাবও জানিতে সমর্থ হও নাই ।  
সেই সীতাদেবীর প্রভাব ও অনুভাবে তোমার এতা-  
দৃশী দশা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

কৃতৈষা বিধবা লক্ষা বয়ং কুলনন্দন ।

দেহঃ কৃতোহমং গৃধ্রাণামাত্মা নরকহেতবে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) কুলনন্দন ! ( হে রাক্ষসবংশা-  
নন্দকর ! এষা লক্ষা বয়ং চ ( ত্বয়া ) বিধবা ( নাথ-

শূন্যা ) কৃতোহমং গৃধ্রাণাম্ অমং ( ভক্ষ্যঃ ) দেহঃ  
( স্বশরীরং ) আত্মা ( চ ) নরকহেতবে ( নরক-  
ভোগায় ) কৃতঃ ( সম্পাদিতঃ ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে কুলনন্দন ! তোমা হইতেই এই  
লক্ষা এবং আমরা পতিশূন্যা হইলাম । তুমি তোমার  
এই দেহকে গৃধ্রগণের ভক্ষ্য এবং নিজকে নরক-  
ভোগী করিলে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অমং ভক্ষ্যং নরকহেতবে নরক-  
ভোগায় ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অমং’—ভক্ষ্য, ‘নরকহেতবে’  
—নরক ভোগের নিমিত্ত ( অর্থাৎ তুমি নিজদেহকে  
গৃধ্রগণের ভক্ষ্য এবং আত্মাকে নরকগামী করিয়া । )  
॥ ২৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স্বানাং বিভীষণশ্চক্রে কোশলেন্দ্রানুমোদিতঃ ।

পিতৃমেধবিধানেন যদুত্তং সাম্প্রায়িকম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—( অথ ) কোশলে-  
ন্দ্রানুমোদিতঃ ( রামচন্দ্রেন সম্মতঃ সন্ ) বিভীষণঃ  
স্বানাম্ ( আত্মীয়ানাং ) পিতৃমেধবিধানেন ( শবদাহা-  
দিবিধিনা ) যৎ সাম্প্রায়িকম্ ( ঔদ্ধৃদেহিকং কর্তব্যম্  
অস্তি তৎ সর্বং ) চক্রে ( কৃতবান্ ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রামচন্দ্রের  
সম্মতিক্রমে বিভীষণ পিতৃমেধবিধানানুযায়ী আত্মীয়-  
বর্গের ঔদ্ধৃদেহিক কৃত্যসমূহ সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সাম্প্রায়িকমৌদ্ধৃদেহিকম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সাম্প্রায়িকম্’—বিভীষণ  
রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে মৃত জাতিগণের ঔদ্ধৃদেহিক  
কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে ।

ক্ষামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপামূলপ্রিতাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ভগবান্ ( রামচন্দ্রঃ ) অশোক-  
বনিকাশ্রমে শিংশপামূলং ( তন্মামকবৃক্ষতলম্ ) আগ্রি-  
তাম্ ( অবলম্ব্য স্থিতাং ) স্ববিরহব্যাধিং ( স্বস্য বিরহ  
এব ব্যাধিঃ পীড়া যস্যঃ তাম্ অতঃ ) ক্ষামাং ( ক্ষীণাং  
সীতাদেবীং ) দদর্শ ( দৃষ্টবান্ ) ॥ ৩০ ॥



অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র অশোক-  
বনিকাশ্রমে শিশুপা-তরুমূলে অবস্থিতা, তদীয়  
বিরহব্যাদি নিপীড়িতা, অতীব ক্ষীণা সীতাদেবীকে  
দর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

রামঃ প্রিয়তমাং ভাৰ্য্যাং দীনাং বীক্ষ্যাম্বকম্পত ।  
আত্মসন্দর্শনাহলাদ-বিকসমুখপঙ্কজাম্ ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—রামঃ দীনাং ( বিরহকাতরাং পশ্চাৎ )  
আত্মসন্দর্শনাহলাদবিকসমুখপঙ্কজাম্ ( আত্মনঃ স্বস্য  
সন্দর্শনে ন যঃ আহলাদঃ তেন বিকসৎ মুখপঙ্কজং বদন-  
কমলং যস্যঃ তাং ) প্রিয়তমাং ভাৰ্য্যাং বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্য়া )  
অম্বকম্পত ( অনুকম্পনায়ুতঃ বভূব ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্রের বিরহে সীতাদেবী অত্যন্ত  
কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন । সুতরাং রামচন্দ্রকে  
দর্শন করিবামাত্র তাঁহার বদনকমল আনন্দে বিকশিত  
হইয়া উঠিল । রামচন্দ্র এতাদৃশী অবস্থাপন্ন প্রিয়তমা  
ভাৰ্য্যাকে দেখিয়া দয়াদ্রুতি হইলেন ॥ ৩১ ॥

আরোপ্যারুহে যানং ভ্রাতৃত্বাং হনুমদযুতঃ ।  
বিভীষণায় ভগবান্ দত্তা রক্ষোগণেশতাং ।  
লঙ্কামায়ুশ্চ কল্লান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্ ॥ ৩২ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) ভগবান্ ( তাং সীতাং ) যানং  
( পুষ্পকম্ ) আরোপ্য ( উত্তোলায় স্বয়ম্ ) আরুহে  
( আরুহঃ ততঃ ) বিভীষণায় রক্ষোগণেশতাং ( রাক্ষস-  
গণাধিত্যং ) লঙ্কাং ( তথা ) কল্লান্তং ( কল্লাবধি )  
আয়ু চ দত্তা চীর্ণব্রতঃ ( সমাপ্তবনবাসব্রতঃ সঃ )  
হনুমদযুতঃ ( হনুমতা যুতঃ সন্ ) ভ্রাতৃত্বাং ( সুগ্রীব-  
লক্ষ্মণাভ্যাং সহ ) পুরীম্ ( অযোধ্যাং ) যযৌ ( গত-  
বান্ ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাদেবীকে  
পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং আরোহণ করি-  
লেন এবং বিভীষণকে রাক্ষসাদিগণের ও লঙ্কাকে  
কল্লাবধি আয়ুঃ প্রদান করিয়া বনবাসব্রতসমাপনান্তে  
হনুমান্, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যা-  
গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সীতাম্ আরোপ্য ভ্রাতৃত্বাং রামলক্ষ্ম-

ণাভ্যাং আরুহে যানং পুষ্পকম্ । হনুমদযুতঃ  
হনুমতা সহ যুৎ সাহিত্যং প্রাপ্য, যু—মিশ্রণে ভাব-  
কিবস্তান্ত্রাভ্যেপে ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আরোপ্য’—সীতাদেবীকে  
অগ্রে আরোহণ করাইয়া, ‘ভ্রাতৃত্বাং’—রাম-লক্ষ্মণা-  
ভ্যাং, রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃত্বয় পুষ্পক রথে আরোহণ  
করিলেন । হনুমদ যুতঃ—হনুমানের সাহচর্য্য প্রাপ্ত  
হইয়া, হনুমানের সহিত যুৎ বলিতে সাহায্য লাভ  
করিয়া, এখানে ‘যু’ ধাতু মিশ্রণে, ভাববাচ্যে কিবন্ত  
হইয়া ল্যপ্ লোপ হইয়াছে । [ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ  
—‘ভ্রাতৃত্বাং’ বলিতে ‘লক্ষ্মণ-সুগ্রীবভ্যাং’ এরূপ  
বলিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব দ্বারা রামচন্দ্র  
সীতাদেবীকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া, পরে  
হনুমানের সহিত আপনি রথারূঢ় হইলেন—এই  
অর্থ । ] ॥ ৩২ ॥

অবকীৰ্য্যমাণঃ সুকুমৌলোকপালাপিতৈঃ পথি ।  
উপগীয়মানচরিতঃ শতধৃত্যাদিভির্মুদা ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—( সঃ ) পথি লোকপালাপিতৈঃ ( লোক-  
পালগণনিষ্কিণ্টৈঃ ) কুমৌলৈঃ অবকীৰ্য্যমানঃ ( সমা-  
চ্ছাদ্যমানঃ কাশঃ সন্ তথা ) শতধৃত্যাদিভিঃ ( ব্রহ্মা-  
দিভিঃ ) মুদা ( হর্ষণ ) উপগীয়মানচরিতঃ ( কীর্ত্য-  
মানচরিতঃ সন্ যযৌ ইতি পূর্বেণাবয়বঃ ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে  
রামচন্দ্রের কলেবর লোকপালগণ কর্তৃক নিষ্কিণ্টপুষ্পে  
সমাচ্ছন্ন হইতেছিল এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আনন্দে  
তাঁহার চরিত্র কীর্তন করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

গোমুগ্রযাবকং শ্রুত্বা ভ্রাতরং বন্ধকলাম্বরম্ ।  
মহাকারুণিকোহতপ্যজ্জটিলং স্থণ্ডিলেশয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) ভ্রাতরং ( ভরতং ) গোমুগ্র-  
যাবকং ( গোমুগ্রসিদ্ধযবান্ভোজিনং ) বন্ধকলাম্বরং  
( বন্ধকলবসনধারণং ) স্থণ্ডিলেশয়ং ( কুশাসন শয়ন-  
ব্রতং ) জটিলং ( জটধারং ) শ্রুত্বা মহাকারুণিকঃ  
( পরমকরুণাময়ঃ শ্রীরামঃ ) অতপ্যৎ ( খেদং প্রাপ্তঃ )  
॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভ্রাতা ভরত গোমুত্রসিদ্ধ যবান ভোজন করিয়া বহুকাল পরিধান পূর্বক কুশশায়ী ও জটাধারী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—গোমুত্রযাবকম্ । গোমুত্রপকুষ্যবান-ভোজিনম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গোমুত্রযাবকম্’—ভরত গোমুত্রপকুষ্যবান্নমাত্র ভক্ষণকারী, ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সন্তাপবোধ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপূরোহিতৈঃ ।

পাদুকে শিরসি ন্যস্য রামং প্রত্যদ্যতোহগ্রজম্ ॥ ৩৫ ॥

নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাত্ গীতবাদিহ্রনিঃস্বনৈঃ ।

ব্রহ্মঘোষণে চ মুহঃ পঠন্তি ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বর্ণকক্ষপতাকাভিহৈমৈশ্চিব্রধ্বজৈঃ রথৈঃ ।

সদশ্চৈরুক্ষসন্মাহৈর্ভটৈঃ পুরটবর্ষাভিঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রেণীভির্বারমুখ্যাভিভূতৌশ্চৈব পদানুগৈঃ ।

পারমেষ্ঠ্যান্যপাদায় পণ্যানুচ্চাবচানি চ ।

পাদয়োনিপতৎ প্রেমা বিক্রমহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥

অবয়বঃ—( অথ ) ভরতঃ প্রাপ্তং ( পুরীম্ আগ-  
চ্ছতং রামম্ ) আকর্ণ্য ( শ্রুত্বা ) শিরসি ( স্বমস্তকে )  
পাদুকে ( রামস্য পাদুকাযুগলং ) ন্যস্য ( ধৃত্বা )  
পৌরামাত্যপূরোহিতৈঃ ( পৌরৈঃ পুরজনৈঃ অমাত্যৈঃ  
মন্ত্ৰিভিঃ পুরোহিতৈঃ চ সহ ) গীতবাদিহ্রনিঃস্বনৈঃ  
( গীতৈঃ বাদিহ্রনিঃস্বনৈঃ গীতধ্বনিভিঃ সহ ) ব্রহ্ম-  
ঘোষণে ( ব্রহ্মতা ঘোষণে ) মুহঃ ( পুনঃ পুনঃ )  
পঠন্তিঃ ( বেদম্ উচ্চারয়ন্তিঃ ) ব্রহ্মবাদিভিঃ ( বেদ-  
পাঠকৈঃ ) চ ( সহ ) স্বর্ণকক্ষপতাকাভিঃ ( স্বর্ণরসান্তাঃ  
কক্ষাঃ প্রাপ্তাঃ যাসাং তাভিঃ পতাকাভিঃ ) হৈমৈঃ  
( সুবর্ণময়ৈঃ ) চিব্রধ্বজৈঃ ( বিচিত্রধ্বজ-বিশিষ্টৈঃ )  
সদশ্চৈঃ ( সন্তঃ শোভনাঃ অস্থাঃ যেষু তৈঃ ) রুক্ষ-  
সন্মাহৈঃ ( রুক্ষময়াঃ সুবর্ণময়াঃ সন্মাহাঃ বক্ষনাঃ যেষু  
তৈঃ ) রথৈঃ ( সহ ) পুরটবর্ষাভিঃ ( স্বর্ণকবচ-  
ধারিভিঃ ) ভটৈঃ ( সৈন্যৈঃ সহ ) শ্রেণীভিঃ ( তাম্বু-  
লিকৈঃ ) বারমুখ্যাভিঃ ( বারাজনা শ্রেষ্ঠাভিঃ সহ )  
পদানুগৈঃ ( পদ্যাম্ অনুগচ্ছতীতি তৈঃ পদচারিভিঃ )  
ভূতৌঃ ( দাসৈঃ ) চ এব ( সহ ) পারমেষ্ঠ্যানি ( রাজা-

হাণি ছত্রচামরাদীনি তথা ) উচ্চাবচানি ( বিবিধানি )  
পণ্যানি ( রত্নাদীনি ) উপাদায় ( গৃহীত্বা ) নন্দিগ্রামাৎ  
( তদাখ্যস্থানাৎ ) স্বশিবিরাত্ ( স্বস্য শিবিরাত্ নির্গতঃ  
সন্ ) অগ্রজং রামং প্রত্যদ্যতঃ ( প্রত্যাঙ্গমনবিধিনা  
প্রাপ্তো ভৃত্বা ) প্রেমা ( ভ্রাতৃপ্রেমবশাৎ ) বিক্রমহৃদয়ে-  
ক্ষণঃ ( বিক্রিমম্ আদ্রীভূতং হৃদয়ম্ ঈক্ষণে নেত্রে চ  
যস্য সং তথা ভূতঃ সং ) পাদয়োঃ ( শ্রীরামস্য পাদ-  
দ্বয়ে ) ন্যপতৎ ( নিপতিতঃ বভূব ) ॥ ৩৫-৩৮ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করি-  
তেছেন শ্রবণ করিয়া ভরত স্বমস্তকে রামচন্দ্রের  
পাদুকা ধারণপূর্বক পুরজন, অমাত্য, পুরোহিত,  
গীতবাদ্যাদির ধ্বনি-সহ উচ্চৈঃস্বরে মুহমুহঃ বেদ-  
উচ্চারণকারী বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রাপ্তভাগ স্বর্ণের দ্বারা  
মণ্ডিত-পতাকা, সুবর্ণময় বিচিত্র ধ্বজা বিশিষ্ট, পরম  
শোভমান অশ্ব-সমন্বিত ও সুবর্ণ রশ্মি-সংযুক্ত রথ,  
স্বর্ণকবচধারী সৈন্য, তাম্বুলিক, বারাজনা, পদচারী  
বহুভূতাসমূহের সহিত রাজযোগ্য ছত্র চামরাদি, উৎ-  
কৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বহুমূল্য রত্নসমূহ সঙ্গে লইয়া  
নন্দিগ্রামস্থ স্বশিবির হইতে বহির্গত হইলেন এবং  
অগ্রজের পদতলে নিপতিত হইলেন । প্রেমে তাঁহার  
হৃদয় ও নয়ন আদ্রীভূত হইল ॥ ৩৫-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বশিবিরাত্ স্বীয়সৈন্যস্থানাৎ । গীতা-  
দিভির্যুক্তঃ পঠতাং ব্রহ্মবাদিনাং বেদঘোষণে চ ।  
স্বর্ণরসান্তাঃ কক্ষাঃ প্রাপ্তা যাসাং তাভিঃ পতাকাভিঃ ।  
পুরটবর্ষাভিঃ স্বর্ণকবচযুক্তৈঃ । পারমেষ্ঠ্যানি ছত্রচাম-  
রাদি-রাজচিহ্নানি । পণ্যানি বহুমূল্যানি রত্নাদীনি চ  
॥ ৩৫-৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্বশিবিরাত্’—নন্দিগ্রামস্থ  
স্বীয় সৈন্যস্থান হইতে গীতবাদ্যধ্বনি সহকারে, নির-  
ন্তর উচ্চস্বরে বেদমন্ত্র পাঠরত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের  
সহিত, ‘স্বর্ণকক্ষপতাকাভিঃ’—প্রাপ্তভাগে সুবর্ণ রসে  
রঞ্জিত পতাকারাজি শোভিত, ‘পুরটবর্ষাভিঃ’—স্বর্ণ-  
বর্ষারূপ সৈন্যসমুদয়, ‘পারমেষ্ঠ্যানি’—রাজোচিত ছত্র-  
চামরাদি ও বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া ( ভরত শ্রীরাম-  
চন্দ্রের নিকট যাইয়া তাঁহার পদযুগলে পতিত হই-  
লেন । ) ॥ ৩৫-৩৮ ॥

পাদুকে ন্যস্য পুরতঃ প্রাজ্জলিবাপ্পলোচনঃ ।

তমাল্লিষ্য চিরং দোৰ্ভ্যাং স্নাপয়ম্নেত্রজৈলৈঃ ॥ ৩৯ ॥

রামো লক্ষণসীতাভ্যাং বিপ্রেভ্যো যে অহন্তমাঃ ।

তেভ্যঃ স্বয়ং নমস্চক্রে প্রজাতিশ্চ নমস্কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

অম্বয়ঃ—(সঃ) পুরতঃ (রামস্য অগ্রভাগে) পাদুকে (পাদু দ্বয়গলং) ন্যস্য (সংস্থাপ্য) প্রাজ্জলিঃ (বদ্ধাজলিঃ) বাপ্পলোচনঃ (সাশুনয়নঃ তস্মৈ ইতি শেষঃ ততঃ) রামঃ নেত্রজৈঃ (নয়নজাতৈঃ) জলৈঃ স্নাপয়ন্ (আদ্রীকুর্ষন্) দোৰ্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) চিরং (দীর্ঘকালং তম্) আল্লিষ্য (আলিষ্য) লক্ষণসীতাভ্যাং (সহ মিলিত্বা) বিপ্রেভ্যোঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ তথা) যে অহন্তমাঃ (অহন্তমাঃ পূজ্যতমাঃ কুলবৃদ্ধাঃ) তেভ্যঃ (অপি) নমস্চক্রে (নমস্কৃতবান্), স্বয়ং চ প্রজাতিঃ (প্রজাবৃন্দৈঃ) নমস্কৃতঃ (বন্দিতঃ বভূবঃ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—ভরত রামচন্দ্রের অগ্রে তদীয় পাদুকা-যুগল সমর্পণপূর্বক কৃতাজলি হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর রামচন্দ্র তাঁহাকে অশ্রুজলে স্নান করাইতে করাইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। পরে সীতা ও লক্ষণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ও পূজনীয় কুলবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার করিলেন, তদনন্তর প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল ॥ ৩৯-৪০ ॥

ধুম্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্ পতিং বীক্ষ্য চিরাগতম্ ।

উত্তরাঃ কোশলা মালোঃ কিরন্তো ননৃতুম্দা ॥ ৪১ ॥

অম্বয়ঃ—উত্তরাঃ কোশলাঃ (অযোধ্যায়াঃ প্রজাজনাঃ) চিরাগতং (দীর্ঘকালং সমাগতং) পতিং (শ্রীরামং বীক্ষ্য (দৃষ্টা) উত্তরাসঙ্গান্ (উত্তরীয়-বস্ত্রাণি) ধুম্বন্তঃ (পরিচালয়ন্তঃ) মালোঃ কিরন্তঃ (তম্ অভিবর্ষন্তঃ সন্তঃ) মুদাঃ (হর্ষণে) ননৃতুঃ নৃত্যং চক্লুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অযোধ্যার প্রজাবর্গ দীর্ঘকাল পরে আপনাদের অধিপতি রামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া মালাবর্ষণ করিতে করিতে উত্তরীয় বসন চালন পূর্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরাঃ কোশলা অযোধ্যাবাসিনঃ । উত্তরাসঙ্গান্ উত্তরীয়ান্ ধুম্বন্তঃ কম্পয়ন্তো ননৃতুঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উত্তরাঃ কোশলাঃ’—অযোধ্যাবাসিগণ, ‘উত্তরাসঙ্গান্ ধুম্বন্তঃ’—উত্তরীয় বসন সঞ্চালনপূর্বক হর্ষভরে নৃত্য করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

পাদুকে ভরতোহগৃহীচ্চামরব্যজনোত্তমে ।

বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ ॥ ৪২ ॥

ধনুনিষঙ্গাচ্ছত্রঃ সীতা তীর্থকমণ্ডলুং ।

অবিদ্রদঙ্গদঃ খড়্গং হৈমং চর্ম্মক্ষরাড়্ নৃপ ॥ ৪৩ ॥

অম্বয়ঃ—অযোধ্যাপ্রবেশপ্রকারমাহ—ততঃ হে) ভরতঃ পাদুকে (পাদুকাদ্বয়ম্) অগৃহীৎ (গৃহীতবান্), সসুগ্রীবঃ (সুগ্রীবের সহিতঃ) বিভীষণঃ চামরব্যজনোত্তমে (উৎকৃষ্টচামরব্যজনদ্বয়ম্ অগৃহীৎ), মরুৎসুতঃ (হনুমান্) শ্বেতচ্ছত্রম্ (অগৃহীৎ), শত্রুঘ্নঃ ধনুনিষঙ্গান্ (ধনুঃ নিষঙ্গৌ তুণৌ চ অগৃহীৎ), সীতা তীর্থকমণ্ডলুং (তীর্থোদক-পূর্ণকমণ্ডলুং অগৃহীৎ), অঙ্গদঃ খড়্গম্ অবিদ্রৎ (ধৃতবান্), ঋক্ষরাট্ (জাম্ববান্) হৈমং (সুবর্ণবন্ধং) চর্ম্ম (অবিদ্রৎ) ॥ ৪২-৪৩

অনুবাদ—হে রাজন্! ভরত পাদুকাদ্বয়, সুগ্রীব ও বিভীষণ দুইজনে চামর ও উৎকৃষ্ট ব্যজন, হনুমান্ শ্বেত ছত্র, শত্রুঘ্ন ধনুক ও তুণ, সীতাদেবী তীর্থোদকপূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ খড়্গ এবং জাম্ববান্ সুবর্ণ কবচ ধারণ করিলেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অযোধ্যাপ্রবেশপ্রকারমাহ—পাদুকে অগৃহীৎ ভরতোহগ্রবর্তী। বিভীষণসুগ্রীবৌ পার্শ্বদ্বয়-বন্তিনৌ চামরব্যজনহন্তৌ, শ্বেতচ্ছত্রধারী হনুমান্ পৃষ্ঠ-বর্তী ॥ ৪২-৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অযোধ্যা প্রবেশের প্রকার বলিতেছেন—‘পাদুকে’, ভরত অগ্রবর্তী হইয়া শ্রীরামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়াছেন, বিভীষণ ও সুগ্রীব উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতেছেন এবং পৃষ্ঠদেশে হনুমান্ শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

পুষ্পকস্থো নৃতঃ স্ত্রীভিঃ স্তন্যমানশ্চ বন্দিভিঃ ।

বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! পুষ্পকস্থঃ ( পুষ্পক-  
বিমানস্থিতঃ ) ভগবান্ ( রামচন্দ্রঃ ) স্ত্রীভিঃ ( নন্দী-  
গ্রামস্থৈঃ স্ত্রীজনৈঃ ) নৃতঃ ( স্তুতঃ ), বন্দিভিঃ ( স্তুতি-  
পাঠকৈঃ ) চ স্তন্যমানঃ ( গায়মানচরিতঃ সন্ ) গ্রহৈঃ  
( সহ ) উদিতচন্দ্রঃ ইব বিরেজে ( বিরাজিতঃ বভূবঃ )  
॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! স্ত্রীগণ পুষ্পকরথারূঢ়  
ভগবান্ রামচন্দ্রকে স্তুতি এবং বন্দিগণ তাঁহার চরিত্র  
কীর্তন করিতেছিল। তৎকালে রামচন্দ্র গ্রহগণের  
সহিত সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥৪৪

ভ্রাত্ৰাভিনন্দিতঃ সোহথ সোৎসবাং প্রাবিশৎ পুরীম্ ।

প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্নীঃ স্বমাতরম্ ॥ ৪৫ ॥

গুরুন্ বয়স্যাবরজান্ পূজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ ।

বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ( অনন্তরং ) ভ্রাতা ( ভরতেন )  
অভিনন্দিতঃ সঃ ( রামচন্দ্রঃ ) সোৎসবাম্ ( উৎসব-  
যুক্তাং ) পুরীম্ ( অযোধ্যাং ) প্রাবিশৎ ( প্রবিষ্টবান্,  
ততঃ ) রাজভবনং প্রবিশ্য গুরুপত্নীঃ ( কৈকেয়াদ্যাঃ )  
স্বমাতরং ( কৌশল্যাং ) গুরুন্ ( চ বন্দিভা ) পূজিতঃ  
( বয়স্যৈঃ অবরজৈশ্চ যথাযথং সম্মানিত সন্ তান্ )  
বয়স্যাবরজান্ ( বয়স্যান্ অবরজান্ কনিষ্ঠজনান্ চ )  
প্রত্যপূজয়ৎ ( যথাবৎ সম্ভাবয়ামাস ), বৈদেহী লক্ষ্মণঃ চ  
এব যথাবৎ ( যথাবিধানং বন্দনাদিভিঃ ) সমুপেয়তুঃ  
( পূজয়ন্তৌ পূজিতৌ চ সন্তৌ রাজভবনম্ আজগমতুঃ )  
॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভ্রাতা ভরতকর্তৃক অভিনন্দিত  
হইয়া ভগবান্ রামচন্দ্র উৎসবপূর্ণ নগরী অযোধ্যায়  
প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া  
কৈকেয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নীদিগকে নিজমাতা কৌশল্যাকে  
ও অন্যান্য গুরু বর্গকে প্রণাম করিয়া বয়স্য ও  
কনিষ্ঠদিগকে যথাযথ সম্মান করিলেন। সীতা এবং  
লক্ষ্মণও ঐরূপভাবে গুরুবর্গের বন্দনা করিতে করিতে  
এবং কনিষ্ঠগণকর্তৃক বন্দিত হইতে হইতে রাজ-  
ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—গুরুপত্নীঃ কৈকেয়াদ্যাঃ স্বমাতরং  
কৌশল্যাক্ষ । গুরুনন্যাংশ্চ গুরুলোকান্ বন্দিভা বয়-  
স্যাবরজাংশ্চ প্রত্যপূজয়ৎ তৈঃ পূজিতঃ সন্, যথা-  
বৎ যথোচিতং বন্দনাদিভিঃ সম্যগুপেয়তুঃ ॥ ৪৫-৪৬

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাং ।

নবমে দশমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গুরুপত্নীঃ’—শ্রীরামচন্দ্র  
রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নী-  
গণ, নিজ মাতা কৌশল্যা এবং অন্যান্য গুরুবর্গকে  
বন্দনা করিয়া, পরে বয়স্য ও কনিষ্ঠগণ তাঁহার  
যথোচিত পূজা করিলে তিনি তাঁহাদের প্রতি যথা-  
যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

পুত্রান্ স্বমাতরস্তাস্ত্ৰ প্রাণাংস্তব ইবোথিতাঃ ।

আরোপ্যাক্ষেহতিষিঞ্চন্ত্যা বাঙ্গৌঘৈবিজহঃ শুচঃ ॥

অন্বয়ঃ—স্বমাতরঃ তাঃ ( কৌশল্যাদয়ঃ ) তু  
পুত্রান্ ( সুতান্ প্রাপ্য ) তবঃ ( দেহাঃ ) প্রাণান্ ইব  
উথিতাঃ ( প্রাণান্ প্রাপ্য যথা উথিতাঃ ভবন্তি তথা  
উথিতাঃ সত্যঃ ) অক্ষে ( ক্রোড়ে ) আরোপ্য ( কৃষ্টা )  
বাঙ্গৌঘৈঃ ( নয়নজলধারাভিঃ ) অতিষিঞ্চন্ত্যাঃ ( অতি-  
ষিক্তান্ কুর্ষ্বতাঃ সত্যঃ ) শুচঃ ( পুত্রবিরহশোকান্ )  
বিজহঃ ( তত্যাজুঃ ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—মুচ্ছিত দেহে প্রাণের সঞ্চার হইলে  
যেদ্রুপ দেহ সহসা উথিত হয়, কৌশল্যাপ্রমুখ মাতৃ-  
বর্গও সেইরূপ নিজ নিজ পুত্রদিগকে প্রাপ্ত হইয়া  
সহসা উথিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে  
লইয়া নয়নবারিতে সিঞ্চন করিতে করিতে পুত্র-  
বিরহ-শোক ত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

জটা নিম্নুচ্য বিধিবৎ কুলরুদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ ।

অভ্যষিঞ্চন্ যথৈবেন্দ্রং চতুঃসিদ্ধজলাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—( অথ ) গুরুঃ ( বশিষ্ঠঃ ) কুলরুদ্ধৈঃ সমং ( কুলরুদ্ধজনৈঃ সহ মিলিতঃ সন্ ) জটাঃ নিম্নুচ্য ( মুণ্ডয়িত্বা ) বিধিবৎ ( যথাবিধি ) চতুঃসিদ্ধজলাদিভিঃ ( চতুঃ সমুদ্রজলাদিভিঃ ) ( অভিষেকদ্রব্যৈঃ ) ইন্দ্রং যথা এব ( ইন্দ্রম্ ইব তম্ ) অভ্যষিঞ্চৎ ( অভিষিক্তবান্ ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের জটা মোচন করাইলেন এবং কুলরুদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া চারি সমুদ্রের বারিধারা ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৪৮ ॥

এবং কৃতশিরঃস্নানঃ সুবাসাঃ স্রব্যাক্ষতঃ ।

স্বলক্ষ্মতৈঃ সুবাসোভিভ্রাতৃভির্ভার্য্যয়া বভৌ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ - এবং কৃতশিরঃ স্নানঃ ( কৃতং শিরঃ স্নানং যেনঃ সং ) সুবাসাঃ ( সুবসনধারী ) স্রব্যাক্ষতঃ ( মালাভূষিতঃ ) ( সন্ সং ) সুবাসোভিঃ ( সুবসনধারিভিঃ ) স্বলক্ষ্মতৈঃ দ্রাতৃভিঃ ( সহ তথা সুবাসসাস্রলক্ষ্মতয়া ) ভার্য্যয়া ( সীতয়া চ সহ ) বভৌ ( ভাতি স্বম্ ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র এই প্রকারে মস্তক মুণ্ডন-পূর্বক স্নান করিয়া সুবসন পরিধান করিলেন, পরে মালা ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুবসনবিভূষিত ও অলঙ্কৃত দ্রাতৃবর্গ এবং সীতাদেবীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

অগ্রহীদাসনং দ্রাক্ষা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ ।

প্রজাঃ স্বধর্ম্মনিরতবর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ ।

জুগোপ পিতৃবদ্রামো মেনিরে পিতরঞ্চ তম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—( অথ ) দ্রাক্ষা ( ভরতেন ) প্রণিপত্য ( প্রণম্য ) প্রসাদিতঃ ( প্রসন্নীকৃতঃ ) রামঃ আসনং ( রাজাসনম্ ) অগ্রহীৎ ( স্বীচকার, অপি চ ) পিতৃবৎ ( পিতা ইব স্নেহেন ) স্বধর্ম্মনিরত বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ ( স্বধর্ম্মে নিরতাঃ বর্ণাশ্রমগুণৈঃ অন্বিতাঃ যুজাশ্চ ) প্রজাঃ ( জনান্ ) জুগোপ ( পালয়ামাস, তাঃ প্রজাঃ )

চ ( অপি ) তং ( রামং ) পিতরং ( পিতৃতুল্যং ) মেনিরে ( চিন্তয়ামাস্ ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভরত প্রণামাদিদ্বারা রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিলে রামচন্দ্র রাজসিংহাসন গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং পিতা যেমন স্নেহে পুত্রকে পালন করেন, সেইরূপভাবে স্বধর্ম্মনিরত বর্ণ ও আশ্রমোচিতগুণযুক্ত প্রজাবর্গকে পালন করিতে লাগিলেন । প্রজাবর্গও রামচন্দ্রকে পিতৃতুল্য মনে করিতেন ॥ ৫০ ॥

ত্রৈতায়্যাং বর্তমানায়্যাং কালং কৃতসমোহভবৎ ।

রামে রাজনি ধর্ম্মজ্ঞে সর্ব্বভূতসুখাবহে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতসুখাবহে ( নিখিলপ্রাণিমগলবিধায়কে ) ধর্ম্মজ্ঞে রামে রাজনি ( সতি ) ত্রৈতায়্যাং বর্তমানায়্যাং ( ত্রৈতায়ুগে বর্তমানে অপি ) কালঃ ( সময়ঃ ) কৃতসমঃ ( সত্যযুগ-তুল্যঃ সুখসমৃদ্ধিধর্ম্মভাবাদিপরিপূর্ণঃ ) অভবৎ ( আসীৎ ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—নিখিল প্রাণিগণের মঙ্গল বিধায়ক ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র যখন রাজা হন তখন যদিও ত্রৈতায়ুগ বর্তমান ছিল, তথাপি ঐ যুগ সুখ-সমৃদ্ধি ধর্ম্মাদিদ্বারা সত্যযুগের সমান হইল ॥ ৫১ ॥

বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিদ্ধবঃ ।

সর্ব্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) ভরতর্ষভ ! ( হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! ) বনানি, নদ্যঃ, গিরয়ঃ ( পর্ব্বতাঃ ) বর্ষাণি ( ভূভাগাঃ ), দ্বীপসিদ্ধবঃ ( দ্বীপাঃ সিদ্ধবঃ সমুদ্রাশ্চ এতে ) সর্ব্বে ( তদানীং ) প্রজানাং কামদুঘাঃ ( সর্ব্বকামপ্রদায়কাঃ ) আসন্ ( অভবন্ ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! বন, নদী, পর্ব্বত, নববর্ষ, সন্তদ্বীপ ও সন্ত সমুদ্র—সকলেই তৎকালে প্রজাবর্গের সর্ব্বকামদায়ক হইয়াছিল ॥ ৫২ ॥

নাধি-ব্যাধি-জরা-প্ৰানি-দুঃখ-শোক-ভয়-ক্রমাঃ ।

মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্রামে রাজন্যধোক্ষজে ॥ ৫৩ ॥

অম্বয়ঃ—অধোক্ষজে (অতীন্দ্রিয়স্বরূপে ভগবতি) রামে রাজনি (সতি) আধি-ব্যাধি-জরা-গ্লানি-দুঃখ-শোক-ভয়-ক্রমাঃ (আধিঃ মানসী পীড়া, ব্যাধিঃ শারীরিকী পীড়া, জরা বার্কাক্যং, গ্লানিঃ সন্তাপঃ, দুঃখং শোকঃ, ভয়ং, ক্রমঃ ক্লাস্তিচ এতে তথা) মৃত্যুঃ চ (মরণমপি) অনিচ্ছতাং (তত্তদনভিলাষিনাং জনানাং বিষয়ে) ন আসীৎ (ন স্থিতঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অধোক্ষজ রামচন্দ্র রাজা হইলে আধি, ব্যাধি, জরা, সন্তাপ, দুঃখ, শোক, ভয়, ক্লাস্তি রহিল না। ইচ্ছা না করিলে মৃত্যুও কাহার নিকট উপস্থিত হইত না ॥ ৫৩ ॥

একপত্নীব্রতধরো রাজষিচরিতঃ শুচিঃ ।

স্বধর্ম্যং গৃহমেধীয়ং শিক্ষয়ন্ স্বয়মাচরৎ ॥ ৫৪ ॥

অম্বয়ঃ—একপত্নীব্রতধরঃ (পত্ন্যন্তরপরিগ্রহ-রহিতঃ) রাজষিচরিতঃ (রাজর্ষেঃ ইব চরিতং যস্য সঃ) শুচিঃ (রাগাদিপ্ৰাকৃতগুণশূন্যঃ সঃ) গৃহমেধীয়ং (গৃহস্থস্য বিহিতং) স্বধর্ম্যং (স্ববর্ণাপ্রমানুকূলং ধর্ম্যং) শিক্ষয়ন্ (লোকস্য শিক্ষার্থম্ ইত্যর্থঃ) স্বয়ম্ আচরৎ (অনুষ্ঠিতবান্) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধারী, রাজষি-দিগের ন্যায় আচরণশীল ও রাগদ্বেষাদি প্রাকৃত গুণ-রহিত হইয়া গৃহস্থদিগের অনুষ্ঠেয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্য লোকশিক্ষণের জন্য স্বয়ং আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

প্রেম্ভানুরক্তা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী ।

ভিষ্মা হিষ্মা চ ভাবজা ভর্তুঃ সীতাহরণ্যনঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
শ্রীরামচরিত নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—প্রশ্রয়াবনতা (বিনয়নম্রা) ভাবজা অভিপ্ৰায়জা) সতী (পতিব্রতা) সীতা প্রেম্ভা (প্ৰীত্যা) অনুরক্তা (পরিচর্যা) শীলেন (সুস্বভাবেন সদৃশত্যা চ) ভিষ্মা (ভয়েন) হিষ্মা (লজ্জয়া) চ ভর্তুঃ (স্বামিনঃ রামচন্দ্রস্য) মনঃ (চিত্তম্) অহরৎ (আকৃষ্টবতী) ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়স্যাম্বয়ঃ ।

অনুবাদ—বিনয়নম্রাদিগুণসম্পন্না ভাবজা, পতি-ব্রতা সীতাদেবী প্রেম ও পরিচর্যা, সুস্বভাব, লজ্জা, ভয়দ্বারা রামচন্দ্রের চিত্ত হরণ করিতেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবতপাদাচার্য্য-বিরচিতো  
শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দশমোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের  
তথ্য সমাপ্ত ।

বিরুতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের  
বিরুতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দশমাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## একাদশোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ভগবানাত্মনাত্মনং রাম উত্তমকল্পকৈঃ ।

সর্বদেবময়ং দেবমীজেহাচার্যাবান্ মথৈঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের অনুজগণের সহিত অযোধ্যায় বাস এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র যজ্ঞারম্ভ করিয়া নিজেই নিজের অর্চনে প্রবৃত্ত হইলেন । যজ্ঞান্তে হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মাকে যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ দান করিলেন । অবশিষ্ট সমস্ত আচার্য্যকে দিলেন । ব্রাহ্মণদেব রামচন্দ্রের তৃত্য-বাৎসল্য দর্শনে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্তব করিতে করিতে সমস্ত বস্তুই প্রত্যাগমনপূর্বক কহিলেন,—ভগবান্ যখন তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রভা দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞান-তিমিররাশি দূর করেন, তখন তাঁহার আর তাঁহাদিগকে দেওয়ার কি অবশিষ্ট আছে । অতঃপর ভগবান্ রামচন্দ্র রাজ্যস্থ প্রজা-বৃন্দের তাঁহার প্রতি কিরূপ ধারণা, তাহা জানিবার জন্য রাত্রিতে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । দৈবক্রমে একরাত্রিতে কোন এক ব্যক্তিকে তাহার পরগৃহগতা বনিতার চরিত্রে সন্দেহান্বিত হইয়া তৎসনা-প্রসঙ্গে সীতাদেবীর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতে শ্রবণ করিলেন । তখনই গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক শ্রীরাম অস্ত্র অবাধ্য বহুমুখ লোকভয়ে ভীত হইয়া সীতাদেবীকে লোকচক্ষে ত্যাগ করিবার অভি-নয় করিলেন । সীতাদেবী গভিণ্যবস্থায় মহশ্বি বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিলেন । সেখানে তাঁহার লব ও কুশ নামক সমজ পুত্র প্রসূত হইল । এদিকে অযোধ্যায় লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু, ভরতের তক্ষ ও পুঙ্কল, শক্রবর্মের সুবাহ ও শ্রুতসেন নামক পুত্র জন্মিল । ভরত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু কোটি গন্ধর্ব্ব বিনাশপূর্বক বহু-ধনরত্ন আনিলেন, শক্রবর্ম মধুবনে মধুপুত্র লবণানুসুরকে বধ করিয়া

তথায় মথুরাপুরী নির্মাণ করিলেন । সীতাদেবী বাল্মীকির নিকট তনয়দ্বয় রক্ষা করিয়া ভুবিবরে প্রবেশ করিলেন । তচ্ছবণে রামচন্দ্র সীতাবিরহ জন্য দুঃখিত হইলেন এবং ত্রয়োদশ সহস্র বর্ষ যাবৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন । অতঃপর শ্রীশুক-দেবের মহারাজ পরীক্ষিতের সমীপে শ্রীরামচন্দ্রের অপ্রাকট্য লীলাপ্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ দেবগণের প্রার্থ-নায় লীলার্থই যে ভগবানের রামাবতার স্বীকার, তাহা, ফলশ্রুতি তথা রাজা রামচন্দ্রের প্রজাপালন ও দ্রাতৃস্নেহাদি বর্ণন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ ভগবান্ রামঃ আচার্য্যাবান্ ( আচার্য্যমুক্তঃ সন্ ) উত্তমকল্পকৈঃ ( উত্তমানি শ্রেষ্ঠানি কল্পকানি উপকরণানি যেযু তৈঃ ) মথৈঃ ( যজ্ঞৈঃ ) আত্মনা ( স্বয়মেব ) সর্বদেবময়ং ( সর্বদেবাত্মকং ) দেবং আত্মনাম্ ( এব ) ঈজে ( আরাধিতবান্ যজ্ঞসাধনস্য যজ্ঞানীয়ে চ স্বভিন্নত্বা-ভাবাদিতি ভাবঃ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র আচার্য্যাবান্ হইয়া উত্তম উত্তম উপকরণসমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা নিজেই সর্বদেবময় পরমদেব নিজকেই আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মখাংশ্চকার তত্যাগ সীতাং সা বিবরং গতা ॥

দ্রাতৃনু দিগ্বিজয়েহযুক্ত রাম একাদশে বিভূঃ ॥১০

আত্মনাআনামিতি যজ্ঞসাধনস্য যজ্ঞানীয়ে চ স্বভিন্নত্বাভাবাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বহু যজ্ঞানুষ্ঠান, সীতাপরিত্যাগ, সীতার পাতালপ্রবেশ ও দ্রাতৃগণের দিগ্বিজয়ে প্রেরণ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

‘আত্মনা আত্মনাম্’—যজ্ঞসাধন ও যজ্ঞানীয়ে নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া ( ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞসমূহদ্বারা সর্বদেবময় বিষ্ণুরূপী নিজকেই নিজে অর্চনা করিয়াছিলেন ) ॥ ১ ॥

হোত্রেহদাদিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভুঃ ।  
অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং বা উত্তরাং সামগায় সঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ প্রভুঃ ( রামঃ ) হোত্রে ( হোতৃকৰ্ম্ম-  
নিষ্পাদকায় ) প্রাচীং দিশং ( পূৰ্ব্বাং দিশং দিগ্‌বত্তি-  
ভূমিং ), ব্রহ্মণে ( যজ্ঞস্য কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকৰ্ম্ম-  
কারিণে ) দক্ষিণাং ( দিশম্ ) অদদাৎ, অধ্বর্য্যবে  
( অধ্বর্য্যকৰ্ম্মকারিণে ) প্রতীচীং ( পশ্চিমাং দিশং ),  
সামগায় ( সামগানকৰ্ত্ত্রে উদ্গাত্রে বিপ্রায় ) বা ( সমু-  
চ্চয়ে ) উত্তরাং ( দিশং দক্ষিণাম্ অদদাৎ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—প্রভু রামচন্দ্র হোতাকে পূৰ্ব্বদেশ,  
ব্রহ্মাকে দক্ষিণদেশ, অধ্বর্য্যকে পশ্চিমদেশ এবং সাম-  
গানকারী উদ্গাতাকে উত্তরদেশ দক্ষিণায়রূপে প্রদান  
করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

আচার্য্যায় দদৌ শেমাং যাবতী ভূমদন্তরা ।

মন্যমান ইদং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণোহহতি নিস্পৃহঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—( অনন্তরম্ ) ইদং কৃৎস্নং ( সৰ্ব্বং  
ভূমণ্ডলং ) ব্রাহ্মণঃ ( এব ) অহতি ( গ্রহীতুং শক্লোতি ),  
ইতি মন্যমানঃ ( বিচিন্তয়ন্ ) নিস্পৃহঃ ( স্পৃহাশূন্যঃ  
সঃ ) তদন্তরা ( তাসাং দিশাং মধ্যে ) যাবতী ( যৎ-  
পরিমিতো ) ভূঃ ( ভূমিরবশিষ্টা ) ( তাং ) শেমাং  
( অবশিষ্টাং ভূমি ) আচার্য্যায় দদৌ ( নিবেদিত-  
বান্ ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর “ব্রাহ্মণই এই পরিদৃশ্যমান  
ভূমণ্ডল গ্রহণে যোগ্য” এইরূপ বিবেচনা পূৰ্ব্বক রাম-  
চন্দ্র স্পৃহাশূন্য হইয়া ঐ সকল দিগের মধ্যে যে পরি-  
মিত ভূমি অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদয় আচার্য্যকে  
প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

বিদ্বনাথ—তদন্তরা তাসাং দিশাং মধ্যে যাবতী  
ভূম্যং শেষভূতাং ব্রাহ্মণজাতিমেব যদানপাত্রীকরোতি,  
তত্র হেতুঃ—ইদং কৃৎস্নমেব ভূতলং ব্রাহ্মণ এবাহতি  
যতো নিস্পৃহ ইতি মন্যমানঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“তদন্তরা”—ঐ সকল দিকের  
মধ্যবর্তী যে সমুদয় ভূমি ছিল, সেই অবশিষ্ট ভূমি  
ব্রাহ্মণজাতিকেই যে দানপাত্র করিতেছেন, তদ্বিষয়ে  
কারণ বলিতেছেন—“ইদং কৃৎস্নং”—এই সমগ্র  
ভূমণ্ডল ব্রাহ্মণই পাইবার যোগ্য, যেহেতু ব্রাহ্মণ

নিস্পৃহ, এরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ঐ সকল  
আচার্য্যকে দান করিলেন ॥ ৩ ॥

ইত্যয়ং তদলঙ্কারবাসোভ্যামবশেষিতঃ ।

তথা রাজ্যপি বৈদেহী সৌমল্যাবশেষিতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি তৎ ( তদা দানান্তরং ) অয়ং  
( শ্রীরামচন্দ্রঃ ) অলঙ্কারবাসোভ্যাং ( পরিহিতালঙ্কার-  
বস্ত্রাভ্যাং ) অবশেষিতঃ ( তন্মাত্রযুক্তঃ বভূব ) তথা  
রাজী বৈদেহী অপি ( ভর্তৃরভিপ্রায়জ্ঞানেন সৰ্ব্বং দত্ত্বা )  
সৌমল্যাবশেষিতা ( নাসাভরণচূড়াদিমাত্র অবশেষিতং  
যস্যাঃ সা তথাভূতা অভূৎ ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে সমুদায় দান করায় রাম-  
চন্দ্রের পরিহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার মাত্র অবশিষ্ট  
রহিল । রাজমহিষী সীতাদেবীরও নাসাভরণ চূড়া-  
মাত্র অবশিষ্ট ছিল ॥ ৪ ॥

বিদ্বনাথ—তদলঙ্কারেতি দেহস্থালঙ্কারবস্ত্রব্যতি-  
রিত্তানামান্যোন্মামলঙ্কারাদীনামপি দত্ত্বাৎ, সীতা তু  
দেহাদপ্যুর্ভাষ্যালঙ্কারাদিঃ দদাবিত্যাহ সৌমল্যং  
নাসাভরণচূড়াদিমাত্রমবশেষিতং যস্যাঃ সা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“তদলঙ্কার”-ইত্যাদি, শ্রীরাম-  
চন্দ্র দেহস্থ অলঙ্কার ও পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত অন্য  
সমস্ত অলঙ্কারাদিই দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সীতা-  
দেবী দেহ হইতেও অলঙ্কারাদি খুলিয়া দান করিয়া-  
ছিলেন, ইহা বলিতেছেন—“সৌমল্যাবশেষিতা”,  
তাঁহার কেবলমাত্র মাজলিক নাসাভরণ ও হস্তস্থিত  
চূড়ি অবশিষ্ট ছিল ॥ ৪ ॥

তে তু ব্রাহ্মণদেবস্য বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তুতম্ ।

প্রীতাঃ ক্লিন্নধিয়ন্তস্মৈ প্রত্যর্প্যেদং বভাষিরে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তে ( হোত্রাদয়ঃ ) তু ব্রাহ্মণদেবস্য  
( রামস্য ) সংস্তুতং ( সংস্তুবনযোগ্যং ) বাৎসল্যং  
( স্নেহ-পারবশ্যং ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) প্রীতাঃ ( তুষ্টাঃ )  
ক্লিন্নধিয়ঃ ( দ্রবচ্চিত্তাঃ সন্তঃ ) তস্মৈ ( রামায় ) ইদং  
( দত্তং সৰ্ব্বং বস্তু ) প্রত্যর্প্য বভাষিরে ( উচুঃ ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হোতা, উদ্গাতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গ  
ব্রাহ্মণদেব রামচন্দ্রের অতীব প্রশংসনীয় বাৎসল্য



দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা প্রদত্ত দ্রব্যসমূহ রামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন— ॥ ৫ ॥

অপ্রভং নস্তুয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর।

যম্মোহস্তহা দয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিষা ॥৬॥

অবয়ঃ—( হে ) ভগবন্, ভুবনেশ্বর ! ( জগদীশ্বর ! ) ত্বয়া নঃ ( অসমভ্যাং ) কিং নু ( বস্ত ) অপ্রভম্ ? ( অদত্তং সর্বমেব দত্তমিত্যর্থঃ ) যৎ ( যস্মাদ্ভ্যন্তোঃ ) নঃ ( অস্মাকম্ ) অন্তর্হাদয়ং ( হাদয়াভ্যন্তরে ) বিশ্য ( প্রবিশ্য ) স্বরোচিষা ( স্বদীপ্ত্যা ) তমঃ ( অজানং ) হংসি ( নিরাস্যি ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! হে জগদীশ্বর ! আপনি আমাদের দ্বারা কি না দিয়াছেন ? যেহেতু আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ প্রভাদ্বারা মদীয় হৃদগত অজানাকার বিনাশ করিয়াছেন। ( এই জন্য এই সকল দ্রব্য আমাদের নিকট বহু বলিয়া মনে হইতেছে না ) ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিম্ অপ্রভম্ অপি তু সর্বমেব প্রদত্তং যদ্যস্মাদ্বিশ্য অতোহনেন পৃথীরাজ্যেনালমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কিং নু অপ্রভম্’—আপনি আমাদের দ্বারা কোন বস্তুই না দান করিয়াছেন, অর্থাৎ সমস্তই দান করিয়াছেন, যেহেতু ‘বিশ্য’—আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজ দীপ্তিদ্বারা অজানময় অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন, অতএব এই পার্থিব রাজ্যের প্রয়োজন নাই—এই ভাব ॥ ৬ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুর্ভমেধসে।

উত্তমঃশ্লোকধূর্যায় ন্যস্তদগাপিতাংঘ্রয়ে ॥ ৭ ॥

অবয়ঃ—ব্রহ্মণ্যদেবায় ( ব্রহ্মণি ব্রহ্মকুলে সাধুঃ ব্রহ্মণাঃ তেষাং দেবঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্মৈ ) অকুর্ভমেধসে ( নিত্যাসঙ্কুচিতাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানায় ) উত্তমঃশ্লোকধূর্যায় ( উত্তমঃশ্লোকানাং প্রথিতযশসাং মধ্যে ধূর্যায় অগ্র্যায় মুখ্যায় ইতি যাবৎ ) ন্যস্তদগাপিতাংঘ্রয়ে ( ন্যস্তদগোঃ

মুনিভিঃ অপিতৌ চিত্তে ন্যস্তৌ অগ্নৌ যস্য তস্মৈ ) রামায় নমঃ ( বয়ং নমস্কর্য ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, অসীম জ্ঞান-সম্পন্ন ও উত্তমঃশ্লোক পুরুষাগ্রগণ্য, মুনিগণ নিজ নিজ হৃদয়ে আপনার চরণযুগল ধ্যান করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যস্তদগোভ্যো নিকৈরভক্তোভ্যোহপি তা-বগ্নৌ যেন তস্মৈ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন্যস্তদগাপিতাংঘ্রয়ে’—অহিংসাপরায়ণ ভক্তজনে যিনি নিজ চরণযুগল অর্পণ করেন, সেই ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসুর্গুড়ো রান্নামলক্ষিতঃ।

চরন্ বচোহশৃণোদ্রামো ভার্য্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ ॥৮॥

অবয়ঃ—( অথ ) কদাচিৎ ( কস্মিৎশ্চিৎ সময়ে ) রামঃ লোকজিজ্ঞাসুঃ ( লোকানাং কিম্বদন্তীং জাতু-মিচ্ছুঃ ) গুড়ঃ ( প্রচ্ছন্নবেশঃ ) অলক্ষিতঃ ( অনৈর-দৃষ্টঃ ) রান্নায়াং ( রজন্যাং চরন্ ( পর্য্যটন্ ) ভার্য্যামুদ্দিশ্য ( পত্নীং লক্ষ্মীকৃত্য উচ্যমানং ) কস্যচিৎ ( পুংসঃ ) বচঃ ( বাক্যম্ ) অশৃণোৎ ( শ্রুতবান্ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রামচন্দ্র কোন সময় লোক-সমূহের চিত্তবৃত্তি জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুপ্তবেশে অন্যের অলক্ষিতভাবে রাত্রিকালে নগরী মধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে সীতাদেবীর উদ্দেশে কোন ব্যক্তির কথিত বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥ ৮ ॥

নাহং বিভন্নি তাং দৃষ্টামসতীং পরবেশমগাম্।

জ্ঞেণো হি বিভূয়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ ॥৯॥

অবয়ঃ—অহং পরবেশমগাং ( পরস্য পুরুষান্ত-রস্য বেশ্ম গৃহং গচ্ছতি যা তাং ) দৃষ্টাম্ অসতীম্ ( ব্যভিচারিণীং ) ত্বাং ন বিভন্নি ( ভরণাদিকং তব ন করোমি ) হি ( যস্মাৎ ) রামঃ জ্ঞেণঃ ( স্ত্রীপরবশঃ অতঃ ) সীতাং ( ব্যভিচারিণীমপি ) বিভূয়াৎ ( গৃহীয়াৎ )। অহং ( তু ন জ্ঞেণঃ অতঃ ) পুনঃ ন ভজে ( ন গৃহীমি ত্বামিতি শেষঃ ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(সেই ব্যক্তি নিজ অসতী স্ত্রীকে বলিতেছে) তুই পরপুরুষের গৃহে গমন করিস্, আমি অসতী তোকে ভরণ-পোষণাদি দ্বারা আর পালন করিব না, রাম 'স্ত্রৈণ' বলিয়া পর-গৃহগতা সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি স্ত্রৈণ নহি সুতরাং আমি তোকে আর গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৯ ॥

ইতি লোকাঙ্ঘ্রমুখাদুরারাদ্যাদসংবিদঃ ।

পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অসম্বিদঃ (অজ্ঞাৎ) বহুমুখাৎ (নানাবিধবাদিনঃ অতএব) দুরারাদ্যাদ্ লোকাৎ ভীতেন পত্যা (রামেণ) ত্যক্তা (পরিত্যক্তা) সা (অন্তর্বর্ত্তী গতিণী সীতা) প্রাচেতসাশ্রমং (বাল্মীকেরাশ্রমং) প্রাপ্তা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ দুশ্চরিত্র স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির নানা কথায় ভীত হইয়া পতি রামচন্দ্র গর্ভবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন। সীতাদেবী রাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অসংবিদঃ জ্ঞানশূন্য, প্রাচেতসো বাল্মীকিঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অসংবিদঃ’—জ্ঞানশূন্য (অতত্ত্বজ্ঞ) লোকের কথায় ভীত হইয়া রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি ‘প্রাচেতসাশ্রমং’—বাল্মীকিমুনির আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন ॥১০॥

অন্তর্বর্ত্ত্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ ।

কুশ লব ইতি খ্যাভৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়া মুনিঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) অন্তর্বর্ত্তী (গতিণী) সা (সীতা) কালে (প্রসবকালে) আগতে (উপস্থিতে সতি) যমৌ (যমজৌ) সুতৌ (পুত্রৌ) সুষুবে (প্রসূতবতী, তৌ) কুশঃ লবঃ ইতি (নামভ্যাং) খ্যাভৌ (কথিতৌ) মুনিঃ (বাল্মীকিঃ) তয়োঃ (কুশলবয়োঃ) ক্রিয়া (জাতকর্মাণ্যাদিসংস্কারান্) চক্রে (চকার) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে তথায়

গর্ভবতী সীতাদেবী দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাঁহারা ই লব ও কুশ নামে প্রসিদ্ধ। মুনি বাল্মীকী তাঁহাদের জাতকর্মাণ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্বর্ত্তী গর্তবতী ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্তর্বর্ত্তী’—সীতাদেবী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন ॥ ১১ ॥

অঙ্গদশিখকেতুশ্চ লক্ষ্মণস্যাশ্রজৌ স্মৃতৌ ।

তক্ষঃ পুঙ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহীপতে! লক্ষ্মণস্য অঙ্গদঃ চিত্রকেতুঃ চ (ইতি নামানৌ) আশ্রজৌ (পুত্রৌ) স্মৃতৌ (কথিতৌ), ভরতস্য তক্ষঃ পুঙ্কলঃ চ (এবমভিধেয়ৌ পুত্রৌ) আস্তাম্ (অভবতাং) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ অঙ্গদ ও চিত্রকেতু—এই দুই জন লক্ষ্মণের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তক্ষ ও পুঙ্কল ভরতের সন্তান ছিলেন ॥ ১২ ॥

সুবাহঃ শ্রুতসেনশ্চ শত্রুঘ্নস্য বভূবতুঃ ।

গন্ধর্ব্বান্ কোটিশো জগ্নে ভরতো বিজগ্নে দিশাম্ ॥১৩॥

তদীয়ং ধনমানীন্ সর্ব্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ ।

শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্ ।

হস্তা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—শত্রুঘ্নস্য সুবাহঃ শ্রুতসেনঃ চ (ইতি নামানৌ পুত্রৌ) বভূবতুঃ। ভরতঃ দিশাং বিজগ্নে (দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে) কোটিশঃ গন্ধর্ব্বান্ জগ্নে (হতবান্)। তদীয়ং (গন্ধর্ব্বাণাং সম্বন্ধী) সর্ব্বং ধনম্ আনীন্ রাজ্ঞে (রামায়) ন্যবেদয়ৎ (অদাৎ), শত্রুঘ্নঃ চ মধোঃ (মথুরাক্ষসস্য) পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসং হস্তা মধুবনে মথুরাং নাম পুরীং চক্রে বৈ (নির্ম্মিতবান্) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—শত্রুঘ্নের সুবাহ ও শ্রুতসেন নামে দুইটি পুত্র ছিল। ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া কোটি সংখ্যক গন্ধর্ব্ব বিনাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের যাবতীয় ধন আনয়নপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নও মথুপুত্র লবণনামক

রাক্ষসকে নিহত করিয়া মধুবনে মথুরাপুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভক্তা বিবাসিতা ।

ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ ॥ ১৫ ॥

অবয়ঃ—ভক্তা ( স্বামিনা রামেন ) বিবাসিতা ( নির্বাসিতা ) সীতা মুনৌ ( বাহ্মীকি-সমীপে ) তনয়ৌ ( পুত্রৌ কুশলবৌ ) নিক্ষিপ্য রামচরণৌ ( রাম-পাদৌ ) ধ্যায়ন্তী ( চিন্তয়ন্তী ) বিবরং ( গর্তং পাতালং ) প্রবিবেশ হ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—স্বামী রামচন্দ্র কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সীতাদেবী কুশ, লবকে বাহ্মিকী-হস্তে সমর্পণ পূর্বক রামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে করিতে পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবিচ্ছেদদুঃখমসহিষ্ণুঃ ভুবো বিবরং প্রাবিশৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিবরং’—পতি রামচন্দ্রের বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া সীতাদেবী তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তৎ শ্রদ্ধা ভগবান্ রামো রুক্ষমপি ধিয়া শুচঃ ।

স্মরন্তস্য গুণাংস্তাংস্তান্ নাশকোদ্রোদ্ধমীশ্বরঃ ॥১৬

অবয়ঃ—ভগবান্ রামঃ তৎ ( সীতায়ঃ পাতাল-প্রবেশ-বিবরণং ) শ্রুত্বা ( আকর্ষ্য ) ধিয়া ( বুদ্ধ্যা ) শুচঃ ( শোকান্ ) রুক্ষন্ অপি ( নিবারয়মপি ) ঈশ্বরঃ ( ক্লেশাদিভিঃ পরামৃষ্টপুরুষবিশেষোহপি ) তস্যঃ ( সীতায়ঃ ) তান্ তান্ ( পূর্বপ্রত্যক্ষীকৃতান্ ) গুণান্ স্মরন্ ( শুচঃ ) রোদ্ধুং ( সম্যগপনেতুং ) ন অশক্লোৎ ( ন সমর্থো বভূব ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ রামচন্দ্র সীতার পাতাল-প্রবেশ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াও সীতার পূর্ব গুণসমূহ স্মরণ করিয়া শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না ॥১৬

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরোহপি রোদ্ধুং নাশকোদিতি তস্য প্রেমবশ্যত্বভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঈশ্বরঃ’—শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও ( সীতার গুণসমূহ স্মরণ করিয়া ) শোকবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হন নাই, যেহেতু প্রেমবশ্যত্বই তাঁহার স্বভাব, এই ভাব ॥ ১৬ ॥

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্ সর্বত্র ভ্রাসমাবহঃ ।

অপীশ্বরানাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ ॥ ১৭ ॥

অবয়ঃ—স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গঃ ( স্ত্রীপুংসম্মোহাসক্তিঃ ) সর্বত্র এতাদৃক্ ( এবদ্বিধঃ ) ভ্রাসমাবহঃ ( ভয়প্রদঃ ) ঈশ্বরানাম্ অপি ( ব্রহ্মাদীনাম্ অপি অয়ং প্রসঙ্গো ভীতিপ্রদ এব ) গৃহচেতসঃ ( গৃহাসক্তচিত্তস্য ) গ্রাম্যস্য কিমুত ( সাধারণজনস্য কিং পুনঃ তেষান্ত সর্বথৈব ভ্রাসপ্রদো ভবেদিত্যর্থঃ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী, পুরুষের আসক্তি সর্বত্রই এইরূপ ভয়প্রদ। ব্রহ্মাদি সমর্থবান্ পুরুষগণেরও যখন এইরূপ ভীতিপ্রদ তখন গৃহাসক্তচিত্ত গ্রাম্য পুরুষ-দিগের কথা কি ? ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যো কামাসক্তাঃ স্ত্রিয়ং স্মরন্তস্ত সংসার এব মজ্জন্তীত্যাহ—স্ত্রীপুংসম্মোহঃ প্রসঙ্গঃ সমা-সাত্তাভাব আর্থঃ । ঈশ্বরানাং ব্রহ্মাদীনামপি সর্বত্র ইহলোকে পরলোকে চ ভ্রাসং সংসারমাবহতীতি সং-মর্ত্যভাব, আর্থঃ প্রসঙ্গস্য প্রাকৃতত্বাৎ কামমূলকত্বাচ্চেতি ভাবঃ । এতদেবাহ—এতাদৃক্ এতয়ো রামসীতয়ো-রিব দৃষ্টঃ কেনচিদংশেন ব্যবহারিকেনৈব, ন তু তাত্ত্বিকেন ন ত্তেজ্যোরপীত্যর্থঃ । প্রসঙ্গস্যপ্রাকৃতত্বাৎ প্রেমমূলকত্বাচ্চেতি ভাবঃ । অতএবেশ্বরানামিতি ন হীশ্বরস্যাপীত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর কামাসক্ত ব্যক্তিগণ স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া সংসারেই নিমজ্জিত হয় ইহা বলিতেছেন—‘স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গঃ’, স্ত্রী ও পুরুষের আসক্তি সর্বত্রই এরূপ ভীতিজনক হয়। এখানে সমাসান্তের অভাব আর্থপ্রয়োগ। ‘ঈশ্বরানাং’—ব্রহ্মাদি ঈশ্বর-গণেরও ইহলোক ও পরলোকে সর্বত্র ‘ভ্রাস’ অর্থাৎ সংসার আনয়ন করে, এখানে মর্ত্যীর অভাব আর্থ-প্রয়োগ। যেহেতু এরূপ প্রসঙ্গ প্রাকৃত ও কামমূলক—এই ভাব। ইহাই বলিতেছেন—‘এতাদৃক্’—এই রামসীতার ন্যায় কোনও ব্যবহারিক অংশেই দৃষ্টান্ত,

কিন্তু তাত্ত্বিক অংশে নহে। পরন্তু উহা রাম-সীতার পক্ষে নহে, যেহেতু তাঁহাদের আসক্তি প্রেমমূলক ও অপ্রাকৃত, এই ভাব। এইহেতু ‘ঈশ্বরানাং’—সমর্থ-বান্ ব্যক্তিগণের ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ‘ঈশ্বরস্যাপি’—ঈশ্বরেরও ভয়াবহ, এরূপ উক্ত হয় নাই ॥ ১৭ ॥

তত উদ্ধৃৎ ব্রহ্মচর্য্য ধারয়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ ।

ব্রহ্মোদশাঙ্গসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (রামঃ) ততঃ উদ্ধৃৎ (সীতায়্যাঃ পাতালপ্রবেশানন্তরং) ব্রহ্মচর্য্যং ধারয়ন্ (পল্লাভর-পরিগ্রহং বদ্ধয়ন্) ব্রহ্মোদশাঙ্গসাহস্রং (ব্রহ্মোদশ-সহস্রবর্ষসাধ্যম্) অখণ্ডিতম্ (অনবচ্ছিন্নম্) অগ্নি-হোত্রম্ অজুহোৎ (আচরিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সীতার পাতাল প্রবেশানন্তরং রামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মোদশ সহস্র বৎসর অগ্নিহোত্র করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিষয়নাথ—ততঃ তদানীন্তনান্ স্বপুরস্থান্ নীত্বৈ-বাস্তর্জানলীলাং চকার ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর শ্রীরামচন্দ্র তৎ-কালীন অযোধ্যাবাসিগণকে সঙ্গে লইয়াই অন্তর্জান-লীলা করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ ।

স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অগ্নিহোত্র-সাগানন্তরং) রামঃ দণ্ডককণ্টকৈঃ (বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যকণ্টকৈঃ) বিদ্ধং স্বপাদপল্লবং স্মরতাং (ভাবয়তাং জনানাং) হৃদি বিন্যস্য (সংস্থাপ্য) আত্মজ্যোতিঃ (আত্মনঃ ন তু মায়ায়াঃ) জ্যোতি (যত্র তৎপরং প্রপঞ্চাগোচরং স্বপ্রকাশম্) অগাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তাহার পর রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের কণ্টকে বিদ্ধ স্বীয়পাদপল্লবস্মরণকারী ভক্তগণের হৃদয়মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া চিজ্যোতির্ম্ময় প্রপঞ্চাতীত ধামে গমন করিলেন । ১৯ ॥

বিষয়নাথ—কিন্তু ন্যাদেশস্থিতানামনুরাগিভক্তানাং হৃদি দণ্ডককণ্টকৈঃ পাদমিতি তে কণ্টকাস্তেষাং

হৃদ্যেব সহস্রগুণং লগন্তুস্তান্ মুচ্ছিতান্ কুর্ষ্বত্ত্বিতি বুদ্ব্যবেতি তেষু রামস্য দয়া নাত্ত্বদিতি ব্যাজস্তিঃ । আত্মন এব ন তু মায়ায়া জ্যোতির্ম্ময় তৎপরং প্রপঞ্চা-গোচরং স্বধামুঃ প্রকাশমগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দণ্ডক-কণ্টকৈঃ বিদ্ধং’—কিন্তু অন্যদেশস্থিত অনুরাগী ভক্তগণের হৃদয়ে দণ্ড-কারণ্যের কণ্টকে বিদ্ধ পদযুগল বিন্যস্ত করিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্তে নিজ পদযুগলের স্মৃতি রাখিয়া নিজ জ্যোতির্ম্ময়-ধামে গমন করিলেন) । ইহাতে সেই কণ্টকগুলি তাঁহাদের হৃদয়ে সহস্রগুণ লগ্ন হইয়া তাঁহাদিগকে মুচ্ছিত করুক—এরূপ বুদ্ধি-তেই, ইহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের দয়া ছিল না—এরূপ ব্যাজস্তি (নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা) ধ্বনিত হইল । ‘আত্মজ্যোতিঃ’—নিজেরই জ্যোতি, কিন্তু মায়া জ্যোতি (প্রকাশ) নহে, অর্থাৎ প্রপঞ্চা-তীত নিজ চিন্ময় ধামে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরযাচ্ঞায়ান্ত-

লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ ।

রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপুংগৈঃ

কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়ঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সুর-যাচ্ঞয়া (রাক্ষসবধায় দেবানাং প্রার্থনয়া) আন্তলীলাতনোঃ (আত্ম স্বীকৃতা লীলার্থা তনুর্যেন তস্য) অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ (অধিক-সাম্যাত্ম্যং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্য তস্য) রঘু-পতেঃ (রামস্য) জলধিবন্ধনং (সমুদ্রবন্ধনম্) অস্ত্রপুংগৈঃ (অস্ত্রসমূহৈঃ) রক্ষোবধঃ (রাবণাদীনাং নিধনঞ্চ) ইদং ন যশঃ (স্তুতির্ন ভবতি), তস্য (তাদৃশস্য রামচন্দ্রস্য) শত্রুহননে (রাবণাদিবধবিষয়ে) কিং কপয়ঃ (সুগ্রী-বাদয়ঃ) সহায়ঃ (সাহায্যকারিণঃ ? তস্য অন্য-সাহায্যাপেক্ষেব নাস্তি সুগ্রীবাদ্যাশ্রয়গন্ত লীলামাত্রমিতি ভাবঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দেবতাদিগের প্রার্থনায় সমুদ্রবন্ধন ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষস বধ—ইহা নিত্যলীলাবিগ্রহ রামচন্দ্রের যশঃ স্তুতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; তিনি অসমোদ্ধ প্রভাবসম্পন্ন, তাঁহার শত্রুনিধনে কপিগণের সহায়তার কি প্রয়োজন ? ২০ ॥

**বিশ্বনাথ**—নরলীলহেনৈব চমৎকারং তস্য যশো-  
মাধুর্য্যমাস্বাদ্যতে ন হৈশ্বর্য্যাদৃষ্টোত্যাহ—নেদমিতি  
আ সম্যগেব আততনোনিত্যগ্ৰীতলীলাবিগ্রহস্য রক্ষসো  
রাবণস্য বধ ইতীদং যশস্তিৰ্ভবতি । তত্র হেতুঃ  
—অধিক-সাম্যাভ্যাং বিমুক্তং ধাম প্রভাবো যস্য তস্য  
কিং কপয়ঃ সহায়ঃ ? তেন নরলীলত্বমাধুর্য্যগেব  
সর্বমেতদুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—নরলীলত্বরূপেই চমৎকার  
তাঁহার যশোমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, কিন্তু  
ঐশ্বর্য্যাদৃষ্টিতে নহে, ইহা বলিতেছেন—‘নেদং যশঃ’ ।  
‘আন্তলীলাতনোঃ’—‘আ’ সম্যকরূপে লীলা করিবার  
জন্য যিনি নিত্য গ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন, সেই  
শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে ‘রক্ষাবধঃ’—রক্ষস রাবণের বধ,  
ইহা স্তুতির বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ।  
তাহার কারণ—‘অধিকসাম্য-বিমুক্তধামঃ’, যাঁহার  
প্রভাব অপেক্ষা অধিক বা তুল্য প্রভাব অপর কাহা-  
রও নাই, সেই অসমোদ্ধ প্রভাবসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের  
সুগ্রীবাদি বানরগণ কি সহায়ক হইতে পারে ? অত-  
এব নরলীলার মাধুর্য্যবশতঃই এই সমস্ত যুক্তিযুক্ত  
হইতে পারে—এই ভাব ॥ ২০ ॥

যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোহধুনাপি  
গায়ন্ত্যঘন্নমুযয়ো দিগিভেদ্রপট্টম্ ।  
তন্মাকপালবসুপালকিরীটজুষ্টি-  
পদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

**অম্বয়ঃ**—অধুনা অপি ঋষয়ঃ ( মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ )  
যস্য ( রামচন্দ্রস্য ) দিগিভেদ্রপট্টং ( দিগিভেদ্রপাণং  
দিগ্গজানাং পট্টবৎ আভরণরূপং তৎপর্য্যন্তং ব্যাপ্ত-  
মিত্যর্থঃ ) অঘন্নং ( পাপহরম্ ) অমলং যশঃ ( নিষ্কল-  
কং কীৰ্ত্তি ) নৃপসদঃসু ( নৃপাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং  
সদঃসু সভাসু ) গায়ন্তি ( কীর্ত্তয়ন্তি ), নাকপাল-বসু-  
পাল-কিরীটজুষ্টি-পদাম্বুজং ( নাকপালানাং দেবানাং  
বসুপালানাং বসুধাপালানাং কিরীটৈঃ জুষ্টিং সেবিতং  
পদাম্বুজং যস্য তং ) রঘুপতিং তং ( রামং ) শরণং  
প্রপদ্যে ( শরণং রক্ষকং প্রাপ্নোমি ) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**—যাঁহার দিগ্গজেদ্রসমূহের পটবৎ  
আবরণস্বরূপ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত নিম্নলি পাপহারি

যশঃ ঋষিগণ অদ্যাবধি রাজন্যবর্ণের সভায় কীর্ত্তন  
করিয়া থাকেন, দেবেদ্র ও নরেন্দ্রগণ নিজ নিজ  
শিরোভূষণ কিরীটের দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম সেবা  
করিয়া থাকেন, আমি সেই আশ্রয়স্বরূপ রামচন্দ্রের  
শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২১ ॥

**বিশ্বনাথ**—রামং প্রপদ্যমানস্য সর্বোৎকর্ষমাহ—  
যস্য নিম্নলং যশঃ নৃপাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং সদঃসু  
ঋষয়ো মার্কণ্ডেয়াদয়ো গায়ন্তি, দিগিভেদ্রপট্টং পট্ট-  
শব্দস্যাসদ্বাচিহ্নাৎ দিগ্গজেদ্রাক্রটিমিত্যর্থঃ । তেন  
যশঃ সর্বদিগ্গিজয়িসেনানীত্বমুক্তম্ । নাকপালাঃ  
দেবেদ্রাদ্যাঃ, বসুপালাঃ নরেন্দ্রাশ্চ তেষাং কিরীটৈ-  
র্জুষ্টিং পদাম্বুজং যস্য তম্ । জুষ্টিমিতি রঘুপতে-  
রিত্তি পাঠে ততস্যোত্যার্থঃ ॥ ২১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত জনের  
সর্বোৎকর্ষ বলিতেছেন—‘যস্য’, যাঁহার নিম্নলি যশঃ  
যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতিগণের সভায় মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি  
ঋষিগণ অদ্যাবধি কীর্ত্তন করেন । ‘দিগিভেদ্র-পট্টং’  
—যাঁহার যশোরাশি দিক্‌হস্তিগণের আচ্ছাদন বস্ত্র-  
রূপে বিরাজ করিতেছে, অর্থাৎ দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত  
রহিয়াছে । এখানে পট্ট-শব্দের অসদ্বাচিহ্নহেতু  
দিগ্‌-গজেদ্র আরাট্, এই অর্থ । ইহার দ্বারা যশো-  
রাশির সর্বদিক্‌বিজয়ী সেনানীত্ব উক্ত হইল ।  
‘নাকপাল’—ইত্যাদি, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও নরপতিগণ  
তাঁহাদের মস্তকস্থিত কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা যাঁহার  
পাদপদ্ম-যুগলের সেবা করিতেছেন । এইস্থলে  
‘জুষ্টিম্’ এবং ‘রঘুপতেঃ’—এইরূপ পাঠান্তরে, রঘু-  
পতি শ্রীরামচন্দ্রের দেবেদ্র-নরেন্দ্র-সেবিত পাদপদ্মে  
আমি শরণ লইতেছি—এই অর্থ ॥ ২১ ॥

স যৈঃ স্পৃষ্টোহভিভূষ্টো বা সংবিষ্টোহনু-  
গতোহপি বা ।

কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥২২॥

**অম্বয়ঃ**—যৈঃ ( জনৈঃ কোশলবাসিভিঃ ) সঃ  
( রামচন্দ্রঃ ) স্পৃষ্টঃ ( নমনাদিনা কৃতস্পর্শঃ ) অভি-  
দৃষ্টঃ বা সংবিষ্টঃ ( সহোপবিষ্টঃ ) অনুগতঃ অপি  
বা ( কৃতানুসরণঃ বা ) তে কোশলাঃ ( কোশল-

বাসিনঃ ) ; যোগিনঃ ( ভক্তিযোগবন্তঃ ) যত্র গচ্ছন্তি  
( তৎ ) স্থানং যযুঃ ( প্রাপুঃ ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যে সকল অযোধ্যাবাসী দাস্যভাবে  
প্রণামাদি দ্বারা রামচন্দ্রকে স্পর্শ অথবা দর্শন করি-  
তেন কিম্বা সখ্যভাবে তাঁহার সহিত একত্র উপবেশন  
অথবা অনুগমন করিতেন, তাঁহারা সকলেই ভক্তি-  
যোগিগণ যথায় গমন করেন তথায় গমন করিয়া-  
ছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সংবিষ্টঃ সখ্যাৎ যৈঃ সহোপবিষ্টঃ  
শয়িতো বা । তে কোশলদেশবাসিনঃ যোগিনো ভক্তি-  
যোগবন্তঃ স্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সংবিষ্টঃ’—সখ্যভাবে  
যাঁহাদের সহিত একত্র উপবেশন বা শয়ন করিয়াছেন,  
‘কোশলাঃ যোগিনঃ’—সেই কোশলদেশবাসী ভক্ত-  
যোগিগণ ‘স্থানং’—বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্ ।

আনুশংস্যপরো রাজন্ কৰ্ম্মবন্ধৈবিমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অবয়বঃ—( হে ) রাজন্, ( পরীক্ষিতঃ, ) পুরুষঃ  
শ্রবণৈঃ ( শ্রোত্রেন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ ) রামচরিতং ( রামস্য  
চরিতম্ ইতিবৃত্তম্ ) উপধারয়ন্ ( শৃণ্বন্ ) আনুশংস্য-  
পরঃ ( শৌর্যশূন্যোহমৎসরঃ ) কৰ্ম্মবন্ধৈঃ ( কৰ্ম্মরূপ-  
বন্ধনৈঃ ) মুচ্যতে ( মুক্তো ভবতি ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়  
দ্বারা রামচন্দ্রের চরিত ধারণ করিবেন, তিনি মাৎস-  
র্য্যশূন্য হইয়া কৰ্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন  
॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—আনুশংস্যপরঃ ক্রৌর্য্যশূন্যোহমৎসর  
ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আনুশংস্যপরঃ’—নৃশংসতা  
ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ অমৎসর হইয়া ( এই রাম-  
চরিত কর্ণগোচর করিলে মানুষ কৰ্ম্মবন্ধন হইতে  
মুক্তি লাভ করে । ) ॥ ২৩ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কথং স ভগবান্ রামো ভ্রাতৃন বা স্বয়মাত্মনঃ ।

তস্মিন্ বা তেহম্ববর্তন্ত প্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে ॥ ২৪ ॥

অবয়বঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—( শুকদেবং প্রতি  
পরীক্ষিদুবাচ ) সঃ ভগবান্ রামঃ স্বয়ং কথং ( অবর্ত্তত  
অবতিষ্ঠতে স্ম ), আত্মনঃ ( অংশভূতান্ ) ভ্রাতৃন  
( প্রতি ) বা ( কথং অবর্ত্তত ), তে ( ভ্রাতাদমঃ ) প্রজাঃ  
পৌরাশ্চ ( পুরবাসিনশ্চ ) তস্মিন্ ঈশ্বরে ( রামে )  
বা ( কথন্ ) অনু ( অনন্তরম্ ) অবর্ত্তন্ত ( ইতি প্রশ্ন-  
গ্রন্থম্ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিতঃ শুকদেবকে কহি-  
লেন,—ভগবান্ রামচন্দ্র কি প্রকারে অবস্থান করিতে-  
ছিলেন, তাঁহার অংশভূত তদীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি তিনি  
কিরূপ ব্যবহার করিতেন ? সেই সকল ভ্রাতৃবর্গ  
প্রজাবৃন্দ, পুরবাসিগণই বা ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রতি  
কিরূপ ব্যবহার করিতেন ? ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনো ভ্রাতৃন প্রতি কথমবর্ত্তত স্বয়ং  
বা কথমবর্ত্তত তস্মিন্ ভ্রাতাদমঃ কথমবর্ত্তন্তেতি প্রশ্ন-  
গ্রন্থম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আত্মনঃ ভ্রাতৃন’—ভগবান্  
রামচন্দ্র নিজের ভ্রাতৃগণের প্রতি কিরূপ আচরণ  
করিতেন, স্বয়ং কিরূপে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার  
প্রতি ভ্রাতৃগণ, প্রজাগণ ও পুরবাসিগণই বা কিরূপ  
ব্যবহার করিতেন ?—এই তিনটি প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ --

অথাদিশদ্বিগ্ভজয়ে ভ্রাতৃংস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।

আত্মানং দর্শয়ন্ স্থানাং পুরীমৈকুত সানুগঃ ॥ ২৫ ॥

অবয়বঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—( পরীক্ষিতং  
প্রতি শ্রীশুকদেবঃ উবাচ, ) অথ ( সিংহাসনস্বীকারা-  
নন্তরং ) ত্রিভুবনেশ্বরঃ ( ত্রিভুবনস্য ঈশ্বরঃ রামঃ )  
দ্বিগ্ভজয়ে ( দ্বিগ্ভজয়ং কর্তুং ) ভ্রাতৃন ( ভরতাদীন )  
আদিশৎ, ( ততঃ ) স্থানাম্ ( আত্মীয়ানাম্ ) আত্মানং  
দর্শয়ন্ সানুগঃ ( অনুচরসহিতঃ ) পুরীম্ ( অযোধ্যাম্ )  
ঐকুত ( নিরীক্ষণং চকার । ~ প্রজানুকম্পিতমনেন  
দশিতং রামস্য ইতি ভাবঃ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভরতের কাতর-  
বাক্যে সিংহাসন গ্রহণান্তর ত্রিভুবনাধিপতি রামচন্দ্র  
ভ্রাতৃবর্গকে দ্বিগ্ভজয়ার্থ আদেশ করিলেন । এবং  
স্বয়ং পুরজন ও প্রজাবর্গের প্রতি স্বীয় দর্শনদানরূপ

কৃপাবলোকন করিতে করিতে সহচরগণের সহিত  
অযোধ্যানগরী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতৃনৃ দিগ্বিজয়ে আদিশদিতি ভ্রাতৃ-  
ণাং তদর্শনরূপং স্বসুখমপি পরিহায় তদাজ্ঞাপালন-  
রূপা তস্মিন্ননুরক্তিত্তা। রামস্যাপি তেষু স্নেহভ-  
ক্তদেহাধিকারদানরূপা বৃত্তিরুক্তা। স্বানাং স্বপ্রজা  
পৌরাংশ্চেতি প্রজাসু পৌরেষু চ স্বদর্শনরূপাবলোকা-  
দিদানরূপা তস্য বৃত্তিরুক্তা। পুরীমৈক্ষতেতি স্বয়ং  
কথমবর্ত্ততেত্যোক্তবৃত্তম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“আদিশৎ”—শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃ-  
গণকে দিগ্-বিজয়ের আদেশ দিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা  
ভ্রাতৃগণের তাঁহার দর্শনরূপ স্বসুখও পরিত্যাগ করিয়া  
তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ তাঁহাতে অনুরক্তি বলা হইল।  
শ্রীরামেও তাঁহাদের প্রতি স্নেহবশতঃ সেই সেই দেশের  
অধিকার দানরূপ বৃত্তি উক্ত হইল। ‘স্বানাং দর্শনম্’—  
নিজ প্রজাবর্গ ও পুরবাসিগণকে সাক্ষাৎকার দান  
করিয়া পুরী দর্শন করিতেন, ইহার দ্বারা প্রজাবর্গ ও  
পুরজনের প্রতি স্বীয় দর্শনদানরূপ কৃপাবলোকনাদি  
বৃত্তি উক্ত হইল। ‘পুরীম্ ঐক্ষত’—পুরী দর্শন  
করিতেন, ইহা স্বয়ং কিরূপে অবস্থান করিতেন, এই  
প্রশ্নের উত্তর ॥ ২৫ ॥

আসিত্তমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরৈঃ।

স্বামিনং প্রাপ্তমালোক্য মতাং বা সূতরামিব ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—গন্ধোদৈঃ ( গন্ধোদকৈঃ ) করিণাং  
( গজানাং ) মদশীকরৈঃ ( মদবিন্দুভিঃ ) আসিত্ত-  
মার্গাম্ ( আসিত্তাঃ মার্গাঃ যস্যং তাং ) স্বামিনম্  
( অযোধ্যাপতিং রামং নায়কং বা ) প্রাপ্তম্ ( উপ-  
স্থিতম্ ) আলোক্য ( দৃষ্টা ) সূতরাম্ ( আতিশযোন )  
মতাম্ ইব ( সমৃদ্ধাং ) বা ( বিতর্কে, পুরীম্ ঐক্ষত  
ইতি পূর্ব্বোক্তবৃত্তম্ ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্রের রাজত্বকালে অযোধ্যাপুরীর  
মার্গসমূহ সুগন্ধি উদকের ও হস্তিগণের মদবল দ্বারা  
সিক্ত হইত। অযোধ্যাপুরীও নিজ স্বামীকে উপস্থিত  
দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিলেন  
॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তস্যেক্ষণীয়াং পুরীং বর্ণয়তি

আসিত্ত্যেত্যাদি সূতরাং মত্তামিব সমৃদ্ধাং বেতি  
বিতর্কে। বাসিতগামিবেতি পাঠে বাসিতাং কামো-  
ন্নতাং গামিবেত্যর্থঃ। সমাসান্তাভাব আর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তাঁহার ঐক্ষণীয়  
পুরীর বর্ণনা করিতেছেন—“আসিত্তমার্গাং” ইত্যাদি,  
পথসমূহ গন্ধজল ও হস্তিগণের মদজলদ্বারা সিক্ত  
হইত। ‘সূতরাং’—অতিশয়রূপে মত্তার ন্যায় সমৃদ্ধা  
নগরী, অর্থাৎ সেই পুরী নিজ স্বামীকে সমাগত  
দেখিয়া যেন অতিশয় হর্ষোন্নততা প্রকাশ করিত।  
‘বা’—ইহা বিতর্কে। ‘বাসিতগাম্ ইব’—এরূপ  
পাঠান্তরে কামোন্নতা গাভীর ন্যায়, এই অর্থ। এখানে  
সমাসান্তের অভাব আর্থপ্রয়োগ ॥ ২৬ ॥

প্রাসাদগোপুরসভা-চৈত্যদেবগৃহাদিষু।

বিন্যস্তহেমকলসৈঃ পতাকাভিঃ মণ্ডিতাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাসাদ-গোপুর-সভা-চৈত্য-দেবগৃহাদিষু  
( প্রাসাদেষু অট্টালিকাসু গোপুরেষু পুরদ্বারেষু সভাসু  
চৈত্যানি পাষাণাদিবদ্ধ-ব্রহ্মমূলস্থানি তেষু-দেব-গৃহা-  
দিষু চ ) বিন্যস্তহেমকলসৈঃ ( স্থাপিতস্বর্ণকুণ্ডৈঃ )  
পতাকাভিঃ চ মণ্ডিতাং ( শোভিতাং পুরীম্ ঐক্ষত  
ইতি শেষঃ ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—প্রাসাদ, পুরদ্বার, পাষাণাদি দ্বারা বন্ধ  
পুজার স্থান, দেবগৃহ প্রভৃতিতে সুবর্ণকলসসমূহ  
বিন্যস্ত থাকিত এবং সর্ব্বত্র পতাকাসমূহ শোভা  
পাইত ॥ ২৭ ॥

পুণৈঃ সন্নৈঃ রজাভিঃ পট্টিকাভিঃ সুবাসসাম্।

আদর্শৈরংগুৈঃ স্রগ্ভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—সন্নৈঃ ( ফলস্তবকসহিতৈঃ ) পুণৈঃ  
( ক্রমুৈঃ ) রজাভিঃ ( কদলীস্তম্ভৈঃ ) সুবাসসাং  
( নানাচিত্রবিচিত্রাণাং বস্ত্রাণাং ) পট্টিকাভিঃ ( পতা-  
কাভিঃ ) আদর্শৈঃ ( দর্শনৈঃ ) অংগুৈঃ ( বস্ত্রৈশ্চ )  
স্রগ্ভিঃ ( মাল্যৈশ্চ ) কৃতকৌতুক-তোরণাং ( কৃতানি  
কৌতুক-তোরণানি মঙ্গলার্থানি তোরণানি যস্যং তাং  
পুরীম্ ঐক্ষত ইতি শেষঃ ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তথায় ফলস্তবক-সহিত পুগব্রহ্ম

( সুপারিবৃক্ষ ), কদলীশুভ, নানাবিধ চিত্রবিচিত্রবস্ত্রের  
পতাকা, এবং আদর্শ বস্ত্র-মাল্য দ্বারা মঞ্জল তোরণ  
( বহির্দ্বার ) রচিত হইত ॥ ২৮ ॥

তমুপেয়ুস্তত্র তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ ।

আশিষো যুযুজুর্দেবপাহীমাং প্রাক্ ত্বয়োদ্ধৃতাম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—পৌরাঃ তত্র তত্র ( রামঃ যত্র যত্র  
গচ্ছতি তস্মিন্বেব স্থানে ) অর্হণপাণয়ঃ ( অর্হণপাণয়ঃ  
সন্তঃ ) তং ( রামম্ ) উপেয়ুঃ ( সমীপমুপতস্থুঃ, হে )  
দেব ! প্রাক্ ( বরাহাবতারে ) ত্বয়া উদ্ধৃতাং ( পাতা-  
লাদুদ্ধৃতাম্ ) ইমাং ( মহীং ) পাহি, ( রক্ষ ইতি  
প্রার্থয়মানাঃ ) আশিষ যুযুজুঃ ( প্রযুক্তবন্তঃ ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—রামচন্দ্র যে যে স্থানে গমন করিতেন,  
পুরবাসিগণ পূজোপকরণ-হস্তে সেই সেই স্থানে উপ-  
স্থিত হইতেন এবং হে দেব ! বরাহ অবতারে  
আপনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, সম্প্রতি  
ইহাকে পালন করুন—এই বলিয়া আশীর্বাদ প্রয়োগ  
করিতেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—পৌরাণাং তস্মিন্মনুরক্তিমাহ তমিতি  
ইমাং পৃথীং প্রাক্ বরাহরূপেণ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরবাসিগণের তাঁহার প্রতি  
ব্যবহার বর্ণনা করিতেছেন—‘তম্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ  
তিনি যেখানে যেখানে গমন করিতেন, পুরবাসিগণ  
উপহারহস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন । ‘ত্বয়া  
উদ্ধৃতাং’—পূর্বে বরাহরূপে উদ্ধৃতা এই পৃথিবীকে  
সম্প্রতি পালন করুন ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রজা বীক্ষ্য পতিং চিরাগতং

দিদৃক্ষুঃস্বটংগৃহাঃ স্ত্রিয়ো নরাঃ ।

আরুহ্য হর্ষাণ্যরবিন্দলোচন-

মতৃগুণেন্নাঃ কুসুমৈরবাকিরন্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ স্ত্রিয়ঃ, নরাঃ ( পুরুষাশ্চ ) প্রজাঃ  
চিরাগতং ( দীর্ঘ-কালানন্তরম্ আগতং ) পতিং দি-  
দৃক্ষুঃ ( দৃষ্টমিচ্ছয়া ) উৎসৃষ্টংগৃহাঃ ( ত্যক্তগৃহাঃ ) হর্ষাণি  
আরুহ্য অরবিন্দলোচনম্ ( অরবিন্দবৎ লোচনে নয়নে  
যস্য তং পদ্মনেত্রং পতিং ) বীক্ষ্য ( দৃষ্টা ) অতৃপ্ত-

নেত্রাঃ ( দর্শনেন তৃপ্তিমপ্রাপ্তাঃ ) কুসুমৈঃ ( পুষ্পৈঃ )  
অবাকিরন্ ( অবাক্ষিপন্ ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রজাবৃন্দ স্ত্রীপুরুষসকলেই  
দীর্ঘকাল পরে আগত স্বামী রামচন্দ্রের দর্শনবাসনায়  
হর্ষাপূর্ণে আরোহণপূর্বক অবিতৃপ্তলোচনে পদ্মলোচন  
রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে করিতে তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি  
করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজানাং তস্মিন্ রক্তিমাহ—তত  
ইতি । চিরাগতমিতি বনবাসাদাগমনসময়ভব-  
দর্শনমিদং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রজাবর্ণের তাঁহার প্রতি অনু-  
রাগ বর্ণন করিতেছেন—‘ততঃ’ ইত্যাদি । ‘চিরা-  
গতং’—ইহা বনবাস হইতে আগমনকালের দর্শন  
বুঝিতে হইবে । ( অর্থাৎ নারী পুরুষ সকল প্রজা-  
গণ দীর্ঘকাল পরে নিজপতি রামচন্দ্রকে সমাগত  
দেখিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে প্রাসাদে আরোহণপূর্বক  
তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । ) ॥ ৩০ ॥

অথ প্রতিষ্ঠাঃ স্বগৃহং জুষ্টিং স্বৈঃ পূর্বরাজভিঃ ।

অনস্তাখিলকোষাচমন্যোরুপরিচ্ছদম্ ॥ ৩১ ॥

বিদ্রুমোড়ুঘ্রদ্বারবৈদূর্যাস্তপঙক্তিভিঃ ।

স্থলৈর্মারকতৈঃ স্বচ্ছৈর্দ্রাজৎস্ফটিকভিত্তিভিঃ ॥৩২॥

চিত্রস্রগ্ভিঃ পট্টিকান্তিবাসোমণিগণাংসুতৈঃ ।

মুক্তাফলৈশ্চিদুর্লাসৈঃ কান্তকামোপপত্তিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ধূপদীপৈঃ সুরভিভিমণ্ডিতং পুষ্পমণ্ডনৈঃ ।

স্ত্রীপুংভিঃ সুরসঙ্কশৈর্জুষ্টিং ভূষণভূষণৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ( পুরীদর্শনানন্তরং রামঃ ) স্বৈঃ  
( আত্মীয়ৈঃ ) পূর্বরাজভিঃ জুষ্টিং ( সেবিতম্ )  
অনস্তাখিলকোষাচমন্যোরুপরিচ্ছদম্ ( অনস্তা নিরবধিকা যৈ অখিল-  
রত্নাদীনাং কোষাঃ তৈঃ আত্ম্য সমৃদ্ধম্ ) অনর্ঘ্যোরু-  
পরিচ্ছদং ( অনর্ঘ্যাঃ মূল্যৈঃ নির্দোষটুমশক্যাঃ উরবঃ  
মহান্তঃ পরিচ্ছদাঃ যস্মিন্ তৎ ) বিদ্রুমোড়ুঘ্রদ্বারৈঃ  
( বিদ্রুমময়্যা উড়ুঘ্রা দেহল্যঃ যেষু তৈঃ দ্বারৈঃ ),  
বৈদূর্যাস্তপঙক্তিভিঃ ( বৈদূর্যমণিময়স্তম্ভানাং পং-  
ক্তিভিঃ শ্রেণীভিঃ ), স্বচ্ছৈঃ মারকতৈঃ ( মরকতমণি-  
নির্মিতৈঃ ) স্থলৈঃ, দ্রাজৎস্ফটিকভিত্তিভিঃ ( দ্রাজন্তীভিঃ  
প্রদীপ্তাভিঃ স্ফটিকভিত্তিভিঃ ) চিত্রস্রগ্ভিঃ ( বিচিত্র-



মাল্যৈঃ), পট্টিকাভিঃ (পতাকাভিঃ) বাসোমণিগণাং-  
শুকৈঃ (বাসসাং বস্ত্রাণাং মণিগণানাঞ্চ অংশুকৈঃ  
দীপ্তিভিঃ) চিদুল্লাসৈঃ (চিচ্ছত্তেৰুল্লাসৈঃ চিন্ময়ৈঃ  
মুক্তাফলৈঃ, কান্তকামোপপত্তিভিঃ (কান্তাঃ কমণীয়াঃ  
কামোপপত্তয়ঃ ভোগসাধনানি তৈঃ) সুরভিভিঃ  
(সুগন্ধৈঃ) ধূপদীপৈঃ মণ্ডিতং (ভূষিতং), পুষ্প-  
মণ্ডনৈঃ (পুষ্পভূষণৈঃ) ভূষণভূষণৈঃ (ভূষণানাম্  
অলঙ্কারাণাং শোভাসম্পাদকৈঃ) সুরশঙ্কণৈঃ (দেব-  
তুল্যৈঃ) স্ত্রীপুংগুভিঃ (স্ত্রীপুরুষৈঃ) জুষ্টিং (সেবিতং)  
স্বগৃহং প্রবিষ্টং (বভূব) ॥ ৩১-৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রামচন্দ্র অযোধ্যাপুরীদর্শনান-  
ন্তর আত্মীয় পূর্বরাজগণের দ্বারা পরিসেবিত, নিজ  
ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ গৃহে অখিল অনন্ত রত্ন-  
কোষে সমৃদ্ধিশালী এবং বহু অমূল্য পরিচ্ছদদ্বারা  
সুসজ্জিত। তথাকার দেহলী (গৃহদ্বারের বহির্ভাগে  
উভয় দিকস্থিত উচ্চভূমি বা রক) সকল নবপল্লব-  
বিশিষ্ট উড়ুস্বররঞ্জে শোভমান, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্য্যময়,  
গৃহতল অতি চ্ছস্ব মরকতমণিনির্মিত এবং ভিত্তিসকল  
স্ফটিকপ্রভায় উদ্দীপ্ত, গৃহে বিচিত্র মালা, পতাকা, বস্ত্র  
ও রত্নসমূহের ছটায় দীপ্যমান, চিন্ময় উজ্জ্বল, মুক্তা-  
ফল-মণ্ডিত কমণীয় ভোগসাধন-দ্রব্যে সজ্জিত, সুগন্ধি  
ধূপ, দীপদ্বারা সুবাসিত ও পুষ্পমণ্ডলে সুশোভিত  
এবং অলঙ্কারেরও অলঙ্কারস্বরূপ দেবতুল্য বহু স্ত্রী-  
পুরুষদ্বারা নিষেবিত ॥ ৩১-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়ং কথমবর্ততেত্যস্যন্তরং বিস্তারণে  
পুনরাহ অথৈত্যাदिना। বিদ্রুমময়া উড়ুস্বরা দেহল্যো  
যেষু তৈর্দ্বারৈঃ। তৃতীয়ান্তানাং মণ্ডিতমিতি তৃতীয়ে-  
নান্বয়ঃ। বাসসাং মণিগণানাং চাংশুকৈঃ।  
চিত্তিচ্ছত্তেৰুল্লাসৈশ্চিন্ময়ৈরিত্যি সর্ব্বেষাং বিশেষণ-  
মিদং পূর্য্যা অপ্রাকৃতত্বাৎ, কান্তা কমণীয়া ভোগানাম্  
উপপত্তিঃ সিদ্ধির্যতন্তৈরিত্যপি সর্ব্বেষাং বিশেষণম্  
॥ ৩১-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বয়ং কিরূপে অবস্থান করি-  
তেন, তাহার উত্তর অতি বিস্তৃতভাবে পুনরায় বলি-  
তেছেন—‘অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং’—অনন্তর নিজ গৃহে  
প্রবেশ করিলেন। গৃহের বর্ণনা করিতেছেন—  
‘বিদ্রুমোড়ুস্বরদ্বারৈঃ’, বিদ্রুমময় উড়ুস্বর বলিতে দেহ-  
লীসকল যাহাতে, তাদৃশ দ্বারের দ্বারা মণ্ডিত গৃহ,

অর্থাৎ উক্ত গৃহের দ্বারস্থিত দেহলী-(চৌকাঠ) সমূহ  
বিদ্রুম মণিময় ছিল। এখানে তৃতীয়ান্ত পদসমূহের  
সহিত পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকের ‘মণ্ডিত’—পদের  
অন্বয় হইবে। ‘বাসো-মণিগণাংশুকৈঃ’—বস্ত্রসকল  
ও মণিরাজির দীপ্তিতে সুশোভিত গৃহ। ‘চিদুল্লাসৈঃ’  
চিচ্ছত্তির উল্লাস অর্থাৎ চিন্ময়, ইহা সকলের বিশে-  
ষণ, যেহেতু অপ্রাকৃত ঐ পুরী। ‘কান্ত-কামোপ-  
পত্তিভিঃ’—কমণীয় ভোগসমূহের উপপত্তি বলিতে  
সিদ্ধি যাহা হইতে তাহাদের দ্বারা সজ্জিত গৃহ।  
ইহাও সকলের বিশেষণ বলিয়া জানিতে হইবে  
॥ ৩১-৩৪ ॥

তস্মিন্ স ভগবান্ রামঃ প্রিয়য়া স্নিগ্ধেষ্টয়া।

রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বারামধীরাণাং (যস্মিন্ আত্মনি আর-  
মন্তে যে স্বারামাঃ আত্মজানিনঃ তে এব ধীরাঃ  
পণ্ডিতাঃ তেষাং) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ) সঃ ভগবান্ রামঃ  
স্নিগ্ধয়া ইষ্টয়া প্রিয়য়া সীতয়া তস্মিন্ (গৃহে) রেমে  
কিল (অক্লীড়ৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তথায় আত্মারাম পণ্ডিতদিগের  
অগ্রগণ্য ভগবান্ রামচন্দ্র স্নিগ্ধা স্বীয় ভোগ্যা প্রিয়্যা  
সীতাদেবীর সহিত আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন  
॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ স্বগৃহে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্মিন্’—সেই নিজগৃহে  
প্রিয়তমা সীতাদেবীর সহিত বিহার করিতেন ॥ ৩৫ ॥

বুভুজে চ যথাকালং কামান্ ধর্ম্মমপীড়য়ন্।

বর্ষপুগান্ বহুন্ নৃণামভিধ্যাতাভিষ্পপল্লবঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমঙ্কজে

শ্রীরামচরিত্রমেকাদশোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—নৃণাং (নৃতিরিত্যর্থঃ) অভিধ্যাতাভিষ্প-  
পল্লবঃ (অভিধ্যাতং চিন্তিতম্ অভিষ্পপল্লবং পদপল্লবং  
যস্য সঃ রাম) ধর্ম্মম্ অপীড়য়ন্ (ধর্ম্মগ্লানিমনুৎপাদ-  
য়ন্) বহুন্ বর্ষপুগান্ (বহবৎসরান্ ব্যাপ্যেত্যর্থঃ)

যথাকালং ( সময়মনতিক্রম্য ) কামান্ ( বিষয়ান্ )  
বুভুজে চ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—পুরুষসকল যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান  
করিয়া থাকেন, সেই রামচন্দ্র ধর্ম্মদ্বানি উৎপন্ন না  
করিয়াই বহু বর্ষ যাবৎ যথাকালে ভোগ্যবিষয়-সমূহ  
ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নুণাং নৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ম্মিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমৈকাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নুণাম্’—মানবগণের দ্বারা  
( চিন্তিত-পাদপদ্ম শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয়-  
সমূহ ভোগ করিয়াছিলেন । ) ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদাম্বিনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সঙ্গন-সম্মত একাদশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের  
‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯-১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের  
অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিরহিত সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একাদশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

কুশস্য চাতিথিস্তস্মান্নিষধস্তৎসূতো নভঃ

পুণ্ডরীকোহথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাভবৎ ততঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রামপুত্র কুশ ও ইক্ষ্বাকুপুত্র শশাদের  
বংশ-বিবরণ কথিত হইয়াছে ।

শ্রীরামতনয় কুশ হইতে বংশপারম্পর্য্যে যথাক্রমে  
অতিথি, নিষধ, নভ, পুণ্ডরীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক,  
অনীহ, পারিষাত্র, বনস্থল, বজ্রনাভ, সগণ, বিধৃতি,  
হিরণ্যনাভ যিনি জৈমিনিশিষ্য হইয়া পরে যোগাচার্য্য  
ও যাজ্ঞবল্ক্যের অধ্যাপ্তযোগ-শিক্ষাদাতা, পুষ্প, ধ্রুব-  
সন্ধি, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্র, মরু—যিনি যোগসিদ্ধ  
হইয়া অদ্যাপি কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন এবং  
যিনি কলিযুগান্তে বিনষ্টসূর্য্যাবংশের ভাবী প্রবর্ত্তক,  
প্রসূত্রত, সন্ধি, অমর্ষণ, মহাস্বান্, বিশ্ববাহু, প্রসেন-  
জিৎ, তক্ষক, রুহদ্রল—যিনি অভিমন্যু কর্ত্তক নিহত  
হন, জন্মগ্রহণ করেন । ইঁহারা সকলেই অতীত  
হইয়াছেন । ইঁহাদের পরে রুহদ্রল হইতে যথাক্রমে  
রুহদ্রণ, উরুক্রিয়, বৎসরুদ্ধ, প্রতিব্যোম, ভানু, সেনা-

পতি, দিবাক, সহদেব, বীর, রুহদ্র, ভানুমান্, প্রতী-  
কাশ, সুপ্রতীক, মরুদেব, সুনক্ষত্র, পুক্ষর, অন্তরীক্ষ,  
সুতপা, অমিগ্রজিৎ, রুহদ্রাজ, বহি, কৃতঞ্জয়, ধনঞ্জয়,  
সজয়, শাক্য, শুক্লোদ, লাঙ্গল, প্রসেনজিৎ, ক্ষুদ্রক,  
রণক, সুরথ তনয় ও সুমিত্র রাজা হন । সুমিত্রই  
ইক্ষ্বাকুবংশে শেষ রাজা, ইঁহার পর কলিযুগে ঐ বংশ  
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কুশস্য ( শ্রীরামচন্দ্র-  
পুত্রস্য ) চ অতিথিঃ ( তন্মামকসূতোহভবৎ ) তস্মাৎ  
( অতিথে ) নিষধঃ ( অভূৎ ), তৎসূতঃ ( তস্য  
নিষধস্য সূতঃ ) নভঃ ( অভূৎ ), অথ ( অনন্তরং )  
তৎপুত্রঃ ( তস্য নভস্য পুত্রঃ ) পুণ্ডরীকঃ ( অভূৎ ),  
ততঃ ( পুণ্ডরীকঃ ) ক্ষেমধন্বা অভবৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, —রামচন্দ্রের পুত্র  
কুশের অতিথিনামে এক পুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতেই  
নিষধ জন্মগ্রহণ করেন, নিষধের পুত্র নভ, নভের পুত্র  
পুণ্ডরীক । এই পুণ্ডরীক হইতে ক্ষেমধন্বার উৎপত্তি  
॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাদশে কুশবংশস্য সুমিত্রাস্তস্য কীর্ত্তনম্ ।

সমাপ্তশেক্ষাকুসুনোবিকৃষ্ণেরয়মবয়ঃ ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে সুমিত্র পর্য্যন্ত কুশবংশের বর্ণনের দ্বারা ইক্ষ্বাকুতনয় বিকুক্ষির বংশ সমাপ্ত হইয়াছে ॥ ০ ॥

দেবানীকস্ততোহনীহঃ পারিষাত্রোহথ তৎসূতঃ ।

ততো বলস্থলস্তস্মাদ্বজ্রনাভোহর্কসম্ভবঃ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( ক্লেমধন্বা ) দেবানীকঃ ( সুতোহভবৎ, ততঃ ) অনীহঃ ( পুত্রঃ অভূৎ ), অথ ( অনন্তরং ) তৎসূতঃ ( তস্য অনীহস্য সূতঃ ) পারিষাত্রঃ ( অভূৎ ), ততঃ ( পারিষাত্রাৎ ) বলস্থলঃ ( অভূৎ ), তস্মাৎ ( বলস্থলাৎ ) অর্কসম্ভবঃ ( অর্কস্য সূর্য্যস্য অংশাৎ সম্ভবঃ উপ্তির্ভ্যস্য সঃ বজ্রনাভঃ ( অভবৎ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ক্লেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীক হইতে অনীহ উপপন্ন হন, অনীহের পুত্র পারিষাত্র, পারিষাত্র হইতে বলস্থল । বলস্থল তনয় বজ্রনাভ । এই বজ্রনাভ সূর্য্য্যাংশে উপপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অর্কসম্ভবঃ অর্কস্যংশাৎ সম্ভূতঃ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অর্কসম্ভবঃ’—বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ সূর্য্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২ ॥

সগণস্তৎসুতস্তস্মাদ্বিধুতিশ্চাভবৎ সূতঃ ।

ততো হিরণ্যনাভোহভূদ্য যোগাচার্য্যস্ত জৈমিনেঃ ।

শিষ্যকৌশল্য আধ্যাত্ম যাজ্ঞবল্ক্যোহধ্যাপাদ্ যতঃ ॥৩॥ যোগং মহোদয়মুষিহাদয়গ্রন্থিভেদকম্ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—তৎসূতঃ ( তস্য বজ্রনাভস্য সূতঃ ) সগণঃ ( অভবৎ ), তস্মাৎ ( সগণাৎ ) চ বিধুতিঃ সূতঃ ( পুত্রঃ ) অভবৎ, ততঃ ( বিধুতেঃ ) হিরণ্যনাভঃ অভূৎ, ( যঃ খলু ) জৈমিনেঃ শিষ্যঃ ( সন্ ) যোগাচার্য্যঃ তু ( অভবৎ ), যতঃ ( হিরণ্যনাভসকশাৎ ) কৌশল্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ঋষিঃ মহোদয়ঃ ( মহান্তঃ উদয়াঃ সিদ্ধয়ো যস্মিন্ তৎ ) হাদয়গ্রন্থিভেদকং ( হাদয়গ্রন্থেঃ কন্ম্ববাসনাম্মাং ভেদকম্ ) আধ্যাত্মম্ ( অধ্যাত্মসম্বন্ধীম্ ) যোগম্ অধ্যগাৎ ( অধীতবান্ ) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—বজ্রনাভের পুত্র সগণ হইতে বিধুতি

নামক পুত্রের জন্ম হয় । বিধুতি পুত্র হিরণ্যনাভ, ইনি জৈমিনির শিষ্য হইয়া যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন, ইহার নিকট যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি ভোগবাসনারূপ হাদয়-গ্রন্থি-ভেদক মহতীসিদ্ধিরূপ অধ্যাত্মযোগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—হিরণ্যনাভস্ত জৈমিনেঃ শিষ্যঃ সন্ যোগাচার্য্যোহভূদিত্যম্বয়ঃ । যতো হিরণ্যনাভাৎ কৌশল্যো যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিঃ আধ্যাত্ম যোগম্ অধ্যগাৎ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হিরণ্যনাভঃ’—বিধুতির পুত্র হিরণ্যনাভ জৈমিনির শিষ্য হইয়া যোগাচার্য্য হইয়াছিলেন—এই অম্বয় । ‘যতঃ’—যে হিরণ্যনাভের নিকট হইতে কৌশল্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

পুষ্পো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোহভবৎ ।

সুদর্শনোহথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সূতঃ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—হিরণ্যনাভস্য পুষ্পঃ ( তন্মামকঃ সূতঃ অভবৎ ), ততঃ ( পুষ্পাৎ ধ্রুবসন্ধিঃ অভবৎ, অথ ( অনন্তরং ধ্রুবসন্ধিতঃ ) সুদর্শনঃ ( অভবৎ ), তস্য ( সুদর্শনস্য ) অগ্নিবর্ণঃ ( সূতঃ তথাপি ) শীঘ্রঃ ( সূতঃ ) তস্য সূতঃ ( পুত্রঃ ) মরুঃ ( বভূব ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্প হইতে ধ্রুবসন্ধি উপপন্ন হন । অনন্তর ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র মরু ॥ ৫ ॥

সোহসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপ্রগ্রামাস্থিতঃ ।

কলেয়ন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ অসৌ ( মরুঃ ) যোগসিদ্ধঃ ( যোগেন সিদ্ধঃ জিতকায়ঃ সন্ ) কলাপ্রগ্রামং ( তন্মামধ্বংগ্রামম্ ) আস্থিতঃ ( আশ্রিতঃ অধুনাপি ) আস্তে ( বর্ততে ), কলেঃ ( কলিশূণ্য ) অস্তে ( অবসানে ) নষ্টং ( বিনাশং প্রাপ্তং ) সূর্য্যবংশং পুনঃ ভাবয়িতা ( ভাবয়িষ্যতি পুত্রপৌত্রাদিপরম্পরয়া প্রবর্তয়িষ্যতি ) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—এই মরু যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া কলাপগ্রামে অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। ইনি যুগান্তে বিনষ্ট সূর্য্যবংশ পুত্রোৎপাদন-দ্বারা পুনরায় প্রবর্তিত করিবেন ॥ ৬ ॥

**বিশ্বনাথ**—যো মরুঃ প্রসূততং পুত্রমুৎপাদ্য কলাপগ্রামমাশ্রিতোহদ্যাপ্যাস্তে । ভাবয়িতা পুনঃ পুত্র-মুৎপাদ্য প্রবর্তয়িষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘স অসৌ’—শীঘ্রের পুত্র মরু, যে মরু যোগে সিদ্ধিলাভ করতঃ প্রসূতত নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া অদ্যাপি কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন। ‘ভাবয়িতা’—ইনি কলিযুগের অন্তে বিনষ্ট সূর্য্যবংশকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পুনরায় প্রবর্তিত করিবেন, এই অর্থ ॥ ৬ ॥

**তস্মাৎ প্রসূতস্তস্য সন্ধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ ।**

**মহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিশ্ববাহরজায়ত ॥ ৭ ॥**

**অম্বয়ঃ**—তস্মাৎ ( মরুতঃ ) প্রসূততঃ ( সূতঃ অভবৎ ), তস্য ( প্রসূততস্য ) সন্ধিঃ ( পুত্রঃ অভবৎ ), তস্য অপি ( সন্ধেরপি ) অমর্ষণঃ ( অভবৎ ) তৎ-সূতঃ ( তস্য অমর্ষণস্য সূতঃ ) মহস্বান্, তস্মাৎ ( মহস্বতঃ ) বিশ্ববাহঃ অজায়তঃ ( জন্তে ) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**—মরু হইতে প্রসূত উৎপন্ন হন। প্রসূততের পুত্র সন্ধি, সন্ধির পুত্র অমর্ষণ তৎপুত্র মহাস্বান্। এই মহাস্বান্ হইতে বিশ্ববাহ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৭ ॥

**বিশ্বনাথ**—তস্মান্নরোঃ ॥ ৭ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘তস্মাৎ’—সেই মরু হইতে প্রসূত উৎপন্ন হন ॥ ৭ ॥

**ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ ।**

**ততো রুহদ্রলো যন্ত পিত্রা তে সমরে হতঃ ॥ ৮ ॥**

**অম্বয়ঃ**—ততঃ ( বিশ্ববাহোঃ ) প্রসেনজিৎ ( বভূব ) । তস্মাৎ ( প্রসেনজিতঃ ), পুনঃ তক্ষকঃ ভবিতা ( জাতঃ ), ততঃ ( তক্ষকো ) রুহদ্রলঃ ( অভূৎ ), যঃ তু ( রুহদ্রলঃ ) সমরে ( যুদ্ধে ) তে ( তব ) পিত্রা জনকেন অভিমন্যুনা হতঃ ( নিহতঃ ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—তদনন্তর বিশ্ববাহর ঔরসে প্রসেন-জিতের জন্ম হয়। প্রসেনজিৎ হইতে তক্ষক উৎপন্ন হন। তক্ষক হইতে রুহদ্রলের উৎপত্তি। এই রুহদ্রল যুদ্ধে আপনার ( পরীক্ষিতের ) পিতা অভিমন্যু কর্তৃক নিহত হন ॥ ৮ ॥

**বিশ্বনাথ**—পিত্রা অভিমন্যুনা ॥ ৮ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘পিত্রা’—আপনার পিতা অভিমন্যু কর্তৃক তক্ষকের পুত্র রুহদ্রল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

**এতে হীক্ষাকুভূপালা অতীতাঃ শূবানাগতান্ ।**

**রুহদ্রলস্য ভবিতা পুত্রো নাম্না রুহদ্রণঃ ॥ ৯ ॥**

**অম্বয়ঃ**—এতে হি ( পুর্ব্বোক্তাঃ ) ইক্ষাকুভূপালাঃ ( ইক্ষাকুবংশীয় রাজানঃ ) অতীতাঃ ( অতিক্রান্তাঃ ) । অথ ( অনন্তরং ) অনাগতান্ ( পশ্চাৎ যে ভবিষ্যন্তি তান্ কথয়ামি ), শূণ্ ( আকর্ণয়, তথাহি ) রুহদ্রলস্য রুহদ্রণঃ ( ইতি ) নাম্না ( খ্যাতঃ ) পুত্রঃ ভবিতা ( ভবিষ্যতি ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—যে সকল ইক্ষাকুবংশীয় রাজগণের কথা কীৰ্ত্তিত হইল, তাঁহারা সকলেই অতীত হইয়াছেন। এখন ভবিষ্যতে যাহারা হইবেন, তাহাদের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। রুহদ্রলের রুহদ্রণ নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৯ ॥

**উরুক্রিয়ঃ সূতস্তস্য বৎসরুদ্ধো ভবিষ্যতি ।**

**প্রতিবোমস্ততো ভানুদিবাকো বাহিনীপতিঃ ॥ ১০ ॥**

**অম্বয়ঃ**—তস্য ( রুহদ্রণস্য ) সূতঃ ( পুত্রঃ ) উরুক্রিয়ঃ ( ভবিষ্যতি ), তস্য ( উরুক্রিয়স্য ) বৎস-রুদ্ধঃ ( সূতঃ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ), ততঃ ( বৎসরুদ্ধাৎ ) প্রতিবোমঃ, ( ততশ্চ প্রতিবোমাৎ ) ভানুঃ ( তস্মাৎ ভানোঃ ) বাহিনীপতিঃ ( বাহিন্যাঃ সেনায়াঃ পতিঃ ) দিবাকঃ ( ভবিষ্যতি ) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—রুহদ্রণের পুত্র উরুক্রিয় এবং উরুক্রিয়ের পুত্র বৎসরুদ্ধ হইবেন। বৎসরুদ্ধ হইতে প্রতিবোম, প্রতিবোম হইতে ভানু এবং তাঁহা হইতে সেনাপতি দিবাক জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১০ ॥

সহদেবস্ততো বীরো রুহদশ্বোহথ ভানুমান্ ।

প্রতীকান্মো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোহথ তৎসূতঃ ॥১১॥

অবয়ঃ—ততঃ ( দিবাকাৎ ) সহদেবঃ, ( ততঃ সহদেবাৎ ) বীরঃ রুহদশ্বঃ, অথ ( অনন্তরং রুহদশ্বাৎ ) ভানুমান্ ( ভানুমতঃ ) প্রতীকান্মো অথ ( অনন্তরং ) তৎসূতঃ ( তস্য প্রতীকান্মস্য সূতঃ ) সুপ্রতীকঃ ( ভবিষ্য-  
তীতি শেষঃ ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ - তদনন্তর দিবাক হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বীর রুহদশ্ব, তাহা হইতে ভানুমান্, ভানুমান্ হইতে প্রতীকান্ম, প্রতীকান্মের পুত্র সুপ্রতীক উৎপন্ন হইবেন ॥ ১১ ॥

ভবিতা মরুদেবোহথ সুনক্ষত্রোহথ পুক্ষরঃ ।

তস্যান্তরীক্ষস্তৎপুত্রঃ সূতপাস্তদমিগ্রজিৎ ॥ ১২ ॥

অবয়ঃ—অথ ( অনন্তরং সুপ্রতীকাৎ ) মরুদেবঃ ( সূতঃ ) ভবিতা ( ভবিষ্যতি ), অথ ( অনন্তরং মরুদেবাৎ ) সুনক্ষত্রঃ ( ততঃ সুনক্ষত্রাৎ ), পুক্ষরঃ ( সূতঃ ), তস্য ( পুক্ষরস্য সূতঃ ) অন্তরীক্ষঃ, তৎপুত্রঃ ( তস্য অন্তরীক্ষস্য পুত্রঃ ) সূতপাঃ, তৎ ( তস্মাৎ সূতপ্সঃ ) অমিগ্রজিৎ ( ভবিষ্যতীতি শেষঃ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ইহার পর সুপ্রতীক হইতে মরুদেব, মরুদেব হইতে সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র হইতে পুক্ষর উৎপন্ন হইবেন। পরে পুক্ষরের পুত্র অন্তরীক্ষ, তৎপুত্র সূতপা ও তৎপুত্র অমিগ্রজিৎ জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১২ ॥

রুহদ্রাজস্ত তস্যাপি বহিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ ।

রণঞ্জয়স্তস্য সূতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ ॥১৩॥

অবয়ঃ—তস্য অপি তু ( অমিগ্রজিতোহপি ) রুহদ্রাজঃ ( সূতঃ ভবিতা ), তস্মাৎ ( রুহদ্রাজাৎ ) বহিঃ ( সূতঃ ) তস্মাৎ ( বহিঃ ) কৃতঞ্জয়ঃ ( সূতঃ ), তস্য ( কৃতঞ্জয়স্য ), সূতঃ রণঞ্জয়ঃ, ততঃ ( রণঞ্জয়াৎ ) সঞ্জয়ঃ ( সূতঃ ) ভবিতা ( ভবিষ্যতি ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অমিগ্রজিৎ হইতে রুহদ্রাজ, রুহদ্রাজ হইতে বহি, তাহা হইতে কৃতঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন। কৃতঞ্জয়সূত রণঞ্জয় হইতে সঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১৩ ॥

তস্মান্মাক্যোহথ শুদ্ধোদা লাস্তলস্তৎসূতঃ স্মৃতঃ ।

ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ ॥১৪॥

অবয়ঃ—তস্মাৎ ( সঞ্জয়াৎ ) শাক্যঃ ( সূতঃ ), অথ ( তস্মাৎ শাক্যাৎ ) শুদ্ধোদঃ ( সূতঃ ভবিষ্যতি )। তৎসূতঃ ( তস্য শুদ্ধোদস্য সূতঃ ) লাস্তলঃ স্মৃতঃ ( কথিতো ভবিষ্যতি ), ততঃ ( লাস্তলাৎ ) প্রসেনজিৎ ( সূতঃ ) তস্মাৎ ( প্রসেনজিতঃ ) ক্ষুদ্রকঃ ( পুত্রঃ ) ভবিতা ( ভবিষ্যতি ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সঞ্জয় হইতে শাক্য, তাহা হইতে শুদ্ধোদ জন্মগ্রহণ করিবেন। শুদ্ধোদর পুত্র লাস্তল-  
নামে বিখ্যাত হইবেন। এই লাস্তল হইতে প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥

রণকো ভবিতা তস্মাৎ সুরথস্তনয়স্ততঃ ।

সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্রলান্বেয়াঃ ॥১৫॥

অবয়ঃ—ততঃ ( ক্ষুদ্রকাৎ ) রণকঃ ভবিতা ( ভবিষ্যতি ), তস্মাৎ ( রণকাৎ ) সুরথস্তনয়ঃ ( পুত্রঃ ভবিষ্যতি ), ততঃ ( সুরথাৎ ) নিষ্ঠান্তঃ ( নিষ্ঠাবংশস্য স্থিতিঃ তস্যাঃ অন্তঃ অবধিত্বতঃ ) সুমিত্রঃ নাম ( পুত্রঃ ভবিতা )। এতে ( খলু রাজানঃ ) বার্হদ্রলান্বেয়াঃ ( রুহদ্রলস্য অয়ং বার্হদ্রলঃ অবয়ঃ বংশঃ যেমাং তে তথাঃ ভূতাঃ কথিতাঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ক্ষুদ্রক হইতে রণক, তাহা হইতে সুরথ, সুরথ হইতে সুমিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। সুমিত্রই এই বংশের শেষরাজা। রুহদ্রলের বংশ কথিত হইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নামনিষ্ঠয়োবাচকবাচ্যয়োঃ নাতো যস্মাৎ সঃ। তস্মাদন্যো ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা, নাত্মৈব ন তু কল্যাচন কীর্ত্যা নিতরাং তিষ্ঠন্তীতি নামনিষ্ঠা রুহদ্রলসূতাদয়স্তেষামপি অন্তঃপ্রবাহঃ সমাপ্তির্যস্মাৎ সঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুমিত্রো নাম-নিষ্ঠান্তঃ’—  
সুমিত্র এই নাম ও নিষ্ঠা বলিতে বংশের স্থিতি তাহার অন্ত ( নাশ ), অর্থাৎ বাচক ও বাচ্যের অন্ত বলিতে

নাশ বাহা হইতে তিনি, তাঁহার পর আর বংশ থাকিবে না, অর্থাৎ সুরথতনয় সুমিত্র পর্য্যন্তই এই বংশ স্থায়ী হইবে, এই অর্থ। অথবা—নামেই সুমিত্র রাজা, কোন কীত্তির দ্বারা তিনি জীবিত থাকিবেন না, ইহা নামনিষ্ঠা। এই সুমিত্র পর্য্যন্তই বংশের বংশেরও সমাপ্তি হইবে ॥ ১৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১২ ॥

ইক্ষাকৃণাময়ং বংশঃ সুমিত্রাণ্ডো ভবিষ্যতি ।  
যতন্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থ্যং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥



ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
শ্রীরামবংশানুকীৰ্ত্তনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

অবয়ঃ—ইক্ষাকৃণাং অয়ং ( বণিতঃ ) বংশঃ  
সুমিত্রান্তঃ ( সুমিত্র এব অন্তঃ অবধিতৃতঃ যস্য তথা-  
বিধঃ ) ( ভবিষ্যতি ), যতঃ ( যস্মাদ্ভ্যন্তোঃ অহং  
বংশঃ ) তং রাজানং ( সুমিত্রং ) প্রাপ্য বৈ ( এব )  
কলৌ ( কলিযুগে ) সংস্থ্যং ( সমাপ্তিং ) প্রাপ্স্যতি  
॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ইক্ষাকুর এই বংশের শেষ রাজা  
সুমিত্র, কেননা সুমিত্র রাজা হইলে পর কলিযুগে ঐ  
বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের  
অবয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাদশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

## ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—  
নিমিরিক্ষাকুতনয়ো বশিষ্ঠমব্রতত্বিজম্ ।  
আরভ্য সত্রং সোহপ্যাহ শক্রেণ প্রাপ্স্বতোহস্মি ভোঃ ॥১

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যে বংশে ব্রহ্মজ-জনক প্রভৃতি  
রাজষিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ইক্ষাকুপুত্র  
নিমির বংশ বণিত হইয়াছে ।

নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে ঋত্বিক্‌কর্মে  
বরণ করিতে অভিলাষী হইলে বশিষ্ঠ তাঁহার বাক্য  
রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, কেননা তিনি তৎ-  
পূর্বেই ইন্দ্রকর্তৃক ঋত্বিক্‌পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন,  
সুতরাং বশিষ্ঠ নিমিকে ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া  
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন । কিন্তু নিমি জীবন  
অনিত্য জানিয়া তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া

অন্য ঋত্বিকের সাহায্যে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন,  
তাহাতে বশিষ্ঠ “তোমার দেহ নিপাত হউক”—এই  
বলিয়া নিমিকে অভিসম্পাত করেন, তজ্জন্য নিমিও  
লুপ্ত হইয়া বশিষ্ঠকে “তোমারও দেহ পতিত হউক”—  
এই বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করিলেন, ফলে উভ-  
য়েরই শরীর পতন হইল । অনন্তর বশিষ্ঠ মিত্রা-  
বরণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে পুনরুৎপন্ন হন ।

ঋত্বিকগণ নিমির দেহ গন্ধদ্রব্য মধ্যে সংরক্ষিত  
করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন । যজ্ঞ সমাপনান্তে  
দেবতাগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে ঋত্বিকগণ তাঁহা-  
দের নিকট নিমির পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন ।  
কিন্তু নিমি জড়দেহের হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব অনুভব  
করিয়া তন্নাডে অনিচ্ছুক হইলে দেবতাদিগের বরে  
অধ্যাত্মদেহে চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষরূপে লক্ষিত  
হইতে লাগিলেন । তাহার পর মহষিগণ নিমির পুত্র  
কামনা করিয়া তাহার দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন,

তৎফলে বিদেহ জনকের উৎপত্তি হয়। জনকের পুত্র উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন, সুকেতু, দেবরাত, রুহদ্রথ, মহাবীৰ্য্য, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্যাস্থ, মরু, প্রতীপ, কৃতরথ, দেবমীত, বিশ্রুত, মহাধৃতি, মহারোমা, স্বর্ণরোমা, কুতিরাত, হ্রস্বরোমা, শীরধ্বজ পুত্র-পারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন। শীরধ্বজ হইতে সীতাদেবীর আবির্ভাব। তাঁহার পুত্র কুশ, কুশের পুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও ধর্ম্মধ্বজের পুত্র কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। কৃতধ্বজ হইতে কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজ হইতে খাণ্ডিক্য উৎপন্ন হন। আত্মতত্ত্বজ কেশিধ্বজ হইতে ভানুমান, শতদ্যুম্ন, শুচি, সনদ্বাজ, উর্জ্জকেতু, পুরুজিৎ, অরিস্টনেমি, শ্রুতানু, সুপার্ষ, চিত্ররথ, ক্ষেমাধি, সমরথ, সত্যরথ, উপগুরু, বস্বনন্ত, যজু-বানু, সুভাষণ, শ্রুত, জয়, বিজয়, ঋত, শুনক, বীত-হব্য, ধৃতি, বহলাশ্ব এবং জিতেন্দ্রিয় আত্মবিদ্যাবিশারদ কৃতি বংশ-পরম্পরায় উৎপন্ন হন।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইক্ষাকুতনয়ঃ নিমিঃ সত্ত্বং ( যজ্ঞং ) আরভ্য বশিষ্ঠম্ ঋত্বিজং ( পুরোহিতম্ ) অরুত ( বব্রু )। সঃ অপি ( বশিষ্ঠোহপি ) ভোঃ ( নিমে, ) শক্রেণ ( ইন্দ্রেণ ) অহং প্রাক্ ( ত্বদবরণাৎ পূর্ব্বমেব ) রুতঃ অস্মি ( ভবামীতি ) আহ ( উবাচ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ইক্ষাকুতনয় নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠকে ঋত্বিগ্রূপে বরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে নিমে, অগ্রে ইন্দ্র আমাকে ঋত্বিকপদে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

নিমেরিক্ষাকুপুত্রস্য বংশমন্তুঃ ব্রহ্মোদশে।

সমাপিতঃ সূর্য্যবংশো বিষ্ণুবৈষ্ণবসৎকথঃ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ে ইক্ষাকু-পুত্র নিমির বংশ-বর্ণনের দ্বারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সৎকথা-সম্বলিত সূর্য্যবংশেরও সমাপ্তি হইল ॥ ০ ॥

— — —

তং নিরুত্তরাগমিষ্যামি তাবন্মাং প্রতিপালয়।

তৃক্ষীমাসীদ গৃহপতিঃ সোহপীড়স্যাকরোন্মথম্ ॥২॥

অম্বয়ঃ—অহং ( বশিষ্ঠঃ ) তং ( শক্ৰমথং ) নিরুত্তর্য্য ( সমাপ্য ) আগমিষ্যামি। ( অতঃ ) তাবৎ

( শক্ৰযজ্ঞসমাপ্তিং যাবৎ ) মাং প্রতিপালয় (প্রতীক্ষস্ব) গৃহপতিঃ ( নিমিঃ ) তৃক্ষীং ( নিঃশব্দম্ মাস্ত মাস্ত বেতি কিঞ্চিদপ্যনুত্তরা ইত্যর্থঃ ) আসীৎ ( তস্মৈ )। সঃ ( বশিষ্ঠঃ ) অপি ইন্দ্রস্য মথং ( যজ্ঞম্ ) অকরোৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আমি ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া এখানে আগমন করিব। অতএব যাবৎ ইন্দ্রযজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। এইকথায় গৃহ-পতি নিমি কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন, বশিষ্ঠও ইন্দ্রযজ্ঞ আরম্ভ করিতে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিপালয় প্রতীক্ষস্ব। গৃহপতিনিমিঃ ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রতিপালয়’—ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া যাবৎ আমি ফিরিয়া না আসিতেছি, ততকাল পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা কর। ‘গৃহপতিঃ’—গৃহপতি রাজা নিমি ( একথা শুনিয়া কোন কথা বলিলেন না ) ॥ ২ ॥

— — —

নিমিশ্চলমিদং বিদ্বান্ সত্ত্বমারভতাত্মবান্।

ঋত্বিগ্ভিরপরেস্তাবমাগমদ্ যাবতা গুরুঃ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—আত্মবান্ ( তত্ত্বজঃ ) নিমিঃ ইদং ( জীবিতং ) চলম্ ( অস্থিরং ) বিদ্বান্ ( জানন্ ) গুরু ( বশিষ্ঠঃ ) যাবতা ( কালেন ) ন অগমৎ, তাবৎ ( তাবৎ কালমধ্যে ) অপরৈঃ ( অনৈঃ ) ঋত্বিগ্ভিঃ ( যাজ্ঞিকৈঃ ) সত্ত্বং ( যজ্ঞম্ ) আরভত ( সমারম্ভবান্ ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আত্মতত্ত্বজ নিমি “এই জীবন অস্থির” জানিয়া যে কাল পর্য্যন্ত গুরু বশিষ্ঠ প্রত্যাগমন না করিয়াছিলেন, সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ঋত্বিগ্ভি দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং জীবিতং চলমস্থিরং বিদ্বান্ যত আত্মবান্ সুবুদ্ধিঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইদং’—এই জীবন অনিত্য মনে করিয়া ( রাজা নিমি অপর ঋত্বিকগণের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ) ‘যতঃ আত্মবান্’—যেহেতু তিনি সুবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥

— — —

শিষ্যব্যতিক্রমং বীক্ষ্য তং নিব্বর্ত্যাগতো গুরুঃ ।

অশপৎ পততাদ্বেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—গুরুঃ ( বশিষ্ঠঃ ) তং ( শত্রুঘণ্ডং ) নিব্বর্ত্য ( সমাপ্য ) আগতঃ ( সন্ ) শিষ্যব্যতিক্রমং ( শিষ্যস্য ব্যতিক্রমম্ অন্যান্যং ) বীক্ষ্য ( দৃষ্টা ) নিমেঃ দেহঃ ( শরীরং ) পততাৎ ( পততু । আত্মনা বিযুক্ত্যামিতি ) অশপৎ ( শাপম্ অদাৎ ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—গুরু বশিষ্ঠ ইন্দ্রঘণ্ড সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং শিষ্যের অন্যান্য দর্শন করিয়া “পণ্ডিতাভিমানী নিমির দেহ নিপাত হউক”—এই অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নিব্বর্ত্য শত্রুঘণ্ড মথং নিষ্পাদ্য আগতঃ শিষ্যস্য নিমেব্যতিক্রমং স্বস্যানপেক্ষাম্ । ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নিব্বর্ত্য’—ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক গুরু বশিষ্ঠ শিষ্য নিমির ‘ব্যতিক্রমং’—নিজের অপেক্ষারূপ অন্যান্য আচরণ ( লক্ষ্য করিয়া অভিশাপ দিলেন ) ॥ ৪ ॥

নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবেহধর্মবর্তিনে ।

তবাপি পততাদ্বেহো লোভাধর্মমজানতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নিমিঃ ( অপি ) অধর্মবর্তিনে ( অধর্মে অকারণ-শাপাদৌ বর্তিতুং শীলমস্য তস্মৈ ) গুরবে ( বশিষ্ঠায় ) লোভাৎ ( উভয়তঃ দক্ষিণাপ্রাপ্ত্যাশয়েতার্থঃ ) ধর্মম্ অজানতঃ তব অপি দেহঃ ( শরীরং ) পততাৎ ( পততু আত্মনা বিযুক্ত্যামিত্যর্থঃ ইতি ) শাপং প্রতিদদৌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নিমি অকারণ শাপপ্রদাতা গুরু বশিষ্ঠকে দক্ষিণাপ্রাপ্তির লোভে তোমার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে সুতরাং “তোমার শরীর শীঘ্র পতিত হউক”—এই প্রতিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধর্মবর্তিনে লোভাৎ ইন্দ্রতো মত্তো-হপি দক্ষিণাকাঙ্ক্ষারূপাৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অধর্মবর্তিনে’—লোভবশতঃ ইন্দ্র হইতে এবং আমার নিকট হইতেও দক্ষিণা-গ্রহণের অভিলাষরূপ অধর্মে যিনি অবস্থান করিতে-ছেন ( তাদৃশ অধর্মবর্তী গুরুকে নিমিও অভিশাপ দিলেন । ) ॥ ৫ ॥

ইত্যাৎসসজ্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাক্রকোবিদঃ ।

মিগ্রাবরুণয়োর্জজে উর্বশ্যাং প্রপিতামহঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি ( ইথং বদন্ ) অধ্যাক্রকোবিদঃ ( অধ্যাক্রাস্তপণ্ডিতঃ ) নিমি স্বং দেহং ( আত্মীয়ং শরীরম্ ) উৎসসজ্জ ( তত্যাজ ) । প্রপিতামহঃ ( বশিষ্ঠো-হপি তথা ত্যক্তদেহঃ সন্ পুনঃ ) মিগ্রাবরুণয়োঃ ( উর্বশীদর্শনাৎ ক্লম্ববীৰ্য্যয়োঃ ) উর্বশ্যাং জজে ( বভূব অত্র উর্বশীদর্শনাৎ ক্লম্বং রेतঃ পশ্চাৎ তাভ্যাং কুন্তে নিষিক্তং তস্মাৎ জাতম্ ইত্যর্থঃ ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া অধ্যাক্রাস্তে নিপুণ নিমি স্বীয় দেহ বিসর্জন করিলেন । প্রপিতামহ বশিষ্ঠও দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মিগ্রাবরুণের বীৰ্য্যে উর্বশী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রপিতামহো বশিষ্ঠঃ দেহং ত্যক্ত্বা, মিগ্রাবরুণয়োর্জজে ইতি উর্বশীদর্শনতত্ত্বদীয়ারেহসং কুন্তনিহিতাদিত্যর্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ কুন্তে রेतঃ সিষিচতুঃ সমানমিতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রপিতামহঃ’—( শ্রীল শুক-দেবের ) প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া, ‘মিগ্রাবরুণয়োঃ’- মিগ্র ও বরুণ হইতে, অর্থাৎ উর্বশীর দর্শনে মিগ্র ও বরুণের বীৰ্য্য স্থলিত হইলে কুন্তমধ্যে রক্ষিত ঐ বীৰ্য্য হইতে জন্মলাভ করেন । শ্রুতিতেও উক্ত আছে—তঁাহারা উভয়ে সমানভাবে কুন্তমধ্যে বীৰ্য্য সেচন করিয়াছিলেন ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

গন্ধবস্ত্রমু তদেহং নিধায় মুনিসত্তমাঃ ।

সমাপ্তে সন্ন্যাসে চ দেবানুচুঃ সমাগতান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিসত্তমাঃ ( মুনিশ্রেষ্ঠাঃ ) গন্ধবস্ত্রমু তদেহং ( তস্য : নিমের্দেহং ) নিধায় ( সংস্থাপ্য ) সন্ন্যাসে ( সন্ন্যাসকে যজ্ঞে ) সমাপ্তে ( সতি ) সমাগতান্ ( উপস্থিতান্ দেবান্ ) উচুঃ চ ( কথয়ামাসুঃ ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞ করিতে করিতে নিমির দেহপতন হইলে মুনিশ্রেষ্ঠগণ তঁাহার দেহ গন্ধবস্ত্র মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং সন্ন্যাসসমাপনান্তে সমাগত দেবতা-বৃন্দকে বলিলেন— ॥ ৭ ॥



বিশ্বনাথ—তদেহং নিমিশরীরম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদেহং’—নিমির মৃতদেহ  
( মুনিগণ গন্ধদ্রব্যের মধ্যে রক্ষা করিলেন । ) ॥ ৭ ॥

রাজ্ঞো জীবতু দেহোহয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি ।

তথৈতু্যক্তে নিমিঃ প্রাহ মাভূম্যে দেহবন্ধনম্ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—যদি ( যুগ্মং ) প্রভবঃ ( জীবয়িতুঃ  
সমর্থঃ ) প্রসন্নাঃ ( চ ) ( তদা ) রাজ্ঞঃ ( নিমিঃ )  
অয়ং দেহঃ জীবতু ( পুনঃ প্রাণযুক্তো ভবতু ততঃ  
দেবৈঃ ) “তথা ( জীবতু )” ইতি উক্তে ( কথিতে  
সতি ) নিমিঃ মে দেহবন্ধনং ( দেহরূপং মম বন্ধনং )  
মা ভূৎ ( ইতি প্রাহ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—যদি আপনারা সমুচ্চ হইয়া থাকেন  
এবং যদি সমর্থবান্ হন, তাহা হইলে রাজার দেহে  
পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হউক । এই কথা শুনিয়া  
দেবতাগণ “আচ্ছা তাহাই হউক”—এইরূপ বলি-  
লেন,—“আমার যেন কখন দেহ বন্ধন না হয়” ॥৮॥

বিশ্বনাথ—যদি প্রসন্নাঃ প্রভবঃ সমর্থাস্ত তহি  
জীবন্তিত্যচুঃ । তথৈতি দৈবৈরুক্তে সতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যদি প্রসন্নাঃ’—আপনারা  
যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন, তবে রাজার এই দেহ পুন-  
রায় জীবিত হউক । ‘তথা ইতি উক্তে’—‘তাহাই  
হউক’, দেবগণ এরূপ বলিলে ( নিমি বলিলেন—  
আমার যেন দেহবন্ধন না হয় ) ॥ ৮ ॥

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ ।

ভজন্তি চরণান্তোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—হরিমেধসঃ ( হরৌ মেধা বুদ্ধির্যেমাং  
তে হরিবৎ সূর্য্যবৎ প্রকাশমানা মেধা বুদ্ধির্যেমাং তে  
ইতি বা ) মুনয়ঃ বিয়োগভয়কাতরাঃ ( বিয়োগস্য  
বিচ্ছেদস্য ভয়েন কাতরাঃ ভীতাঃ সন্তঃ ) যস্য  
( দেহস্য ) যোগং ন বাঞ্ছন্তি ( ন অভিলষন্তি । কিন্তু  
কেবলং সেবা সুখেচ্ছয়া ) চরণান্তোজং ( হরিশ্চরণ-  
কমলং ) ভজন্তি ( সেবন্তে ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হরিবুদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ—“দেহের  
বিয়োগ হইবে”—এই ভয়ে কাতর হইয়া দেহযোগ

অর্থাৎ দেহগতসুখ বাসনা করেন না, কিন্তু কেবল  
সেবাসুখবাসনায় ভগবৎপাদপদ্ম ভজন করিয়া  
থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভজন্তীতি দেহাভাবে চরণান্তোজ-  
ভজনাস্তবান্ম ভগবৎপার্ষদদেহোহস্তিতি প্রার্থনা-  
রূপো গুটো ধ্বনিঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভজন্তি’—দেহ না থাকিলে  
শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন অসম্ভব, অতএব আমার  
ভগবৎ-পার্ষদদেহ হউক—এরূপ গুট প্রার্থনা এখানে  
ধ্বনিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

দেহং নাবরুণংসেহং দুঃখশোকভয়াবহম্ ।

সর্ব্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—অহং শোক-দুঃখ-ভয়াবহং ( শোকং  
দুঃখং ভয়ঞ্চ আবহতীতি যৎ তৎ ) দেহং ন অবরু-  
ণংসে ( অবরোদ্ধুং ধর্তুং নেচ্ছামি ), যতঃ ( যস্মা-  
ন্ধেতোঃ ) অস্য ( দেহস্য গ্রহণাৎ ) মৃত্যুঃ সর্ব্বত্র  
( সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ দেহিনম্ অনুবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ )  
যথা উদকে মৎস্যানাং ( পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর্ভবতীতি  
শেষঃ ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আমি শোকদুঃখভয়াবহ দেহ ধারণ  
করিতে ইচ্ছা করিনা, কেন না, জলে মৎস্যসকলের  
যেরূপ অন্য জলচর জন্তু হইতে সর্ব্বদাই মৃত্যুর  
আশঙ্কা হয়, সেইরূপ দেহধারী জীবমান্তরই দেহ-  
গ্রহণজনিত মৃত্যুভয় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নাবরুণংসে ন ধর্তুমিচ্ছামি । উদকে  
উদকেহপি । উদকে জলচরাদন্যাস্মাৎ অন্যত্র স্থলে  
স্বভাবান্ত মৃত্যুরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নাবরুণংসে,—দুঃখ-শোক-  
ভয়জনক দেহ ধারণ করিতে আমি ইচ্ছা করি না ।  
‘উদকে’—জলেও অন্য জলচর হইতে মৎস্যগণের  
যেরূপ মৃত্যু, অন্যত্র স্থলেও স্বভাবগতই জীবগণের  
মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ১০ ॥

দেবা উচুঃ—

বিদেহ উষ্যতাং কামং লোচনেষু শরীরিণাম্ ।

উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতোহধ্যাত্মসংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥

**অবয়বঃ**—দেবাঃ উচুঃ—( নিমিঃ ) বিদেহঃ ( দেহশূন্য এব সন্ ) অধ্যাত্মসংস্থিতঃ ( সূক্ষ্মদেহস্থিতিমান্ ) কামং ( যথেষ্টং ) শরীরিণাং ( দেহিনাং ) লোচনেষু ( দৃষ্টিষু ) উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতঃ ( তৎপ্রবর্তকত্বেন সূচিতঃ ) উষ্মাতাং ( বসতু ) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**—( মুনিগণ রাজার জীবিত দেহ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং রাজা শোকমোহাদির আকরদেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না—এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া ) দেবতাগণ বলিলেন, —নিমি দেহ-রহিত হইয়া সূক্ষ্মদেহে বা ভগবৎপার্ষদদেহে শরীরি-গণের দৃষ্টিমধ্যে উন্মেষ ও নিমেষের প্রবর্তকরূপে লক্ষিত হইয়া যথেষ্টাক্রমে বাস করিতে থাকুন ॥ ১১ ॥

**বিশ্বনাথ**—দেবা উচুরিতি । দেহো জীবিত্বিতি মুনীনাং প্রার্থিতং ন জীবিত্বিতি রাজঃ পার্ষদদেহো ভবত্বিতি তৃতীয়প্রার্থিতস্য দাতুমশক্যত্বাদুভয়মেব দিৎসত্তঃ উচুরিত্যর্থঃ । নিমিবিদেহ এব উষ্মাতাং বসতু, লক্ষিতো জাতঃ সন্ লোচনেষু অধ্যাত্মসংস্থিত ইত্যভ্যাং জীবিতং দেহবন্ধাভাবশ্চেত্যুভয়প্রার্থিতং সেৎস্যতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘দেবাঃ উচুঃ’—‘দেহ জীবিত হউক’ এরূপ মুনিগণের প্রার্থনা, ‘জীবিত না হউক’—এরূপ রাজার প্রার্থনা, এবং ‘ভগবৎপার্ষদ-দেহ হউক’—এই তৃতীয় প্রার্থনা পূরণে অসমর্থ বলিয়া পূর্বেও উভয় বর দিবার ইচ্ছা করিয়া দেবগণ বলিলেন, এই অর্থ । ‘বিদেহঃ’—নিমি ‘বিদেহ’, অর্থাৎ দেহহীন হইয়া অবস্থান করুক, আবার প্রাণি-গণের নৈরাজ্য জাত হইয়া সূক্ষ্মদেহরূপে অবস্থান করুক—ইহার দ্বারা জীবিত এবং দেহবন্ধনের অভাব, এই দুইটি প্রার্থনাই পূরণ হইবে, এই ভাব ॥ ১১ ॥

**অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ ।**

দেহং মমত্বঃ স্ম নিমেষঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥ ১২ ॥

**অবয়বঃ**—( অনন্তরং ) মহর্ষয়ঃ নৃণাং ( প্রজানা-মিত্যর্থঃ ) অরাজকভয়ং মন্যমানাঃ ( সম্ভাবয়ন্তঃ ) নিমেষঃ দেহং মমত্বঃ স্ম ( মথিতবস্তঃ ততঃ ), কুমারঃ ( পুত্রঃ ) সমজায়ত ( বভূব ) ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**—অনন্তর মহর্ষিগণ প্রজাবর্গের অরা-জকজন্য ভীতির সম্ভাবনা মনে করিয়া নিমির দেহ মস্থন করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার দেহ হইতে একটী কুমার উৎপন্ন হইল ॥ ১২ ॥

**জন্মনা জনকঃ সোহভূদৈদেহস্ত বিদেহজঃ ।**

মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নিম্মিতা ॥ ১৩ ॥

**অবয়বঃ**—( তস্য অবর্থানি ব্রীণি নামান্যাহ — ) সং ( কুমারঃ ) জন্মনা ( অসাধারণেন জায়তে ইতি জনকঃ তৎসংজ্ঞাবিশিষ্টঃ অভূৎ ) বিদেহজঃ তু ( জীবশূন্যদেহাৎ উৎপন্নঃ অতএব ) বৈদেহঃ ( বৈদেহ-সংজ্ঞকঃ ) মথনাৎ ( মৃতনিমেষরসমস্থনাৎ উৎপত্তেঃ ) মিথিলঃ ( মিথিলসংজ্ঞকঃ বভূবঃ ), যেন ( মিথিলেন ) নিম্মিতা ( পুরী ) মিথিলা ( ইতি খ্যাতা অভবৎ ) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**—অসাধারণ ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ কুমার জনক এবং প্রাণহীন দেহ হইতে জাত হইয়াছিলেন বলিয়া বৈদেহ এবং মস্থন হইতে হইয়াছিলেন বলিয়া মিথিল-নামে অভিহিত হইতেন । এই মিথিল কর্তৃক নিম্মিতাপুরী মিথিলা নামে বিখ্যাত ॥ ১৩ ॥

**বিশ্বনাথ**—জন্মনা অসাধারণেন জায়ত ইতি জনকঃ ॥ ১৩ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘জন্মনা’—অসাধারণভাবে জন্মহেতু তাঁহার নাম জনক ॥ ১৩ ॥

**তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোহভূনন্দিবর্দ্ধনঃ ।**

ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে ॥ ১৪ ॥

**অবয়বঃ**—( হে ) মহীপতে, ( পরীক্ষিতঃ ) তস্মাৎ ( মিথিলাৎ ) উদাবসুঃ ( অভবৎ ), তস্য ( উদাবসোঃ ) পুত্রঃ নন্দিবর্দ্ধনঃ অভূৎ । ততঃ ( নন্দিবর্দ্ধনাৎ ) সুকেতুঃ ( অভবৎ ), তস্য অপি ( সুকেতোরপি ) দেবরাতঃ ( পুত্রঃ বভূব ) ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**—হে রাজন্ ! মিথিল হইতে উদাবসু জন্মগ্রহণ করেন । উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন । নন্দি-

বর্দ্ধন হইতে সুকেতু উৎপন্ন হন, সুকেতুর পুত্র দেব-  
রাত ॥ ১৪ ॥

তস্মাদ্ বৃহদ্রথস্য মহাবীৰ্য্যঃ সুধৃৎপিতা ।

সুধৃতে ধৃষ্টকেতুর্বে হর্য্যশ্বোহথ মরুস্ততঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—তস্মাৎ (দেবরাতাৎ) বৃহদ্রথঃ (অভ-  
বৎ), তস্য (বৃহদ্রথস্য) মহাবীৰ্য্যঃ (পুত্রঃ অভবৎ  
স চ) সুধৃৎপিতা (সুধৃতঃ পিতা আসীদিত্যর্থঃ)  
সুধৃতেঃ ধৃষ্টকেতুঃ বৈ (পুত্রঃ বভূব), অথ (অনন্তরং  
ধৃষ্টকেতোঃ) হর্য্যশ্বঃ (পুত্রঃ বভূব) ততঃ (হর্য্য-  
শ্বাৎ) মরুঃ (বভূব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দেবরাত হইতে বৃহদ্রথ জন্ম গ্রহণ  
করেন, বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীৰ্য্য। ইনি সুধৃতের  
পিতা, সুধৃতের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতু হইতে হর্য্যশ্ব  
জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহা হইতে মরু জাত হন  
॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সুধৃতেঃ পিতা সুধৃৎপিতা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুধৃৎপিতা’—সুধৃতির পিতা,  
অর্থাৎ মহাবীৰ্য্যের পুত্র সুধৃতি ॥ ১৫ ॥

মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ কৃতরথো যতঃ ।

দেবমীড়স্য পুত্রো বিশ্রুতোহথ মহাধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—মরোঃ (সুতঃ) প্রতীপকঃ, তস্মাৎ  
(প্রতীপকাৎ) কৃতরথঃ জাতঃ (উৎপন্নঃ), যতঃ  
(যস্মাৎ কৃতরথাৎ) দেবমীড়ঃ (জাতঃ), তস্য  
(দেবমীড়স্য) পুত্রঃ বিশ্রুতঃ। অথ (অনন্তরং  
বিশ্রুতাৎ) মহাধৃতিঃ (অভবৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মরুর পুত্র প্রতীপক, প্রতীপক হইতে  
কৃতরথ উৎপন্ন হন, এবং কৃতরথ হইতে দেবমীড়  
জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীড়ের পুত্র বিশ্রুত, ইহা  
হইতে মহাধৃতি জাত হন ॥ ১৬ ॥

কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমা চ তৎসুতঃ ।

স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ মহাধৃতেঃ) কৃতিরাতঃ

(জাতঃ), তস্মাৎ (কৃতিরাতাৎ) চ মহারোমা  
(বভূব), তৎসুতঃ (তস্য মহারোম্নঃ সুতঃ) স্বর্ণ-  
রোমা (বভূব), তস্য (স্বর্ণরোম্নঃ) সুতঃ হ্রস্বরোমা  
ব্যজায়ত (অভবৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহাধৃতি হইতে কৃতিরাত জন্মগ্রহণ  
করেন, কৃতিরাত হইতে মহারোমা, মহারোমার পুত্র  
স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমার হ্রস্বরোমা নামে এক পুত্র হয়  
॥ ১৭ ॥

ততঃ শীরধ্বজো জজে যজার্থং কৰ্ষতো মহীম্ ।

সীতা শীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ শীরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ (হ্রস্বরোম্নঃ) শীরধ্বজঃ জজে  
(অজায়ত, যতঃ) যজার্থং (হ্রস্বরোম্নঃ যজার্থং)  
মহীং কৰ্ষতোঃ শীরাগ্রতঃ (হলাগ্রতঃ) সীতা জাতা  
(উৎপন্না), তস্মাৎ (হেতোঃ) শীরধ্বজঃ (ইতি)  
স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হ্রস্বরোমার শীরধ্বজ নামে এক পুত্র  
হইয়াছিল, এই শীরধ্বজ যজার্থ ভূমিকর্ষণ করিতে-  
ছিলেন, সেই সময় তাঁহার লাঙ্গলের অগ্রভাগ হইতে  
রামপত্নী সীতাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া,  
তিনি শীরধ্বজ নামে কীৰ্ত্তিত হইতেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৰ্ষতো যস্য সীতা রামপত্নী শীরাগ্রতো  
লাঙ্গলাগ্রতো জাতা তস্মাদেব হেতোঃ শীর এব ধ্বজঃ  
কীৰ্ত্তিব্যাঞ্জকো যস্য সঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৰ্ষতঃ’—হ্রস্বরোমার পুত্র  
শীরধ্বজ এক সময় যজ্ঞের জন্য ভূমি কৰ্ষণ করিতে  
থাকিলে, রামপত্নী সীতা ‘শীরাগ্রতঃ’—শীর অর্থাৎ  
লাঙ্গলের অগ্রভাগ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন,  
এইহেতু তিনি ‘শীরধ্বজ’—শীরই যাঁহার ধ্বজ অর্থাৎ  
কীৰ্ত্তিব্যাঞ্জক, এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

কুশধ্বজস্য পুত্রস্ততো ধর্ম্মধ্বজো নৃপঃ ।

ধর্ম্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য (শীরধ্বজস্য) পুত্র কুশধ্বজঃ ।  
ততঃ (কুশধ্বজাৎ) নৃপঃ ধর্ম্মধ্বজঃ (বভূব), ধর্ম্ম-

ধ্বজস্য কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ ( তন্নামানৌ ) দ্বৌ পুত্রৌ  
( আস্তাম্ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, কুশধ্বজ  
হইতে রাজা ধর্মধ্বজের আবির্ভাব। ধর্মধ্বজের  
কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ নামে দুই পুত্র ছিল ॥ ১৯ ॥

কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্ত মিতধ্বজাৎ ।

কৃতধ্বজসূতো রাজমাঅবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ২০ ॥

খাণ্ডিক্যঃ কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাদ্ দ্রুতঃ ।

ভানুমাংস্তস্য পুত্রোহভূচ্ছতদ্যাম্ননস্ত তৎসূতঃ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) রাজন্, ( পরীক্ষিৎ ), কৃত-  
ধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ ( সূতঃ ) মিতধ্বজাৎ তু খাণ্ডিক্যঃ  
( সূতঃ অভবৎ ), কৃতধ্বজ-সূতঃ ( কেশিধ্বজঃ )  
আঅবিদ্যাবিশারদঃ ( ব্রহ্মবিদ্যায়্য প্রবীণঃ বভূব ),  
খাণ্ডিক্যঃ ( মিতধ্বজসূতস্ত ) কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞঃ ( কর্ম্মযাথা-  
অ্যবিৎ ) কেশিধ্বজাৎ ভীতঃ ( সন্ ) দ্রুতঃ ( পলায়িতঃ )  
তস্য ( কেশিধ্বজস্য ) পুত্র ভানুমান্ অভূৎ । তৎসূতঃ  
তু ( তস্য ভানুমতঃ সূতঃ ) শতদ্যাম্ননঃ ( বভূব ) ॥ ২০-  
২১ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ । কৃতধ্বজের পুত্র  
কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য । কৃত-  
ধ্বজতনয় আঅতত্ত্ববিৎ এবং মিতধ্বজপুত্র কর্ম্মতত্ত্বে  
সুনিপুণ ছিলেন । ইনি কেশিধ্বজের ভয়ে দূরে  
পলায়ন্ করিয়াছিলেন । কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্  
এবং ভানুমানের পুত্র শতদ্যাম্নন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রুতঃ পলায়িতঃ । তস্য কেশিধ্বজস্য  
ভানুমান্ । তৎ তস্য ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্রুতঃ’—মিতধ্বজের পুত্র  
খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন ।  
‘তস্য’—সেই কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান্ । ‘তৎ’—  
তাহার (সেই ভানুমানের) পুত্র শতদ্যাম্নন ॥ ২০-২১ ॥

শুচিস্ত তনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সূতোহভবৎ ।

উর্জ্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোহথ পুরুজিৎসূতঃ ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—( শতদ্যাম্ননাৎ ) শুচিঃ ( তন্নামকঃ )  
তনয়ঃ ( পুত্রঃ জাতঃ ), তস্মাৎ তু ( শুচিঃ ) সন-

দ্বাজঃ ( তন্নামকঃ ) সূতঃ অভবৎ, সনদ্বাজাৎ উর্জ্জ-  
কেতুঃ ( অভবৎ ) । অথ ( অনন্তরম্ উর্জ্জকেতোঃ )  
অজঃ ( বভূব স চ ) পুরুজিৎ-সূতঃ ( পুরুজিৎসূতো  
যস্য সঃ তথাভূতঃ আসীৎ ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শতদ্যাম্ননের শুচি নামে এক পুত্র ছিল,  
তাহা হইতেই সনদ্বাজ নামক তৎপুত্রের জন্ম হয় ।  
সনদ্বাজ হইতে উর্জ্জকেতু এবং উর্জ্জকেতু হইতে  
অজ জন্মগ্রহণ করেন । এই অজের পুরুজিৎ নামে  
এক পুত্র ছিল ॥ ২২ ॥

অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি শ্রুতায়ুস্তৎ সুপার্ষকঃ ।

ততশ্চিহ্নরথো যস্য ক্ষেমাধিন্মিথিলাধিপঃ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য অপি ( পুরুজিতোহপি ) অরিষ্ট-  
নেমিঃ ( জাতঃ, তস্য ) শ্রুতায়ুঃ ( অভবৎ ), তৎ  
( তস্মাৎ শ্রুতায়ুঃ ) সুপার্ষকঃ ( জাতঃ ), ততঃ  
( সুপার্ষকাৎ ) চিহ্নরথঃ ( বভূব ), যস্য ( চিহ্নরথস্য ),  
ক্ষেমাধিঃ ( পুত্রঃ অভূৎ স চ ক্ষেমাধিঃ ) মিথিলাধিপঃ  
( মিথিলারাজ্যাধিপতির্বভূব ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পুরুজিৎ-তনয় অরিষ্টনেমি, তৎপুত্র  
শ্রুতায়ু । শ্রুতায়ুর ঔরসে সুপার্ষক জন্মগ্রহণ করেন,  
সুপার্ষক হইতে চিহ্নরথের আবির্ভাব, চিহ্নরথ-পুত্র  
ক্ষেমাধি মিথিলার অধিপতি ছিলেন ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ সমরথস্তস্য সূতঃ সত্যরথস্ততঃ ।

আসাদুপগুরুস্তস্মাদুপগুণ্ডোহগ্নিসম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—তস্মাৎ ( ক্ষেমাধেঃ ) সমরথঃ ( অজা-  
য়ত ), তস্য ( সমরথস্য ) সূতঃ সত্যরথঃ ( আসীৎ ) ।  
ততঃ ( সত্যরথাৎ ) উপগুরুঃ আসীৎ । তস্মাৎ  
( উপগুরোঃ ) অগ্নিসম্ভবঃ ( অগ্ন্যাংশসম্ভূত ) উপগুণ্ডঃ  
( অভূৎ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ, সমরথ-পুত্র  
সত্যরথ, সত্যরথ হইতে উপগুরু জন্মগ্রহণ করেন ।  
এই উপগুরু হইতে অগ্নির অংশ উপগুণ্ডের আবির্ভাব  
হয় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নিসম্ভবঃ অগ্ন্যাংশসম্ভূতঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি সারার্থদশিনায়াং হম্বিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

ব্রহ্মোদশোহধ্যায়ঃ নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিষ্বনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অগ্নি-সম্ভবঃ’—উপগুরুর  
পুত্র উপগুপ্ত অগ্নিদেবের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন  
॥ ২৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সম্ভব-সম্মত ব্রহ্মোদশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিষ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের  
‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১৩ ॥

বন্ধনস্তোহথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎসুভাষণঃ ।

শ্রুতস্ততো জয়ন্তস্মাদ্বিজয়োহস্মাদুতঃ সূতঃ ॥২৫॥

অর্থঃ—অথ ( অনন্তরং তস্মাদুপগুপ্তাৎ )  
বন্ধনন্তঃ ( জাতঃ ), তৎপুত্রঃ ( তস্য বন্ধনন্তস্য পুত্রঃ )  
যুযুধঃ ( আসীৎ ) । যৎ ( যস্মাৎ যুযুধাৎ ) সুভাষণঃ  
( অভূৎ ), ততঃ ( সুভাষণাৎ ) শ্রুতঃ ( বভূব ) ।  
তস্মাৎ ( শ্রুতাত্ ) জয়ঃ ( অজায়ত ), অস্মাৎ  
( জয়াৎ ) বিজয়ঃ ( বভূব অস্য সং ) সূতঃ ঋতঃ  
( আসীৎ ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—উপগুপ্তের পুত্র বন্ধনন্ত, তৎপুত্র যুযুধ,  
যুযুধ হইতে সুভাষণ, তাহা হইতে শ্রুত, শ্রুত হইতে  
জয় এবং জয় হইতে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন । এই  
বিজয়ের পুত্র ঋত ॥ ২৫ ॥

শুনকস্তৎসূতো জজে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ ।

বহলাশ্রো ধৃতেস্তস্য কৃতিস্য মহাবশী ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ—তৎসূতঃ ( তস্য ঋতস্য সূতঃ ) শুনকঃ  
জজে ( অজায়ত, তস্য চ ) বীতহব্যঃ ( সূতঃ বভূব ) ।

ততঃ ( বীতহব্যাহ ) ধৃতিঃ ( অভবৎ ), ধৃতেঃ বহ-  
লাশ্রঃ ( সূতঃ বভূব ), তস্য ( বহলাশ্রস্য ) কৃতিঃ  
তন্মাকঃ পুত্রঃ আসীৎ ), অস্য ( কৃতেঃ ) মহাবশী  
( সূতঃ বভূব ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ঋতের শুনক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ  
করেন । শুনকের পুত্র বীতহব্য, বীতহব্য হইতে  
ধৃত এবং ধৃত হইতে বহলাশ্রের জন্ম হয় । এই  
বহলাশ্রের কৃতি নামে এক পুত্র ছিল, তাঁহার পুত্র  
মহাবশী ॥ ২৬ ॥

এতে বৈ মৈথিলা রাজমাত্রবিদ্যাশিষ্যদাঃ ।

যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বৈন্দ্রমুক্তা গৃহেত্বপি ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
সূর্যবংশকীর্তনং নাম ব্রহ্মোদশোহধ্যায়ঃ ।

অর্থঃ—( হে ) রাজন্ ! ( পরীক্ষিত্ব ) আত্ম-  
বিদ্যাশিষ্যদাঃ ( ব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রবীণাঃ ) এতে  
( কথিতাঃ ) মৈথিলাঃ ( মিথিলবংশজাঃ রাজানঃ )  
যোগেশ্বরপ্রসাদেন ( যোগেশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোঃ  
অনুগ্রহেণ ) গৃহেষু ( সন্তোহপি ) দ্বৈন্দ্রে ( সুখদুঃখা-  
দিভিঃ ) মুক্তাঃ বৈ ( বিমুক্তাঃ বভূবুঃ ) ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশোহধ্যায়স্যন্বয়ঃ ।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ !  
আত্মতত্ত্ববিৎ এই সকল মৈথিলরাজন্যবর্গ ভগবৎ-  
রূপায় গৃহে অবস্থান করিয়াও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব  
হইতে বিমুক্ত ছিলেন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের  
মধ্য, তথা, বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



# চতুর্দশোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথাৎ: শ্রুত্যাং রাজন্ বংশঃ সোমস্য পাবনঃ ।  
যস্মিন্মৈলাদয়ো ভূপাঃ কীর্ত্যন্তে পুণ্যকীর্তয়ঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সোম হইতে বৃহস্পতি-পত্নী তারার গর্ভে বুধের উৎপত্তি এবং বুধ হইতে ঐল ও ঐল হইতে উর্বরশীর গর্ভে আয়ু প্রমুখ ছয়জনের জন্ম বর্ণিত হইয়াছে ।

গর্ভোদকশায়ী পুরুষের নাতিপদ্য হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব, ব্রহ্মার পুত্র অগ্নি, অগ্নি-পুত্র ঔমধি ও নক্ষত্র-বর্গের অধিপতি সোম । ইনি ত্রিভুবন জয় করিয়া অতিদর্পে সুরগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বল-পূর্বক অপহরণ করেন, তন্নিমিত্ত দেবাসুরে প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, ব্রহ্মা চন্দের নিকট হইতে তারাকে উদ্ধার করিয়া বৃহস্পতিকে প্রত্যর্পণপূর্বক সমরানল শান্ত করেন । এই তারার গর্ভে চন্দের গুণে বুধের জন্ম হয় । বুধ হইতে ইলার গর্ভে পুরুরবার উৎপত্তি হয় । উর্বরশী ইহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কিছুকাল তৎসহ অবস্থান করে এবং সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে পুরুরবা উন্মত্তপ্রায় হন এবং গন্ধর্বগণের উপাসনা করিয়া পুনরায় উর্বরশীকে প্রাপ্ত হন । উর্বরশী বৎসরান্তে একরাত্র পুরুরবার সহিত সহবাস করিতে অঙ্গীকার করে ।

একদিন পুরুরবা কুরুক্ষেত্রে উর্বরশীকে দেখিতে পাইয়া, পরমানন্দে তাহার সহিত একরাত্র যাপন করিলেন, পরে উর্বরশীর ভাবীবিরহাশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িলে উর্বরশী তাঁহাকে গন্ধর্বদিগের উপাসনা করিতে বলে, উর্বরশীর বাক্যে পুরুরবা গন্ধর্ব-উপাসনা করিলে, গন্ধর্বগণ তাঁহাকে এক অগ্নিস্থালী প্রদান করেন । পুরুরবা অগ্নিস্থালীকেই উর্বরশী ভ্রম করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রম দূর হইলে ঐ অগ্নিস্থালীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক রাত্রিতে উর্বরশীকে ধ্যান

করিতেছিলেন । তাহাতে তাঁহার চিত্তে কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বেদগ্রন্থ আবির্ভূত হয় । অনন্তর পুরুরবা যে স্থানে অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তথায় পুনরায় গমন করেন এবং তথায় একটী শমীরক্ষগর্ভে একটী অশ্বথ রক্ষ উৎপত্তি হইয়াছে দেখিতে পান ও তদ্বারা অরণি নিষ্কাশনপূর্বক মন্ত্রন করিতে করিতে অগ্নির উৎপত্তি হয় । এই অগ্নিদ্বারা ভোগ্য-ধন সিদ্ধ হইয়া থাকে । উহা শৌক্ল, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ-রূপ প্রাপ্ত হইয়া পুরুরবার পুত্ররূপে কল্পিত হইল । সত্যযুগে হংসনামে একটা বর্ণ প্রণবই ‘বেদ’ এবং অন্য দেবদেবীর উপাসনার পরিবর্তে ভগবদুপাসনাই মাত্র প্রচলিত ছিল ।

অনুবাদঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—( পরীক্ষিতং প্রতি হে ) রাজন্ ! ( পরীক্ষিৎ ) অথ ( সূর্য্যবংশবৃত্ত-শ্রবণানন্তরম্ ) অতঃ ( যতো বংশানুবর্ণনশ্রবণং পুণ্যজনকম্ অতঃ কারণাৎ ) সোমস্য ( চন্দ্রস্য ) পাবনঃ ( পবিত্রতা-সম্পাদকঃ ) বংশঃ ( বংশেতি বৃত্তান্তঃ ) শ্রুত্যাং ( আকর্ণ্যতাং ) । যস্মিন্ ( সোম-বংশে ) পুণ্যকীর্তয়ঃ ( পুণ্য কীর্তিঃ যেমাং তে পবিত্র-যশসঃ ) ঐলাদয়ঃ ( পুরুরবাদয়ঃ ) ভূপাঃ ( নৃপাঃ ) কীর্ত্যন্তে ( গীয়ন্তে ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন,—হে রাজন্ ! সূর্য্যবংশ বিবরণ শ্রবণ করিলেন, এখন পরম-পবিত্র চন্দ্রবংশ-বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই চন্দ্রবংশে পুণ্যকীর্তি ঐল প্রভৃতি নৃপতিগণ কীর্তিত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তারায়্যাং স্বগুরোঃ পত্ন্যামিন্দুনা জনিতাদ্বুধাৎ ।

জাত ঐলঃ ষড়ুর্বশ্যাং পুত্রান্ প্রাপ চতুর্দশে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দশ অধ্যায়ে নিজ গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে সোম কর্তৃক বুধের উৎপত্তি, এবং তাহা হইতে জাত পুরুরবা উর্বরশীর গর্ভে ছয়টি পুত্র লাভ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভীহৃদসরোরুহাৎ ।

জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরগ্নিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ ॥ ২ ॥

অবয়বঃ—সহস্রশিরসঃ ( সহস্রং শিরাংসি যস্য তস্য ) পুংসঃ ( অনিরুদ্ধরূপিণঃ পরমপুরুষস্য ) নাভীহৃদসরোরুহাৎ ( নাভিরেব হৃদঃ তন্নিম্ন উৎপন্নং যৎ সরোরুহং পদ্যং তস্মাৎ ) জাতস্য ( উৎপন্নস্য ) ধাতুঃ ( চতুর্থ্যুৎসং ব্রহ্মণঃ ) গুণৈঃ পিতৃসমঃ ( পিতৃ-তুল্যঃ ব্রহ্মতুল্য ইত্যর্থঃ ) সুতঃ ( পুত্রঃ ) অগ্নিঃ ( আসীৎ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সহস্রশীর্ষা পুরুষের নাভীহৃদপদ্য হইতে বিধাতার জন্ম হয় । তাঁহার পুত্র অগ্নি, ইনি গুণে পিতৃতুল্য ছিলেন ॥ ২ ॥

তস্য দৃগ্ভ্যোহভবৎ পুত্রঃ সোমোহমৃতময়ঃ কিল ।  
বিপ্রৌষধ্যুগুণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ ॥ ৩ ॥

অবয়বঃ—তস্য ( অগ্নেঃ ) দৃগ্ভ্যঃ ( আনন্দাশ্রুভ্যঃ ) কিল ( আশ্চর্য্যে ) অমৃতময়ঃ পুত্রঃ সোমঃ ( চন্দ্রঃ ) অভবৎ । ব্রহ্মণা ( চতুর্থ্যুৎসং সঃ ) বিপ্রৌষধ্যুগুণানাং ( বিপ্রাঃ ব্রাহ্মণাঃ চ ঔষধময়ঃ ফলপাকান্তব্রহ্মাঃ চ উদুগুণাঃ নক্ষত্রাণি তেষাং ) পতিঃ ( পতিত্বেন ) কল্পিতঃ ( বিহিতঃ অভূৎ ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই অগ্নির আনন্দাশ্রু হইতে অমৃত-ময় সোমনামক পুত্রের আবির্ভাব হয় । ব্রহ্মা তাঁহাকে বিপ্র ঔষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—দৃগ্ভ্যঃ আনন্দাশ্রুভ্যঃ অতএবামৃতময়ঃ, দৃশ ইতি চ পার্থঃ । অগ্নেঃ পশ্চ্যনসূয়া ব্রীন্ জজ্ঞে সুযশসঃ সুতান্ । সোমং দুর্ব্বাসসং দত্তমাত্মশ্রবক্ষ-সম্ভবানিতি চতুর্থোক্তেঃ । সা পুনস্তং স্বগর্ভে দধা-  
রেতি কেচিৎ । সঙ্গকালে আনন্দাশ্রুণ্যপি তস্যাম্ আধস্তেত্যন্যে, পত্যঃ পুত্রত্বেন তস্যা এব সুত ইত্যপরে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দৃগ্ভ্যঃ’—আনন্দাশ্রু হইতে অতএব অমৃতময় ( অর্থাৎ অগ্নির আনন্দাশ্রু হইতে সোম নামক এক অমৃতময় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ) । এখানে ‘দৃশঃ’—এরূপ পার্থাস্তরে নেন্ত্র হইতে, এই অর্থ । চতুর্থ কল্পে উক্ত হইয়াছে—“অগ্নেঃ পশ্চ্যন-

সূয়া” ( ৪১১১৫ ), অর্থাৎ অগ্নির পত্নী অনসূয়া, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ব্রহ্মা এই দেবত্রয়ের অংশে দত্ত, দুর্ব্বাসা ও সোম নামক তিনটি মহাযশস্বী সন্তানের জন্ম দিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন—সেই অনসূয়া পুনরায় তাঁহাকে ( সোমকে ) নিজগর্ভে ধারণ করিয়া-  
ছিলেন । অন্যে বলেন—অগ্নি সঙ্গকালে আনন্দাশ্রুও তাঁহাতে আধান করিয়াছিলেন । অপরে বলেন—পতির পুত্র বলিয়া তাঁহারই ( অনসূয়ারই ) সন্তান ॥ ৩ ॥

সোহযজদ্রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনব্রহ্মম্ ।

পত্নীং বৃহস্পতেদর্পাৎ তারাং নামাহরদ্বলাৎ ॥ ৪ ॥

অবয়বঃ—সঃ ( সোমঃ ) ভুবনব্রহ্মম্ ( ভুবনানাং ব্রহ্মং ত্রিভুবনং ) বিজিত্য ( জিত্বা ) রাজসূয়েন ( তদ-  
ভিধেয়েন যাগেন ) অযজৎ ( যজৎ কৃতবান্, অপি চ ) দর্পাৎ ( গর্ব্বাৎ হেতোঃ ) বৃহস্পতেঃ ( সুরাচার্য্যস্য ) পত্নীং ( ভার্য্যাং ) তারাং বলাৎ ( প্রসভং ) নাম ( সমভাবনায়াম্ অহরৎ হাতবান্ ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই সোম ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজ-  
সূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং অতিদর্পে সুরাচার্য্য বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৪ ॥

যদা স দেবগুরুণা যাচিতোহভীক্ষশো মদাৎ ।

নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

অবয়বঃ—যদা ( যস্মিন্কালে ) দেবগুরুণা ( বৃহস্পতিনা ) অভীক্ষশঃ ( পুনঃ পুনঃ ) যাচিতঃ ( প্রার্থিতঃ ), সঃ ( সোমঃ ) মদাৎ ( গর্ব্বাৎ ) ন অত্যজৎ ( ন ত্যক্তবান্, তারামিতি শেষঃ ) তদাঃ তৎকৃতে ( তন্নিমিত্তং ) সুরদানববিগ্রহঃ ( দেবাসুরাণাং বিগ্রহঃ যুদ্ধঃ ) জজ্ঞে ( বভূব ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দেবগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়াও যখন চন্দ্র গর্ব্ববশতঃ তারাকে পরি-  
ত্যাগ করিলেন না, তখন তন্নিমিত্ত দেব ও অসুর-  
গণের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

গুরুো বৃহস্পতেদ্বৈষাদগ্রহীৎ সাসুরোড়ুপম্ ।  
হরো গুরুসুতং স্নেহাৎ সর্বভূতগণারতঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—গুরুঃ বৃহস্পতেঃ দ্বৈষাৎ ( বৃহস্পতিং প্রতি শক্রতয়া ) সাসুরঃ ( অসুরৈঃ সহঃ ) উড়ুপং ( নক্ষত্রাধিপতিং সোমম্ ) অগ্রহীৎ ( সপক্ষপাতিনম্ অকরোৎ ) । হরঃ ( রুদ্রশ্চ ) স্নেহাৎ ( বাৎসল্যাৎ ) সর্বভূতগণারতঃ ( সর্বৈর্ভূতগণৈঃ আরুতঃ বেষ্টিতঃ সন্ ) গুরুসুতং ( গুরোঃ অগ্নিরসঃ সুতং বৃহস্পতিম্ অগ্রহীৎ স্বপক্ষপাতিনম্ অকরোৎ ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতির প্রতি গুরুর দ্বৈষভাব বর্তমান ছিল, সুতরাং তিনি ( গুরু ) অসুরগণ সহ চন্দ্র-পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং রুদ্র বাৎসল্যবশতঃ সর্বভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া গুরুপুত্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সাসুরঃ অসুরৈঃ সহিতঃ উড়ুপং চন্দ্রমগ্রহীৎ, তসৌব পক্ষো বভূব । সন্ধিরার্থঃ । গুরুসুতমিতি অগ্নিরসঃ সকাশাৎ প্রাপ্তবিদ্যো হর ইতি প্রসিদ্ধিরিতি শ্রীশ্বামিচরণাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সাসুরঃ’—অসুরগণের সহিত গুরুাচার্য্য ‘উড়ুপং’—চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ‘সাসুরোড়ুপম্’—এই স্থলে বিসর্গ লোপ হইয়া আবার সন্ধি আর্ষ্যপ্রয়োগ । ‘গুরুসুতং’—ভগবান্ শঙ্কর গুরুপুত্র বৃহস্পতির সহায় হইয়াছিলেন । শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—শঙ্কর পূর্বে অগ্নিরার নিকট হইতে বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন, এই প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৬ ॥

সর্বদেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমম্বয়াৎ ।

সুরাসুরবিনাশোহভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—সর্বদেবগণোপেতঃ ( সর্বৈঃ দেবগণৈঃ উপেতঃ যুক্তঃ ) মহেন্দ্রঃ ( ইন্দ্রঃ ) গুরুং ( বৃহস্পতিম্ ) অম্বয়াৎ ( অনুসসার এবং স্থিতে সতি ) সুরাসুর-বিনাশঃ ( সুরাণাং দেবানাম্ অসুরাণাঞ্চ বিনাশঃ যস্মাৎ সং ) তারকাময়ঃ ( তারকা তারা তস্যাঃ নিমিত্তীভূতয়াঃ আগতঃ তারকাময়ঃ ) সমরঃ ( যুদ্ধঃ ) অভূৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সর্বদেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া

ইন্দ্র গুরু বৃহস্পতির অনুগামী হইলেন । এই প্রকারে তারার নিমিত্ত দেবাসুর-বিনাশন-সমর আরম্ভ হইল ॥ ৭ ॥

নিবেদিতোহথাগ্নিরসা সোমং নির্ভৎস্য বিশ্বকৃৎ ।

তারায় স্বভক্ত্রে প্রাযচ্ছদন্তর্বঙ্গীমবৈৎ পতিঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—অগ্নিরসা সোমং ( চন্দ্রং ) নির্ভৎস্য ( তিরস্কৃত্য ) বিশ্বকৃৎ ( ব্রহ্মা ) নিবেদনঃ ( বিজ্ঞাপিতঃ ) অভূৎ ততশ্চন্দ্রাৎ ( তারায় ) ( বৃহস্পতিভাষ্যাৎ ) স্বভক্ত্রে ( তারাস্বামিনে বৃহস্পতয়ে ) প্রাযচ্ছৎ ( অদদাৎ ), পতিঃ ( বৃহস্পতিং ) ( ভাষ্যাৎ ) অন্তর্বঙ্গীং ( গভিনীম্ ) অবৈৎ ( অবধ্যত ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকট ঐ সকল রুত্তান্ত নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা চন্দ্রকে ভৎসনা পূর্বক তাঁহার নিকট হইতে তারাকে লইয়া তদীয় স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন, বৃহস্পতি স্বীয় পত্নী তারাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অজো ব্রহ্মা সোমং নির্ভৎস্য তস্মাৎ সকাশাৎ তারায় নিক্ষেপ্য স্বভক্ত্রে বৃহস্পতয়ে, স চ পতিস্তাম্ অন্তর্বঙ্গীং গর্ভবতীং অবৈৎ জ্ঞাতবান্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অজঃ’—ব্রহ্মা সোমকে ভৎসনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তারাকে লইয়া নিজ স্বামী বৃহস্পতিকে অর্পণ করিলেন । পতি বৃহস্পতি তাঁহাকে গর্ভবতী বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ৮ ॥

তাজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ ।

নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকোহসতি ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) দুষ্প্রজ্ঞে ! ( দুষ্টবুদ্ধে ! ) মৎক্ষেত্রাৎ ( মমৈব আধানযোগ্যাৎ ক্ষেত্রাৎ ) পরৈঃ ( মদৃভিমৈঃ ) আহিতং ( স্থাপিতং গর্ভম্ ) আশু ( শীঘ্রং ) ত্যজ ত্যজ ( দুরীকুরু বিমোচয়, ইতি যাবৎ । পশ্চাৎ গর্ভে ত্যজ্ঞে সতি মাং ভস্মসাৎ করিষ্যতীতি বিভ্যতীং তাং প্রত্যাহ নাহমিত্যাदि হে ) অসতি, ( ব্যভিচারিণি ! ) সান্তনিকঃ ( সন্তানার্থী ) অহং স্ত্রিয়ং ত্বাং ন ভস্মসাৎ কুর্য্যাৎ ( ন ভস্মী করোমি ) ॥ ৯ ॥



**অনুবাদ—**( রহস্পতি তৎপত্নী তারাকে ভৎসনা পূর্বক বলিলেন )—অরে দুর্ব্বুদ্ধে ! অন্যের দ্বারা উৎপন্ন গর্ভ আমার গর্ভাধান যোগ্যক্ষেত্র হইতে শীঘ্র দূরীভূত কর । গর্ভ পরিত্যাগ করিলে আমি তোকে ভঙ্গসাৎ করিব মনে করিয়া ভীতা হইস্ না, সন্তানার্থী আমি তোকে ভঙ্গীভূত করিব না ॥ ৯ ॥

**বিশ্বনাথ—**রহস্পতিরূবাচ,—ত্যজেতি পরৈরাহিতং গর্ভং মৎক্ষেত্রাদস্মাৎ ত্যজ দূরীকুরু । গর্ভে ত্যক্তে মাং ভঙ্গীকরিস্ব্যতীতি বিভ্যতীমাম্বাসন্নাহ—নাহমিতি সান্তানিকঃ সন্তানার্থী ভুয়ি সন্তানমুৎপাদয়িতুমনা অস্মীত্যর্থঃ । সান্তানিকে ইতি পাঠে সম্বোধনম্ ॥ ৯ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ—**রহস্পতি বলিলেন—‘ত্যজ’, অপরের আহিত গর্ভ আমার ক্ষেত্র হইতে শীঘ্র ত্যাগ কর ( দূর করে দাও ) । গর্ভ ত্যাগ করিলে আমাকে ভঙ্গ করিবে, এই ভয়ে ভীতা পত্নীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক বলিতেছেন—‘নাহং’, আমি তোমাকে ভঙ্গ করিব না, যেহেতু আমি সন্তানার্থী, অর্থাৎ তোমাতে সন্তান উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি—এই অর্থ । ‘সান্তানিকে’—এই পাঠে, উহা সম্বোধন ॥ ৯ ॥

তত্যাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্ ।

স্পৃহামাগ্নিরসংচক্রে কুমারে সোম এব চ ॥ ১০ ॥

**অবয়বঃ—**তারা ( রহস্পতিভার্যা ) ব্রীড়িতা ( লজ্জিতা সতী ) কনকপ্রভম্ ( স্বর্ণাভং ) কুমারং তত্যাজ ( বিজহৌ প্রসূসুবে ) । আগ্নিরসঃ ( রহস্পতিঃ ) সোমঃ এব চ ( চন্দ্রশ্চ ) কুমারে ( প্রসূতে তস্মিন্ পুত্রে ) স্পৃহাং ( প্রাপ্ত্যাশাং ) চক্রে ( অকরোৎ ) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ—**রহস্পতি-ভার্যা তারা পতির বাক্যে অতীব লজ্জিতা হইয়া গর্ভ হইতে স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট এক কুমার প্রসব করিলেন । কুমার প্রসূত হইলে, তাহাতে রহস্পতি ও চন্দ্র উভয়ের স্পৃহা জন্মিল ॥১০॥

মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈশ্চিস্মিন্ বিবদমানয়োঃ ।

পপ্রচ্ছূর্মুনয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা ॥ ১১ ॥

**অবয়বঃ—**মম অয়ং ( পুত্রঃ ) ন তব ( ইত্যেবং তস্মিন্ ( পুত্রনিমিত্তম্ উচ্চৈবিবদমানয়োঃ পরস্পরং মহান্তং বিবাদং কুর্ব্বতোঃ সতোঃ ) মুনয়ঃ দেবাঃ ( চ ) পপ্রচ্ছূঃ ( জিজ্ঞাসাঞ্চক্লুঃ তারামিতি শেষঃ কস্যায়ং পুত্র ইতি ) সা তু ( তারা তু ) ব্রীড়িতা ( লজ্জিতা সতী ) ন এব উচে ( ন কথিতবতী ) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ—**“এই পুত্র আমার তোমার নহে”—উভয়ের মধ্যে এই প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইলে, দেবতা ও মুনীগণ “এই সন্তান কাহার”—এই কথা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু লজ্জায় তারা কিছু বলিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

কুমারো মাতরং প্রাহ কুপিতোহলীকলজ্জয়া ।

কিং ন বচস্যসদন্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে ॥ ১২ ॥

**অবয়বঃ—**( ততঃ ) কুমারঃ ( পিতৃনামাকথনাত্ ) কুপিতঃ ( ক্রুদ্ধঃ সন্ ) মাতরং ( তারাং ) প্রাহ ( উবাচ,—হে ) অসদন্তে ! ( দুরাচারে, ) কিং ( কথম্ ) অলীকলজ্জয়া ( মিথ্যা লজ্জয়া ) আত্মাবদ্যম্ ( আত্মদোষং ) ন বচসি ( ন কথয়সি ) আশু ( শীঘ্রং ) মে ( মম সমীপে ) বদ ( কো মে পিতেতি কথয় ) ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ—**অনন্তর কুমার ক্রুদ্ধ হইয়া মাতার প্রতি বলিল,—“অরে অসদন্তে ! রথা লজ্জায় প্রয়োজন কি ? নিজ দোষ বলিতেছিস্ না কেন ? শীঘ্র আমার নিকট নিজ দোষ বল” ॥ ১২ ॥

**বিশ্বনাথ—**আত্মনোহবদ্যং দোষং কিং ন বদসি ॥ ১২ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ—**‘আত্মাবদ্যং’—নিজের দোষ কিজন্য বলিতেছ না ? ১২ ॥

ব্রহ্মা তাং রহ আহুয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সাত্বয়ন্ ।

সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

**অবয়বঃ—**ব্রহ্ম তাং ( পুত্রেণ তিরস্কৃতাং তারাং ) রহঃ ( একান্তে ) আহুয়ঃ ( সম্বোধ্য আনীয় ) সাত্বয়ন্ চ ( অনুন্নয়ন্ চ ) সমপ্রাক্ষীৎ ( কস্যায়ং সূত ইতি পৃষ্ঠবান্ পৃষ্ঠা চ—সা ) শনকৈঃ ( অনুচ্চৈঃ শব্দেন )

সোমস্য ( অয়ং সোমস্য পুত্রঃ ) ইতি আহ ( অব্রবীৎ, )  
সোমঃ তং ( কুমারং ) তাবৎ ( বাক্যালঙ্কারে ) অগ্র-  
হীৎ ( আত্মীয়মকরোৎ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ইহার পর ব্রজা তারাকে নিজ্ঞানে  
আহ্বান করিয়া সাত্ত্বনা প্রদানপূর্বক “এই পুত্র  
কাহার”—জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তারা ধীরে  
ধীরে “ইহা সোমের সন্তান”—এই কথা বলিলেন।  
এই কথা বলিবামাত্র সোম কুমারকে গ্রহণ করিলেন  
॥ ১৩ ॥

বিষয়নাথ—রহ একান্তে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রহঃ’—নিজ্ঞান স্থানে  
( তারাকে আহ্বান করিয়া ব্রজা জিজ্ঞাসা করিলেন )  
॥ ১৩ ॥

তস্যা অযোনিরকৃত বৃধ ইত্যভিধাং নৃপ ।

বুদ্ধ্যা গন্তীরয়া যেন পুত্রোণোড়ুরান্মুদম্ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—হে নৃপ ! ( হে পরীক্ষিৎ ) আঅযোনিঃ  
( ব্রজা ) তস্য ( কুমারস্য ) বৃধঃ ইতি অভিধাং  
( নামধেয়ম্ ) অকৃত ( অকরোৎ ), উড়ুরাট্ ( চন্দ্রঃ )  
যেন ( যতঃ ) পুত্রোণ ( পুত্রস্য ) গন্তীরয়া বুদ্ধ্যা মুদং  
( হর্ষং ) আপ ( প্রাপ তত বৃধ ইতি নামধেয়মিতি  
ভাবে ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ ! ব্রজা ঐ কুমারের গন্তীর  
বুদ্ধি দেখিয়া “বৃধ” নাম রাখিয়াছিলেন। নক্ষত্রপতি  
চন্দ্র ঐ পুত্র দ্বারা অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন  
॥ ১৪ ॥

ততঃ পুরুরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহতঃ ।

তস্য রূপ-গুণোদার্য-শীল-দ্রবির-বিক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

শ্রুত্বোর্ব্বশীন্দ্রভবনে গীষমানান্ সুরষিণা ।

তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরাদিতা ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( বৃধাৎ ) ইলায়াং পুরুরবাঃ  
জজ্ঞে ( জাতঃ ), যঃ ( নবমক্ষণে প্রথমাধ্যায়ে কথিতঃ )  
দেবী উর্ব্বশী ( স্বর্গণিকা ) তস্য ( পুরুরবসঃ ) সুর-  
ষিণা ( নারদেন ) ইন্দ্রভবনে গীষমানান্ ( সংগীতান্ )  
রূপগুণোদার্যশীলদ্রবিগান্ ( রূপং শরীরসৌন্দর্যং,

গুণাঃ দয়া-দাক্ষিণ্যাদয়ঃ, উদার্যঃ উদারতা, শীলং  
স্বভাবঃ, দ্রবিরং ধনং তান্ ) শ্রুত্বা ( আকর্ণ্য ) স্মর-  
শরাদিতা ( কাম-বাণপীড়িতা সতী ) তদন্তিকং ( তস্য  
পুরুরবসঃ ) অন্তিকং সমীপম্ ) উপেয়ায় ( উপাজগাম )  
॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—তদন্তর বৃধ হইতে ইলার গর্ভে  
পুরুরবার জন্ম হয়। এই পুরুরবার কথা নবম-  
ক্ষণে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। একদিন  
দেবষি নারদ পুরুরবার রূপ, গুণ, উদার্য, স্বভাব,  
ধন, বিক্রমসকল কীর্তন করিতেছিলেন, দেবী উর্ব্বশী  
তাহা শ্রবণপূর্বক কামজালে পীড়িতা হইয়া তৎ-  
সমীপে ( পুরুরবার নিকটে ) গমন করিল ॥ ১৫-১৬ ॥

মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্নানরলোকতাম্ ।

নিশাম্য পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্ ॥ ১৭ ॥

ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে ।

স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষণোৎফুল্ললোচনঃ ।

উবাচ শঙ্কয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনুরুহঃ ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—ললনা ( সা উর্ব্বশী ) মিত্রাবরুণয়োঃ  
শাপাৎ নরলোকতাং ( মনুষ্যভাবম্ ) আপন্ন ( উপ-  
গতা সতী ) রূপিণং ( পরিপূহীতশরীরম্ ) ইব  
( কামদেবমিব তং ) পুরুষশ্রেষ্ঠং ( পুরুরবসং )  
নিশাম্য ( দৃষ্ট্য়া ) ধৃতিং ( ধৈর্য্যং ) বিষ্টভ্য ( অবলম্ব্য )  
তদন্তিকং ( তস্য পুরুরবসঃ ) অন্তিকং সমীপম্ ) উপ-  
তস্থে ( উপস্থিতবতী ), সঃ নৃপতিঃ ( পুরুরবাঃ ) তাম্  
( উর্ব্বশীং ) বিলোক্য হর্ষণ উৎফুল্ললোচনঃ ( উৎফুল্ল  
বিকশিতে লোচনে নয়নে यस্য সঃ ) হৃষ্টতনুরুহঃ  
( হৃষ্টানি উদকিতানি তনুরুহাণি রোমাণি यस্য সঃ  
তথাত্ততঃ সন্ ) শঙ্কয়া ( কোমলয়া ) বাচা ( বাক্যেন )  
দেবীম্ ( উর্ব্বশীম্ ) উবাচ ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—মিত্রাবরুণের অভিশাপে মনুষ্যভাবা-  
পন্ন ললনা উর্ব্বশী মৃতিমান্ কামদেবস্বরূপ পুরুষ-  
শ্রেষ্ঠ পুরুরবাকে দেখিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্বক  
তাঁহার সমীপে গমন করিল। উর্ব্বশীকে দেখিয়া  
রাজা পুরুরবার নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইল।  
আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া তিনি সুমধুরবাক্যে উর্ব্ব-  
শীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মিত্রাবরণমোস্তদর্শনজনিতকামবিকারমোরুর্ক্বশী হুং মানুষীব মনুষ্যভুক্তা ভবেত্যভিশাপাৎ নরলোকতাং নরলোকম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মিত্রাবরণমোঃ’—উর্ক্বশীকে দর্শন করতঃ কামবিকারে অভিভূত হইয়া মিত্র ও বরণ অভিশাপ দিয়াছিলেন—‘তুমি মনুষ্য কর্তৃক ভুক্তা হও’, এই অভিশাপবশতঃ উর্ক্বশী ‘নরলোক-তাং’—নরলোকে গমন করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

### শ্রীরাজোবাচ—

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্ ।

সংরমস্ব ময়া সাকং রতিনৌ শাস্ত্রতীঃ সমাঃ ॥১৯॥

অম্বয়ঃ—শ্রীরাজঃ ( পুরুরবাঃ ) উবাচ,—( হে ) বরারোহে ! ( হে সুন্দরি ! ) তে ( তুভ্যং ) স্বাগতং ( সুভাগমনং ভবতু ), আস্যতাং ( অত্র উপবিশ্যতাং ), কিং করবাম ( তদ্ বিদধাম বয়মিত্যর্থঃ ) ময়া সাকং সংরমস্ব ( সঙ্গতা ভব ) নৌ ( আবয়োঃ ) শাস্ত্রতীঃ সমাঃ ( বৎসরান্ ব্যাপ্য ) রতিঃ ( অস্তিতিঃ শেষঃ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পুরুরবা বলিলেন,—“হে সুন্দরি ! তোমার শুভাগমন হউক, উপবেশন কর, বল আমি কি করিব ? আমার সহিত বিহার কর। বহু বৎসর যাবৎ আমাদের পরমসুখে রমণ হউক” ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নৌ রতিরন্তু ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নৌ রতিরন্তু’—রাজা পুরুরবা বলিলেন—আমাদের এই বিহার দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক ॥ ১৯ ॥

### উর্ক্বশ্যবাচ—

কস্যাস্তুয়ি ন সজ্জত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর ।

যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—উর্ক্বশী উবাচ,—( রাজানং প্রতি হে ) সুন্দর ! ( কমনীয়কান্তে ! ) কস্যঃ ( স্ত্রিয়ঃ ) মনঃ ( চিত্তং ) দৃষ্টিঃ চ তয়ি ন সজ্জত । ( ন আসক্তং ভবেৎ, সর্কস্য্যা এব ভবেদিত্যর্থঃ ) যদঙ্গান্তরং ( যস্য

তব অঙ্গান্তরং বক্ষঃ ) রিরংসয়া ( রন্তুমিচ্ছয়া ) আসাদ্য ( প্রাপ্য নারী ) ন চ্যবতে ( ন অপযাতি ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—উর্ক্বশী বলিল,—হে সুন্দর ! কোন্ স্ত্রীর চিত্ত ও দৃষ্টি আপনাতে আকৃষ্ট না হয় ? আপনার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত হইয়া রমণ ইচ্ছায় কেহই তথা হইতে অপগত হইতে ইচ্ছা করে না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যঙ্গমাৎ অঙ্গ, হে রাজন্, অন্তরং রহসি অবকাশং আসাদ্য প্রাপ্য রিরংসয়া মনশ্চ্যবতে বিকৃতীভবতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যদঙ্গান্তরং’—যেহেতু হে রাজন্ ! নির্জর্জন অবকাশ প্রাপ্ত হইলে রমণেচ্ছায় কোন্ রমণীর মন বিকৃত না হয় ? ২০ ॥

এতাব্রণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ ।

সংরংসো ভবতা সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! ( পুরুরবঃ ! ) এতৌ ন্যাসৌ ( নিক্ষেপরূপৌ ) উরগকৌ ( মেঘৌ ) রক্ষস্ব ( পালয়, হে ) মানদ, ( মেঘরক্ষণমেব অস্মৎসম্মানং তদ্রক্ষণেন মানং রক্ষস্ব ইত্যর্থঃ ) ভবতা সাকং ( সহ ) সংরংসো ( সঙ্গমিষ্যামি যতঃ যঃ ) শ্লাঘ্যঃ ( প্রশংসনীয়ঃ স এব ) স্ত্রীণাং ( নারীণাং ) বরঃ ( বরণীয়ঃ ) স্মৃতঃ ( কথিতঃ অতো বিজাতীয়ত্বং ন দোষাবহমিতি ভাবঃ ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর শাপবসানে উর্ক্বশী স্বর্গ গমন করিবে এইরূপ ইচ্ছায় বলিতে লাগিল)—হে রাজন্ ! আপনি এই দুইটী মেঘ নিক্ষেপরূপে ( গচ্ছিতবস্তু স্বরূপে ) রক্ষা করুন, আমি আপনার সহিত রমণ করিব । যেহেতু যিনি ( লোক-সমাজে ) প্রশংসনীয় তিনি স্ত্রীগণের-বরণীয় ( অতএব আপনি বিজাতীয় পুরুষ হইলেও বরণে দোষ হইতে পারে না ) ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—শাপাবসানমিষেণ স্বর্গং জিগমিষোস্তস্য্যা ভাষাবক্রমাহ এতাবিতি দ্বাভ্যাম্ । উরগকৌ মেঘৌ ন্যাসৌ নিক্ষেপরূপৌ রক্ষ । যঃ শ্লাঘ্যঃ স এব স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ ইতি বিজাতীয়ত্বং স্ত্রীণামস্মাকং ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাপাবসানে প্রতিজ্ঞা-উল্লঙ্ঘনে

স্বর্গে গমনের ইচ্ছায় তাঁহার ভাষাবন্ধ বলিতেছেন—  
‘এতৌ’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। ‘উরণকৌ’—আমার  
পুত্ররূপে পালিত এই মেঘ দুইটি তোমার নিষ্টি  
গচ্ছিত রহিল, তুমি ইহাদিগকে রক্ষা করিবে।  
(অর্থাৎ যতদিন তুমি ইহাদিগকে রক্ষা করিবে,  
ততকাল আমি তোমার সহিত রমণ করিব)।  
‘শ্লাঘ্যঃ’—যিনি প্রশংসনীয়, তিনিই অপ্সরা রমণী-  
গণের পতি বলিয়া গণ্য হন, অতএব আপনি বিজা-  
তীয় পুরুষ হইলেও পতিরূপে আপনাকে বরণ  
করিতে আমাদের কোন দোষ নাই—এই ভাব ॥২১॥

স্মৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যাম্মেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ ।

বিবাসসং তৎ তথৈতি প্রতিপেদে মহামনাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর! মে (মম) স্মৃতম্  
(আজ্যং) ভক্ষ্যং স্যাৎ (ভোজ্যং ভবেৎ, দেবানাম-  
মৃত্যুশিষ্টাৎ) মৈথুনাৎ (সক্ষমাৎ) অন্যত্র (অন্যস্মিন্  
সমন্যে) ত্বা (ত্বাং) বিবাসসম্ (উলঙ্গং) ন স্কন্ধে  
(ন দক্ষ্যামীত্যর্থঃ দর্শয়িষ্যাসি চেৎ গমিষ্যামীতি  
ভাবঃ) মহামনাঃ (পুরুষবাঃ) তৎ (বাক্যং)  
তথা ইতি (তদেবাস্ত ইতি) প্রতিপেদে (স্বীচকার)  
॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে বীর! স্মৃত আমার ভোজ্য হইবে  
এবং মৈথুনের পর আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখিতে  
পাইব না। মহামনা পুরুষবা উর্বশীর উক্ত বাক্য  
অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—স্মৃতং মে ভক্ষ্যমিত্যমৃতং বা আজ্য-  
মিতি শ্রুতের্দেবানাঞ্চামৃত্যুশিষ্টাৎ, ত্বা ত্বাম্। ততস্য  
বচনং তথাস্তিতি প্রতিপেদে অঙ্গীকৃতবান্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্মৃতং মে ভক্ষ্যং’—স্মৃত  
বলিতে অমৃত বা আজ্য আমার ভোজ্য হইবে,  
শ্রুতিতে উক্ত আছে—অমৃতই দেবগণের ভোজ্য।  
‘ত্বা’—তোমাকে মৈথুনকাল ব্যতীত অন্য কোন  
সমন্যেই নগ্ন দেখিব না। ‘তৎ তথা’—‘তাহাই  
হইবে’, এই বলিয়া পুরুষবা তাঁহার কথা স্বীকার  
করিলেন ॥ ২২ ॥

অহৌ রূপমহৌ ভাবৌ নরলোকবিমোহনম্ ।

কৌ ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহৌ (আশ্চর্য্যং) রূপং (তবেদশং  
সৌন্দর্য্যম্) অহৌ (আশ্চর্য্যং) ভাবঃ চ (অভিপ্রায়  
বিশেষশ্চ) নরলোকবিমোহনং (নরলোকান্ বিমো-  
হয়তীতি মনুষ্য-লোকমুগ্ধকরণং এতদুত্তর্যমিতি শেষঃ  
অতঃ) স্বয়ম্ আগতাং (স্বয়মেব উপস্থিতাং) দেবীং  
ত্বাং কঃ মনুজঃ (মনুষ্যাঃ) ন সেবেত (ভজ্যেত) ॥২৩॥

অনুবাদ—(অনন্তর পুরুষবা বলিলেন,—হে  
সুন্দরি!) তোমার আশ্চর্য্যরূপ আশ্চর্য্যভাব মনুষ্য-  
মাত্রেরই মনোমুগ্ধ কর অতএব স্বর্গলোক হইতে স্বয়ং  
আগতা দেবী তোমাকে কোন্ মনুষ্যই বা সেবা না  
করিবে? ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভাবৌ ভাবহাবাদি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভাবঃ’—তোমার ভাব  
হাবাদি কি আশ্চর্য্যজনক ॥ ২৩ ॥

তন্মা স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্থতঃ ।

রেমে সুরবিহারেষু কাম চৈত্তরথা দিশু ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষশ্রেষ্ঠঃ (পুরুষবাঃ) যথার্থতঃ  
(যথাশক্তি) রময়ন্ত্যা (ক্ৰীড়য়ন্ত্যা) যন্মা (উর্বশ্যা  
সহ) চৈত্তরথা দিশু (চৈত্তরথপ্রভৃতিষু) সুরবিহারেষু  
(দেববিহারক্ষেত্রেষু) কামং (যথেষ্টং) রেমে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুষবা উর্বশীর সহিত  
চৈত্তরথ প্রভৃতি দেববিহারস্থলে স্বেচ্ছাপূর্বক বিহার  
করিতে লাগিলেন, উর্বশীও তাঁহার বিহারসম্পাদনে  
ব্যাপৃতা রহিল ॥ ২৪ ॥

রমমাগন্তয়া দেব্যা পদ্মকিঙ্ককগন্ধয়া ।

তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেহর্গগান্ বহন ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—পদ্মকিঙ্ককগন্ধয়া (পদ্মকিঙ্ককস্য  
গন্ধ ইব গন্ধো যস্যঃ তয়া) তয়া দেব্যা (উর্বশ্যা  
সহ) রমমাগঃ তন্মুখামোদমুষিতঃ (তস্যাঃ উর্বশ্যাঃ  
মুখামোদেন মুষিতঃ প্রলোভিতঃ সন্ সহঃ) বহন  
(অনেকান্) অহর্গগান্ (দিবসান্ যাবৎ) মুমুদে  
(হাটোহভূৎ পরিতোষমনুবৃত্তব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মকেশরগন্ধা দেবী উর্বশীর সহিত  
বিহার করিতে করিতে তনুখ-সৌভরে প্রলোভিত  
হইয়া পুরুরবা অনেক দিন পরমানন্দ ভোগ করি-  
লেন ॥ ২৫ ॥

অপশ্যন্ উর্বশীমিত্রো গন্ধর্বাণ্ সমচোদয়ৎ ।

উর্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে ॥ ২৬ ॥

অবয়ঃ—ইন্দ্রঃ ( দেবরাজঃ ) উর্বশীঃ ( সভা-  
য়াম্ ) অপশ্যন্ ( অনবলোকয়ন্ ) উর্বশীরহিতং  
( উর্বশীশূন্যং ) মহ্যং ( মম ইত্যর্থম্ ) আস্থানং  
( সভা ) ন অতিশোভতে, ( ইতি বিচার্য্য ) গন্ধর্বাণ্  
( উর্বশীমানেতুং ) সমচোদয়ৎ ( প্রেষয়ামাস ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ ইন্দ্র সভামধ্যে উর্বশীকে  
দেখিতে না পাইয়া “আমার এই সভা উর্বশীরহিত  
হইয়া শোভা পাইতেছে না”—এই বিচারে উর্বশীকে  
আনয়ন করিবার জন্য গন্ধর্বদিগকে প্রেরণ করিলেন  
॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যমাস্থানং মম সভা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহ্যম্ আস্থানং’—আমার  
এই সভা ( উর্বশী না থাকিলে শোভা পায় না । )  
॥ ২৬ ॥

ত উপত্য মহারাত্রৌ তমসি প্রত্যুপস্থিতে ।

উর্বশ্যা উরণৌ জহ্নুন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া ॥ ২৭ ॥

অবয়ঃ—তে ( গন্ধর্বাঃ ) মহারাত্রৌ ( মহানিশায়াং  
“মহানিশা দ্বৈ ঘটিকে রাত্রের্ধ্যমযাময়োঃ” ) তমসি  
( অন্ধকারে নিদ্রায়াং বা ) প্রত্যুপস্থিতে ( আগতে  
সজ্জতে সতি ) উপত্য ( আগত্য ) জায়য়া উর্বশ্যা  
রাজনি ( পুরুরবসি ) ন্যস্তৌ ( পাল্যত্বেন নিহিতৌ )  
উরণৌ ( মেঘৌ ) জহ্নুঃ ( চোরয়ামাসুঃ ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—গন্ধর্বগণ মধ্যরাত্রি গাঢ় অন্ধকার  
হইলে,—মর্ত্যলোকে আগমনপূর্বক জায়া উর্বশী যে  
মেঘ দুইটী গচ্ছিতস্বরূপে পুরুরবার নিকট রাখিয়া-  
ছিল, তাহা হরণ করিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মহারাত্রৌ মধ্যরাত্রৌ । মহানিশা দ্বৈ  
ঘটিকে রাত্রের্ধ্যমযাময়োরিতি স্মৃতেঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহারাত্রৌ’—মধ্যরাত্রি, নিশীথ-  
কালে । স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—রাত্রির মধ্যম দুই  
প্রহরকে মহানিশা বা মধ্যরাত্রি বলে ॥ ২৭ ॥

নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োনীয়মানয়োঃ ।

হতাস্মাহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা ॥ ২৮ ॥

অবয়ঃ—দেবী ( উর্বশী ) নীয়মানয়োঃ পুত্রয়োঃ  
( পুত্রবদবস্থিতয়োঃ মেঘয়োরিত্যর্থঃ ) আক্রন্দিতং  
( রোদনং ) নিশম্য ( শ্রুত্বা ) বীরমানিনা ( বীর-  
মাত্মানং মন্যতে যঃ স বীরমানী তেন ) নপুংসা  
( ক্রীবেন নিবীৰ্য্যেণ ) কুনাথেন ( কুৎসিতস্বামিনা )  
অহং হতা অস্মি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—উর্বশী ঐ মেঘ দুইটীকে পুত্রতুল্য  
স্নেহ করিত । গন্ধর্বগণ যখন উহাদিগকে অপহরণ  
করিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন মেঘ দুইটী ক্রন্দন  
করিতেছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া উর্বশী “বীরাভি-  
মানী—নির্বীৰ্য্য কুৎসিত স্বামি কর্তৃক আমি হত  
হইলাম”—এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রয়োর্মেষয়োঃ । নপুংসা নপুংসকেন,  
যত্র বিশ্বস্তাৎ বীরোহয়মিতি বিশ্বাসাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুত্রয়োঃ’—পুত্রবৎ পালিত  
মেঘ দুইটির ( ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া উর্বশী বলিলেন ) ।  
‘নপুংসা’—এই বীরাভিমানী নপুংসক নিন্দনীয় পতি  
দ্বারা আমি বিনষ্ট হইলাম । ‘যদ্বিশ্বস্তাৎ’—( ইহা  
পরবর্তী শ্লোকের কথা ), এই ব্যক্তি বীর, আমার  
পুত্র দুইটিকে রক্ষা করিবে—এই বিশ্বাসবশতঃ আমি  
বিনষ্ট হইয়াছি ॥ ২৮ ॥

যদ্বিশ্বস্তাদহং নষ্টা হতাপত্যা চ দস্যুভিঃ ।

য শেতে নিশি সন্তস্তৌ যথা নারী দিবা পুমান্ ॥ ২৯ ॥

অবয়ঃ—যদ্বিশ্বস্তাৎ ( যস্য অস্য কুনাথস্য বিশ্ব-  
স্তাৎ বিশ্বাসাৎ ) অহং দস্যুভিঃ হতাপত্যা ( হাতে  
চোরিতে অপত্যে পুত্রৌ যস্যঃ সা অতঃ ) নষ্টা চ  
( মৃতপ্রায়া অভবম্ ), নারী যথা দিবা ( দিবসে সন্তস্তা  
সতী শেতে তথা ) যঃ পুমান্ ( পুরুষঃ অয়ং ) নিশি  
( রাত্রৌ ) সন্তস্তঃ ( সন্ ) শেতে ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ—**আমি ইহার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়া অদ্য দস্যুগণ আমার পুত্র দুইটীকে অপহরণ করিল। আমি বিনষ্ট হইলাম। দিবাভাগে স্ত্রীগণ যেরূপ ভীতা হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, ইনি তদ্রূপ ভীত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

**বিশ্বনাথ—**নিশি নারী যথা তথা শেতে সন্তস্তঃ । চৌরান্মোষাবানতুমসমর্থঃ । তস্মাদ্দিবৈব যঃ পুমান্ ॥ ২৯ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ—**‘নিশি’—নারী যেমন রাত্রিতে চৌরভয়ে ভীত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই ব্যক্তি মেঘ দুইটি আনিতে অসমর্থ হইয়া শয়ন করিয়া আছে। ‘দিবা পুমান্’—অতএব দিবাভাগেই ইনি পুরুষ। (অর্থাৎ ইনি রাত্রিতে নারীর ন্যায় সজ্জস্টিভে শয়ন করিয়া থাকেন এবং দিবাভাগে পুরুষের ন্যায় আচরণ করেন) ॥ ২৯ ॥

**ইতি বাক্ষ্যায়কৈবিদ্ধঃ প্রত্যোদৈরিব কুঞ্জরঃ ।**

**নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবজ্রোহভ্যদ্রবদ্রমা ॥ ৩০ ॥**

**অশ্বয়ঃ—**(অনন্তরঃ পুরুরবাঃ) ইতি (পুর্কোত্তৈঃ) বাক্ষ্যায়কৈঃ (বাক্য-বানৈঃ) প্রত্যোদৈঃ (অঙ্কুশৈঃ) কুঞ্জরঃ (গজঃ) ইব বিদ্ধঃ (অভিহতঃ) বিবজ্রঃ (উলঙ্গো ভূত্বা) রুমা (কোপেন) নিশি (রাত্রৌ) নিস্ত্রিংশম্ আদায় (খড়্গং গৃহীত্বা) অভ্যদ্রবৎ (গন্ধর্বাণ্ অনুসসারে) ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ—**গজ যেরূপ অঙ্কুশদ্বারা বিদ্ধ হয়, পুরুরবাও তদ্রূপ উর্বশীর বাক্যবানে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নগ্নাবস্থায় রাত্রিতে খড়্গগ্রহণপূর্বক গন্ধর্ব-দিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

**বিশ্বনাথ—**নিস্ত্রিংশং খড়্গম্ ॥ ৩০ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ—**‘নিস্ত্রিংশং’—খড়্গ (গ্রহণ-পূর্বক রাজা ধাবিত হইলেন।) ॥ ৩০ ॥

**তে বিসৃজ্যোৱণৌ তত্র বাদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যাতঃ ।**

**আদায় মেঘাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্ ॥ ৩১ ॥**

**অশ্বয়ঃ—**তে (গন্ধর্ব্বাঃ) উৱণৌ (মেঘৌ) বিসৃজ্য (ত্যাগ্য) তত্র (পুরুরবোগৃহে) বিদ্যাতঃ (বিশিষ্ট-

দ্যুতিমন্তঃ সন্তঃ) বাদ্যোতন্ত স্ম (দীপ্তিম্ অকুব্বত ইত্যবসরে) সা (উর্বশী) মেঘৌ আদায় (গৃহীত্বা) আয়ান্তম্ (আগচ্ছন্তং) পতিং (পুরুরবাং) নগ্নম্ (উলঙ্গম্) ঐক্ষত (অপশ্যৎ) ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ—**গন্ধর্ব্বগণ মেঘ দুইটী পরিত্যাগপূর্বক বিশিষ্ট দ্যুতিমান্ হইয়া পুরুরবার গৃহে প্রভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তৎকালে উর্বশী পতিকে নগ্নাবস্থায় মেঘ দুইটী লইয়া আগমন করিতে দেখিতে পাইল ॥ ৩১ ॥

**বিশ্বনাথ—**বিদ্যাতঃ বিশিষ্টদ্যুতিমন্তো বাদ্যোতন্ত দীপ্তিমকুব্বত। তদৈব নগ্নমৈক্ষতেতি ভাষাভগ্নান্নির্জ-গামেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ—**‘বিদ্যাতঃ’—গন্ধর্ব্বগণ অতি-শয় দীপ্তিমান্ হইয়া তথায় দীপ্তি বিস্তার করিতে-ছিল। তৎকালে মেঘ দুইটিকে লইয়া ‘নগ্নম্’—নগ্ন স্বামীকে আসিতে দেখিলেন, ইহার দ্বারা রাজার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইওয়ার উর্বশী চলিয়া গেলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

**ঐলোহপি শয়নে জাণ্মামপশ্যন্ বিমনা ইব ।**

**তচ্চিত্তো বিক্লবঃ শোচন্ বজ্রামোন্নবন্থহীম্ ॥ ৩২ ॥**

**অশ্বয়ঃ—**ঐলঃ (পুরুরবাঃ) অপি শয়নে (শয্যা-য়াং) জাণ্মাং (পত্নীম্ উর্বশীম্) অপশ্যন্ (ন দৃষ্টা) বিমনাঃ ইব (দুঃখিতাত্তঃকরণ ইব) তচ্চিত্তঃ (তস্যা-মেব চিত্তং যস্য তথাভূতঃ) বিক্লবঃ (বিহ্বলঃ) শোচন্ (শোকং কুব্বন্) উন্নতবৎ (ক্ষিপ্তবৎ) মহীং (পৃথিবীং) বজ্রাম্ (বিচচার) ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ—**পুরুরবাও শয্যায় পত্নী উর্বশীকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিতাত্তঃকরণে তদৃগতচিত্ত ও বিহ্বল হইয়া শোক করিতে করিতে উন্নতের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

**স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাঞ্চ তৎসখীঃ ।**

**পঞ্চ প্রহসন্তবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরুরবাঃ ॥ ৩৩ ॥**

**অশ্বয়ঃ—**সঃ পুরুরবাঃ সরস্বত্যাং (সরস্বত্যা-স্তীরে) কুরুক্ষেত্রে তাম্ (উর্বশীং) পঞ্চ তৎসখীঃ

চ ( তস্যাঃ উৰ্বশ্যাঃ পঞ্চসখীশ্চ ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্য়া )  
প্রহাণ্টবদনঃ ( প্রহাণ্টম্ অত্যানন্দিতং বদনং যস্য স  
তথাভূতঃ সন্ ) সুক্তং ( শোভনং বচঃ ) প্রাহ ( ব্রবীতি  
স্ম ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পুরুষবা ( এইরূপে ভ্রমণ করিতে  
করিতে ) সরস্বতীতীরে উৰ্বশী ও তাহার পঞ্চ  
সখীকে দেখিতে পাইয়া প্রসন্নবদনে এই সুশোভন-  
বাক্য বলিলেন— ॥ ৩৩ ॥

— — —

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমহঁসি ।

মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥ ৩৪ ॥

অবয়ঃ—অহো ঘোরে ! ( নির্দয়ে ), জায়ে !  
( ভার্য্যে ), অদ্য অপি ত্বম্ অনির্বৃত্য ( মৎকৃতাং  
নিরুতিং তৃপ্তিম্ অপ্রাপ্য ) মাং ত্যক্তুং ( বিহাতুং ) ন  
অহঁসি ( ন সমর্থাসি, যদি ত্যক্তাস্যেব তদা ) বচাংসি  
( ক্ষণং গোষ্ঠীং ) কৃণবাবহৈ ( করবাবহৈ ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে জায়ে ! হে ঘোরে ! তুমি অদ্যপি  
আমার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হও নাই, কিন্তু  
তাই বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত  
হইতেছে না । যদি একান্ত পরিত্যাগ কর তথাপি  
তোমার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অদ্যপি অনির্বৃত্য ন নির্বৃত্তা ভূত্বা  
মদন্তাং নির্বৃত্তিমপ্রাপ্য মাং ত্যক্তুং নারহঁসি । অনি-  
র্বৃত্যেতি পাঠে মাং নিঃশেষেণ আবর্তয়িত্বা অজীবনি-  
হত্যর্থঃ । যদি বা ত্যক্তাসি তদপি ক্ষণং তাবদ্বচাংসি  
কৃণবাবহৈ গোষ্ঠীং করবাবহৈ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অদ্যপি অনির্বৃত্য’—নির্বৃত্তা  
না হইয়া, অর্থাৎ তুমি এখনও আমার নিকট হইতে  
সুখের পরিসমাপ্তি লাভ কর নাই, অতএব আমাকে  
ত্যাগ করিতে পার না । ‘অনির্বৃত্য’—পাঠে, আমাকে  
নিঃশেষরূপে সঞ্জীবিত না করিয়া, তুমি ত্যাগ  
করিতে পার না । যদি ত্যাগই কর, তথাপি কিছু-  
ক্ষণ আমরা বাক্যালাপ করি ॥ ৩৪ ॥

— — —

সুদেহোহয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হতস্তয়া ।

খাদন্ত্যনং রুকা গৃধ্রাস্ত্বেপ্রসাদস্য নাস্পদম্ ॥ ৩৫ ॥

—২৯

অবয়ঃ—দেবি ! ( উৰ্বশি ! ) ত্বয়া ( এব  
হেতুভূতয়া ) দূরং হতঃ ( এবং দূরং দেশং প্রাপিতঃ )  
অহং সুদেহঃ ( কমণীয়ং শরীরং ত্বৎপ্রত্যাখ্যানে )  
অত্র পততি ( মরিষ্যামীতি ভাবঃ তদা তু ) ত্বৎপ্রসাদস্য  
( তব অনুগ্রহস্য ) নাস্পদম্ এনং ( দেহং ) রুকাঃ  
( কুন্তুরাকৃতিব্যাঘ্রবিশেষাঃ ) গৃধ্রাঃ ( শকুনয়শ্চ )  
খাদন্তি ( দেহোহয়ং গৃধ্রাদীনাং ভক্ষ্যঃ ভবতীতি  
ভাবঃ ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে দেবি ! তোমা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত  
হইয়া আমার এই সুন্দর কলেবর এই স্থানে পতিত  
হইতেছে এবং তোমার কৃপার আশ্রয় না হওয়ায়  
রুক ( নেকড়ে বাঘ ) শকুনি ইহাকে খাইয়া ফেলিবে  
॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—পশ্যন্ত্যাস্তস্যা দয়ামুৎপাদয়তি সুদেহ  
ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দর্শনকারিণী উৰ্বশীর দয়া  
উৎপাদন করিতেছেন—‘সুদেহ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ  
তোমা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে আমার এই কমণীয়  
দেহ রুক ও গৃধ্রগণ ভক্ষণ করিবে ॥ ৩৫ ॥

উৰ্বশ্যাবাচ—

মা মৃথাঃ পুরুষোহসি ত্বং মাশ্ম ভাদ্যাবুকা ইমে ।

ক্বাপি সখ্যং ন বৈ জ্ঞীণং রুকাণাং হৃদয়ং যথা ॥ ৩৬ ॥

অবয়ঃ—উৰ্বশী উবাচ,—( হে রাজন্ ! ) ত্বং  
পুরুষঃ অসি ( পুরুষাকারসম্পন্নোহসি অতঃ ) মা  
মৃথাঃ ( ন ম্রিয়স্ব, ধৈর্য্যং বিধেহি ইত্যর্থঃ ) ইমে রুকাঃ  
( প্রসিদ্ধাঃ ইন্দ্রিয়রূপাঃ রুকাঃ ) ভ্রাতৃ ( ভ্রাতৃ ) মাশ্ম  
অদ্যঃ ( ন ভক্ষয়েয়ুঃ ইন্দ্রিয়পরবশো মা ভবেত্যর্থঃ )  
ক্বাপি ( কুত্রাপি ) জ্ঞীণং সখ্যং ( প্রীতিঃ ) ন বৈ ( নেভব-  
ত্যেব ) যথা রুকাণাং ( তথা জ্ঞীণামপি ) হৃদয়ং  
( চিত্তং ভবেৎ ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—উৰ্বশী বলিলেন,—( হে রাজন্ ! )  
আপনি পুরুষ, সুতরাং অধৈর্য্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ  
করিবেন না, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন । ইন্দ্রিয়রূপ  
রুকগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে অর্থাৎ আপনি  
অজিতেন্দ্রিয় হইবেন না । জ্ঞীগণের হৃদয় রুকগণের  
ন্যায় সুতরাং তাহাদের কুত্রাপি সখ্য থাকে না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মা মৃথাঃ ন ম্রিয়স্ব পুরুষোহসীতি  
নপুংসক-লক্ষণমধৈর্য্যং ত্যজতি ভাবঃ । ইমে বৃকাঃ  
ইতি বৃকাঃ খলু ন বৃকাঃ কিস্তিদ্ভিন্নাণোব বৃকা দুর্বা-  
রাস্তাং মাস্ম অদ্যঃ ভক্ষয়েষুঃ অজিতেদ্ভিন্নো মাভূরি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মা মৃথাঃ’—তুমি মরিও না,  
তুমি পুরুষ, অতএব নপুংসকলক্ষণ অধৈর্য্য পরিত্যাগ  
কর ( অর্থাৎ ধৈর্য্য ধারণ কর )—এই ভাব । ‘ইমে  
বৃকাঃ’—এই বৃকগণ বৃক নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপী  
বৃকগণ দুর্ব্বারণীয়, তাহারা যেন তোমাকে ভক্ষণ না  
করে, অর্থাৎ তুমি অজিতেদ্ভিন্ন ( ইন্দ্রিয়পরবশ )  
হইও না—এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

স্ত্রিয়ো হ্যকরণাঃ ক্রুরা দুর্দ্দর্শাঃ প্রিয়সাহসাঃ ।  
স্বস্ত্যজ্ঞার্থেহপি বিশ্ববধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥ ৩৭ ॥

অবয়বঃ—হি ( যস্মাৎ ) অকরণাঃ ( নির্দয়া )  
ক্রুরাঃ ( অতএব কটিলস্বভাবাঃ ) দুর্দ্দর্শাঃ ( অপরাধা-  
সহিষ্ণবঃ ) প্রিয়সাহসাঃ ( প্রিয়ার্থং সুখার্থম্ অধর্ম্মাদৌ  
সাহসো যাসাং তাঃ ) স্ত্রিয়ঃ ( নার্যাঃ ) অল্পার্থে অপি  
( কিকিঞ্চপি প্রয়োজনমাসাদ্য ) বিশ্ববধং ( বিশ্বস্তং )  
ভ্রাতরম্ উত অপি ( অথবা ) পতিং ( স্বামিনমপি )  
স্বস্তি ( নাশয়ন্তি ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যেহেতু স্ত্রীগণ নির্দয়া ও কটিল-  
স্বভাবা । তাহারা সামান্য দোষও সহ্য করে না  
এবং নিজ সুখের নিমিত্ত অধর্ম্মাদিতে ভীত হয় না,  
( সুতরাং ) সামান্য কারণেই তাহারা বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও  
পতির প্রাণ নাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র স্বং বিশ্বস্ত্য দুর্লভং মানুষ্যং  
বিফলয়সি, তাসামস্ম্যাকং স্ত্রীজাতীনাং স্বভাবং শুব্ধি-  
ত্যাহ স্ত্রিয় ইতি দ্বাভ্যাম্ । দুর্দ্দর্শা অপরাধাসহিষ্ণবঃ  
প্রিয়ার্থমধর্ম্মাদাবপি সাহসং যাসাং তাঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া  
তুমি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বিফল করিতেছ, সেই স্ত্রীজাতি  
আমাদের স্বভাব শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন ‘স্ত্রিয়ঃ’  
ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে । ‘দুর্দ্দর্শাঃ’—ক্ষমারহিত,  
সামান্য অপরাধও তাহারা সহ্য করে না । ‘প্রিয়-  
সাহসাঃ’—নিজের রুচিপ্ৰদ প্রিয় বস্তুর জন্য অধর্ম্মাদি

আচরণেও যাহাদের সাহস, ( তাহাদিগকে তুমি  
বিশ্বাস করিতেছ ? ) ॥ ৩৭ ॥

বিধায়ালীকবিশ্রমজেষু ত্যক্তসৌহাদাঃ ।

নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অবয়বঃ—স্বৈরবৃত্তয়ঃ ( স্বেচ্ছাচারিণঃ ) পুংশ্চল্যঃ  
( কুলটাঃ ) ত্যক্তসৌহাদাঃ ( ত্যক্তং সৌহাদং সখ্যং  
যাভিঃ তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ স্ত্রিয়ঃ ) অজেষু ( মুখেষু )  
অলীক-বিশ্রমজং ( মিথ্যা-বিশ্বাসং ) বিধায় ( উৎপাদ্য )  
নবং নবং ( নূতননূতনসঙ্গম ) অভীপ্সন্ত্যঃ ( বাঞ্ছন্ত্যঃ )  
॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—স্বেচ্ছাচারিণী কুলটা, ত্যক্তসৌহাদ  
স্ত্রীগণ অজগণমধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপনপূর্ব্বক নিত্য  
নূতন নূতন সঙ্গ অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং সম্যশ্বরঃ ।

রংসত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ॥ ৩৯ ॥

অবয়বঃ—ভোঃ ( হে রাজন্ পুরুষব ! ) ঈশ্বরঃ  
ভবান্ সম্বৎসরান্তে ( সম্বৎসরাবসানে ) একরাত্রং হি  
ময়া ( সহ ) রংস্যতি ( সংগমিষ্যতি তথা সতি ) তে  
( তবা ) অপরাণি চ ( অন্যানি চ ) অপত্যানি ( সন্ত-  
তয়ঃ ) ভবিষ্যন্তি ( উৎপৎস্যন্তে এতেনাশ্রমে গতি-  
পীত্বং সূচিতম্ ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আপনি সম্বৎসরান্তে  
একরাত্র আমার সহিত বিহার করিতে সমর্থ হইবেন,  
তাহাতেই আপনার অন্যান্য সন্তানগণের জন্ম হইবে  
॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবোধয়িতুমশক্যং পুনঃ সাত্ত্বয়তি ।  
সম্বৎসরান্তে ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রবোধদানে অসমর্থ তাঁহাকে  
পুনরায় সাত্ত্বনা দিতেছেন—‘সম্বৎসরান্তে’, ( অর্থাৎ  
তুমি সংবৎসর পরে একরাত্র আমার সহিত রমণ  
করিবে এবং ইহাতে তোমার আরও সন্তান উৎপন্ন  
হইবে । ) ॥ ৩৯ ॥



অন্তর্বহ্নীমূপালক্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীম্ ।

পুনস্তত্র গতৌহবাস্তে উৰ্বশীং বীরমাতরম্ ॥ ৪০ ॥

অবয়বঃ—সঃ ( পুরুরবঃ ) দেবীম্ ( উৰ্বশীম্ )  
অন্তর্বহ্নীং ( গভিনীম্ ) উপালক্য ( দৃষ্টা ) পুরীং  
প্রযযৌ ( গতবান্ ) । পুনঃ অবাস্তে ( সম্বৎসরবাসানে )  
তত্র ( কুরুক্ষেত্রে ) বীরমাতরং ( বীরজননীম্ )  
উৰ্বশীং গতঃ ( প্রাপ্তঃ ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—পুরুরবা উৰ্বশীকে গভবতী লক্ষ্য  
করিয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন এবং বৎসরান্তে  
কুরুক্ষেত্রে পুনরায় বীর-প্রসবিনী উৰ্বশীকে প্রাপ্ত  
হইলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্বহ্নীমূপালক্যোতি তস্যা অপরা-  
ণীতি বচনাৎ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্তর্বহ্নীম্ উপালক্য’—  
উৰ্বশীকে গভবতী দেখিয়া রাজা নিজ পুরীতে গমন  
করিলেন । ‘পুনঃ’—‘তোমার আরও সন্তান হইবে’,  
উৰ্বশীর এই বাক্য অনুসারে রাজা পুনরায় সংবৎস-  
রাতে তাহার সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুভাস তয়া নিশাম্ ।

অথেনমুৰ্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্ ॥ ৪১ ॥

অবয়বঃ—( পুরুরবঃ ) তাম্ উৰ্বশীম্ ( উপলভ্য  
( প্রাপ্য ) মুদা ( হর্ষণ ) যুক্তঃ ( সন্ ) তয়া ( উৰ্বশ্যা )  
সহ নিশাং ( একাং রাত্রিং ) সমুভাস ( সম্ভোগলক্ষণং  
সূরতম্ অনুভূতবান্ ) । অথ ( অনন্তরম্ ) উৰ্বশী  
কৃপণং ( দীনং ) বিরহাতুরং ( বিগ্নেম্বকাতরম্ ) এনং  
( পুরুরবসং ) প্রাহ ( অববীৎ )— ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—পুরুরবা উৰ্বশীকে প্রাপ্ত হইয়া অভি-  
শম্ম আনন্দসহকারে তাহার সহিত একরাত্র সহবাস  
করিলেন । তাহার পর বিচ্ছেদভয়ে রাজার হৃদয়  
অত্যন্ত কাতর হইল, তখন উৰ্বশী বিরহকাতর  
রাজাকে বলিল— ॥ ৪১ ॥

গন্ধৰ্বানুপধাবেমাংস্তুষ্টাং দাস্যন্তি মামিতি ।

তস্য সংস্বেতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নপ ।

উৰ্বশীং মন্যমানস্তাং সোহবুধ্যত চরন্ বনে ॥ ৪২ ॥

অবয়বঃ—( হে ) নপ ! ( পুরুরবঃ স্বং ) গন্ধ-  
ৰ্বান্ উপধাব ( শরণং গচ্ছ, ততঃ তে তুষ্টাঃ সন্তঃ )  
তুষ্টাং ইমাং ( উৰ্বশীং ) দাস্যন্তি সম্প্রদাস্যন্তি ),  
ইতি ( তস্য এবং বচনেন ) সংস্বেতঃ ( গন্ধৰ্বাণাং  
স্তবং কুৰ্বতঃ ) তস্য ( পুরুরবসঃ সম্বন্ধে ) তুষ্টাঃ  
প্রীতাঃ গন্ধৰ্বাঃ ) অগ্নিস্থালীং দদুঃ । ( অনেনাগ্নিনা  
কৰ্ম কৃত্বা তদ্বশাদ্ উৰ্বশীং প্রাপ্যস্যসীতাতিপ্রায়েণ  
অগ্নিস্থালীং দদুরিত্যর্থঃ ) সঃ ( পুরুরবঃ ) তাম্  
( অগ্নিস্থালীম্ ) উৰ্বশীং মন্যমানঃ বনে চরন্ ( তয়া  
সহ পরিভ্রমন্ ) অবুধ্যত ( নেয়মুৰ্বশী পরন্তু অগ্নি-  
স্থালীতি জানাতি স্ম ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—উৰ্বশী বলিল,—হে রাজন ! আপনি  
গন্ধৰ্বগণের শরণাগত হউন, তাহারা আমাকে আপ-  
নার হস্তে প্রদান করিবে । উৰ্বশীর বাক্যে রাজা  
গন্ধৰ্বগণের স্তব করিতে লাগিলেন, তখন গন্ধৰ্বগণ  
তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক অগ্নিস্থালী  
প্রদান করিলেন, রাজা ঐ অগ্নিস্থালীকে উৰ্বশী মনে  
করিয়া উহা লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগি-  
লেন, অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে উহা  
উৰ্বশী নহে পরন্তু অগ্নিস্থালী ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তন্মিন্ গন্ধৰ্বান্ স্তবতি সতি  
তুষ্টাঃ গন্ধৰ্বাঃ অনেনাগ্নিনা কৰ্ম কৃত্বা তদ্বশাদ্ উৰ্বশীং  
প্রাপ্যস্যসীতাতিপ্রায়েণ অগ্নিস্থালীং দদুঃ । স তু উৰ্ব-  
শ্যামত্যাগবশাৎ কামাক্ষস্তাং স্থালীমেবোৰ্বশীং মন্য-  
মানস্তয়া সহিতো বনে বিচরন্ সঙ্গসমন্যে নেয়মুৰ্বশী  
কিন্তু অগ্নিস্থালীতাবুধ্যতে ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য’—পুরুরবাঃ গন্ধৰ্ব-  
গণের স্তুতি করিলে, তাহারা তুষ্ট হইয়া রাজাকে  
একটি অগ্নিস্থালী ( যজ্ঞাদির উপযোগী অগ্নিরক্ষার  
পাত্র ) দান করিলেন । তাহাদের অভিপ্রায় ছিল—  
রাজা ঐ অগ্নিদ্বারা যথোচিত ক্রিয়া করিলেই উৰ্ব-  
শীকে লাভ করিবে । কিন্তু রাজা উৰ্বশীতে অতিশয়  
আসক্তিবশতঃ কামাক্ষ হইয়া সেই স্থালীকেই উৰ্বশী  
মনে করিয়া তাহা লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে  
লাগিলেন । পরে বুঝিতে পারিলেন—ইহা উৰ্বশী  
নহে, কিন্তু অগ্নিস্থালী ॥ ৪২ ॥

স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি ।

ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ব্রহ্মবর্ত্তত ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—( ততশ্চ ) স্থালীং বনে ন্যস্য ( স্থাপ-  
য়িত্বা ) গৃহান্ গত্বা নিশি ( রাত্রে ) আধ্যায়তঃ (তামেব  
সম্যক্ চিন্তয়তঃ সতঃ ) ত্রেতায়াং ( ত্রেতাযুগে ) সম্প্র-  
বৃত্তায়াং ( আরম্ভায়াং সত্যাং ) মনসি ( তস্য চিত্তে )  
ব্রহ্মী ( বেদব্রহ্ম ) অবর্ত্তত ( প্রাদুরভূত ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অগ্নিস্থালীকে বনে পরিত্যাগ-  
পূর্বক রাজা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রিতে  
উর্বশীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তাহাতে ত্রেতা-  
যুগারম্ভে তাঁহার চিত্তে কর্মবোধক বেদব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত  
হইল ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিশি আ সম্যক্ তামূর্বশীমেব ধ্যায়ত-  
ন্তস্য ত্রেতারম্ভ ব্রহ্মী অবর্ত্তত কর্মবোধকং বেদব্রহ্মং  
প্রাদুরভূতাদিতি কামিন এব কর্ম কার্যামিত্যাভিযাজিতম্  
॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নিশি’—গৃহে গমন করিয়া  
প্রতিদিন রাত্রিকালে রাজা সম্যকরূপে সেই উর্বশীরই  
চিন্তা করিতে লাগিলেন। ‘ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং’  
—এইরূপে ত্রেতাযুগের আরম্ভে তাঁহার মনে কর্ম-  
সমূহের উপদেশক বেদব্রহ্মের আবির্ভাব হইয়াছিল।  
ইহার দ্বারা কামিগণই কর্ম করিবেন—ইহা অভি-  
যাজিত হইল ( অর্থাৎ কামিজনই সকাম কর্ম করি-  
বেন, কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, তাঁহারা নহেন  
—এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত দ্যোতিত হইল । ) ॥ ৪৩ ॥

স্থালীস্থানং গতোহশ্বখং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ ।

তেন দ্বৈ অরণী কৃত্বা উর্বশীলোককামায়া ॥ ৪৪ ॥

উর্বশীং মন্ততো ধ্যায়মধরারিণিমুত্তরাম্ ।

আত্মানমুত্তরোর্মধ্যে যতৎ প্রজননং প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—( ততঃ ) প্রভুঃ সঃ ( পুরুরবাঃ ) স্থালী  
স্থানং গতঃ ( সম্ ) শমীগর্ভং ( শম্যা গর্ভে জাতম্ )  
অশ্বখং বিলক্ষ্য ( দৃষ্ট্য ) অস্মিন্নেব অসৌ অগ্নিরন্তীতি  
বিশেষণে লক্ষয়িত্বা ) তেন ( অশ্বখেন ) দ্বৈ অরণী  
( মন্থনকার্ঠে ) কৃত্বা উর্বশীলোককামায়া ( উর্বশী-  
লোকেচ্ছয়া ) মন্ততঃ ( মন্থনপ্রকাশকমন্তযোগপূর্বকম্ )  
অধরারিণি ( নিম্নস্থিতং মন্থনকার্ঠম্ ) উর্বশীং

ধ্যায়ন্ উত্তরাম্ ( উপরিস্থিতাম্ অরণিম্ ) আত্মানং  
( ধ্যায়ন্ ) উত্তরোঃ ( অরণ্যোঃ ) মধ্যে যৎ ( কাষ্ঠং )  
তৎ প্রজননং ( পুত্রং ধ্যায়ন্ মমস্থু ইতি শেষঃ )  
॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—কর্মবোধক বেদব্রহ্ম আবির্ভূত হইলে,  
পুরুরবা বনে যে স্থলে স্থালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,  
তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন,—একটী  
শমীরক্ষের গর্ভে একটী অশ্বখরক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে,  
তখন তিনি সেই অশ্বখরক্ষদ্বারা উর্বশীলোককামনায়  
দুইটী অরণি নির্মাণ পূর্বক মন্তযোগে নিম্নভাগের  
অরণিকে উর্বশী, উত্তরারিণিকে নিজ এবং তদুভয়ের  
মধ্যবর্তী অরণিকে পুত্ররূপে চিন্তা করিতে করিতে  
অগ্নি মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স্থালী যত্র ন্যস্তা তৎস্থানং গতঃ  
সন্ ছোকর ইতি খ্যাতে । শম্যা গর্ভে জাতমশ্বখং  
বিলক্ষ্য তেনৈবাস্বখেন দ্বৈ অরণী কৃত্বা অগ্নিং মম-  
হেতি শেষঃ । শমীগর্ভাদগ্নিং মমহেতি শ্রুতেঃ ।  
মন্থনপ্রকারমাহ—অধরারিণিমূর্বশীং ধ্যায়মুত্তরার-  
ণিকাত্মানং ধ্যায়ন্ উত্তরোর্মধ্যে যৎ কাষ্ঠং তৎ প্রজন-  
নং পুত্রং ধ্যায়ন্ । তথা চ মন্তঃ উর্বশ্যামুরসি পুরা-  
রবা ইতি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্থালীস্থানং’—তারপর রাজা  
বনমধ্যে যে স্থানে স্থালী রাখিয়াছিলেন, সেই ‘ছোকর’  
নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় শমীরক্ষের  
অভ্যন্তরে উৎপন্ন একটি অশ্বখ রক্ষ দেখিতে পাইয়া,  
সেই অশ্বখের দ্বারা দুইটি অরণি নির্মাণ করিয়া অগ্নি  
মন্থন করিয়াছিলেন। ( অরণি বলিতে যে কাষ্ঠখণ্ড-  
দ্বয় অপর একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া ঘর্ষণ  
করিলে মধ্যবর্তী কাষ্ঠখণ্ড হইতে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ-  
লিত হয় )। শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে—‘শমীগর্ভ  
হইতে অগ্নি মন্থন করিয়াছিলেন’। মন্থনের প্রকার  
বলিতেছেন—নিম্নস্থিত অরণিকে উর্বশীরূপে, উপ-  
রিস্থিত অরণিকে নিজ আত্মারূপে এবং মধ্যস্থিত যে  
কাষ্ঠ তাহাকে পুত্ররূপে মন্তানুসারে ধ্যান করিয়া মন্থন  
করিয়াছিলেন। মন্ত যথা—‘উর্বশ্যামুরসি পুরারবা’  
ইত্যাদি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তস্য নিৰ্মথনাং জাতবেদা বিভাবসুঃ ।

ব্রহ্মা স বিদ্যায়া রাজা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিৎ ॥ ৪৬ ॥

অর্থঃ—তস্য ( পুরুরবসঃ কৰ্ত্ত্বঃ ) নিৰ্মথনাং জাতবেদাঃ ( জাতং বেদো ধনং ভোগ্যং যস্মাৎ সঃ ) বিভাবসুঃ ( অগ্নিঃ ) জাতঃ ( উৎপন্নঃ ) সঃ ( অগ্নিঃ ) ব্রহ্মা বিদ্যায়া ( তদ্বিহিতেন আধানসংস্কারেণ ) ত্রিৎ ( আহবনীয়াদিরূপঃ সন্ ) রাজা ( পুরুরবসা ) পুত্রত্বে কল্পিতঃ ( অভূদিতি শেষঃ ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পুরুরবার মস্থন হইতে অগ্নি প্রকটিত হইলেন। এই অগ্নি হইতে ভোগ্যধন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মা বিদ্যা দ্বারা সংস্কৃত ও গর্ভাধান-সংস্কার দ্বারা শৌক্ল, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ আহবনীয়রূপ প্রাপ্ত হইয়া রাজার পুত্ররূপে কল্পিত হইল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তৎ কৰ্ত্ত্বকাল্মিষথনাদ্ বিভাবসু-রগ্নিজাতঃ। জাতং বেদো ধনং ভোগ্যং যস্মাৎ স চ ব্রহ্মা বিদ্যায়া সংস্কৃতো রাজা পুত্রত্বেন কল্পিতঃ পুণ্যলোক-প্রাপকত্বাৎ। ত্রিৎ আহবনীয়াদি-রূপঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য’—তৎকৰ্ত্ত্বক মস্থনের ফলে অগ্নি উৎপন্ন হইল, যাহা ‘জাতবেদা’, অর্থাৎ যজ্ঞমানের ভোগ্য সম্পত্তির প্রসবকারী। সেই অগ্নি ‘ব্রহ্মা বিদ্যায়া’—ব্রহ্মবিদ্যা-বিহিত আধানসংস্কারের ফলে রাজার পুত্ররূপে কল্পিত হইয়া পুণ্যলোক-প্রাপক হইয়াছিল। ‘ত্রিৎ’—দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়, এই ত্রিবিধ রূপে সেই অগ্নি পরিণত হন। ( রাজা সেই ত্রিৎ অগ্নিকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া ছিলেন ) ॥ ৪৬ ॥

তেনাযজত যজেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।

উৰ্বশীলোকমব্বিচ্ছন্ সৰ্বদেবময়ং হরিম্ ॥ ৪৭ ॥

অর্থঃ—( পুরুরবাঃ ) উৰ্বশীলোকম্ অব্বিচ্ছন্ ( তল্লোকং লোবধুকামঃ ) তেন ( বিভাবসুনা ) সৰ্বদেবময়ম্ অধোক্ষজং যজেশং ( যজেশ্বরং ) ভগবন্তং হরিম্ অযজত ( অপূজয়ৎ ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—পুরুরবা উৰ্বশীলোককামনায় অগ্নিদ্বারা সৰ্বদেবময় অধোক্ষজ যজেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিকে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেনাগ্নিনা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তেন’—সেই অগ্নিদ্বারা ( রাজা পুরুরবা উৰ্বশীলোক কামনায় যজেশ্বর শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ) ॥ ৪৭ ॥

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সৰ্ব্ববাত্মময়ঃ ।

দেবো নারায়ণো নান্য একোহগ্নির্বর্ণ এব চ ॥ ৪৮ ॥

অর্থঃ—পুরা ( সত্যযুগে ) সৰ্ব্ববাত্মময়ঃ ( সৰ্ব্বা-সাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব ) বেদঃ নারায়ণঃ ( একঃ এব ) দেবঃ ( পূজ্যঃ ) ন অন্যঃ অগ্নিঃ একঃ ( লৌকিকঃ এব ) বর্ণ এব চ ( বর্ণোহপি এক এব হংসনামকঃ আসীৎ ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সত্যযুগে সৰ্ব্ববাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, নারায়ণ একমাত্র সেব্য ছিলেন, অন্য দেব-দেবীগণ সেব্যরূপে কল্পিত হন নাই, অগ্নি একমাত্র লৌকিক, বর্ণও একমাত্র হংস ছিল ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বেদব্রহ্মবোধিতঃ কৰ্ম্মমার্গঃ প্রাপ্ত-নাসীৎ, সত্যং প্রকটো নাসীদেবেত্যাৎ এক এবৈতি দ্বাভ্যাম্। পুরা কৃতযুগে সৰ্ব্ববাত্মময়ঃ সৰ্ব্বা-সাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণবঃ এক এব বেদঃ দেবশ্চ নারায়ণ এক এব অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ বর্ণশ্চৈকঃ হংসো নাম যতঃ কৃতযুগে সত্ত্বপ্রধানাঃ প্রায়শঃ সৰ্ব্বোহপি ধ্যাননিষ্ঠা এবৈতি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, বেদ-ব্রহ্ম-বোধিত কৰ্ম্মমার্গ কি পূর্বে ছিল না? তাহার উত্তরে—হ্যাঁ, প্রকটরূপে ছিল না, ইহা বলিতেছেন—‘এক এব’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। ‘পুরা’—সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ এবং নারায়ণই একমাত্র দেবতা ছিলেন। তৎকালে অগ্নিও লৌকিকরূপে এক এবং বর্ণও হংস নামে একই ছিল, যেহেতু সত্যযুগে সত্ত্বপ্রধান প্রায় সকলেই ধ্যান-নিষ্ঠ ছিলেন ॥ ৪৮ ॥

পুরুরবস এবাসীৎ ব্রহ্মা ত্রেতামুখে নৃপ ।

অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধৰ্বমেগ্নিবান্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
ঐলোপাখ্যানং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—( হে ) নৃপ ! ( পরীক্ষিৎ, ) ত্রেতামুখে  
( ত্রেতায়াপ্রারম্ভে ) পুরুরবসঃ এব ( তৎসকাসাদেব )  
ব্রহ্মী ( বেদব্রহ্মী ) আসীৎ ( প্রকটিতা বভূব ) রাজা  
( পুরুরবাসঃ ) প্রজয়া ( পুত্রত্বেন কল্লিতেন ) অগ্নিনা  
( হেতুভূতেন ) গান্ধর্ব্বং লোকম্ এগ্নিবান্ ( প্রাপ ) ॥৪৯॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ত্রেতারম্ভে  
পুরুরবা হইতে কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বেদব্রহ্মীর আবির্ভাব  
হয়। রাজা পুরুরবা অগ্নিকে পুত্ররূপে কল্লিত  
করিয়া তদ্বারা গান্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রেতারম্ভে পুরুরবসঃ সকাশাদেব  
কৰ্ম্মমার্গ-প্রাদুর্ভাবঃ । এবং স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরাদাবপি ।  
বহুচতুর্য়ুগব্যাপক-রাজত্বভাঃ প্রিয়ব্রতাদিত্য এব  
তত্র তত্র ত্রেতারম্ভে কৰ্ম্মপ্রাদুর্ভাব ইত্যপি জ্ঞেয়ম্ ॥৪৯॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিগ্যাং ভক্তচৈতসাম্ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

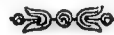
টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুরুরবসঃ এব’—ত্রেতারম্ভে  
পুরুরবা হইতেই কৰ্ম্মমার্গের প্রাদুর্ভাব ( অর্থাৎ তখন  
হইতে বেদ ব্রহ্মীয় বলিতে তিনভাগে বিভক্তরূপে  
প্রকাশিত হন ) । এইরূপ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরাদিতেও  
বহুচতুর্য়ুগ ব্যাপী রাজ্য শাসনকারী প্রিয়ব্রত প্রভৃতি  
হইতেও সেই সেই ত্রেতারম্ভে কৰ্ম্মমার্গের প্রাদুর্ভাব  
জানিতে হইবে ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচৈতের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের  
‘সারার্থদশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১৪ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, মধ্য, তথ্য,  
বিরূতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্দশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরূবাচ—

ঐলস্য চোৰ্ব্বশীগৰ্ভাৎ ষড়াসম্মাত্মজা নৃপ ।

আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ুঃ রয়োহথ বিজয়ো জয়ঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঐলবংশে গাধির জন্ম এবং গাধির  
দৌহিত্র-পৌত্র রাম কর্তৃক জমদগ্নির বিনাশ বর্ণিত  
হইয়াছে ।

উৰ্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, জয়  
ও বিজয় নামক ছয় পুত্রের জন্ম হয় । শ্রুতায়ুর পুত্র  
বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতজয়, রয়ের তনয় এক,  
জয়পুত্র অমিত, বিজয়পুত্র ভীম, তৎপুত্র কাঞ্চন ।

কাঞ্চন হইতে হোত্রক, হোত্রক হইতে জহ্নু—ইনি  
গণ্ডুষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন ।

জহ্নু হইতে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পুরুবলাক,  
অজক, কুশ জন্মগ্রহণ করে । কুশের কুশাস্মু, তনয়,  
বসু ও কুশনাভ—এই চারি পুত্রের মধ্যে কুশাস্মু  
হইতে গাধির জন্ম হয় । গাধির সত্যবতী নাম্নী  
কন্যাকে ঋচীকমুনি গাধির প্রার্থিতপণ-প্রদানপূর্ব্বক  
বিবাহ করেন । এই ঋচীক-সত্যবতী হইতে জম-  
দগ্নির উৎপত্তি । তৎপুত্র রাম তাঁহার পিতা জমদগ্নির  
কামধেনু অপহরণকারী মহাবলী কীৰ্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনকে  
বিনষ্ট করেন । এই রাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে  
নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন । পশুতগণ ইহাকে ভগ-  
বানের ( শক্ত্যাবেশ ) অবতার বলিয়া থাকেন ।

রাম কার্তবীৰ্য্যাজ্ঞনকে বিনষ্ট করিলে, তদীয় পিতা জমদগ্নি “রাজাকে হত্যা করা পাপ” “সহিস্রু-তাই ব্রাহ্মণের গুণ”—প্রভৃতি উপদেশ করিয়া রামকে পাপক্ষালনের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে আদেশ করেন।

অম্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—( পরীক্ষিতং প্রতি হে ) নৃপ, ( পরীক্ষিতং ), অথ ( অনন্তরম্ ) ঐলস্য ( পুরারবসঃ ) চ উৰ্ব্বশীগর্ভাৎ আয়ুঃ, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়ঃ, জয়ঃ, বিজয়ঃ ( ইতি নামানঃ ) ষট্ আত্মজাঃ ( ষটপুত্রাঃ ) আসন্ ( বভূবুঃ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্) ! উৰ্ব্বশীর গর্ভে ঐলের আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয় এবং জয় ও বিজয় নামক ছয় পুত্র হয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ঐলবংশভুবো গাধেদৌহিরাঅজ ঐশ্বরম্ ।

অজ্ঞুনং ধেনুহর্তারং রামঃ পঞ্চদশেবধীৎ ॥০১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরার-বার বংশোদ্ভূত গাধির দৌহিত্র সন্তান পরশুরাম কর্তৃক কামধেনুর অপহারক শক্তিশালী কার্তবীৰ্য্যাজ্ঞ-নের বধ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতজয়ঃ ।

রয়স্য সূত একশ্চ জয়স্য তনয়োহমিতঃ ॥ ২ ॥

ভীমস্ত বিজয়স্যথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ ।

তস্য জহুঃ সূতো গঙ্গাং গণ্ডুশীকৃত্য যোহপিবৎ ॥৩॥

অম্বয়ঃ—শ্রুতায়োঃ পুত্রঃ বসুমান্ ( বভূব ), সত্যায়োঃ চ ( পুত্রঃ ) শ্রুতজয়ঃ ( বভূব ) । রয়স্য একঃ ( একনামকঃ ) সূতঃ চ ( অভবৎ ), জয়স্য তনয়ঃ ( পুত্রঃ ) অমিতঃ ( অমিতনামকঃ ) বভূব । বিজয়স্য তু ( সূতঃ ) ভীমঃ ( অভবৎ ), অথ ( ভীমাৎ ) কাঞ্চনঃ ( অভবৎ ), ততঃ ( কাঞ্চনাৎ ) হোত্রকঃ ( অজায়ত ), তস্য ( হোত্রকস্য ) সূতঃ জহুঃ ( বভূব ), যঃ ( জহুঃ ) গঙ্গাং গণ্ডুশীকৃত্য অপিবৎ ( পীতবান্ ) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতজয়, রয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত, বিজয়ের পুত্র ভীম, তৎপুত্র কাঞ্চন । কাঞ্চন হইতে

হোত্রকের জন্ম হয়, হোত্রকের পুত্র জহু, ইনি গণ্ডুশে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—আয়োর্বংশং বিস্তৃতমুপরিষ্ঠাঙ্কান্ প্রথমং শ্রুতায়ুপ্রভৃতীনাং যগ্নাং বংশান্ সংক্ষিপ্তানাহ শ্রুতায়োরিতি একশ্চেত্যেকসংজ্ঞঃ । তনয়স্তৎসংজ্ঞঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আয়ুর বিস্তৃত বংশ পরে বলিবেন জন্য প্রথমতঃ শ্রুতায়ু প্রভৃতি ছয় জনের বংশ সংক্ষেপে বলিতেছেন—‘শ্রুতায়োঃ’ ইত্যাদি । ‘একঃ’—ইহা একটি নাম, অর্থাৎ অয়ের পুত্র এক । ‘তনয়ঃ’—(৪র্থ শ্লোকে), ইহাও একটি নাম, অর্থাৎ কুশের কুশায়ু, তনয়, বসু ও কুশনাভ—এই চারি পুত্র ॥ ২-৩ ॥

জহোশ্চ পুরুষস্যথ বলাকশ্চাঅজোহজকঃ ।

ততঃ কুশঃ কুশস্যপি কুশায়ুস্তনয়ো বসুঃ ।

কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধীরাসীৎ কুশায়ুজঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—জহোঃ তু ( জহুতঃ ) পুরুঃ ( অভবৎ ), অথ তস্য ( পুরোঃ ) বলাকঃ চ ( আসীৎ, তস্য ) আত্মজঃ ( পুত্রঃ ) অজকঃ ( অজায়ত ), ততঃ ( অজকাৎ ) কুশঃ ( সম্ভূতঃ ), কুশস্য অপি কুশায়ু-তনয়ঃ বসুঃ কুশনাভঃ চ ( ইতি নামানঃ ) চত্বারঃ ( পুত্রাঃ আসন্ তেষাং মধ্যে ) কুশায়ুজঃ ( কুশায়ু-তনয়ঃ ) গাধিঃ আসীৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—জহুর পুত্র পুরু এবং তৎপুত্র বলাক, বলাকের আত্মজ অজক হইতে কুশের জন্ম হয় । কুশের কুশায়ু, তনয়, বসু ও কুশনাভ—এই চারিপুত্র, তন্মধ্যে কুশায়ু হইতে গাধির জন্ম হয় ॥ ৪ ॥

তস্য সত্যবতীং কন্যামৃচীকোহঘাচত দ্বিজঃ ।

বরং বিসদৃশং যত্রা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

একতঃ শ্যামকর্ণানং হয়ানং চন্দ্রবর্চসাম্ ।

সহস্রং দীপ্যতাং গুরুং কন্যায়ঃ কুশিকা বয়ম্ ॥৬॥

অম্বয়ঃ—দ্বিজঃ ঋচীকঃ ( তন্মামা মুনিঃ ) তস্য ( গাধেঃ ) কন্যাং সত্যবতীম্ অঘাচত ( প্রাথিতবান্ ), গাধিঃ ভার্গবম্ ( ঋচীকং ) বিসদৃশং ( কন্যায়ঃ

অননুরূপং ) বরং মদ্বা অত্রবীৎ, ( তমিতি শেষঃ ) ।  
 ( হে দ্বিজ ) ! একতঃ ( দক্ষিণবাময়োৰেকতঃ )  
 শ্যামকর্ণাণাং ( শ্যামঃ কর্ণো যেষাং তেষাং ) চন্দ্রবৰ্চ-  
 সাং ( চন্দ্রসেব বৰ্চঃ দীপ্তিঃ যেষাং তেষাং ) হয়ানাম্  
 ( অস্থানাং ) সহস্রং কন্যায়াঃ শুক্লকং ( পণং ) দীপ-  
 তাং, ( এতদপি ন পর্যাণ্তং যতঃ ) বয়ং কুশিকাঃ  
 ( কুশিকস্যা বংশ্যাঃ ক্ষত্রিয়্যা অপি সৰ্ব্বতঃ কুলীনাঃ  
 ইতি ভাবঃ ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—গাধির সত্যবতী নাম্নী এক কন্যা ছিল, দ্বিজবর ঋচীক ঐ কন্যাকে গাধির নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু গাধি কন্যার অনুরূপ বর নহেন মনে করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—হে দ্বিজবর ! আমরা কুশিক-বংশজাত ক্ষত্রিয় পরমকুলীন সূতরাং কন্যার পণস্বরূপ দক্ষিণ ও বামকর্ণের মধ্যে একটি শ্যামবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—গাধেঃ পুত্রো বিশ্বামিত্রো ব্রহ্মমিরভূদি-  
 তুত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতে তস্য কন্যা-বংশপ্রসঙ্গেনৈব  
 পরশুরামাবতারং বক্ষ্যান্ ঋচীক-ঋষিচরিতমাহ  
 তস্যেতি । কুশিকা ইতি কুশস্য বংশা বয়ং ক্ষত্রিয়্যা অপি  
 সৰ্ব্বতোহপি কুলীনা ইতি ভাবঃ । দক্ষিণবাময়োর্মধ্যে  
 একতঃ শ্যামঃ কর্ণো যেষাং তেষাম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্মমি-  
 হইয়াছিলেন, ইহা পরবর্তী অধ্যায়ে বলিবেন । এক্ষণে  
 তাঁহার ( গাধির ) কন্যার বংশ-প্রসঙ্গে পরশুরামা-  
 বতারের কথা বলিবার জন্য ঋচীক ঋষির চরিত  
 বলিতেছেন—‘তস্য’, অর্থাৎ গাধির কন্যা সত্যবতীকে  
 বিবাহ করিবার জন্য ঋচীক নামক এক ব্রাহ্মণ  
 প্রার্থনা করিলেন । ‘কুশিকাঃ বয়ম্’—আমরা কুশের  
 বংশধর ক্ষত্রিয় হইলেও সৰ্ব্বতোভাবে কুলীন, এই  
 ভাব । ‘একতঃ শ্যামকর্ণানাং’—দক্ষিণ ও বাম  
 কর্ণের মধ্যে যাহাদের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ ( এবং  
 দেহের কান্তি চন্দ্রতুল্য, এরূপ এক সহস্র অশ্ব কন্যার  
 পণরূপে দান করুন । ) ॥ ৫-৬ ॥

অম্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ ( গাধিনা এবং কথিতঃ )  
 সঃ ( ঋচীকঃ ) তন্মতং ( তস্য গাধৈর্মতম্ অভিপ্রায়ং )  
 জাহ্না বরুণান্তিকং ( বরুণসমীপং ) গতঃ ( সন্ ততঃ )  
 তান্ ( তৎসংখ্যাকান্ তাদৃশাংশ্চ ) অস্থান্ আনীয় দত্ত্বা  
 ( তস্মৈ গাধয়ে প্রদায় ) বরাননাং ( সুন্দরীং সত্য-  
 বতীম্ ) উপযেমে ( পরিণিনায় ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—গাধি এইরূপ বলিলে, ঋচীক তাঁহার  
 অভিপ্রায় অবগত হইয়া বরুণের নিকট গমন করি-  
 লেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তাদৃশ সহস্রসংখ্যক  
 অশ্ব আনয়ন পূর্বক গাধিকে প্রদান করিয়া তদীয়  
 কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৭ ॥

স ঋষিঃ প্রাথিতঃ পত্ন্যা স্বশ্রু চাপত্যকাম্যয়া ।

শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মজৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—( ততঃ ) সঃ ঋষিঃ ( ঋচীকঃ অপত্য-  
 কাম্যয়া ( সন্তানার্থিন্যা ) পত্ন্যা ( স্বভার্যায়্যা সত্য-  
 বত্যা ) স্বশ্রু চ ( পত্নীমাত্ৰা চ ) প্রাথিতঃ ( সন্ )  
 উভয়ৈঃ মজৈঃ ( পৈত্ৰ্যে ব্রাহ্মৈর্মজৈঃ স্বস্রৈঃ তু ক্ষাত্রৈর্মজৈ-  
 রিত্যর্থঃ ) চরুং শ্রপয়িত্বা ( পাচয়িত্বা ) মুনিঃ  
 ( ঋচীকঃ ) স্নাতুং ( স্নানং কর্তুং গতঃ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঋচীকের পত্নী সত্যবতী এবং  
 স্বশ্রু উভয়ে পুত্রার্থিনী হইয়া ঋচীককে চরু প্রস্তুত  
 করিতে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে ঋচীক পত্নীর  
 নিমিত্ত ব্রহ্মমজ্ঞ এবং স্বশ্রুর নিমিত্ত ক্ষাত্রমজ্ঞে দুইটী  
 চরু পাক করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়ৈর্মজৈঃ ব্রাহ্মৈর্মজৈঃ পৈত্ৰ্যে চরুং  
 দত্ত্বা স্বশ্রু তু ক্ষাত্রৈর্মজৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উভয়ৈঃ মজৈঃ’—উভয় মজ্ঞের  
 দ্বারা, অর্থাৎ নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পত্নীর পুত্রকামনায়  
 ব্রাহ্মমজ্ঞে অভিমন্ত্রিত এক চরু, এবং স্বশ্রু ক্ষত্রিয়  
 বলিয়া তাঁহার পুত্রের জন্য ক্ষাত্রমজ্ঞে অভিমন্ত্রিত অপর  
 চরু পাক করিয়া উভয়কে প্রদানপূর্বক ঋষি ঋচীক  
 স্বয়ং স্নান করিতে চলিয়া গেলেন । ) ॥ ৮ ॥

ইত্যুক্তস্তন্মতং জাহ্না গতঃ স বরুণান্তিকম্ ।

আনীয় দত্ত্বা তানস্থানপযেমে বরাননাম্ ॥ ৭ ॥

তাবৎ সত্যবতী মাত্ৰা স্বচরুং যাচিত্তা সতী ।

শ্রেষ্ঠং মদ্বাহনয়াযচ্ছনাত্রে মাতুরদৎ স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—অনয়া মাত্ৰা ( জনন্যা তাবৎ ( মুনিঃ স্নানং কৃত্বা যাবৎ নাগতঃ তদবসরে ) শ্রেষ্ঠং মত্ৰা ( ভাৰ্য্যায়্যাং ) ভৰ্তৃস্নেহাধিক্যাৎ কন্যায়্যাঃ চরুং শ্রেষ্ঠং মত্ৰেত্যর্থঃ ) সত্যবতী যাচিতা সতী ( প্রাথিতা সতী ) স্বচরুং ( ব্রাহ্মণাভিমন্তিতং চরুং ) মাত্রে অযচ্ছৎ ( দদাতি ক্ষম ) স্বয়ং চ মাতুঃ ( ক্ষত্রিয়াভিমন্তিতং চরুং অদৎ ( ভক্ষিতবতী ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঋচীক স্নানে গমন করিয়াছেন, তখনও প্রত্যাগমন করেন নাই, ইত্যবসরে সত্যবতীর মাতা ভাৰ্য্যার প্রতি ভৰ্ত্তার স্নেহ অপেক্ষাকৃত অধিক সুতরাং সত্যবতীর জন্য নিম্নিত চরু অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে, এই মনে করিয়া স্বীয় কন্যার নিকট ঐ ব্রাহ্মমত্রে নিম্নিত-চরু প্রার্থনা করিলেন এবং সত্যবতীও মাতার প্রার্থনায় নিজ চরু তাঁহাকে প্রদান করিয়া স্বয়ং মাতার জন্য ক্ষাত্রমত্রে নিম্নিত-চরু ভক্ষণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যাবৎ স্নাত্বা মুনির্নাগত-স্তাবভাৰ্য্যায়্যাং ভৰ্তৃস্নেহাধিক্যাৎ পুত্ৰাঃ সত্যবত্যাঃ চরুং শ্রেষ্ঠং মত্ৰাহনয়া মাত্ৰা সত্যবতী যাচিতা সতী ব্রাহ্মমত্ৰাভি-মন্তিতং স্বচরুং মাত্রেহযচ্ছৎ প্রাদাৎ । মাতৃশ্চরুং ক্ষাত্রমত্ৰাভিমন্তিতং স্বয়মদৎ আদৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তাবৎ’—যতক্ষণ মুনি স্নান করিয়া ফিরিয়া আসেন নাই, সেই সময়ে সত্যবতীর জননী মনে করিলেন—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সমধিক স্নেহ হইয়া থাকে, অতএব কন্যা সত্যবতীর চরু শ্রেষ্ঠ হইবে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি কন্যার নিকট ঐ চরু প্রার্থনা করিলে, সত্যবতী নিজের ব্রাহ্মমত্রে অভিমন্তিত চরু মাতাকে প্রদান করিলেন এবং মাতার ক্ষাত্রমত্রে অভিমন্তিত চরু নিজে ভক্ষণ করিলেন ॥ ৯ ॥

তদ্বিদিহা মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কণ্টমকারষীঃ ।

ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—মুনিঃ ( স্নানং কৃত্বা আগতো মুনিঃ ) তৎ ( চরুবিনিময়রূপং কৰ্ম্ম ) বিদিহা ( জাহ্না ) পত্নীং ( সত্যবতী ) প্রাহ ( ব্রবীতি ক্ষম )—কণ্টং ( জুগুপ্সিতং ) অকারষীঃ ( আকার্ষীঃ ত্রিমিতি শেষঃ )

তে ( তব ) পুত্রঃ ঘোরঃ দণ্ডধরঃ ( ঘোরপ্রকৃতিঃ ক্ষত্রিয়ো ভবিষ্যতি ) ভ্রাতা তু ( ব্রহ্মবিত্তমঃ ) ( ব্রহ্ম-জ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ ভবিত্যেতি শেষঃ ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্নানান্তর আগমন করিয়া মুনি তাঁহাদের চরু বিনিময় কৰ্ম্ম অবগত হইলেন এবং নিজ-পত্নী সত্যবতীকে বলিলেন,—তুমি অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তোমার পুত্র ঘোর দণ্ডধর ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন হইবে, এবং তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ হইবে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কণ্টং জুগুপ্সিতং দণ্ডধরঃ ক্ষত্রিয়ো ভবিষ্যতি, ব্রহ্মবিত্তমো ব্রাহ্মণঃ স চ বিশ্বামিত্র উত্তরা-ধ্যায়ে বক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঋচীক মুনি ইহা জানিতে পারিয়া পত্নী সত্যবতীকে বলিলেন—‘কণ্টম্ অকা-রষীঃ’ ( অকার্ষীঃ )—তুমি অতিশয় নিম্নিত কৰ্ম্ম করিয়াছ, ইহার ফলে তোমার পুত্র শস্ত্রধারী ব্রূর-স্বভাব ক্ষত্রিয় হইবে এবং তোমার ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ হইবে । তিনিই বিশ্বামিত্র, যাঁহার কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইবে ॥ ১০ ॥

প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূরিত্তি ভার্গবঃ ।

অথ তহি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোহভবৎ ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—সত্যবত্যা এবং মাতুঃ ( মৎপুত্রঃ ঘোরদণ্ডধরং মা ভবতু ) ইতি প্রসাদিতঃ ( ইত্যর্থং বিনয়াদিভিঃ প্রসন্নীকৃতঃ ) ভার্গবঃ ( ঋচীকঃ প্রাহেতি শেষঃ ) অথ তহি ( যদি পুত্রঃ তাদৃক্ ন ভবেৎ তদা ) পৌত্রঃ ( পুত্রস্য অপত্যং ) ভবেৎ ( ঘোরো ভবিত্যেতি ) ততঃ জমদগ্নিঃ ( পুত্রঃ ) অভবৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সত্যবতী ঋচীকমুনিকে বিনয়-নয়াদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বলিল,—আমার যেন এইরূপ ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন পুত্র না হয়, তাহাতে ঋচীক বলিলেন, “যদি তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন না হয় তাহা হইলে তোমার পৌত্র প্ররূপ ভাবাপন্ন হইবে । অনন্তর সত্য-বতীর জমদগ্নি নামে এক পুত্র হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—এবং মাতুরিত্তি প্রসাদিত ঋচীক উবাচ—অথেনি তহি পৌত্রো দণ্ডধরো ভবিষ্যতি স চ পরশুরাম এব ততো হতোঃ পুত্রো জমদগ্নিমূনিরভূৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এবং মা ভূঃ’—‘আমার যেন এরূপ সন্তান না হয়’, ইহা বলিয়া সত্যবতী বহু বিনয়সহকারে মুনিকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন—যদি তোমার পুত্র এরূপ না হয়, তবে তোমার পৌত্র ঐরূপ দণ্ডধর হইবে। তিনিই পরশুরাম, এবং সেইজন্য তাঁহার পুত্র জমদগ্নি মুনি হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

সা চাভূৎ সুমহৎপুণ্য কৌশিকী লোকপাবনী ।

রেণোঃ সূতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্ ॥১২

তস্যাং বৈ ভার্গবঞ্চেষেঃ সূতাঃ বসুমদাদয়ঃ ।

যবীয়ান্ যজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥১৩॥

অম্বয়ঃ—সা চ (সত্যবতী) সুমহৎপুণ্য লোকপাবনী (লোকপবিত্রতাবিধায়িনী) কৌশিকী (তন্নান্দীনদী) অভূৎ । জমদগ্নিঃ বৈ রেণোঃ সূতাং রেণুকাং (রেণুকানান্দীং) যাম্ উবাহ (উপযেমে), তস্যাং বৈ (রেণুকায়্যং) ভার্গবঞ্চেষেঃ (জমদগ্নেঃ) বসুমদাদয়ঃ সূতাঃ (অশ্ববন্), এতেষাং (পুত্রাণাং) যবীয়ান্ (কনিষ্ঠঃ) রামঃ ইতি অভিবিশ্রুতঃ (বিখ্যাতঃ) যজ্ঞে (যজ্ঞে) ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—সত্যবতী অতিশয় পুণ্যবতী জগৎপবিত্রকারিণী কৌশিকী নদী হইয়াছিলেন। সত্যবতীতনয় জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। এই রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির বসুমান্ প্রভৃতি কতিপয় সন্তান হয়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ‘রাম’ নামে বিখ্যাত ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সা চ সত্যবতী কৌশিকী নদ্যভূৎ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সা চ’—সেই সত্যবতীই লোকপাবনী মহাপুণ্য কৌশিকী নদী হইয়াছিলেন ॥ ১২-১৩ ॥

ষমাহর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্ ।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্লত্রিয়াং মহীম্ ॥১৪

অম্বয়ঃ—(পণ্ডিতাঃ) যং (রামং) হৈহয়ানাং কুলান্তকং (বংশনাশকরং) দেবাংশং (দেবস্য ভগ-

বতঃ বিষ্ণোরংশভূতম্) আহঃ (বদন্তি) যঃ চ (রামঃ) ইমাং মহীং (পৃথিবীং) ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ (একবিংশতিবারান্) নিঃক্লত্রিয়াং (ক্লত্রিয়শূন্যং) চক্রে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ এই রামকে কার্ত্তবীৰ্য্যকুলান্তক এবং ভগবান্ বাসুদেবের অংশ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। ইনি পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্লত্রিয় করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

দৃশুং ক্লত্রং ভুবো ভারমব্রক্ষণ্যমনীনশৎ ।

রজস্তুমোরতমহন ফল্গুন্যপি কৃতেহংহসি ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—(যশ্চ রামঃ) ফল্গুনি (অল্পে) অংহসি (অপরাধে) কৃতে (ক্লত্রিয়েণ অনুষ্ঠিতে) অপি রজস্তুমোরতং (রজস্তুমোগুণসমারতং) দৃশুং (গন্ধিতম্) অব্রক্ষণ্যম্ (অধাশ্মিকং) ক্লত্রং (ক্লত্রকুলম্) অহন (বিনাশিতবান্, ততঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্ অনীনশৎ (দূরীকৃতবান্ চ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—রজস্তুমোগুণযুক্ত, অতীব গন্ধিত অধাশ্মিক ক্লত্রিয়গণ সামান্য অপরাধ করিলেও রাম তাহাদিগকে নাশ করিয়া পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অনীনশভুবো ভারমব্রক্ষণ্যমধাশ্মিকমিতি । দৃশুক্লত্রং ভুবো ভারমব্রক্ষণ্যমনীনশদिति চ পাঠদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অনীনশৎ ভুবো ভারং’—পৃথিবীর ভার অপনোদিত করিয়াছিলেন। ‘অব্রক্ষণ্যম্’—অধাশ্মিক। ‘দৃশুক্লত্রং ভুবো ভারম্ অব্রক্ষণ্যমনীনশৎ’—এই পাঠান্তরে, পৃথিবীর ভারস্বরূপ ব্রাহ্মণবিরোধী দর্পাক্ষ ক্লত্রিয়কুলের সংহার করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কিং তদংহো ভগবতো রাজনৈরজিতাশ্চিতিঃ ।

কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্লত্রিয়াণামভীক্লশঃ ॥১৬॥

অম্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—অজিতাশ্চিতিঃ (ন জিতঃ আত্মা যৈঃ তৈঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণৈঃ) রাজনৈঃ



( রাজসমূহৈঃ ) ভগবতঃ ( রামস্য বিষয়ে ) তৎ কিং  
( কীদৃশং তৎ ) অংহঃ ( অপরাধঃ ) কৃতম্ ( অনুষ্ঠিতং )  
যেন ( অপরাধেন ) ক্ষত্রিয়াণাং কুলম্ অভীক্ষশঃ  
( পুনঃ পুনঃ ) নষ্টঃ ( অভূৎ ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন,  
অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়রাজ্যব্যবর্গ ভগবান্ রামের নিকট  
এমন কি অপরাধ করিয়াছিল, যাহাতে তিনি ক্ষত্রিয়-  
কুলকে পুনঃ পুনঃ নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

### শ্রীবাদরায়ণগিরুবাচ—

হৈহয়ানামধিপতিরজ্জুনঃ ক্ষত্রিয়ম্ভঃ ।  
দত্তং নারায়ণাংশাংশমারাদ্য পরিকর্ম্মভিঃ ॥ ১৭ ॥  
বাহুন্ দশশতং লেভে দুর্দম্নীত্বমরাতিষু ।  
অব্যাহতেন্দ্রিয়োজঃ শ্রীতেজোবীৰ্য্যযশোবলম্ ॥ ১৮ ॥  
যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্য্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ ।  
চচারাব্যাহতগতির্লোকেশু পবনো যথা ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ ( শুকদেবঃ ) উবাচ,—  
হৈহয়ানাম্ অধিপতিঃ ( হৈহয়রাজঃ ) ক্ষত্রিয়ম্ভঃ  
( ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ ) অজ্জুনঃ ( কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনঃ ) পরি-  
কর্ম্মভিঃ ( পরিচর্য্যা কর্ম্মভিঃ ) নারায়ণাংশাংশং ( ভগ-  
বতঃ নারায়ণস্য যোহংশস্তপ্যাংশং ) দত্তং ( দত্তাত্রেয়ম্ )  
আরাদ্য দশশতং বাহুন্, অরাতিষু ( শত্রুযু ) দুর্দম্নীত্বং  
( দুর্দমনীয়ত্বঞ্চ ) অব্যাহতেন্দ্রিয়োজঃ ( ইন্দ্রিয়ানি চ  
ওজাংসি চ ইন্দ্রিয়োজঃ অব্যাহতং যৎ ইন্দ্রিয়োজঃ  
তৎ ) শ্রীতেজোবীৰ্য্যযশোবলং ( শ্রীশ্চ তেজশ্চ বীৰ্য্যঞ্চ  
যশশ্চ বলঞ্চ তৎ ) যোগেশ্বরত্বং ( তথা ) যত্র অণি-  
মাদয়ঃ গুণাঃ ( সিদ্ধয়ঃ বর্ত্তন্তে ) তৎ ঐশ্বর্য্যাম্ ( অপি )  
লেভে । ( ততঃ সঃ ) যথা পবনঃ ( বায়ুঃ ) লোকেশু  
( ভুবনেষু ) অব্যাহতগতিঃ ( সন্ চরতি তথা ) চচার  
॥ ১৭-১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হৈহয়গণের  
অধিপতি ক্ষত্রিয়রাজ কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন পরিচর্য্যা দ্বারা  
নারায়ণ অংশাংশ দত্তাত্রেয়ের আরাদনা করিয়া দশ  
শত বাহু, শত্রুগণের মধ্যে দুর্দমনীয়ত্ব, তথা অপ্রতি-  
হত ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, সম্পৎ, তেজঃ, বীৰ্য্য, যশঃ ও  
যোগেশ্বরত্ব এবং যাহাতে অণিমাди সিদ্ধি-সমূহ বর্ত্ত-  
মান—এরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পবনের ন্যায়

অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট হইয়া ইহলোকে বিচরণ  
করিতেন ॥ ১৭-১৯ ॥

শ্রীরত্নৈরায়তঃ ক্রীড়ন্ রেবাভ্যসি মদোৎকটঃ ।

বৈজয়ন্তীং ব্রজং বিভ্রজ্ঞরোধ সরিতং ভুজৈঃ ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—মদোৎকটঃ ( মদেন মত্ততয়া উৎকটঃ  
উগ্রস্বভাবঃ কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনঃ ) বৈজয়ন্তীং ব্রজং ( জয়-  
মালাং ) বিভ্রং ( ধারণন্ ) শ্রীরত্নৈঃ আরতঃ ( পরি-  
বেষ্টিতঃ সন্ ) রেবাভ্যসি ( নন্দাদা-জলে ) ক্রীড়ন্  
( বিহারং কুর্বন্ ) ভুজৈঃ সরিতং ( নন্দাদং ) রুরোধ  
( নন্দাদায়াঃ বেগম্ অবরুরোধঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—একদা তিনি বৈজয়ন্তীমালা ধারণ-  
পূর্ব্বক শ্রীরত্নগণে পরিবৃত্ত হইয়া নন্দাদা-জলে অতি-  
শয় উন্নততাসহকারে ক্রীড়া করিতে করিতে ভুজসমূহ  
দ্বারা নন্দাদার স্রোত অবরোধ করিয়া ফেলিলেন  
॥ ২০ ॥

বিপ্লাবিতং স্থশিবিরং প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ ।

নামৃষ্যৎ তস্য তদ্বীৰ্য্যং বীরমানী দশাননঃ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—বীরমানী ( বীৰ্য্যাভিমানী ) দশাননঃ  
( রাবণঃ ) প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ ( কার্ত্তবীৰ্য্যেণ ভুজৈঃ  
প্রবাহস্য অবরোধাৎ প্রতিকূলং স্রোতঃ যস্যঃ তস্যঃ  
সরিতঃ জলৈঃ ) স্থশিবিরং ( দিগ্বিজয়প্রসঙ্গেন আগত্য  
নন্দাদা-তীরে স্থাপিতম্ আশ্রয়ঃ শিবিরং ) বিপ্লাবিতং  
( নিমজ্জিতম্ আলক্ষ্য ) তস্য ( কার্ত্তবীৰ্য্যস্য ) তৎ-  
বীৰ্য্যং ( প্রতাপং ) ন অমৃষ্যৎ ( ন সেহে ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—( রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া  
মাহিষ্মতী পুরীসমীপে শিবির স্থাপন করিয়া দেবা-  
র্চনা করিতেছিল ) তৎকালে কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের ভুজ-  
দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় বিপরীত দিকে প্রবাহমান  
নন্দাদা-সলিলে নিজ শিবির প্লাবিত হইতেছে দেখিয়া,  
বীরাভিমানী রাবণ কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের এতাদৃশ প্রভাব  
সহ্য করিতে পারিল না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—রাবণো দিগ্বিজয়ে মাহিষ্মত্যাঃ সমীপে  
দেবপূজাং কুর্বন্ তেন প্রবাহস্যাবরোধাদ্ হেতোঃ  
প্রতিস্রোতাঃ প্রতিকূলপ্রবাহা সরিদ্বেবা, তস্য জলৈঃ

প্লাবিতং স্বশিবিরমালোক্য তস্য তদ্বীৰ্য্যং ন সৈহে তেন  
সাকং যোদ্ধুমগমদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত  
হইয়া মাহিষতীর নিকটে নৰ্মদার তীরে শিবির স্থাপন-  
পূর্বক দেবার্চনা করিতেছিলেন। তৎকালে কার্ত্ত-  
বীৰ্য্যাজ্জুনের ভুজ দ্বারা অপরুদ্ধ হওয়ায় ‘প্রতিশ্রোতঃ-  
সরিজ্জলৈঃ’—শ্রোতের প্রতিকূলে প্রবাহিত নৰ্মদার  
জলরাশিদ্বারা নিজ শিবির প্লাবিত হইতে দেখিয়া  
অজ্জুনের তাদৃশ বীৰ্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না,  
অর্থাৎ তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হই-  
লেন, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

গৃহীতো লীলয়া জীগাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ ।  
মাহিষত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপিযথা ॥২২॥

অন্বয়ঃ—জীগাং সমক্ষং (সাক্ষাৎ) কৃতকিল্বিষঃ  
(কৃতং কিল্বিষম্ অপরাধঃ যেন সঃ ক্রীড়ন্তং কার্ত্ত-  
বীৰ্য্যাজ্জুনং অভিভবিতুং প্রবৃত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ) লীলয়া  
(অন্যাসেনৈব) যেন (কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনেন) গৃহীতঃ  
(বলেন ধৃতঃ) মাহিষত্যাং (স্বপূর্য্যাং) যথা কপিঃ  
(কপিগিব) সংনিরুদ্ধঃ (আবদ্ধীকৃতঃ) (পুনঃ)  
মুক্তঃ (অবজ্ঞা ত্যক্তোহভূৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ক্রীড়াকারি-অজ্জুনকে জী-  
গণের সমক্ষে পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত, সূতরাং অপ-  
রাধী অজ্জুন অবলীলাক্রমে রাবণকে ধরিয়্যা আনি-  
লেন এবং বানরের ন্যায় মাহিষতীপুরীতে অপরুদ্ধ  
করিয়া রাখিয়া অবশেষে অবজ্ঞাক্রমে ছাড়িয়া দিলেন  
॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স রাবণস্তেন পরাজিতঃ  
গৃহীতঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই রাবণ তাঁহার  
নিকট পরাজিত ও বলপূর্বক ধৃত হইলেন ॥ ২২ ॥

স একদা তু যুগ্মাং বিচরন্ বিজনে বনে ।

যদুচ্ছয়াশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাশিৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনঃ) তু একদা  
বিজনে (জনশূন্য) বনে যুগ্মাং বিচরন্ (বিদধানঃ)

যদুচ্ছয়া (ভাগ্যক্রমেণ) জমদগ্নেঃ আশ্রমপদম্ উপা-  
শিৎ (প্রবিবেশ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—একদা কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন যুগ্মার্থ বিজনে-  
বনে বিচরণ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে জমদগ্নির  
আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং বীৰ্য্যোহপি সৌহজ্জনঃ পরশু-  
রামেণ হত ইতি বক্তুং তৎকৃতমপরাধং দর্শয়তি স  
ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার শক্তিশালী কার্ত্ত-  
বীৰ্য্যাজ্জুনও পরশুরাম কর্তৃক হত হইয়াছিলেন, ইহা  
বলিবার জন্য তৎকৃত অপরাধ দেখাইতেছেন—‘স  
একদা’ ইত্যাদি (অর্থাৎ সেই অজ্জুন একসময়  
যুগ্মার জন্য বনে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ জম-  
দগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন।) ॥ ২৩ ॥

তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরহর্গমাহরৎ ।

সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষত্যা তপোধনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ তপোধনঃ (তপোনিরতঃ) মুনিঃ  
(জমদগ্নিঃ) হবিষত্যা (কামধেন্বা) সসৈন্যামাত্য-  
বাহায় (সৈন্যৈঃ সহ অমাত্যান্ মঞ্জিণঃ বহতি যং  
তস্মৈ) নরদেবায় (রাজে) তস্মৈ (কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনায়)  
অহর্গম্ (আতিথ্যাদি) আহরৎ (সমগ্রহীৎ) ॥২৪॥

অনুবাদ—তপোনিরত মুনি জমদগ্নি সৈন্য,  
অমাত্য ও বাহকগণের সহিত রাজাকে কামধেনু দ্বারা  
যথাবিধি আতিথ্য করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হবিষত্যা কামধেন্বা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হবিষত্যা’—একটিমাত্র  
কামধেনুর সাহায্যেই (জমদগ্নি রাজার যথামত  
আতিথ্য সৎকার করিলেন।) ॥ ২৪ ॥

স বৈ রত্নন্ত তদৃষ্টাঐশ্বর্য্যাতিশায়নম্ ।

তন্মাদ্রিহ্যতাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ সহৈহয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সহৈহয়ঃ (হৈহয়নৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ)  
সঃ বৈ (কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনঃ) আঐশ্বর্য্যাতিশায়নম্  
(আত্মনঃ ঐশ্বর্য্যাৎ অতিশায়নং শ্রেষ্ঠং) তৎ রত্নং  
(কামধেনুং) দৃষ্টা অগ্নিহোত্র্যাং (কামধেনৌ)

সাভিলাষঃ ( আকাঙ্ক্ষায়ুক্তঃ সন্ ) তু তৎ ( প্রদত্তম্  
অর্হণং ) ন আদ্রিয়ত ( তস্মিন্ নাভুযাৎ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হৈহয়গণের সহিত কার্তবীর্য্যাজ্জুন  
নিজ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কামধেনুর দর্শন করিয়া  
মুনিপ্রদত্ত আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইলেন না, পরন্তু অগ্নি-  
হোত্রীয় কামধেনু অভিলাষ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ অর্হণসাধনমৈশ্বর্য্যং দৃষ্টা তৎ  
অর্হণং নাদ্রিয়ত । যতোহগ্নিহোত্র্যাং কামধেনৌ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদ্ দৃষ্টা’—নিজ ঐশ্বর্য্য  
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কামধেনুর দ্বারা সম্পাদিত ঐশ্বর্য্য  
দর্শন করিয়া রাজা অজ্জুন মুনিপ্রদত্ত আতিথ্য সৎ-  
কারের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলেন না, যেহেতু  
তিনি সেই কামধেনুর প্রতিই সাভিলাষী ছিলেন ॥২৫॥

হবির্দানীযুর্ষেদর্পাম্রান্ হর্ভুম্ চোদয়ৎ ।

তে চ মাহিষ্যতীং নিন্যুঃ সবৎসাং ক্রন্দতীঃ বলাৎ ॥

অবয়বঃ—( ততঃ সঃ অজ্জুনঃ ) দর্পাৎ ( গর্ভাৎ )  
ঋষেঃ ( জমদগ্নেঃ ) হবির্দানীং ( হোমধেনুং ) হর্ভুম্  
( অপহর্ভুং ) নরান্ ( অনুচরান্ ) অচোদয়ৎ ( প্রেরয়া-  
মাস ) । তে চ ( অনুচরাঃ ) বলাৎ ( প্রসহা )  
সবৎসাং ( বৎসসহিতাং ) ক্রন্দতীং ( তাং কামধেনুং )  
মাহিষ্যতীং ( কার্তবীর্য্যনগরীং ) নিন্যুঃ ( প্রাপয়া-  
মাসুঃ ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তিনি দর্প করিয়া জমদগ্নির  
অগ্নিহোত্র-ধেনু অপহরণার্থ লোক প্রেরণ করিলেন ।  
তাহারা রোরুদ্যমানা সবৎসা ধেনুটীকে বলপূর্ব্বক  
মাহিষ্যতীপুরীতে লইয়া গেল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—হবির্দানীং কামধেনুং হর্ভুম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হবির্দানীং’—রাজা অজ্জুন  
ঋষির কামধেনুটিকে হরণ করিবার জন্য অনুচর-  
গণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অথ রাজনি নির্য্যাতে রাম আশ্রমমাগতঃ ।

শ্রুত্বা তৎ তস্য দৌরাভ্যং চুক্লেধাহিরিবাহতঃ ॥২৭॥

অবয়বঃ—অথ ( অনন্তরং ) রাজনি ( কার্তবীর্য্যা-  
জ্জুনে ) নির্য্যাতে হোমধেনুমাদায় নির্গচ্ছতি সতি )

রামঃ ( জমদগ্নি-কনিষ্ঠসূতঃ পরশুরাম ইত্যর্থঃ )  
আশ্রমম আগতঃ ( সন্ ) তস্য ( কার্তবীর্য্যাজ্জুনস্য )  
তৎ ( আশ্রমাৎ বলাৎ হোমধেনুগ্রহণরূপং ) দৌরা-  
ভ্যং শ্রুত্বা আহতঃ ( আঘাতং প্রাপ্তঃ ) অহিঃ ইব  
( সর্প ইব ) চুক্লেধ ( কোপং চকার ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্তবীর্য্যাজ্জুন কামধেনু লইয়া  
চলিয়া গেলে, রাম আশ্রমে আসিয়া কার্তবীর্য্যাজ্জুনের  
আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক ধেনু অপহরণরূপ দৌরাভ্য  
শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন এবং সর্পের  
ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৭ ॥

ঘোরমাদায় পরশুং সতৃণং বশ্ম কান্মুকম্ ।

অশ্বধাবত দুর্ম্মাষো যুগেন্দ্র ইব যুথপম্ ॥ ২৮ ॥

অবয়বঃ—দুর্ম্মাষঃ ( ক্রুদ্ধঃ রামঃ ) ঘোরং ( ভীষ-  
ণং ) পরশুং বশ্ম ( কবচং ) সতৃণং কান্মুকং  
( তৃণম্ ইষুধিং কান্মুকং ধনুশ্চ ইত্যর্থঃ ) আদায়  
( গৃহীত্বা ) যুগেন্দ্রঃ ( সিংহঃ ) যুথপং ( হস্তিনম্ )  
ইব ( তম্ অজ্জুনম্ ) অশ্বধাবত ( অশ্বগচ্ছৎ )  
॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ পরশু  
বশ্ম, তৃণসহ ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক হস্তির প্রতি যেরূপ  
সিংহ ধাবিত হয়, তদ্রূপ অজ্জুনের পশ্চাৎ ধাবমান  
হইলেন ॥ ২৮ ॥

তমাপতন্তং ভৃগুবর্য্যমোজসা

ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্ ।

ঐণেয়চন্দ্রাম্বরমর্কধামভি-

যুতং জটাজির্দদৃশে পুরীং বিশন্ ॥ ২৯ ॥

অবয়বঃ—পুরীং ( মাহেয়তীং ) বিশন্ ( হোম-  
ধেনুমাদায় প্রবিশন্ অজ্জুনঃ ) ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ু-  
ধং ( বাণঞ্চ পরশ্বশ্চ পরশুশ্চ আয়ুধম্ অস্ত্রং যস্য  
তম্ ) ঐণেয়চন্দ্রাম্বরম্ ( ঐণেয়চন্দ্রা কৃষ্ণাজিনচন্দ্রা  
অম্বরং বস্ত্রং যস্য তম্ ) অর্কধামভিঃ ( অর্কবৎ সূর্যা-  
বৎ ধাম তেজো যেষাং তাভিঃ ) জটাজিঃ যুতম্ ওজসা  
( বেগেন ) আপতন্তম্ ( আগচ্ছন্তং ) তং ভৃগুবর্য্যং  
( রামং ) দদৃশে ( দৃষ্টবান্ ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অর্জুন ধেনু লইয়া মাহিষাতীপুরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিমান জটায়ুক্ত ধনুর্ধারী রামকে কৃষ্ণাজিন চর্ম্মপরিধান-পূর্ব্বক বাণ পরশু, অস্ত্র লইয়া অতিবেগে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুরীং প্রবিশ্নেবাজ্জুনো দদর্শ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুরীং বিশন্’—অর্জুন নিজ পুরীতে প্রবেশ করিতে করিতেই ধনুর্ধারী রামকে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিলেন ॥ ২৯ ॥

অচোদয়দ্রুস্তিরথাস্থপত্তিভি-

গদাসিবাণশ্চিৎশতান্নিশক্তিভিঃ ।

অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণা-

স্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—( দৃষ্টা চ ) হস্তিরথাস্থপত্তিভিঃ (হস্তি-নশ্চ, রথাস্চ, অস্ত্রাস্চ, পত্তয়ঃ, পদাতয়শ্চ তৈঃ তথা ) গদাসিবাণশ্চিৎশতান্নিশক্তিভিঃ ( গদাদিভিঃ অস্ত্রেণ উপলক্ষিতাঃ ) অতিভীষণাঃ সপ্তদশ অক্ষৌহিণীঃ ( দশভিঃ অনিকিনীভিঃ একা অক্ষৌহিণীঃ, তাদৃশীঃ সপ্তদশ অক্ষৌহিণীঃ ) অচোদয়ৎ ( প্রেরিতবান্ ) । ভগবান্ রামঃ ( ভার্গবঃ ) একঃ এব তাঃ ( অক্ষৌহিণীঃ ) অসূদয়ৎ ( নিহতবান্ ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—রামকে দেখিয়া অর্জুন ভীত হইয়া তল্লিকটে যুদ্ধার্থ হস্তী, রথ, অস্ত্র, পদাতি, গদা, অসি, বাণ, শ্চিৎ এবং শতদ্বী শক্তিসহ সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলেন, ভগবান্ রাম একাকীই সে সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—হস্ত্যাদিভির্গদাদিভিঃ ভীষণা অক্ষৌহিণীরচোদয়ৎ প্রেরয়ামাস ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অচোদয়ৎ’—হস্তী, অশ্বাদি-যুক্ত গদাদি ধারী ভয়ঙ্কর সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে রামের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন । ( ভগবান্ রাম একাকীই উহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ) ॥ ৩০ ॥

ততস্ততঃশিখমভুজোরুহকক্ষরা

নিপেতুরুব্যাং হতসূতবাহনাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পরচক্রসূদনঃ (পরেষাং শক্রাণাং চক্রং সৈন্যং সূদয়তি নাশয়তি পরচক্রসূদনঃ ) মনোহনিলৌজাঃ (মনশ্চ অনিলশ্চ তয়োরিব ওজঃ বীৰ্য্যং বেগো বা যস্য সঃ ) অসৌ (রামঃ ) প্রহরৎপরশ্বধঃ (প্রহরন্ পরশ্বধঃ পরশ্বধস্য স তথাবিধঃ সন্ ) যতঃ যতঃ (যস্যং যস্যং দিশি অগচ্ছৎ ) ততঃ ততঃ ছিন্নভুজোরুহকক্ষরাঃ (ছিন্নাঃ ভুজা উরবঃ কক্ষরাশ্চ যেষাং তে তথাবিধাঃ ) হতসূতবাহনাঃ (হতাঃ সূতাঃ সারথয়ঃ বাহনানি চ যেষাং তে তথা-বিধাঃ সন্তঃ বীরাঃ ) উবাঃ (ভ্রমৌ) নিপেতুঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বিপক্ষগণের সৈন্য বিনাশ-সাধনে সমর্থ, মন ও বায়ুর ন্যায় বেগবান্ রাম পরশুদ্বারা প্রহার করিতে করিতে যে যে দিকে গমন করিতে-ছিলেন সেই সেই স্থানেই বিপক্ষবীরগণ ছিন্নবাহ ছিন্ন উরু ও ছিন্নকক্ষর হইয়া পৃথীতলে পতিত হইতেছিল, তাহাদের পুত্র সারথি ও বাহনসকলও নিহত হইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহরন্ পরশ্বধো যস্য সঃ । মনোহ-নিলয়োরিবৌজো বেগো যস্য সঃ । প্রথমং সৈন্য-স্যাতিবাহল্যে দৃষ্টে মনস ইব আত্মনো বেগঃ কৃতঃ, তন্নিম্ন নষ্টপ্রায়ে সতি কিঞ্চিৎপ্রমণার্থমনিলস্যো-বেত্যাঃ । তত্র তত্র বীরা নিপেতুঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রহরৎ-পরশ্বধঃ’—যাঁহার কুঠারই প্রহার করিতেছে, তিনি । ‘মনোহনিলৌজাঃ’—মন ও বায়ুর ন্যায় বেগ যাঁহার, তিনি । প্রথমতঃ সৈন্যগণের অতিশয় বাহল্য দেখিয়া মনের ন্যায় বেগ ধারণ করিলেন, পরে সৈন্যগণ নষ্টপ্রায় হইলে কিছু-ক্ষণ বিশ্রামের জন্য বায়ুর মত বেগ ধারণ করিলেন, অর্থাৎ তৎকালে মন ও বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগবান্ পরশুরাম কুঠারের আঘাত করিতে করিতে যে যে স্থানে গমন করিতেছিলেন, সেখানে সেখানেই শত্রু-বীরগণ নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

যতো যতোহসৌ প্রহরৎপরশ্বধো

মনোহনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ ।

দৃষ্টা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দমে

রণ্যাজিরে রামকুঠারশাশ্বকৈঃ ।

বিরূরবর্ষধ্বজচাপবিগ্রহং

নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্রুশা ॥ ৩২ ॥

অবয়ঃ—হৈহয়ঃ ( কার্তবীর্য্যাজ্জুনঃ ) রাম-  
কুঠারশায়কৈঃ ( রামস্য কুঠারেণ শায়কৈঃ বাণৈশ্চ )  
বিরূরবর্ষধ্বজচাপবিগ্রহং বিরূরাঃ ছিন্নাঃ ধর্ম্মধ্বজ-  
চাপ বিগ্রহাঃ যস্য তৎ ) রণাজিরে নিপাতিতং  
অসৈন্যং রুধিরৌঘকন্দমে ( রুধিরানাম্ ওঘেন  
কন্দমঃ যচ্চিন্ম তচ্চিন্ম ) দৃষ্টা রুশা ( ক্রোধেন )  
আপতৎ ( অভ্যগচ্ছৎ ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—রামের কুঠার ও বাণে বর্ষ, ধ্বজা,  
ধনু ও কলেবর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অসৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে  
নিপতিত হইয়াছে এবং রণভূমি রুধিরে কন্দমাক্ত  
হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, কার্তবীর্য্যাজ্জুন ক্রোধে স্বয়ং  
( রণক্ষেত্রে ) আগমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হৈহয়োহজ্জুনঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হৈহয়ঃ’—কার্তবীর্য্যাজ্জুন  
॥ ৩২ ॥

অথাজ্জুনঃ পঞ্চশতেষু বাহুভি-

ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে ।

রামায় রামোহস্তভূতাং সমগ্রণী-

স্তান্যেকধন্বেশুভিরচ্ছিনৎ সমম্ ॥ ৩৩ ॥

অবয়ঃ—অথ সঃ অজ্জুনঃ ( কার্তবীর্য্যাজ্জুনঃ )  
পঞ্চশতেষু ধনুঃষু ( কাম্বুকেষু ) বাহুভিঃ ( সহস্র-  
ভুজৈঃ ) যুগপৎ ( একপ্রযত্নেন ) রামায় ( রামং হস্তং )  
বাণান্ সন্দধে ( সংযোজিতবান্ ) । অস্তভূতাম্  
( অস্তধারিণাং ) সমগ্রণীঃ ( শ্রেষ্ঠাঃ ) রামঃ একধন্বা  
( একং ধনুঃ যস্য স তথাবিধঃ সন্ ) তানি ( ধনুঃষি )  
ইশুভিঃ ( বাণৈঃ ) সমং ( সহ ) অচ্ছিনৎ ( বিদীর্ঘ-  
বান্ ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কার্তবীর্য্যাজ্জুন রামের জন্য  
সহস্রভুজদ্বারা একবারে পঞ্চশত ধনুকে পঞ্চশত শর  
যোজনা করিলেন । অস্তধারিগণের অগ্রণী রাম  
একটি মাত্র ধনুক-ধারণপূর্বক ঐ সকল বাণ, ইশু  
( তুণ ) সহ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—রামায় রামং হস্তং, রামস্ত তানি ধনুঃষি  
সমং বাণৈঃ সহিতান্যোবাচ্ছিনৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রামায়’—পরশুরামকে বধ  
করিবার জন্য ( কার্তবীর্য্যাজ্জুন সহস্র বাহুদ্বারা একে-  
বারে পাঁচ শত ধনুতে পাঁচ শত বাণ যোজনা করি-  
লেন ), কিন্তু রাম একটিমাত্র ধনুতে যোজিত বাণ-  
সমূহ দ্বারা এককালেই তাঁহার সকল ধনুক বাণ  
ছেদন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ স্বহস্তৈরচলান্ মৃধেঃশ্চিপান্

উৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো মৃধি ।

ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনৈমিনা

চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহরিব ॥ ৩৪ ॥

অবয়ঃ—রামঃ ( পরশুরামঃ ) পুনঃ স্বহস্তৈঃ  
অচলান্ ( পর্বতান্ ) অশ্চিপান্ ( রক্ষাংশ্চ ) উৎ-  
ক্ষিপ্য ( উৎপাট্য ) মৃধে ( রণে ) বেগাৎ অভিধাবতঃ  
তু ( অভিগচ্ছতঃ তস্য ) অহেঃ ইব ( অহেঃ সর্পস্য  
ফণা ইব ) ভুজান্ কঠোরনৈমিনা ( সিতধারেণ )  
কুঠারেণ প্রসভং ( বলাৎ ) চিচ্ছেদ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বাণসমূহ ছিন্ন হইলে, অজ্জুন পর্বত  
ও রক্ষসমূহ স্বহস্তে উৎপাটিত করিয়া পুনরায় অতি-  
বেগে রণমধ্যে রামের প্রতি ধাবমান হইল । তখন  
পরশুরাম বলপূর্বক কুঠারদ্বারা উহার সর্প ফণার  
ন্যায় ভুজসকল ছিন্ন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অচলান্ পর্বতান্ অভিধাবতন্তস্য অহেঃ  
ফণানিবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অচলান্’—পর্বতসমূহ,  
অর্থাৎ অজ্জুন নিজ সহস্র হস্তদ্বারা পর্বত ও রক্ষ-  
রাশি উৎপাটিত করিয়া রামকে বধ করিবার জন্য  
তাঁহার দিকে ধাবিত হইলে, রাম তীক্ষ্ণধার কুঠার  
দ্বারা সর্পের ফণাসমূহের ন্যায় তাঁহার সহস্র বাহ  
সবলে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪ ॥

কৃতবাহোঃ শিরন্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ ।

হতে পিতরি তৎপুত্রা অমৃতং দদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥ ৩৫ ॥

অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্য সবৎসাং পরবীরহা ।

সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্রিষ্টাং সমর্পয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

অবয়ঃ—কৃতবাহোঃ ( কুণ্ডাঃ ছিন্নাঃ বাহবো

যস্য তস্য) তস্য ( অর্জুনস্য ) শিরঃ গিরে (সকাশাৎ) শৃঙ্গম্ ইব জহার (ভুবি পাতিতবান্) পিতরি (অর্জুনে) হতে (সতি) অযুত (দশসহস্রং) তৎপুত্রাঃ (তস্য অর্জুনস্য পুত্রাঃ) ভয়াৎ দুদ্ভবুঃ (পলায়নং চক্রুঃ ততঃ) সবৎসাম্ অগ্নিহোত্রীং (হোমধেনুম্) উপাবর্ত্য (সমীপমানীন্) পরবীরহা (পরেষাং শত্রুণাং মধ্যে যে বীরাঃ তান হন্তীতি পরবীরহা রামঃ) আশ্রমং সমুপেত্য (প্রাপ্য) পরিক্রিষ্টাং (আকর্ষণাদিনা ক্লেশোপেতাং ধেনুং) পিত্রে (জমদগ্নয়ে) সমর্পয়ৎ (সমপিতবান্) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রাম ছিন্নবাহু অর্জুনের গিরিশৃঙ্গবৎ মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। পিতা কান্তবীর্য্য্যর্জুনের নিধন হইলে, তাহার দশ সহস্র পুত্রগণ ভয়ে পলায়ন করিল, অনন্তর তিনি শত্রু নিধনপূর্ব্বক সবৎস অগ্নিহোত্রধেনু লইয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক বিপক্ষগণের হস্তে ক্লেশপ্রাপ্তা ধেনু পিতা জমদগ্নির হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

স্বকর্ম্ম তৎ কৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ ।

বর্ণয়ামাস তৎ শ্রুত্বা জমদগ্নিরভাষত ॥ ৩৭ ॥

অব্ধয়ঃ—রামঃ কৃতম্ (অনুষ্ঠিতং) তৎ স্বকর্ম্ম পিত্রে (জমদগ্নয়ে) ভ্রাতৃভ্যঃ এব চ বর্ণয়ামাস (কথয়ামাস) । জমদগ্নিঃ তৎ (পুত্রবণিতং বাক্যং) শ্রুত্বা অভাষত (অব্রবীৎ রামমিতি শেষঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—রাম নিজ কৃতকর্ম্মসমূহ পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের নিকট বর্ণন করিলেন। জমদগ্নি পুত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন— ॥ ৩৭ ॥

রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ ।

অবধীম্নরদেবং যৎ সর্ব্বদেবময়ং রুথা ॥ ৩৮ ॥

অব্ধয়ঃ—(হে) মহাবাহো রাম, রাম, যৎ (যস্মাক্কেতোঃ) ভবান্ সর্ব্বদেবময়ং নরদেবং (রাজানং) রুথা অবধীৎ (হতবান্ ততঃ) পাপম্ অকারষীৎ (অকার্ষীৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো রাম ! হে রাম ! তুমি

সর্ব্বদেবময় রাজাকে রুথা বিনষ্ট করিয়া পাপ করিয়াছ ॥ ৩৮ ॥

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ ।

যয়া লোকগুরুদেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্ ॥ ৩৯ ॥

অব্ধয়ঃ—(হে) তাত ! (হে বৎস,) ব্রাহ্মণাঃ বয়ং ক্ষময়া (ক্ষান্ত্যা অপরাধিনঃ প্রত্যপকারাকরনে ইত্যর্থঃ) হি (এব) অর্হণতাং (পূজ্যতাং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ ক্ষমাগুণেনৈব বয়ং লোকানাং পূজনীয়া ইত্যর্থঃ) লোকগুরুঃ দেবঃ (ব্রহ্মা) যয়া (ক্ষান্ত্যা) পারমেষ্ঠ্যং (পরমেষ্ঠিযোগ্যং) পদং (স্থানম্) অগাৎ (প্রাপ্তবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণে আমরা লোকের পূজ্য হইয়াছি, লোকগুরু ব্রহ্মা ঐ ক্ষমাগুণে পরমেষ্ঠি-পদবীলাভ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অর্হণতাং পূজ্যত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অর্হণতাং’—পূজ্যত্ব (আমরা ব্রাহ্মণজাতি ক্ষমাগুণের দ্বারাই পূজ্যত্ব লাভ করিয়াছি।) ॥ ৩৯ ॥

ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীব্রাহ্মী সৌরী যথা প্রভা ।

ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

অব্ধয়ঃ—ব্রাহ্মী (ব্রাহ্মণসম্বন্ধিনী) লক্ষ্মীঃ (শোভা) ক্ষময়া (এব) যথা সৌরী প্রভা (সূর্য্য-সম্বন্ধিনী প্রভা ইব) রোচতে (দীপ্যতে), ক্ষমিণাং (ক্ষমাবতাং বিষয়ে) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ আশু (শীঘ্রং) তুষ্যতে (সন্তুষ্টো ভবতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণের শ্রী (শোভা) ক্ষমা দ্বারাই সূর্য্যের প্রভার ন্যায় দীপ্তি লাভ করে। ক্ষমাশীল পুরুষগণের প্রতি ভগবান শ্রীহরি অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণসম্বন্ধিনী লক্ষ্মীঃ শোভা ক্ষম্যৈব রোচতে দ্যোততে সৌরী সূর্য্যপ্রভেব ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রাহ্মী লক্ষ্মীঃ’—ব্রাহ্মণের শোভা ক্ষমাগুণহেতুই সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল হয় ॥ ৪০ ॥

রাজো মূর্খাভিসিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরুঃ ।

তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যগাচ্যুতচেতনঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
পরশুরামচরিতে নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—অগ্নি ! ( হে বৎস ) মূর্খাভিসিক্তস্য  
( সার্বভৌমস্য ) রাজঃ বধঃ ( হননং ) ব্রহ্মবধাৎ  
( ব্রাহ্মণবধজনিতপাপাৎ ) গুরুঃ ( অধিকপাপজনকঃ  
অতঃ ) অচ্যুতচেতনঃ ( অচ্যুতে ভগবতি বাসুদেবে  
চেতনা চিত্তং যস্য স তথাভূতঃ সন্ ) তীর্থসংসেবয়া  
( তীর্থানাং গঙ্গাদীনাম সংসেবয়া ) অংহঃ ( তৎপাপং )  
জহি চ ( অপকুরু ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! সার্বভৌমরাজার বধ  
ব্রাহ্মণবধ অপেক্ষাও গুরুতর । অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত  
সমর্পণ করিয়া তীর্থসেবা দ্বারা এই পাপ দূরীভূত  
কর ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—চকারাদ্ যমনিয়মাদিশিষ্ট । শ্লেষণ  
ন চ্যুতচেতনা চিচ্ছত্ত্বিস্য তথাভূত ঈশ্বরোহপি  
লোকসংগ্রহার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

পঞ্চদশোহয়ং নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তীর্থসেবয়া চ’—তীর্থসেবা  
এবং যম-নিয়মাদির দ্বারা, ‘অচ্যুত-চেতনঃ’—অচ্যুত  
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণপূর্বক পাপ পরিহার  
কর । শ্লিষ্টার্থে—যাঁহার চিচ্ছত্ত্বি কখন বিচ্যুত হয়  
না, তাদৃশ সমর্থবান্ পুরুষও লোকশিক্ষার নিমিত্ত  
তীর্থাদির সেবা করিয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ৪১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১৫ ॥

ইতি অম্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য  
বিস্তৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের পঞ্চদশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## ষোড়শোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ —

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথৈতি কুরুনন্দন ।

সংবৎসরং তীর্থচর্যাং চরিত্বাশ্রমমাত্রজৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কার্তবীর্য্যাজ্ঞ-পুত্রগণ কর্তৃক  
জমদগ্নি হত হইলে, তৎপুত্র পরশুরামের একবিংশতি-  
বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ ও বিশ্বামিত্রবংশের  
বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ।

জমদগ্নিপত্নী রেণুকা জল আনয়নার্থ গঙ্গায় গমন  
করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়াশুভ গন্ধর্ব্বরাজকে  
দর্শন করিয়া তাহার প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হওয়ার  
অপরাধে জমদগ্নির আদেশে অন্যান্য পুত্রগণের সহিত

তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রামকর্তৃক নিহত হন, পরে জম-  
দগ্নির তপোপ্রভাবে পুত্রগণের সহিত পুনর্জীবন লাভ  
করেন, এদিকে কার্তবীর্য্যাজ্ঞের পুত্রগণ রামকর্তৃক  
নিজ পিতার বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি-  
শোধার্থ রামের অনুপস্থিতিকালে তাহার পিতা ভগ-  
বদ্ব্যনরত জমদগ্নিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে । পরশু-  
রাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া নিজ পিতার বিনাশদর্শনে  
অতীব মর্ম্মাহত হইলেন এবং পিতার মৃতদেহ  
অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিতে বলিয়া ক্রোধাবেশে  
ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংস করিতে মনস্থ করিলেন । অনন্তর  
স্বীয় অস্ত্র পরশু গ্রহণপূর্বক রাম মাছিঅতীপুরে গমন  
করিয়া কার্তবীর্য্যাজ্ঞ-পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলেন ।  
তাহাদের রক্তে এক নদী প্রবাহিত হইল । পরশুরাম  
কেবল এই কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরশু

ক্ষত্রিয়গণ অত্যাচারী হইলে,—এই পিতৃবধ হেতু করিয়া একবিংশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। পরে নিহতপিতার মন্তক তদীয় দেহে যোজিত করিয়া বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার আরাধনা করিলে, তাঁহার পিতা জমদগ্নি স্বশরীর লাভ করিয়া সপ্তষ্মিগুণে সপ্তম ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম মহেন্দ্রপর্বতে অদ্যাপিও বর্তমান আছেন। আগামী মন্বন্তরে ইনি বেদ-প্রবর্তক হইবেন।

গাধির বংশে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি। ইনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার একশত পুত্র ছিল। তাঁহার পুত্রগণ মধুছন্দ নামে কথিত হইতেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পুরুষ পশুরূপে বিক্রীত অজীগর্ত-তনয় শুনঃশেফ প্রজাপতিদিগের রূপায় পাশবদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া ভৃগু-বংশীয় হইয়াও গাধিবংশে দেবরাত নাম বিখ্যাত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মধুছন্দনামক পুত্রগণ শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠপ্রাতারূপে অঙ্গীকার না করায় পিতার শাপে স্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্র মধুছন্দ তাঁহার পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠপ্রাতার সহিত পিতার আদেশে শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, বিশ্বামিত্র অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করেন। দেবরাজকে কৌশিকগোত্রত্বে অঙ্গীকার করায় কৌশিকগোত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রবর প্রচলিত আছে।

অন্বয়ঃ—শুকঃ উবাচ,—(পরীক্ষিতং প্রতি হে) কুরুনন্দন! (পরীক্ষিতঃ!) পিত্রা (জমদগ্নিনা) উপশিক্ষিতঃ (এবম্ আদিষ্টঃ সন্) রামঃ (জমদগ্নিকনিষ্ঠসূতঃ) তথা ইতি (তদেব ভবতু ইত্যঙ্গীকুর্স্বন্) সম্বৎসরং তীর্থচর্যাং (তীর্থসেবাং) চরিত্বা (কৃত্বা) আশ্রমম্ আব্রজৎ (আগতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! পিতা জমদগ্নি কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পরশুরাম পিতার আদেশ অঙ্গীকারপূর্বক সম্বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

জমদগ্নিহঁতো যৈস্তান্ রামোহর্জুনসুতানহন্।

নিঃক্ষত্রকৃৎ ষোড়শেহ্র বিশ্বামিত্রকথা ততঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহাদের দ্বারা জমদগ্নি নিহত হইয়াছিলেন, সেই কাণ্ডবীৰ্য্যার্জুনের পুত্রদিগের ক্ষত্রিয়কুল-সংহারী পরশুরাম কর্তৃক বধ এবং তৎপরে বিশ্বামিত্রবংশের কথা এই ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

কদাচিদ্গেণুকা যাতা গঙ্গায়াং পদ্মমালিনম্।

গন্ধর্ব্বরাজং ক্রীড়ন্তম্পসরোভিরপশ্যত ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—কদাচিৎ (কস্মিন্নপি সময়ে) রেণুকা (জমদগ্নিপত্নী) গঙ্গায়াং যাতা (গতা সতী) গন্ধর্ব্ব-রাজং (গন্ধর্ব্বাধীশং) পদ্মমালিনম্ অপসরোভিঃ (স্বর্গবেশ্যাভিঃ সহ) ক্রীড়ন্তং (খেলয়ন্তম্) অপশ্যত (দৃষ্টবতী) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কোন সময়ে জমদগ্নিপত্নী রেণুকা (জল আনয়নার্থ) গঙ্গায় গমন করিয়া তথায় গন্ধর্ব্ব-রাজ পদ্মমালীকে অপসরোগণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা।

হোমবেলাং ন সস্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—উদকার্থং (জলানয়নার্থং) নদীং গতা (সা) ক্রীড়ন্তং (গন্ধর্ব্বরাজং) বিলোকয়ন্তী (পশ্যন্তী চ) কিঞ্চিৎ চিত্ররথস্পৃহা (কিঞ্চিৎ ঈষৎ চিত্ররথে গন্ধর্ব্বরাজে স্পৃহা সঙ্গমাভিলাষঃ যস্যঃ সা তথাভূতা সতী) হোমবেলাং (হোমকালং) ন সস্মার (হোমকালো ইতি বর্ত্ততে ইতি ন স্মৃতবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—জল আনয়নার্থ গঙ্গায় গমন পূর্বক অপসরোগণের সহিত ক্রীড়ারত গন্ধর্ব্বরাজকে অবলোকন করিয়া রেণুকা তাহার প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হইলেন, হোমের সময় যে অতীত হইতে লাগিল, তাহা তাহার স্মরণ হইল না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চিদিতি ন সস্মারেত্যস্য বিশেষণং হোমবেলায়াঃ কিঞ্চিন্নাত্রং বিস্মরণমভূদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ চিত্রমন্নে গন্ধর্ব্বরাজস্য রথে দর্শনকৌতুকার্থং স্পৃহা যস্যঃ সা ॥ ৩ ॥



ঐকার বঙ্গানুবাদ—‘কিঞ্চিৎ’—ইহা ‘ন সন্মার’ ইহার বিশেষণ, অর্থাৎ হোমবেলার কিছুমাত্র বিস্মরণ হইয়াছিল, এই অর্থ। তাহার হেতু—‘চিত্ররথ-স্পৃহা’, গন্ধর্ব্বরাজের বিচিত্রময় রথের দর্শন-কৌতুকের নিমিত্ত ষাঁহার স্পৃহা হইয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ রেণুকা জল আনয়নের জন্য নদীতে গমন করিলে, তথায় গন্ধর্ব্বরাজের রথের চিত্র-বিচিত্র শোভাদর্শনে ওৎসুক্য-বশতঃ হোমের সময় চলিয়া যাইতেছে, ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।) ॥ ৬ ॥

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনঃ শাপবিশঙ্কিতা।

আগত্য কলসং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাজলিঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ তং কালাত্যয়ং (হোমকালান্তিপাতং) বিলোক্য (বিজ্ঞায়) মুনঃ (পতুর্জমদগ্নেঃ) শাপবিশঙ্কিতা (শাপম্ আশঙ্কমানা রেণুকা) আগত্য (আশ্রমমিতি শেষঃ) কলসং পুরোধায় (মুনেরগ্রে নিধায়) কৃতাজলিঃ তস্থৌ (অতিষ্ঠে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া, মুনি জমদগ্নির শাপভয়ে অত্যন্ত ভীতা রেণুকা আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুনির সম্মুখে কৃতাজলিপটে দণ্ডায়মানা হইলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শাপবিশঙ্কিতা হন্ত হন্ত কিঞ্চিন্মাত্র-বিস্মরণত এব মে হোমবেলাপীয়তী ব্যতীতেতি ভয়-বিহ্বলা ॥ ৪ ॥

ঐকার বঙ্গানুবাদ—‘শাপ-বিশঙ্কিতা’—হায়! হায়! সামান্য বিস্মরণের ফলেই হোমের সময় এতটা চলিয়া গিয়াছে, এইহেতু রেণুকা ভয়ে বিহ্বলা হইলেন ॥ ৪ ॥

ব্যভিচারং মুনির্জাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকৃপিতোহব্রবীৎ।

ম্নতেনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তান্তে ন চক্লিরে ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—মুনিঃ (জমদগ্নিঃ) পত্ন্যাঃ (রেণুকামাঃ) ব্যভিচারং (মানসং) জাত্বা (বিজ্ঞায়) প্রকৃপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ) অব্রবীৎ (অকথয়ৎ)। পুত্রকাঃ! (হে পুত্রাঃ,) এনাং পাপাং (ব্যভিচারিণীং) ম্নত (যুয়ং মারয়ত) ইতি উক্তাঃ তে (পুত্রাশ্চ) ন চক্লিরে (মাতৃবধমিতি শেষঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মুনি পত্নীর এই প্রকার ব্যভিচার অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুত্রদিগকে বলিলেন,—হে পুত্রগণ! তোমরা “এই পাপীয়সীকে হত্যা কর,” কিন্তু পুত্রগণ তাহা করিল না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—হোমবেলায়া প্রাগেব জলমানেষ্যামীতি তস্যা বচনস্য ব্যভিচারং জাত্বা ম্ননিত্যকর্ম্মাসিদ্ধ্যা চ প্রকর্ষণে কৃপিতঃ হে পুত্রকাঃ! এনাং ম্নতেত্যুক্তান্তে পুত্রা ন চক্লিরে তস্যা হননমিতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

ঐকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্যভিচারং’—হোমবেলার পূর্ব্বই আমি জল আনিব, এরূপ তাঁহার বাক্যের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া এবং নিজ নিত্যকর্ম্মের অসিদ্ধি-হেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি পুত্রদিগকে বলিলেন—‘হে পুত্রগণ! তোমরা ইহাকে বধ কর’। এরূপ আদিষ্ট হইয়াও পুত্রগণ মাতৃবধ করিলেন না ॥ ৫ ॥

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রাতৃন্ মাত্রা সহাবধীৎ।

প্রভাবজ্ঞো মুনঃ সম্যক্ সমাধেষ্পসপশ্চ সঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—(ততঃ) পিত্রা (জমদগ্নিনা) সঞ্চোদিতঃ (আজ্ঞালঙ্ঘ্যনাং দ্রাতৃণাং মাতৃশ্চ বধে প্রেরিতঃ) মুনঃ (পিতৃঃ) সমাধেঃ তপসঃ চ সম্যক্ প্রভাবজ্ঞঃ (যদি ন হন্যাং তর্হি মামপি শপ্তুং সমর্থঃ। যদি হন্যাং তর্হি ময়ি সন্তুষ্টঃ সন্ তানপি জীবয়িতুং শক্লোতীতি সামর্থ্যং জানাতীতি প্রভাবজ্ঞঃ) সঃ রামঃ (জমদগ্নিকনিষ্ঠসূতঃ) মাত্রা (রেণুকয়া) সহ দ্রাতৃন্ অবধীৎ (অমারয়ৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর পিতা জমদগ্নি কনিষ্ঠ পুত্র রামকে আজ্ঞালঙ্ঘনকারী তদীয় দ্রাতৃবর্গের ও মাতার বধার্থ আদেশ করিলেন। রাম পিতার সমাধি ও তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলেন, সুতরাং “যদি আমি পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি তাহা হইলে, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি অভিশাপ প্রদান করিবেন, আর যদি পিতার আদেশ পালন করি তাহা হইলে, পিতা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের প্রাণদান করিলেও করিতে পারেন”—এই বিচার করিয়া মাতার এবং দ্রাতৃবর্গের প্রাণনাশ করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আজ্ঞালঙ্ঘ্যনাং দ্রাতৃণাং মাতৃশ্চ বধে নিযুক্তোহবধীৎ। নম্বেবমাজ্ঞাপালনমপি জুগুপ্সিতং,

তত্রাহ—প্রভাবজ্ঞঃ অস্য বধস্যোদর্ক এবন্তবিষ্যতীতি  
সর্বজ্ঞত্বেন জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আজ্ঞালঙ্ঘনকারি দ্রাতৃগণ  
ও জননীর বধে নিযুক্ত হইয়া পরশুরাম তাঁহাদিগকে  
বধ করিয়াছিলেন। যদি বলেন—এরূপ আদেশ-  
পালনও গহিত, তাহাতে বলিতেছেন—‘প্রভাবজ্ঞঃ’,  
এই বধের পরবর্তী ফল এরূপই ইহা, সর্বজ্ঞতাহেতু  
জানিয়াই তিনি বধ করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ৬ ॥

বরেন চন্দ্রম্যামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ ।

বব্রে হতানাং রামোহপি জীবিতঞ্চাস্মৃতিং বধে ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—সত্যবতীসুতঃ ( জমদগ্নিঃ ) প্রীতঃ  
( রামং প্রতি তুষ্টঃ সন্ ) বরেন ( বরার্থং ) চন্দ্রম্যামাস  
( বরং রণ ইত্যুক্তবান্ ), রামঃ অপি হতানাং  
জীবিতং ( জীবনং ) বধে অস্মৃতিং ( তেষাং বধ-  
বিষয়বিস্মরণঞ্চ ) বব্রে ( প্রার্থম্যামাস ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সত্যবতীসুত জমদগ্নি রামের প্রতি  
সমুষ্টি হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন,  
তাহাতে রাম “হত ব্যক্তি জীবিত হউক এবং আমি  
যে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলাম, ইহা যেন উহা-  
দের স্মৃতিপথে উদয় না হয়”—এই বর প্রার্থনা  
করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বরেনেতি বরং স্ববিত্যুক্তবানিত্যর্থঃ ।  
বব্রে ইতি মৃত্যু ইমে জীবন্ত মৎকর্তৃকং বধঞ্চ ন  
স্মরন্তিত্যহং রণে ইত্যুক্তবান্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বরেন’—‘বর গ্রহণ কর’,  
জমদগ্নি এরূপ বলিলেন। ‘বব্রে’—‘এই মৃত ব্যক্তি-  
গণ জীবিত হউন এবং মৎকর্তৃক বধও তাঁহারা যেন  
স্মরণ করিতে না পারেন—এই বর আমি প্রার্থনা  
করি’, পরশুরাম ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপান্ন ইবাঞ্জসা ।

পিতৃর্বিদ্বাংস্তপো-বীৰ্য্যং রামশক্রো সুহৃদ্বধম্ ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ—তে ( সমাতৃকাঃ ভ্রাতরঃ ) নিদ্রাপান্নে  
( নিদ্রাবসানে ) ইব কুশলিনঃ ( জীবন্তঃ সন্তঃ )  
অঞ্জসা ( দ্রুতম্ ) উত্তস্থুঃ ( উদতিষ্ঠন্ ), পিতৃঃ

( জমদগ্নেঃ ) তপোবীৰ্য্যং ( তপসঃ বীৰ্য্যং সামর্থ্যং )  
বিদ্বান্ ( জানন্ ) রামঃ সুহৃদ্বধম্ ( আত্মীয়বধং )  
শক্রো ( ন তু বিদ্বেশতঃ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জমদগ্নির বরে তৎক্ষণাৎ  
পরশুরামের দ্রাতৃবর্গ তদীয় মাতার সহিত সুস্থ ব্যক্তি  
যে রূপ নিদ্রাবসানে উদ্ভিত হয়, সেইরূপে গাত্রোত্থান  
করিল। পরশুরাম পিতার তপোবীৰ্য্য অবগত  
ছিলেন বলিয়াই আত্মীয়বধে ব্রতী হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

যেহজ্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতৃবধম্ ।

রামবীৰ্য্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম্ম ন কৃচিৎ ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ—( হে ) রাজন্ ! ( পরীক্ষিৎ ! ) যে  
অজ্জুনস্য ( কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনস্য ) সুতাঃ ( পুত্রাঃ )  
রামবীৰ্য্যপরাভূতাঃ ( রামস্য পরশুরামস্য বীৰ্য্যেণ  
পরাভূতাঃ পরাভবং প্রাপ্তাঃ পলায়িতা ইত্যর্থঃ তে )  
স্ব পিতৃ ( অজ্জুনস্য ) বধং স্মরন্তঃ কৃচিৎ ( কদা-  
চিদপি ) শর্ম্ম ( সুখং ) ন লেভিরে ( ন প্রাপ্তবন্তঃ )  
॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন),—হে রাজন্ !  
কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের যে সকল পুত্র পরশুরামের বীৰ্য্যে  
পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা নিজ  
পিতার বধরূপান্ত স্মরণ করিয়া কোথাও শান্তি লাভ  
করিতে পারে নাই ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিরপরাধায়া পতিব্রতাশিরোমণে-  
কায়্য বধমাদিশটবতো জমদগ্নেরপি বধরূপং তদ-  
পরাধফলং দর্শয়ন্মাহ । যেহজ্জুনস্যোতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিরপরাধা পতিব্রতা-শিরো-  
মণি রেণুকার বধের আদেশদানকারী জমদগ্নিরও  
বধ সেই অপরাধের ফল, ইহা দেখাইতেছেন—‘যে  
অজ্জুনস্য’ ইত্যাদি, অর্থাৎ কার্তবীৰ্য্যাজ্জুনের পুত্রগণ  
পরশুরাম কর্তৃক নিজ পিতার বধরূপান্ত স্মরণ  
করিয়া কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৯ ॥

একদাশ্রমতো রামে সম্ভ্রাতরি বনং গতে ।

বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিত্রা উপাগমন্ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—একদা সম্ভ্রাতরি ( বসুমদাদিভিঃ

ব্রাহ্মণঃ সহ) রামে ( পরশুরামে ) আশ্রমতঃ ( আশ্র-  
মাৎ ) বনং গতে ( সতি ) লব্ধচ্ছিদ্রাঃ লব্ধবসরাঃ )  
বৈরং ( শত্রুতাং সিদ্ধাধিসবঃ ( সাধয়িতুং ইচ্ছবঃ  
অৰ্জুনসূতাঃ ) উপাগমন্ ( আশ্রমসমীপম্ আগতবন্তঃ )  
॥ ১০ ॥

অনুবাদ—একদা পরশুরাম বসুমান্ প্রভৃতি  
ব্রাহ্মণগণের সহিত আশ্রম হইতে বনে গমন করিয়া-  
ছিলেন, তৎকালে অৰ্জুনপুত্রগণ সুযোগ পাইয়া বৈর-  
সাধন-মানসে আশ্রম সমীপে আগমন করিল ॥ ১০ ॥

দৃষ্টাণ্যাগার আসীনমাবেশিতধিগ্নং মুনিম্ ।

ভগবত্মত্তমঃশ্লোকে জয়ন্তে পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—( তত্রাশ্রমে গত্বা চ ) পাপনিশ্চয়াঃ তে  
( পাপ এব নিশ্চয়ো যেষাং তে অৰ্জুনসূতাঃ ) অগ্ন্যা-  
গারে ( অগ্নিহোত্রশালায়াম্ ) আসীনম্ ( উপবিষ্টং )  
ভগবতি উত্তমঃশ্লোকে ( বাসুদেবে ) আবেশিতধিগ্নং  
( সমাহিতমনসং ) মুনিং ( জমদগ্নিঃ ) দৃষ্টা জয়ঃ  
( হতবন্তঃ ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—মুণ্ডিমান্ পাপস্বরূপ অৰ্জুন-পুত্রগণ  
অগ্নিহোত্র-যজ্ঞগৃহে উপবিষ্ট, উত্তমঃশ্লোক ভগবানে  
নিবিষ্টচিহ্ন জমদগ্নিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে  
হত্যা করিল ॥ ১১ ॥

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্নাতিদারুণাঃ ।

প্রসহ্য শিরঃ উৎকৃত্য নিন্যস্তে ক্ষত্রবক্ষবঃ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—কৃপণয়া ( দীনয়া বিনীতয়া ইতি  
যাবৎ ) রামমাত্না ( রেণুকয়া ) যাচ্যমানাঃ ( এনং ন  
মারয় ইতি প্রার্থ্যমানাঃ অপি ) অতি দারুণাঃ ( নিত-  
রাং ব্রূরাঃ ) ক্ষত্রবক্ষবঃ তে ( অৰ্জুনসূতাঃ ) প্রসহ্য  
( বলাৎ ) শিরঃ ( জমদগ্নেঃ মস্তকং ) উৎকৃত্য ( হিত্বা )  
নিন্যঃ ( নীতবন্তঃ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—রামের জননী রেণুকা অতীব কাতর-  
তার সহিত পতির প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন,  
তথাপি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয়ধর্ম অৰ্জুনপুত্রগণ বল-  
পূর্বক জমদগ্নির মস্তক ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভর্তৃঃ প্রাণান্ যাচ্যমানাঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যাচ্যমানাঃ’—পরশুরামের  
জননী অতিকাতরভাবে তাদেবের নিকট পতির প্রাণ  
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

রেণুকা দুঃখশোকাকর্তা নিম্নন্ত্যাত্মানমাশ্রনা ।

রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্লোশোচ্চকৈঃ সতী ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—সতী ( সাধ্বী ) রেণুকা ( জমদগ্নি-  
পত্নী ) দুঃখ-শোকাকর্তা ( দুঃখেন আভ্যন্তরেণ ক্লেশেন,  
শোকেন বাহ্যেন ক্লেশেন চ আর্তা পীড়িতা সতী )  
আশ্রনাং ( দেহম্ ) আশ্রনা ( স্বয়মেব ) নিম্নন্তী  
( তাড়য়ন্তী ) ‘রাম রাম’ ইতি ‘তাত’ ইতি ( চ উচ্চা-  
রয়ন্তী ) উচ্চকৈঃ বিচুক্লোশ ( বিলপস্নানকার ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পতিব্রতা রেণুকা দুঃখ ও শোকে  
পীড়িতা হইয়া নিজেই নিজেকে আঘাত করিতে  
করিতে হা রাম, হা রাম, হা তাত, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে  
বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

তদুপশ্রুত্যা দূরস্থা রামেত্যার্তবৎ স্বনম্ ।

ত্বরয়াশ্রমমাসাদ্য দদৃশুঃ পিতরং হতম্ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—দূরস্থা (দূরবর্তিনঃ জমদগ্নি-সূতাঃ হা)  
রাম ইতি আর্তবৎ স্বনং ( আর্তায়্যাঃ পীড়িতায়া ইব  
আর্তবৎ তৎস্বনং মাতৃঃ ক্লন্দনশব্দম্ ) উপশ্রুত্যা  
( শ্রুত্বা ) ত্বরয়া ( বেগেন ) আশ্রমম্ আসাদ্য ( প্রাপ্য )  
পিতরং ( জমদগ্নিং ) হতং দদৃশুঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—জমদগ্নি-পুত্রগণ-দূরে থাকিয়া ‘হা রাম’  
—এই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া শীঘ্র আশ্রমে প্রত্যা-  
গমন করিলেন এবং পিতা জমদগ্নি নিহত হইয়াছেন  
দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদুদ্য আর্তবৎ । অন্যস্যা আর্তায়্যা  
ইব তস্যা মাতৃঃ স্বরম্ উপশ্রুত্যা দদৃশে দদর্শ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তৎ আর্তবৎ’—তৎকালে  
অপর আর্তজনের ন্যায় স্বীয় জননীর আর্তনাদ শ্রবণ  
করিয়া জমদগ্নির পুত্রগণ সত্বর আশ্রমে আসিয়া  
পিতাকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন । ‘দদৃশুঃ’  
—এইস্থলে ‘দদৃশে’, এই পাঠান্তরে রাম নিজে আসিয়া  
দেখিলেন, এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

তে দুঃখরোষামৰ্ষাতিশোকবেগবিমোহিতাঃ ।

হা তাত সাধো ধস্মিষ্ঠ ত্যক্তুস্মান্ স্বৰ্গতো ভবান্ ॥১৫

অন্বয়ঃ—( ততঃ ) তে ( জমদগ্নিসুতাঃ ) দুঃখ-  
রোষামৰ্ষাতিশোকবেগবিমোহিতাঃ ( দুঃখং মানসিকঃ  
ক্লেশঃ, রোষঃ ক্রোধম্, অমৰ্ষঃ অক্ষমা, আত্তিঃ  
দৈন্যং, শোকঃ বিলাপনং তেষাং বেগেন বিমোহিতাঃ  
সন্তঃ ) হা তাত, সাধো, ধস্মিষ্ঠ, অস্মান্ ত্যক্তা  
( বিহায় ) ভবান্ স্বৰ্গতঃ ( স্বৰ্গং প্রাপ্তঃ ইতি বিলেপুঃ )  
॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তাঁহারা দুঃখ, ক্রোধ, আত্তি,  
অমৰ্ষ ( অসহিষ্ণুতা ) ও শোকবেগে অতীব বিমো-  
হিত হইয়া পড়িলেন এবং হা তাত ! হে সাধো !  
হে ধস্মিষ্ঠ ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া  
স্বর্গে প্রস্থান করিলেন—এই বলিয়া বিলাপ করিতে  
লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিষ্মনাথ—তে ভ্রাতরঃ বিমুচ্ছিতা বভূবুঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তে’—সেই ভ্রাতৃগণ বিমুচ্ছিত  
হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিলপ্যৈবং পিতৃদেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্ ।

প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ - রামঃ ( পরশুরামঃ ) এবং বিলপ্য  
( বিলাপং কৃৎবা ) পিতৃঃ দেহং ভ্রাতৃষু নিধায় ( পিতৃ-  
দেহং যুগ্মং রক্ষত ইত্যাদিশ্য ) স্বয়ং পরশুং ( কুঠারং )  
প্রগৃহ্য ( গৃহীত্বা ) ক্ষত্রান্তায় ( ক্ষত্রিয়নিধনায় ) মনঃ  
দধে ( সঙ্কল্পং চকার ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পরশুরাম এই প্রকারে বিলাপ করিয়া  
পিতার দেহরক্ষার্থ ভ্রাতৃবর্গের হস্তে সমর্পণ পূর্বক  
স্বয়ং কুঠার লইয়া ক্ষত্রিয়বংশ নিধন করিতে মনস্থ  
করিলেন ॥ ১৬ ॥

গত্বা মাহিন্তী রামো ব্রহ্মবিহতশ্রিয়ম্ ।

তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্ ॥১৭

অন্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! ( ততঃ ) রামঃ  
( পরশুরামঃ ) ব্রহ্মবিহতশ্রিয়ম্ ( ব্রহ্মহ্মেন ব্রহ্মবধিনা  
বিহতা নষ্টা শ্রীঃ যস্যাস্তাং ) মাহিন্তীং ( পুরীং )

গত্বা সঃ ( রামঃ ) তেষাং শীর্ষভিঃ ( শিরোভিঃ )  
মধ্যে ( মাহিন্ত্যা মধ্যে ) মহাগিরিং ( মহান্তং পর্ব-  
তং ) চক্রে ( কৃতবান্ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ - ( শুকদেব কহিলেন,— ) হে রাজন্ !  
তদনন্তর পরশুরাম ব্রহ্মঘাতিগণের দ্বারা হতশ্রী মাহি-  
ন্তী পুরে গমনপূর্বক তাহার মধ্যস্থলে অর্জুনপুত্র-  
দিগের মন্তকদ্বারা একসুমহৎ পর্বত নির্মাণ করি-  
লেন ॥ ১৭ ॥

বিষ্মনাথ—ব্রহ্মহ্মৈর্হেতুভিবিহতা শ্রীযস্যাস্তাং, স  
রামঃ মহাগিরিং নদীং চ চক্রে ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্মহ্ম-বিহতশ্রিয়ং’—ব্রহ্ম-  
ঘাতিগণের পাপে যাহার শ্রী নষ্ট হইয়াছে, সেই  
মাহিন্তী পুরীতে আগমনপূর্বক শ্রীপরশুরাম কার্ত্ত-  
বীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণের মন্তকরাশিদ্বারা ‘মহাগিরিং’  
—সেখানে একটি বৃহৎপর্বত এবং তাহাদের রক্তের  
দ্বারা একটি নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্ ।

হেতুং কৃৎবা পিতৃবধং ক্ষত্রেহমঙ্গলকারিণি ॥ ১৮ ॥

ত্রিঃসমুৎকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃৎবা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ ।

সমস্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান হৃদান্ নব ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্ ( তেষাং রাজং ) রক্তেন  
( রুমিরেণ ) অব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্ ( অব্রহ্মণ্যানাং ব্রাহ্মণ-  
দ্রেষিণাং ভয়াবহাং ভয়ঙ্করীং ) ঘোরাং ( ভীষণাং )  
নদীং ( চক্রে সর্বক্ষত্রিয়বধে হেতুমাহ— ) ক্ষত্রে  
( ক্ষত্রিয়ে ) অমঙ্গলকারিণি ( অনায়াবত্তিনি সতি )  
পিতৃবধং হেতুং কৃৎবা প্রভুঃ ( রামঃ ) ত্রিঃসমুৎকৃত্বঃ  
( একবিংশতিবারং ) পৃথিবীং নিঃক্ষত্রিয়াং ( ক্ষত্রিয়-  
শুন্যাং ) কৃৎবা সমস্তপঞ্চকে ( সমস্তপঞ্চকাখ্যে দেশে )  
শোণিতোদান্ ( শোণিতং রুমিরম্ উদকং যেষাং তান্ )  
নব ( নবসংখ্যকান্ ) হৃদান্ চক্রে ( কৃতবান্ )  
॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—পরে তিনি ( রাম ) অর্জুন-পুত্রদিগের  
রক্তে ব্রাহ্মণদ্রেষিগণের ভয়াবহ এক নদী নির্মাণ  
করিলেন । ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ অনায়াস কার্য্য করিতে  
আরম্ভ করিলে, রাম পিতৃবধ-হেতু করিয়া পৃথিবীকে

একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন এবং সমস্তপঞ্চকে  
নয়টি রুধিরময় হ্রদ নির্মাণ করেন ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অমঙ্গলকারিণি অন্যান্যবস্তি নি সতি  
পিতৃবধমেব নিমিত্তীকৃত্য ত্রিঃসপ্তকৃৎ ইতি রেণুকায়-  
স্তাবৎকৃৎ এবোরস্তাডুনাতি ভাবঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অমঙ্গলকারিণি’—অনন্তর  
ক্ষত্রিয়গণ সামান্য অন্যান্য আচরণ করিলেই রাম  
পিতার বধকে নিমিত্ত করিয়া, ‘ত্রিঃসপ্তকৃৎ’—এক-  
বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন।  
একবিংশতি বারের কারণ জননী রেণুকা ততবার  
বক্ষঃ তাড়না করিয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ১৮-১৯ ॥

পিতুঃ কায়েন সন্ধ্যায় শির আধায় বহিষি ।

সর্বদেবময়ং দেবমাত্মানমজন্মথৈঃ ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—পিতুঃ (নিহতস্য পিতুঃ) শিরঃ কায়েন  
(দেহেন) সন্ধ্যায় (সংযোজ্য) বহিষি (কুশে)  
আধায় (স্থাপয়িত্বা) মথৈঃ (যজ্ঞৈঃ) সর্বদেবময়ং  
দেবম্ আত্মানং (পরমাত্মস্বরূপং বাসুদেবম্) অজন্ম  
(অপুজ্যৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পরশুরাম স্ত্রী পিতা জম-  
দগ্নির মস্তক তদীয়দেহে সংযোজিত করিয়া কুশো-  
পরি স্থাপনপূর্বক যজ্ঞের দ্বারা সর্বদেবময় পরমাত্মা  
বাসুদেবের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ ।

অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং বৈ উদগাত্রে উত্তরাং দিশম্ ॥ ২১ ॥

অন্যোভ্যোহবাস্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ ।

আর্য্যাবর্তমুপদ্রষ্টে সদস্যোভ্যস্ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—(যজ্ঞং সমাপ্য) হোত্রে প্রাচীং দিশং,  
ব্রহ্মণে (যজ্ঞস্য কৃতাকৃতাবেক্ষণকারিণে) দক্ষিণাং  
দিশম্, অধ্বর্য্যবে (যজুর্বেদবিদে) প্রতীচীম্, উদগাত্রে  
(সামগায়) উত্তরাং দিশম্, অন্যোভ্যঃ (ঋত্বিজ্যঃ)  
অবাস্তরদিশঃ (অন্তরালদিশঃ ঈশানাতি দিশঃ ইত্যর্থঃ)  
কশ্যপায় চ মধ্যতঃ (মধ্যমা দিশঃ), উপদ্রষ্টে (উপ-  
দেশকায়) আর্য্যাবর্তং (বিক্রাহিমবৎ পর্বতমধ্যদেশং)

ততঃপরং (যৎ অবশিষ্টং) সদস্যোভ্যঃ দদৌ (দক্ষি-  
ণাং দত্তবান্) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—যজ্ঞ সমাপনান্তর রাম হোতাকে পূর্ব-  
দিগ্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিগ্, অধ্বর্য্যাকে পশ্চিমদিগ্,  
উদগাতাকে উত্তরদিগ্ ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু এই  
দিক্চতুষ্টয় অন্যান্য ঋত্বিজদিগকে দক্ষিণা-স্বরূপে  
প্রদান করিয়া মধ্যদেশ কশ্যপকে, আর্য্যাবর্ত উপ-  
দ্রষ্টাকে এবং অবশিষ্ট দেশ সদস্যবর্গকে প্রদান  
করিয়াছিলেন ॥ ২১-২২ ॥

ততঃচাবভূতস্নান-বিধূতাসেশকিল্বিষঃ ।

সরস্বত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যব্ধ ইবাংশুমান্ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ চ (যজ্ঞানন্তরং রামঃ) অবভূত-  
স্নানবিধূতাসেশকিল্বিষঃ (অবভূতস্নানেন ক্রত্ববসানে  
অবভূতথ্যে কল্মশি যৎ স্নানং তেন স্নানেন বিধূতানি  
নিমূর্ত্তানি অশেষাণি কিল্বিষাণি পাপানি যস্য সঃ  
তথাবিধঃ সন্) মহানদ্যাং (ব্রহ্মনদ্যাং) সরস্বত্যাং  
(তন্তীরে ইত্যর্থঃ) ব্যব্ধঃ (বিগতম্ অগ্নং মেঘং  
যস্মাৎ স বিগতাত্তঃ) অংশুমান্ (সূর্য্য) ইব রেজে  
(বিরেজে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ - তাহার পর যজ্ঞান্ত স্নানজলে যাবতীয়  
পাপরাশি বিধৌত করিয়া রাম মহানদী সরস্বতী-  
তীরে মেঘশূন্য নির্মল আকাশে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ  
করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবভূতস্নানেন বিধূতমশেষং কিল্বিষং  
যস্মাৎ সঃ । ইতি সরস্বত্যা এব নিরহস্তং গঙ্গায়া  
ইব জাতমিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অবভূতস্নান-বিধূতাসেশ-  
কিল্বিষঃ’—অবভূত স্নানের দ্বারা বিধূত হইয়াছে  
অশেষ পাপ যাহা হইতে, তিনি (অর্থাৎ শ্রীপরশুরাম  
সরস্বতী নদীতে যজ্ঞসমাপ্তিকালীন স্নানচরণদ্বারা  
পাপনিমূর্ত্ত সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন) ।  
ইহার দ্বারা সরস্বতী নদীরও গঙ্গার ন্যায় পাপ-বিনাশ-  
কর উৎপন্ন হইয়াছিল—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

স্বদেহং জমদগ্নিস্ত লব্ধা সংজ্ঞানলক্ষণম্ ।

ঋষীণাং মণ্ডলে সোহভূৎ সপ্তমো রামপুজিতঃ ॥ ২৪ ॥

**অম্বয়ঃ**—রামপূজিতঃ ( রামেণ পূজিতঃ ) সঃ জমদগ্নিঃ তু সংজ্ঞানলক্ষণং ( সংজ্ঞানং স্মৃতিস্তদেব লক্ষণং চিহ্নং যস্য তং ) স্বদেহং লব্ধ্বা ঋষীণাং মণ্ডলে ( সপ্তঋষীণাং মণ্ডলে ) সপ্তমঃ ( ঋষিঃ ) অভূৎ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ**—এইরূপ রাম কর্তৃক পূজিত জমদগ্নি স্মৃতিই যাহার চিহ্নস্বরূপ, এরূপ স্বীয়দেহ লাভ করিয়া ঋষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হইলেন ॥ ২৪ ॥

**বিশ্বনাথ**—সংজ্ঞানং স্মৃতিস্তদেব লক্ষণং যস্য তাদৃশং দেহং লব্ধ্বা ঋষীণাং মণ্ডলে “কশ্যাপোহত্রিংশি-ষ্ঠশ্চ বিশ্বমিত্রোহথ গৌতমঃ । জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তমঃ স্মৃতা” ইতি তত্র জমদগ্নিরেব সপ্তম ঋষির-ভূৎ ॥ ২৪ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘সংজ্ঞান-লক্ষণং’—সংজ্ঞান বলিতে স্মৃতি, তাহাই যাহার লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন, তাদৃশ দেহ লাভ করিয়া, রামকর্তৃক পূজিত জমদগ্নি ঋষিগণের মণ্ডলে সপ্তম ঋষি হইয়াছিলেন । [ সপ্ত মহর্ষি হইতেছেন—ভৃগু, মরীচি, অগ্নি, পুলস্ত্য, পুলহ, রুতু ও বশিষ্ঠ ] । স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সপ্ত ঋষি অর্থাৎ মুনি—কশ্যপ, অগ্নি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ । এই সপ্ত ঋষিগণের মণ্ডলে জমদগ্নিই সপ্তম ঋষি হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

**জামদগ্ন্যোহপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ ।**

**আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্ত্নিষ্যতি বৈ রুহৎ ॥ ২৫ ॥**

**অম্বয়ঃ**—( হে ) রাজন্ ! ভগবান্ জামদগ্ন্যঃ ( জমদগ্নিসুতঃ ) অপি কমললোচনঃ ( কমলে ইব লোচনে নয়নে যস্য সঃ ) রামঃ আগামিনি অন্তরে ( ভবিষ্যম্বেত্তরে ) রুহৎ ( ব্রহ্মবেদং ) বর্ত্নিষ্যতি বৈ ( প্রবর্ত্নিষ্যতি দেবপ্রবর্ত্কেষু সপ্তষু ঋষিষু এক-তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ) ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ**—( শ্রীশুকদেব কহিলেন,— ) হে রাজন্, ভগবান্ জমদগ্নিপুত্র, কমলনয়ন রাম ভবিষ্যম্বেত্তরে বেদ প্রবর্তক হইবেন অর্থাৎ তিনিও বেদপ্রবর্তক সপ্তঋষিগণের অন্যতম হইবেন ॥ ২৫ ॥

**বিশ্বনাথ**—রুহৎ ব্রহ্ম বেদপ্রবর্ত্কেষু সপ্তঋষিবেক-তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘রুহৎ’—ব্রহ্ম, অর্থাৎ বেদ-প্রবর্তক সপ্ত ঋষিগণের মধ্যে আগামী ম্বেত্তরে এই জমদগ্নি-তনয় পরশুরামও একজন ( বেদপ্রবর্তক ) হইবেন ॥ ২৫ ॥

**আন্তেহদ্যাপি মহেন্দ্রাদৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ ।**

**উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ॥ ২৬ ॥**

**অম্বয়ঃ**—অদ্য ( অধুনা ) অপি ন্যস্তদণ্ডঃ ( ন্যস্তঃ ত্যক্তঃ দণ্ডঃ ক্ষত্রধ্বজাদিরূপঃ যেন সঃ ) প্রশান্তধীঃ ( প্রশান্তা বিষ্ণেপরহিতা ধীঃ বুদ্ধিঃ যস্য সঃ রামঃ ) সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ( কর্তৃভিঃ ) উপগীয়মানচরিতঃ ( উপগীয়মানং চরিতং যস্য স তথাভূতঃ সন্ ) মহেন্দ্রাদৌ ( মহেন্দ্রপর্ব্বতে ) আন্তে ( বর্ত্ততে ) ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ**—ক্ষত্রিয়নিধনাদি দণ্ডবিধানকার্য্য পরি-ত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিত্তে রাম অদ্যাপি মহেন্দ্রপর্ব্বতে বর্ত্তমান আছেন । সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তাহার বিচিত্র চরিত্র গান করিতেছে ॥ ২ ॥

**এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।**

**অবতীর্য্য পরং ভারং ভুবোহহন্ বহশো নৃপান্ ॥ ২৭ ॥**

**অম্বয়ঃ**—এবম্ ( ইথং ) বিশ্বাত্মা বিশ্বম্ আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ ) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ ভৃগুষু ( ভৃগু-বংশে ) অবতীর্য্য ( আবির্ভূয় ) ভুবঃ ( পৃথিব্যাঃ ) ভারম্ ( উদ্বেগজনকত্বাৎ অধিকভারস্বরূপান্ ) বহশঃ ( অনেকান্ ) নৃপান্ অহন্ ( অবধীৎ ) ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ**—এইরূপ বিশ্বাত্মা, ভগবান্, ঈশ্বর, শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ বহু নৃপতি বধ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

**গাধেরভৃশ্বহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ ।**

**তপসা ক্ষান্তমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চসম্ ॥ ২৮ ॥**

**অম্বয়ঃ**—( তদেবং প্রসক্তানুপ্রসক্তং পরশুরাম-চরিতং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ গাধেরিত্যাди ) সমিদ্ধঃ ( প্রদীপ্তঃ ) পাবকঃ ইব ( অগ্নিরিব ) গাধেঃ মহা-তেজাঃ ( বিশ্বামিত্রঃ ) অভূৎ ( অজায়ত ) । যঃ

( বিশ্বামিত্রঃ ) তপসা ( তপোবলেন ) ক্ষত্রং ( ক্ষত্রিয়-  
ত্বম্ ) উৎসৃজ্য ( ত্যক্ত্বা ) ব্রহ্মবর্চসং ( ব্রহ্মব্রজে-  
ব্রহ্মমিত্যং ) লেভে ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—(পরশুরামের চরিত্রবর্ণন সমাপ্ত করিয়া  
প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণন করিতেছেন—) গাধি হইতে  
জলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন।  
এই বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া  
ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ  
গাধেরিতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গাধির কন্যা-বংশের প্রসঙ্গে  
পরশুরামের চরিত্র বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি গাধির পুত্র  
বিশ্বামিত্রের বংশ বর্ণনা করিতেছেন—‘গাধেঃ’ ইত্যাদি  
( অর্থাৎ মহারাজ গাধি হইতে জলন্ত অগ্নির ন্যায়  
মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন । ) ॥ ২৮ ॥

বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপঃ ।

মধ্যমস্ত মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে ॥ ২৯ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) নৃপ ! ( পরীক্ষিতং ), বিশ্বা-  
মিত্রস্য চ একশতং পুত্রাঃ এব ( অবধারণে ) আসন্  
( অভবন্ ), ( বিশ্বামিত্রপুত্রেষু চ ) মধ্যমঃ তু মধুচ্ছন্দাঃ  
তে মধুচ্ছন্দসঃ এব ( সর্বৈ লিঙ্গসমন্যায়ৈন প্রাণভূত  
উপধাবতীতিবৎ মধুচ্ছন্দস এবোচ্যন্তে ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ ! বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র  
ছিল, তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দা, তৎসম্বন্ধে  
অন্যান্য পুত্রগণও ঐ নামে অভিহিত হইতেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—একশতম্ একাধিকং শতং, তথা চ  
শ্রুতিঃ । তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকং শতপুত্রা আসুঃ ।  
পঞ্চাশদেব জ্যায়ামসৌ মধুচ্ছন্দঃসঃ । পঞ্চাশৎ  
কনীয়াম্ ইতি । তে সর্বৈ লিঙ্গসমবায়ন্যায়ৈন প্রাণ-  
ভূত উপদধাতীতিবন্মধুচ্ছন্দস এবোচ্যন্তে । ইষ্ট-  
কাচয়নে যাগে প্রাণভূৎ-প্রসিদ্ধমন্ত্রেণ সংস্কৃতা একে-  
বেষ্টকা প্রাণভূদুচ্যতে তত্র পুনস্তৎ প্রাধান্যোন্মান্যাপি  
ইষ্টকা যথা প্রাণভূত উচ্যন্তে তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘একশতং’ এক অধিক শত,  
অর্থাৎ বিশ্বামিত্রের একশত একটি ( নিজের একশত  
এবং দেবরাত একটি ) পুত্র ছিল । শ্রুতিতেও সেরূপ

উক্ত হইয়াছে । পঞ্চাশ জন জ্যোষ্ঠ, পঞ্চাশ জন কনিষ্ঠ,  
তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দ, কিন্তু লিঙ্গসমবায়  
ন্যায়ৈ ( অর্থাৎ প্রাধান্য অনুসারে ) সকলকেই মধু-  
চ্ছন্দস্ বলা হইত । যেমন বৈদিক ইষ্টকাচয়ন  
যাগে প্রাণভূৎ-প্রসিদ্ধ মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত একটি মাত্র  
ইষ্টকা প্রাণভূৎ বলিয়া কথিত হইলেও, প্রাধান্য  
অনুসারে অন্যান্য ইষ্টকাগুলিকেও প্রাণভূৎ বলা হয়,  
তদ্রূপ ॥ ২৯ ॥

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতঞ্চ ভার্গবম্ ।

আজীগর্তং সুতানাহ জ্যোষ্ঠ এষ প্রকল্পাতাম্ ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—( বিশ্বামিত্রম্ ) আজিগর্তম্ ( অজি-  
গর্তস্য সূতং ) ভার্গবং ( ভৃগুবংশজং ) দেবরাতং  
( দেবৈর্দত্তপ্রাণত্বাৎ দেবরাজপরনামানং ) শুনঃশেফং  
পুত্রং কৃত্বা ( পুত্রত্বেন পরিগৃহ্য ) চ সুতান্ ( একশত-  
সংখ্যাকান্ ) আহ ( ব্রবীতি )—এষঃ ( শুনঃশেফঃ )  
জ্যোষ্ঠঃ প্রকল্পাতাং ( জ্যোষ্ঠদ্রাতৃত্বেন গৃহ্যাতাম্ ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশোদ্ভব আজিগর্ত-পুত্র  
দেবরাত নামান্তর শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া  
তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন,—‘তোমরা ইহাকে  
জ্যোষ্ঠদ্রাতা বলিয়া গ্রহণ কর’ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—স চ বিশ্বামিত্রঃ ভার্গবং ভৃগুবংশোদ্ভ-  
বম্ আজিগর্তসূতং শুনঃশেফং রূপয়ৈব পুত্রং কৃত্বা  
সুতানোরসান্ প্রত্যাহ জ্যোষ্ঠ ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভার্গবং’—বিশ্বামিত্র ভৃগু-  
বংশোদ্ভব আজিগর্তের পুত্র শুনঃশেফকে রূপাপূর্বক  
পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিজ ঔরসজাত পুত্রদিগকে  
বলিলেন—‘তোমরা ইহাকে জ্যোষ্ঠ দ্রাতারূপে গ্রহণ  
কর’ ॥ ৩০ ॥

যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমথে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।

স্তত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন মুমুচে পাশবন্ধনাৎ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—যঃ ( শুনঃশেফঃ ) বৈ ( পিত্তা অজি-  
গর্তেন ) হরিশ্চন্দ্রমথে ( হরিশ্চন্দ্রস্য রাজঃ যজ্ঞে )  
বিক্রীতঃ ( সন্ ) পুরুষঃ পশুঃ ( ভূত্বা ) প্রজেশাদীন  
( ব্রহ্মাদীন ) দেবান্ স্তত্বা ( তেষাং স্তবং কৃত্বা তৎ-

প্রসাদাৎ ) পাশবন্ধনাৎ ( যুগসমবন্ধিরজ্জুবন্ধনাৎ )  
মুমুচে ( স্বয়মেব অমুচ্যত আত্মনাং মোচয়ামাস  
ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শুনঃশেফের পিতা অজিগর্ত তাঁহাকে  
হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বিক্রয় করিয়াছিলেন । পরে তিনি  
যজ্ঞে নরপশুরূপে নীত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণের  
স্তব করিয়া তাঁহাদের রূপায় পাশবন্ধন হইতে মুক্ত  
হইয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু শুনঃশেফ এব কস্তুরাহ ইতি  
হরিশ্চন্দ্রস্য মখে পুত্রমেধে কর্তব্যো পুত্রেণ রোহিতে-  
নৈব যঃ পুরুষঃ পশুরানীতঃ কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠয়োঃ স্নেহ-  
বজ্রাং শুনঃশেফনামা মধ্যমঃ পুত্রো বিক্রীতঃ স চ  
প্রজেশাদীন্ দেবান্ স্তুতা পশুপাশবন্ধনাৎ মুমুচে মুক্তঃ  
॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এই শুনঃশেফ  
কে ? তাহাতে বলিতেছেন—“হরিশ্চন্দ্র-মখে”—রাজা  
হরিশ্চন্দ্রের বরুণযোগে নিজ পুত্রকেই আহুতি দিবার  
কথা ছিল, কিন্তু রোহিত যাহাকে যজ্ঞীয় নরপশুরূপে  
ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি শুনঃশেফ । পিতা  
অজিগর্ত কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ  
শুনঃশেফ নামক মধ্যম পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন ।  
সেই শুনঃশেফ ( বিশ্বামিত্রের উপদেশে ) ব্রহ্মাদি দেব-  
গণকে স্তুতি করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৩১॥

যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ ।

দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফস্ত ভার্গবঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যঃ শুনঃশেফঃ ভার্গবঃ ( ভৃগুবংশজঃ  
ভবতি সঃ ) দেব যজনে ( যজ্ঞে ) দেবৈঃ রাতঃ ( রক্ষিতঃ  
তৈরেব চ প্রগাধিসুতায় দত্তশ্চ সন্ ) গাধিষু ( গাধে-  
বংশজেষু ) দেবরাতঃ ইতি ( নাম্না ) খ্যাতঃ তু  
( প্রসিদ্ধঃ ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শুনঃশেফ ভৃগুবংশোৎপন্ন হইলেও  
যজ্ঞে দেবতাগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া গাধিবংশে  
দেবরাতনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অতো ভার্গবোহপি বিশ্বামিত্ররূপাপাত্রী  
ভবন্ গাধিষু গাধেবংশেষু দেবরাত ইতি খ্যাতস্তাপ-  
সোহভূৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব শুনঃশেফ ভৃগুবংশীয়  
হইলেও বিশ্বামিত্রের রূপাপাত্র হইয়া গাধির বংশে  
( যজ্ঞে দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় ) ‘দেবরাত’  
নামে প্রসিদ্ধ তাপস হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ ।

অশপৎ তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো স্নেহচ্ছা ভবথ দুর্জনাঃ ॥

অনুবাদ—যে জ্যেষ্ঠাঃ মধুচ্ছন্দসঃ ( বিশ্বামিত্র-  
সূতাঃ ) তৎ ( তস্য শুনঃশেফস্য জ্যেষ্ঠত্বং ) কুশলং  
ন মেনিরে ( মধ্যমত্বস্যানর্থাবহত্বং দুষ্টা নাস্তীকৃত-  
বত্তঃ ) । মুনিঃ ( বিশ্বামিত্রঃ ) ক্রুদ্ধঃ ( সন্ ) তান্  
( সূতান্ হে ) দুর্জনাঃ । ( যুগং ) স্নেহচ্ছাঃ ( ভবথ  
ইতি ) অশপৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বিশ্বামিত্রের মধুচ্ছন্দা নামক যে সকল  
জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া  
কল্পনা করা শুভ মনে করিলেন না ; তজ্জন্য বিশ্বা-  
মিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রদিগকে বলিলেন,—“তোরা  
অত্যন্ত দুষ্ট সূতরাং তোরা স্নেহচ্ছ হইবি” ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যে জ্যেষ্ঠাঃ পঞ্চাশৎ শুনঃশেফস্য  
জ্যেষ্ঠত্বং কুশলং ভদ্রং ন মেনিরে মুনিবিশ্বামিত্রঃ  
॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যে মধুচ্ছন্দসঃ জ্যেষ্ঠাঃ’—  
মধুচ্ছন্দস্গণের মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ (অর্থাৎ মধু-  
চ্ছন্দ ভিন্ন ঊনপঞ্চাশ) জন, তাঁহারা শুনঃশেফের জ্যেষ্ঠত্ব  
সঙ্গত মনে করিলেন না । ‘মুনিঃ’—মুনি বিশ্বামিত্র  
( এইহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন  
—হে দুর্জর্নগণ ! তোমরা স্নেহচ্ছ হও । ) ॥৩৩॥

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্কং পঞ্চাশতা ততঃ ।

যমো ভবান্ সজানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্ ॥৩৪

অনুবাদ—( জ্যেষ্ঠান্ প্রতি শাপানন্তরং ) সঃ  
( মধ্যমঃ ) মধুচ্ছন্দাঃ পঞ্চাশতা ( কনিষ্ঠৈঃ ) সার্কং  
( সহ ) উবাচ হ । ভবান্ ( পিতা ) নঃ ( অস্মাকং )  
যৎ ( কনিষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠত্বং বা ) সংজানীতে ( মন্যতে ),  
বয়ং তস্মিন্ ( জ্যেষ্ঠত্বে কনিষ্ঠত্বে বা ) তিষ্ঠামহে  
( স্বাস্যামঃ ) ॥ ৩৪ ॥



অনুবাদ—বিশ্বামিত্র জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি এইরূপ অভিষাপ প্রদান করিলে পর, মধ্যমপুত্র মধুচ্ছন্দা পঞ্চাশৎ কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে পিতঃ ! আপনি আমাদের পিতা, আমাদের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ আপনি যাহা মনে করিবেন, সেই ভাবেই আমরা অবস্থান করিব ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চাশতা কনিষ্ঠৈঃ সাকং স মধ্যমো মধুচ্ছন্দাঃ হ স্পষ্টমুবাচ—নোহস্মাকং পিতা ভবান্ যৎ জ্যেষ্ঠত্বং কনিষ্ঠত্বং বা সংজানীতে মন্যতে । তস্মিন্লেব বয়ং তিষ্ঠামেতি ॥ ৩৪ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন মধুচ্ছন্দ কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন ভ্রাতার সহিত স্পষ্টভাবে বলিলেন—আপনি আমাদের পিতা, অতএব আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ বাহা মনে করেন, আমরা তাহাই মান্য করিব ॥ ৩৪ ॥

জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদশং চক্রঃ স্ত্রাম্ববধো বয়ং স্ম হি ।

বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ ।

যে মানং মেহনুগৃহ্ণন্তো বীরবন্তমকর্ত্ত্বাম্ ॥ ৩৫ ॥

অবয়বঃ—( এবমুক্তা তে মধুচ্ছন্দসঃ ) মন্ত্রদশং ( ‘কস্য নুনং কতমস্যামৃতানাং’ ইত্যাদি মন্ত্রাণাং দ্রষ্টারং শুনঃশেফং ) জ্যেষ্ঠং চক্রঃ ( কৃতবন্তঃ ) । বয়ং ( সৰ্ব্বৈঃ ) ত্বাং ( শুনঃশেফম্ ) অববধ স্ম ( অনুগতাঃ কনিষ্ঠাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ) হি ( ততঃ ) বিশ্বামিত্রঃ ( প্রসন্নঃ সন্ ) সুতান্ ( তান্ মধুচ্ছন্দসঃ ) আহ ( অত্রবীৎ ),—( যুয়ং ) বীরবন্তঃ ( পুত্রবন্তঃ ) ভবিষ্যথ, যে ( যুয়ং ) মে ( মম ) মানং ( পূজ্যত্বম্ ) অনুগৃহ্ণন্তঃ ( অনুবর্ত্তমানাঃ সন্ত ) মাং বীরবন্তং ( পুত্রবন্তম্ ) অকর্ত্ত্ব ( কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তাঁহারা শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—“আমরা তোমার অনুগত হইলাম” ইহাতে বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পুত্রদিগকে বলিলেন,—“তোমরা সকলে ইহাকে ( শুনঃশেফকে ) ‘আমার পূজ্যত্ব’ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আমাকে পুত্রবান্ করিলে, অতএব তোমরাও পুত্রবান্ হইবে” ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ শুনঃশেফং জ্যেষ্ঠং চক্রঃ । মন্ত্রদশং । কস্য নুনং কতমস্যামৃতানাং ইত্যাদিমন্ত্রাণাং দ্রষ্টারম্ । তদাহ বয়ং সৰ্ব্বৈঃ স্ত্রাম্ববধ অনুগতাঃ কনিষ্ঠাঃ স্ম ইত্যচুরিত্যর্থঃ । ততঃ প্রসন্নো বিশ্বামিত্রস্তান্ সুতানাহ উবাচ—বীরবন্তঃ পুত্রবন্তো ভবিষ্যথ, যে যুয়ং মে মানং পূজ্যত্বম্ অনু মদাজানন্তরং গৃহ্ণন্তঃ অঙ্গীকর্ত্ত্বন্তঃ সন্তঃ মাং বীরবন্তম্ অকর্ত্ত্ব কৃতবন্তঃ, অন্যথা যুয়ান্বপি মচ্ছাপাৎ শ্লেচ্ছীভূতেষু অপুত্রক এবাভবিষ্যামিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফের জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন । শুনঃশেফ ‘কস্য নুনং কতমস্য অমৃতানাং’—ইত্যাদি মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন । তখন তাঁহারা বলিলেন—আমরা সকলে আপনার অনুগামী কনিষ্ঠ হইলাম । ইহাতে বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া সেই পুত্রদিগকে বলিলেন—তোমরা পুত্রবান্ হইবে, যে তোমরা ‘মে মানং’—আমার পূজ্যত্ব, ‘অনু—আমার আজ্ঞানুসারে ‘গৃহ্ণন্তঃ’—অঙ্গীকার করিয়া আমাকে পুত্রবান্ করিয়াছ ( অর্থাৎ আমি পূজনীয় বলিয়া আমার আদেশ রক্ষা করিয়া আমাকে যথার্থই পুত্রবান্ করিয়াছ ), অন্যথা আমার শাপে তোমরাও শ্লেচ্ছগণের অন্তর্ভূত হইলে আমি অপুত্রক হইতাম—এই ভাব ॥ ৩৫ ॥

এষ বঃ কুশিকো বীরো দেবরাতস্তমস্বিত ।

অন্যে চাষ্টকহারীত-জয়জ্ঞতুমদাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অবয়বঃ—( হে কুশিকাঃ ! ) এষঃ দেবরাতঃ বঃ ( যুয়দীয়ঃ কৌশিক এষঃ যতঃ ) বীরঃ ( যৎপুত্রঃ ততঃ ) তম্ ( এনম্ ) অস্বিত ( অনুগচ্ছত ), অন্যে চ অষ্টকহারীতজয়জ্ঞতুমদাদয়ঃ ( অষ্টকাদয়ঃ তস্য সুতাঃ আসন্ ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে কুশিকগণ ! এই দেবরাত তোমাদের কৌশিকগোত্রই যেহেতু এই বীর আমার পুত্র হইয়াছেন । অনন্তর তোমরা ইহার অনুগমন কর । ( হে রাজন্ ! ) এতদ্ব্যতীত বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয়, জ্ঞতুমান্ প্রভৃতি অনেক সন্তান ছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে কুশিকা ! বো যুয়দীয়ঃ কৌশিক

এব, যতঃ বীরঃ মৎপুত্রঃ । তমেনমন্বিত অনু-  
গম্ভত । অন্যে চাষ্টকাদয়ন্তস্য সূতা আসন্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে কুশিকগণ । ‘এষঃ বঃ  
কুশিকঃ’—এই দেবরাত তোমাদের কৌশিক গোত্রই;  
যেহেতু এই বীর আমার পুত্র হইয়াছে, তোমরা ইহার  
অনুগামী হইবে । ‘অন্যে’—এতদ্ব্যতীত বিশ্বামিত্রের  
অষ্টক প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল ॥ ৩৬ ॥

এবং কৌশিকগোত্রস্ত বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্ ।

প্রবরাস্তরমাপমং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
শ্রীপরশুরামচরিতং নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—বিশ্বামিত্রৈঃ এবম্ ( একে শপ্তাঃ একে  
অনুগৃহীতাঃ অন্যস্ত পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যেবং )  
কৌশিকগোত্রং তু পৃথগ্বিধং ( নানাপ্রকারং জাতং  
সৎ ) প্রবরাস্তরং ( প্রবরপার্থক্যম্ ) আপমং ( প্রাপ্তং )  
হি ( যস্মাৎ ) এবং চ ( দেবরাতজ্যেষ্ঠত্বেন ) তৎ  
প্রকল্পিতং ( নির্ণীতম্ ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—বিশ্বামিত্র কর্তৃক কতকগুলি অভিশপ্ত,  
কতকগুলি অনুগৃহীত এবং অন্য একব্যক্তি পুত্ররূপে  
অঙ্গীকৃত হওয়ায়, কৌশিকগোত্র নানাপ্রকার ভিন্ন  
ভিন্ন প্রবরত্ব প্রাপ্ত হয় । দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বই এই-  
রূপ হইবার কারণ বলিয়া নির্ণীত হয় ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি এবমিতি । একে শপ্তা  
একেহনুগৃহীতাঃ অন্যস্ত পুত্রত্বেন গৃহীতঃ ইত্যেবং  
কৌশিকগোত্রং বিশ্বামিত্রৈঃ বিশ্বামিত্রেন হেতুনা পৃথগ্-

বিধং নানাপ্রকারং জাতং তচ্চ প্রবরাস্তরমাপমং হি  
যস্মাদেবং দেবরাতজ্যেষ্ঠত্বেন তৎ দেবরাতপ্রবরং  
প্রকল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সারার্থদশিনাং হম্বিগ্যাং ভক্ত্যচেতসাম্ ।

নবমে ষোড়শোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিষ্বনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীভাগবতে

নবমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী

টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন—  
‘এবং কৌশিকগোত্রং’, বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে  
কতকগুলি (জ্যেষ্ঠ উনপঞ্চাশ জন) অভিশপ্ত, কতকগুলি  
(কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন) অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং অন্য একজন  
(অপরের পুত্র দেবরাত) পুত্ররূপে স্বীকৃত । এই-  
রূপে কৌশিক গোত্র ‘বিশ্বামিত্রৈঃ’—বিশ্বামিত্রের জন্যই  
নানাপ্রকার এবং অন্যপ্রবর প্রাপ্ত হইয়াছে । যেহেতু  
দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বহেতুই দেবরাত-প্রবর নির্ণীত  
হইয়াছে (অর্থাৎ দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বই এরূপ  
হইবার কারণ) ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তচিন্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের  
‘সারার্থদশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১৬ ॥

ইতি অম্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য

বিস্তৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ষোড়শাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



# সপ্তদশোধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরূবাচ—

যঃ পুরুরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ ।  
নহমঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রাডশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ১ ॥  
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃদ্ধোহম্বয়ম্ ।  
ক্ষত্রবৃদ্ধসূতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাঅজাস্রয়ঃ ॥ ২ ॥  
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ ।  
শুনকঃ শৌনকো মস্য বহুচপ্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥

## গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পুরুরবার জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ুর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধপ্রমুখ চারিজনের বংশ-বিবরণ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।

পুরুরবোপুত্র আয়ুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র । তাঁহার কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ নামক তিন পুত্র । গৃৎসমদ হইতে বহুচশ্রেষ্ঠ শুনক । কাশ্যের পুত্র কাশী । কাশী হইতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজ্জি, দীর্ঘতমা, ভগবান্ বাসুদেবের শক্ত্যাবেশাবতার আয়ুর্বেদপ্রবর্তক ধন্বন্তরি কেতুমান্, ভীমরথ, দিবোদাস, দ্যুমন নামান্তর প্রতিন, শক্রজিৎ, বৎস, ঋত-ধ্বজ-কুবলয়াশ্ব জন্মগ্রহণ করেন । দ্যুমনের পুত্র অলক বহুবর্ষ ব্যাপিয়া রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । অলকের পুত্র পারস্পর্য্যে যথাক্রমে সন্ততি, সুনীত, নিকেতন, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, ধৃষ্টকেতু, সুকুমার, বীতিহোত্র, ভর্গ, ভাগভূমির উৎপত্তি হয় । ইহারা সকলেই কাশীবংশীয় । রাডের পুত্র রতস ও তৎপুত্র গন্তীর । গন্তীর হইতে অক্রিয় ও অক্রিয় হইতে ব্রহ্মবিৎ জন্মগ্রহণ করেন । অতঃপর অনেকের বংশ কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । অনেকের পুত্র শুক, তৎপুত্র শুচি এবং শুচির পুত্র চিত্রকূৎ, চিত্রকূতের পুত্র শান্তরাজা । রজির অপরিমিত বলশালী ৫০০ শত পুত্র ছিল । রজি নিজে অসীম প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন কিন্তু রজির মৃত্যুর পর বৃহস্পতির অভিচারাদিবিধানের দ্বারা তদীয় ( রজির ) পুত্র-দিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহারা ইন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হয় ।

ক্ষত্রবৃদ্ধপৌত্র কুশ হইতে প্রতির জন্ম হয় । প্রতি হইতে সঞ্জয়, সঞ্জয় হইতে জয় এবং জয় হইতে কৃত ও কৃত হইতে হর্যাবলের জন্ম হয় ।

অম্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ ( শুকদেবঃ ) উবাচ,  
—পুরুরবসঃ যঃ আয়ুঃ ( আয়ুঃ সংজ্ঞকঃ ) পুত্রঃ তস্য ( আয়োঃ ) বীৰ্য্যবান্, নহমঃ, ক্ষত্রবৃদ্ধঃ চ রজিঃ রাডঃ চ অনেনা ইতি ( ইতি পঞ্চ ) সুতাঃ অভবন্ । ( হে ) রাজেন্দ্র ! ( পরীক্ষিৎ, ইদানীং ) ক্ষত্রবৃদ্ধঃ ( ক্ষত্রবৃদ্ধস্য ) অম্বয়ং ( বংশং ) শৃণু, ক্ষত্রবৃদ্ধসূতস্য সুহোত্রস্য ( ক্ষত্রবৃদ্ধস্য সূতঃ সুহোত্রঃ তস্য ইত্যর্থঃ ) কাশ্যঃ, কুশঃ গৃৎসমদঃ ইতি ত্রয়ঃ আঅজাঃ ( পুত্রাঃ অভবন্ ) । গৃৎসমদাৎ শুনকঃ অভূৎ, মস্য ( শুনকস্য ) বহুচপ্রবরঃ মুনিঃ শৌনকঃ ( পুত্রঃ বভূব ) ॥ ১-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ ! পুরুরবার যে আয়ু নামে পুত্র ছিলেন, তাঁহার বীৰ্য্যবান্, নহম, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি ও রামনামে পাঁচটি পুত্র ছিল । হে রাজেন্দ্র ! সম্প্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন । ক্ষত্রবৃদ্ধপুত্র সুহোত্রের কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ—এই তিন পুত্র । গৃৎসমদ হইতে শুনকের জন্ম হয়, শুনকের পুত্র শৌনক বহুচ প্রবরীয় ঋষি হন ॥ ১-৩ ॥

বিশ্বনাথ—

আয়োরৈলসূতস্যাত্র প্রোক্তাঃ সপ্তদশে সুতাঃ ।

ক্ষত্রবৃদ্ধাদয়ঃ খ্যাতি অলকাদ্যা যদম্বয়ে ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর ক্ষত্রবৃদ্ধাদি পুত্রগণের এবং তদ্বংশে প্রসিদ্ধ অলক প্রভৃতির কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষত্রবৃদ্ধঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য ॥ ১-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ক্ষত্রবৃদ্ধঃ অম্বয়ং’—সম্প্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর ॥ ১-৩ ॥

কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃ পিতা ।

ধন্বন্তরিদীর্ঘতমস আয়ুর্বেদপ্রবর্তকঃ ।

যজ্ঞভূবাসুদেবাবংশঃ স্মৃতমাত্রান্তিনাশনঃ ॥ ৪ ॥

**অম্বয়ঃ**—কাশ্য ( পুত্রঃ ) কাশিঃ ( অভবৎ ), তৎপুত্রঃ ( তস্য কাশেঃ পুত্রঃ ) রাষ্ট্রঃ ( রাষ্ট্রো নাম ) দীর্ঘতমঃ পিতা ( দীর্ঘতমসঃ পিতা বভূব, রাষ্ট্রাৎ দীর্ঘতমাঃ জাতঃ ইত্যর্থঃ ) দীর্ঘতমসঃ আয়ুর্দেবপ্রবর্তকঃ ( চিকিৎসাসাশ্ত্রপ্রবর্তকঃ ) যজ্ঞভুক্ ( যজ্ঞভাগ-ভুক্ ) বাসুদেবাংশঃ ( বাসুদেবস্য ভগবতঃ অংশঃ অংশভূতঃ ) স্মৃতমাত্রাঙ্কিনাশনঃ ( স্মৃতমাত্র এব আঙ্কিং রোগদুঃখং নাশয়তীতি তথা ) আসীৎ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**—কাশ্যের পুত্র কাশি, তৎপুত্র রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র দীর্ঘতমের পিতা । দীর্ঘতমের পুত্র ধন্বন্তরি, ইনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রবর্তক, বাসুদেব-অংশসম্ভূত এবং যজ্ঞভাগভোক্তা, ইহার স্মৃতিমাত্রে যাবতীয় ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

**তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথন্ততঃ ।**

**দিবোদাসো দ্যুমাংশুত্স্মাৎ প্রতর্দন ইতি স্মৃতঃ ॥৫॥**

**অম্বয়ঃ**—তৎপুত্রঃ ( তস্য ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ ) কেতু-মান্, অস্য ( কেতু-মতঃ ) ভীমরথঃ জজ্ঞে ( অজায়ত ), ততঃ ( ভীমরথাৎ ) দিবোদাসঃ, ত্স্মাৎ ( দিবো-দাসাৎ ) প্রতর্দনঃ ইতি ( নামান্তরেন ) স্মৃতঃ ( কথিতঃ ) দ্যুমান্ ( অজায়ৎ ) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**—ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, তৎপুত্র ভীমরথ, ইহা হইতে দিবোদাসের উৎপত্তি, দিবো-দাসের পুত্র দ্যুমান নামান্তর প্রতর্দন ॥ ৫ ॥

**স এব শক্রজিৎ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ ।**

**তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোহলর্কাদয়ন্ততঃ ॥ ৬ ॥**

**অম্বয়ঃ**—সঃ এব ( দ্যুমান্ এব ) শক্রজিৎ বৎসঃ, ঋতধ্বজঃ ইতি ( নামভিঃ ) ইরিতঃ ( কথিতঃ ) তথা কুবলয়াশ্বঃ ইতি ( নাম্না যে চ ) প্রোক্তঃ ( বভূব ) । ততঃ ( দ্যুমতঃ ) অলর্কাদয়ঃ ( বহবঃ সূতাঃ অভবন্ ) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—এই দ্যুমান, শক্রজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্বনামেও অভিহিত হইতেন । ইহা হইতে অলর্ক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

**বিশ্বনাথ**—প্রতর্দনাদি-শব্দবাচ্যাৎ দ্যুমতঃ সকা-শাদলর্কাদয়ঃ ॥ ৫-৬ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘ত্স্মাৎ’—প্রতর্দনাদি শব্দ-বাচ্য, অর্থাৎ প্রতর্দন, শক্রজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব নামে কথিত দ্যুমান্ হইতে অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র হইয়াছিল ॥ ৫-৬ ॥

**ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ ।**

**নালর্কাদপরো রাজন্ বৃভুজে মেদিনীং যুবা ॥ ৭ ॥**

**অম্বয়ঃ**—( হে ) রাজন্ ! ( পরীক্ষিৎ ) অলর্কঃ ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষ শতানি চ ( ব্যাপ্য ) মেদিনীং ( পৃথিবীং ) বৃভুজে ( পালয়ামাস ) । অল-র্কাৎ অপরঃ ( অন্যস্ত ) যুবা ন ( অন্যঃ কোহপি এতাবৎ কালং রাজ্যং শাসিতুং ন শশাক ইত্যর্থঃ ) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**—হে রাজন্ ! দ্যুমানপুত্র অলর্ক ষষ্টি-সহস্রবর্ষাধিক ষট্ সহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন । অলর্ক ব্যতীত অন্য কোন যুবক এতাবৎকাল রাজ্যশাসন করেন নাই ॥ ৭ ॥

**অলর্কাৎ সন্ততিস্ত্স্মাৎ সুনীথোহথ নিকেতনঃ ।**

**ধর্ম্যকেতুঃ সূতস্ত্স্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত ॥ ৮ ॥**

**অম্বয়ঃ**—অলর্কাৎ সন্ততিঃ ( সন্ততিঃ সংজ্ঞকঃ ) ত্স্মাৎ ( সন্ততেঃ ) সুনীথঃ অথ ( সুনীথাৎ ) নিকে-তনঃ, ত্স্মাৎ ( নিকেতনাৎ ) ধর্ম্যকেতুঃ সূতঃ ( পুত্রঃ অভবৎ ত্স্মাৎ ) সত্যকেতুঃ অজায়তঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—অলর্ক হইতে সন্ততি, সন্ততি হইতে সুনীথ, তাহা হইতে ধর্ম্যকেতু, ধর্ম্যকেতু হইতে সত্য-কেতু শৌর্যপারম্পর্যে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৮ ॥

**বিশ্বনাথ**—সন্ততিসংজ্ঞঃ ॥ ৮ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘সন্ততি’—অলর্ক হইতে সন্ততি নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ৮ ॥

**ধৃষ্টকেতুস্ততস্ত্স্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ।**

**বীতিহোত্রোহস্য ভর্গোহতো ভার্গভূমিরভূম্পঃ ॥৯॥**

অবয়ঃ—( হে ) নৃপঃ ! ততঃ ( সত্যকেতোঃ )  
ধৃষ্টকেতুঃ ( অজায়ত ), তস্মাৎ ( ধৃষ্টকেতোঃ )  
ক্ষিতীশ্বরঃ, সুকুমারঃ ( জজ্ঞে ), অস্য ( সুকুমারস্য )  
বীতিহোত্রঃ অতঃ ( বীতিহোত্রাৎ ) ভর্গাৎ, ( তস্মাৎ  
ভর্গাৎ ) ভার্গভূমিঃ ( সূতঃ ) অভূৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সত্যকেতু হইতে ধৃষ্ট-  
কেতু এবং ধৃষ্টকেতু হইতে পৃথিবীপতি সুকুমার  
জন্মগ্রহণ করেন । সুকুমারের পুত্র বীতিহোত্র, বীতি-  
হোত্র হইতে ভর্গ এবং ভর্গ হইতে ভার্গভূমির জন্ম  
হয় ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সুকুমারাবীতিহোত্রঃ তস্য ভর্গঃ অতো  
ভর্গাৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাজা সুকুমার হইতে বীতি-  
হোত্র, তাঁহার পুত্র ভর্গ, ‘অতঃ’—এই ভর্গ হইতে  
ভার্গভূমির জন্ম হয় ॥ ৯ ॥

ইতিমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বযায়িনঃ ।

রাভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়ন্ততঃ ॥ ১০ ॥

অবয়ঃ—ইতি ইমে ( উক্তাঃ ) কাশয়ঃ ( কাশে-  
বংশ্যাঃ ) ভূপাঃ ( রাজানঃ ) ক্ষত্র-বৃদ্ধান্বযায়িনঃ  
( কাশেঃ প্রপিতা মহস্য ক্ষত্রবৃদ্ধস্য অবয়ঃ বংশম্  
অয়ন্তে যান্তীতি তথা ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া উচ্যন্তে ইত্যর্থঃ )  
রাভস্য পুত্রঃ রভসঃ ( অভূৎ ), ততঃ ( রভসাতঃ )  
গম্ভীরঃ, ( ততঃ গম্ভীরাৎ ) অক্রিয়ঃ চ ( বভূব ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—( হে রাজন্ ) এই যে কাশি-বংশসম্ভূত  
নৃপতিবর্গের বংশ-রক্তান্ত বর্ণন করিলাম, ইহারা  
সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধ অবয়্বের আনুগত্য প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন অর্থাৎ ইহাদিগকে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশও বলা  
যায় । রাভের পুত্র রভস, রভস হইতে গম্ভীর এবং  
গম্ভীর হইতে অক্রিয় জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কাশয়ঃ কাশেবংশ্যাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্যান্বয়ম্  
অয়ন্তে প্রাপ্নুবন্তীতি তে তথা ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কাশয়ঃ’—কাশির বংশোৎ-  
পন্ন নৃপতিবর্গ সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশগত ( অর্থাৎ  
ইহারা কাশির প্রপিতামহ ক্ষত্রবৃদ্ধের অবয়্বের অনু-  
গামী হইয়াছিলেন । ) ॥ ১০ ॥

তদ্গোত্রং ব্রহ্মবিজ্ঞে শৃণু বংশমনেসঃ ।

শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তস্মাদ্ভিন্নকৃদ্ব্যসারথিঃ ॥ ১১ ॥

অবয়ঃ—তদ্গোত্রং ( তস্য অক্রিয়স্য গোত্রং  
সূতঃ ) ব্রহ্মবিৎ জজ্ঞে, ( হে রাজন্ অধুনা ) অনেনসঃ  
বংশং শৃণু, ততঃ ( অনেনসঃ ) শুদ্ধঃ ( জজ্ঞে ),  
তস্মাৎ শুচিঃ ( বভূব ), তস্মাৎ ( শুচেঃ ) ধর্মসারথিঃ  
চিহ্নকৃৎ ( বভূব ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অক্রিয়ের ব্রহ্মবিৎ নামে একপুত্র হয় ।  
হে রাজন্ ! সম্প্রতি অনেনার বংশ রক্তান্ত শ্রবণ  
করুন । অনেনা হইতে শুদ্ধের জন্ম হয়, শুদ্ধের  
পুত্র শুচি, তাহা হইতে ধর্মসারথি চিহ্নকৃৎ জন্মগ্রহণ  
করেন ॥ ১১ ॥

ততঃ শান্তরজা জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্ ।

রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥ ১২ ॥

অবয়ঃ—ততঃ ( চিহ্নকৃতঃ ) শান্তরজাঃ জজ্ঞে,  
কৃতকৃত্যঃ সঃ ( কৃতম্ অনুষ্ঠিতং কৃত্যং মুক্তি-  
সাধনং কর্ম যেন স তথাভূতঃ ) আত্মবান্ ( জানী  
চ বভূব, অতঃ পুত্রোৎপাদনং ন কৃতবান্ ইত্যর্থঃ )  
রজেঃ অমিতৌজসাম্ ( অমিতম্ ওজঃ বলং যেষাং  
তেষাং ) পুত্রাণাং পঞ্চশতানি আসন্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—চিহ্নকৃৎ হইতে শান্তরজা জন্মগ্রহণ  
করেন । ইনি আত্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন এবং মুক্তি  
লাভোপযোগী যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন  
( এইজন্য তিনি পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হন নাই )  
রজির অপরিমিত বলশালী পুত্রগণের সংখ্যা পঞ্চশত  
॥ ১২ ॥

দৈবৈরভ্যাথিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রাদাদাদিবম্ ।

ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ ।

আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্লাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ ॥ ১৩ ॥

অবয়ঃ—দৈবৈঃ অভ্যাথিতঃ ( প্রার্থিতঃ রজিঃ )  
দৈত্যান্ হত্বা ইন্দ্রায় ( দেবরাজায় ) দিবং ( স্বর্গম্ )  
অদদাৎ ( দত্তবান্ ), ইন্দ্রঃ প্রহ্লাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ  
( প্রহ্লাদাদিভ্যঃ অরিভ্যঃ শত্রুভ্যঃ শঙ্কিতং সন্ ) তস্মৈ  
( রজয়ে ) পুনঃ দত্ত্বা ( স্বর্গং দত্ত্বা ) রজেঃ চরণৌ

(পাদৌ) গৃহীত্বা আত্মানম্ অর্পয়ামাস ( স্ব রক্ষাভারং তস্মিন্ নিহিতবান্ ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণের প্রার্থনায় রজি দৈত্য-দিগকে বধ করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্বর্গ প্রভৃতি দাদি শত্রু ভয়ে রজিকে প্রত্যর্পণ করেন এবং তাঁহার (রজির) চরণ ধারণপূর্বক আত্ম-পর্যন্ত সমর্পণ করেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহলাদাদ্যরীত্যতদুগ্ধসংবিজ্ঞানোন্মৎ বহুব্রীহিঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রহলাদাদ্যরি’—ইহা অতদু-গ্ধসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি, অর্থাৎ প্রহলাদ ব্যতীত অন্যান্য শত্রুগণের ভয়ে ইন্দ্র রজিকে স্বর্গরাজ্য প্রদান-পূর্বক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

পিতৃযুগপতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ ।

ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—পিতরি (রজৌ) উপরতে (মৃতে সতি) পুত্রাঃ (রজেঃ পঞ্চশতং পুত্রাঃ) ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গরাজ্যং) যাচমানায় (প্রার্থয়তে) মহেন্দ্রায় (ইন্দ্রায়) নো দদুঃ (অস্মৎপৈতৃকং ত্রিবিষ্টপমিতি ন্যায়েন ন দদুঃ), (তে স্বর্গাধিপাঃ সন্তুঃ) যজ্ঞ-ভাগান্ সমাদদুঃ (গৃহীতবন্তুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—রজির মৃত্যু হইলে ইন্দ্র রজির পুত্র-গণের নিকট স্বীয় পুরী স্বর্গ প্রার্থনা করিলেন, রজির পুত্রগণ তাহা প্রত্যর্পণ করিল না কিন্তু যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পিতরি রজৌ কালেন উপরতে মৃতে সতি পুত্রা রজিসুতা অস্মৎপৈতৃকং ত্রিবিষ্টপমিতি ন্যায়েন ন দদুঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পিতরি’—কালবশতঃ পিতা রজি পরলোক গমন করিলে, ইন্দ্র তাঁহার পুত্রগণের নিকট স্বর্গরাজ্য প্রার্থনা করিলেও, ‘পুত্রাঃ’—রজির পুত্রগণ ‘আমাদের পৈতৃক স্বর্গরাজ্য’—এই ন্যায়ানু-সারে ইন্দ্রকে তাহা না দিয়া নিজেরাই স্বর্গের অধি-পতিরূপে যজ্ঞভাগও গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

গুরুণা হুয়্যমানেহগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ ।

অবধীদ্রংশিতান্ মার্গান্ কশ্চিদবশেষিতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) গুরুণা (বৃহস্পতিনা) অগ্নৌ হুয়্যমানে (তেষাং রজেঃ পুত্রাণাং মতিদ্রংশায় অভি-চারবিধিনা অগ্নৌ হুয়্যমানে সতীত্যর্থঃ) বলভিৎ (ইন্দ্রঃ) মার্গাৎ (নীতিমার্গাৎ) দ্রংশিতান্ তনয়ান্ (রজেঃ পুত্রান্) অবধীৎ (অহন্) কশ্চিৎ (তেষাং পঞ্চশত পুত্রাণাং কোহপি) ন অবশেষিতঃ (সর্বান্বেব অবধীদিত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি রজি-পুত্র-গণের বুদ্ধিদ্রংশার্থ অভিচার-বিধান ক্রমে অগ্নিতে হোম করিলে তাহার নীতিমার্গ হইতে দ্রষ্ট হইল, তখন বলবান্ ইন্দ্র অনায়াসে তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন। পঞ্চশত পুত্রগণের মধ্যে একজনও অব-শিষ্ট রহিল না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অভিচারবিধানেনাগ্নৌ হুয়্যমানে সতি বলভিদ্ভিন্নঃ রজেস্তনয়ানবধীৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অগ্নৌ হুয়্যমানে’—দেবগুরু বৃহস্পতি রজির পুত্রগণের বুদ্ধিনাশের জন্য আভি-চারিক বিধানে হোম করিলে, ‘বলভিৎ’—ইন্দ্র রজির পুত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সজ্জসন্তৎসুতো জয়ঃ ।

ততঃ কৃতঃ কৃতস্যপি জজ্ঞে বর্ষ্যবলো নৃপঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(কুশান্বয়মাহ) ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ (ক্ষত্রবৃদ্ধ-পৌত্রাৎ) কুশাৎ প্রতিঃ (বভূব), তৎসুতঃ (তস্য প্রতেঃ সুতঃ) সজ্জসন্তঃ (সজ্জয়াৎ) জয়ঃ (অভূৎ), ততঃ (জয়াৎ) কৃতঃ (কৃতসংজ্ঞকঃ সুতঃ) কৃতস্য অপি নৃপঃ বর্ষ্যবলঃ জজ্ঞে (বভূব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ক্ষত্রবৃদ্ধঃ পৌত্র কুশ হইতে প্রতির জন্ম হয়। প্রতির পুত্র সজ্জস, সজ্জস হইতে জয়, এবং জয় হইতে কৃত জন্মগ্রহণ করেন। কৃতির ঔরসে রাজা বর্ষ্যবলের জন্ম হয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষত্রবৃদ্ধপৌত্রাৎ কুশাৎ প্রতিঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেষতসাম্ ।

নবমেহসৌ সন্তদশঃ সন্ততঃ সন্ততঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ’—ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ হইতে প্রতির জন্ম হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১৭ ॥

সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্ত তৎসূতঃ ।

সংকৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্রধর্ম্মা মহারথঃ ।

ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপা ইমে শৃংখল নাহমান্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-

হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং নবমস্কন্ধে

জায়ুবংশঃ নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অবয়বঃ—( হর্যাবলাৎ ) সহদেবঃ, ততঃ ( সহ-দেবাৎ ) হীনঃ ( বভূব ) তৎ সূতঃ তু ( তস্য হীনস্য সূতঃ ) জয়সেনঃ ( জয়সেনাৎ ) সংকৃতিঃ, তস্য চ ( সংকৃতেঃ ) মহারথঃ ক্ষত্রধর্ম্মা ( যুদ্ধাদিতৎপরঃ ) জয় ( অজায়ত ), ইমে ( পূর্বোক্তাঃ ) ভূপাঃ ( রাজানঃ ) ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ( ক্ষত্রবৃদ্ধবংশজাঃ ভবন্তি ) অথ ( অধুনা তু ) নাহমান্ ( নহমস্য অবয়বান্ ) শৃণু ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হর্যাবল হইতে সহদেব, সহদেব হইতে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জয়সেন, জয়সেন হইতে সংকৃতির উপতি, সংকৃতির পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ মহারথ জন্ম। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধ-বংশে উপপন্ন হন। সম্প্রতি নহমের বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥

ইতি অবয়ব, অনুবাদ, মধ্য, তথ্য,

বিস্তৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের সপ্তদশাধ্যায়ের

গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তিবিয়তিঃ কৃতিঃ ।

যড়িমে নহমস্যাসমিস্ত্রিয়াণীব দেহিনঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নহম এবং যাঁহার পঞ্চপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র তদীয় জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নহমপুত্র যযাতির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ।

নহমের পঞ্চপুত্র । নহম সর্পত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি সন্ন্যাস-গ্রহণ করায় তদীয় মধ্যম পুত্র যযাতিই সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যযাতি ক্ষত্রিয় হইয়াও দৈব প্রেরিত হইয়া ব্রাহ্মণ গুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দেবযানীর সখী, রুষপর্ব্বার কন্যা

শম্ভিষ্ঠাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত এই যে—কোন সময় রুষপর্ব্বার-কন্যা শম্ভিষ্ঠা সহ-প্রসখীসঙ্গে দেবযানীসহ জলবিহার করিতেছিল, এমন সময় উমাসহ মহাদেবকে রুষোপরি আরোহণপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া সহসা তাঁরে উত্তীর্ণা সকলে নিজ নিজ বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিল। শম্ভিষ্ঠা ভ্রম-বশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায় দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শম্ভিষ্ঠাকে কুবাক্য প্রয়োগ করে। তাহাতে শম্ভিষ্ঠাও অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া দেবযানীর প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য-প্রয়োগ করতঃ তাহাকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে। দৈবযোগে সেই স্থানে রাজা যযাতি আসিয়া উপস্থিত হন এবং কূপ মধ্যে পতিত দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া কূপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে ঐ কূপ হইতে উত্তোলন করেন। দেবযানী যযাতিক পতিত্বে বরণ করিতে

ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যযাতি স্বীকৃত হন। অনন্তর দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে গমনপূর্বক শুক্রাচার্য্যকে রূষপর্ব্বা-কন্যার ব্যবহার জ্ঞাপন করিলে শুক্রাচার্য্য রূষপর্ব্বার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিজ পুর হইতে বহির্গত হইয়া তাহার ( রূষপর্ব্বার ) গৃহে গমন করিলেন কিন্তু রূষপর্ব্বা শুক্রাচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন, অবশেষে নিজ কন্যা শম্ভিষ্ঠাকে শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করিলেন। শম্ভিষ্ঠা দাসীরূপে দেবযানীসহ তাহার ভর্তৃগৃহে গমন করে। তথায় দেবযানীকে পুত্রবতী দেখিয়া তাহারও হৃদয়ে দেবযানীর ন্যায় পুত্রবতী হইবার পিপাসা প্রবল হয় এবং ঋতু-কাল উপস্থিত হইলে একদিন গোপনে রাজা যযাতিকে আহ্বানপূর্ব্বক সঙ্গ প্রার্থনা করে। শম্ভিষ্ঠাকে গর্ভবতী দেখিয়া দেবযানীর মনে হিংসার উদয় হইল, সে ক্রোধে পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক পিতার নিকট আনুপুন্সিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া শোক প্রকাশ করিলে শুক্রাচার্য্য যযাতিকে “তুমি জরা-গ্রস্ত হও” বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, পরে যযাতির অনুরোধে অন্যের যৌবনত্বের সহিত তাহার নিজ বৃদ্ধত্বের বিনিময় করিবার শক্তি প্রদান করেন। পরে যযাতি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষ যৌবনত্ব গ্রহণ করিয়া যৌষিৎ-সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

**অম্বয়ঃ—**শ্রীশুকঃ উবাচ,—দেহিনঃ ( জীবস্য ) ইন্দ্রিয়াণি ইব নহমস্য ইমে ( বক্ষ্যমাণঃ ) যতিঃ, যযাতিঃ, সংযাতিঃ, আয়তি, বিয়তি, কৃতিঃ ( ইতি নামানঃ ) ষট্ ( পুত্রাঃ ) আসন্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ—**শ্রীশুকদেব কহিলেন—( হে রাজন্ ! ) দেহধারি-জীবগণের ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় নহমের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি, কৃতি,—এই ছয়জন পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

**বিশ্বনাথ—**

অষ্টাদশে দেবযানী শম্ভিষ্ঠা কলহাদিকাঃ ।

যথা যত্র জরাং পুরুষযাতেরগ্রহীৎ পিতৃঃ ॥ ১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ—**এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেব-যানী ও শম্ভিষ্ঠার কলহাদি এবং পুরু পিতা যযাতির জরা যেভাবে গ্রহণ করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে ॥০৥

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎপরিণামবিৎ ।  
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষঃ আত্মানং নাববুধ্যতে ॥ ২ ॥

**অম্বয়ঃ—**তৎপরিণামবিৎ ( তৎ তস্য রাজ্যস্য পরিণামম্ অনর্থাবহত্বং বেত্তীতি পরিণামবিৎ ) যতিঃ ( জ্যেষ্ঠঃ ) পিত্রাঃ ( নহমেষ ) দত্তং রাজ্যং ন ঐচ্ছৎ ( ন অভিলষিতবান্ ) যত্র ( রাজ্যে ) প্রবিষ্টঃ ( যমধি কুর্বন্ ) পুরুষঃ ( জীবঃ ) আত্মানম্ ( আত্মস্বরূপং ) ন অববুধ্যতে ( ন জানাতি ) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ—**রাজত্বের পরিণাম অনর্থ মাত্র জানিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র যতি পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ রাজ্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তির আত্ম-স্বরূপ বোধ থাকে না ॥ ২ ॥

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিভ্রাণ্যা ধর্মণাদ্বিজৈঃ ।

প্রাপিতেহজগরত্বং বৈ যযাতিরভবনুপঃ ॥ ৩ ॥

**অম্বয়ঃ—**ইভ্রাণ্যাঃ ( শ্ল্যাঃ ) ধর্মণাৎ ( সংস্পর্শ-নিমিত্তাৎ ) দ্বিজৈঃ ( শচ্যা বিজ্ঞাপিতৈঃ অগস্ত্যাদিভিঃ ) পিতরি ( নহমেষ ) স্থানাৎ ( স্বর্গাৎ ) ভ্রংশিতে ( স্বর্গাৎ সর্প সর্প ইতি উক্তি-পূর্ব্বকং ত্যজিতে ততশ্চ ) অজ-গরত্বং ( সর্পত্বং ) প্রাপিতে ( সতি ) যযাতিঃ বৈ নুপঃ অভবৎ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ—**ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি ধৃষ্টতা ব্যবহার করায় পিতা নহম স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অগস্ত্যাদি ঋষিগণ কর্তৃক অজগরত্ব প্রাপ্ত হইলে যযাতিই নুপতি হইলেন ॥ ৩ ॥

**বিশ্বনাথ—**স্থানাৎ স্বর্গাৎ দ্বিজৈরগস্ত্যাদিভিঃ ॥৩৥

**টীকার বঙ্গানুবাদ—**‘স্থানাৎ’—স্বর্গ হইতে, ‘দ্বিজৈঃ’—অগস্ত্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক (ভ্রষ্ট হইয়া নহম অজগরত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহার পুত্র যযাতি রাজা হইয়াছিলেন।) ॥ ৩ ॥

চতস্ব্বাদিশদ্বিক্ষু ভ্রাতৃন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ ।

কৃতদারো যুগোপেক্ষীং কাব্যস্য রূষপর্ব্বণঃ ॥ ৪ ॥

**অম্বয়ঃ—**ভ্রাতা ( যযাতিঃ ) যবীয়সঃ ( কনিষ্ঠান্ ) ভ্রাতৃন্ ( চতুরঃসংযতিপ্রভৃতান্ ) চতস্ব্ব দিক্ষু আদি-শৎ ( পালনার্থং নিযোজিতবান্ ) স্বয়ং কাব্যস্য



( গুৰুস্য ) বৃষপৰ্ব্বণঃ ( দানবস্য চ কন্যাভ্যাং ) কৃত-  
দারঃ ( কৃতবিবাহঃ সন্ ) উৰ্বীং ( পৃথিবীং ) জুগোপ  
( পালয়ামাস ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে  
চতুদ্দিক পালনার্থ আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং গুৰু-  
চার্যের দেবযানী এবং বৃষপৰ্ব্বার শশ্বিষ্ঠা নাম্নী  
কন্যাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগি-  
লেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কাব্যস্য গুৰুস্য কন্যয়া বৃষপৰ্ব্বণশ্চ  
কন্যয়া কৃতদারঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৃতদারঃ’—যযাতি গুৰু-  
চার্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপৰ্ব্বার কন্যা শশ্বিষ্ঠাকে  
বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

### শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মষিৰ্ভগবান্কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহমঃ ।

রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্বিবাহঃ প্রাতিলৌমিকঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—( শুকদেবং প্রতি )  
ভগবান্ কাব্যঃ ( গুৰুঃ ) ব্রহ্মষিঃ ( ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ )  
নাহমঃ চ ( যযাতিশ্চ ) ক্ষত্রবন্ধুঃ ( ক্ষত্রিয়বৰ্ণঃ অতঃ )  
রাজন্যবিপ্রয়োঃ ( ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণয়োঃ ) কস্মাৎ ( হেতোঃ )  
প্রাতিলৌমিকঃ ( কনিষ্ঠবর্ণেন জ্যেষ্ঠবর্ণস্য কন্যয়াঃ  
পাণিগ্রহণরূপঃ ) বিবাহঃ ( অভূৎ ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ভগ-  
বন্ ! গুৰুচার্য্য ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ আর নহম্ ক্ষত্রবলো-  
দ্ভূত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোম বিবাহ কিরূপে হইল  
॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণকন্যাগ্রহণশ্রবণাৎ যযাতিঃ ক্ষত্র-  
বন্ধুপদেন নিদ্दिष्टো রাজা অজাতচরতত্বেনৈবেতি  
জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহমঃ’—ব্রাহ্মণ-  
কন্যার পাণিগ্রহণ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ  
তাহার তত্ত্ব ( বিবরণ ) না জানিয়াই যযাতিকে  
এখানে ‘ক্ষত্রবন্ধু’—( ক্ষত্রিয়াধম ) পদে নির্দেশ  
করিয়াছেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

### শ্রীশুক উবাচ—

একদা দানবেন্দ্রস্য শশ্বিষ্ঠা নাম কন্যাকা ।

সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥ ৬ ॥

দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে ।

ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেহবলা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—( পরীক্ষিতং প্রতি  
নান্ন প্রতিলোমতাদোষঃ ঈশ্বরঃ ঘটনাদিতি দর্শয়ন্  
কথামাহ একদেত্যাদি ) একদা দানবেন্দ্রস্য ( বৃষপৰ্ব্বণঃ )  
ভামিনী ( অতিকোপনা ) অবলা শশ্বিষ্ঠা নাম কন্যাকা  
সখীসহস্রসংযুক্তা ( সখীনাং সহস্রৈঃ সংযুক্তা সতী )  
গুরুপুত্র্যা চ ( গুরোঃ গুৰুস্য পুত্র্যা কন্যয়া ) দেবযান্যা  
চ ( সহ ) পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে ( পুষ্পিতৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ  
সঙ্কুলে ব্যাপ্তে ) কলগীতালিনলিনীপুলিনে ( কলগীতাঃ  
মধুরশব্দায়মানাঃ অলয়ো যেষু তানি নলিনীপুলিনানি  
যস্মিন্ তস্মিন্ ) পুরোদ্যানে ( অন্তঃপুরবক্ষবাটি-  
কায়াং ) ব্যচরৎ ( পরিবদ্যাম ) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—একদিন বৃষ-  
পৰ্ব্বার কন্যা শশ্বিষ্ঠা সহস্র সখী-সঙ্গে গুরুপুত্রী দেব-  
যানীর সহ পুরী মধ্যস্থ উদ্যানে বিচরণ করিতেছিল ।  
সেই স্থান পুষ্পভারাবনত বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ ছিল  
এবং তত্রস্থ নলিনী পুলিনে অলিকুল মধুর শব্দ  
করিতে করিতে বিহার করিতেছিল ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—দানবেন্দ্রস্য বৃষপৰ্ব্বণঃ । কলগীতা-  
লয়ো যেষু তথাবিধানি নলিনী পুলিনানি যস্মিংস্তত্র  
॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দানবেন্দ্রস্য’—দানবরাজ  
বৃষপৰ্ব্বার কন্যা শশ্বিষ্ঠা । ‘কলগীতালি-নলিনী-  
পুলিনে’—অব্যক্ত মধুর গীত যাহাদের, তাদৃশ ভৃঙ্গ-  
গণ যেখানে, সেই সকল নলিনী-পুলিন অর্থাৎ পদ্ম-  
বন যেখানে তথায়, ( অর্থাৎ ভ্রমরগুণনমুখর পদ্ম-  
পুষ্প-শোভিত সরোবরের তীরে সখীসহস্র-পরিবৃত্তা  
শশ্বিষ্ঠা দেবযানীর সহিত বিচরণ করিতেছিলেন । )  
॥ ৬-৭ ॥

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ ।

তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহুঃ সিঞ্চতীমিথঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কমললোচনাঃ ( পদ্মলোচনাঃ ) তাঃ

কন্যাঃ, জলাশয়ম্ আসাদ্য ( প্রাপ্য ) তীরে ( জলা-  
শয়তীরে ) দুকূলানি ( পট্টবস্ত্রাণি ) ন্যস্য ( নিধায় )  
মিথঃ সিঞ্চতীঃ ( অন্যোন্যং জলপ্রক্ষেপং কুর্ন্তব্যঃ )  
বিজহুঃ ( জলবিহারং চক্ৰুঃ ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মনয়না সেই কন্যাগণ জলাশয়  
দেখিয়া তাহার তটে নিজ নিজ বস্ত্র রাখিয়া পরস্পর  
জল সেচন করিতে করিতে জলবিহার করিতে লাগিল  
॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সিঞ্চতীঃ সিঞ্চন্ত্যঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সিঞ্চতীঃ’—সিঞ্চন্ত্যঃ ( প্রথ-  
মার বহুবচন হইবে ), পরস্পর জল সিঞ্জন করিতে  
করিতে সেই কন্যাগণ বিহার করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা ব্রুমস্থিতম্ ।  
সহসোত্তীৰ্য্য বাসাংসি পর্যধুত্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯॥

অম্বয়ঃ—স্ত্রিয়ঃ ( জলে বিহরন্ত্যঃ কন্যকাঃ )  
দেব্যা ( উময়া ) সহ ব্রুমস্থিতং ব্রজন্তং ( গচ্ছন্তং )  
গিরিশং ( শিবং ) বীক্ষ্য ( দৃষ্ট্বা ) ব্রীড়িতাঃ ( লজ্জিতাঃ  
সত্যঃ ) সহসা ( দ্রুতম্ ) উত্তীৰ্য্য ( জলাৎ ইতি শেষঃ )  
বাসাংসি ( বস্ত্রাণি ) পর্যধুঃ ( পরিহিতবত্যাঃ ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—জলে বিহার করিতে করিতে ঐ  
কন্যাকাগণ উমাদেবী সহ গিরীশকে ব্রুমোপরি আরো-  
হণ পূর্বক আগমন করিতে দেখিতে পাইল এবং  
অত্যন্ত লজ্জা সহকারে সহসা তীরে উখিত হইয়া বস্ত্র  
পরিধান করিল ॥ ৯ ॥

শম্মিষ্ঠাজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ ।

স্বীয়ং মত্ৰা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—শম্মিষ্ঠা ( দানবকন্যা ) অজানতী  
( অজা সতী ) স্বীয়ং মত্ৰা গুরুপুত্র্যাঃ ( দেবযান্যাঃ )  
বাসঃ ( বস্ত্রং ) সমব্যয়ৎ ( পর্যধাৎ ) । দেবযানী  
প্রকুপিতা ( ক্রুদ্ধা সতী ) ইদং ( বক্ষ্যমাণং বাক্যম্ )  
অব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শম্মিষ্ঠা না জানিয়া গুরুপুত্রী দেব-  
যানীর বস্ত্র পরিধান করিলে দেবযানী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা  
হইয়া তাকে বলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অজানতী স্বীয়ং মত্ৰা গুরুপুত্র্যাঃ বাসঃ  
সমব্যয়ৎ পর্যধাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অজানতী’—না জানিয়া,  
অর্থাৎ নিজ বসন মনে করিয়া শম্মিষ্ঠা গুরুপুত্রী  
দেবযানীর বসন পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কন্ম হ্যসাম্প্রতম্ ।

অস্মদ্বার্য্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—অহো ! ( ক্ষেপসূচকমব্যয়ম্ ) অস্যাঃ  
দাস্যাঃ ( শম্মিষ্ঠায়াঃ ) অসাম্প্রতম্ ( অন্যাত্ম্যং ) কন্ম  
নিরীক্ষ্যতাং ( দৃশ্যতাং যুগ্মাভিরিতি শেষঃ ) শুনী  
( হবিঃগ্রহণাযোগ্যা কুরুরী ) অধ্বরে ( যন্ত্রে ) হবিঃ  
ইব ( যথা কদাচিত্ যজ্ঞীয়ং হবিঃ স্পৃশতি তথা ইয়-  
মপি ) অস্মদ্বার্য্যং ( মম ধারণযোগ্যং বস্ত্রং ) ধৃত-  
বতী ( পরিহিতবতী ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যন্ত্রে কুরুরী যেরূপ যজ্ঞীয় হবি স্পর্শ  
করে তুই তদ্রূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিলি  
॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অসাম্প্রতমনুচিতং ব্রাহ্মণৈর্ধার্য্যং হবিঃ  
শুনীব ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অসাম্প্রতম্’—অনুচিত,  
তোমারা এই দাসীর অন্যায় কার্য্য লক্ষ্য কর ।  
‘শুনীব’—কুরুরী যেরূপ ব্রাহ্মণগণের ধার্য্য যজ্ঞের  
হবিঃ গ্রহণ করে, এই দাসীও সেরূপ আমার পরিধেয়  
বস্ত্র পরিধান করিয়াছে ॥ ১১ ॥

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য য়ে ।

ধার্য্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদশিতঃ ॥১২॥

যান্ বন্দন্ত্যপতিষ্ঠন্তে লোকনাথঃ সুরেশ্বরঃ ।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥ ১৩ ॥

বয়ং তথাপি ভৃগবঃ শিষ্যোহস্য নঃ পিতাসুরঃ ।

অস্মদ্বার্য্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—যে ( ব্রাহ্মণাঃ ) পরস্য পুংসঃ ( ব্রহ্মণঃ )  
মুখং ( মুখাদুৎপন্নত্বেন তৃপ্তিদ্ধাত্বেন চ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ )  
যৈঃ ( ব্রাহ্মণৈঃ ভৃগ্বাদিভিঃ ) তপসা ইদং ( বিশ্বং )  
সৃষ্টং, যৈ ( ব্রাহ্মণৈঃ চ ) ইহ জ্যোতিঃ ( পরং ব্রহ্ম )

ধার্ম্যতে ( উপাস্যতে যৈঃ ) শিবঃ ( ক্ষেমকরঃ ) পত্ন্যঃ  
( বৈদিকমার্গশ্চ ) প্রদশিতঃ, সুরেশ্বরঃ লোকনাথঃ  
( কিমূত ) পাবনঃ বিশ্বাত্মা ( সর্বময়ঃ ) ভগবান্  
শ্রীনিকेतনঃ ( মাধবঃ ) অপি যান্ ( ব্রাহ্মণান্ )  
বন্দন্তি ( অর্চয়ন্তি ), উপতিষ্ঠন্তে ( প্রত্যুদগচ্ছন্তি চ )  
তথাপি ( তদেবং ব্রাহ্মণমাত্রমেব তাবৎ পূজ্যং তত্রাপি  
তেষু ব্রাহ্মণেষু অপি বিশেষতঃ ) বয়ং ভগবঃ ( ভৃগু-  
বংশজাতা অতঃ পূজ্যতমা ইত্যর্থঃ )। অস্যাঃ  
( শ্মিত্তায়াঃ ) পিতা অসুরঃ ( রুষপর্ক্য ) নঃ  
( অশ্মাকং ) শিষ্যঃ, ( এবং সত্যপি ) শূদ্রঃ বেদম্  
ইব ( ধারণযোগ্যং বেদং যথা ধারয়তি তথা ) ( ইয়ম )  
অসতী ( শ্মিত্তা ) অশ্মদধার্ম্যং ( মম ধারণযোগ্যং )  
বস্ত্রং ধৃতবতী ॥ ১২-১৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা পরমপুরুষের মুখ স্বরূপ,  
যাঁহারা তপস্যা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি  
করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে ( হৃদয় মধ্যে ) ধারণ  
করেন, যাঁহারা মঙ্গলময় পত্নীর অর্থাৎ বেদমার্গের  
প্রদর্শক, সুরেশ্বরগণ অধিক কি পরম পাবন বিশ্বাত্মা  
শ্রীনিবাসও যাঁহাদিগকে বন্দনা ও পূজা করিয়া  
থাকেন সেই ব্রাহ্মণগণই একমাত্র পূজ্য, তাহাতে  
আবার আমরা ভৃগুবংশজাত, এই দাসীর পিতা অসুর  
রুষপর্ক্য আমাদের শিষ্য, তথাপি এই অসতী শূদ্রের  
বেদ ধারণের ন্যায় আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণ  
করিল ॥ ১২-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনৌচিত্যমেবাহ ত্রিভিঃ যৈর্দক্ষাদিভিঃ  
জ্যোতির্ব্রহ্ম তদেবং ব্রাহ্মণমাত্রমেব তাবৎ পূজ্যং,  
তত্রাপি বয়ং ভগবঃ তত্রাপ্যস্যাঃ পিতা নঃ শিষ্যঃ  
॥ ১২-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনৌচিত্যই তিনটি শ্লোকে  
বলিতেছেন। ‘যৈঃ’—দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ  
মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক। ‘জ্যোতির্ব্রহ্ম’—স্বয়ং  
প্রকাশরূপ পরব্রহ্মকে ব্রাহ্মণগণ হৃদয়ে ধারণ করি-  
য়াছেন। ইহাতে যদিও সাধারণতঃই ব্রাহ্মণগণ  
পূজ্য, তন্মধ্যে আমরা আবার ভৃগুবংশীয় বলিয়া  
বিশেষ সন্মানভাজন, বিশেষতঃ ইহার পিতা অসুর  
রুষপর্ক্য আমাদের শিষ্য ॥ ১২-১৪ ॥

এবং ক্ষিপন্তীং শ্মিত্তা গুরুপুত্রীমভাষত ।

রুশা স্বসন্ত্যরঙ্গীব ধমিতা দণ্ডদচ্ছদা ॥ ১৫ ॥

অশ্বয়ঃ—ধমিতা ( নিষ্ঠুরবাক্যেঃ পীড়িতা )  
শ্মিত্তা রুশা ( ক্রোধেন ) উরগী ( পন্নগী ) ইব স্বসন্তী  
( স্বাসং মুঞ্চন্তী ) দণ্ডদচ্ছদা ( দণ্ডেটা দচ্ছদৌ অধ-  
রোষ্ঠৌ যয়া তথাভূতা সতী ) এবং ক্ষিপন্তীং ( তির-  
স্কুর্বতীং ) গুরুপুত্রীং ( দেবযানীম্ ) অভাষত  
( অত্রবীৎ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—দেবযানীর এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্যে  
অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া শ্মিত্তা ক্রোধে সপিনীর ন্যায়  
মুহুমুহু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধরোষ্ঠ  
দংশন পূর্বক গুরুপুত্রী দেবযানীকে তিরস্কার সহ-  
কারে বলিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

আত্মবৃত্তমবিজায় কথসে বহু ভিক্ষুকি ।

কিং ন প্রতীক্ষসেহশ্মাকং গৃহান্ বলিভূজো যথা ॥ ১৬ ॥

অশ্বয়ঃ—( হে ) ভিক্ষুকি ! আত্মবৃত্তং ( আত্মনঃ  
বৃত্তং চরিতম্ অবিজায় কথং ) বহু কথসে ( বহুধা  
আত্মনং ভ্রাম্যসে ব্যর্থবচনং বদসি ইত্যর্থঃ ) বলিভূজঃ  
যথা ( বায়সাঃ ইব ভূম্ ) অশ্মাকং গৃহান্ ন প্রতী-  
ক্ষসে কিং ( জীবনার্থং ন প্রতীক্ষিতবতাসি কিম্ )  
॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে ভিক্ষুকি ! নিজ-আচরণ না বুঝিয়া  
অকারণ অধিক বাক্য বলিতেহিস্ কেন ? কাকের  
ন্যায় তোরা আমাদের গৃহ প্রতীক্ষা করিস্ না কি ? ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বলিভূজঃ কাকাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বলিভূজঃ’—কাক, তোমরা  
কি কাকের ন্যায় আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না ?  
॥ ১৬ ॥

এবম্বিধৈঃ সুপুরুষৈঃ ক্ষিপ্তাচার্য্যসূতাং সতীম্ ।

শ্মিত্তা প্রাক্ষিপৎ কৃপে বাসশ্চাদায় মন্যুনা ॥ ১৭ ॥

অশ্বয়ঃ—শ্মিত্তা এবম্বিধৈঃ ( পূর্বোক্তপ্রকারৈঃ )  
সুপুরুষৈঃ ( অতিকঠোরৈঃ বচোভিঃ ) আচার্য্যসূতাম্  
( আচার্য্যস্য গুরুস্য সূতাং ) সতীং ( দেবযানীং )  
ক্ষিপ্তা ( তিরস্কৃত্য ) মন্যুনা ( ক্রোধেন ) বাসঃ চ

( বস্ত্রং চ ) আদায় ( গৃহীত্বা তাং ) কৃপে প্রাক্ষিপৎ  
( নিচিক্ষেপ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শম্ভিষ্ঠা এই প্রকার কঠোর বাক্যে  
গুরুপুত্রী দেবযানীকে তিরস্কার পূর্বক ক্রোধে বস্ত্র  
হরণ করিয়া লইল এবং তাহাকে কৃপমধ্যে নিক্ষেপ  
করিল ॥ ১৭ ॥

তস্যাং গতায়ান্ স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্ ।

প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কৃপে জলাত্মী তাং দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—( দেবযানীং কৃপে প্রক্ষিপ্য ) তস্যাং  
( শম্ভিষ্ঠায়াং ) স্বগৃহং গতায়ান্ ( সত্যাং ) যযাতিঃ  
মৃগয়াং চরন্ ( কুর্ষন্ ) যদৃচ্ছয়া ( ভাগ্যক্রমেণ )  
জলাত্মী ( জলপিপাসুঃ সন্ কৃপসমীপং প্রাপ্তঃ ) কৃপে  
তাং ( নগ্নাং দেবযানীং ) দদর্শ হ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দেবযানীকে কৃপে নিক্ষেপ করিয়া  
শম্ভিষ্ঠা গৃহে গমন করিলে যযাতি মৃগয়া করিতে  
করিতে তৃষ্ণাতুর হইয়া ঘটনা ক্রমে ঐ কৃপ-সমীপে  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দেবযানীকে  
দেখিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে ।

গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দয়াপরঃ ( দয়ালুঃ ) রাজা ( যযাতিঃ )  
বিবাসসে ( নগ্নায়ৈ ) তস্যৈ ( দেবযান্যৈ ) স্বং ( স্বকী-  
য়ম্ ) উত্তরম্ ( উত্তরীয়ং ) বাসঃ ( বস্ত্রং ) দত্ত্বা  
পাণিনা ( স্বকীয়েন ) পাণিং ( দেবযানীহস্তং ) গৃহীত্বা  
উজ্জহার ( উন্নতবান্ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি দয়াপরবশ হইয়া নগ্না  
দেবযানীর নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিলেন  
এবং নিজ হস্ত দ্বারা দেবযানীর হস্ত ধারণ পূর্বক  
তাহাকে কৃপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন ॥ ১৯ ॥

তং বীরমাহোশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা ।

রাজংস্তয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপূরজয়ঃ ॥ ২০ ॥

হস্তগ্রাহোহপরো মাভূদগৃহীতায়াস্তুয়া হি মে ।

এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নো ন পৌরুষঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—( তদা ) ঔশনসী ( দেবযানী ) প্রেম-  
নির্ভরয়া ( প্রেমপূর্ণয়া ) গিরা ( বাক্যেন ) তং বীরং  
( যযাতিম্ ) আহ ( ব্রবীতি হে ) পরপূরজয় !  
( পরেযাং শক্রগাং পুরাঃ জয়তীতি তথাত্মতঃ ) রাজন্ ।  
( যযাতে ) ত্বয়া মে ( মম ) পাণিঃ গৃহীতঃ ( হে )  
বীর ! ( যযাতে ! ) ত্বয়া গৃহীতায়ঃ মে ( মম )  
হি অপরঃ ( অন্যঃ ) হস্তগ্রাহঃ ( হস্তং গৃহীতি যঃ  
সঃ পাণিগ্রহীতা ) মাভূৎ ( ত্বমেব মাম্ উদবহস্ত  
ইত্যর্থঃ ) নো ( আবয়োঃ ) এষঃ ( ভর্তৃভার্যাভাবরূপঃ )  
সম্বন্ধঃ ঈশকৃতঃ ( ঈশ্বরেণ কৃতঃ ) ন তু পৌরুষঃ  
( পুরুষেণ জাগতিকজনেন কৃতঃ ) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—দেবযানী প্রেমপূর্ণবাক্যে বীর যযাতিকে  
বলিন—হে শক্রপুরী জয়কারী রাজন্ ! আপনি  
আমার পাণি গ্রহণ করিলেন । হে বীর ! আপনি  
যে আমার কর গ্রহণ করিলেন সেই কর যেন অন্য  
কেহ গ্রহণ না করে । আমাদের এই স্বামী, স্ত্রী  
সম্বন্ধ ঈশ্বর-কৃত, কোন জাগতিক ব্যক্তি-কৃত নহে  
॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিং জাতিস্তুমিত্যুক্তা সা রাজমৌশনসী  
ভবামীতি প্রোবাচেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঔশনসী’—‘তোমরা কোন  
জাতি ?’ রাজা এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবযানী  
বলিলেন—হে রাজন্ ! আমি গুন্ডাচার্য্যের কন্যা  
॥ ২০-২১ ॥

যদিদং কৃপমগ্নায়ান্ ভবতো দর্শনং মম ।

ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভূজ ।

কচস্য বাহ্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপৎ পুরা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ ( যস্মাৎ হেতোঃ ) কৃপমগ্নায়ান্  
মম ভবতঃ ইদম্ ( অসন্ত্যবি দর্শনম্ অভূৎ অথৈদং  
দর্শনম্ ঈশ্বরকারিতমেব মন্যে অতন্তমেব মম ভর্তা  
ইত্যর্থঃ হে ) মহাভূজ ! বাহ্পত্যস্য ( বৃহস্পতি-  
সূতস্য ) কচস্য শাপাৎ ( তব পতিব্রাহ্মণো মাভূৎ  
ইতি শাপাৎ ) ব্রাহ্মণঃ মে ( মম ) হস্তগ্রাহঃ ( ভর্তা )  
ন ভবিতা ( ভবিষ্যতি ) । যৎ ( কচং ) পুরা ( অগ্রে )  
অহম্ অশপৎ ( মৎপ্রার্থনস্য প্রত্যাখ্যানাৎ তবৈয়ং  
বিদ্যা নিষ্ফলা ভবতু ইতি শাপং দত্তবতী ) ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**—আমি কুপে মগ্না হইয়াছিলাম এরূপ অবস্থায় আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ চার হইল সুতরাং এইরূপ মিলন ঈশ্বর কর্তৃক সংঘটিত বলিয়াই মনে হইতেছে। বৃহস্পতিতনয় কচের শাপে আমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না তাহার কারণ ইতঃপূর্বে আমি কচকে পতিত্ব বরণ করিয়াছিলাম কিন্তু কচ আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি তাঁহাকে অভিশাপ করিয়াছিলাম, তাহাতে সেও আমাকে “তোমার ব্রাহ্মণ স্বামী হইবে না” বলিয়া অভিশাপ করে ॥২২॥

**বিশ্বনাথ**—যমশপৎ পুরেতি বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ কচঃ শুক্লান্মৃতসজীবনীং বিদ্যামধ্যগাৎ। তদা চ দেবযানী তং পতিঞ্চকমে, স চ গুরুপুত্রী মম পূজ্যোতি ন তামুদ-বহৎ। ততশ্চ কুপিতা সতী তবেয়ং বিদ্যা নিষ্ফলা ভবত্বিতি তং শশাপ। স চ তব ব্রাহ্মণঃ পতিনং ভবেদিতি তাং শশাপেতি ॥ ২২ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘যম্ অশপম্ পুরা’—আমি পূর্বে যাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলাম। একসময় বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্লাচার্য্যের নিকট মৃতসজীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে দেবযানী তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কচ ‘গুরুপুত্রী আমার পূজ্যা’, এই হেতু তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবযানী, ‘তোমার এই বিদ্যা নিষ্ফলা হউক’—এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। তিনিও ‘কোন ব্রাহ্মণ তোমার পতি হইবে না’—এই বলিয়া দেবযানীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাশ্রয়ঃ।

মনস্ত তদগতং বুদ্ধা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥ ২৩ ॥

**অবয়বঃ**—যযাতিঃ অনভিপ্রেতম্ ( অশাস্ত্রীয়ত্বেন অনীপ্সিতমপি ) আশ্রয়ঃ ( সম্বন্ধে ) দৈবোপহৃতং ( দৈবেন উপহৃতং প্রাপিতং ) বুদ্ধা ( জ্ঞাত্বা ) তদগতং ( তস্যাঃ গতং স্বকামং স্বং ) মনঃ তু ( বুদ্ধা ) তদ্বচঃ ( তস্যাঃ বচঃ ) প্রতিজগ্রাহ ( স্বীচকার ) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ**—অশাস্ত্রীয় প্রযুক্ত অনভিপ্রেত হইলেও যযাতি দৈবযোগে মিলিত বোধ করিয়া এবং নিজকে

তদগতচিত্ত জানিয়া দেবযানীর বাক্য অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২৩ ॥

**বিশ্বনাথ**—ব্রাহ্মণকন্যাপরিণয়সাধনসাধনত্বাদন-ভিপ্রেতং দৈবেন পরমেশ্বরেণৈব আশ্রয়ে উপহৃত-মিত্যত্র হেতুং তদগতং স্বমনশ্চ বুদ্ধা বাল্যমারভ্য মদীয়ং মনঃ কুচিদপি নাধর্ম্মেইরমত নাপি মৎপ্রভু-সুচরনৈকশরণস্য মম মনো হাধর্ম্মে রময়েদিতি ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিরিত্যতো নামমধর্ম্মো ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য তস্যা বচঃ প্রতিজগ্রাহ ॥ ২৩ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—ব্রাহ্মণকন্যা পরিণয় অধর্ম্ম-সাধন অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনভিপ্রেত হইলেও রাজা যযাতি ‘দৈবেন উপহৃতং’—উহা দৈবকর্তৃক প্রাপিত মনে করিলেন। তদ্বিশয়ে হেতু—‘তদগতং স্বমনশ্চ বুদ্ধা’, দেবযানীর প্রতি নিজ চিত্তের অনুরাগ উপলব্ধি করিয়া, অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে আমার মন কখনও অধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হয় নাই এবং আমার প্রভুও তাঁহার চরণে শরণাগত আমার মনকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত করান নাই, ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি এবং ইহাতে আমার অধর্ম্ম হইবে না—এরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা দেবযানীর প্রস্তাববাক্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন ॥ ২৩ ॥

গতে রাজনি সা ধীরে তত্র স্ম রুদতী পিতৃঃ।

ন্যাবেদয়ৎ ততঃ সর্ব্বমুক্তং শশ্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ॥২৪॥

**অবয়বঃ**—ধীরে ( বিজ্ঞে ) রাজনি ( যযাতৌ ) গতে ( সতি ) সা ( দেবযানী ) রুদতী ( ক্রন্দন্তী সতী ) তত্র স্ম ( স্বত্ববনে গতা ) ততঃ পিতৃঃ ( শুক্লা-চার্য্যস্য সকাশে ) শশ্মিষ্ঠয়া উক্তং ( ভিক্ষুকি ! ইত্যাদি কথিতং বাক্যং ) কৃতম্ ( অনুষ্ঠিতঞ্চ কুপপ্রক্ষেপাদি ) সর্ব্বং ন্যাবেদয়ৎ ( নিবেদিতবতী ) ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ**—অনন্তর বিজ্ঞ রাজা যযাতি চলিয়া গেলে দেবযানী ক্রন্দন করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিল এবং পিতা শুক্লাচার্য্য-সন্নিধানে তাহার প্রতি শশ্মিষ্ঠার উক্তি ও কুপে নিক্ষেপাদি বিবরণ সকলই নিবেদন করিল ॥ ২৪ ॥

দুৰ্ম্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগৰ্হয়ন্ ।

স্ববন বৃত্তিঞ্চ কাপোতীং দুহিত্বা স যযৌ পুরাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—( তদাকৰ্ণ্য ) সঃ ভগবান্ কাব্যঃ ( গুৰুঃ ) দুৰ্ম্মনাঃ ( দুঃখিতান্তঃকরণঃ সন্ ) পৌরোহিত্যং ( পুরোহিতকৰ্ম্ম ) বিগৰ্হয়ন্ ( জুগুপ্সমানঃ ) কাপোতীং বৃত্তিঞ্চ ( উচ্ছবৃত্তিঃ ) স্ববন্ চ ( প্রশংসমানঃ চ ) দুহিত্বা ( দেবযান্যা সহ ) পুরাৎ যযৌ ( বহির্জগাম ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তাহা শ্রবণ করিয়া গুৰুচাৰ্য্য অতীব দুঃখিত হইয়া পৌরোহিত্যকৰ্ম্মের নিন্দা এবং উচ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে দেবযানীর সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কাপোতীমুচ্ছবৃত্তিচ্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কাপোতীং’—উচ্ছবৃত্তি, (দেবযানীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে গুৰুচাৰ্য্য মনঃক্লুম হইয়া পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দা এবং উচ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে কন্যার সহিত দৈত্যপুরী হইতে অন্যত্র গমন করিলেন । ) ॥ ২৫ ॥

বৃষপৰ্ব্বা তমাজ্জায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্ ।

গুরুং প্রসাদয়ন্মুদ্রা পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—বৃষপৰ্ব্বা ( দানবরাজঃ ) প্রত্যনীকবিবক্ষিতং ( প্রতিকুলশাপময়ং বিবক্ষিতং বক্তৃমিষ্টং যস্য তথাভূতং ) তং গুরুং ( গুৰুচাৰ্য্যম্ ) আজ্জায় ( জোড়া ) পথি মুদ্রা ( শিরসা ) পাদয়োঃ পতিতঃ ( সন্ ) প্রসাদয়ৎ ( প্রসন্নং চকার ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—গুরু গুৰুচাৰ্য্য আমাদের প্রতি শাপ-প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া বহির্গত হইয়াছেন জানিয়া, বৃষপৰ্ব্বা পথিমধ্যে গুৰুচাৰ্য্যের পদতলে স্বীয় মস্তক সমর্পণ দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যনীকেষু দেবেষু বিবক্ষিতম্ অসুরান্ পরিত্যজ্য যুস্থানেব জয়ং প্রাপয়ামীত্যাদিকং বক্তৃমিষ্টং যস্য তথাভূতং তন্ম আজ্জায় ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রত্যনীক-বিবক্ষিতং’—দেবগণের প্রতি ‘অসুরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের জয় আনয়ন করিব’—এরূপ বলিবার অভিলাষ

যাঁহার, তাদৃশ গুৰুচাৰ্য্যকে বুঝিয়া ( অর্থাৎ শত্রু দেবতাগণের বিজয়সম্পাদনই সম্প্রতি গুরু গুৰুচাৰ্য্যের অভিপ্রায়, ইহা বুঝিয়া রাজা বৃষপৰ্ব্বা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পথিমধ্যে অবনতমস্তকে গুৰুচাৰ্য্যের পদযুগলে পতিত হইলেন । ) ॥ ২৬ ॥

ক্ষণাৰ্দ্ধমন্যুভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ ।

কামোহস্যঃ ক্লিয়তাং রাজমৈনাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষণাৰ্দ্ধমন্যুঃ ( ক্ষণাৰ্দ্ধকালং মন্যুঃ কোপঃ যস্য সঃ ) ভগবান্ ভার্গবঃ ( গুৰুঃ ) শিষ্যং ( বৃষপৰ্ব্বাণং ) ব্যাচষ্ট ( অকথৎ )—রাজন্ ! অস্যাঃ ( দেবযান্যাঃ ) কামঃ ( যদভিলষিতং তৎ ) ক্লিয়তাম্ ! ইহ ( সংসারে অহম্ ) এনাং ( দেবযানীং ) ত্যক্তুং ( বিহাতুং ) ন উৎসহে ( ন সমর্থোহস্মি ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতি অল্পকাল মধ্যে গুৰুর ক্রোধ প্রশমিত হইল, তিনি শিষ্য বৃষপৰ্ব্বাকে বলিলেন,—হে রাজন্ ! দেবযানীর অভিলাষানুযায়ী কৰ্ম্ম কর, সংসারে আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥ ২৭ ॥

তথ্যেতাবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্ ।

পিত্তা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামন্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তথা ( তদেবম্ ) ইত্যপীকৃত্য ) অবস্থিতে ( রাজনি বৃষপৰ্ব্বণি ) দেবযানী মনোগতম্ ( অভিপ্রায়ং ) প্রাহ ( উক্তবতী )—পিত্তা ( গুৰুচাৰ্য্যেন ) দত্তা ( সতী অহং ) যতঃ ( যচ্চিন্মন্ ভর্তৃগৃহে ) যাস্যে ( গমিষ্যামি ), সানুগা ( সসখী শশ্বিষ্ঠা ) মাম্ অনুযাতু ( অনুগচ্ছতু ইতি ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—গুৰুচাৰ্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষপৰ্ব্বা দেবযানীর প্রসন্নতা প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন দেবযানী স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—‘‘পিতা কর্তৃক প্রদত্তা হইয়া আমি যে, আমার গৃহে গমন করিব সখী শশ্বিষ্ঠাও সেই স্থানে আমার অনুগামিনী হউক’’ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তথ্যেতি দেবযান্যাঃ পাদয়োঃ পতিত্বা

রূষপৰ্বণাবস্থিতে সতি । মনোগতমেব প্রাহ প্রকট-  
মুবাচ । সানুগা সখিসহিতা শ্মিষ্ঠা মামনুষ্যদ্বিতি  
॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তথৈতি অবস্থিতে’—‘তাহাই  
হইবে’, এরূপ বলিয়া দেবযানীর পদযুগলে পতিত  
হইয়া রূষপৰ্বা অবস্থান করিতে থাকিলে, দেবযানী  
নিজের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—  
‘আমি পিতা কর্তৃক প্রদত্তা হইয়া যেখানে যাইব,  
তোমার কন্যা শ্মিষ্ঠাও সহচরীগণের সহিত সেই  
স্থানে আমার অনুগামিনী হউক ॥’ ২৮ ॥

পিত্তা দত্তা দেবযান্যৈঃ শ্মিষ্ঠা সানুগা তদা ।  
স্থানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্ ।  
দেবযানীং পর্যাচরৎ স্ত্রীসহস্রেন দাসবৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তৎ ( ততঃ শুক্রাৎ কুপিতাৎ )  
স্থানাম্ ( অসুরাণাং ) সঙ্কটং বীক্ষ্য ( দৃষ্টা ) তৎ  
( ততঃ প্রসন্নাৎ ) অর্থস্য ( স্ব-প্রয়োজনস্য ) গৌরবং  
চ ( বীক্ষ্য ) দাসবৎ ( ভৃত্যতুল্যং রূষপৰ্বা পর্যাচরৎ ),  
পিত্তা ( রূষপৰ্বণা ) দেবযান্যৈ দত্তা সানুগা ( সখি-  
সহিতা ) শ্মিষ্ঠা স্ত্রীসহস্রেন দেবযানীং পর্যাচরৎ  
( অসেবত ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য কুপিত হইলে আমাদের  
সঙ্কট উপস্থিত হইবে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে আমা-  
দের প্রয়োজন সিদ্ধির গুরুতর সম্ভাবনা—এইরূপ  
বিবেচনা করিয়া রূষপৰ্বা শুক্রাচার্য্যের দাসের ন্যায়  
সেবা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় কন্যা শ্মিষ্ঠাকে  
দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন । শ্মিষ্ঠাও পিতৃ-  
কর্তৃক প্রদত্তা হইয়া সহস্র সখীর সহিত দেবযানীর  
পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ততঃ শুক্রাৎ কুপিতাৎ স্থানামসুরাণাং  
সঙ্কটং বীক্ষ্য তথৈব তত্ততঃ প্রসন্নাৎ অর্থস্য স্বপ্রয়ো-  
জনস্য গৌরবঞ্চ বীক্ষ্য দাসবদ্ দাস ইব রূষপৰ্বা  
পর্যাচরৎ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্থানাং তৎসঙ্কটং’—শুক্রা-  
চার্য্য কুপিত হইলে অসুরগণের সঙ্কট, আর তিনি  
প্রসন্ন হইলে নিজেদের গুরুতর কার্য্যসিদ্ধি—এরূপ

বিবেচনা করিয়া রূষপৰ্বা শুক্রাচার্য্যের দাসের ন্যায়  
সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

নাহমায় সুতাং দত্তা সহ শ্মিষ্ঠায়োশনা ।

তমাহ রাজন্ শ্মিষ্ঠামধাস্তল্লেন ন কহিচিৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—উশনা ( শুক্রাচার্য্যঃ ) নাহমায় ( যযা-  
তয়ে ) শ্মিষ্ঠয়া সহ সুতাং ( দেবযানীং ) দত্তা  
( সম্প্রদায় ) ( যযাতিম্ ) আহঃ ( ব্রবীতি—হে )  
রাজন্ ! কহিচিৎ ( কদাপি ) শ্মিষ্ঠাং তল্লেন ( শয্যা-  
য়াং ন অধাঃ ( নোপগচ্ছেঃ ) ) ১ ৩০ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য শ্মিষ্ঠাসহ দেবযানীকে  
যযাতি-রাজার হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে বলিলেন,  
—হে রাজন্ ! আপনি এই শ্মিষ্ঠাকে কখনও নিজ  
শয্যায় গ্রহণ করিতে পারিবেন না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কহিচিদিপি তল্লেন ন অধাঃ ন ধেহি ন  
ধাস্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন কহিচিৎ’—শুক্রাচার্য্য  
যযাতিকে বলিলেন,—‘তুমি কখনও শ্মিষ্ঠাকে নিজ  
শয্যায় গ্রহণ করিবে না’ ॥ ৩০ ॥

বিলোকোশনসীং রাজন্ শ্মিষ্ঠা সুপ্রজাং কৃচিৎ ।

তমেব বত্রে রহসি সখ্যাঃ পতিযুতো সতী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! সতী শ্মিষ্ঠা উশনসীং  
( দেবযানীং ) সুপ্রজাং ( শোভনাপত্যবতীং ) বিলোকা  
( স্বয়মপি ) কৃচিৎ ( কদাচিৎ ) ঋতৌ ( ঋতুকালে  
প্রাপ্তে ) সখ্যাঃ ( দেবযান্যাঃ ) পতিং তম্ এব ( যযাতি-  
মেব ) রহসি ( নিজ্ঞানে ) বত্রে ( প্রার্থনামাস ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—( শ্রীশুকদেব কহিলেন,— ) হে  
রাজন্ ! শ্মিষ্ঠা দেবযানীকে সুপুত্রবতী দেখিয়া  
কোন সময় ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, সসখী দেব-  
যানীর পতি যযাতিকে নিজ্ঞানে পুত্রোৎপাদনার্থ প্রার্থনা  
করিল ॥ ৩১ ॥

রাজপুত্রার্থিতোহপত্যে ধর্ম্মধাবেক্ষ্য ধর্ম্মবিৎ ।

স্মরন্ শুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ॥ ৩২ ॥

**অম্বয়ঃ**—রাজপুত্র্যা ( শম্ভিষ্ঠা ) অপত্যে ( অপ-  
ত্যার্থে ) অথিতঃ ( প্রার্থ্যমানঃ ) ধর্মবিৎ ( ধর্মজ্ঞঃ  
যযাতিঃ ) ধর্মং চ ( অপত্যার্থম্ ঋতু কালে প্রার্থনাৎ  
তস্যাঃ কামপূরণং ধর্মমেব ) অবেক্ষ্য ( বিচার্য )  
গুরুবচঃ স্মরন্ ( কদাচিদপি শম্ভিষ্ঠাং তন্নে মাধাঃ  
ইতি ভৃগুবাচ্যং স্মরনপি ) কালে দিষ্টম্ ( ঈশ্বরো-  
দিষ্টং প্রেরিতং সঙ্গমম্ ) অভ্যপদ্যত ( অঙ্গীকৃতবান্,  
ন তু কামত ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ**—রাজপুত্রী শম্ভিষ্ঠা কর্তৃক অপত্যার্থ  
প্রার্থিত হইয়া ধর্মবিদ রাজা যযাতি—‘ইহার কামনা  
পূরণ করাই ধর্ম’—বিবেচনা করিয়া গুরুচার্য্যের  
বাক্য স্মরণ হইলেও ঈশ্বর প্রেরিত-বোধে শম্ভিষ্ঠার  
সহিত সঙ্গম অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৩২ ॥

**বিশ্বনাথ**—ধর্মবিদিতি অপত্যার্থম্ তু কালে প্রার্থয়-  
মানাম্ভাস্যঃ কামপূরণং ধর্ম এবতি জানন্ গুরুব-  
চশ্চ শম্ভিষ্ঠাসঙ্গপ্রতিষেধকং স্মরন্ দোলায়মানচিত্তো-  
হপি দিষ্টং দৈবপ্রাপিতং সঙ্গমেব প্রাপ ॥ ৩২ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘ধর্মবিৎ’—সন্তানোৎপাদনের  
জন্য ঋতুকালে প্রার্থয়মানা শম্ভিষ্ঠার কামপূরণ ধর্ম,  
ইহা বিবেচনা করিয়া এবং গুরুচার্য্যের শম্ভিষ্ঠাসঙ্গ-  
প্রতিষেধক নিষেধ বাক্য স্মরণ করতঃ দোলায়মান-  
চিত্ত হইয়াও, ‘দিষ্টমেব’—উহা দৈবপ্রাপিত জানে  
শম্ভিষ্ঠার সহিত সঙ্গমই স্বীকার করিলেন ॥ ৩২ ॥

**যদুঞ্চ তুর্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যাজায়ত ।**

**দ্রহ্মাঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শম্ভিষ্ঠা বার্ষপর্ষণী ॥ ৩৩ ॥**

**অম্বয়ঃ**—দেবযানী যদুং চ তুর্বসুং চ এব  
ব্যাজায়ত ( প্রসুযবে ) । বার্ষপর্ষণী ( বৃষপর্ষণঃ  
কন্যা ) শম্ভিষ্ঠা দ্রহ্মাং চ অনুং চ পুরুং চ ( ব্যাজায়ত )  
॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ**—দেবযানী যদু ও তুর্বসু এবং শম্ভিষ্ঠা  
দ্রহ্মা, অনু ও পুরু—এই তিন পুত্র প্রসব করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩৩ ॥

**বিশ্বনাথ**—ব্যাজায়ত ব্যাজনয়ৎ ॥ ৩৩ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘ব্যাজায়ত’—উৎপাদন করিয়া-  
ছিলেন ( অর্থাৎ দেবযানী যদু ও তুর্বসু এই দুই পুত্র

এবং শম্ভিষ্ঠা দ্রহ্মা, অনু ও পুরু—এই তিন পুত্র  
প্রসব করিয়াছিলেন ) ॥ ৩৩ ॥

**গর্ভসম্ভবমাসুর্যা ভর্তৃবিজায় মানিনী ।**

**দেবযানী পিতৃর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমুচ্ছিতা ॥ ৩৪ ॥**

**অম্বয়ঃ**—ভর্তৃঃ ( যযাতেঃ স কাশাৎ ) আসুর্যাঃ  
( শম্ভিষ্ঠায়াঃ ) গর্ভসম্ভবং ( গর্ভসঞ্চারং ) বিজায়  
( জ্ঞাত্বা ) মানিনী দেবযানী ক্রোধবিমুচ্ছিতা ( ক্রোধেন  
বিমুচ্ছিতা সতী ) পিতৃঃ ( গুরুস্য ) গেহং যযৌ  
( গতবতী ) ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ**—ভর্তা যযাতি হইতে শম্ভিষ্ঠার গর্ভোৎ-  
পত্তি হইয়াছে জানিয়া দেবযানী অভিমানিনী এবং  
ক্রোধে মুচ্ছিতাপ্রায় হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিল  
॥ ৩৪ ॥

**বিশ্বনাথ**—ভর্তৃঃ স কাশাদ্গত্ স সম্ভবমাজ্ঞায়তি  
পূর্বপূর্বমন্যসমাদ্রাক্ষণাদিকাদেব জানত্যাঙ্গীদিতি  
ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘ভর্তৃঃ’—দেবযানী নিজ স্বামী  
হইতেই শম্ভিষ্ঠার সন্তানোৎপত্তির কথা জানিতে  
পারিয়া, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব অন্যান্য ব্রাক্ষণাদির নিকট  
হইতে ( পুত্রের সংস্কার কালে ) অবগত হইয়া  
( ক্রোধে পিতার গৃহে চলিয়া গেলেন । ) ॥ ৩৪ ॥

**প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরাপমজ্জয়ন্ ।**

**ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥**

**অম্বয়ঃ**—অনুগতঃ দেবযান্যাঃ পশ্চাদ্ গতঃ )  
কামী ( কামুকঃ সঃ ) বচোভিঃ ( স্তুতিবাক্যৈঃ )  
পাদসংবাহনাদিভিঃ ( পাদগ্রহণাদিভিঃ ) উপমজ্জয়ন্  
( প্রার্থয়মানোহপি ) প্রিয়াং ( দেবযানীং ) প্রসাদয়িতুং  
( প্রসন্ন্যং কর্তুং ) ন শেকে ( ন সমর্থঃ বভূব ) ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ**—যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি  
পত্নী দেবযানীর অনুগমন করিয়া বাক্য ও পাদ-  
গ্রহণাদি দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, কিন্তু  
কিছুতেই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না ॥ ৩৫ ॥

**বিশ্বনাথ**—উপমজ্জয়ন্ সান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘উপমজ্জয়ন্’—সান্ত্বনা দিতে



দিতে (অর্থাৎ কামুক যযাতি নানারূপ অনুনয় বাক্যে পত্নীকে সন্তুনা দিতে দিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন) ॥ ৩৫ ॥

গুপ্তশ্রমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানুতপুরুষ ।

ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—গুপ্তঃ কুপিতঃ (ব্রুদ্ধঃ সন্) তং (যযাতিম্) আহ (অববীৎ—হে) স্ত্রীকাম । (হে স্ত্রীকামিন্ ! হে) অনুত-পুরুষ ! (যযাতিম্ ! হে) মন্দ । (দুর্বুদ্ধে ! ) নৃণাং বিরূপকরণী (বিকৃতং রূপং করোতীতি যা সা) জরা (বার্দ্ধক্যং) ত্বাং বিশতাং (প্রবিশতু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—গুপ্তাচার্য্য ব্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে বলিল, —অরে মন্দ ! তুমি স্ত্রীকামী হইয়া অনায়্য আচরণ করিয়াছিস্, মনুষ্যদিগের বিরূপকরণী জরা তোর শরীরে প্রবিষ্ট হউক ॥ ৩৬ ॥

শ্রীযযাতিরূপবাচ—

অতৃণ্ডোহস্মাদ্য কামানাং ব্রজ্জন্ দুহিতরি স্ম তে ।

ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোহভিধাস্যতি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযযাতিঃ উবাচ,—( গুপ্তং প্রতি উক্তবান্ ) ব্রজ্জন্ (হে ব্রজবর ! ) তে ( তব ) দুহিতরি (দেবযান্যাম্) অদ্য (অদ্যাপি) কামানাং (কামৈঃ ভোগৈরিতার্থঃ) অতৃণ্ডঃ (অসমাপ্ততৃপ্তিঃ) অস্মি স্ম (ভবামি স্ম, গুপ্তঃ আহ—তহি) যঃ (জনঃ) অভিধাস্যতি (অভিতো ধারয়িষ্যতি তাং জরামিতিঃ শেষঃ) যথাকামং বয়সা ব্যত্যস্যতাং (ব্যত্যয়ং বিনিময়ং নীয়তাং জরাং তস্মৈ দত্ত্বা তদ্বয়ো গৃহাণ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—যযাতি বলিলেন,—হে পরমপূজ্য ! আমি আপনার কন্যাকে ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই (সুতরাং এইরূপ অভিশাপ পক্ষান্তরে আপনি আপনার কন্যার উপরই প্রদান করিলেন,—যযাতির উক্ত বাক্যে গুপ্তাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—) যে তোমার জরা গ্রহণ করিবে, তুমি তাহার যৌবনের সহিত ইচ্ছামত তোমার জরা বিনিময় করিতে পারিবে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—কামানামিতি নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানা-  
মিতিবৎ ষষ্ঠী, তে দুহিতরীতি ভগ্ন্যা ত্বংশাপোহয়ং  
তব দুহিতর্যাপি ফলিত ইতি ব্যঞ্জিতম্ । গুপ্তোহপি  
বিমূশ্য প্রসীদম্ বাচ—যথেষ্টং জরা বয়সা যৌবনেন  
ব্যত্যস্যতাং বিনিমীয়তাং । ননু জরাং গৃহীত্বা বিনি-  
ময়েন যৌবনং কঃ খলু দাস্যতি ? তত্রাহ—যোহভি-  
ধাস্যতি যঃ পুত্রাদিকঃ ত্বয়ি স্নেহেন অভিতো ধাস্যতি  
জরাং স ধারয়িষ্যতি । যদ্বা ; ত্বমেবং বিনিময়ং  
সর্বান্ জাপয় তেষু মধ্যে যোহভিধাস্যতি যৌবনং  
দত্ত্বা জরামেযোহহং গৃহীত্বা মীতি বদিস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কামানাং’—‘নাগ্নিস্তৃপ্যতি  
কাষ্ঠানাম্’, অর্থাৎ কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি তৃপ্ত হয় না,  
এই স্থলে ‘তৃপ্তার্থানাং বিভাষা করণে’, তৃপ্তার্থক  
ধাতুর করণকারকে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়, এই সুত্রে  
ষষ্ঠী হইয়াছে । যযাতি বলিলেন—হে ব্রজন্ !  
আপনার কন্যার উপভোগ দ্বারা আমি এখনও কাম-  
তৃপ্ত হই নাই । ‘তে দুহিতরি’—আপনার কন্যাতে,  
ইহা বলায় ভগ্নীকরণে, আপনার প্রদত্ত এই শাপ আপ-  
নার কন্যার উপরও পর্য্যবসিত হইতেছে, ইহা ব্যক্ত  
হইল । ইহাতে গুপ্তাচার্য্যও বিবেচনা করিয়া প্রসন্ন  
হইয়া বলিলেন—‘ব্যত্যস্যতাং’—কাহারও যৌবনের  
সহিত যথেষ্টরূপে নিজ জরার বিনিময় কর । যদি  
বলেন—দেখুন, জরা লইয়া তাহার বিনিময়ে কে  
নিজের যৌবন প্রদান করিবে ? তাহাতে বলিতেছেন  
—‘যঃ অভিধাস্যতি’, যে পুত্রাদি তোমার প্রতি অধিক  
স্নেহ করে, সেই তোমার জরা গ্রহণ করিবে । অথবা  
তুমি সকল পুত্রদিগকে এই জরা বিনিময়ের কথা  
জানাও, তাহাদের মধ্যে ‘আমিই আমার যৌবন দিয়া  
আপনার জরা গ্রহণ করিব’—ইহা যে বলিবে  
( তাহার সহিত বিনিময় কর )—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত ।

যদো তাত প্রতীচ্ছমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ—ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ ( ইতি ইথং বিনি-  
ময়রূপেণ লব্ধং ব্যবস্থানং জরায়া ব্যবস্থিতির্ধেন স  
যযাতিঃ ) জ্যেষ্ঠং পুত্রং ( যদম্ ) অবোচত ( উক্তবান্  
—হে ) তাত ! যদো ! নিজং ( তব স্বকীয়ং )

বয়ঃ ( তারুণ্যং ) দেহি ( মহ্যমিতি শেষঃ ) ইমং  
জরাং ( বার্ক্যক্যঞ্চ ) প্রতীচ্ছ ( মন্তঃ প্রতিগৃহাণ ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্যের নিকট হইতে এইরূপ  
বিনিময়ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যযাতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-  
পুত্রকে বলিলেন,—হে তাত ! হে যদো ! তুমি  
তোমার যৌবন আমাকে প্রদানপূর্বক তদ্বিনিময়ে  
তুমি আমার বার্ক্যক্য গ্রহণ কর ॥ ৩৮ ॥

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্ ।

বয়সা ভবদীয়েন রংস্যো কতিপয়াঃ সমাঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) বৎস ! অহং বিষয়েষু ( বিষয়-  
ভোগেষু ) ন তৃপ্তঃ ( মম তৃপ্তির্ন সমাপ্তিং গত্যা ইত্যর্থঃ  
অতঃ ) মাতামহকৃতাং ( তব মাতামহেন শুক্রাচার্যোণ  
কৃতাং প্রহিতাং জরাং গৃহাণ ইতি শেষঃ ) ভবদীয়েন  
—বয়সা ( তারুণ্যেন অহং ) কতিপয়াঃ সমাঃ ( বৎ-  
সরান্ ব্যাপ্য ) রংস্যো ( বিষয়সুখমনুভবিস্যামি ইত্যর্থঃ )  
॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! আমি বিষয়ভোগে তৃপ্ত  
হইতে পারি নাই ; অতএব তুমি মৎপ্রতি তোমার  
মাতামহপ্রদত্ত জরা গ্রহণ কর এবং আমি তোমার  
যৌবনত্ব লইয়া কতিপয় বৎস সুখভোগ করি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীযদুরুবাচ—

নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব ।

অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃক্ষ্যং নৈতি পুরুষঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীযদুঃ উবাচ,—( অহম্ ) অন্তরা  
প্রাপ্তয়া ( বয়সা মধ্যে যৌবনে লব্ধয়া ) তব জরসা  
( উপলক্ষিতঃ সন্ ) স্থাতুং ন উৎসহে ( শক্লোমি যতঃ )  
পুরুষঃ গ্রাম্যং ( লৌকিকং ) সুখম্ অবিদিত্বা ( অননু-  
ভূয় ) বৈতৃক্ষ্যং ( বিষয়বৈরাগ্যং ) ন এতি ( ন  
প্রাপ্নোতি ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যদু কহিলেন,—আপনি যৌবনকালেই  
যে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৃদ্ধত্বের সহিত আত্মান  
করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না, কেন না গ্রাম্যসুখ  
ভোগ না করিয়া কেহই বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিতে  
পারে না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তরা যৌবনমধ্যে এব । কৃতঃ অবি-  
দিত্তেত্যাদি । অন্নমস্যাশন্যো মম বিধিৎসিত-ভগ-  
বন্তজ্ঞানুকূলং বিষয়বৈতৃক্ষ্যমপেক্ষিতং বর্ততে তচ্চ  
ভোগবাহল্যং বিনা প্রাপ্যো ন ভবেৎ । তত্র যদ্যপি  
কালবিলম্বে সতি ত্বং স্বীয়াং জরাং গৃহীত্বা মদ্যৌবনং  
দাস্যসীতি জানামি, তদপি নিরন্তরায় হরিভজনস্যোৎ-  
কর্ষস্য মম কালবিলম্বস্যাসহ্যত্বাৎ পিতুরপি তবেমা-  
মাজাং ন পালয়াম্যত্র যত্তবেত্তদ্বিত্তি । অতএব যদোশ্চ  
ধর্মশীলস্যোতি রাজা দশমে বক্ষ্যতে, পরমধর্ম্যাপেক্ষ-  
য়াপি তু রাজাজ্ঞাপালনরক্ষণধর্মস্য প্রাকৃতস্য সনকাদি-  
ভিরিব তেন ত্যাগাদ্ যত এব সংতুর্ম্যংস্তদ্বংশে ভগবান্  
স্বয়মবততার । ‘যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায় ইতি’ কুন্তী-  
স্ততিশ্চ, যা তুত্তরশ্লোকেঃধর্ম্যজা ইতি শুকোক্তিঃ সা তু  
তুর্ল্বস্বাদীন্ প্রত্যোবেতি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্তরা’—এই যৌবনকালেই  
আপনার জরা গ্রহণ করিয়া আমি অবস্থান করিতে  
উৎসাহ বোধ করি না । কিজন্য ? তাহাতে বলি-  
তেছেন—‘অবিদিত্বা’ ইত্যাদি । যদুর অভিপ্রায় এই-  
রূপ—আমার করণীয় ভগবন্তজ্ঞান অনুকূল বিষয়-  
বিতৃক্ষ্যের অপেক্ষা রহিয়াছে এবং তাহা ভোগবাহল্য  
ব্যতীত প্রায়শঃই সম্ভব হয় না । তন্মধ্যে যদিও  
কালবিলম্বে ( কিছুকাল পরে ) তুমি নিজ জরা গ্রহণ  
করিয়া আমার যৌবন ফিরাইয়া দিবে, ইহা জানি,  
তথাপি নিষ্কিবাদে হরিভজনের উৎকর্ষাবশতঃ আমার  
কালবিলম্ব অসহনীয়, অতএব পিতা হইলেও তোমার  
এই আদেশ আমি পালন করিব না, তাহাতে যাহা  
হয় হউক । অতএব শ্রীদশমে রাজা পরীক্ষিৎ বলি-  
বেন—“যদোশ্চ ধর্মশীলস্য” ( ১০।১।২ ), অর্থাৎ  
অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ যদুর কথাও বলিয়াছেন, যে  
বংশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশ বলরামের  
সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন । পরম ধর্মের অপেক্ষায়  
সনকাদির ন্যায় রাজাজ্ঞা-পালনরূপ প্রাকৃত ধর্ম তিনি  
ত্যাগ করিয়াছেন, এইহেতু সম্ভব হইয়া তাঁহার বংশে  
ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন । শ্রীকুন্তীদেবীর  
স্ততিও ‘যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়’, ( ১।৮।৩২ ), অর্থাৎ  
প্রিয়তম যদুরাজের কীর্তিবিস্তারের নিমিত্ত তুমি যদু-  
বংশে অবতীর্ণ হইয়াছ । কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে  
‘অধর্ম্যজাঃ’,—অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানরহিত, এই শ্রীশুক-

দেবের উক্তি তুর্কসু প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

তুর্কসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যশ্চানুশ্চ ভারত ।

প্রত্যাচখ্যুরধর্মজ্ঞা হ্যানিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) ভারত ! ( হে পরীক্ষিৎ ) পিত্রা ( যযাতিনা তথৈব ) তুর্কসুঃ দ্রুহ্যঃ চ অনুঃ চ চোদিতঃ ( বয়োবিনিময়েন জরাগ্রহণার্থং সমাদিষ্টঃ অত্বে ) অনিত্যে হি ( অস্থিরে যৌবনে তথা দেহে চ ) নিত্যবুদ্ধয়ঃ ( নিত্যত্বাভিমানিনঃ ) অধর্মজ্ঞাঃ ( অত-এব ধর্মজ্ঞানরহিতাঃ তুর্কস্বাদয়ঃ ) প্রত্যাচখ্যুঃ ( পিতৃ-বাক্যপ্রত্যাখ্যানং চক্রুঃ ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ ! পিতা যযাতি তুর্কসু, দ্রুহ্য ও অনু—পুত্রদ্বয়কে যৌবনবিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা ধর্মজ্ঞানশূন্য অস্থির যৌবনকেই নিত্য জ্ঞান করিত, সুতরাং তাহারা পিতৃবাক্য প্রত্যাখ্যান করিল ॥ ৪১ ॥

অপৃচ্ছৎ তনয়ং পুরুষং বয়সোনং গুণাধিকম্ ।

ন ত্বমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাভুমহঁসি ॥ ৪২ ॥

অম্বয়ঃ—( ততো যযাতিঃ ) বয়সা উনং ( পুত্র-দ্বয়াৎ বয়সা উনং হীনং ) গুণাধিকং ( গুণৈস্ত অধিকং ) তনয়ং ( পুত্রং ) পুরুষম্ অপৃচ্ছৎ ( জিজ্ঞাসিতবান্—হে ) বৎস ! ত্বম্ অগ্রজবৎ ( অগ্রজাঃ ইব ) মাং প্রত্যাখ্যাভুং ( নিরাকর্তুং ) ন অহঁসি ন ( শক্লামি ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যযাতি পুত্রদ্বয় অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র পুরুষকে বলিলেন,—হে বৎস ! অগ্রজদিগের ন্যায় তোমার আমাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে ॥ ৪২ ॥

শ্রীপুরুষোত্তমোচ—

কো নু লোকে মনুষ্যোস্ত পিতুরাশ্রিতঃ পুমান্ ।

প্রতিকর্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্বিন্দতে পরম্ ॥ ৪৩ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীপুরুঃ উবাচ,—হে মনুষ্যোস্ত ! ( হে

নরনাথ ! ) যস্য প্রসাদাৎ ( প্রসাদেন প্রাপ্তাৎ মনুষ্যা দেহাৎ ) পরং ( পরমেশ্বরমপি ) বিন্দতে ( লভতে তস্য ) আশ্রিতঃ ( স্বদেহকর্তুঃ ) পিতুঃ প্রতিকর্তুং ( প্রতাপকারং কর্তুং ) লোকে কঃ পুরুষঃ নু ক্ষমঃ ( ভবতি ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—পুরুষ কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ, যাঁহার রূপায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে পর্যন্ত লাভ করা যায়, সেই দেহোৎপাদক পিতার প্রতাপকার করিতে ইহলোকে কেই বা সমর্থ ? ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—আশ্রিতঃ দেহোৎপাদয়িতুঃ, পরং স্বর্গাদিম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আশ্রিতঃ’—দেহোৎপাদক, অর্থাৎ নিজ জন্মদাতা পিতার উপকারের প্রতাপকার কে করিতে পারে ? ‘পরম্’—স্বর্গাদি লোক, অর্থাৎ যাঁহার অনুগ্রহে মানব স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩ ॥

উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ ।

অধমোহশ্রদ্ধয়া কুর্যাদকর্তোচ্চরিতং পিতুঃ ॥ ৪৪ ॥

অম্বয়ঃ—( যঃ পুত্রঃ ) চিন্তিতং ( পিতুঃ অভি-প্রেতং কর্ম ) কুর্যাৎ, ( সঃ ) উত্তমঃ ( পুত্রশ্রেষ্ঠঃ, যঃ ) প্রোক্তকারী তু ( পিত্রা যৎ প্রোক্তং তৎ করোতি সঃ ) মধ্যমঃ, ( যঃ ) অশ্রদ্ধয়া ( পিত্রা অভিহিতং কর্ম বিরক্তিপূর্বকং ) কুর্যাৎ ( সঃ ) অধমঃ ( হীনঃ ), অকর্তা ( যো ন তৎ কর্ম বিরক্তিপূর্বকমপি কুর্যাৎ সঃ ) পিতুঃ উচ্চরিতং ( পুরীষপ্রায়ঃ ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় সম্পাদন করেন তিনি উত্তম এবং যিনি পিতা আদেশ করিলে পালন করেন তিনি মধ্যম পুত্র। পিতা আদেশ করিলে যে পুত্র অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করে, সে অধম এবং যে পিতার আদেশ পালন করে না, সে পিতার পুরীষসদৃশ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি তবাজাং পালয়নপ্যহমুত্তমপুত্রো ন কিন্তু মধ্যম এবোত্যাহ । উত্তম ইতি । উচ্চরিতং মূগ্ধমলসদৃশ ইতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি আপনার আদেশ পালন করিয়া আমি উত্তম পুত্র হইতে না পারিলেও মধ্যম পুত্রই হইব, ইহা বলিতেছেন—‘উত্তমঃ’

ইত্যাদি। ‘উচ্চরিতং’—মুগ্ধমল-সদৃশ (অর্থাৎ যে পুত্র পিতার আদেশ পাইয়াও কার্য্য করে না, সে পিতার বিষ্ঠাসদৃশ।) ॥ ৪৪ ॥

ইতি প্রমুদিতঃ পুরুঃ প্রত্যগৃহাঙ্জরাং পিতুঃ ।

সোহপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপ ॥ ৪৫ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (হে পরীক্ষিত!) (ইংখ ভাষমানঃ) পুরুঃ প্রমুদিতঃ (প্রীতঃ সন্) পিতুঃ জরাং প্রত্যগৃহাং (স্বীকৃতবান্)। সঃ অপি (স যযাতিরপি) তদ্বয়সা (তস্য পুরোঃ তারুণ্যেন) কামান্ (বিষয়ান্) যথাবৎ (যথাশক্তি) জুজুষে (সেবিতবান্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিত! পুরু এইরূপ বলিতে বলিতে হাটটিঙে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। পিতা যযাতিও পুত্রের যৌবন প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত বিষয়ভোগে প্ররুত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ ।

যথোপজোষং বিষয়ান্ জুজুষেহব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

অম্বয়ঃ—(ততঃ যযাতিঃ) সপ্তদ্বীপপতিঃ (সপ্ত-দ্বীপাধিপতিঃ সন্) পিতৃবৎ (যথা পিতা পুত্রান্ পালয়তি তথা) সম্যক্ প্রজাঃ পালয়ন্ অব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ (অবিকলেন্দ্রিয় এব) বিষয়ান্ যথোপজোষং (যথা-প্রীতি জুজুষে (সেবিতবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—তাহার পর যযাতি সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়া পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে পালন করেন, সেই-রূপভাবে প্রজাদিগকে পালন পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ বিষয়ভোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করায় তাহার ইন্দ্রিয়সকল বিকলতা প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

বিঘ্ননাথ—সপ্তদ্বীপপতিঃ ভারতবর্ষবাসিনো যে নবদ্বীপান্তেষামাদিমাস্তিমৌ দ্বীপৌ বিনা যে সপ্তসংখ্যা দ্বীপান্তেষাং পতিরিত্যেব ব্যাখ্যেয়মগ্রিমগ্রহব্যাখ্যানু-রোধাৎ। যথোপজোষং যথাপ্রীতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সপ্তদ্বীপ-পতিঃ’—ভারত-বর্ষের মধ্যবর্তী (ব্রহ্মাবর্তাদি) যে নয়টি দ্বীপ রহি-

য়াছে, তাহার আদি ও অন্ত্য দ্বীপ ভিন্ন যে সাতটি দ্বীপ, তাহার অধিপতি—এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ‘যথোপজোষং’—প্রীতির সহিত (সপ্তদ্বীপের অধিপতি যযাতি বিষয় সমূহ ভোগ করিতে লাগিলেন।) ॥ ৪৬ ॥

দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ ।

প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ ॥ ৪৭ ॥

অম্বয়ঃ—প্রেয়সী দেবযানী অপি অনুদিনং (সর্বদা) রহঃ (একান্তে) মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ প্রেয়সঃ (ভর্তৃঃ) পরমাং প্রীতিম্ উবাহ (উৎপাদয়ামাস ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—প্রেয়সী দেবযানীও সর্বদা নিজের মন, বাক্য, দেহ এবং অন্যবস্তু দ্বারা ভর্তার পরমানন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।

সর্বদেবময়ং দেবং সর্ববেদময়ং হরিম্ ॥ ৪৮ ॥

অম্বয়ঃ—(যযাতিঃ) ভূরিদক্ষিণৈঃ (ভূরিঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেমু তৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) সর্ব-দেবময়ং (সর্বৈ দেবঃ স্বস্বকারণে শক্তিরূপেণ প্রচুরতয়া প্রস্তুতা যত্র তৎ) সর্ববেদময়ং (সর্বৈ বেদাঃ চ স্বস্বকারণে শক্তিরূপেণ প্রচুরতয়া প্রস্তুতা যত্র তৎ) দেবং যজ্ঞপুরুষং (যজ্ঞেশ্বরং) হরিম্ অযজৎ (আরাধিতবান্) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যযাতি প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞের দ্বারা সর্বদেবস্বরূপ সর্ববেদময় যজ্ঞেশ্বর পরম-পুরুষ শ্রীহরিকে যজন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্ণীৰ জলদাবলিঃ ।

নানৈব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ॥ ৪৯ ॥

অম্বয়ঃ—যস্মিন্ (বাসুদেবে) ইদং (নিখিলং জগৎ) বিরচিতম্ (উৎপাদিতং সৎ) ব্যোম্ণি (আকাশে বিরচিতা) জলদাবলিঃ (মেঘগুচ্ছিতঃ) ইব (তথা) স্বপ্নমায়ামনোরথঃ (অস্থিরত্বাৎ স্বপ্ন-

**অংশঃ**—সার্বভৌমঃ (সর্বমণ্ডলেশ্বরঃ নরপতিঃ  
সঃ এবং (অনেন প্রকারেণ) বর্ষসহস্রাণি (সহস্র-  
বর্ষান্ ব্যাপ্য) মনঃষষ্ঠৈঃ (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তৈঃ)  
কদিন্দ্রিয়ৈঃ (কুৎসিতৈঃ পরামুখৈঃ পঞ্চভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ)  
মনঃসুখং (মনসো বিষয়ভোগজন্যাং প্রীতিং) বিদ-

ধানঃ ( সম্পাদয়ন্ ) অপি ন অতৃপ্যৎ ( ভোগশায়াঃ  
পারং ন অধিগতবান্ ) ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধেহষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—সমগ্রপৃথিবীর অধীশ্বর যযাতি পূর্বোক্ত  
প্রকারে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ছয় বহির্মুখ  
ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহুবর্ষপর্যন্ত বিষয় ভোগ করিয়াও  
পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—বিষয়লাম্পট্যাৎ কদিদ্ভিন্নৈঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্য ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কদিদ্ভিন্নৈঃ’—বিষয়লাম্পট্যাৎ  
হেতু যযাতি কুৎসিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা  
সহস্র বৎসর কাম্য বস্তুর উপভোগ করিয়াও তৃপ্তি-  
বোধ করিতে পারেন নাই ॥ ৫১ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাদশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তী-ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের  
‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের  
তথ্য সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের  
বিরূতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের অষ্টাদশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



## একোনবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

স ইথমাচরন্ কামান্ স্নেহোহপহংবমাজনঃ ।

বুদ্ধা প্রিয়ান্নৈ নির্ব্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

উনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যযাতির স্বীয় ছাগতুল্য আচরণ  
দেবযানীকে শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক  
মুক্তি বণিত হইয়াছে ।

যযাতি বহুকাল পর্য্যন্ত ক্রীসঙ্গ বিষয়ভোগ করিয়া  
ভোগের অনিত্যতা ও তুচ্ছতা বুঝিতে পারিলেন এবং  
নির্বেদযুক্ত হইয়া নিজ প্রেমসীর নিকট স্বীয় আচ-  
রণানুরূপ কল্পিত ছাগসম্বন্ধি-ইতিহাস বর্ণন করিলেন,  
সেই গল্পটী এই—কোন সময় এক ছাগ বন-মধ্যে  
নিজাভীষ্ট অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কক্ষফলে  
কৃপ-মধ্যে পতিত এক ছাগীকে দেখিতে পাইয়া কাম-

পরবশ হইয়া উহাকে কোন উপায়ে কৃপ হইতে  
উদ্ধার করিলে উদ্ধৃত ছাগী উক্ত ছাগকে পতিত্রে বরণ  
করিল । অনন্তর কৃপলব্ধ ছাগী একদিন নিজ প্রিয়-  
তমকে অন্য ছাগীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া  
ঈর্ষাবশে তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অতীব দুঃখিত-  
চিত্তে নিজ পালনকর্ত্তা কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট  
গমন করিয়া ছাগের কুব্যবহার বর্ণন করিলে সেই  
ব্রাহ্মণ ক্রোধে ছাগের রতি-সামর্থ্য হরণ করিলেন,  
পরে নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় তাহাকে রতি-  
সামর্থ্য প্রদান করেন । তাহাতে সেই ছাগ উক্ত  
ছাগীর সহিত বহুবর্ষযাবৎ ইন্দ্রিয়সুখে যাপন করিতে  
লাগিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহার বৈরাগ্য হইল না ।  
পৃথিবীর সুবর্ণাদি যাবতীয় ধন কামিজনের তৃপ্তি  
সাধন করিতে পারে না ; অগ্নিতে স্নাত প্রদানের ন্যায়  
যতই বিষয়ভোগ করা যায় ততই ভোগস্পৃহা বদ্ধিত  
হয় । ভোগিব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না ;

অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তি নির্বোধজনের দৃষ্ট্য ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিবেন। স্রীসঙ্গ অতিষত্নের সহিত পরিত্যজ্য, যেহেতু স্রীলোকগণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির চিত্তকেও আকর্ষণ করে। রাজ্য যযাতি এইরূপে বিবেকবান্ হইয়া পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্বক সর্বাসক্তি ত্যাগ করতঃ আত্মানুভূতিক্রমে ভগবত্ত্বজনে করিতে করিতে পরমা গতি লাভ করিলেন। অবশেষে দেবযানীরও ভ্রম বিদূরিত হওয়ায় ভগবত্ত্বজনে চিত্ত সন্নিবেশ করিলেন।

অবয়বঃ—স্রীশুকঃ উবাচ—সঃ স্ত্রৈণঃ ( স্রীবশী-ভূতঃ যযাতিঃ ) ইখং কামান্ ( বিষয়ান্ ) আচরন্ ( উপভুজানঃ কদাচিত্ ) আত্মনঃ অপহংবন্ ( অপ-হারং ) বুদ্ধা ( জ্ঞাত্বা ) নিষ্কিণঃ ( নির্বেদং প্রাপ্তঃ ) প্রিয়ায়ৈ ( দেবযান্যৈ ) এতাং ( বক্ষ্যমাণাং ) গাথাম্ ( ইতিহাসম্ ) অগায়ত ( অব্রবীৎ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—স্রীশুকদেব বলিলেন,—( হে মহারাজ পরীক্ষিত ! ) যযাতি স্ত্রৈণ হইয়া কাম-ভোগ করিতে করিতে নিজের অনিষ্ট বুঝিতে পারিলেন, তিনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া প্রিয়ার নিকট এই গাথা (ইতিহাস) কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিষয়নাথ—

উনবিংশে ছাগগাথাবর্ণিতঃ স্বরূপকঃ ।

বিরজ্য প্রাপ কৃষ্ণং স দেবযান্যপি সা তথা ॥ ০ ॥

কামান্ আচরন্ উপভুজানঃ । অপহংবং বঞ্চনম্ ॥ ১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উনবিংশ অধ্যায়ে যযাতি নিজের স্বরূপকেই একটি ছাগের কাহিনীর দ্বারা বর্ণনা করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্বক স্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দেবযানীও স্রীকৃষ্ণে মনঃ সন্নিবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘কামান্ আচরন্’—স্ত্রৈণ রাজা যযাতি এইরূপে বিষয়রাশি ভোগ করিতে করিতে, ‘আত্মনঃ অপহংবং’—নিজের আত্মবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া ( বৈরাগ্যের উদয়হেতু দেবযানীর নিকট এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন । ) ॥ ১ ॥

শৃণু ভার্গব্যমুং গাথাং মদ্বিধাচরিতং ভুবি ।

ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥ ২ ॥

অবয়বঃ—( হে ) ভার্গবি ! ( দেবযানি ! ) ভুবি ( পৃথিব্যাং ) মদ্বিধাচরিতং ( মদ্বিধেন মাদৃশেন আচ-রিতাম্ অনুষ্ঠিতাং ) অমুং গাথাম্ ( ইতিবৃত্তং ) শৃণু, যস্য ( মদ্বিধস্য ) গ্রামনিবাসিনঃ ( কামিনঃ আচ-রিতং ) বনে ( বনস্থিতাঃ ) ধীরাঃ ( জিতেন্দ্রিয়াঃ ) অনুশোচন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—(যযাতি বলিলেন,—) হে ভৃগুনন্দিনি ! পৃথিবীতে আমার ন্যায় আচরণশীল একব্যক্তি ছিল, তাহার অনুষ্ঠিত গাথাবলি বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ গ্রামবাসীর জন্য বনস্থিত ধীর ব্যক্তিগণ শোক করি-তেন ॥ ২ ॥

বিষয়নাথ—মদ্বিধস্যচরিতং যস্যং তাং, যস্য গ্রামনিবাসিনো মদ্বিধস্যচরিতং বনে স্থিতা ধীরা অনু-শোচন্তীতি সমাসে গুণীভূতাত্ম্যমপি পদাত্ম্যাম্বয় আর্হ্যত্বাৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মদ্বিধাচরিতাং’—আমার ন্যায় ব্যক্তির আচরণ যাহাতে আছে, তাদৃশ গাথা ( ইতিহাস ) শ্রবণ কর। ‘যস্য গ্রামনিবাসিনঃ’—মদ্বিধ গ্রাম্যভোগরত কামুক ব্যক্তির যে আচরণের জন্য ‘বনে স্থিতাঃ ধীরাঃ’—বনবাসী জানী পুরুষগণও শোক প্রকাশ করেন। এখানে আর্হ্যপ্রয়োগ বলিয়া সমাসে গুণীভূত হইলেও দুইটি পদের অব্যয় করিতে হইবে ॥ ২ ॥

বস্ত একো বনে কশ্চিচ্চিচ্চিবন্ প্রিয়মাশ্বনঃ ।

দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্্মবশগামজাম্ ॥ ৩ ॥

অবয়বঃ—একঃ ( অসহায়ঃ ) কশ্চিৎ বস্তঃ ( ছাগঃ ) বনে আশ্বনঃ প্রিয়ং ( প্রীতিসাধনং বিষয়ং ) বিচ্চিবন্ ( অশ্বিষ্যন্ ) কূপে পতিতাং স্বকর্্মবশগাম্ অধীনং ( স্বস্য আশ্বনঃ কর্্মণঃ অদৃষ্টস্য বশগাম্ অধীনং কর্্মফলম্ অনুভবন্তীম্ ) অজাং দদর্শ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এক ছাগ বনমধ্যে নিজ প্রিয়বস্ত অব্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্্মফলে কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল ॥ ৩ ॥



বিশ্বনাথ—বস্তৃছাগঃ অতিশয়োক্ত্যা যযাতিঃ, বনে সংসারে প্রিয়ং বিষয়সুখম্ অজাং দেবযানীম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বস্তৃ’—ছাগ, অতিশয়োক্তি-বশতঃ এখানে যযাতি, ‘বনে’—বলিতে সংসারে, ‘প্রিয়ং’—বিষয়সুখ, ‘অজাং’—দেবযানীকে । [এখানে রাজা নিজকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগ এবং পত্নী দেব-যানীকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগী শব্দ ব্যবহার করতঃ নিজেদের ঘটনাই বর্ণনা করিতেছেন ।] ॥ ৩ ॥

তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তৃঃ কামী বিচিন্তয়ন্ ।

ব্যধত্ত তীর্থমুদ্রুত্যা বিষাগাগ্রেন রোধসি ॥ ৪ ॥

অবয়বঃ—কামী ( কামুঃ ) বস্তৃঃ ( ছাগঃ ) তস্যাঃ ( অজায়াঃ ) উদ্ধরণোপায়ম্ ( উত্তোলনস্য বিচিন্তয়ন্ রোধসি ( তটে ) বিষাগাগ্রেন ( শৃঙ্গাগ্রেন ) উদ্রুত্যা তীর্থং ( নির্গম্য মার্গং ) ব্যধত্ত ( ক্রতবান্ ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কামুক ছাগ ঐ ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ক্রপতটে শৃঙ্গাগ্রদ্বারা মৃত্তিকা অপসারিত করতঃ নির্গম পথ প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—রোধসি তটে বিষাগাগ্রেন মৃদাদিমুদ্রুত্যা তীর্থং নির্গমমার্গং ব্যধত্ত ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রোধসি’—ক্রপতটে, শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকাদি উত্তোলনপূর্বক, ‘তীর্থং’—ছাগীর নির্গমনের পথ করিয়া দিল ॥ ৪ ॥

সোত্তীৰ্য্য কৃপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল ।

তয়া রতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যাহজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥৫

পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ়াংসং যাত্ৰকোবিদম্ ।

স একোহজরষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্দ্ধনঃ ।

রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত ॥ ৬ ॥

অবয়বঃ—সুশ্রোণী সা ( অজা ) কৃপাৎ উত্তীৰ্য্য ( উত্থায় ) তমেব ( ছাগমেব ) কিল ( নিশ্চিতং ) চকমে (পতিত্বেন প্রাপ্তুম্ ইচ্ছেষ) । বহ্ব্যঃ (অনেকাঃ) অজাঃ ( ছাগ্যঃ ) পীবানং ( পুষ্টং ) শ্মশ্রুলং ( শ্মশ্রুবহলং রতিসমর্থমিত্যর্থঃ ) মীঢ়াংসং ( রেতঃ-

সেত্তারং ) যাত্ৰকোবিদং ( যাত্ৰে মৈথুনে কোবিদম্ অভিজ্ঞম্ অতএব ) প্রেষ্ঠং ( প্রিয়ং ) তয়া ( অজয়া ) রতং ( পতিত্বেন গৃহীতং ছাগং ) সমুদ্বীক্ষ্য ( দৃষ্টা ) কান্তকামিনীঃ ( কান্তং প্রতি কামনাকৃত্য বভূবুঃ ) সঃ একঃ অজরষঃ ( অজশ্রেষ্ঠঃ ছাগঃ ) তাসাং বহ্বীনাং (অজানাং) রতিবর্দ্ধনঃ কামগ্রহগ্রস্তঃ ( কাম এব গ্রহঃ পিশাচঃ তেন গ্রস্তঃ সন্ ) রেমে ( বিক্লীড় ন তু ) আত্মানং ( দেহবিলক্ষণং স্ব-স্বরূপং ) ন অববুধ্যত ( ন জাতবান্ ) ৫-৬ ॥

অনুবাদ—সুশ্রোণী ( সুন্দর নিতম্বশালিনী ) সেই ছাগী কৃপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল । ছাগী ঐ ছাগকে পতি-রূপে বরণ করিল দেখিয়া অন্যান্য বহু ছাগী স্থূল-কায়, বহুল শ্মশ্রু, রেতঃ সেচক এবং মৈথুনাভিজ উহাকে পতিত্ব বরণ করিতে অভিজামিণী হইল । সেই অজশ্রেষ্ঠ একা একী অনেক ছাগীর আসক্তি বর্দ্ধন করিয়া কামগ্রহগ্রস্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিল । আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—অজাঃ শম্ভিষ্ঠাদ্যাঃ কান্তং কাময়িতুং শীলং যাসাং তাঃ কান্তকামিন্যাঃ তমেব কাময়ামাসুঃ মীঢ়াংসং রেতঃসেত্তারং যাত্ৰে মৈথুনে কোবিদং পণ্ডিতম্ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অজাঃ’—আরও অনেক ছাগী, এখানে শম্ভিষ্ঠা প্রভৃতি । ‘কান্তকামিনীঃ’—কান্তকামিন্যাঃ ( এখানে প্রথমার বহুবচন হইবে ), কান্তকে কামনা করাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা ঐ ছাগটিকেই নিজ নিজ কান্তরূপে কামনা করিয়াছিল । যেহেতু ঐ ছাগ ‘মীঢ়াংসং’—রেতঃসেচকারী ও ‘যাত্ৰকোবিদং’—রতিনিপুণ ছিল ॥ ৫-৬ ॥

তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাগমজান্যয়া ।

বিলোক্য কৃপসংবিগ্না নামুষ্যদ্রুতকর্ম তৎ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—কৃপসংবিগ্না অজা তমেব ( আত্মনঃ প্রিয়মেব ) অন্যয়া প্রেষ্ঠতময়া ( প্রিয়তময়া সহ ) রমমাগম বিলোক্য ( দৃষ্টা ) তৎ বস্তৃকর্ম ( ছাগস্য তৎকর্ম ) ন অমুষ্যৎ ( নাসহত ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে ছাগী কৃপে পড়িয়াছিল, সে নিজ



প্রিয়তমকে অন্য প্রিয়তমার সহিত রমণাসক্ত দেখিয়া উহার (ছাগের) কৰ্ম সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যায় অজ্ঞেয়তাহিতাশ্রাদ্ধাদিহাৎ পর-নিপাতঃ । কুপসংবিগ্না দেবযানী ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অজান্যায়’—এখানে ‘আহিত্যগ্নি’ পদের ন্যায় অন্য শব্দের পরনিপাত হইয়াছে, অন্য ছাগীর সহিত নিজ প্রিয় ছাগকে রমণ করিতে দেখিয়া, ‘কুপ-সংবিগ্না’—যে ছাগী পূৰ্বে কুপে পড়িয়া কষ্ট পাইয়াছিল (অর্থাৎ দেবযানী), ছাগের সেই অনুচিত কৰ্ম সহ্য করিতে পারিল না ॥ ৭ ॥

তং দুর্হাদং সুহৃদ্রপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্ ।

ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতাং যযৌ ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ—(সা অজা) দুঃখিতা (সতী) সুহৃদ্রপং (সুহৃদাভাসং বস্তুতন্ত) দুর্হাদং (দুষ্টহৃদয়ং) ক্ষণসৌহৃদম্ (অতএব ক্ষণং ক্ষণকালং সৌহৃদং যস্য তম্) ইন্দ্রিয়ারামং (কেবলম্ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধায়কং) কামিনং তং (স্বামিনং বস্তুম্) উৎসৃজ্য (ত্যাগ্য) যযৌ (গতবতী) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই অজা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া মিত্রবেশী বস্তুতঃ অমিত্র, ক্ষণকালের জন্য বন্ধুত্ব স্থাপনে অভিলাষী, ইন্দ্রিয়সেবী, কামুক নিজস্বামী ছাগকে পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া গেল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বামিনমিতি শুক্রাভিপ্ৰায়েণোক্তৌ বিরুদ্ধমতিক্রন্দোষ আর্ষত্বাৎ সোভব্যঃ । স্বামিনৈশ্বর্য ইতি পানিনি-স্মরণাৎ স্বামিশব্দোহপি ন কেবলং পতিপর্যায়ো দুষ্টঃ । যদ্বা স্বামিনং তং যযাতিমুৎসৃজ্য যযৌ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্বামিনং যযৌ,—স্বামীর নিকট গমন করিল, এখানে শুক্রাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হওয়ায় ‘বিরুদ্ধমতিক্রন্দোষ আর্ষ-প্রয়োগ বলিয়া সহ্য করিতে হইবে । অথবা—স্বামী শব্দে কেবল পতিকেকেই বুঝায় না, পানিনি বলিয়াছেন—‘স্বামিনৈশ্বর্য’, অতএব নিজ প্রভুর নিকট গমন করিল, এই অর্থ । কিম্বা—‘স্বামিনং উৎসৃজ্য’—নিজ পতি যযাতিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল, এরূপ অর্থ ॥ ৮ ॥

সৌহৃদি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কুপণস্তাং প্রসাদিতুম্ ।

কুর্ক্বমিড়বিড়াকারং নাশক্লোৎ পথি সন্ধিতুম্ ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ—সঃ অপি চ স্ত্রৈণঃ কুপণঃ (দীনঃ সন্) তাম্ (অজাং) প্রসাদিতুম্ (অনুনেতুম্) অনুগতঃ (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গচ্ছন্) ইড়বিড়াকারং (বস্তুজাতি-শব্দম্) কুর্ক্বন্ পথি সন্ধিতুং (প্রসাদয়িতুং) ন অশ-ক্লোৎ (ন সমর্থোহভবৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঐ স্ত্রৈণ ছাগও দুঃখিত হইয়া সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত শব্দ করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইড়বিড়াকারং বস্তুজাতিশব্দং, সন্ধিতুং প্রসাদয়িতুম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইড়বিড়াকারং’—পাঠান্তর ইড়বিড়াকারং, ছাগের জাত্যুচিত শব্দ, ‘সন্ধিতুং’—প্রসন্ন করিবার জন্য (অর্থাৎ সেই ছাগও ছাগীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজ জাত্যুচিত শব্দ করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিল ।) ॥ ৯ ॥

তস্য তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিন্নদ্রুমা ।

লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দেহহর্ষায় যোগবিৎ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—তত্র অজাস্বামী কশ্চিৎ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) রুমা (ক্রোধন) তস্য (বস্তুস্য) লম্বন্তং বৃষণম্ অচ্ছিন্নং (জরয়া সন্তোগাসামর্থমকরোৎ ততন্তেন অনুরূধ্যমানঃ) যোগবিৎ (উপায়জঃ দ্বিজঃ) অর্থাৎ (স্বপুত্র্যাঃ কামভোগায়) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বারং তং বৃষণং) সন্দেহে (সংযোজিতবান্ রতিশক্তিং দদাবিত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ ছাগী যথায় গমন করিল, তথায় উহার পালন-কর্তা এক দ্বিজ ক্রোধভরে সেই ছাগের লম্বমান অগুদ্বয় ছিন্ন করিয়া দিল । কিন্তু যখন ঐ ছাগ অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল, তখন উপায়জ দ্বিজ নিজ পুত্রীর কামভোগার্থ পুনরায় ঐ অগুদ্বয় সংযোজিত করিয়া দিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজঃ শুক্রাচার্য্যঃ । অজা শুক্রস্য স্ত্রী তস্যাঃ স্বামী স এব বৃষণমচ্ছিন্নং । জরয়া সন্তোগাসামর্থমকরোৎ । ভূয়ঃ প্রসন্নঃ সমর্থায় কাম-

ভোগায় সন্দেহে বৃষণং যথাস্থিতমকরোদ্ জরাব্যত্য-  
য়েন যৌবনযুক্তং চকার । যোগবিৎ উপায়জ্ঞঃ ॥ ১০৥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্বিজঃ’—কোন এক ব্রাহ্মণ,  
এখানে গুরুচার্য্য। ‘অজ্ঞান্যামী’—ছাগীর স্বামী  
( প্রভু ) বলিতে সেই গুরুচার্য্যই, তিনি ক্লেমে সেই  
ছাগের লক্ষ্যমান অণ্ডদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন, অর্থাৎ  
জরার দ্বারা সন্তোষের অক্ষমতা উপাদান করিলেন।  
পরে প্রসন্ন হইয়া ‘অর্থায়’—নিজ কন্যারূপা ছাগীর  
কামোপভোগের জন্য ছাগের ছিন্ন অণ্ড পুনরায় যুক্ত  
করিয়া দিলেন, অর্থাৎ জরা-বিনিময়ের দ্বারা যৌবন-  
যুক্ত করিলেন। ‘যোগবিৎ’—ঐ ব্রাহ্মণ উপায়জ্ঞ  
ছিলেন ॥ ১০ ॥

( প্রেম্ণা যন্তিত বশীকৃতঃ ) তব মায়য়া মোহিতঃ  
( মুঞ্চঃ সন্ অধুনাপি ) আত্মানং ( স্বরূপং পরস্বরূপং  
চ ) ন অভিজানামি ( ন অবগচ্ছামি ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুদ্রু ! ঐ ছাগের ন্যায় দীন  
আমিও তোমার প্রেমে যন্তিত ও মায়য়া মোহিত  
হইয়া আত্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মোহিতস্তব মায়য়েতি মম জীবস্য  
ত্বমেব মৃতিমতাবিদ্যোতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মোহিতঃ তব মায়য়া’—  
আমিও ঐ ছাগের ন্যায় তোমার মায়াদ্বারা আত্ম-  
বিস্মৃত হইয়াছি, অর্থাৎ মাদৃশ জীবের নিকট তুমিই  
মৃতিমতী অবিদ্যা—এই ভাব ॥ ১২ ॥

সংবদ্ধবৃষণঃ সোহপি হ্যজয়া কৃপলব্ধয়া ।

কালং বহতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যপি তুষ্যতি ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) ভদ্রে । ( সাধুশীলে । ) সং-  
বদ্ধবৃষণঃ ( সংযোজিতমুঞ্চঃ ) সঃ ( বস্তঃ ) অপি  
কৃপলব্ধয়া অজয়া ( সহ ) বহতিথং কালং ( ব্যাপ্য  
রমমাণঃ ) অদ্যপি কামৈঃ ( ভোগৈঃ ) ন তুষ্যতি  
( ন তৃপ্তিং গচ্ছতি ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভদ্রে ! এইরূপ পুনরায় অণ্ডদ্বয় সংযুক্ত  
হইয়া ঐ ছাগ কৃপলব্ধ অজার সহিত বিষয়ভোগে  
বহুকাল অতিবাহিত করিল, তথাপি আজপর্য্যন্ত  
তাহার কামভোগে তৃপ্তিলাভ হইল না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃপলব্ধয়া কামলব্ধয়েতি পার্থদ্বয়ম্ ।  
বহতিথং কালং ব্যাপ্যপি সেব্যমানৈরদ্যপি ন তুষ্যতি  
ন তৃপ্যতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৃপলব্ধয়া’—পাঠান্তর  
‘কামলব্ধয়া’, সেই ছাগ পুনরায় অণ্ড লাভ করিয়া  
কৃপলব্ধা ছাগীর সহিত বহুকাল ভোগাসক্ত থাকিয়াও  
অদ্যাবধি বিষয়ভোগে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই ॥ ১১ ॥

তথাহং কৃপণঃ সুদ্র ভবত্যাঃ প্রেমযজ্ঞিতঃ ।

আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) সুদ্রু ! তথা ( বস্তবৎ ) কৃপণঃ  
( দীনঃ ) অহং ভবত্যাঃ ( দেবযান্যাঃ ) প্রেমযজ্ঞিতঃ

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিষবং হিরণ্যং পশবঃ স্তিয়ঃ ।

ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—পৃথিব্যাং যৎ ব্রীহিষবং ( ধান্যাদি-  
ভোজ্যদ্রব্যং ) হিরণ্যং ( সুবর্ণং ) পশবঃ স্তিয়ঃ  
( সর্ব্বহপি পদার্থাঃ ) কামহতস্য ( কামপ্রলুব্ধস্য )  
পুংসঃ ( পুরুষস্য ) মনঃ প্রীতিং ( মনসঃ প্রীতিং  
সন্তোষং ) ন দুহ্যন্তি ( ন পুরয়িতুং সমর্থ্য ভবন্তি )  
॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে যে সকল ধান্য, যব, সুবর্ণ,  
পশু, স্ত্রী আছে, সে সমুদয়ও কামহত ব্যক্তির মনঃ-  
প্রীতি উপাদান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং সম্রাট্ পূর্ণকামোহসি বিষণ্ণা-  
নন্দেনাত্মানং রময়ন্তস্তব কথমেতান্দ্দৈন্যং সন্তবেত্ত-  
ব্রাহ—যদिति ন দুহ্যন্তি ন পুরয়ন্তি কামহতস্যোতি  
কামহতত্বমেবাপূর্ণকামত্বৈ কারণমिति ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি সম্রাট্  
পূর্ণকাম, বিষয়ানন্দের দ্বারা নিজকে সুখী করিতেছ,  
তোমার কিরূপে এপ্রকার দৈন্য সম্ভব হইতে পারে ?  
তাহাতে বলিতেছেন—‘যৎপৃথিব্যাং’ ইত্যাদি, পৃথিবীর  
যাবতীয় ভোগ্যসমষ্টিও কামনাগ্রস্ত এক ব্যক্তিরই  
সন্তোষ উপাদান করিতে সমর্থ হয় না । ‘কামহতস্য’  
—কামহতত্বই তাহার অপূর্ণকামত্বের কারণ, এই  
ভাব ॥ ১৩ ॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রং ভুয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—কামঃ (তৃষ্ণা) কামানাং (ব্রহ্মচন্দনাদি-  
ভোগবিষয়ানাম্) উপভোগেন হবিষা (ঘৃতেন) কৃষ্ণ-  
বজ্রা ইব (অগ্নিরিব) জাতু (কদাচিদপি) ন শাম্যতি  
(নির্ব্বাণং নিরুত্তিং ন প্রাপ্নোতি) ভুয়ঃ (পুনঃ)  
অভিবর্দ্ধতে এব (প্রজ্বলিত রুদ্ধিং প্রাপ্নোতি চ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয়  
না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর  
উপভোগের দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে,  
উপশম প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মাঝান্ত্রে কামস্তাবান্বেব ততোহ-  
প্যধিকপ্রমাণো বা বিষয় উপভুক্ত্যতাং মহাসম্পন্নস্য  
তব ব্রহ্মচন্দনবনিতাদি-বিষয়ানাং কিমলভ্বমিত্যত  
আহ । ন জাত্বিতি । কৃষ্ণবজ্রা অগ্নিঃ । তস্মাদ-  
শান্তকামস্য সদা দুঃখমেবেত্যতঃ শান্তকাম এব  
সুখীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার যত  
কামনা আছে তত, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক  
পরিমাণ বিষয় ভোগ কর, ব্রহ্ম-চন্দন-বনিতাদি বিষ-  
য়ের কি তোমার অন্ততা আছে? তাহাতে বলিতেছেন  
—‘ন জাতু’ ইত্যাদি, অর্থাৎ কাম্য বিষয়সমূহের উপ-  
ভোগ দ্বারা কখনও কামনার উপশম হয় না, পরন্তু  
ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেরূপ অত্যধি : প্রজ্বলিত হয়, সেরূপ  
ভোগ দ্বারাও কামনার উত্তরোত্তর রুদ্ধিই ঘটিয়া  
থাকে । এইহেতু অশান্তকামের সর্ব্বদা দুঃখই,  
অতএব শান্তকামীই সুখী—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু বমঙ্গলম্ ।

সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্ কালে) সর্ব্বভূতেষু  
(সর্ব্বপ্রাণিষু পুমান্) অমঙ্গলং ভাবং (রাগদ্বেষাদি-  
বৈষম্যং) ন কুরুতে (সমাচরতি), তদা সমদৃষ্টে:  
(সর্ব্বভূতেষু সমদৃষ্টিসম্পন্নস্য) পুংসঃ (পুরুষস্য)  
সর্ব্বাঃ দিশঃ সুখময়াঃ (সুখময়াঃ ভবন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রাণীতে রাগদ্বেষাদি  
বৈষম্য দৃষ্টি করেন না, তৎকালে তিনি সমদৃক্ হন,

সেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দিকই সুখময়  
হইয়া উঠে । ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—শান্তকামস্যসাধারণং লক্ষণমাহ—  
যদেতি সর্ব্বভূতেষু স্বদেহেষ্টিবপি অমঙ্গলং দ্বেষং ন  
কুরুত ইতি । স্বসম্মানাদিকামসত্ত্বে এবাবমানাদি-  
কর্ত্তরি দ্বেষঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ । সমদৃষ্টেঃ ব্যব-  
হারিকনিন্দা-স্তুত্যাдиষু তুল্যবুদ্ধেঃ সুখময়া সুখময়াঃ  
॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শান্তকামের অসাধারণ লক্ষণ  
বলিতেছেন—‘যদা’ ইত্যাদি । ‘সর্ব্বভূতেষু’—সকল  
প্রাণীর প্রতি, এমন কি মাহারা তাহার বিদ্রোহী, তাহা-  
দের প্রতিও যিনি দ্বেষ করেন না । নিজ সম্মানাদি  
প্রাপ্তির কামনা থাকিলেই অপমানকারীর প্রতি দ্বেষ-  
ভাব উৎপন্ন হইতে পারে—এই ভাব । ‘সমদৃষ্টেঃ’  
—ব্যবহারিক নিন্দা, স্তুতি প্রভৃতিতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন  
ব্যক্তির নিকট নিখিল জগৎ সুখময়রূপে অনুভূত  
হয় । ‘সুখময়াঃ’—সুখময়াঃ, এখানে স্ত্রীলিঙ্গ দিক্-  
শব্দের বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইবে ॥ ১৫ ॥

যা দুস্ত্যজা দুর্দ্দৃতিভিজীর্য়াতো যা ন জীর্য়াতি ।

তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ ॥

অম্বয়ঃ—দুর্দ্দৃতিভিঃ (বিষয়াসক্তজীবৈঃ) যা  
(তৃষ্ণা) দুস্ত্যজা (অতিদুঃখেন ত্যক্তুং শক্যা)  
জীর্য়াতঃ (জীর্ণতাং প্রাপ্তস্য জনস্যাপি) যা (তৃষ্ণা)  
ন জীর্য়াতি (পরিসমাপ্তিং ন গচ্ছতীত্যর্থঃ), শর্ম্মকামঃ  
(সুখাভিলাষী জনঃ) তাং দুঃখনিবহাং (দুঃখানি  
নিতরাং বহতীতি তথা তাম্) তৃষ্ণাং দ্রুতং ত্যজেৎ  
(বিস্তজেৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বিষয়াসক্ত দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের  
পক্ষে যাহা অত্যন্ত কষ্টজনক, স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইলেও  
যাহা জীর্ণ হইয়া প্রাপ্ত হয় না, সেই দুঃখরাশি-বহন-  
কারিণী ভোগপিপাসাকে সুখাভিলাষী ব্যক্তি অতি  
শীঘ্র পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বসংহর্ত্তা কালোহপি কামনায়াঃ  
সংহারে ন হেতুরিত্যাহ যেতি । যদ্বা ; দুরূপশময়া  
অপি কামনায়া উপশমে সাধনমাহ—যেতি জীর্য়াতঃ  
জরাং প্রাপ্নুবতোহপি লোকস্য শর্ম্মকাম স্বশক্রণামপি  
যো মঙ্গলং কাময়তে সঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্বসংহর্তা কালও কামনার সংহারে সমর্থ নহে, ইহা বলিতেছেন—‘যা’ ইত্যাদি। অথবা—দুরুপশমা হইলেও সেই কামনার উপশমের সাধন ( উপায় ) বলিতেছেন—‘যা’ ইত্যাদি, অর্থাৎ, যে বিষয়তৃষ্ণা জরাজীর্ণ ব্যক্তিকেও ত্যাগ করে না, ‘শর্মকামঃ’—যিনি নিজ শত্রুগণেরও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই কল্যাণকামী ব্যক্তি অশেষ দুঃখের বাহন বিষয়তৃষ্ণাকে সত্ত্বর পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬ ॥

মাত্রা স্ত্রী দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।  
বলবানিन्द्रিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কৰ্মতি ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—মাত্রা, স্ত্রী ( ভগিন্যা ) দুহিত্রা বা ( কন্যা ) অবিবিক্তাসনঃ ( অবিবিক্তং সন্ধীর্ণম্ আসনং यस্য সঃ তথাভূতঃ ) ন ভবেৎ, ( যতঃ ) বলবান্ ইन्द्रিয়গ্রামঃ ( ইन्द्रিয়সমূহঃ ) বিদ্বাংসং ( জ্ঞান-বন্তম্ ) অপি কৰ্মতি ( আকৰ্ষতি ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত একা-  
সনে উপবেশন করা উচিত নহে। যেহেতু বলবান্  
ইन्द्रিয়সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে  
॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ স্ত্রীবিষয়ঃ কামস্ত সদাচারেণৈব  
শাম্যতীতি সদাচারং দর্শয়তি মাত্রেতি, অবিবিক্তম্  
অপৃথগ্ভূতমাসনং यस্য সঃ । বিদ্বাংসমপ্যাকৰ্মতি  
॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্ত্রীবিষয়ক কামনা  
কিন্তু সদাচারের দ্বারাই উপশম প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে  
সদাচার দেখাইতেছেন—‘মাত্রা’ ইত্যাদি, অর্থাৎ  
মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার সহিত নিজর্জনে এক  
আসনে অথবা সংলগ্নভাবে অবস্থান করিবে না।  
যেহেতু প্রবল ইन्द्रিয়বর্গ ‘বিদ্বাংসম্ অপি’—জ্ঞানী  
ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোহসকৃৎ ।

তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষুপজায়তে ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—অসকৃৎ ( নিরন্তরং ) বিষয়ান্ সেবতঃ  
( সেবমানস্য ) মে ( মম ) বর্ষসহস্রং পূর্ণং ( অভূৎ ),

তথাপি চ ( বহুকালব্যাপি ভোগসত্ত্বেহপি ) তেষু  
( বিষয়েষু ) অনুসবনং তৃষ্ণা উপজায়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বহুব্যাপি বিষয়সমূহ ভোগ করিতে  
করিতে আমার পূর্ণ সহস্রবর্ষ অতিবাহিত হইল,  
তথাপি প্রতিদিন তাহাতে পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে  
॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিষয়াভিনিবেশস্য কালদুর্জরত্বেহ-  
মেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ পূর্ণমিতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষয়ের অভিনিবেশ কালও  
জীর্ণ ( ক্ষয় ) করিতে পারে না, তদ্বিশয়ে আমিই  
দৃষ্টান্ত, ইহা বলিতেছেন—‘পূর্ণং’ ইত্যাদি, অর্থাৎ  
নিরন্তর বিষয়রাশি উপভোগ করিতে করিতে আমার  
সহস্র বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি সেই বিষয়ের প্রতি  
প্রতিদিন আমার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১৮ ॥

তস্মাদেতোমহং তাত্ত্বা ব্রহ্মণ্যধ্যায় মানসম্ ।

নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারঃ চরিয়ামি যুগৈঃ সহ ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—তস্মাৎ ( হেতোঃ ) অহম্ এতাং  
( তৃষ্ণাং ) তাত্ত্বা ( বিহায় ) ব্রহ্মণি ( বাসুদেবে )  
মানসং ( মনঃ ) অধ্যায় ( সন্নিবেশ্য ) নির্দ্বন্দ্বঃ  
( শীতোষ্ণাদিদ্বেন্দ্বেরনভিভূতঃ ) নিরহঙ্কারঃ ( কর্তৃত্বাভি-  
মানশূন্যঃ সন্ ) যুগৈঃ সহ চরিয়ামি ( বনং প্রবিশা-  
মীত্যর্থঃ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতএব এই সকল ভোগপিপাসা পরি-  
ত্যাগ পূর্বক আমি পরব্রহ্মে মনঃসন্নিবেশপূর্বক  
সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবরহিত ও নিরহঙ্কার হইয়া যুগ-  
গণের সহিত ভ্রমণ করিব ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কস্মাৎ তস্যা উপশমস্তত্র  
ভগবদ্রূপগুণাদৌ মনো বিধানাদিত্যাহ—মানসম্  
আধায়েতি নিরাকারস্য ধ্যানং ন সম্ভবতীতি সাকারে  
ব্রহ্মণীত্যর্থঃ । ‘ভাগবতীং গতিং লেভে’ ইত্যগ্রেতনো-  
ক্তেন্চ । যুগৈঃ সহৈতি এতাবস্তং কালং ভবত্যাঃ  
ক্ৰীড়ামৃগঃ সন্ গৃহাগ্নে নৃত্যমকরবন্ম, অতঃপরম্  
বনে যুগৈঃ কৃষ্ণসারৈঃ সহৈবং কৃষ্ণলীলামগ্নো নভিষ্যা-  
মীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা  
হইলে কি প্রকারে সেই বিষয়তৃষ্ণার উপশম হইবে ?

তাহার উক্তর বলিতেছেন—শ্রীভগবানের রূপ ও গুণাদিতে মন সমর্পণের দ্বারা, ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—‘মানসম্ আধায়’ ইত্যাদি। নিরাকারের ধ্যান সম্ভব নহে বলিয়া সাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিলেন, এই অর্থ। পরেও বলিবেন—‘ভাগবতীং গতিং লেভে’ (২৫ শ্লোক), অর্থাৎ মহারাজ যযাতি পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিয়াছিলেন। ‘মুগৈঃ সহ’—এতকাল পর্য্যন্ত তোমার ক্রীড়ামৃগ হইয়া গৃহাঙ্গনে নৃত্য করিয়াছি, অতঃপর বনে কৃষ্ণসার মৃগ-গণের সহিত, পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকেই যাহারা সার করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তজনের সহিত কৃষ্ণলীলাতে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিব—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

দৃষ্টং শ্রুতমসদ্বুদ্ধা নানুধ্যায়েন সন্দিশেৎ ।

সংসৃতিঞ্চান্নাশঞ্চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্ ॥ ২০ ॥

অবয়বঃ—(যঃ) দৃষ্টম্ (ঐহিকং ভোগবিষয়ং) শ্রুতং (পারত্রিকভোগবিষয়ং স্বর্গাদিরূপম্) অসদ্বুদ্ধা (অপুরুষার্থরূপং বিজ্ঞান) ন অনুধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ), ন সন্দিশেৎ (ন চ উপভূজীত), তত্র (দৃষ্টশ্রুতয়োঃ নানুধ্যানাদৌ) সংসৃতিং চ (সংসরণং স্থলনমিত্যর্থঃ) আত্মনাশং চ (আত্মঘাতং চ) বিদ্বান্ (জানন্) সঃ আত্মদৃক্ (আত্মদর্শী ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যিনি ঐহিক, পারত্রিক ভোগবিষয়-সমূহ অনিত্য জানিয়া ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা ও উপভোগ করেন না তিনিই আত্মদর্শী। তিনি জানেন যে, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়সমূহের অনুক্ষণ চিন্তায় সংসারবন্ধন ও আত্মনাশ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্ববিচারেণাপি বিষয়ধ্যানং ত্যক্তং ভগবদ্ব্যনপরিপাকে সত্যেব শরুয়াদিত্যাহ দৃষ্ট-মিতি। য আত্মদৃক্ ধ্যানেনাত্মনাং ভগবন্তং পশ্যতি স এবং দৃষ্টং শ্রুতঞ্চ বিষয়সুখম্ অসদ্ অসাধুত্বাদ-রোচকং বুদ্ধা ন পুনঃ পুনর্ধ্যায়েন্দ ন চোপভূজীত। কিঞ্চ তত্র দৃষ্টশ্রুতধ্যানে এব সংসৃতিম্ আত্মনাশ-মাত্মঘাতঞ্চ বিদ্বান্ জানন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তত্ত্ববিচারেও বিষয়ধ্যানের পরিহার ভগবদ্ব্যনানের পরিপাকেই সম্ভব, ইহা বলিতেছেন—‘দৃষ্টং শ্রুতং’ ইত্যাদি। ‘আত্মদৃক্’—যিনি

ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মা শ্রীভগবান্কে দর্শন করেন, তিনি এইরূপ দৃষ্ট ও শ্রুত, অর্থাৎ ঐহিক ও পার-লৌকিক বিষয়সুখকে ‘অসৎ’—অনিত্য, অসাধুত্বহেতু আরোচক জানিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবেন না, অর্থাৎ উহার উপভোগ করিবেন না, বরং সেই ভোগ্য-বিষয়ের চিন্তাতেই সংসার-বন্ধন ও আত্মার অধঃ-পতন হয়—ইহা বিবেচনা করিবেন ॥ ২০ ॥

ইত্যুক্তা নাহমো জাম্মাং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ ।

দত্তা স্বজরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥ ২১ ॥

অবয়বঃ—নাহমঃ (যযাতিঃ) জাম্মাং (দেবযানীং) ইতি উক্তা (এবং কথয়িত্বা) পূরবে (কনিষ্ঠসুতায়) তদীয়ং বয়ঃ দত্তা (প্রত্যপ্য) বিগতস্পৃহঃ (সন্) তস্মাৎ (পুরোঃ) স্বজরসং (নিজজরং) আদদে (গৃহীতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি পত্নী দেবযানীকে এই বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে তদীয় বয়স প্রত্যর্পণ পূর্বক স্পৃহাশূন্য হইয়া তাহার নিকট হইতে নিজ জরা গ্রহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

দিশি দক্ষিণপূর্বস্য চ দ্রহ্ম্যং দক্ষিণতো যদুম্ ।

প্রতীচ্যাং তুর্বসুং চক্রে উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥

অবয়বঃ—(নাহমঃ) দক্ষিণপূর্বস্য চ দিশি, দ্রহ্ম্যং দক্ষিণতঃ (দক্ষিণস্য চ দিশি), যদুং প্রতীচ্যাং (পশ্চি-মায়াম্ দিশি), তুর্বসুং উদীচ্যাম্ (উত্তরস্য চ দিশি), অনুম্ মীশ্বরং (অধিপতিং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যযাতি দক্ষিণ-পূর্বদিকে দ্রহ্ম্যকে, দক্ষিণদিকে যদুকে, পশ্চিমদিকে তুর্বসুকে ও উত্তর-দিকে অনুকে অধীশ্বর করিলেন ॥ ২২ ॥

ভূমণ্ডলস্য সর্বস্য পুরুষমহত্তমং বিশাম্ ।

অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥ ২৩ ॥

অবয়বঃ—সর্বস্য ভূমণ্ডলস্য (পৃথিব্যাঃ) বিশাং (প্রজানাম্) অহত্তমং (পূজ্যতমং) পুরুষং (কনিষ্ঠ-সুতম্) অভিষিচ্য (রাজপদে অভিষিক্তং কৃত্বা)

অগ্রজান্ ( যদুপ্রভৃতীন্ ) তস্য ( পুরোঃ ) বশে ( অধীনতায়্য ) স্থাপ্য ( স্থাপয়িত্বা ) বনং যযৌ ( গভবান্ ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সমগ্র পৃথিবীর ধনসমূহের আধিপত্যে পুরুষকে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রজাতপুত্রদিগকে পুরুষ অধীনে স্থাপন পূর্বক বনে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিশাং সর্বভূমণ্ডলসম্বন্ধিনানাম্ অহঁতম্ অতিশয়েনাহঁতীতি তম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ ‘বিশাম্ অহঁতম্’—ভূমণ্ডলস্থ সকল ধনের যোগ্যতম অধিকারী পুরুষকে ( রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তাঁহার অধীনে রাখিয়া মহারাজ যযাতি স্বয়ং বনে গমন করিলেন ) ॥ ২৩ ॥

আসেবিতং বর্ষপুগান্ ষড়্ বর্গং বিষয়েষু সঃ ।

ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ ( যযাতিঃ ) বর্ষপুগান্ ( বর্ষরাশীন ব্যাপ্য ) বিষয়েষু ( ভোগ্যবিষয়েষু ) আসেবিতম্ ( অভ্যস্তং ) ষড়্ বর্গং ( ষড়্ভিন্নয়সুখং ) জাতপক্ষঃ ( জাতৌ উৎপন্নৌ পক্ষৌ যস্য সঃ ) দ্বিজঃ ( পক্ষী ) নীড়ং ( কুলায়ম্ ) ইব ক্ষণেন মুমুচে ( তত্য়াজ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! রাজা যযাতি বহুবর্ষ পর্যন্ত বিষয়ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইলে, পক্ষীশাবক যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যযাতিও ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণিকের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ষপুগানপি ব্যাপ্য বিষয়েষু আ-সম্যক্ সেবিতমাসক্তির্যস্য তথাভূতমপি ষড়্ভিন্নয়বর্গং ক্ষণেনৈব মুমুচে উপেক্ষত ইন্দ্রিয়াধীনো ন বভূবেত্যর্থঃ । নীড়ং মুমুচে নীড়াধীনো যথা ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বর্ষপুগান্’—যযাতি বহুবৎ-সর ব্যাপী সম্যকরূপে বিষয়সেবায় পরিচালিত নিজ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকালমধ্যেই ত্যাগ অর্থাৎ উপেক্ষা করিলেন অর্থাৎ তিনি আর ইন্দ্রিয়ের অধীন হন নাই, এই অর্থ । ‘নীড়ং মুমুচে’—যেমন পক্ষ উদ্গমের পর পক্ষী অল্পকালমধ্যেই দীর্ঘকালের আগ্রিত নিজ

বাসস্থান ত্যাগ করে, অর্থাৎ আর সেই নীড়ের অধীন হয় না, এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

স তত্র নিম্মুক্তসমস্তসঙ্গ  
আত্মানুভূত্যা বিধূতত্রিলিঙ্গঃ ।  
পরেহমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে  
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—প্রতীতঃ ( প্রখ্যাতঃ ) সঃ ( যযাতিঃ ) তত্র ( বনে ) নিম্মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ( নিম্মুক্তঃ ত্যক্তঃ সঙ্গঃ আসক্তির্যেন স তথাভূতঃ ) আত্মানুভূত্যা ( আত্মানাত্ম-বিবেকেন ) বিধূতত্রিলিঙ্গঃ ( বিধূতং নিরস্তং ত্রিগুণা-দ্বকং লিঙ্গং যেন সঃ ) পরে ( শ্রেষ্ঠে ) অমলে ( গুণা-তীতে ) ব্রহ্মণি বাসুদেবে ( পরব্রহ্মণি ভগবতি বাসু-দেবে ) ভাগবতীং গতিং ( ভক্তপদবীং ) লেভে ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—রাজা যযাতি বনमध्ये সর্বাসক্তিরহিত এবং আত্মানুভূতি-প্রভাবে ত্রিগুণাদ্বক উপাধিশূন্য হইয়া গুণাতীত, পরমব্রহ্ম, বাসুদেবে ভাগবতী গতি অর্থাৎ তদীয় পার্শদত্ব লাভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিধূতং ত্রিগুণাদ্বকং লিঙ্গং যেন সঃ । ভাগবতীং ভগবদ্ধাম্নি প্রেমবৎ পার্শদত্বং, প্রতীতঃ খ্যাতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিধূত-ত্রিলিঙ্গঃ’—বিশেষরূপে ক্ষালিত হইয়াছে ত্রিগুণাদ্বক লিঙ্গ যাঁহা বর্তুক, অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ যযাতি গুণব্রহ্মজাত উপাধি পরিহার-পূর্বক ‘ভাগবতীং গতিং’—ভগবদ্ধামে প্রেমবৎ পার্শদদেহ লাভ করিলেন । ‘প্রতীতঃ’—বলিতে প্রসিদ্ধ যযাতি ॥ ২৫ ॥

শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাশ্বনঃ ।

স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈষ্ণব্যং পরিহাসমিবেরিতম্ ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—( সা ) দেবযানী স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈষ্ণ-ব্যং ( স্নেহবিদ্যুতিবশাৎ ) ঈরিতং ( কথিতং ) পরি-হাসম্ ইব ( তাং ) গাথাং শ্রুত্বা আশ্বনঃ প্রস্তোভং ( নিহুতিমার্গপ্রোৎসাহনং ) মেনে ( নির্ণীতবতী ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী-পুরুষের স্নেহ-বৈষ্ণব্য বশতঃ পরি-

হাসছলে কথিত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া দেবযানী মনে করিয়াছিল যে,—এই ইতিহাস তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে উৎসাহ দিবার নিমিত্তই কথিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—গাথাং ছাগেতিহাসম্ আত্মনঃ স্বস্যা প্রস্তোভমুপালন্তনমেব বস্তুতো যেনে। স্নেহবৈক্লব্যাদেব হেতোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরিহাসতুল্যমুক্তম্। তেন হে দেবযানি। ময়া যত্নং কৃপয়া পানীয়কৃপাদুদ্ধতাভূঃ তৎ পরিশোধনং ত্বয়া সম্যক্ কৃতং যদহমেতাযন্তং কালং বিষয়মহাক্কৃপে নিপতিত ইতি মৎপতির্যাতির্মামবোচদिति দেবযানী জানাতি স্মেমতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গাথাং’—পুর্কোক্ত ছাগের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া দেবযানী ‘আত্মনঃ প্রস্তোভম্’—নিজের প্রতি উপালন্তন (অনুযোগ) বলিয়াই বস্তুতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা স্নেহবৈক্লব্যবশতঃ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরিহাসের ন্যায় উক্ত হইয়াছে। যেমন—হে দেবযানি। আমি তোমাকে কৃপাপূর্বক পানীয়কৃপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিদান তুমি ভালভাবেই দিলে, যেহেতু এককাল পর্য্যন্ত আমি বিষয়রূপ মহাক্কৃপে নিপতিত হইয়াছিলাম—এরূপ আমার পতি যযাতি আমাকে বলিতেছেন, ইহা দেবযানী বুঝিয়াছিলেন। [এখানে স্ত্রীলীঙ্গাধিপায়িনী-পাদ ‘প্রস্তোভ’ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ নিবৃত্তিমার্গে প্রোৎসাহন বলিয়াছেন, তাহাতে দেবযানী উহা শ্রবণ করিয়া ইহাকে নিজের নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনের উৎসাহজনক মনে করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ।] ॥ ২৬ ॥

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।

বিজ্ঞানেশ্বরতত্ত্বাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥২৭॥

সর্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নোপম্যেন ভার্গবী।

কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥২৮॥

অনুব্যঃ—ততঃ (তদনন্তরং) সা ভার্গবী (দেবযানী) ঈশ্বরতত্ত্বাণাং সুহৃদাং (পতিপুত্রাদীনাং) সন্নিবাসং (সুহৃদৃভিঃ সহবাসমিত্যর্থঃ) গচ্ছতাম্ প্রপায়াম্ (জলপানশালায়াং মেলনম্) ইব (ক্ষণিকং) প্রভোঃ (ঈশ্বরস্য) মায়াবিরচিতং (মায়য়া বিরচিতং) বিজ্ঞান (জ্ঞান) স্বপ্নোপম্যেন (স্বপ্ন দৃষ্টান্তেন) সর্বত্র সঙ্গং

সমুৎসৃজ্য (স্বপ্নবৎ সর্বত্র সঙ্গা অনিত্য ইতি নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য (সমর্প্য) আত্মনঃ লিঙ্গং (শরীরং) ব্যধুনোৎ (তত্যাজ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর দেবযানী ঈশ্বরানুগত পতি-পুত্রাদির সহিত সহবাস, পান্যাদিগের পানীয়শালায় একত্র মিলনের ন্যায় ক্ষণিক ভগবানের মায়্যা-কল্পিত সুতরাং স্বপ্নতুল্য অনিত্যজ্ঞানে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণে মনঃ সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিল ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভোহরেঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রভোঃ’—শ্রীহরির (অর্থাৎ জীবগণের সংসারে সুহৃদগণের সহিত মিলন শ্রীহরির মায়ারচিত।) ॥ ২৭-২৮ ॥

নমস্তভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।

সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংসাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমঙ্করে যামাতং নান্মৈকোনবিংশোঃধ্যায়ঃ।

অনুব্যঃ—(কথং সমাবেশ্য তদেবাহ—) বেধসে (জগৎস্রষ্ট্রে) সর্বভূতাধিবাসায় (সর্বভূতানাম্ আধার ভূতায়) শান্তায় বৃহতে (ব্রহ্মণে) ভগবতে বাসুদেবায় তুভ্যং নমঃ নমঃ (ইতি নয়নাদিভিঃ মনঃ সমাবেশ্য লিঙ্গং ব্যধুনোৎ ইতি পূর্বেগান্ববঃ) ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমঙ্করে একোনবিংশ-

বিংশাধ্যায়স্যান্ববঃ।

অনুবাদ—আপনি জগৎ-স্রষ্টা, সর্বভূতাধিবাস, বাসুদেব, শান্ত অত্যন্ত বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ, যৈঃশ্রীপূর্ণ আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমঙ্করের একোনবিংশ

অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কেন সাধনেন কৃষ্ণে মন আবেশিত-মিতি চেদমঙ্কারধ্যানকীর্তনাদিভিরিত্যাহ নম ইতি। অত্র যদা অম্বরীষঃ সপ্তরীপাধিপতিশচক্রবর্তী বভূব তদৈব যযাতিস্তত্ত্বাণ্ডলাধ্যক্ষঃ প্রায়ো ভারতবর্ষভূপতি-রিত্যবসীয়তে। ব্রহ্ম-মরীচি-কশ্যপ-বিবস্বৎ-শ্রাদ্ধ-

দেব-নভগ-নাভাগাম্বরীষাস্থা ব্রহ্মা-চন্দ্র-বুধ-পু-  
র-ব-আয়ু-নহষ-যযাতম্ ইতি ব্রহ্মাতন্ত্রমোরটমপুরুষ-  
ত্বাৎ । অতএবাম্বরীষসঙ্গপ্রভাবাদেব তাদৃশবিষয়-  
লম্পটস্যপি যযাতেস্তাদৃশী ভুক্তিযযাতেশ্চ সঙ্গাদেব-  
যান্যাশ্চ । কিঞ্চৈবমেব সূর্য্যবংশ্যচন্দ্রবংশ্যোয়ুগপৎ  
প্রবৃত্তম্যোৰ্যদা সূর্য্যবংশ্যঃ সপ্তদ্বীপাধিপতিশ্চক্রবর্তী  
স্যাত্তদা চন্দ্রবংশ্যস্তম্ভলাধ্যক্ষো রাজা, যদা চন্দ্রবংশ্য-  
শ্চক্রবর্তী তদা সূর্য্যবংশ্যো রাজেত্যুভয়বংশ্যানাং  
ব্যবস্থয়া চক্রবর্তিত্বরাজত্বে জেয়ে ॥ ২৯ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

একোনবিংশো নবমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নমস্তভ্যং’—যদি বলেন,  
কি সাধনের দ্বারা দেবযানী গ্রীকৃষ্ণে মন অভিনিবিষ্ট  
করিয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—নমস্কার,  
ধ্যান ও কীর্তনাদির দ্বারা । এখানে এরূপ বিবে-  
চনীয়—যখন অম্বরীষ সপ্তদ্বীপাধিপতি চক্রবর্তী  
হইয়াছিলেন, তৎকালে যযাতি মণ্ডলাধ্যক্ষ ভারতবর্ষের  
রাজা ছিলেন । ব্রহ্মা, মরীচি, কশ্যপ, বিবস্বান,  
শ্রাদ্ধদেব, নভগ, নাভাগ এবং অম্বরীষ ; তদ্রূপ ব্রহ্মা,  
অগ্নি, চন্দ্র, বুধ, পুরুরবা, আয়ু, নহষ ও যযাতি—  
এইরূপ ব্রহ্মা হইতে উভয় বংশের অষ্টম পুরুষত্ব ।  
অতএব অম্বরীষের সঙ্গপ্রভাবেই তাদৃশ বিষয়লম্পট

যযাতিরও এই প্রকার ভক্তি হইয়াছিল এবং যযাতির  
সঙ্গবশতঃ দেবযানীরও ।

আরও, এইরূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের যুগপৎ  
প্রবৃত্তি হইলেও যখন সূর্য্যবংশীয় কেহ সপ্তদ্বীপের  
অধিপতি চক্রবর্তী হন, তখন চন্দ্রবংশীয় কেহ সেই  
মণ্ডলাধ্যক্ষ রাজা, আবার যখন চন্দ্রবংশীয় কেহ  
চক্রবর্তী হন, তখন সূর্য্যবংশীয় কেহ রাজা হন—  
এইরূপ উভয় বংশীয়গণের ব্যবস্থার দ্বারা চক্রবর্তিত্ব  
ও রাজত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

ইতি ভক্তচিন্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনবিংশ  
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের  
‘সারার্থদশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।১৯ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিত্তে  
শ্রীমদ্ভাগবতে-নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্য  
একোনবিংশাধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ  
অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশ  
অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের একোনবিংশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।





# বিংশোধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিকাবাচ—

পুরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোহসি ভারত ।

যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজিরে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পিতৃপ্রসাদ-প্রাপ্ত পুরুষ বংশ বিবরণ এবং দুঃখপুত্র ভরতের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ।

পুরু হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র প্রচিন্বে, প্রচিন্বে হইতে প্রবীর, মনসু, চারু-পদ, সুদ্য, বহগব, সংঘাতি, অহংঘাতি রৌদ্রাশ্ব পুত্র পরম্পরায় জন্মলাভ করেন । রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষ্যু, স্থণ্ডিল্যু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্যেয়ু, সতোয়ু, ব্রতেয়ু, ও বনেয়ু—এই দশটী পুত্র ছিল তন্মধ্যে ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব । রন্তিনাবের সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ—এই তিন পুত্র । অপ্রতিরথের পুত্র কংব, কংবের পুত্র মেধাতিথি । এই মেধাতিথি হইতে প্রকণু দ্বিজ-কুল উৎপন্ন হন । রন্তিনাব তনয় সুমতির পুত্র রেডি ও তৎপুত্র দুঃখ । এই দুঃখ কোন সময় মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহর্ষি কংবের আশ্রমে এক পরমরূপবতী রমণীকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন । সেই রমণী বিশ্বামিত্র-তনয় শকুন্তলা । তাহার মাতা মেনকা তাহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিলে, সে কংবমুনির আশ্রমে প্রতিপালিত হয় । শকুন্তলা দুঃখকে পতিত্বে বরণ করিলে, দুঃখ তাঁহাকে গন্ধর্ব্ববিধি অনুসারে বিবাহ করিয়া যথাকালে শকুন্তলার গর্ভোৎপাদন পূর্ব্বক স্বীয় পুরীতে গমন করেন ।

শকুন্তলা যথা সময়ে ভগবদ্বংশ-সম্ভূত এক পুত্র প্রসব করিলেন । দুঃখ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং শকুন্তলা নব প্রসূত পুত্র লইয়া ভর্তৃ-সন্নিধানে উপনীত হইলে, দুঃখ শকুন্তলাকে স্বীয় পত্নী ও নবপ্রসূত পুত্রকে স্বীয় ঔরসজাত বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন না, পরে দৈববাণীর আদেশে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন ।

দুঃখের মৃত্যুর পর শকুন্তলা-তনয় ভগবদ্বংশসম্ভূত

ভরত রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বহু যজ্ঞাদি দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ও ব্রাহ্মণ-দিগকেও ধনদান প্রভৃতি পরহিতকরকার্যের অনুষ্ঠান করেন । অনন্তর ভরত্বাজের উৎপত্তিবিবরণ, ভরতের তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

অব্ধঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—(হে) ভারত ! (পরীক্ষিৎ!) যত্র (পুরোর্বংশে ত্বং) জাতঃ অসি যত্র (যস্মিন্ বংশে) রাজর্ষয়ো বংশ্যাঃ (রাজশ্রেষ্ঠাঃ সন্তানাঃ) ব্রহ্মবংশ্যাঃ চ (ব্রাহ্মণবংশ্যাঃ চ) জজিরে (অধুনাতনং) পুরোঃ বংশং (কুলং) প্রবক্ষ্যামি (বিস্তরেণ কথয়িষ্যামি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভারত ! যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যে বংশে বহু রাজর্ষি ও ব্রহ্মবংশের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই পুরুষ বংশ কীর্তন করিতেছি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পুরুবংশেহত্র দৌমন্তেভরতস্য কথান্বিতম্ ।

শাকুন্তলমুপাখ্যানং বিংশোধ্যায়েহত্র বর্ণ্যতে ॥০॥

ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূতাশ্চ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিংশ অধ্যায়ে পুরু-বংশীয় দুঃখপুত্র ভরতের কথান্বিত শকুন্তলার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ’—যে বংশে রাজর্ষি ও ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত অনেকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই পুরুষ বংশ বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥

জনমেজয়ো হ্যভূৎ পুরোঃ প্রচিন্বেন্তংসুতন্ততঃ ।

প্রবীরোহথ মনসূর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোহভবৎ ॥ ২ ॥

অব্ধঃ—পুরোঃ জনমেজয়ঃ হি (অভূৎ) তৎ-সুতঃ (তস্য জনমেজয়স্য সুতঃ) প্রাচিন্বে, ততঃ (প্রচিন্বেতঃ) প্রবীরঃ (বভূব), অথ (তস্মাৎ) মনসুঃ (অজায়ত) তস্মাৎ (মনসোঃ) চারুপদঃ বৈ (অভবৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—জনমেজয় এই পুরুষ বংশে আবির্ভূত

হন। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্ ও তৎপুত্র প্রবীর।  
অনন্তর প্রবীর হইতে মনসু এবং তাহা হইতে চারু-  
পদ উৎপন্ন হন ॥ ২ ॥

তস্য সুদ্যুতভূৎ পুত্রস্তস্মাদ্ভগবন্ততঃ।

সংযাতিস্তস্যাংহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥৩॥

অবয়ঃ—তস্য (চারুপদস্য) সুদ্যুৎ পুত্রঃ অভূৎ,  
তস্মাৎ (সুদ্যোঃ) বহগবঃ (অভবৎ), ততঃ (বহ-  
গবাৎ) সংযাতিঃ (অজায়ত), তস্য (সংযাতেঃ)  
অহংযাতিঃ তৎসুতঃ (তস্য অহংযাতেঃ সুতঃ)  
রৌদ্রাশ্বঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—চারুপদের পুত্র সুদ্যু, সুদ্যু হইতে  
বহগব, বহগব হইতে সংযাতি উৎপন্ন হন। সং-  
যাতির পুত্র অহংযাতী এবং অহংযাতীর পুত্র  
রৌদ্রাশ্ব ॥ ৩ ॥

ঋতেয়ুস্তস্য কক্ষ্যেয়ু স্থণ্ডিলেয়ু কুতেয়ুকঃ।

জলেয়ু সন্নতেয়ুশ্চ ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ ॥ ৪ ॥

দশৈতেহপ্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ।

যুতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাশ্বনঃ ॥ ৫ ॥

অবয়ঃ—তস্য (রৌদ্রাশ্বস্য) ঋতেয়ুঃ, কক্ষ্যেয়ুঃ,  
স্থণ্ডিলেয়ু, কুতেয়ুকঃ, জলেয়ুঃ, সন্নতেয়ুঃ, ধর্মসত্যব্রতে-  
য়বঃ চ (ধর্ম্যেয়ু, সত্যেয়ুঃ, ব্রতেয়ুঃ) অবমঃ (তেষাম্  
ঋতেয়ুপ্রভৃতীনাং কনিষ্ঠঃ) বনেয়ুঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ  
এতে পূর্বোক্তাঃ ঋতেয়ুপ্রভৃতয়ঃ) দশপুত্রাঃ জগদা-  
শ্বনঃ (জগতঃ আশ্রিতৃত্য) মুখ্যস্য (প্রাণস্য)  
ইন্দ্রিয়াণি ইব (দেশেন্দ্রিয়াণীব) অপ্সরসঃ (অপ্সরসি)  
যুতাচ্যাং (বভূবুঃ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—রৌদ্রাশ্বের ঋতেয়ু, কক্ষ্যেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু,  
কুতেয়ুক, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্ম্যেয়ু, সত্যেয়ু ও ব্রতেয়ু  
এবং সর্বকনিষ্ঠ বনেয়ু এই দশটী পুত্র। দশটী  
ইন্দ্রিয় যেমন জগদাশ্রিত একমুখ্যপ্রাণের অধীন  
থাকে, তদ্রূপ এই দশটী পুত্র রৌদ্রাশ্বের বশীভূত  
ছিলেন। ইহারা সকলেই অপ্সরা যুতাচারী গর্ভ-  
সন্তৃত ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য রৌদ্রাশ্বস্য ঋতেয়ুপ্রভৃতয়ো দশ-

পুত্রাঃ ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ, ধর্ম্যেয়ুঃ, সত্যেয়ুঃ, ব্রতেয়ুঃ,  
অবমঃ কনিষ্ঠো দশম ইত্যর্থঃ। অপ্সরস ইতি সপ্তম্যার্থে  
মন্তী। জীবস্য দশেন্দ্রিয়াণীব ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য’—সেই রৌদ্রাশ্বের  
ঋতেয়ু প্রভৃতি দশটি পুত্র হইয়াছিল। ‘ধর্মসত্যব্রতে-  
য়বঃ’—ধর্ম্যেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু। ‘অবমঃ’—সর্ব-  
কনিষ্ঠ, দশমপুত্র বনেয়ু—এই অর্থ। ‘অপ্সরসঃ’  
—ইহা সপ্তমীর অর্থে মন্তী, অর্থাৎ ইহারা সকলে  
অপ্সরা যুতাচারী পুত্র। বশবর্ত্তিতে দৃষ্টান্ত—  
‘ইন্দ্রিয়াণি ইব’, জীবের দশটি ইন্দ্রিয় যেমন জগতের  
আত্মা মুখ্য প্রাণের বশীভূত থাকে, তদ্রূপ এই দশটি  
পুত্র রৌদ্রাশ্বের বশীভূত ছিলেন ॥ ৪-৫ ॥

ঋতেয়োরস্তিনাবোহভূৎ ব্রহ্মস্তুস্যাশ্বজা নৃপ।

সুমতিঃ প্রবোহপ্রতিরথঃ কংবোহপ্রতিরথাস্বজঃ ॥৬॥

অবয়ঃ—হে নৃপ! (পরীক্ষিত!) ঋতেয়োঃ  
রস্তিনাবঃ (সুতঃ) অভূৎ, তস্য (রস্তিনাবস্য)  
সুমতিঃ প্রবঃ অপ্রতিরথঃ (ইতি) ব্রহ্মঃ আশ্বজাঃ  
(পুত্রাঃ বভূবুঃ) অপ্রতিরথাস্বজাঃ (অপ্রতিরথস্য  
আশ্বজঃ পুত্রঃ) কংব (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ঋতেয়ুর রস্তিনাব নামে এক পুত্র ছিল,  
তাহার সুমতি, প্রব ও অপ্রতিরথ—এই তিন পুত্র।  
অপ্রতিরথের পুত্র কংব ॥ ৬ ॥

তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রক্ষন্দাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।

পুত্রোহভূৎ সুমতেরেভির্দুঃশস্তৎসুতো মতঃ ॥ ৭ ॥

অবয়ঃ—তস্য (কংবস্য) মেধাতিথিঃ (অভূৎ),  
তস্মাৎ (মেধাতিথেঃ) প্রক্ষন্দাদ্যাঃ (প্রক্ষন্নপ্রভৃতয়ঃ)  
দ্বিজাতয়ঃ (ব্রাহ্মণাঃ অভবন্) সুমতঃ (রস্তিনাব-  
প্রথমসুতস্য) পুত্রঃ রেভিঃ অভূৎ, তৎসুতঃ (তস্য  
রেভেঃ সুতঃ) দুঃশস্তঃ মতঃ (প্রখ্যস্তঃ অভূৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কংবের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথি  
হইতে প্রক্ষন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি। রস্তি-  
নাবতনয় সুমতির পুত্র রেভি। ইহার পুত্র দুঃশস্তনামে  
বিখ্যাত ॥ ৭ ॥

দুঃখস্তো যুগলাং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ ।  
তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব ॥ ৮ ॥  
বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্ ।  
বভাষে তাং বরারোহাং ভট্টৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ ॥ ৯ ॥

অশ্বয়ঃ—দুঃখস্তঃ যুগলাং যাতঃ ( গতঃ ) কণ্বা-  
শ্রমপদং গতঃ তত্র ( আশ্রমে ) স্বপ্রভয়া ( স্বীয়কাত্য্য )  
রমাম্ ইব ( লক্ষ্মীমিব ) মণ্ডয়ন্তীম্ আসীনাং দেবমায়াম্  
ইব স্ত্রিয়ং বিলোক্য ( দৃষ্টা ) সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ )  
মুমুহে ( অমূহাৎ অনন্তরং ) কতিপয়ৈঃ ভট্টৈঃ  
( সৈন্যৈঃ ) বৃতঃ ( পরিবেষ্টিতঃ সন্ ) তাং বরা-  
রোহাং বভাষে ( সম্বোধ্য কথয়ামাস ) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—দুঃখস্ত যুগলায় গমন করিয়া কণ্বমুনির  
আশ্রমে উপস্থিত হন । তথায় তিনি লক্ষ্মীর ন্যায়  
স্বীয় প্রভা দ্বারা আশ্রমকে আলোকিত করিয়া দেব-  
মায়াসদৃশী এক রমণী অবস্থান করিতেছে দেখিয়া  
তৎক্ষণাৎ মোহিত হইয়াছিলেন, পরে কতিপয় সৈন্যে  
পরিবৃত হইয়া নিকটে গমনপূর্বক ঐ বরারোহাকে  
সম্ভাষণপূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮-৯ ॥

তদর্শনপ্রমুদিতঃ সম্মিষতপরিশ্রমঃ ।

পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসন্ শ্লক্ষয়া গিরা ॥ ১০ ॥

অশ্বয়ঃ—তদর্শনপ্রমুদিতঃ ( তদর্শনেন হৃষ্টঃ  
সন্ ) সংনিবৃত্তঃ পরিশ্রমঃ ( সংনিবৃত্তঃ অপগতঃ  
পরিশ্রমঃ যুগলাজনিতঃ ক্লেশঃ যস্য সঃ তথাভূতঃ )  
কামসন্তপ্তঃ ( কামেন সন্তপ্তঃ ) প্রহসন্ ( মন্দং মন্দং  
হাস্যং কুর্কন্ ) শ্লক্ষয়া মধুরয়া ( গিরা বাচা ) পপ্রচ্ছ  
( জিজ্ঞাসিতবান্ ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ঐ রমণীকে দর্শন করিয়া রাজা অত্যন্ত  
আনন্দিত হইলেন, তাঁহার শ্রান্তি বিদূরিত হইল ।  
তিনি কাম সন্তপ্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে মধুরবাক্যে  
তাহাকে ( ঐ রমণীকে ) জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১০ ॥

কা ত্বং কমলপত্রাঙ্গি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে ।

কিংস্বিক্তিকীর্ণিত তত্র ভবত্যা নিজ্জনে বনে ॥ ১১ ॥

অশ্বয়ঃ—( হে ) কমলপত্রাঙ্গি ! ( কমলপত্রবৎ  
অঙ্গিণী যস্যঃ সা তৎসম্বোধনে ) হৃদয়ঙ্গমে ।

( মনোজ্ঞে ! ) ত্বং কা অসি কস্য ( অসি বা কস্য  
সম্বন্ধিনী অসি ) নিজ্জনে ( জনশূন্যে ) বনে তত্র ভবত্যাঃ  
কিংস্বিক্তি ( কিমপি ) চিকীর্ণিতং ( কত্তুমিষ্টম্ অস্তি  
কিমিত্যর্থঃ ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে কমল-লোচনে ! হে মনোহারিণি !  
তুমি কে, কাহার কন্যা ? এই নিজ্জনে বনে কি  
অভিপ্রায়ে অবস্থান করিতেছ ? ১১ ॥

বাক্তং রাজন্যাতনয়াং বেদ্যাং ত্বাং সুমধ্যমে ।

ন হি চেত পৌরবাণামধর্মো রমতে কৃচিৎ ॥ ১২ ॥

অশ্বয়ঃ—( হে ) সুমধ্যমে ! অহং ব্যাক্তং ( নিশ্চি-  
তমেব ) ত্বাং রাজন্যাতনয়াং ( ক্ষত্রিয়সূতাং ) বেদ্বি  
( জানামি মন্যে ইত্যর্থঃ ) যতঃ পৌরবাণাং ( পুরু-  
বংশীয়ানাং ) চেতঃ, কৃচিৎ ( কদাপি ) নহি অধর্মো  
রমতে ( প্রবর্ততে, অতঃ মচ্ছেতসঃ ত্বয়ি রমণাৎ ত্বাং  
ক্ষত্রিয়াং বেদ্বি ইত্যর্থঃ ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুমধ্যমে ! আমি তোমাকে কোন  
রাজকন্যা বলিয়াই মনে করিতেছি, যেহেতু পুরু-  
বংশীয় কোন ব্যক্তির চিত্ত কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হয়  
না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বেদ্বীতি ত্বয়ি মচ্ছেতসঃ সলোভত্বান্য-  
থানুপপত্তোতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বেদ্বি’—তোমাকে কোন  
রাজকন্যা বলিয়া মনে করি, অন্যথা তোমাতে আমার  
চিত্তের অভিলাষ উৎপন্ন হইত না, এই ভাব ॥ ১২ ॥

শ্রীশকুন্তলোবাচ—

বিশ্বামিত্রাঋজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে ।

বেদৈতত্ত্বগবান্ কণ্বে বীর কিং করবাম তে ॥ ১৩ ॥

অশ্বয়ঃ—শ্রীশকুন্তলা উবাচ,—অহং বিশ্বামিত্রা-  
ঋজা এব ( বিশ্বামিত্রস্য আঋজা তনয়া ) মেনকয়া  
( মাত্রা স্বর্গচ্ছত্যা ) অস্মিন্ বনে ত্যক্তা ( অতোহহং  
রাজন্যকন্যৈব ইতি ভাবঃ হে ) বীর । এতৎ ( বৃত্তং )  
ভগবান্ কণ্বে বেদ ( জানাতি ) তে ( তব সম্বন্ধে )  
কিং করবাম ( বয়মিতি শেষঃ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শকুন্তলা বলিল,—আমি বিশ্বামিত্রের

কন্যা, মেনকা আমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া যান।  
হে বীর ! এ সকল বিষয় পরমপূজ্য কংব অবগত  
আছেন। আমি আপনার কি সেবা করিব বলুন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—বেদেতি কংবস্য মুখান্নয়েদং শ্রুতম্।  
অহস্ত মাতাপিতরৌ ন পরিচিনোমীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বেদ’—ভগবান্ কণ্ ইহা  
জানেন, অর্থাৎ আমি মহর্ষি কণ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ  
করিয়াছি, কিন্তু আমার মাতা-পিতাকে আমি জানি  
না—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

আস্যাভ্যং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামহর্গন্ধ নঃ।

ভূজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) অরবিন্দাক্ষ ! (কমললোচন !)  
আস্যাভ্যং হি ( উপবেশ্যতাং অত্র ) নঃ ( অস্মাকং )  
অহর্গন্ধ চ ( অর্ঘ্যং চ ) গৃহ্যতাং ( স্বীক্ৰিয়তাং ) নীবারাঃ  
সন্তিঃ ভূজ্যতাং যদি রোচতে ( স্পৃহা জায়তে তদা )  
উষ্যতাম্ ( ইহ স্বীক্ৰিয়তাং ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে কমল-লোচন ! উপবেশন করুন।  
আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। এই স্থানে বন্যগাত  
নীবার তণ্ডুল আছে, ভোজন করুন আর যদি অভি-  
রুচি হয় তবে অবস্থান করুন ॥ ১৪ ॥

শ্রীদুগ্ধস্ত উবাচ—

উপপন্নমিদং সূত্র জাতায়াং কুশিকান্বয়ে।

স্বয়ং হি স্বগুতে রাজ্যং কন্যাকাঃ সদৃশং বরম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদুগ্ধস্তঃ উবাচ,—(শকুন্তলামিতি শেষঃ)  
সুভ্রু ! ( শকুন্তলে ! ) কুশিকান্বয়ে (বিশ্বামিত্রান্বয়ে)  
জাতায়াঃ ( উৎপন্নায়ঃ তব ) ইদং ( কিং করবাম  
ইতি বচঃ ) উপপন্নম্ এব (যুক্তমেব) রাজ্যং কন্যাকাঃ  
হি স্বয়ং সদৃশং ( আত্মানুরূপং ) বরং ( পতিং )  
স্বগুতে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—রাজা দুগ্ধস্ত কহিলেন,—হে সুভ্রু !  
তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ,  
তোমার এতাদৃশ বাক্য উপযুক্তই বটে। রাজকন্যারা  
সদৃশ বরকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিং করবামেত্যাদিবাক্যন্তস্যাপি মনঃ  
স্বস্মিন্নভিরতং জাহ্নাহ উপপন্নমিতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কিং করবাম’ ( ১৩ শ্লোক ),  
আমি আপনার কি সেবা করিব—ইত্যাদি বাক্যে  
শকুন্তলারও মন নিজেতে ( রাজার প্রতি ) আসক্ত,  
ইহা বুঝিতে পারিয়া দুগ্ধস্ত বলিতেছেন—‘উপপন্নং’  
ইত্যাদি, অর্থাৎ তুমি কুশিকের বংশজাতা বলিয়া  
তোমার বাক্য যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

ওমিভ্যন্তে তথাধর্ম্মমুপযেমে শকুন্তলাম্।

গন্ধর্ব্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—“ওম্” ইতি উক্তে (শকুন্তলয়া দুগ্ধস্তোক্তে)  
স্বীকৃতে ) দেশকালবিধানবিৎ ( দেশকালবিধানজ্ঞঃ )  
রাজা ( দুগ্ধস্তঃ ) গন্ধর্ব্ববিধিনা যথাধর্ম্মং ( ধর্ম্মম্  
অনতিক্রম্য ) শকুন্তলাম্ উপযেমে ( উবাহ ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শকুন্তলা দুগ্ধস্ত-বাক্য অঙ্গীকার করিলে,  
দেশকালবিদ রাজা দুগ্ধস্ত গান্ধর্ব্ববিধানানুসারে যথা-  
ধর্ম্ম শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ওমিতি শকুন্তলয়া মৌনেনৈবোক্তে  
সত্যীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ওম্ ইতি উক্তে’—শকুন্তলা  
মৌনভাবে তাঁহার বাক্যে সম্মতি দান করিলে, (রাজা  
দুগ্ধস্ত গান্ধর্ব্ব-বিধানানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া-  
ছিলেন ) ॥ ১৬ ॥

অমোঘবীৰ্য্যঃ রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীৰ্য্যমাদদে।

শ্রোত্রে স্বপুরুষ যাতঃ কালেনাসূত সা সূতম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অমোঘবীৰ্য্যঃ (সন্তানোৎপাদনে অমো-  
ঘম্ অপ্রতিহতং বীৰ্য্যম্ यस্য সঃ ) রাজর্ষিঃ ( রাজ-  
শ্রেষ্ঠঃ দুগ্ধস্তঃ ) মহিষ্যাং ( শকুন্তলায়াং ) বীৰ্য্যম্  
আদদে ( স্থাপিতবান্ ততঃ ) শ্রোত্রে (প্রভাতে রাজা)  
স্বপুরুষ যাতঃ ( গতঃ ) কালেন ( প্রাপ্তকালেন ) সা  
( শকুন্তলা ) সূতম্ (পুত্রম্) অসূত (প্রসূবুবে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অমোঘবীৰ্য্য রাজা দুগ্ধস্ত মহিষী  
শকুন্তলাতে বীৰ্য্য আধান করিয়া প্রাতঃকালে নিজপুরে  
গমন করিলেন, পরে উপযুক্ত সময়ে শকুন্তলা এক  
পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ১৭ ॥

কণ্বঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ ।

বদ্ধা যুগেন্দ্রং তরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ ॥১৮॥

অবয়ঃ—কণ্বঃ ( কণ্বমুনিঃ ) বনে ( তস্য ) কুমারস্য ( দুশস্তেন শকুন্তলায়াং জাতস্য বালকস্য ) সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ ( জাতকর্মাতিসংস্কারান্ ) চক্রে ( অকরোৎ ), সঃ ( শকুন্তলাসুতঃ চ ) তরসা ( বলেন ) যুগেন্দ্রং ( সিংহং ) বদ্ধা ( তেন ক্রীড়তি স্ম ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কণ্বমুনি বনে শকুন্তলার গর্ভজাত কুমারের জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পন্ন করিলেন । সেই বালক বলপূর্বক সিংহকে ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিত ॥ ১৮ ॥

তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা ।

হরৈরাংশশস্তুতং ভর্তুরন্তিকমাগমৎ ॥ ১৯ ॥

অবয়ঃ—প্রমদোত্তমা ( শকুন্তলা ) দুরত্যয়-বিক্রান্তং ( দুরত্যয়ম্ অনৈরনভিভাব্যং বিক্রান্তং বিক্রমনং यस্য তং ) হরৈঃ অংশাংশস্তুতং ( ভগবতঃ অংশাংশেন স্তুতং ) তং ( কুমারম্ ) আদায় ( গৃহীত্বা ) ভর্তুঃ অন্তিকম্ ( দুশস্তসমীপম্ ) আগমৎ ( উপস্থিতা ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রমণীকুল-শ্রেষ্ঠা শকুন্তলা ভগবান্ শ্রীহরির অংশাংশস্তুত নিরতিশয় বিক্রমশালী পুত্রকে লইয়া ভর্তা দুশস্তসমীপে উপনীত হইলেন ॥ ১৯ ॥

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ ।

শৃংবতাং সর্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী ॥ ২০ ॥

অবয়ঃ—যদা ( যস্মিন্ সময়ে ) রাজা ( দুশস্তঃ ) অনিন্দিতৌ ( তৌ আগতৌ অদুশ্চৌ ) ভার্য্যাপুত্রৌ ( শকুন্তলা-কুমারৌ ) ন অগৃহ্ণাৎ ( আত্মীয়ত্বেন ন স্বীচকার ) তদা সর্বভূতানাং ( সর্বপ্রাণিনাং সর্বজনানামিত্যর্থঃ ) শৃংবতাং ( সতাং ) খে ( আকাশে ) অশরীরিণী বাক্ ( দৈববাণী ) আহ ( ব্রবীতি ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যখন রাজা নির্দোষী ভার্য্যাপুত্রকে নিজ বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তখন এক আকাশ-বাণী হইল, তাহা সর্বপ্রাণীর শ্রুতিগোচর হইল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ন জগৃহে লোকপ্রবাদভয়ান্ন জগ্রাহ ॥২০

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যদা ন জগৃহে’—লোক-নিন্দার ভয়ে রাজা দুশস্ত যখন সেই ভার্য্যা ও সন্তানকে গ্রহণ করিলেন না ( তখন আকাশে অশরীরিণী বাণী এরূপ বলিয়াছিল । ) ॥ ২০ ॥

মাতা ভক্তা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ।

ভরশ্ব পুত্রং দুশস্ত মাভবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥ ২১ ॥

অবয়ঃ—( হে ) দুশস্ত ! মাতা ভক্তা ( চর্মপাত্রং তদ্বৎ আধারমাত্রং ) পুত্রঃ পিতুঃ এব ( জনকসৈব ভবতি ) যেন ( পিত্রা যঃ ) জাতঃ ( উৎপাদিতঃ ) সঃ ( পুত্রঃ ) সঃ এব ( পিতা এব আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি শ্রুতেঃ ) অতঃ পুত্রং ভরশ্ব ( পালয় ) শকুন্তলাং মা অভবমংস্থাঃ ( অবমাননং মা কুরু ভরশ্ব ইত্যুক্তা ভরত ইতি নাম ইতি ভাবঃ ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(দৈববাণী যথা) অহে দুশস্ত ! পিতারই পুত্র, মাতা ভক্তার ন্যায় ( চর্মপাত্রবৎ ) আধার মাত্র । যেহেতু ( শাস্ত্র বলেন— ) যিনি জন্মদান করেন তাঁহার আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । অতএব পুত্রকে পালন কর, শকুন্তলাকে অবমাননা করিও না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তা চর্মপাত্রং তদ্বদেব মাতা আধার-পাত্রং পিতুরেব পুত্রঃ, আত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি শ্রুতেঃ । ভরশ্ব অঙ্গীকুরু অনেনৈব ভরতনাম নিরুক্তিঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মাতা ভক্তা’—মাতা চর্ম-পাত্রের ন্যায় আধারমাত্র, বস্তুতঃ পুত্র পিতারই হয় । শ্রুতিতে উক্ত আছে—‘আত্মা বৈ পুত্রনামাসি’—পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয় । ‘ভরশ্ব’—অতএব তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর, অর্থাৎ অঙ্গীকার কর, ইহাতেই ‘ভরত’—এই নাম হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ ।

ত্বধাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥ ২২ ॥

অবয়ঃ—( কিঞ্চ ) নরদেব ! ( হে রাজন্ ! ) রেতোধাঃ ( রেতঃসেভা বংশকৃৎ ) পুত্রঃ যমক্ষয়াৎ ( পিতরং যমসদনাৎ ) নয়তি ( তারয়তি তথা চ

স্মৃতিঃ পুন্নাশ্চেনা নরকাদৃ যস্মাৎ পিতরং ব্রায়তে  
সূতঃ । তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবঃ )  
ত্বং চ অস্যা গর্ভস্য ( অপত্যস্য ) ধাতা ( বিধাতা )  
শকুন্তলা সতাম্ আহ ( ব্রবীতি ততো দুশ্শন্তঃ ভাৰ্য্যা-  
পুত্রৌ গৃহীতবান্ ইতি শেষঃ ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি রতঃ সেক  
করেন, পুত্র তাঁহাকেই যমভবন হইতে উদ্ধার করে ।  
তুমিই এই পুত্রের জন্মদাতা, শকুন্তলা সতাই বলি-  
তেছে । ( অনন্তর দুশ্শন্ত শকুন্তলা ও তৎপুত্রকে গ্রহণ  
করিলেন ) ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—রৈতোধা রৈতঃসেস্তা বংশকুদিত্যর্থঃ ।  
যদ্বা পিতুরৈতঃ স্বদেহোপাদানত্বেন ধত্ত্ব ইত্যৌরসঃ  
পুত্র ইত্যর্থঃ । যমক্ষয়াৎ যমালয়াৎ পিতরং নয়তি  
তারয়তি । তথাচ স্মৃতিঃ । “পুন্নাশ্চেনা নরকাদৃ যস্মাৎ  
পিতরং ব্রায়তে সূতঃ । তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়-  
মেব স্বয়ম্ভুবোতি” । পুত্রমিতি দ্বিতীয়ান্তপাঠে পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং  
মাতাপিত্রৌবিবাদে যমক্ষয়াৎ ধর্ম্মনির্গেত্বমস্য স্থানাৎ  
রৈতোধা রৈতঃসেস্তা পিতৈব ধর্ম্মেণ বিজিত্য পুত্রং  
নয়তি নতু মাতৈত্যর্থঃ । ততশ্চ ভাৰ্য্যাপুত্রৌ স্বীকৃত-  
বানিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রৈতোধাঃ’—রৈতঃসেস্তা  
বংশকর্তা, এই অর্থ । অথবা—পিতার রৈতঃ নিজ  
দেহের উপাদানরূপে যে ধারণ করে, অর্থাৎ ঔরস-  
জাত পুত্র, এই অর্থ । ‘যমক্ষয়াৎ’—যমালয় হইতে  
বংশরক্ষক পুত্রই পিতাকে উদ্ধার করে । স্মৃতিশাস্ত্রে  
উক্ত হইয়াছে—“পুন্নাশ্চেনা নরকাদৃ” ইত্যাদি—  
অর্থাৎ পুণ্যনামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ (উদ্ধার)  
করে জন্য ‘পুত্র’ এই নাম স্বয়ং ব্রহ্মাই দিয়াছেন ।  
‘পুত্রং’—এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পাঠে, পুত্র প্রাপ্তির জন্য  
( অর্থাৎ কাহার পুত্র এরূপ ) মাতা ও পিতার মধ্যে  
বিবাদ উপস্থিত হইলে, ‘যমক্ষয়াৎ’—ধর্ম্মের নির্ণয়-  
কর্তা যমের স্থান হইতে রৈতঃসেস্তা পিতাই ধর্ম্মের  
দ্বারা ( ন্যায়ানুসারে ) জয় করিয়া পুত্রকে আনয়ন  
করে, কিন্তু মাতা নহে, এই অর্থ । অনন্তর দুশ্শন্ত  
ভাৰ্য্যা ( শকুন্তলা ) ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—  
ইহা জানিতে হইবে ॥ ২২ ॥

পিতৃর্যুপরতে সোহপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ ।

মহিমা গীয়াতে তস্য হরৈরংশভুবো ভুবি ॥ ২৩ ॥

অশ্বয়ঃ—পিতরি ( দুশ্শন্তে ) উপরতে ( মৃতে  
সতি ) মহাযশাঃ সঃ ( কুমারঃ ) অপি চক্রবর্তী  
( বভূব ) । হরৈঃ ( ভগবতঃ ) অংশভুবঃ ( অংশাংশেন  
জাতস্য ) তস্য ( ভরতস্য ) মহিমা ( মাহাত্ম্যং ) ভুবি  
( লোকে ) গীয়াতে ( কীর্ত্যতে ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পিতা দুশ্শন্তের মৃত্যুর পর মহাযশস্বী  
এই পুত্র চক্রবর্তী অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়া-  
ছিলেন । ভগবানের অংশাংশসম্বৃত বলিয়া তাঁহার  
মহিমা পৃথিবীতে পরিগীত হইত ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রবর্তী বভূব ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চক্রবর্তী’—পিতার মৃত্যুর  
পর ভরতই চক্রবর্তী, অর্থাৎ সপ্তদ্বীপের অধিপতি  
হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

চক্রং দক্ষিণহস্তেহস্য পদ্যকোষোহস্য পাদয়োঃ ।

ঈজে মহাভিষেকেন সোহভিষিক্তোহধিরাডুবিভুঃ ॥

পঞ্চপঞ্চাশতা মেধৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ ।

মামতেয়ং পুরোধায় যমুনামনু চ প্রভুঃ ॥ ২৪ ॥

অষ্টসপ্ততিমেধ্যাস্থান্ ববন্ধ প্রদদদ্রসু ।

ভরতস্য হি দৌশ্শন্তেরগ্নিঃ সাচীণ্ডণে চিতঃ ।

সহস্রং বন্ধশো যস্মিন্ ব্রাহ্মণা গা বিভেজিরে ॥ ২৬ ॥

অশ্বয়ঃ—অস্য ( ভরতস্য ) দক্ষিণহস্তে চক্রং  
( চক্রাকারং চিহ্নম্ অস্তি ) অস্য ( ভরতস্য )  
পাদয়োঃ পদ্যকোষঃ তদাকারচিহ্নবিশেষঃ অস্তি ) সঃ  
( ভরতঃ ) মহাভিষেকেন ( মহাভিষেকবিধিনা )  
অভিষিক্তঃ অধিরাট্ ( সার্বভৌমঃ ) বিভুঃ ( প্রভুঃ  
ভূত্বা ) গঙ্গায়াম্ অনু ( অনুলোমং গঙ্গাসাগরসঙ্গমা-  
দারভ্য যাবত্তদুৎপত্তিঃ তাবদিত্যর্থঃ ) পঞ্চ-পঞ্চাশতা  
( পঞ্চাশদধিকশতদ্বয়সংখ্যাকাঙিক্ষিত্যর্থঃ ) মেধৈঃ  
( পবিত্রৈঃ ) বাজিভিঃ ( অশ্বৈঃ ) ঈজে ( অশ্বমেধযজ্ঞেন  
ভগবন্তম্ আরাধিতবান্ ) প্রভুঃ ( ভরতঃ ) মামতেয়ং  
( ভৃগুং ) পুরোধায় ( পুরোহিতং কৃত্বা ) বসু ( ধনং )  
প্রদদৎ ( প্রকর্ষণেণ দদৎ ) যমুনাম্ অনু চ ( অনুলোমম্ )  
অষ্টসপ্ততিমেধ্যাস্থান্ ( অষ্টাধিকসপ্ততিং যজ্ঞীয়াস্থান্ )  
ববন্ধ ( যজ্ঞার্থমিতি শেষঃ ) দৌশ্শন্তেঃ ( দুশ্শন্ত-পুত্রস্য )

ভরতস্য সাতীশুণে ( প্রকৃষ্টশুণবতিদেশে ) অগ্নিঃ  
চিতঃ ( অভবৎ ) যস্মিন্ ( অগ্নিচয়নে ) ব্রাহ্মণাঃ  
( ভরতেন ) দত্তাঃ সহস্রং গাঃ বদ্ধাঃ ( প্রত্যেকং  
বদ্ধং ) বিভেজিরে ( বিভজ্য জগৃহঃ ) ॥ ২৪-২৩ ॥

অনুবাদ—এই দুগন্ততনয়ের দক্ষিণহস্তে চক্র-  
চিহ্ন, পদযুগলে পদ্মাকোষ চিহ্ন বর্তমান ছিল। ইনি  
মহাভিষেক বিধি অনুসারে অভিশিষ্ট, পৃথিবীর এক-  
ছত্র সম্রাট হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম হইতে আরম্ভ  
করিয়া গঙ্গার উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে পঞ্চ-  
পঞ্চাশৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া-  
ছিলেন। তিনি মমতাতনয় ভৃগুকে পুরোহিত করিয়া  
বহু ধন বিতরণ এবং যমুনাতীরে যজ্ঞার্থ অষ্টসপ্ততী  
যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন। প্রকৃষ্টশুণবৎ  
দেশে দুগন্তপুত্র ভরতের অগ্নি প্রণীত ছিল। অগ্নি-  
চয়নকালে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ এক এক বদ্ধ গাভী  
( ১৩৮৪ সংখ্যায় এক বদ্ধ হয় ) বিভাগ করিয়া  
লইয়াছিলেন ॥ ২৪-২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বাজিভিরশ্বমেধৈঃ। মমতায় পুত্রং  
পুরোধায় পুরোহিতং কৃৎস্না অশ্বান্ ববদ্ধ যজ্ঞার্থ-  
মিত্যর্থঃ। সাতীশুণে প্রকৃষ্টশুণবতি দেশেহগ্নিচি-  
তোহভবৎ। যস্মিন্মগ্নিচয়নে কৰ্ম্মণি সহস্রসংখ্যা  
ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যেকং বদ্ধং বদ্ধং চতুরশীত্যধিকব্রয়োদশ-  
সহস্রাণি গা বিভেজিরে প্রাপুঃ। বদ্ধং চতুরশীত্যগ্র-  
সহস্রাণি ব্রয়োদশ ॥ ২৪-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বাজিভিঃ’—ভরত পঞ্চায়তি  
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ‘মামতেয়ং’—মমতার  
পুত্রকে ( দীর্ঘতমা ঋষিকে ) পুরোহিত করিয়া,  
‘অশ্বান্ ববদ্ধ’—যজ্ঞের নিমিত্ত অশ্ব বন্ধন করিয়া-  
ছিলেন। ‘সাতীশুণে’—উত্তম শুণযুক্ত দেশে দুগন্ত-  
নন্দন ভরতের যজ্ঞীয় অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল।  
‘যস্মিন্’—সেই স্থানে অগ্নিস্থাপন কালে সহস্র ব্রাহ্মণ  
প্রত্যেকে এক এক বদ্ধ, অর্থাৎ তের হাজার চৌরশীতি  
গাভী বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ॥ ২৪-২৬ ॥

ব্রহ্মসিংহতং হাশ্বান্ বদ্ধা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্।

দৌমন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—দৌমন্তিঃ ( ভরতঃ তস্মিন্ যজ্ঞে )

ব্রহ্মসিংহতং হাশ্বান্ বদ্ধা নৃপান্ ( অন্যান্ রাজ-  
গণান্ ) বিস্মাপয়ন্ ( বিস্মিতান্ কুবর্সন্ ) দেবানাং  
অপি মায়াং ( বৈভবম্ ) অত্যগাৎ ( অত্যশেষত ) গুরুং  
( পূজ্যং হরিং ) আযযৌ ( প্রাপুঃ ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দুগন্ততনয় ভরত সেই যজ্ঞে ৩৩০০  
অশ্ব বন্ধন পূর্বক অন্যান্য রাজন্যবর্গকে বিস্মিত  
করিয়া দেবতাদিগেরও বৈভব অতিক্রম করিয়াছিলেন  
যেহেতু তিনি ভগবান্কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেবানামপি মায়াং বৈভবং অত্যগাৎ  
অত্যশেষত যতঃ গুরুং জগদ্গুরুং হরিং যযৌ প্রাপুঃ।  
ময়বত্তর ইতি পাঠে মায়া বৈভবং তদ্বতাং শ্রেষ্ঠঃ হরে-  
রংশত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবানাং মায়াং’—ভরত  
দেবগণেরও বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন,  
যেহেতু তিনি জগদ্গুরু শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।  
‘ময়বত্তরঃ’—এই পার্থাত্তরে, শ্রুতানুসারে ত্বয় হই-  
য়াছ, মায়া বলিতে বৈভব, অর্থাৎ বৈভবশালিগণের  
মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কারণ তিনি শ্রীহরির অংশ-  
জাত ॥ ২৭ ॥

মৃগান্ গুরুদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীকৃতান্।

অদাৎ কৰ্ম্মণি মঞ্চারে নিযুতানি চতুর্দশ ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—( ভরতঃ ) মঞ্চারে কৰ্ম্মণি ( তদাখ্যে  
কৰ্ম্মণি যজ্ঞবিশেষে ইত্যর্থঃ ) চতুর্দশনিযুতানি গুরু-  
দতঃ ( গুরুদন্তান্ ) হিরণ্যেন পরীকৃতান্ ( সুবর্ণ-  
পরিবেষ্টিতান্ ) কৃষ্ণান্ মৃগান্ ( শ্রেষ্ঠগজান্ ) অদাৎ  
( দত্তবান্ ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভরত মঞ্চারনামক কোন যজ্ঞে অথবা  
মঞ্চারতীরে ১৪ লক্ষ গুরুদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ  
হস্তী সুবর্ণ পরিবৃত করিয়া দান করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—মৃগান্ শ্রেষ্ঠগজান্ উদ্রমদ্রমৃগাদয়ো  
গজজাতিভেদা উচ্যন্তে। মঞ্চারে কস্মিন্শিচৎ কৰ্ম্ম-  
বিশেষে তীর্থবিশেষে ইতি কেচিদাছঃ। চতুর্দশলক্ষাণি  
অদাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ। হিরণ্যেন পরীকৃতান্ কৃষ্ণান্  
গুরুদত্তো মৃগান্। মঞ্চারে ভরতোহদদাচ্ছতং বদ্ধানি  
সপ্তচেতি তেন সপ্তাধিকশত বদ্ধান্যেব চতুর্দশলক্ষাণি  
ভবন্তীতি শ্রীশুকদেববিবরণাৎ। চতুর্দশলক্ষাণাং



সপ্তাধিকশতভাগো যশ্চতুরশীত্যধিকব্রহ্মোদশসহস্র-  
প্রমাণঃ বদ্ধং ভবতীত্যবসীয়তে । অতএব বদ্ধসংখ্যা-  
শ্লোকেনোক্তা চতুর্দশানাং লক্ষ্যাণাং সপ্তাধিকশতাং  
শকঃ । বদ্ধং চতুরশীত্যগ্রসহস্রাণি ব্রহ্মোদশেতি ॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মৃগান্’—মৃগ বলিতে এখানে  
শ্রেষ্ঠ গজঃ ; ভদ্র, মস্ত্র, মৃগ প্রভৃতি গজের জাতিভেদ  
বলা হয় । ‘মঞ্চারে’—মঞ্চার বলিতে কোন কৰ্ম্ম-  
বিশেষ, অথবা তীর্থবিশেষ, অর্থাৎ মহারাজ ভরত  
কোন বিশেষ কৰ্ম্মোপলক্ষ্যে সুবর্ণমণ্ডিত গুরুদত্ত কৃষ্ণ-  
কায় চতুর্দশ লক্ষ হস্তী দান করিয়াছিলেন ।  
শ্রুতিতেও ঐরূপ উক্ত হইয়াছে—‘হিরণ্যেন পরি-  
ব্রতান্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ ভরত স্বর্ণের দ্বারা পরিব্রত,  
কৃষ্ণবর্ণ, গুরুদত্ত শত বদ্ধ সপ্ত হস্তী মঞ্চারে দান  
করিয়াছিলেন । এখানে সপ্তাধিক শত বদ্ধই শ্রীশুক-  
দেবের বিবরণ অনুসারে চতুর্দশ লক্ষ । চতুর্দশ  
লক্ষের সপ্তাধিক শতভাগে যাহা বিভক্ত, অর্থাৎ  
চতুরশীতি অধিক ব্রহ্মোদশ সহস্র প্রমাণে ( ১৩০৮৪  
সংখ্যায় ) এক বদ্ধ হয় । অতএব বদ্ধের সংখ্যা  
শ্লোক আকারে উক্ত হইয়াছে—‘চতুর্দশানাং লক্ষ্যাণাং’  
ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

ভরতস্য মহৎ কৰ্ম্ম ন পূৰ্বে নাপরে নৃপাঃ ।

নৈবাপূৰ্বেব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা বাহুভ্যাং ( গমনসাধনাভ্যাং )  
ত্রিদিবং ( স্বর্গং কেচিৎ ন প্রাপ্স্যন্তি তদ্বৎ ) ভরতস্য  
(দৌশ্লভেঃ) মহৎকৰ্ম্ম (অদ্ভুতকৰ্ম্ম) পূৰ্বে (অতীতাঃ)  
নৃপাঃ ন আপুঃ ( ন প্রাপ্তবন্তঃ ) অপরে ( ভাবিনো  
নৃপাশ্চ ) ন প্রাপ্স্যন্তি ( ইদানীন্তনাশ্চ ন প্রাপ্নুবন্তি  
ইতি শেষঃ ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বাহুদ্বারা যেরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়  
না, সেইরূপ ভরতের অদ্ভুত কৰ্ম্ম পূৰ্বে কোন নৃপতি  
লাভ করেন নাই বা ভাবী কোন রাজা লাভ করিতে  
পারিবেন না ॥ ২৯ ॥

কিরাতহৃগান্ যবনান্ পৌণ্ড্রান্ কঙ্কান্ খশাঙ্ছকান্ ।  
অব্রক্ষণানুপাংশ্চান্শ্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েহখিলান্ ॥৩০

অন্বয়ঃ—( ভরতঃ ) দিগ্বিজয়ে কিরাতহৃগান্,  
যবনান্, পৌণ্ড্রান্, কঙ্কান্, খশান্, শকান্ অখিলান্  
( সর্বান্ ) শ্লেচ্ছান্ অব্রক্ষণানুপান্ ( অব্রক্ষণান্  
ব্রাহ্মণবিরোধিনঃ নৃপান্ ) চ অহনু ( অবধীৎ ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভরত দিগ্বিজয় করিতে গিয়া কিরাত,  
হুন, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক, নিখিল শ্লেচ্ছ-  
জাতি এবং ব্রাহ্মণবিরোধী নৃপগণকে বধ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩০ ॥

জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে ।

দেবস্ত্রিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—পুরা ( পূর্বকালে ) যে অসুরাঃ দেবান্  
জিত্বা ( বিজিত্য ) রসৌকাংসি ( রসালাদিস্থানানি )  
ভেজিরে ( সমাশ্রয়ন্ ), প্রাণিভিঃ ( বলিভিঃ তৈঃ  
অসুরৈঃ ) রসাং ( রসাতলং ) নীতাঃ ( প্রাপিতাঃ ),  
দেবস্ত্রিয়ঃ ( দেবস্ত্রীঃ ) পুনঃ আহরৎ ( ভরতঃ পুনঃ  
আনিযে ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে অসুরসকল দেবতাদিগকে  
জয় করিয়া রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং  
বিজিত দেবগণের স্ত্রী-সকলকেও তথায় লইয়া গিয়া-  
ছিল, ভরত সেই সকল দেবস্ত্রীদিগকে তথা হইতে  
পুনরায় আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যেহসুরাঃ পুরা দেবান্ জিত্বা রসৌ-  
কাংসি রসাতলাদি-স্থানানি ভেজিরে প্রাপ্তাঃ, অতএব  
দেবস্ত্রিয়ঃ রসাং নীতা নীতবন্তঃ, তেভ্যাঃ এবাসুরেভ্যাঃ  
সকাশাৎ তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণিভিঃ স্বপ্রেষ্ঠজনৈঃ পুনঃ  
আহরৎ আনিয়ান্ আনীয় চ দিবি দেবান্ প্রাপয়ামা-  
সেতি ভাবঃ । পণিভিরিতি পাঠে পণিভিরসুরৈর্দ্বার-  
ভূতৈঃ স্ত্রিয়ো নীতাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যে অসুরাঃ’—পূৰ্বে যে  
সকল অসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া রসাতলাদি  
স্থানে বাস করিতেছিল এবং সেখানে দেবরমণীগণ-  
কেও লইয়া গিয়াছিল, মহারাজ ভরত ‘প্রাণিভিঃ’—  
নিজ প্রেষ্ঠ জনের দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে আনয়ন  
করিয়া স্বর্গে দেবতাগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ।  
‘পাণিভিঃ’—এইরূপ পাঠে, অসুরগণের দ্বারা যে  
রমণীগণ নীত হইয়াছিল, এই অর্থ ॥ ৩১ ॥



সর্বান্ কামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী ।

সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্তন্ত ॥ ৩২ ॥

অবয়বঃ—তস্য ( ভরতস্য ) রোদসী ( দ্যাভা-  
পৃথিব্যৌ ) প্রজানাং সর্বান্ কামান্ ( অভিলাষান্ )  
দুদুহতুঃ ( পুরয়ামাসতুঃ ) ত্রিনবসাহস্রীং সমাঃ ( সপ্ত-  
বিংশতি সহস্রবৎসরান্ ব্যাপ্য ) দিক্ষু চক্রং ( সেনাম্  
আজ্ঞাং বা অবর্তন্তৎ প্রেষয়ামাস ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—স্বর্গ ও পৃথিবী ভরতের প্রজাবর্গের  
অভীষ্ট সম্পাদন করিতেন। সপ্তবিংশতি সহস্র  
বৎসর যাবৎ তিনি সর্বদিকে আজ্ঞা প্রেরণ করিয়া-  
ছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিনবসাহস্রীঃ সপ্তবিংশতিসহস্রং বৎস-  
রান্ ব্যাপ্য চক্রং সেনাম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ত্রিনবসাহস্রীঃ সমাঃ’—সপ্ত-  
বিংশতি সহস্র ( সাতাশ হাজার ) বৎসর কাল তিনি  
পৃথিবীর সকল দিকে ‘চক্রম্’—নিজ সৈন্য চালনা বা  
আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

স সম্রাড্লোকপালাখ্যৈশ্বর্য্যমধিরাট্শ্রিয়ম্ ।

চক্রাঙ্খলিতং প্রাণান্মৃষেতুপররাম হ ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—স সম্রাড্ ( সার্বভৌমঃ ভরতঃ )  
লোকপালাখ্যং ঐশ্বর্য্যম্ অধিরাট্ শ্রিয়ং ( রাজ্যলক্ষ্মীম্ )  
অঙ্খলিতং চক্রম্ ( অপ্রতিহতাং সেনাম্ আজ্ঞাং বা )  
প্রাণান্ ( প্রাণবৎ প্রিয়ান্ পুত্রাদীংশ্চ ) মৃষা ইতি উপর-  
রাম হ ( বিষয়ভোগেভ্যঃ বিরতোহভূৎ ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সম্রাট ভরত লোকপালাখ্য ঐশ্বর্য্য,  
রাজ্যলক্ষ্মী, দুর্দর্শ্য সৈন্য বা অপ্রতিহতা আজ্ঞা, প্রাণ-  
তুল্য প্রিয় পুত্রাদিকে মিথ্যা জানিয়া সেই সকল বিষয়-  
ভোগ হইতে বিরত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—লোকপালেভ্যোপ্যা সম্যক্ খ্যাতির্যত্র  
তথাভূতমৈশ্বর্য্যং প্রাণাৎ বলহেতুকাৎ শৌর্য্যাৎ অঙ্খ-  
লিতং চক্রমাজ্ঞাঞ্চ মৃষা মিথ্যাভূতং বিচার্য্যেতি শেষঃ ।  
উপররামেতি সর্বং তাজ্জা বনং গঙ্গা ভক্ত্যা ভগবন্তম-  
বাপেতার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘লোকপালাখ্যম্ ঐশ্বর্য্যং’—  
লোকপালগণ অপেক্ষাও সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐশ্বর্য্য,  
সাম্রাজ্য সম্পত্তি, এবং ‘প্রাণাৎ অঙ্খলিতং চক্রং’—

শৌর্য্যপ্রভাবে প্রচারিত অলঙ্ঘনীয় রাজ্যদেশ সমস্তই  
মিথ্যা মনে করিয়া মহারাজ ভরত ‘উপররাম’—  
সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ সমস্ত  
পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক ভক্তিতে শ্রীভগ-  
বান্কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

তস্যাসমুপ বৈদর্ভ্যঃ পল্ল্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ ।

জয়ন্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানুরূপা ইতীরিতে ॥ ৩৪ ॥

অবয়বঃ—( হে ) নৃপ ! তস্য ( রাজঃ ভরতস্য )  
বৈদর্ভ্যঃ ( বিদর্ভরাজপুত্র্যঃ ) সুসম্মতাঃ ( সম্ভাবিতাঃ )  
তিস্রঃ ( পল্ল্যঃ ) আসন্, ( তাঃ পল্ল্যঃ ) নানুরূপাঃ  
( এতে পুত্রা ন হি মৎসদৃশাঃ ) ইতি ঈরিতে ( সতি  
ব্যভিচারশঙ্কয়া অস্মান্ ত্যাক্ষ্যতীতি ভয়াৎ ) পুত্রান্  
জয়ন্ত্যঃ ( পুনঃ পুনঃ পুত্রাণাং দর্শনে বৈসাদৃশ্যানুসন্ধানেন  
তাজেৎ, নানাথা ইত্যাশয়েন হতবত্যাঃ ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজনৃ ! রাজা ভরতের বিদর্ভ-  
দেশীয় সুসম্মতা তিন জন পত্নী ছিল। তাহারা পুত্র  
প্রসব করিয়া পাছে রাজা সেই পুত্র দেখিয়া “এই পুত্র  
আমার অনুরূপ অর্থাৎ আমার ঔরসে জাত নহে”  
বলিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী জ্ঞানে পরিত্যাগ  
করেন সেই আশঙ্কায় পুত্রদিগকে মারিয়া ফেলিত  
॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—নানুরূপান্ মৎসদৃশা ইমে ইতি ভগ্নী  
ঈরিতে সতি ব্যভিচারশঙ্কয়া অস্মাংস্ত্যাক্ষ্যতীতি ভয়াৎ  
পুত্রান্ জয়ন্ত্যঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নানুরূপাঃ’—‘এই পুত্রগণ  
আমার অনুরূপ নহে’—রাজা ভরত এইরূপ বলিলে,  
তাহার বিদর্ভদেশীয় তিনজন পত্নীই পশ্চাৎ রাজা  
ব্যভিচারশঙ্কায় আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, এই  
ভয়ে জন্মের পর সকল সন্তানকেই মারিয়া ফেলিত  
॥ ৩৪ ॥

তসৌবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্ ।

মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ ॥ ৩৫ ॥

অবয়বঃ—তস্য ( ভরতস্য ) বংশে এবং ( পত্নীভিঃ  
পুত্রবিধানেন ) বিতথে ( ব্যার্থে সতি ) তদর্থং ( পুত্রার্থং )

মরুৎসোমেন ( তদভিধেয়েন যাগেন ) যজতঃ ( যাগং কুর্বতঃ তৎপ্রতি প্রসন্নাঃ সন্তঃ ) মরুতঃ ( দেবাঃ ) ভরদ্বাজং সুতম্ ( তন্নামকপুং ) উপাদদুঃ ( পুত্রত্বেন দত্তবন্তঃ ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার ভরতের বংশ ব্যর্থ হওয়ায় মহারাজ ভরত পুত্রলাভার্থ মরুৎসোমেনামক এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে মরুৎগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভরদ্বাজনামক পুত্র প্রদান করেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদর্থং বংশার্থং মরুৎ সোমেন যজেন যজতঃ যজতে তস্মৈ মরুতো ভরদ্বাজং নাম পুত্রং উপাদদুনিকটমানীম দদুঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিতথে বংশে’—এইরূপে তাঁহার বংশ ব্যর্থ হইলে, ভরত ‘তদর্থং’—বংশ রক্ষার জন্য মরুৎসোম নামক যজ্ঞ করিলে মরুৎগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে তাঁহার নিকট অর্পণ করেন ॥ ৩৫ ॥

অন্তর্বজ্রাং দ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় রুহস্পতিঃ ।

প্রব্রভো বারিতো গর্ভং শস্ত্রা বীর্য্যমুপাসৃজৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—রুহস্পতি অন্তর্বজ্রাং ( গভিণ্যাং ) দ্রাতৃ-পত্ন্যাং ( দ্রাতুঃ উত্থাস্য পত্ন্যাং মমতায়্যং ) মৈথুনায় প্রব্রভঃ বারিতঃ ( তত্র দ্বিতীয়স্য গর্ভস্য অবকাশা-ভাবাৎ গর্ভস্থেন নিবারিতঃ সন্ ইত্যর্থঃ ) গর্ভং ( গর্ভস্থং বালং ) শস্ত্রা বীর্য্যং ( রেতং ) উপাসৃজৎ ( ন্যমিঞ্চৎ ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—রুহস্পতি দ্রাতৃপত্নী গর্ভবতী মমতাতে মৈথুনে প্রব্রভ হইলে গর্ভস্থ সন্তান তাঁহাকে নিষেধ করেন। রুহস্পতি তখন গর্ভস্থ বালককে “তুই অন্ধ হ”-বলিয়া শাপ প্রদান পূর্বক বীর্য্য ত্যাগ করেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভরদ্বাজ এব ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ অন্তর্বজ্রামিত্যাदि দ্রাতুরুত্থাস্য পত্ন্যাং মমতায়্যং তদা দ্বিতীয়গর্ভস্যাবকাশাভাবাদাক্রোশপূর্বকং গর্ভস্থেন বারিতঃ । ততঃ ক্রুদ্ধো রুহস্পতিরক্কো ভবেতি তং গর্ভস্থং শস্ত্রা বলাদবীর্য্যমাদদৌ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভরদ্বাজ কে ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—‘অন্তর্বজ্রাম্’ ইত্যাদি । ‘দ্রাতৃ-

পত্ন্যাং’—দ্রাতা উত্থোর গর্ভবতী পত্নী মমতাতে, তৎ ফলে দ্বিতীয় গর্ভের অবকাশ না থাকায় আক্রোশ-পূর্বক গর্ভস্থ সন্তান বারণ করিলে, রুহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া ‘তুমি অন্ধ হও’—এরূপ গর্ভস্থ সন্তানকে শাপ দিয়া বলপূর্বক বীর্য্য সেচন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্তৃস্ত্যাগবিশক্তিতাম্ ।

নামনির্ব্বাচনং তস্য শ্লোকমেনং সুরা জগুঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য ভর্তৃঃ ( উত্থাস্য ) ত্যাগবিশক্তি-তাং ( ত্যাগভীতাং ) তম্ ( অন্যবীর্য্যজং সুতং ) ত্যক্তুকামাং ( ত্যক্তুমিচ্ছন্তীং ) মমতাং ( প্রতি ) সুরাঃ ( দেবাঃ ) তস্য এনং ( রুহস্পতে মমতায়্যাস্ত-বিবাদরূপং ) নামনির্ব্বাচনং শ্লোকং জগুঃ ( উচুঃ ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন—এই ভয়ে ভীতা মমতা কুমারকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। তখন দেবতা-গণ ঐ কুমারের নাম নির্ব্বাচনার্থ এই শ্লোকটি গান করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততো রুহস্পতেঃ শাপাদ্গর্ভস্থো দীর্ঘ-তমা অন্ধো বভূব । তেন চ তদবীর্য্যং পাঞ্চপ্রহারেণ যোনের্ব্বহিনিঃসারিতং ভ্রুমৌ পতিতং সদ্যঃ কুমারোহ-ভূৎ । তন্ত পরবীর্য্যজং ত্যক্তুকামাং ভর্তৃস্ত্যাগাধি-শক্তিতাং মমতাং প্রতি সুরা এনং রুহস্পতের্মমতায়্যাস্ত-সংবাদরূপং শ্লোকং জগুঃ । কীদৃশং ? তস্য সুতস্য নাম নিরুচ্যতে যেন তং ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর রুহস্পতির শাপ-বশতঃ গর্ভস্থ সন্তান দীর্ঘতমা অন্ধ হইয়াছিল। তিনিও ঐ বীর্য্য পায়ের গুল্ফদেশের অধোভাগের দ্বারা যোনির বাহির করিয়া দিলে, ঐ বীর্য্য ভ্রূমিতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিল। মমতা পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন এই ভয়ে ‘তং ত্যক্তুকামাং’—রুহস্পতির বীর্য্যজাত সেই পুত্রকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, ‘সুরাঃ এনং শ্লোকং জগুঃ’—দেবতাগণ রুহস্পতি ও মমতার সং-বাদরূপ একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ শ্লোক কিরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—‘তস্য নাম-

নির্বচনং—ঐ পুত্রের নামের অর্থ যাহাতে নিরূপিত হয়, তাদৃশ একটি শ্লোক। ৩৭ ॥

মুঢ়ে ভরদ্বাজমিমং ভরদ্বাজং রহস্পতে ।

যাতৌ যদুস্তা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্তৃণম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(রহস্পতিরাহ—মমতাং প্রতি) মুঢ়ে ! (মমতে ! ) ইমং দ্বাজং ( একস্য ক্ষেত্রে অন্যস্য বীজাদ্ জাতং পুত্রং ) ভর ( পুষাণ, ন ভর্তুঃ ত্যাগা-শক্ষাং কুরু ) রহস্পতে ! ( মমতায়ঃ রহস্পতিং প্রতি সম্বোধনং ) দ্বাজং ভর ( পুষাণ, ত্বমেবেতি শেষঃ ) যৎ ( যস্যৎ ) উস্তা ( কথয়িত্বা ) পিতরৌ ( মমতা-রহস্পতী বিষদমানৌ পুত্রং পরিত্যজ্য ) যাতৌ ( গত-বন্তৌ ) ততঃ তু অয়ং ( ভরদ্বাজঃ ভরদ্বাজসংজ্ঞো বভূব ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—রহস্পতি মমতাকে বলিলেন,—রে মুঢ়ে, একের ক্ষেত্রজ অপরের বীর্য্যজ এই পুত্রকে পোষণ কর। এই কথা শুনিয়া মমতা রহস্পতিকে বলিলেন,—হে রহস্পতে ! তুমিও ইহাকে ভরণ কর, পরস্পর এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে ঐ পুত্র ভরদ্বাজনামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রং ত্যক্তা যাতীং মমতাং রহস্পতি-রাহ হে মুঢ়ে ইমং পুত্রং ভর পালয়। ভর্তুর্বিভেদমিতি চেত্তদ্রাহ দ্বাজং একস্য ক্ষেত্রে অন্যস্য বীজাদিত্যেবং দ্বাভ্যাং জাতং অতস্তস্যাপ্যয়ং পুত্র ইতি ন তস্মাৎশ-শক্ত্যর্থঃ। মমতা প্রাহ হে রহস্পতে ত্বমিমং ভর যাতৌ দ্বাজং দ্বাভ্যামাবাভ্যামন্যায়তো জাতং তত্রাপি ময্যকাম্যায়ং তব বলাৎকারাৎ তবৈবায়ং পুত্রো ন মম বস্তুত ইত্যুক্তা পিতরৌ মমতা-রহস্পতী যাতৌ যাতৌ গতৌ ততো হেতুরয়স্ত ভরদ্বাজ ইতি। যদুঃ-খাদিতি পাঠে যস্য পুত্রস্য ত্যাগদুঃখাৎ পিতরৌ যাতৌ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সন্তান ত্যাগ করিয়া মমতা গমন করিতে উদ্যত হইলে রহস্পতি বলিলেন—হে মুঢ়ে ! ‘ইমং ভর’—এই পুত্রকে পালন কর। ‘স্বামী হইতে ভয় পাইতেছি’, মমতা এরূপ বলিলে, রহস্পতি বলিলেন—‘দ্বাজং’, একের ক্ষেত্রে অন্যের বীজ হইতে (অর্থাৎ তোমার স্বামীর ক্ষেত্রে আমা হইতে) উৎপন্ন

বলিয়া এই পুত্র উভয়েরই হয়, অতএব তোমারও এই পুত্র, ইহাতে স্বামী হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই, এই অর্থ। মমতা বলিলেন—হে রহস্পতে ! তুমিই ইহাকে ‘ভর’—ভরণ অর্থাৎ পালন কর, যেহেতু ‘দ্বাজং’—আমাদের দুইজন হইতে অন্যান্যভাবে উৎপন্ন এই পুত্র, তথাপি অকামা আমাতে তোমার বলাৎকারেই এই পুত্র জাত হইয়াছে, অতএব এই পুত্র তোমারই। বস্তুতঃ আমার নহে। এই বলিয়া পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ‘পিতরৌ’—মমতা ও রহস্পতি উভয়েই চলিয়া গেলেন। সেইহেতু এই পুত্র ভরদ্বাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ‘যদুঃখাৎ’—এইরূপ পাঠে, যে পুত্রের ত্যাগহেতু মাতাপিতা দুঃখিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

চোদ্যমানা সুরৈরবং মত্ৰা বিতথমাজ্জম্ ।

ব্যসৃজন্মরুতোহবিভ্রন্ দত্তোহয়ং বিতথেশ্বরয়ে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
পুরুবংশকীর্তনং বিংশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—সুরৈঃ ( দেবৈঃ ) এবং চোদ্যমানা ( পুত্রং ভবেতি প্রেয়মাণাপি সা মমতা ) তন্ম আত্মজং বিতথং ( ব্যভিচারসম্ভবম্ অতো নিরর্থকং ) মত্ৰা ব্যসৃজৎ ( তাত্যাজ, মরুতঃ ( ইমং বালম্ ) অবিভ্রন্ ( ততঃ ) অন্বয়ে ( ভরতস্য বংশে ) বিতথে ( ব্যর্থে উৎসঙ্গে সতি মরুদ্ভিঃ ) অহং ( ভরদ্বাজঃ ) দত্তঃ ( ভরতায় ইতি শেষঃ ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া মমতা ঐ পুত্রকে ব্যভিচারোৎপন্ন নিরর্থকবোধে পরিত্যাগ করেন। মরুদ্গণ ঐ বালক প্রতিপালন করেন এবং ভরতবংশ বার্থ হইবার উপক্রম হইলে তাঁহারা ঐ পুত্রটী রাজাকে প্রদান করেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সুরৈরবং চোদ্যমানা হে মমতে ত্বং রহস্পতেরূপপতেরাজ্যং পালয়েতি সোপহাসমুক্তা তমাত্মজং বিতথং ব্যর্থং মত্ৰা মমতা লজ্জয়া ব্যসৃ-জৎ তত্যাজ। আদিজমিতি পাঠে প্রথমজং রহ-স্পতিজাতমিত্যর্থঃ। এবং তয়া ত্যক্তং মরুতোহ-

বিদ্রুন্ অবিভকঃ । ভূহা চ ভরতস্যান্বয়ে বিতথে  
সতি দত্তঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিগ্যাং ভক্ত্যচেতসাম্ ।

নবমে বিংশতিতমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুরৈঃ এবং চোদ্যমানা’—  
‘হে মমতে ! তুমি উপপতি রুহ্মপতির আজ্ঞা পালন  
কর’—দেবগণের এরূপ উপহাস বাক্যে, সেই পুত্রকে  
‘বিতথং’—বার্থ মনে করিয়া মমতা লজ্জায় তাহাকে  
পরিত্যাগ করেন । ‘আদিজং’—এই পার্শ্বে প্রথমজ  
অর্থাৎ রুহ্মপতি হইতে উৎপন্ন পুত্রকে পরিত্যাগ  
করিলেন—এই অর্থ । [ ‘আদিভবং’—এরূপ পাঠান্তরে  
প্রথমজ অর্থাৎ ভর্তার বীর্য্য হইতে উৎপন্ন পুত্রকে মুখ্য  
পুত্র মনে করিয়া রুহ্মপতি হইতে জাত পুত্রকে মমতা  
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ এরূপ

বলেন । ] এই প্রকারে মমতার পরিত্যক্ত পুত্রকে  
মরুৎগণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন । পরে ভরতের  
বংশ বার্থ হয় দেখিয়া, তাঁহাকেই পুত্ররূপে অর্পণ  
করেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি ভক্ত্যচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯২০ ॥

ইতি অব্যয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের বিংশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।



## একবিংশোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বিতথস্য সুতান্যন্যোর্বৃহৎক্ষত্রো জয়ন্ততঃ ।

মহাবীর্য্যো নরো গর্গঃ সংকৃতিস্ত নরান্বজঃ ॥১৥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দুয়ন্তপুত্র ভরতের বংশ-বিবরণ,  
রুত্তিদেব অজমীত প্রভৃতির কীৰ্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে ।

ভরদ্বাজপুত্র মন্যুর বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর  
এবং গর্গ—এই পঞ্চপুত্র ; তন্মধ্যে নরের পুত্র সংকৃতি  
হইতে গুরু ও রুত্তিদেবের উৎপত্তি । রুত্তিদেব সর্ব্ব-  
ভূতে ভগবন্তাব দর্শন করিতেন বলিয়া যাবতীয় অর্থ-  
দ্বারা কালমনোবাক্যে ভক্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত  
ছিলেন । এমন কি, তিনি তাঁহার আহাৰ্য্য বস্তু  
পর্য্যন্ত অন্যকে প্রদান করিয়া স্বয়ং সপরিবারে অনা-  
হারে দিনযাপন করিতেন । কোন সময় তিনি জল-  
মাত্র পান করিয়া ৪৮ দিন অতিবাহিত করিয়া-  
ছিলেন । ৪৮ দিন উপবাসের পর একদিন ঘৃত  
পান্যসাদি ভোজ্যদ্রব্য যদৃচ্ছাক্রমে রুত্তিদেব-সন্নিধানে

উপস্থিত হইল । তিনি ভোজন করিতে যাইবেন,  
এমন সময় এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন, রুত্তিদেবের আর আহাৰ্য্য করা হইল না,  
তিনি সমস্ত অন্ন অতিথিকে বিভাগ করিয়া দিলেন ।  
ভোজনাশ্তে বিপ্র চলিয়া গেলে, রুত্তিদেব বিভাগা-  
বশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে যাইবেন, এমন সময়  
আর একজন শূদ্র অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে  
তিনি তাঁহাকেও অবশিষ্ট অন্ন বিভাগ করিয়া  
দিলেন । ভোজনাশ্তে শূদ্র চলিয়া গেলে রুত্তিদেব  
অবশিষ্ট অন্ন সপরিবারে ভোজন করিবেন মনস্থ  
করিয়াছেন, কিন্তু এবারেও তাঁহার ভোজন হইল না,  
পুৰ্ণের ন্যায় আর একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন ; সুতরাং তিনি অবশিষ্ট দ্রব্য অতিথিকে  
বিভাগ করিয়া দিলেন । এখন একটু পানীয় জল-  
মাত্র অবশিষ্ট, রুত্তিদেব সেই জল পান করিয়া  
পিপাসা নিবৃত্তি করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু তাহাও  
হইল না, এবারেও একজন পিপাসাতুর অতিথি  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রুত্তিদেব সেই অবশিষ্ট  
জলটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রদান করিলেন । ভগবান্

স্বয়ং তাঁহার ভক্তের সহিষ্ণুতা সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্যই এই লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন ; অবশেষে ভক্ত রত্নিদেবকে স্বয়ংরূপ প্রদর্শন করাইয়া অন্তরঙ্গ-সেবায় অধিকার প্রদান করিলেন ।

ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মহাবর্য্যাসন্তান দূরিতক্ষয়ের রত্ন্যারুণি, কবি, পুঙ্করারুণি এই তিন পুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । রহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তিনাপুর-নির্ম্মাতা হস্তী । হস্তীপুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় । অজমীঢ় হইতে প্রিয়মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন । অজমীঢ় হইতে রহদিসু, রহন্ধনু, রহৎকায়, জয়দ্রথ, বিষদ, স্যোন্জিৎ, শৌক্লপরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেন । স্যোন্জিৎ হইতে রুচিরাস্থ, দৃঢ় হনু, কাশ্য, বৎস উৎপন্ন হন । রুচিরাস্থ হইতে পার ও পৃথুসেন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জন্মগ্রহণ করেন । পারের নীপ নামক অন্য পুত্র হইতে একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে । নীপপুত্র ব্রহ্মদত্ত, তাহা হইতে বিশ্ববক্সেন, উদক্সেন, ভল্লাট শৌক্ল পারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন । অন্তর দ্বিমীঢ়ের বংশ—দ্বিমীঢ়পুত্র সবীনর হইতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কৃতিমান্ সত্য, ধৃতি, দৃঢ়-নেমি, সপার্ষ, সুমতি, সন্নতিমান্ কৃতী, উগ্রায়ুধ, ক্ষেম, সুধীর, রিপুজয়, বহরথ জন্মগ্রহণ করেন । পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন । অজমীঢ়ের নীপনামক সন্তান হইতে শান্তি, সুশান্তি, পুরুজ, অর্ক, ভর্ম্যাস্থ শৌক্ল-পারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন । ভর্ম্যাস্থের পঞ্চপুত্রের অন্য-তম মুদগল হইতে মোদগলাব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি । মুদগলের পুত্র দিবোদাস, কন্যা অহল্যা । অহল্যা হইতে গৌতম, শতানন্দের উৎপত্তি । শতানন্দপুত্র সত্যধৃতি-তনয় শরদ্বান্ । তাঁহার পুত্র রূপ ও কন্যা দ্রোণাচার্য্য-পত্নী রূপী ।

অবয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বিতথস্য ( ভরতস্য অবয়য়ে বিতথে সতি মরুদৃতিঃ দন্তত্বাৎ স ভরদ্বাজ এব বিতথসংজ্ঞঃ তস্য ভরদ্বাজস্য ) সূতাৎ মন্যোঃ ( ভরদ্বাজস্য সূতঃ মন্যুঃ তস্মাৎ ) রহৎক্ষত্রঃ জয়ঃ, ততঃ ( তদনন্তরং ) মহাবীর্য্যঃ নরঃ গর্গঃ ( এতে পঞ্চ-পুত্রাঃ বভূবুঃ ইতি শেষঃ ) নরাশ্বজঃ তু ( তেষাং মধ্যে নরস্য আশ্বজঃ পুত্রঃ ) সংকৃতিঃ ( ভবতি ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মরুদগণ কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় ভর-

দ্বাজ বিতথ-সংজ্ঞা লাভ করেন । এই বিতথের পুত্র মন্যু হইতে রহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর, গর্গ—এই পঞ্চ পুত্রের জন্ম হয় । মন্যুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম নরের পুত্র সংকৃতি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একবিংশে পুরুবংশ্যরত্নিদেব-কথোচ্যতে ।

যস্য ত্বোদার্য্যধৈর্য্যাত্ম্যং ব্রাহ্মীশাস্তোষমাময়ুঃ ॥০১॥

বিতথো ভরদ্বাজঃ স চ ব্রাহ্মণোহপি ভরতস্য পুত্রস্তস্মান্মন্যুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একবিংশ অধ্যায়ে যাঁহার উদারতা ও ধৈর্য্যগুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই পুরুবংশীয় রত্নিদেবের কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘বিতথস্য’—মরুদগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভরদ্বাজই বিতথ-সংজ্ঞা লাভ করেন । তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও ভরতের পুত্র । সেই বিতথের পুত্র মন্যু ॥ ১ ॥

গুরুশ্চ রত্নিদেবশ্চ সংকৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন ।

রত্নিদেবস্য মহিমা ইহামুজ চ গীয়তে ॥ ২ ॥

অবয়ঃ—( হে ) পাণ্ডুনন্দন ! ( পরীক্ষিৎ ! )

সংকৃতেঃ গুরুঃ চ রত্নিদেবঃ ( দ্বৌ সূতৌ বভূবতুঃ ) রত্নিদেবস্য তু মহিমা ( যশঃ ) ইহ ( অস্মিন্ লোকে ) অমুজ চ ( পরলোকে স্বর্গাদৌ চ ) গীয়তে ( কীর্ত্যতে নরৈঃ দেবাদিভিঃচৈতি শেষঃ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডুবংশোদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিৎ ! সংকৃতির পুত্র গুরু ও রত্নিদেব । রত্নিদেবের মহিমা ইহ ও পরলোকে নর ও দেবতাগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিয়দ্বিতস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ ।

নিক্ষিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুমস্য সীদতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যতীযুরশ্চত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল ।

স্বতপ্যাসসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্ ॥ ৪ ॥

কৃচ্ছ্ প্রাপ্তকুটুমস্য ক্ষুত্ৰুভ্যং জাতবেপথোঃ ।

অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোজুকামস্য চাগমৎ ॥ ৫ ॥

অবয়ঃ—বিয়দ্বিতস্য ( বিয়তঃ গগনাদিব উদ্যমং

বিনৈব দৈবাদুপস্থিতং বিত্তং যস্য তস্য ) বৃত্তুক্ষতঃ  
( ভোক্তুমিচ্ছতোহপি সতঃ ) লব্ধং লব্ধং ( প্রাপ্তং  
যৎকিঞ্চিৎ সৰ্ব্বং ) দদতঃ ( দানং কুৰ্ব্বতঃ ) নিষ্কিঞ্চনস্য  
সকুটুহস্য ( কুটুহস্যসহিতস্য ) সীদতঃ ( ক্রিশ্যতঃ ) কৃচ্ছ-  
প্রাপ্তকুটুহস্য ( কৃচ্ছং ক্রেশং প্রাপ্তং কুটুহঃ যস্য ) ক্ষুৎ-  
তৃড়্ভ্যাং ( বৃত্তুক্ষা-তৃষ্ণাভ্যাং ) জাতবেপথোঃ ( জাতঃ  
উৎপন্নঃ বেপথুঃ কম্পঃ যস্য তথাভূতস্য ) ধীরস্য  
( এবং ক্রেশকারণসত্ত্বেহপি দুঃখমননভবতঃ ) অপিবতঃ  
( জলপানমপি অকুৰ্ব্বতঃ রত্তিদেবস্য ) কিল ( নিশ্চি-  
তম্ ) অষ্টচত্বারিংশৎ অহানি ( দিবসাঃ ) ব্যতীযুঃ  
( অতিক্রান্তানি বভূবুঃ ) । প্রাতঃ ( তদা প্রাতঃকালে  
যদৃচ্ছাক্রমেণ ) ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ম্ উপস্থিতং  
( ভোগ্যবশাৎ কুতশ্চিৎ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ) কালে ( ভোজন-  
কালে উপস্থিতে সতি ) ভোক্তুকামস্য ( ভোক্তুমিচ্ছতঃ  
রত্তিদেবস্য তথা ) অতিথিঃ ব্রাহ্মণঃ চ ( ভগবান্  
হরিঃ রত্তিদেবস্য ধৈর্য্যপরীক্ষার্থং পরিগৃহীতঃ ব্রাহ্মণ-  
মুত্তিঃ সন্ ) আগমৎ ॥ ৩-৫ ॥

অনুবাদ—রত্তিদেবের কোনপ্রকার বিষয় চেষ্টা  
ছিল না । দৈবক্রমে যাহা স্বয়ং উপস্থিত হইত তাহাই  
তিনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন । আবার দৈবলব্ধ  
যাহা কিছু পাইতেন, তাহাও তিনি সংগ্রহ করিয়া  
রাখিতেন না, সৰ্ব্বস্ব দান করিতেন, তাহাতে আত্মীয়  
পাল্যবর্গের সহিত অত্যন্ত ক্রেশপ্রাপ্ত হইতেন, ক্ষুধা-  
তৃষ্ণায় তাহাদের শরীর কম্পমান হইত, তথাপি তিনি  
সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া জল পর্য্যন্ত পান করিতেন  
না । এক সময় এইরূপে তাঁহার অষ্টচত্বারিংশৎ  
দিবস গত হইল । একদিন প্রাতে যদৃচ্ছাক্রমে ঘৃত,  
পায়স, সংযাব এবং জল উপস্থিত হইল । ভোজন-  
কাল উপস্থিত হইলে রত্তিদেব ভোজন করিতে যাই-  
বেন এমন সময় এক অতিথি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপ-  
স্থিত হইলেন ॥ ৩-৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্মতো গগনাদিব উদ্যমং বিনা  
দৈবাদুপস্থিতমেব বিত্তং ভোগ্যং যস্য, তত্রাপি লব্ধং  
দদতঃ বৃত্তুক্ষমাণস্যাপি ॥ ৩-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিস্মদ্বিত্তস্য’—উদ্যম ব্যতী-  
তই আকাশ হইতেই যেন দৈবক্রমে ভোগ্যবস্তু রত্তি-  
দেবের নিকট উপস্থিত হইত । ‘লব্ধং দদতঃ’—  
সেই প্রাপ্ত বস্তুর সৰ্ব্বস্বই ( সবটুকুই ) দান করিতেন

বলিয়া তিনি ক্ষুধার্ত থাকিলেও নিষ্কাম ও ধীর পুরুষ  
ছিলেন ॥ ৩-৫ ॥

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোহন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।

হরিং সৰ্ব্বত্র সম্পশ্যন্ স ভুক্ত্য প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥

অশ্বয়ঃ—সঃ ( রত্তিদেবঃ ) আদৃত্য ( তস্য আদরং  
কৃত্বা ) শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ ( শ্রদ্ধাযুক্তঃ ) সৰ্ব্বত্র ( সৰ্ব্ব-  
ভূতেষু ) হরিং সম্পশ্যন্ তস্মৈ ( অতিথয়ে ) অন্নং  
( ঘৃত-পায়স-সংযাবং ) সংব্যভজৎ ( বিভজ্য দদৌ )  
সঃ দ্বিজঃ ( অতিথিঃ ) ভুক্ত্য প্রযযৌ ( গতবান্ ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—রত্তিদেব সৰ্ব্বভূতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন  
করিতেন । সুতরাং তিনি অতিথিকে সমাদর করিয়া  
শ্রদ্ধাসহকারে ঘৃত, পায়সাদি বিভাগ করিয়া দিলেন ।  
অতিথিও অন্ন ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৬ ॥

অথান্যো ভোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতেঃ ।

বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ রম্ভলায় হরিং স্মরন্ ॥ ৭ ॥

অশ্বয়ঃ—অথ ( অনন্তরং ) বিভক্তস্য ( কুটুহার্থং  
বিভক্তবতঃ ) মহীপতেঃ ( রত্তিদেবস্য ) ভোক্ষ্যমাণস্য  
( ভোজনং করিষ্যতঃ সতঃ ) অন্যঃ ( কশ্চিৎ রম্ভলঃ  
অতিথিঃ আগমদिति শেষঃ ) হরিং স্মরন্ বিভক্তং  
( কুটুহার্থং বিভক্তং ভোজ্যং ) তস্মৈ ( রম্ভলায় ) ব্যভজৎ  
( বিভজ্য দদৌ ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তাহার পর রত্তিদেব বিভাগ্যবশিষ্ট  
অন্ন স্বজনগণ-মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া রাজা রত্তি-  
দেব স্বয়ং ভোজন করিতে যাইবেন এমন সময় অন্য  
একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজা  
তাহাতেও ভগবৎ সম্বন্ধ দৃষ্টি করিয়া সেই বিভাগ্য-  
বশিষ্ট অন্নও ত্যাগ করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিভক্তস্য বিভক্তবতো মহীপতেরন্যো-  
হতিথিরাগতঃ । ততশ্চ কুটুহাদার্থং বিভক্তম্বেবাম্নং  
তস্মৈ ব্যভজৎ বিভজ্য দদৌ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিভক্তস্য’—ব্রাহ্মণ ভোজন  
করিয়া চলিয়া গেলে অবশিষ্ট অন্ন পরিবারের জন্য  
ভাগ করিয়া দিয়া রত্তিদেব স্বয়ং কিঞ্চিৎ ভোজন  
করিতে যাইবেন, এমন সময় এক শূদ্র অতিথিরূপে

উপস্থিত হইল। তারপর কুটম্বাদির জন্য বিভক্ত  
অন্ন তাহাকেও ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৭ ॥

যাতে শূদ্রে তমন্যোহগাদতিথিঃ স্বভিরারতঃ।

রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বৃভুক্ষতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) শূদ্রে যাতে (গতে সতি) অন্যঃ  
(কশিচৎ) অতিথিঃ স্বভিঃ (কুকুরৈঃ) আরতঃ  
(বেষ্টিতঃ সন্) অগাৎ (আগমৎ, আগত্য চ আহ—)  
রাজন্! (হে রত্তিদেব!) সগণায় (স্বস্থসহিতায়)  
বৃভুক্ষতে (ভোক্তুমিচ্ছতে) মে (মহ্যম্) অন্নং দীয়-  
তাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শূদ্র ভোজনান্তে গমন করিলে (আবার)  
অন্য একজন অতিথি কুকুর-পরিবেষ্টিত হইয়া আগ-  
মন করিল এবং বলিল—“হে রাজন্! আমি ও এই  
কুকুরগণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর, কিছু আহাৰ্য্য প্রদান  
করুন ॥ ৮ ॥

স আদুত্যাশিষ্টং যদ্বহমানপুরস্কৃতম্।

তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে স্বভ্যঃ স্বপতয়ে বিভুঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বিভুঃ (রত্তিদেবঃ) আদুত্যা  
(তেষাম্ আদরং কৃত্বা) যৎ অবশিষ্টং (ব্রাহ্মণাদ্যা-  
তিথিবৃত্তাবশিষ্টং) তৎ চ (অন্নং) বহমানপুরস্কৃতং  
(বহসম্মানপূৰ্ব্বকং) স্বভ্যঃ স্বপতয়ে (চণ্ডালায় অতি-  
থয়ে) দত্ত্বা (প্রদায়) নমশ্চক্রে (প্রণাম) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—রত্তিদেব আদর করিয়া অবশিষ্ট তন্ন  
কুকুর ও কুকুর-স্বামী অতিথিকে বহু সম্মানপূৰ্ব্বক  
প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন ॥ ৯ ॥

পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্।

পাস্যতঃ পুরুশোহভ্যাগাদপো দেহ্যশুভায় মে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) পানীয়মাত্রং (জলমাত্রম্)  
উচ্ছেষম্ (উর্ধ্বরিতং) তং চ (পানীয়ং) একপরি-  
তর্পণম্ (একস্য পুরুষস্য তৃপ্তিজননযোগ্যম্ আসীদি-  
ত্যর্থঃ তৎ জলং) পাস্যতঃ (পানং করিষ্যতঃ রত্তি-  
দেবস্য) পুরুষঃ (একশ্চণ্ডালঃ) অভ্যাগাৎ (সমীপমা-

গচ্ছৎ, আগত্য আহ—) অশুভায় (হীনায়) মে  
(মহ্যম্) অপঃ (পানীয়জলং) দেহি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পানীয় জলমাত্র অবশিষ্ট  
রহিল, তাহাও একজনের মাত্র পানীয় হইতে পারে।  
সেই জলটুকু পান করিতে যাইবেন এমন সময় এক  
চণ্ডাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল—“হে  
রাজন্! আমি অতিশয় দীন আমাকে কিছু পানীয়  
জল প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

তস্য তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্।

রূপয়া ভূশসন্তপ্ত ইদমাহামৃতং বচঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (চণ্ডালস্য) করুণাং (দৈন্য-  
যুক্তাং) বিপুলশ্রমাং (জাতঃ বিপুলশ্রমঃ যস্যঃ তাং)  
তাং বাচং নিশম্য (শ্রুত্বা) ভূশসন্তপ্তঃ (ভূশম্ অতি-  
শয়ং যথা স্যাৎতথা সন্তপ্তঃ রত্তিদেবঃ) রূপয়া ইদম্  
অমৃতং (তত্ত্বলামধুরং) বচঃ আহ (উবাচ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই চণ্ডালের এইরূপ বিপুল শ্রমের  
বিবরণ ও দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ  
রত্তিদেব অতীব সন্তপ্ত হইলেন এবং রূপাপূৰ্ব্বক  
অমৃততুল্য মধুবৎ এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—উচ্ছেষমূৰ্ধ্বরিতম্ একমেব তৃপ্তী-  
করোতি ন তু দ্বাবিতি স্বার্থঃ বিভাগানর্হমিতি ভাবঃ।  
অমৃতং বচ ইতি তস্য বচোহপি যেন সশ্রদ্ধং কর্ণাভ্যাং  
পীয়তে, সোহপি ন স্নিয়তে, তেন দেহেনৈব সিদ্ধ্যতি  
কিং পুনস্তৎকর্মানুতিষ্ঠৈয়ুরিতি ভাবঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উচ্ছেষম্’—যে পানীয় জল  
অবশিষ্ট ছিল, তাহা এক জনের মাত্র তৃপ্তির যোগ্য  
হইতে পারে, কিন্তু দুই জনকে তৃপ্ত করিতে পারে না,  
অর্থাৎ নিজের জন্য কোন ভাগ করা যায় না—এই  
অর্থ। সেই জলটুকুই রত্তিদেব পান করিতে উদ্যত  
হইলে এক চণ্ডাল আসিয়া তাহা প্রার্থনা করিল।  
সেই চণ্ডালের অতিকণ্টে উচ্চারিত করুণ বাক্য শ্রবণ  
করিয়া, রত্তিদেব ‘অমৃতং বচঃ’—অমৃততুল্য মধুর  
বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার বাক্যই এরূপ  
অমৃতময় যে যিনি শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক কর্ণের দ্বারাও উহা  
পান করিবেন (শুনিবেন), তিনি মৃত না হইয়া সেই  
দেহেই সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহাতে আবার সেই



কর্মের যিনি অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার কথা অধিক কি বক্তব্য?—এই ভাব ॥ ১০-১১ ॥

ন কাময়েহং গতিমীশ্বরাত্ পরা-

মষ্টক্দিবুজ্জামপুনর্ভবং বা ।

আন্তিৎ প্রপদ্যেহখিলদেহভাজা-

মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অহম্ ঈশ্বরাত্ ( ভগবতঃ ) অষ্টক্দিবুজ্জাম্ ( অগ্নিমাধ্যস্তসমৃদ্ধিবুজ্জাম্ ) পরাং ( শ্রেষ্ঠাং ) গতিং ( পরিণতিম্ ) অপুনর্ভবং বা ( মোক্ষং বা ) ন কাময়ে ( ন ইচ্ছামি কিন্তু ) অখিলদেহভাজাং ( সর্ব প্রাণিনাম্ ) অন্তঃস্থিতঃ ( অন্তঃকরণে দুঃখ-ভোক্তৃ-রূপেণ অবস্থিতঃ সন্ ) আন্তিৎ ( তেষাং দুঃখং ) প্রপদ্যে ( প্রাপ্নুয়াম্ ইত্যেবং কাময়ে ) যেন ( তদ্ দুঃখভোক্তৃ ময়া হেতুভূতেন ) অদুঃখাঃ ( তে দুঃখরহিতাঃ ) ভবন্তি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমি ভগবানের নিকট অগ্নিমাডি অষ্টক্দিবুজ্জাম-সম্মিলিত পরাগতি বা অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষ প্রার্থনা করি না, কিন্তু যেন সর্বজীবের অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ প্রাপ্ত হই, তদ্বারা যেন অন্য জীব দুঃখরহিত হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তঃস্থিতঃ সন্ আন্তিৎ প্রপদ্যে তৈর্ভোক্তব্যং দুঃখমহমেব ভুঞ্জয় সর্বজীবানামপি সমুদিতং দুঃখমহমেব এব ভোক্তৃমলমিতি তৎ স্বদুঃখং সহ্যং পরদুঃখদর্শনত্বসহ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্তঃস্থিতঃ’—রত্তিদেব বলিলেন, আমি জগতের সকল প্রাণীর অন্তরে থাকিয়া তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ স্বয়ং ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে তাহারা সকলে দুঃখশূন্য হয়। তাহাদের ভোক্তব্য দুঃখ আমিই যেন ভোগ করি, অর্থাৎ সর্বজীবের সমুদিত দুঃখরাশি আমি একাকীই যেন ভোগ করিতে সমর্থ হই। ইহার দ্বারা তাঁহার নিকট নিজদুঃখ সহনীয়, কিন্তু অপরের দুঃখদর্শন অসহ্য ( ছিল )—এই ভাব ॥ ১২ ॥

ক্ষুত্ত্বৈশ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ

দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ ।

সর্বৈ নিরুতাঃ কৃপণস্য জন্তো-

র্জিজীবিশোজীবজলার্গণ্যে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কৃপণস্য ( দীনস্য ) জিজীবিশোঃ ( জীবিতুমিচ্ছোঃ ) জন্তোঃ ( চণ্ডালস্য ) জীবজলার্গণ্যে ( জীবনহতোঃ জলস্য অর্পণেন ) মে (মম) ক্ষুত্ত্বৈশ্রমঃ ( ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া চ জনিতঃ শ্রমঃ ক্লেশঃ ) গাত্রপরিভ্রমঃ চ ( ভোজনাভাবজনিতঃ শরীরবেপুশ্চ ) দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ ( এতে ) সর্বৈ ( ক্লেশাঃ ) নিরুতাঃ ( অপগতাঃ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—জীবনধারণেচ্ছু দীন চণ্ডালের জীবনের নিমিত্ত জলদানের দ্বারা আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমজনিত ক্লেশ ও গাত্রঘর্ষণ, কাতরতা, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ, মোহ সকলই অপগত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নম্বিতি পিপাসাত্তোহসি কিঞ্চিদবশিষ্টং জলং স্বয়ং পিবেত্যত আহ ক্ষুত্ত্বৈতি । কৃপণস্যস্য জন্তোজীবনহতোর্জলস্যাৰ্গণ্যম্ ক্ষুত্ত্বাদয়ো নিরুতা এব ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি পিপাসার্ত হইয়াছ, কিছু অবশিষ্ট জল নিজেও পান কর, তাহাতে বলিতেছেন—‘ক্ষুত্ত্বৈশ্রমঃ’ ইত্যাদি। এই জীবনাভিলাষী দীন জনের ‘জীবজলার্গণ্যে’—জীবন রক্ষার উপযোগী জলদান করার ইচ্ছাতেই আমার সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দূরীভূত হইয়াছে। ( এই বলিয়া তিনি সেই চণ্ডালকে নিজের পানীয় জল প্রদান করিয়াছিলেন । ) ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া ।

পুরুশায়াদদাক্ষীরো নিসর্গকরণো নৃপঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি ( এবং ) প্রভাষ্য ( কথয়িত্বা ) পিপাসয়া ( জলপানেচ্ছয়া ) ম্রিয়মাণঃ ( মৃতপ্রায়োহপি ) নিসর্গকরণঃ ( স্বাভাবিককৃপাবান্ ) ধীরঃ ( ধৈর্য্য-যুক্তঃ ) নৃপঃ ( রত্তিদেবঃ ) পুরুশায়া পানীয়ম্ অদাৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া জলপিপাসায় অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াও স্বভাবতঃ কৃপালু, ধৈর্য্যশালী রাজা রত্তিদেব সেই পুরুশকে পানীয় জল প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥



তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্ ।

আত্মানং দর্শয়াক্ষরুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—ত্রিভুবনাধীশাঃ ( ব্রহ্মাদয়ঃ ) বিষ্ণু-  
বিনির্মিতাঃ মায়াঃ ( তস্য ধৈর্য্যাপরীক্ষার্থং মায়ায়া  
রুশলাদিরূপেণ প্রতীতাঃ সন্তঃ ) তস্য ( রত্তিদেবস্য  
সম্মুখে ) আত্মানং দর্শয়াক্ষরুঃ ( প্রকাশয়ামাসুঃ ) ॥ ১৫

অনুবাদ—ফলাকাঙ্ক্ষদিগের ফল-প্রদাতা ব্রহ্মাদি  
দেবতাবর্গ বিষ্ণুবিনির্মিতা মায়া দ্বারা রুশলাদিরূপে  
আগমন পূর্বক রত্তিদেবকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন  
করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিভুবনাধীশা বিষ্ণু-ব্রহ্ম-রুদ্রাঃ তস্য  
ধৈর্য্যাপরীক্ষার্থং প্রথমং মায়াঃ ব্রাহ্মণরুশলাশ্রপতীন্  
ততঃ আত্মানং স্বস্বরূপঞ্চ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ত্রিভুবনাধীশাঃ’—ত্রিভুবনের  
অধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রই রত্তিদেবের ধৈর্য্য  
পরীক্ষার জন্য প্রথমতঃ মায়াবলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডা-  
লাদি রূপে উপস্থিত হইয়া, পরে তাঁহাকে নিজ নিজ  
মূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—নিঃসঙ্গঃ ( আসক্তিশূন্যঃ ) বিগতস্পৃহঃ  
( আকাঙ্ক্ষাবিহীনশ্চ ) সঃ বৈ ( রত্তিদেবঃ ) তেভ্যঃ  
( ব্রহ্মাদিভ্যঃ ) নমস্কৃত্য পরং ( কেবলং ) ভগবতি  
বাসুদেবে ভক্ত্যা মনঃ চক্রে ( নিহিতবান্ ন তু তান্  
কিমপি যাচিতবান্ ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আসক্তিরহিত ও বিষয়ভোগস্পৃহাশূন্য  
হইয়া রত্তিদেব ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে নমস্কার করিয়া  
কেবলমাত্র ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিসহকারে চিত্ত  
সম্মিষ্ট করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনঃ পরং শ্রেষ্ঠং ভগবদ্রূপ-গুণাদি-  
ধ্যায়িত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মনঃ পরং’—রত্তিদেব  
শ্রীভগবানের রূপ, গুণাদি ধ্যান করিতেন বলিয়া  
তাঁহার শ্রেষ্ঠ মন একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবেই সমর্পণ  
করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্ব্বতোহনন্যারাধসঃ ।

মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রতালীয়ত ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! ( পরীক্ষিৎ ! ) অনন্য-  
ারাধসঃ ( ঈশ্বরাতিরিক্ত-ফলান্তরানপেক্ষস্য ) ঈশ্বরালম্বনং  
( নিরন্তরং ভগবদেকনিষ্ঠং ) চিত্তং কুর্ব্বতঃ ( তস্য  
রত্তিদেবস্য ) গুণময়ী ( ত্রিগুণাঙ্কিকা ) মায়া স্বপ্নবৎ  
প্রতালীয়ত ( আত্মন্যেব লীনা বভূব ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! রত্তিদেব  
ভগবদ্ ভিন্ন অন্যফলাপেক্ষা শূন্য হইয়া চিত্তকে ভগ-  
বন্নিষ্ঠ করিয়াছিলেন সুতরাং গুণময়ী মায়া তাঁহার  
নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইত ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ ঈশ্বরেতি । অনন্যারাধসঃ  
অন্যদেবাদ্যারাধনশূন্যস্য স্বপ্নবৎ স্বপ্নে যথা স্বতএব  
লীয়তে তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলিতেছেন—‘ঈশ্বর-  
ালম্বনং’ ইত্যাদি অন্য দেবতাদির আরাধনাসূন্য  
রত্তিদেব স্বীয় মনকে ঈশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত করিলে,  
‘স্বপ্নবৎ’—স্বপ্ন যেমন স্বতঃই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই  
প্রকার ত্রিগুণাঙ্কিকা মায়া তাঁহার নিকট হইতে লয়-  
প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রত্তিদেবানুবর্তিনঃ ।

অভবন্ যোগিনঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—রত্তিদেবানুবর্তিনঃ ( রত্তিদেবম্ অনু-  
বর্ত্তন্তে যে তে রত্তিদেবানুগতাঃ জনাঃ ) তৎপ্রসঙ্গানু-  
ভাবেন ( তস্য রত্তিদেবস্য যঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ তস্য  
অনুভাবেন প্রভাবেণ শক্ত্যা ) সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ( ভগ-  
বৎপরায়ণাঃ ) যোগিনঃ ( ভক্তিযোগযুক্তাঃ ) অভবন্  
॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—রত্তিদেবের অনুগত জন সকলে তাঁহার  
( রত্তিদেবের ) রূপাশক্তি প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ  
যোগী হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

গর্গাচ্ছিনিস্তো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম হাবর্ত্তত ।

দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ব্রহ্মারুণিঃ কবিঃ ॥ ১৯

পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ ।

ব্রহৎক্ষত্রস্য পুত্রোহভূক্ষন্তী যক্ষন্তিনাপুরম্ ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—গর্গাৎ শিনিঃ (অভবৎ), ততঃ (শিনিতঃ) গার্গ্যঃ (অভবৎ), ক্ষত্রাৎ (বৃহৎক্ষত্রাৎ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণকুলং) অবর্তত (অজায়ত), মহাবীৰ্য্যাৎ দুরিতক্ষয়ঃ (অভবৎ), তস্য ব্রহ্মারুণিঃ, কবিঃ পুষ্করারুণিঃ (পুত্রাঃ অভবন্), যে (পুত্রাঃ) অত্র (ক্ষত্রিয়বংশে জাতঃ অপি) ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ (প্রাপ্তাঃ), বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রঃ হস্তী অভূৎ, যৎ (যেন) হস্তিনাপুরং (কৃতমিত্যর্থঃ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—গর্গ হইতে শিনি এবং শিনি হইতে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎক্ষত্র (ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব হইলেও) হইতে ব্রাহ্মণবংশের উদ্ভব হইয়াছে। মহাবীৰ্য্য হইতে দুরিতক্ষয়ের উৎপত্তি, দুরিতক্ষয়ের ব্রহ্মারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। এই ক্ষত্রিয়বংশে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণগতি লাভ করিয়াছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী ইনি হস্তিনাপুর নামক স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—নরস্য বংশমুক্তা তদ্ভ্রাতৃগাং গর্গাদীনাং বংশমাহ গর্গাদিতি ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন্যতনয় নরের বংশ বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা গর্গাদির বংশ বলিতেছেন—‘গর্গাৎ শিনিঃ’, অর্থাৎ গর্গ হইতে শিনির জন্ম হয়, ইত্যাদি ॥ ১৯-২০ ॥

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ ।

অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ ॥২১॥

অম্বয়ঃ—হস্তিনঃ, অজমীঢ়ঃ দ্বিমীঢ়ঃ পুরুমীঢ়ঃ চ (এতে ব্রহ্মঃ পুত্রাঃ অভবন্) অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ প্রিয়মেধাদয়ঃ দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) স্যুঃ (ভবন্তি) ॥২১

অনুবাদ—হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরুমীঢ়—এই তিন পুত্র। অজমীঢ়ের বংশ প্রিয়মেধ প্রভৃতি, ইহারা সকলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অজমীঢ়াদ্ বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ ।

বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজয়দ্রথঃ ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—অজমীঢ়াৎ বৃহদিষুঃ (অভবৎ), তস্য

(বৃহদিষোঃ) পুত্রঃ বৃহদ্ধনুঃ (অভবৎ), ততঃ (বৃহদ্ধনোঃ) বৃহৎকায়ঃ (জাতঃ), তস্য (বৃহৎকায়স্য) পুত্রঃ জয়দ্রথঃ আসীৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অজমীঢ় হইতে বৃহদিষু জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, বৃহদ্ধনু হইতে বৃহৎকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র জয়দ্রথ ॥ ২২ ॥

তৎসূতো বিশদস্তস্য স্যোনজিৎ সমজায়ত ।

রুচিরাস্থো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসূতঃ ॥২৩॥

অম্বয়ঃ—তৎসূতঃ (তস্য জয়দ্রথস্য সূতঃ) বিশদঃ, তস্য (বিশদস্য) স্যোনজিৎ (পুত্রঃ) সমজায়ত (অভবৎ), তৎসূতঃ (তস্য স্যোনজিতঃ সূতঃ) রুচিরাস্থঃ, দৃঢ়হনুঃ, কাশ্যঃ, বৎসঃ (এতে চত্বারঃ ভবন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, তৎপুত্র স্যোনজিৎ, স্যোনজিৎের রুচিরাস্থ, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস—এই চারি পুত্র ॥ ২৩ ॥

রুচিরাস্থসূতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ ।

পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—রুচিরাস্থসূতঃ (রুচিরাস্থস্য সূতঃ) পারঃ, তদাত্মজঃ (তস্য পারস্য আত্মজঃ পুত্রঃ) পৃথুসেনঃ, পারস্য তনয়ঃ (দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ) নীপঃ, তস্য তু (নীপস্য) পুত্রশতম্ অভূৎ (অজায়ত) ॥২৪

অনুবাদ—রুচিরাস্থের পুত্র পার, তৎপুত্র পৃথুসেন ও নীপ। নীপের একশত পুত্র হইয়াছিল ॥২৪

স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াম্ ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ ।

যোগী স গবি ভাৰ্য্যায়াম্ বিষ্ণবক্সেনমধাৎ সূতম্ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ (নীপ এব) শুককন্যায়াম্ (শুকস্য কন্যায়াম্) কৃত্ব্যাং (কৃতীসংজ্ঞায়াম্) ব্রহ্মদত্তং (পুত্রম্) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস), যোগী সঃ (ব্রহ্মদত্তঃ) গবি (বাচি সরস্বত্যাম্) ভাৰ্য্যায়াম্ বিষ্ণবক্সেনং সূতম্ অধাৎ (অজীজনৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই নীপই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে

ব্রহ্মদত্ত নামক পুত্র উৎপন্ন করেন। যোগী সেই ব্রহ্মদত্ত সরস্বতী নান্দী ভাষ্যার গর্ভে বিশ্বকর্সেন নামে এক সন্তান উৎপন্ন করেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—স এব নীপঃ পুনরপি কৃত্বীসংজ্ঞায়াং শুককন্যায়াং, শুকোহয়ং ব্যাসাদরণ্যাং সংভূতোহন্য এব। তদুক্তং হরিবংশাদিশু “পরশরকুলোৎপন্নং শুকো নাম মহাশযাঃ ব্যাসাদরণ্যাং সংভূতো বিধুমোহগ্নিরিব জলন্। স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং বীরিণ্যাং জন-ম্মিষ্যতি। কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শভুং তথা ভুরিশ্রুতং জয়ম্। কন্যাং কীত্তিমতীং মৃষ্টীং যোগিনীং যোগ-মাতরম্। ব্রহ্মদত্তস্য জননীং মহিষীমনুহস্য চ” ইতি। শ্রীভাগবতবক্তা শুকস্ত ব্যাসস্য প্রথমঃ পুত্রোহরণি-সংভূতাদন্যঃ। যদুক্তং—ব্রহ্মবৈবর্তে, প্রাপ্তে কলিযুগে ব্যাসচক্রো যো জগতঃ কৃতেঃ। মহাভারতমিত্যাদ্য-নন্তরং ব্রহ্মচর্য্যপরিব্রংশে মাতৃবাক্যাদুপস্থিতে। স্বয়ং পিতৃঋণী নালং দ্বিপবৎ সোচুমক্ষমঃ। বিচিন্ত্যমনসা চক্রে ভাষ্যাং জাবালিকন্যাকাম্। বীটিকাখ্যাং দদৌ তস্মৈ সোহপি বৈশ্বানরসাপ্রমী। ততশ্চ ব্যাসস্তয়া সহ বহুকালং তপস্তপে, তদন্তে তস্যাং বীৰ্য্যামধত্ত। সা চ গর্ভবতী একাদশসু বর্ষেষু ব্যতীতেষ্বপি ন প্রসূতে স্ম। অথ দ্বাদশে বর্ষে ব্যাসঃ কদাচিদগর্ভ-স্থং পুত্রমাহ—ভোঃ পুত্র! কিং স্বমাতরং পীড়য়সি? গর্ত্মিঃসরেতি স চাহ—গর্ত্মিঃসূতং মায়া মামভি-ভবিষ্যতি, তস্মাদব্রৈব ভগবন্তং ধ্যাপয়ামীতি। ব্যাস আহ—মায়া ন ত্বামভিভবিষ্যতীতি মদ্রচনমেব প্রমাণীকৃত্য গর্ত্মিঃসর, স্বমুখং মাং দর্শয়, মৎপত্নীং মা পীড়য়েতি। স আহ—পত্নী-পুত্রাদ্যাসক্তত্বেন ত্বামপি মায়াভিভূতং জানাম্যতস্তদ্রচনং ন প্রমাণী-করোমি। ব্যাস আহ—তহি কস্য বাক্যং প্রমাণী-কুরুষে। স আহ—যস্য মায়েতি। ব্যাস আহ—তহি তমব্রৈবানয়ামীত্যুক্ত্য দ্বারকাং গতা নিবেদিত-সর্ব্বব্রতান্তং ভগবন্তং স্বপর্ণশালাভ্যন্তরমানীয় ব্যাসঃ পুনরাহ—ভোঃ পুত্র! আয়াতোহয়ং ভগবানিতি। ততঃ স আহ—ত্বং ব্রূহি, মাধব! জগন্নিগড়েপমা সা মায়াখিলস্য ন বিলম্ব্যতমা হৃদীয়া। বধুতি মাং ন যদি গর্ত্মিমং বিহায় যাস্যামি, সংপ্রতি বহিঃ প্রতি-ভূতুমগ্রেতি ভগবানাহ—মন্মায়মা ন ভবিতা তব সং-প্রয়োগো, গন্তাসি মোক্ষমধুনৈব মম প্রসাদাদিতি।

অতো গর্ত্মিমিস্ত্য প্রণম্য বহুস্তবানং তং দৃষ্টা ভগ-বানাহ—ব্যাস! হৃদীয়তনয়ঃ শুকবন্দনোজং ব্রূতে বচো ভবতু তচ্ছুক এব নান্নেনতি। ব্যাসমামন্ত্র্য রথমারুহ্য দ্বারকাং প্রতস্থে; শুকোহপি প্রবব্রাজ ব্যাসস্তনুমজগামেতি। শ্রীশ্বামিচরণান্ত অরণীসম্ভূতঃ শুকঃ এব বিরহাতুরং পিতরমনুব্রজন্তমালক্ষ্য ছায়া-শুকং নির্মায় প্রবব্রাজ, ছায়াশুকসৌব গার্হস্থ্যব্যবহার ইত্যাহঃ। স ব্রহ্মদত্তো গবি সরস্বত্যাম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“স কৃত্ব্যাং”—এই নীপই পুনরায় (প্রৌঢ়াবস্থায়) শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্ম-দত্ত নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। এই শুক ব্যাস হইতে অরণির গর্ভজাত। শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে—“পরশর-কুলোৎপন্ন” ইত্যাদি, অর্থাৎ পরশর-বংশোৎপন্ন মহাশয়ী শুক ব্যাস হইতে অরণিতে উৎপন্ন হইয়া ধুমহীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতেছিলেন। তিনি পিতৃকন্যা বীরিণীতে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শভু, ভুরিশ্রুত, জয় নামক পুত্র এবং কন্যা কীত্তিমতী, মৃষ্টী, যোগিনী, যোগমাতা, অনুহের মহিষী ও ব্রহ্মদত্তের জননীকে উৎপন্ন করিবেন ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব কিন্তু ব্যাসের প্রথম পুত্র, তিনি অরণি-সম্ভূত হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে—“প্রাপ্তে কলি-যুগে” ইত্যাদি, কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্যাস জগতের উপকারার্থে মহাভারত রচনা করেন। অনন্তর মাতৃবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পরিব্রংশ হইলে, নিজেকে পিতৃ-ঋণী মনে করিয়া জাবালী-কন্যা বীটিকাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। বানপ্রস্থাত্মে তাঁহার সহিত বহুকাল তপস্যা আচরণ করিয়া পরে তাঁহাতে বীৰ্য্যাদান করেন। তিনি গর্ভবতী হইয়া একাদশ বর্ষ অতীত হইলেও প্রসব করিলেন না। অনন্তর দ্বাদশ বর্ষে এক সময় ব্যাস গর্ভস্থ পুত্রকে বলিলেন—‘হে পুত্র! কেন তুমি নিজ মাতাকে পীড়া দিতেছ? গর্ভ হইতে বাহির হও’। তিনি বলিলেন—‘গর্ভ হইতে বাহির হইলে মায়া আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব এখা-নেই ভগবানের ধ্যান করিতেছি।’ ব্যাস বলিলেন—‘মায়া তোমাকে পরাভূত করিবে না, আমার বাক্য প্রমাণ জানিয়া তুমি গর্ভ হইতে নির্গত হও, নিজমুখ দর্শন করাও, আমার পত্নীকে পীড়ন করিও না।’

স আহ—‘পত্নীপুত্রাদ্যাসক্তত্বেন ত্বামপি মায়াভি-  
ভুতং জানামি, অতস্তদ্বচনং ন প্রমাণীকরোমি’—  
অর্থাৎ সেই গর্ভস্থ সন্তান বলিলেন—‘আপনি যখন  
পত্নী ও পুত্রাদিতে আসক্ত, তখন আপনাকেও মায়াগ্রস্ত  
বলিয়া জানি, অতএব আপনার বাক্য প্রমাণরূপে গণ্য  
করিতে পারি না। তখন ব্যাস বলেন—‘তুমি কাহার  
বাক্য প্রামাণিক বলিয়া মনে কর?’ তিনি বলেন—  
‘মাহার মায়া’। ব্যাস বলিলেন—‘তবে তাঁহাকেই  
এখানে আনয়ন করিতেছি।’ এই বলিয়া ব্যাস স্বয়ং  
দ্বারকায় গিয়া স্বীয় রত্নান্ত্র নিবেদন করিয়া স্বকীয়  
পর্ণশালায় শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া গর্ভকে বলিলেন—‘হে  
পুত্র! এই ভগবান্ আসিয়াছেন।’

ইহাতে সেই গর্ভ বলিলেন—‘ত্বং ব্রুহি মাধব!  
জগন্নিগড়েপমা সা মায়াখিলস্য ন বিলম্ব্যতমা  
ত্বদীয়া।’ ইত্যাদি, অর্থাৎ হে মাধব! আপনার  
মায়া জগতের শৃঙ্খলতুলা, কেহ উহাকে লম্বন করিতে  
পারে না। ঐ মায়া যদি আমাকে বন্ধন না করে,  
তবেই আমি গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইতে পারি, সম্প্রতি  
আপনিই বাহিরে প্রতিষ্ঠ। ভগবান্ বলিলেন—  
‘আমার মায়া তোমার প্রতি কার্য্যসাধিকা হইবে না,  
আমার প্রসাদে তুমি এখনই মোক্ষ পাইবে।’ তখন  
তিনি গর্ভ হইতে বাহির হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বহু স্তব  
করিতে থাকিলে, ভগবান্ ব্যাসকে বলিলেন—‘তোমার  
পুত্র শুকবৎ বহু মনোজ্ঞ বাক্য বলিতেছে, অতএব  
ইহার নাম শুক হউক।’ এই বলিয়া ব্যাসের নিকট  
বিদায় লইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণপূর্ব্বক দ্বার-  
কায় প্রস্থান করিলেন। শুকও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে,  
ব্যাস তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—অরণিসমুত শুকই  
বিরহাতুর পিতাকে অনুগমন করিতে দেখিয়া ছায়াশুক  
নির্ম্মাণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেই ছায়া-  
শুকেরই গার্হস্থ্যাদি ব্যবহার। ‘স গবি’—সেই ব্রহ্ম-  
দত্ত যোগী ছিলেন, তিনি নিজ ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ভে  
বিষ্বক্সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন  
॥ ২৫ ॥

তথ্য—শুক—ব্যাস-পুত্র ও ব্যাসপত্নী অরণি  
গর্ভসমুত। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শুকদেব হইতে  
ভিন্ন। ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিস্তৃতভাবে

বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেব জাবালি-কন্যাকে পুত্রী-  
রূপে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল  
তপস্যা করেন। অবশেষে তাঁহাতে বীৰ্য্যাধান করেন।  
দ্বাদশ বর্ষ পরে গর্ভস্থ কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতা  
মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পরিত্রাজকধর্ম্মাবলম্বন-  
পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যান। শ্রীব্যাসদেব  
পুত্র-বিরহকাতর হইয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলে,  
ছায়া শুক বা কল্পিত শুকরূপে তিনি ব্যাসের নিকট  
পুনরাগমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। এই  
ছায়া শুক বা কল্পিত শুকের গার্হস্থ্য আচরণ শাস্ত্রে  
শ্রবণ করা যায় ॥ ২৫ ॥

জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ।

উদক্সেনস্ততস্তস্মাত্তল্লাটো বার্হদীষবাঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বৰঃ—(স চ বিষ্ণুসেনঃ) জৈগীষব্যোপদেশেন  
(জৈগীষব্যাস্য ঋষেঃ উপদেশেন) যোগতন্ত্রং (যোগ-  
শাস্ত্রং) চকার হ, ততঃ (বিষ্ণুসেনতঃ) উদক্সেনঃ  
(অভুৎ), তস্মাৎ (উদক্সেনাৎ) তল্লাটঃ (অভবৎ  
এতে পুৰ্ব্বোক্তাঃ) বার্হদীষবাঃ (বৃহদীষোর্বংশজা  
ভবন্তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই বিষ্ণুসেন জৈগীষব্যোর উপদেশে  
যোগশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুসেন হইতে  
উদক্সেন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে তল্লাটের  
উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলে বৃহদিষুর বংশ-জাত  
॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স এব যোগতন্ত্রং চকার, ইমে বার্হদী-  
ষবা বৃহদিষোর্বংশ্যা দীর্ঘত্বমার্ষম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বগ্নানুবাদ—‘জৈগীষব্যোপদেশেন’—সেই  
বিষ্ণুসেনই জৈগীষব্যোর উপদেশে, ‘যোগতন্ত্রং’—  
যোগশাস্ত্র রচনা করেন। ‘বার্হদীষবাঃ’—ইহারা  
সকলে বৃহদিষুর বংশজাত। এখানে দীর্ঘত্ব আর্ষ-  
প্রয়োগ (অর্থাৎ ‘বার্হদিষবাঃ’ হওয়া উচিত ছিল।)  
॥ ২৬ ॥

যবীনরো দ্বিমীড়স্য কৃতিমাংস্তসুতঃ স্মৃতঃ।

নাশ্না সত্যধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্ষকৃৎ ॥২৭॥

অবয়ঃ—দ্বিমীড়স্য (সুতঃ) যবীনরঃ (ভবতি),  
তৎসুতঃ (তস্য যবীনরস্য সুতঃ) কৃতিমান্ স্মৃতঃ  
(কথিতঃ), তস্য (কৃতিমতঃ সুতঃ) নাম্না (অভি-  
ধানেন) সত্যধৃতিঃ তস্য (সত্যধৃতেঃ) দৃঢ়নেমিঃ  
(অভবৎ স চ) সুপার্ষকৃৎ (সুপার্ষস্য পিতা) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দ্বিমীড়ের পুত্র যবীনর, তাহার তনয়  
কৃতিমান্, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি নামে বিখ্যাত।  
এই সত্যধৃতি হইতে দৃঢ়নেমি জন্মগ্রহণ করেন।  
সুপার্ষের জনক ॥ ২৭ ॥

বিপ্রনাথ—সুপার্ষকৃৎ সুপার্ষজনকঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুপার্ষকৃৎ’—দৃঢ়নেমি  
সুপার্ষের জনক, অর্থাৎ দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্ষ ॥ ২৭ ॥

সুপার্ষাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ ।

কৃতী হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌ স্ম মট্ ॥

সংহিতাঃ প্রাচ্যাসাম্নাং বৈ নীপো হৃদগ্রায়ুধস্ততঃ ।

তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোহথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ ॥২৯॥

অবয়ঃ—সুপার্ষাৎ সুমতিঃ (পুত্রঃ অভবৎ),  
তস্য (সুমতেঃ পুত্রঃ সন্নতিমান্ (ভবতি), ততঃ  
(সন্নতিমতঃ) কৃতী (কতিসংজ্ঞঃ জাতঃ) যঃ (কৃতী)  
হিরণ্যনাভাৎ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) যোগং প্রাপ্য প্রাচ্য-  
সাম্নাং সট্ সংহিতা জগৌ স্ম (বিভজ্য অধ্যাপিত-  
বান্), তস্য (কৃতিসংজ্ঞস্য) বৈ নীপঃ (সুতঃ অভবৎ),  
অন্তঃ (নীপাৎ) উদগ্রায়ুধঃ (অভবৎ), অথ (উদ-  
গ্রায়ুধস্য পুত্রঃ) ক্ষেম্যঃ (ভবতি), অথ (অনন্তরং  
ক্ষেম্যাদিত্যর্থঃ) সুবীরঃ (জাতঃ), সুবীরস্য (পুত্রঃ)  
রিপুঞ্জয়ঃ (অভূৎ) ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—সুপার্ষ হইতে সুমতি, সুমতির পুত্র  
সন্নতিমান্, সন্নতিমান্ হইতে কৃতি জন্মগ্রহণ করেন,  
ইনি ব্রহ্মার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া প্রাচ্য-  
সামের ছয়টি সংহিতা অধ্যয়ন করেন। কৃতির পুত্র  
নীপ, নীপ হইতে উদগ্রায়ুধ। উদগ্রায়ুধ তনয় ক্ষেম্য,  
ক্ষেম্য হইতে সুবীর উৎপন্ন হন। সুবীরের পুত্র  
রিপুঞ্জয় ॥ ২৮-২৯ ॥

ততো বহরথো নাম পুরুমীড়োহগ্রজোহভবৎ ।

নলিন্যামজমীড়স্য নীলঃ শান্তিস্ত তৎসুতঃ ॥ ৩০ ॥

অবয়ঃ—ততঃ (রিপুঞ্জয়াৎ) বহরথঃ (জাতঃ),  
পুরুমীড়ঃ অগ্রজঃ অভবৎ (নির্বংশঃ আসীদিত্যর্থঃ),  
অজমীড়স্য নলিন্যাং (ভার্যায়্যাং) নীলঃ (অভবৎ),  
তৎসুতঃ (তস্য নীলস্য সুতঃ) শান্তিঃ (অভবৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—রিপুঞ্জয় হইতে বহরথ উৎপন্ন হন,  
পুরুমীড় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীড়ের নলিনী  
নাম্নী ভার্যার গর্ভে নীলের জন্ম হয়। নীলের পুত্র  
শান্তি ॥ ৩০ ॥

বিপ্রনাথ—অজমীড়স্য বংশান্তরমাহ। নলিন্যা-  
মিতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজমীড়ের অপর বংশ  
বলিতেছেন—‘নলিন্যাম্’ ইত্যাদি (অর্থাৎ অজমীড়ের  
নলিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে নীল নামক পুত্র হয়,  
নীলের পুত্র শান্তি।) ॥ ৩০ ॥

শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোহর্কস্ততোহভবৎ ।

ভর্ম্যাপ্তস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্ মুদগলাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

যবীনরো রুহদ্বিশ্বঃ কাম্পিল্লঃ সঞ্জয়ঃ সুতঃ ।

ভর্ম্যাপ্তঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি ॥ ৩২ ॥

বিষয়াণামলমিমে ইতি পাঞ্চালসংজিতাঃ ।

মুদগলাদ্রুক্ষনিবৃত্তং গোত্রং মৌদগল্যাসংজিতম্ ॥৩৩॥

অবয়ঃ—শান্তেঃ (পুত্রঃ) সুশান্তিঃ (বভূব), তৎ-  
পুত্রঃ (তস্য সুশান্তেঃ পুত্রঃ) পুরুজঃ, ততঃ (পুরুজাৎ)  
অর্কঃ (অভবৎ), তস্য (অর্কস্য) তনয়ঃ (পুত্রঃ) ভর্ম্যাপ্তঃ  
(বভূব), তস্য (ভর্ম্যাপ্তস্য) মুদগলাদয়ঃ (মুদগলঃ  
আদির্মেমাং তে) যবীনরঃ, রুহদ্বিশ্বঃ, কাম্পিল্লঃ,  
সঞ্জয়ঃ (যবীনরাদয়ঃ চত্বারঃ মুদগল একঃ ইত্যেবং)  
পঞ্চ সুতঃ আসন্ (অভবন্), ভর্ম্যাপ্তঃ প্রাহ (ব্রবীতি  
পুত্রান্ ইতি শেষঃ হে) পুত্রাঃ ! ইমে (যুয়ং পঞ্চ)  
মে (মম) পঞ্চানাং বিষয়ানাং (দেশানাং) রক্ষণায়  
অলং (সমর্থা ভবথ) ইতি (অস্মাৎ কারণাৎ) পাঞ্চাল-  
সংজিতাঃ (যুয়মিতিশেষঃ) মুদগলাৎ মৌদগল্য-  
সংজিতং ব্রহ্মগোত্রং (ব্রহ্মকুলং) নিবৃত্তম্ (উৎপন্নম্)  
॥ ৩১-৩৩ ॥

অনুবাদ—শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তি-তনয়  
পুরুজ, পুরুজ হইতে অর্ক জন্মগ্রহণ করেন।  
অর্কের ভর্ম্যাপ্ত, ভর্ম্যাপ্তের মুদগল, যবীনর, রুহদ্বিশ্ব,

কাম্পিল্য ও সজ্জ—এই পঞ্চ পুত্র ছিল। ভর্ম্যাস্থ তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন,—অহে পুত্রগণ। তোমরা আমার পঞ্চ বিষয় সংরক্ষণে সমর্থ। এই কারণে তাঁহারা পাঞ্চালসংজ্ঞায় অভিহিত হন। মুদগল হইলে মৌদগল্য ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয় ॥ ৩১-৩৩

মিথুনং মুদগলাভ্যর্ম্যাদিবোদাসঃ পুমানভূৎ ।

অহল্যা কন্যাকা যস্যাত্ শতানন্দস্ত গৌতমাৎ ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—ভার্ম্য্যাৎ ( ভর্ম্যাস্থসূতাৎ ) মুদগলাৎ মিথুনং ( জ্ঞীপুরুষদ্বয়ম্ ) অভূৎ, ( তত্র ) পুমান্ দিবোদাসঃ কন্যাকা অহল্যা ( ভবতি ), যস্যাত্ তু ( অহল্যায়্যাৎ ) গৌতমাৎ ( ভর্তৃঃ ) শতানন্দঃ ( অভূৎ ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ভর্ম্যাস্থ পুত্র মুদগল হইতে জ্ঞী ও পুরুষ উভয়ই উৎপন্ন হন। পুরুষ দিবোদাস এবং কন্যা অহল্যা। এই অহল্যার গর্ভে তাহার স্বামী গৌতমের ঔরসে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভার্ম্য্যাৎ ভর্ম্যাস্থপুত্রান্দুদগলাৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেষ্টাসাম্ ।

নবমস্যেকবিংশোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভার্ম্য্যাৎ’—ভর্ম্যাস্থের পুত্র মুদগল হইতে যমজ সন্তান হয়। ( তন্মধ্যে দিবোদাস পুরুষ এবং অহল্যা কন্যা। ) ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’ টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমভাগবতের নবম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের ‘সারার্থদশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯১২১ ॥

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ ।

শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্ক্বশীদর্শনাৎ কিল ।

শরস্তম্বেহপতদ্রেতো মিথুনং তদভূৎ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য ( শতানন্দস্য ) পুত্রঃ সত্যধৃতিঃ ( স চ ) ধনুর্বেদবিশারদঃ ( ধনুর্বেদে অস্ত্রবিদ্যায়্যাং নিপুণঃ আসীৎ ) তৎসুতঃ ( তস্য সত্যধৃতিঃ সুতঃ )

শরদ্বান্ ( জাতঃ ), যস্মাৎ ( শরদ্বতঃ ) উর্ক্বশীদর্শনাৎ কিল শরস্তম্বে রেতঃ ( বীৰ্য্যম্ ) অপতৎ ( অতঃ শরদ্বান্ নাম বভূব ইতি ভাবঃ ) তৎ ( পতিতং বীৰ্য্যং ) শুভং ( শুভাচারং ) মিথুনং ( জ্ঞীপুরুষদ্বয়ম্ ) অভূৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, ইনি ধনু-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান, উর্ক্বশী দর্শনে ইহার রেতঃ স্থগিত হইয়া শরস্তম্বে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে শুভ নরমিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

তদৃষ্টা কৃপয়াগৃহ্ণাৎ শান্তনুর্মৃগয়াং চরন্ ।

কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ত্রত-বংশানুবর্ণনে নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—মৃগয়াং চরন্ ( কুর্ক্বন্ ) শান্তনুঃ ( রাজা )

তৎ ( মিথুনং ) দৃষ্টা কৃপয়া অগৃহ্ণাৎ ( গৃহীতবান্, তত্র মিথুনে ) কুমারঃ ( পুমান্ ) কৃপঃ ( কৃপাচার্য্যঃ ) কন্যা চ কৃপী ( সা চ ) দ্রোণপত্নী ( দ্রোণাচার্য্যপত্নী ) অভবৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমভাগবত-নবমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্যাম্বয়ঃ ।

অনুবাদ—শান্তনুরাজা মৃগয়া করিতে গিয়া কৃপা-পরবশ হইয়া সেই নরমিথুনকে লইয়া আসেন। ( তজ্জন্য ) কুমারের নাম হইল কৃপ এবং কুমারীর নাম হইল কৃপী। এই কৃপী দ্রোণাচার্য্যের পত্নী হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের বিরহিত সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমভাগবতে নবমস্কন্ধের একবিংশাধ্যায়ের গোড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।



# দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

মিত্রায়ুশ্চ দিবোদাসাচ্যবনস্তৎসুতো নৃপ ।

সুদাসঃ সহদেবোহথ সোমকো জন্তুজন্মকৃৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দিবোদাসের বংশ বর্ণন করিয়া রিক্ষবংশোৎপন্ন জরাসন্ধ, দুর্যোধন, অর্জুন প্রভৃতির কথা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।

দিবোদাস হইতে মিত্রায়ু, চ্যবন, সুদাম, সহদেব ও সোমক শৌর্য্যপারম্পর্য্যে উৎপন্ন হন । সোমকের শত পুত্র মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র হইতে দ্রুপদ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি । ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র ধৃষ্টকেতু ।

অজমীঢ়-তনয় ঋক্ষ সংবরণনামক পুত্র হইতে কুরুক্ষেত্রপতি কুরুর জন্ম হয় । তাহার চারি পুত্র পরীক্ষি, সুধনু, জহ্নু ও নিমঘ । সুধনু হইতে পুত্র-পৌত্রাদিষ্টমে সুহোত্র, চ্যবন, কৃতি ও উপরিচর বসুর উৎপত্তি হয় । উপরিচর বসুর রুহদ্রথ, কুশান্ম, মৎস্য, প্রত্যগ্র প্রভৃতি সন্তানগণ চৈদ্যদেশের রাজা হইয়াছিলেন । রুহদ্রথ হইতে শৌর্য্যপারম্পরায় কুশগ্র, ঋষভ, সত্যহিত, পুষ্পবান্, জহ্নু, জরাসন্ধ, সহদেব, সোমাপি, শ্রুতশ্রবা জন্ম গ্রহণ করেন । কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন ।

জহ্নুর বংশপরম্পরা সুরথ, বিদুর, সার্বভৌম, জয়সেন, রাধিক, অযুতায়ু, অক্ৰোধন দেবতিথি, ঋক্ষ, দিলিপ, প্রতীপ ।

প্রতীপপুত্র দেবাপি বনে গমন করিলে শান্তনু রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন । শান্তনু কনিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য রাজসিংহাসন অধিকার করায় তাহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া রুষ্টি না হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে শান্তনু দেবাপিকে রাজত্ব প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হন । কিন্তু দেবাপি শান্তনুর মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে রাজা হইবার অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হওয়ায় শান্তনু পুনরায় রাজা হইলেন এবং তাহার রাজ্যেও যথাকালে বর্ষণ হইতে লাগিল ।

দেবাপি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক কলাপগ্রামে অদ্যাপিও অবস্থান করিতেছেন । কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিনষ্ট হইলে সত্যের প্রারম্ভে ইনি এই বংশ স্থাপন করিবেন । শান্তনু গঙ্গানাম্নী পত্নীর গর্ভে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্ম এবং দাসকন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য জন্ম গ্রহণ করেন । দাসকন্যার গর্ভে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে বেদব্যাসের আবির্ভাব হয় । ইনি জৈমিনী, পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরমশূন্য ভাগবতরহস্য শ্রীশুকদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন । বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে শ্রীল ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিনটী পুত্র উৎপন্ন করেন ।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি একশত পুত্র ও দুঃশল নাম্নী একটী কন্যা ছিল । পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র ; এই পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতিবিদ্য, শ্রুতসেন, শ্রুতকীৰ্ত্তি, শতানীক, শ্রুতকর্ম্মা এই পঞ্চ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য ভাৰ্য্যার গর্ভে দেবক, ঘটোৎকচ, সর্ব্বগত, সুহোত্র, নরমিত্র, ঈরাবান্, বহুবাহন, অভিমন্যু প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন । অভিমন্যু হইতে পরীক্ষিতের জন্ম হয় । তাহার জন্মেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন এই চারি পুত্র ।

অনন্তর ভাগবতবত্তা শ্রীল শুকদেব গোস্থামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ভবিষ্যৎ বংশাবলী কীৰ্ত্তন করিতেছেন । জন্মেজয় হইতে শতানীক, সহস্রানীক, অশ্বমেধজ, অসীম কৃষ্ণ, নেমীচক্র, উক্ত, চিত্ররথ, শুচীরথ, রুষ্টিমান্, সুসেন, মহীপতি, সুনিথ, নৃচক্ষু, সখীনব, পরিপ্লব, সুনয়, মেঘবী, নৃপজয়, দূর্ব্ব, তিগি, রুহদ্রথ, সুদাম, শতানীক, দুর্দ্দমন, মহী-নর, দণ্ডপাগি, নিমি, ক্ষেম পুত্রপরম্পরায় জন্মগ্রহণ করিবেন । অনন্তর মাগধবংশের ভবিষ্যদ্বংশ-পরম্পরা কীৰ্ত্তিত হইতেছে ।

জরাসন্ধতনয় মাজ্জারি হইতে শ্রুতশ্রব, যুতায়ু, নিরমিত্র, সুনক্ষত্র, রুহৎসেন, কর্ম্মাজিৎ, সূতজয়, বিপ্র, সুচী, ক্ষেম, সুরত, ধর্ম্মসুত্র, সম, দ্যুমৎসেন, সুমতি, সুবল, সুনির্থা, সত্যাজিৎ, বিশ্বজিৎ ও রিপুজয় পুত্র-পারম্পর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন ।

অবসায়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ ! দিবো-



দাসাৎ মিত্রায়ুঃ চ (অভবৎ) তৎসূতঃ (তস্য মিত্রায়োঃ সূতঃ) চাবনঃ, সুদাসঃ, সহদেবঃ সোমকঃ (ভবতি এতে চত্বারঃ মিত্রায়োঃ সূতা ইত্যর্থঃ) অথঃ (অনন্তরং কনিষ্ঠঃ সোমকঃ ইত্যর্থঃ) জন্তুজন্মকৃৎ (জন্তোঃ জন্মকর্তা সোমকস্য পুত্রঃ জন্তুরিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুভদেব কহিলেন,—হে রাজন! দিবোদাস হইতে মিত্রায়ু জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রায়ুর পুত্র চাবন, সুদাস, সহদেব ও সোমক। অনন্তর সোমক জন্তুর জন্মদাতা ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাবিংশত্ৰিবিদ্যোদাসবংশে দ্রৌপদাথাভবন।

ঋক্ষবংশে জরাসন্ধাজুর্নদুর্যোধনাদয়ঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দিবোদাসের বংশে দ্রৌপদী এবং ঋক্ষবংশে জরাসন্ধ, দুর্যোধন ও অর্জুন প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সূতঃ ।

স তস্মাদ্ দ্রুপদো জজ্ঞে সর্বসম্পৎসমন্বিতঃ ॥ ২ ॥

অর্থঃ—তস্য (সোমকস্য) পুত্রশতং (পুত্রাণাং শতং বভূব), তেষাং (শতপুত্রাণাং) যবীয়ান্ (কনিষ্ঠঃ) সূতঃ পৃষতঃ, তস্মাৎ (পৃষতাৎ) দ্রুপদঃ জজ্ঞে (অজায়ত) স চ (দ্রুপদঃ) সর্বসম্পৎসমন্বিতঃ (আসীদিতী শেষঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সোমকের একশত পুত্র ছিল; তন্মধ্যে পৃষত কনিষ্ঠ। এই পৃষত হইতে দ্রুপদের জন্ম হয়। দ্রুপদ সর্বসম্পদ-যুক্ত ছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সোমকস্য শতং পুত্রাস্তেষাং জন্তুর্জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ পৃষতঃ, তস্মাৎ দ্রুপদঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য’—সেই সোমকের একশত পুত্র, তাহাদের মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ এবং পৃষত কনিষ্ঠ। ‘তস্মাৎ’—এই পৃষত হইতে দ্রুপদের জন্ম হইয়াছিল ॥ ২ ॥

দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদ্যুশ্চানাদয়ঃ সূতাঃ ।

ধৃষ্টদ্যুশ্চান্দ্রুটকৈতুর্ভার্ম্যঃ পাঞ্চালকা ইমে ॥ ৩ ॥

অর্থঃ—দ্রুপদাৎ দ্রৌপদী (কন্যা অজায়ত), তস্য (দ্রুপদস্যৈব) ধৃষ্টদ্যুশ্চানাদয়ঃ সূতাঃ (পুত্রাশ্চ অভবন্) ধৃষ্টকৈতুঃ (অভবৎ) ইমে ভার্ম্যঃ (ভার্ম্যাস্ব-বংশজাঃ) পাঞ্চালকাঃ (ইতি স্মৃতাঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দ্রুপদ হইতে দ্রৌপদীর জন্ম হয়। ধৃষ্টদ্যুশ্চান প্রভৃতি এই দ্রুপদের পুত্র ছিল। ধৃষ্টদ্যুশ্চান হইতে ধৃষ্টকৈতু উৎপন্ন হন। ইহারা সকলে ভার্ম্যাস্ববংশীয় পাঞ্চাল ॥ ৩ ॥

যোহজমীতৃসূতো হ্যান্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ ।

তপত্যাং সূর্যাকন্যায়্যাং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ ॥ ৪ ॥

পরীক্ষিঃ সুধনুর্জহুনিষধশ্চ কুরোঃ সূতাঃ ।

সুহোত্রোহভূৎ সুধনুষ্চাবনোহথ ততঃ কৃতী ॥ ৫ ॥

অর্থঃ—যঃ হি অন্যঃ অজমীতৃ-সূতঃ (অজ-মীতৃস্য সূতঃ) ঋক্ষঃ (ঋক্ষাখ্যঃ) ততঃ (তস্মাৎ ঋক্ষাৎ) সংবরণঃ (জাতঃ), ততঃ (সংবরণাৎ) সূর্য্যাকন্যায়্যাং তপত্যাং (তপত্যাখ্যায়্যাং) কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ (অভবৎ), কুরোঃ (কুরুস কাশাৎ) পরীক্ষিঃ, সুধনুঃ, জহুঃ, নিষধঃ চ সূতাঃ (জজিরে)। সুধনুষঃ সুহোত্রঃ অভূৎ, অথ (তস্মাৎ) চাবনঃ, ততঃ (চাবনাৎ) কৃতী (জাতঃ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—অজমীতৃর ঋক্ষনামে অপর এক পুত্র ছিল। তাহা হইতে সংবরণ জন্মগ্রহণ করেন। সংবরণ হইতে সূর্য্যাকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্র-পতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর পরীক্ষি, সুধনু, জহু, নিষধ—এই চারি পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চাবন। চাবন হইতে কৃতির জন্ম হয় ॥ ৫ ॥

বসুস্তস্যোপরিচরো রুহদ্রথমুখাস্ততঃ ।

কুশাস্তমৎস্যপ্রত্যাগ্রাশ্চেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ ॥ ৬ ॥

অর্থঃ—তস্য (কৃতিনঃ) উপরিচরঃ বসুঃ (পুত্রঃ অভূৎ), ততঃ (বসোঃ) রুহদ্রথ-মুখাঃ (রুহ-দ্রথঃ মুখম্ আদিষেমাং তে) কুশাস্তমৎস্যপ্রত্যাগ্রাঃ (কুশাস্তঃ, মৎস্যঃ, প্রত্যাগ্রাঃ ইতি সূতাঃ জজিরে) চেদিপাদ্যাঃ চ (সূতাঃ) চেদিপাঃ (চেদিদেশাধিপাঃ অভবন্) ॥ ৬ ॥



অনুবাদ—কৃতির পুত্র উপরিচর বসু, তৎপুত্র  
রুহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রতাপ্র, চেদিপ প্রভৃতি। ইহারা  
সকলে চেদিদেশের অধিপতি ছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—রুহদ্রথমুখানবাহ। কুশাম্ব্যেত্যাदि ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রুহদ্রথমুখাঃ’—রুহদ্রথ মুখ  
বলিতে আদি যাহাদের, অর্থাৎ কৃতির পুত্র উপরিচর  
বসু হইতে রুহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য ও চেদিপ প্রভৃতির  
জন্ম হয়। ইহারা সকলেই চেদিদেশের রাজা ছিলেন  
॥ ৬ ॥

রুহদ্রথাৎ কুশাগ্রোহতৃদৃমভস্কস্য তৎসূতঃ।

জজ্ঞে সত্যাহিতোহপত্যং পুষ্পবাংস্তৎসূতো জহঃ ॥৭॥

অম্বয়ঃ—রুহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ অভূৎ, তস্য (কুশা-  
গ্রস্য সূতঃ) ঋষভঃ (অজায়ত), তৎসূতঃ (তস্য ঋষ-  
ভস্য সূতঃ) সত্যাহিতঃ জজ্ঞে তস্য অপত্যং (পুষ্পবান্  
ভবতি), তৎসূতঃ (তস্য পুষ্পবতঃ সূতঃ) জহঃ  
(ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—রুহদ্রথ হইতে কুশাগ্র জন্মগ্রহণ করেন।  
কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, তৎপুত্র সত্যাহিত, সত্যাহিতের  
পুত্র পুষ্পবান্ এবং পুষ্পবানের পুত্র জহ ॥ ৭ ॥

অন্যস্যামপি ভার্য্যায়্যাং শকলে দ্বে রুহদ্রথাৎ।

যে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে।

জীব জীবতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোহভবৎ সূতঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—রুহদ্রথাৎ অন্যস্যাম্ অপি ভার্য্যায়্যাং  
দ্বৈ শকলে (দ্বৈ খণ্ডে উৎপন্ন) যে (দ্বৈ খণ্ডে) মাত্রা  
বহিঃ উৎসৃষ্টে (ত্যাঙ্কে), জীব জীব ইতি ক্রীড়ন্ত্যা  
(খেলন্ত্যা) জরয়া চ (তন্মান্যয়া রাক্ষস্যা) অভি-  
সন্ধিতে (সংযোজিতে সতী জরাসন্ধঃ সূতঃ অভবৎ ॥ ৮

অনুবাদ—রুহদ্রথের অন্যভার্য্যার গর্ভে দুই খণ্ড  
সন্তান হয়। তাহাদের মাতা তাহাদিগকে ঐরূপ  
দেখিয়া পরিত্যাগ করে, পরে জরা নাম্নী রাক্ষসী  
“জীবিত হও জীবিত হও”—বলিয়া ক্রীড়া করিতে  
করিতে ঐ খণ্ডদ্বয় এবং সংযোজিত করে। তাহাতে  
ঐ খণ্ডদ্বয় অবয়বসম্পন্ন হইয়া জরাসন্ধ নাম প্রাপ্ত হয়  
॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—জরয়া রাক্ষস্যা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জরয়া’—জরা নামক রাক্ষ-  
সীর দ্বারা সংযোজিত হওয়ায় রুহদ্রথের ঐ পুত্রের  
নাম জরাসন্ধ ॥ ৮ ॥

ততশ্চ সহদেবোহভূৎ সোমাপির্ষৎ শ্রুতশ্রবাঃ।

পরীক্ষিরনপত্যোহভূৎ সুরথো নাম জাহবঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ চ (জরাসন্ধাৎ) সহদেবঃ অভূৎ,  
ততঃ (সহদেবাৎ) সোমাপিঃ (জাতঃ), যৎ (যচ্মাৎ  
সোমাপেঃ) শ্রুতশ্রবাঃ (বভূব)। পরীক্ষিঃ (কুরোঃ  
পুত্রঃ) অনপত্যঃ (সন্তানবিহীনঃ) অভূৎ। সুরথঃ  
নাম জাহবঃ (কুরুপুত্রস্য জহোঃ অপত্যম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—জরাসন্ধ হইতে সহদেব জন্মগ্রহণ  
করেন। সহদেব হইতে সোমাপি এবং তাহা হইতে  
শ্রুতশ্রবা উৎপন্ন হন। কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান  
ছিলেন; কুরুপুত্র জহুর তনয় সুরথ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যস্য সোমাপেঃ। পরীক্ষিঃ কুরু-  
পুত্রঃ, জাহবঃ কুরুপুত্রস্য জহোঃ পুত্রঃ সুরথঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যচ্চ শ্রুতশ্রবাঃ’—যে সোমা-  
পির পুত্র শ্রুতশ্রবা। ‘পরীক্ষিঃ’—(পাঠান্তর পরী-  
ক্ষিৎ), কুরুপুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন। ‘জাহবঃ’  
—কুরুপুত্র জহুর পুত্রের নাম সুরথ ॥ ৯ ॥

ততো বিদূরথস্তস্মাৎ সাকর্ষভৌমস্ততোহভবৎ।

জয়সেনস্তনয়ো রাধিকোহতোহযুতায়ুভূৎ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ (সুরথাৎ) বিদূরথঃ (জাতঃ),  
তস্মাৎ (বিদূরথাৎ) সাকর্ষভৌমঃ (অভবৎ), ততঃ  
(সাকর্ষভৌমাৎ) জয়সেনঃ অভবৎ, তন্তনয়ঃ (তস্য  
জয়সেনস্য) তনয়ঃ (পুত্রঃ) রাধিকঃ, অতঃ (রাধি-  
কাৎ) অযুতায়ুঃ অভূৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সুরথ হইতে বিদূরথ, তাহা হইতে  
সাকর্ষভৌম, সাকর্ষভৌম হইতে জয়সেন জন্মগ্রহণ  
করেন। জয়সেনের পুত্র রাধিক হইতে অযুতায়ু  
উদ্ভূত হন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অতো রাধিকাদযুতায়ুরভূৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অতঃ’—জয়সেনের পুত্র  
রাধিক হইতে অযুতায়ুর জন্ম হয় ॥ ১০ ॥

যাহাকে দুই হাত দিয়া স্পর্শ করিতেন, সেই সকল  
ব্যক্তিই পুনরায় যৌবনলাভ করিত ॥ ১২-১৩ ॥

ততশ্চাক্রোধনস্তস্মাদ্বেবাতিথিরমুখ্য চ ।

ঋক্ষস্তস্য দিলীপোহভূৎ প্রতীপস্তস্য চান্দ্ৰজাঃ ॥ ১১ ॥

অর্থঃ—ততঃ চ ( অযুতায়োঃ অক্রোধনঃ  
তস্মাৎ ( অক্রোধনাৎ ) দেবাতিথিঃ, অমুখ্য চ ( দেবা-  
তিথিঃ চ ) ঋক্ষঃ তস্য ( ঋক্ষস্য ) দিলীপঃ, তস্য চ  
( দিলীপস্য ) আন্থজঃ ( পুত্রঃ ) প্রতীপঃ ( অভূৎ ) ॥ ১১

অনুবাদ—অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধ, তৎপুত্র দেবা-  
তিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ,  
তৎপুত্র প্রতীপ ॥ ১১ ॥

দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহলীক ইতি চান্দ্ৰজাঃ ।

পিতুরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্ত বনং গতঃ ॥ ১২ ॥

অভবচ্ছান্তনু রাজা প্রাণমহাভিষসংজিতঃ ।

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ—তস্য ( প্রতীপস্য ) দেবাপিঃ, শান্তনুঃ,  
বাহলীকঃ ইতি চ আন্থজাঃ ( পুত্রাঃ ভবন্তি ) ।  
দেবাপিঃ তু পিতুরাজ্যং ( পিতুঃ প্রতীপস্য রাজ্যং )  
পরিত্যজ্য বনং গতঃ, শান্তনুঃ রাজা অভবৎ, ( স চ )  
প্রাক্ ( পূর্বজন্মনি ) মহাভিষসংজিতঃ ( মহাভিষ  
ইতি সংজ্ঞা সজ্ঞাতা অস্য তথাভূতঃ আসীৎ সঃ ) যং  
যং জীর্ণং ( জরাগ্রস্তং ) করাভ্যাং ( হস্তাভ্যাং )  
স্পৃশতি সঃ ( বৃদ্ধঃ ) যৌবনম্ এতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ১২-১৩

অনুবাদ—প্রতীপের পুত্র দেবাপি, শান্তনু  
বাহলীক । দেবাপি পিতুরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে  
গমন করেন । ( অতএব ) শান্তনু রাজা হন । ইনি  
পূর্বজন্মে মহাভিষনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যে কোন  
জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতেন তিনিই  
যৌবন প্রাপ্ত হইতেন ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাক্ পূর্বজন্মনি । যং জীর্ণং বৃদ্ধং  
সঃ জীর্ণযৌবনম্ এষ্যতি প্রাপ্নোতি ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রাক্’—পূর্বজন্মে রাজা  
শান্তনুর নাম ছিল মহাভিষ । তিনি জরাগ্রস্ত যাহাকে

শান্তিমাগ্নোতি চৈবাগ্ন্যাং কৰ্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ।

সমা দ্বাদশ তদ্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভূঃ ॥ ১৪ ॥

শান্তনুরাক্ষণৈরুক্তঃ পরিবেত্তাহয়মগ্রভুক্ত ।

রাজ্যং দেহগ্রজায়াশু পুররাষ্ট্রবিরুদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ—অগ্ন্যাং ( মুখ্যাং ) শান্তিম্ ( আরোগ্য-  
জনিতং সুখং ) চ ( শান্তনুরস্পর্শেন ) আগ্নোতি তেন  
কৰ্ম্মণা ( কৰ্ম্মস্পর্শেন শান্তিকররূপেণ ) শান্তনুঃ ( শান্তনু-  
সংজ্ঞকঃ শং সুখং তনুতে ইতি সার্থকনামা বভূব  
ইত্যর্থঃ ) যদা তদ্রাজ্যে ( তস্য শান্তনোঃ রাজ্যে )  
দ্বাদশসমাঃ ( বর্ষাণি ) বিভূঃ ( পর্জ্জনাঃ ) ন ববর্ষ  
( তদা ব্রাহ্মণান্ নিমিত্তং অপৃচ্ছৎ ) ব্রাহ্মণৈঃ ( কৰ্ত্তৃভিঃ ),  
শান্তনুঃ ( এবম্ ) উক্তঃ ( প্রভ্যক্তঃ ) অয়ং ( ত্রমি-  
ত্যর্থঃ ) অগ্রভুক্ত ( অগ্রজে তিষ্ঠতি যঃ ভুবম্ অগ্রতঃ  
ভুনক্তি স অগ্রভুক্ত তথাবিধস্তমসীত্যর্থঃ ) অতঃ পরি-  
বেত্তা ( পরিবেদন-দোষদুষ্টোহসি, তথাহি দারাগ্নি-  
হোত্র-সংযোগং কুরুতে । যোগ্রজে স্থিতে পরিবেত্তা  
স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিস্তিস্তপূর্বজঃ ) অতঃ পুররাষ্ট্র-  
বিরুদ্ধয়ে ( পুররাষ্ট্রয়োঃ বৃদ্ধার্থং ) অগ্রজায় রাজ্যম্  
আশু ( শীঘ্রং ) দেহি ( ততঃ বৃষ্টির্ভবিষ্যতি ইতি  
ভাবঃ ) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রকার কৰ্ম্ম দ্বারা সকলকে অতীব  
শান্তি ( ইন্দ্রিয় সুখ ) প্রদান করিতেন বলিয়া তাঁহার  
নাম হইল শান্তনু । কোন সময় শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ-  
বর্ষ ব্যাপিয়া বৃষ্টি হয় নাই, তখন রাজা ব্রাহ্মণদিগকে  
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে ব্রাহ্মণগণ  
বলিলেন, ( হে রাজন্ ) ইহা কারণ আপনি, যেহেতু  
অগ্রজ বর্তমান থাকিতে আপনি রাজ্য ভোগ করিতে-  
ছেন । যিনি অগ্রজ বর্তমান থাকিতে দারপরিগ্রহ  
অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করেন, তিনি পরিবেত্তাদোষে অপ-  
রাধী, অতএব পুর ও রাষ্ট্রবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি শীঘ্র  
আপনার অগ্রজকে রাজত্ব প্রদান করুন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিভূরিন্দ্রঃ । “দারাগ্নিহোত্রসংযোগং  
কুরুতে যোগ্রজে স্থিতে । পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ  
পরিবিস্তিস্ত পূর্বজঃ ॥” ইতি স্মৃতেঃ । ত্রমগ্রজে

দেবাপৌ বর্তমানেহপি অগ্রভুক্ত কৃতদারো রাজ্যভোক্তা পরিবেষ্টেবেতি দোষাদিন্দ্রো ন বর্ষতি, তস্মাদ্রাজ্য-মিত্যাদি ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিভূঃ—ইন্দ্র এক সময় তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বারিবর্ষণ করেন নাই। ‘পরিবেষ্টা’—স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, ‘অগ্রজ বর্তমান থাকিতে যিনি দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করেন, তিনি পরিবেষ্টা দোষে অপরাধী হন।’ আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি বর্তমান থাকিতে দার-পরিগ্রহ ও স্বয়ং রাজ্য ভোগ করায় পরিবেষ্টা হইয়াছেন, এইজন্য ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিতেছেন না। অতএব আপনি পুর ও রাষ্ট্রের কল্যাণরক্ষার জন্য সত্ত্বর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দান করুন ॥ ১৪-১৫ ॥

এবমুক্তো দ্বিজৈর্জ্যেষ্ঠং হৃন্দয়ামাস সোহব্রবীৎ ।

তন্মজ্জিপ্রহিতৈবিপ্ৰৈর্বদাদ্বিভ্রংশিতো গিরা ॥ ১৬ ॥

বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা দেবো ববর্ষ হ ।

দেবাপিযোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাপ্রিতঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ—এবং ( পূর্বোক্তরূপেণ ) দ্বিজৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) উক্তঃ (শান্তনু বনং গত্বা) জ্যেষ্ঠং (দেবাপিং) হৃন্দয়ামাস । ( রাজ্যং প্রজাপালনাদিঃ পরমো ধর্মঃ অতস্তুং রাজ্যং স্বীকুরু ইতি প্রার্থিতবান্ ) তন্মজ্জি-প্রহিতৈঃ ( পূর্বমেব তস্য শান্তনোঃ মন্ত্রিণা অশ্ববার-সংজ্ঞেন দেবাপিং পাশঙীকৃত্য রাজ্যানহং কর্তুং যে প্রহিতাঃ প্রেরিতাঃ তৈঃ ) বিপ্ৰৈঃ ( কর্তৃভিঃ ) গিরা (বাক্যেন) বেদাৎ প্রংশিতঃ (সন্) সঃ (দেবাপিঃ যদা) বেদবাদাতিবাদান্ (বেদবাক্যস্য নিন্দাবচনানি অত্রবীৎ) তদা বৈ (বেদনিন্দাকরণ-জনিতেন পাতিতোয় রাজ্য-নহং জ্ঞাতে, সত্যীত্যর্থঃ) দেবঃ ( পর্জন্যঃ ) ববর্ষহ (বৃষ্টিবর্ষ ইত্যর্থঃ) দেবাপিঃ যোগম্ আস্থায় (যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ তম্ আস্থায় অবলম্ব্য ) কলাপগ্রামম্ আশ্রিতঃ ( প্রাপ্তঃ ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ এই প্রকার বাক্য বলিলে, শান্তনু বনে গমন পূর্বক জ্যেষ্ঠ দেবাপিকে “প্রজাপালনই রাজ্যের পরম ধর্ম—অতএব আপনি রাজ্য হউন” এই সকল বাক্য বলিতে লাগিলেন। তৎপূর্বক শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে পাশঙধর্ম মতি-

বিশিষ্ট ও রাজা হইবার অনুপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তৎসম্মিথানে কতিপয় বিপ্রকে প্রেরণ করিলেন, বিপ্র-গণ পাশঙমতানুযায়ী বাক্যের দ্বারা দেবাপীকে বেদ-মার্গ হইতে দ্রষ্ট করিলে, দেবাপি শান্তনুর প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না বরং বেদ শাস্ত্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বেদনিন্দাপরাধে অধঃপতিত হওয়ায় দেবাপি রাজা হইবার যোগ্য হইলেন না, সুতরাং শান্তনুই পুনরায় রাজা হইলেন এবং ইন্দ্রও যথাকালে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবাপি যোগ অবলম্বন করিয়া কলাপগ্রামে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—হৃন্দয়ামাস স্বং রাজ্যং কুর্ক্বিতি প্রার্থিতবান্, ততঃ স বেদবাদাতিবাদান্ বেদনিন্দা-বাক্যানি অত্রবীৎ, তত্র হেতুঃ তস্য শান্তনোর্মন্ত্রিণা অশ্ববারসংজ্ঞেন শান্তনুপ্রার্থনাৎ পূর্বমেব দেবাপিং পাশঙীকৃত্য রাজ্যানহং কর্তুং শান্তনুপ্রভৃত্যলক্ষিতং যে প্রহিতা বিপ্রাস্তৈঃ পাশঙমতাত্মন্য গিরা বেদাদ্বিভ্রং-শিতঃ । ততশ্চ তস্য পাতিতোনৈব তস্য রাজ্যানহং জ্ঞাতে শান্তনোর্দোষাভাবাৎ দেবো ববর্ষেত্যর্থঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হৃন্দয়ামাস’—ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ বাক্যে শান্তনু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে ‘আপনি রাজ্য গ্রহণ করুন’—এরূপ বলিয়া বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ‘বেদবাদাতিবাদান্’—বেদের নিন্দাসূচক বহু বাক্য বলিতে লাগিলেন। তাহার কারণ—শান্তনুর প্রার্থনার পূর্বকই শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার দেবাপিকে পাশঙ ধর্ম মতিবিশিষ্ট ও রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত করাইবার জন্য শান্তনু প্রভৃতির অলক্ষিতে দেবাপির নিকট কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা দেবাপিকে পাশঙমত গ্রহণ করাইয়া বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত করায় দেবাপি বৈদিক মতের নিন্দাবাদ করেন, যাহার জন্য তাঁহার রাজত্বগ্রহণের ইচ্ছা রহিল না। তারপর দেবাপি পাতিত্যদোষে রাজা হইবার অনুপযুক্ত হওয়ায়, শান্তনুর কোন দোষ না থাকায়, দেবতা রাজ্যমধ্যে জলবর্ষণ করিয়াছিলেন। (সেই দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্বক এখনও কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন।) ॥ ১৬-১৭ ॥

সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি ।  
বাহলীকাৎ সোমদত্তোহভূতুরিভূরিশ্রবাস্ততঃ ॥ ১৮ ॥  
শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্ ।  
সৰ্ব্বধৰ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ ॥ ১৯ ॥

অনুব্যঃ—কলৌ ( কলিকালে ) সোমবংশে নষ্টে  
( সতি সঃ দেবাপি ) কৃতাদৌ ( সত্যযুগাদৌ পুনঃ )  
স্থাপয়িষ্যতি ( সোমবংশমিতি শেষঃ ) বাহলীকাৎ  
সোমদত্তঃ অভূৎ, ততঃ (সোমদত্তাৎ) তুরিঃ, তুরিশ্রবাঃ  
শলঃ চ ( ইতি এষঃ জজিরে ) শান্তনোঃ গঙ্গায়াং  
(ভার্য্যায়াম্) আত্মবান্ ( আত্মজানী ) সৰ্ব্ব-ধৰ্ম-বিদাং  
( সকলধৰ্ম জানিনাং ) শ্রেষ্ঠঃ মহাভাগবতঃ ( পরম-  
ভগবন্ততঃ ) কবিঃ ( বিদ্বান্ ) ভীষ্মঃ আসীৎ ( জাতঃ )  
॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—কলিকালে সোমবংশ বিনষ্ট হইলে,  
সত্যের প্রথমে এই দেবাপিই সোমবংশের পুনঃ  
প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাহলীক হইতে সোমদত্ত, সোম-  
দত্ত হইতে তুরি, তুরিশ্রবা এবং শল উৎপন্ন হন।  
শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে আত্মতত্ত্ববিৎ সৰ্ব্বধৰ্মা-  
ভিজ্ঞ পরমভাগবত কবি ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৮-  
১৯ ॥

বীরযুথাগ্রণীর্ষেন রামোহপি যুধি তোষিতঃ ।  
শান্তনোদাসকন্যায়াম্ জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সূতঃ ॥ ২০ ॥

অনুব্যঃ—( স চ ) বীরযুথাগ্রণীঃ ( বীরানাম্  
অগ্রগণ্যঃ অভূৎ ) যেন ( ভীষ্মেণ ) যুধি ( যুদ্ধে ) রামঃ  
( জামদগ্ন্যঃ ) অপি তোষিতঃ ( স্ববলেন সন্তোষিতঃ )  
শান্তনোঃ দাসকন্যায়াম্ ( উপরিচরস্য বসোবীৰ্য্যো  
মৎস্যগর্ভাৎ উৎপন্না কন্যা দাসৈঃ পালিতা অতো  
দাসকন্যোতি প্রসিদ্ধায়াং সত্যবত্যাং ) চিত্রাঙ্গদঃ সূতঃ  
জজ্ঞে ( বভূব ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই ভীষ্মদেব বীরগ্রগণ্য ছিলেন।  
তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরশুরামও সম্ভট হইয়াছিলেন।  
শান্তনুর ঔরসে দাসকন্যা অর্থাৎ উপরিচর বসুর  
ঔরসে মৎস্যগর্ভার গর্ভজাত ও কৈবর্ত-পালিতা  
সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দাসকন্যায়ামিতি উপরিচরবসো-  
বীৰ্য্যেণ মৎস্যগর্ভাদুৎপন্না কন্যা দাসৈঃ কৈবর্তৈঃ

পালিতা, অতো দাসকন্যোতি প্রসিদ্ধায়াং সত্যবত্যাং  
॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দাসকন্যায়াম্’—উপরিচর-  
বসুর বীৰ্য্যে মৎস্যের গর্ভ হইতে উৎপন্না কন্যা, দাস  
অর্থাৎ কৈবর্তগণের দ্বারা পালিতা বলিয়া দাসকন্যা  
নামে প্রসিদ্ধা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য  
নামে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র হয় ॥ ২০ ॥

বিচিত্রবীৰ্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ ।  
যস্যাম্ পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥ ২১ ॥  
বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোহহমিদমধ্যগাম্ ।  
হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ২২ ॥  
মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ ।  
বিচিত্রবীৰ্য্যোহথোবাহ কাশিরাজসূতে বলাৎ ॥ ২৩ ॥  
স্বয়ম্বরাদুপানীতে অম্বিকাস্থালিকে উভে ।  
তয়োরাসক্তহৃদয়ো গৃহীতো যক্ষণা মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

অনুব্যঃ—অবরজঃ ( ততঃ অনুজঃ ) বিচিত্রবীৰ্য্যঃ  
চ ( শান্তনোঃ সত্যবতাং সূতো জাতঃ ) চিত্রাঙ্গদঃ নাম্না  
( তৎসমাননাম্না চিত্রাঙ্গদেন গন্ধর্বেণ ) হতঃ ( যুদ্ধে  
নিহতঃ ) যস্যাম্ ( সত্যবত্যাং শান্তনুপরিগ্রহাৎ পূৰ্ব্ব-  
মেব ) বেদগুপ্তঃ ( বেদাঃ গুপ্তাঃ বিভাগপূৰ্ব্বকপ্রবর্তনেন  
রক্ষিতা যেন সঃ ) মুনিঃ কৃষ্ণঃ ( কৃষ্ণদ্বৈপায়ননাম্ )  
ব্যাসদেব ইত্যর্থঃ ) হরেঃ কলা ( ভগবতোহংশঃ )  
সাক্ষাৎ অবতীর্ণঃ ( বভূব ) । যতঃ ( ব্যাসদেবাৎ )  
অহং ( শুকঃ জাতঃ ) ইদং ( ভাগবতং ) অধ্যগাম্  
( অধীতবান্ ) । ভগবান্ বাদরায়ণঃ ( ব্যাসঃ )  
স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ হিত্বা ( ত্যক্ত্বা তেভ্যঃ অনুপদি-  
শেত্যর্থঃ ) ইদং গুহ্যং পরং ( সৰ্ব্ববেদতিহাসানাং  
সারত্বতং ভাগবতং ) শান্তায় ( কামাদিদ্রোষরহিতায় )  
পুত্রায় মহ্যং জগৌ ( উপদিশেৎ ) । অথ ( অনন্তরং )  
বিচিত্রবীৰ্য্যঃ কাশিরাজসূতে বলাৎ ( প্রসহ্য ভীষ্মেণ )  
স্বয়ম্বরাদুপানীতে অম্বিকা, অস্থালিকে উভে উবাহ  
( পরিণিনায় ) তয়োঃ ( অম্বিকাস্থালিকয়ো ) আসক্ত-  
হৃদযাঃ ( আসক্তং হৃদয়ং যস্য সঃ বিচিত্রবীৰ্য্যঃ )  
যক্ষণা ( যক্ষ রোগেণ ক্ষয়েণ ) গৃহীতঃ ( সন্ ) মৃতঃ  
॥ ২১-২৪ ॥

অনুবাদ—চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্য।

চিহ্নাঙ্গদ চিহ্নাঙ্গদনামধারী জনৈক গন্ধৰ্ব্ব কৰ্তৃক নিহত হন। উক্ত দাসকন্যা সত্যবতীর গৰ্ভে পরাশরের ঔরসে ভগবদংশ-সম্ভূত বেদপ্রবর্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সংজ্ঞক বেদবাস্য আবির্ভূত হন। এই ব্যাসদেব হইতে আমি শুকদেব আবির্ভূত হইয়া এই ভাগবত অধ্যয়ন করি। ভগবান্ বেদবাস্য পৈলাদি নিজ শিষ্যদিগকে পরিত্যাগ পূৰ্বক এই পরম গুহ্য শ্রীমভাগবত শাস্ত্রাদি গুণযুক্ত পুত্র আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর উক্ত বিচিত্রবীৰ্য্য কাশীরাজ-দুহিতা অম্বা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বরে বলপূৰ্বক পাণিগ্রহণ করেন। দুই ভাৰ্য্যাতে আসক্ত হওয়ায় বিচিত্রবীৰ্য্য যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ ২১-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—নাম্না তৎ-সমাননাম্না চিহ্নাঙ্গদেন গন্ধৰ্ব্বেন যুদ্ধে হতঃ। যস্যাত্ সত্যবত্যাং শান্তনুপরিগ্রহাৎ পূৰ্বম্বেব হরেঃ কলা ব্যাসঃ। বেদা গুপ্তা যেন সং। ইদং শ্রীভাগবতম্। স্বয়ম্বরাভীক্ষেণ বলাদুপানীতে চ ॥ ২১-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নাম্না’—চিহ্নাঙ্গদ তাঁহার সমাননাম চিহ্নাঙ্গদ নামক গন্ধৰ্ব্ব কৰ্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। ‘যস্যাত্’—যে সত্যবতীর গৰ্ভে শান্তনুর সহিত বিবাহের পূৰ্বে পরাশর মুনি হইতে, ‘হরেঃ কলা’—সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশরূপে বেদরক্ষক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অবতীর্ণ হন। ‘ইদং’—এই পরম গুহ্য শ্রীমভাগবত তিনি নিজ পুত্র আমাকে (শ্রীল শুকদেবকে) অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ‘স্বয়ম্বরাৎ’—স্বয়ম্বর সভা হইতে ভীষ্ম কৰ্তৃক বলপূৰ্বক আনীতা কাশিরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিচিত্রবীৰ্য্য বিবাহ করেন ॥ ২১-২৪ ॥

ক্ষেত্রেঃ প্রজস্য বৈ ভ্রাতৃমাত্রেজো বাদরায়ণঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—বাদরায়ণঃ (ব্যাসঃ) মাত্ৰা (সত্যবত্যা) উক্তঃ (আদিষ্টঃ সন্) অপ্রজস্য (অপুত্রস্য) ভ্রাতৃঃ (বিচিত্রবীৰ্য্যস্য) ক্ষেত্রে বৈ (অম্বিকায়াম্ অম্বালিকায়াম্ দাস্যাঞ্চ) ধৃতরাষ্ট্রং চ পাণ্ডুং চ বিদুরং চ অপি অজীজনৎ (জনয়ামাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বাদরায়ণ শ্রীব্যাসদেব মাতা সত্যবতীর আদেশে নিঃসন্তান ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকায় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন করেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রজস্য বিচিত্রবীৰ্য্যস্য, মাত্ৰা সত্যবত্যা উক্ত ইতি অপতিরপতালিপ্সুর্দেবরাদৃগুরু-প্রযুক্তাৎ ঋতুমতীয়াদিতি বচনবলাৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অপ্রজস্য’—নিঃসন্তান কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীৰ্য্যের ক্ষেত্রে, ‘মাত্ৰা উক্তঃ’—মাতা সত্যবতী কৰ্তৃক আদিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ পতিহীনা অপত্যকামা রমণী গুরুজন কৰ্তৃক প্রযুক্তা হইলে দেবর হইতে ঋতুরক্ষা করিতে পারেন—এরূপ শাস্ত্রবিধানবলে (ভগবান্ বাদরায়ণ অম্বিকার গৰ্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গৰ্ভে পাণ্ডু এবং দাসীর গৰ্ভে বিদুরের জন্মদান করেন।) ॥ ২৫ ॥

গান্ধার্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য যজ্ঞে পুত্রশতং নৃপ।

তত্র দুর্যোধনো জ্যেষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যাকা ॥২৬॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ! (পরীক্ষিতঃ) ধৃতরাষ্ট্রস্য গান্ধার্যাং (ভাৰ্য্যায়াজ্ঞে) পুত্রশতং কন্যাকা দুঃশলা চ অপি যজ্ঞে (বভূব)। তত্র (তেষু পুত্রেষু) দুর্যোধনঃ জ্যেষ্ঠঃ (ভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপ! ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী নাম্নী ভাৰ্য্যায় একশত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই সকল পুত্রের মধ্যে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ ॥ ২৬ ॥

শাপান্নৈখুনরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ।

জাতা ধর্ম্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিষ্ঠিরমুখাস্তমঃ ॥ ২৭ ॥

নকুলঃ সহদেবশ্চ মাত্ৰ্যাং নাসত্যদম্নয়োঃ।

দ্রৌপদ্যাং পঞ্চপঞ্চভ্যাং পুত্রান্তে পিতরোহভবন্ ॥২৮॥

অম্বয়ঃ—শাপাৎ (অরণ্যে যুগশাপাদ্ধেতোঃ) মৈথুন রুদ্ধস্য (মৈথুনে প্রতিষিদ্ধস্য) পাণ্ডোঃ (ভাৰ্য্যায়াজ্ঞে) কুন্ত্যাং ধর্ম্মানিলেন্দ্রেভ্যো (ধর্ম্মাৎ, বায়োঃ, ইন্দ্রাচ্চ ক্রমেন) যুধিষ্ঠিরমুখাঃ (যুধিষ্ঠিরঃ মুখমাদির্যেমাং তে) ত্রয়ঃ (যুধিষ্ঠিরভীমার্জুনাঃ) মহারথাঃ (পুত্রাঃ)

জাতাঃ ( বভূব ) । মাদ্র্যাং নাসত্যদম্রয়োঃ ( নাসত্য-  
দম্রাভ্যাম্ অশ্বিনীকুমারভ্যাম্ ) নকুলঃ সহদেবঃ চ  
( ইতি দ্বৌ সূতৌ জাতৌ ) পঞ্চভ্যাঃ ( যুধিষ্ঠিরাদিভ্যাঃ  
চ ) দ্রৌপদ্যাম্ ( একস্যাং ভাৰ্য্যায়াং ) পঞ্চপুত্রাঃ  
( জাতাঃ ) তে চ ( পুত্রাঃ তব ) পিতরঃ ( পিতৃভ্যাঃ )  
অভবন্ ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—ঋষিশাপগ্রস্ত হইয়া পাণ্ডু মৈথুনবিরত  
ছিলেন। তাঁহার কুন্তী নাম্নী পত্নীতে ধর্ম, বায়ু,  
ইন্দ্র হইতে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এই  
মহারথ পুত্রগণ উৎপন্ন হন। মাদ্রী নাম্নী তৎপত্নীতে  
অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ  
করেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডব হইতে দ্রৌপ-  
দীর গর্ভে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা তোমার  
( পরীক্ষিতের ) পিতৃভা ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অরণ্যে যুগশাপান্নৈথুনে রুদ্ধস্য, নাস-  
ত্যদম্রাভ্যাং অশ্বিনীভ্যাম্ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মৈথুনরুদ্ধস্য’—মৈথুনবিরত  
পাণ্ডুর, অর্থাৎ বনমধ্যে যুগরূপে মৈথুনরত এক  
মুনিকে যুগল্যাকালে বধ করায় তাঁহার অভিষাপে  
পাণ্ডু মৈথুনক্লিয়া হইতে নিরুত্ত হওয়ায়, তাঁহার পত্নী  
কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যথাক্রমে  
যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের এবং অপর পত্নী মাদ্রীর  
গর্ভে ‘নাসত্যদম্রয়োঃ’—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুগ্রহে  
নকুল ও সহদেবের জন্ম হয় ॥ ২৭-২৮ ॥

যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিদ্যাঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ ।

অর্জুনাস্ছতকীর্তিস্ত শতানীকস্ত নাকুলিঃ ॥ ২৯ ॥

অশ্বয়ঃ—যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিদ্যাঃ, বৃকোদরাৎ  
( ভীমাৎ ) শ্রুতসেনঃ, অর্জুনাৎ শ্রুতকীর্তিঃ, তু  
( অভবৎ ) । নাকুলিঃ তু ( নকুলপুত্রস্ত ) শতানীকঃ  
( ভবতি ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিদ্যা, বৃকোদর-  
ভীম হইতে শ্রুতসেন, অর্জুন হইতে শ্রুতকীর্তি জন্ম-  
গ্রহণ করেন। নকুলের পুত্র শতানীক ॥ ২৯ ॥

সহদেবসুতো রাজন্ শ্রুতকর্ম্মা তথাহপরে ।

যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোহথ ঘটোৎকচঃ ॥

ভীমসেনাৎ হিড়িম্বায়াং কাশ্যাং সর্বগতস্ততঃ ।

সহদেবাৎ সুহোত্রস্ত বিজয়াসত পার্শ্বতী ॥ ৩১ ॥

অশ্বয়ঃ—( হে ) রাজন্ ! সহদেবসুতঃ ( সহ-  
দেবস্য পুত্রঃ ) শ্রুতকর্ম্মা ( ভবতি ), তথা অপরে  
( পুত্রাঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যাঃ অন্যান্য ভাৰ্য্যাসু জাত ইত্যর্থঃ )  
যুধিষ্ঠিরাৎ পৌরব্যাং দেবকঃ তু ( অভবৎ অথ ) ভীম-  
সেনাৎ হিড়িম্বায়াং ঘটোৎকচঃ ( জাতঃ ) । ততঃ  
( ভীমসেনাদেব ) কাশ্যাং ( ভাৰ্য্যায়াং ) সর্বগতঃ  
( জাতঃ ) । সহদেবাৎ পার্শ্বতী ( পার্শ্বতপুত্রী ) বিজয়া  
তু সুহোত্রং ( নাম পুত্রম্ ) অসুত ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা ।  
তদ্ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদির অন্যান্য ভাৰ্য্যার অনেক পুত্র  
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যুধিষ্ঠির হইতে পৌরবীর  
গর্ভে দেবক, ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎ-  
কচ ও কাশীর গর্ভে সর্বগত উৎপন্ন হন। সহদেব  
হইতে পার্শ্বতপুত্রী বিজয়া সুহোত্র নামে পুত্র প্রসব  
করেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কাশী চান্যা ভীমস্য ভাৰ্য্যা, তস্যাং  
সর্বগতঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কাশ্যাং সর্বগতঃ’—ভীম-  
সেনের অপর ভাৰ্য্যা কাশী, তাহার গর্ভে সর্বগত  
নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল ॥ ৩০-৩১ ॥

করেণুমত্যাং নকুলো নরমিত্রং তথাজ্জুনঃ ।

ইরাবন্তমুলুপ্যাং বৈ সূতায়্যং বভ্রুবাহনম্ ।

মণিপূরপতেঃ সোহপি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসূতঃ ॥ ৩২ ॥

অশ্বয়ঃ—নকুলঃ করেণুমত্যাং ( ভাৰ্য্যায়াং )  
নরমিত্রং ( সুতং জনয়ামাস ) । তথা অর্জুনঃ উলুপ্যাং  
( নাগকন্যায়াম্ ) ইরাবন্তং বৈ মণিপূরপতেঃ সূতায়্যং  
( পুত্রিকাধর্ম্মেণ দত্তায়্যং ) বভ্রুবাহনং ( জনয়ামাস ) ।  
অতঃ তৎপুত্রঃ অপি ( তস্য অর্জুনস্য পুত্রঃ সন্নপি )  
সঃ ( বভ্রুবাহনঃ ) পুত্রিকাসূতঃ ( মাতামহসূতঃ  
ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—নকুল করেণুমতী নাম্নী ভাৰ্য্যায় নর-  
মিত্র নামক পুত্র, অর্জুন নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে  
ইরাবন্ত এবং মণিপূর রাজ-কন্যায় বভ্রুবাহনকে উৎ-  
পন্ন করেন। অতএব বভ্রুবাহন মণিপূর রাজার  
পুত্রিকা-পুত্র ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পার্বতী পৰ্বতকন্যা। উলুপ্যাং নাগকন্যাস্নাং, মণিপূরপতেঃ সূতাস্নাং পুত্রিকাধর্মণ দত্তাস্নাং বহুবাহনমসূত। অতস্তৎপুত্রঃ সন্নপি পুত্রিকাসূতঃ মাতামহসূত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পার্বতী’—( ইহা ৩১ নং শ্লোকের কথা ), পৰ্বতকন্যা বিজয়া সহদেব হইতে সুহোত্র নামক পুত্র প্রসব করেন। ‘উলুপ্যাং’—অর্জুন নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে ইরাবান্ এবং মণি-পূররাজের পুত্রিকাধর্ম দত্তা কন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বহুবাহনের জন্মদান করেন। ( মণিপূররাজ অর্জুনের সহিত বিবাহকালে বলিয়াছিলেন—এই কন্যার পুত্র আমার হইবে, এইহেতু ) বহুবাহন অর্জুনের পুত্র হইলেও পুত্রিকাধর্ম অনুসারে মাতামহ মণিপূর-রাজেরই পুত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

তব তাতঃ সুভদ্রাস্নামভিমন্যুরজায়ত।

সর্বাতিরথজিহীর উত্তরাস্নাং ততো ভবান্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তব ( পরীক্ষিতঃ ) তাতঃ ( পিতা ) অভিমন্যুঃ সুভদ্রাস্নাং ( অর্জুনাৎ ) অজায়ত, ( স চ ) সর্বাতিরথজিহী ( সর্বান্ অতিরথান্ জয়তীতি তথা-ভূতঃ ) বীরঃ ( অভূৎ ), ততঃ ( অভিমন্যুতঃ ) উত্তরাস্নাং ( বিরাড়-রাজদুহিতরি ) ভবান্ ( জাতঃ ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তোমার ( পরীক্ষিতের ) পিতা অভিমন্যু অর্জুন হইতে সুভদ্রার গর্ভে উৎপন্ন হন। তিনি সমস্ত অতিরথদিগের বিজেতা মহাবীর ছিলেন। তাঁহা হইতে বিরাট-রাজ-দুহিতা উত্তরার গর্ভে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৩৩ ॥

পরিক্ষীগেষু কুরুষু দ্রৌণেব্রজ্জাত্তেজসা।

ত্বং কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোহন্তকাৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রৌণেঃ ( ব্রহ্মস্যা অশ্বখামনঃ ) ব্রজ্জাত্তেজসা ( দক্ষোহপি ) কুরুষু ( দুর্যোধনাদিষু ) পরিক্ষীগেষু ( নষ্টেষু সৎসু ) ত্বং চ কৃষ্ণানুভাবেন ( কৃষ্ণস্য ভগবতঃ অনুভাবেন অনুগ্রহেণ ) অন্তকাৎ ( মৃত্যোঃ ) সজীবঃ ( স প্রাণ এব ) মোচিতঃ ( অসি ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অশ্বখামার ব্রজ্জাত্তেজ কুরুকুল বিনষ্ট-

প্রায় হইলে, তাহাতে তুমিও বিনষ্ট হইতে কিন্তু কৃষ্ণ-রূপায় তুমি মৃত্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ ॥ ৩৪ ॥

তবেমে তনয়ান্তাত জনমেজয়পূর্বকাঃ।

শ্রুতসেনো ভীমসেন উগ্রসেনাচ বীর্যবান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—( হে ) তাতঃ ! জনমেজয়পূর্বকাঃ ( জনমেজয়ঃ পূর্বঃ জ্যেষ্ঠঃ যেমাং তে ) বীর্যবান্ ( শক্তিসম্পন্নঃ ) শ্রুতসেনঃ, ভীমসেনঃ, উগ্রসেনঃ ইমে তব তনয়াঃ ( পুত্রা ভবন্তি ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে তাত ! তোমার জনমেজয়, বীর্যবান্ শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন এই চারিপুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ জনমেজয় ॥ ৩৫ ॥

জনমেজয়স্তাং বিদিত্বা তক্ষকামিধনং গতম্।

সর্পান্ বৈ সর্পযাগাগ্নৌ স হোষ্যতি কৃষান্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—জনমেজয়ঃ ( তব পুত্রঃ ) তক্ষকাৎ ( সর্পাৎ ) নিধনং ( মরণং ) গতং ( প্রাপ্তং মৃত-মিত্যর্থঃ ) ত্বাং বিদিত্বা ( জ্ঞাত্বা ) সঃ ( জনমেজয়ঃ ) কৃষান্বিতঃ ( ব্রহ্মঃ সন্ ) সর্পযাগাগ্নৌ ( সর্পনাশক-যজ্ঞাগ্নৌ ) সর্পান্ ( সর্বান্ ) হোষ্যতি ( প্রক্ষিপস্যতি ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তোমার পুত্র জনমেজয় সর্প হইতে তোমার মৃত্যু অবগত হইয়া ক্রোধে সর্পনাশক যজ্ঞ-গ্নিতে যাবতীয় সর্প নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৩৬ ॥

কালষেয়ং পুরোধায় তুরং তুরগমেধষাট্।

সমস্তাৎ পৃথিবীং সর্বাং জিত্বা যক্ষ্যতিচাধরৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—কালষেয়ং ( কলষাপত্যং ) তুরং ( তুর-সংজং ) পুরোধায় ( পুরোহিতং কৃত্বা ) সমস্তাৎ ( সর্বতঃ ) সর্বাং পৃথিবীং জিত্বা অধরৈঃ ( অশ্ব-মেধযজ্ঞৈঃ ) যক্ষ্যতি চ ( যাগং করিষ্যতি, অতঃ ) তুরগমেধষাট্ ( ইতি প্রসিদ্ধো ভবিষ্যতি জনমেজয়ঃ ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—কলষতনয় তুরকে পুরোহিত করিয়া সর্বপৃথিবী জয় করতঃ জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ



করিতে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া, তিনি তুরগমেধষাট নামে প্রসিদ্ধ হইবেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তুরং তুরসংজ্ঞম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কালষেয়ং’—( পাঠান্তর কাবষেয়ং ), কলষতনয় তুরকে ( পুরোহিত পদে বরণ করিয়া জনমেজয় অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহু যজ্ঞ করিবেন । ) ॥ ৩৭ ॥

তস্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ব্রহ্মীং পঠন্ ।

অস্ত্রজ্ঞানং ক্লিয়াজ্ঞানং শৌনকাৎ পরমেষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

অশ্বময়ঃ—তস্য ( জনমেজয়স্য ) পুত্রঃ শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ব্রহ্মীম্ ( ঋগাদিবেদব্রহ্মীং ) পঠন্ ( কৃপা-চার্য্যতঃ ) অস্ত্রজ্ঞানং, ( যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ) ক্লিয়াজ্ঞানং, শৌনকাৎ পরম্ ( আত্মজ্ঞানম্ ) এষ্যতি ( প্রাপ্যসতি ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মীবিদ্যা ও ক্লিয়াজ্ঞান এবং কৃপা-চার্য্যসমীপে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনকের নিকট আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৩৮ ॥

সহস্রানীকস্তৎপুত্রস্ততশ্চৈবান্বমেধজঃ ।

অসীমকৃষ্ণস্যাপি নেমিচক্রস্ত তৎসূতঃ ॥ ৩৯ ॥

অশ্বময়ঃ—তৎপুত্রঃ ( তস্য শতানীকস্য পুত্রঃ ) সহস্রানীকঃ ( ভবিষ্যতি ), ততঃ ( সহস্রানীকাৎ ) অশ্বমেধজঃ ( ভবিষ্যতি ), তস্য অপি ( অশ্বমেধজ-স্যাপি ) অসীমকৃষ্ণঃ ( ভবিতা ), তৎসূতঃ তু ( তস্য অসীমকৃষ্ণস্য সূতঃ ) নেমিচক্রঃ ( ভবিষ্যতি ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শতানীকের পুত্র হইবে সহস্রানীক । তাহা হইতে অশ্বমেধজ জন্মগ্রহণ করিবেন । অশ্বমেধজের পুত্র অসীমকৃষ্ণ এবং তাহার পুত্র নেমিচক্র হইবেন ॥ ৩৯ ॥

গজাঙ্ঘ্রয়ে হতে নদ্যা কৌশাঙ্ঘ্যাং সাধু বৎস্যতি ।

উক্তস্তত্শিগ্ররথস্তস্মাচ্চুচিরথঃ সূতঃ ॥ ৪০ ॥

অশ্বময়ঃ—( সঃ নেমিচক্রঃ ) গজাঙ্ঘ্রয়ে ( হস্তিনা-

পুরে ) নদ্যা ( গঙ্গয়া ) হতে ( প্লাবিত্যে সতি ) কৌশাঙ্ঘ্যাং ( পুরি ) সাধু ( যথা স্যান্তথা ) বৎস্যতি ( বাসং করিষ্যতি ) । ততঃ ( নেমিচক্রাৎ জাতঃ সূতঃ ) চিগ্ররথঃ উক্তঃ ( কথিতো ভবিষ্যতি ), তস্মাৎ ( চিগ্ররথাৎ ) শুচিরথঃ সূতঃ ( ভবিতা ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—নেমিচক্র হস্তিনাপুর নদীর বন্যায় প্লাবিত হইলে, কৌশাঙ্ঘী নাম্নী পুরীতে বাস করিবেন । নেমিচক্রের পুত্র চিগ্ররথনামে অভিহিত হইবে । চিগ্ররথ হইতে শুচিরথ নামক পুত্রের জন্ম হইবে ॥ ৪০ ॥

তস্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তস্য সুষেণোহথ মহীপতিঃ ।

সুনীথস্তস্য ভবিতা নৃচক্ষুর্মৎ সুখীনলঃ ॥ ৪১ ॥

অশ্বময়ঃ—তস্মাৎ চ ( শুচিরথাৎ ) বৃষ্টিমান্, অথ তস্য ( বৃষ্টিমতঃ ) সুষেণঃ মহীপতিঃ ( ভবিতা ), তস্য ( সুষেণস্য ) সুনীথঃ ( সূতঃ ) ভবিতা, ( সুনীথস্য ) নৃচক্ষুঃ যৎ ( তস্মাৎ ) সুখীনলঃ ( ভবিষ্যতি ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শুচিরথ হইতে বৃষ্টিমান্ উৎপন্ন হইবেন । বৃষ্টিমানের পুত্র সুষেণ ইনি মহীপতি হইবেন । সুষেণের পুত্র সুনীথ, তাহার পুত্র নৃচক্ষু, নৃচক্ষু হইতে সুখীনল জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যতঃ সুখীনলনামা ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যৎ’—যে নৃচক্ষু হইতে সুখীনল জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

পরিপ্লবঃ সূতস্তস্মান্মেধাবী সুনয়ান্বজঃ ।

নৃপজয়ন্ততো দূর্ব্বস্তিমিস্তস্মাজ্জনিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

অশ্বময়ঃ—তস্মাৎ ( সুখীনলাৎ ) পরিপ্লবঃ সূতঃ ( ভবিষ্যতি ), তস্মাৎ ( পরিপ্লবাৎ ) সুনয়ান্বজঃ ( সুনয়ঃ তস্য আত্মজঃ ) মেধাবী ( ভবিষ্যতি ), ততঃ ( তস্মাৎ মেধাবিনঃ ) নৃপজয়ঃ, ততঃ ( তস্মাৎ ) দূর্ব্বঃ তস্মাৎ ( দূর্ব্বাৎ ) তিমিঃ জনিষ্যতি ( ভবিষ্যতি ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সুখীনলের পুত্র হইবে পরিপ্লব, পরিপ্লব হইতে সুনয় এবং সুনয় হইতে মেধাবী জন্মগ্রহণ করিবেন । মেধাবী হইতে নৃপজয়, তাহা হইতে দূর্ব্ব এবং দূর্ব্ব হইতে তিমি জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪২ ॥



বিশ্বনাথ—তস্মাৎ পরিপ্লবঃ তস্য সুনয়ঃ, তস্যা-  
অজো মেধাবীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্মাৎ’—সুখীনল হইতে  
পরিপ্লব, তাহার পুত্র সুনয় এবং সেই সুনয়ের পুত্র  
মেধাবী জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪২ ॥

তিমেবৃহদ্রথস্তস্মাচ্ছতানীকঃ সুদাসজঃ ।

শতানীকাদুর্দমনস্তস্যাপত্যং মহীনরঃ ॥ ৪৩ ॥

অবয়বঃ—তিমেঃ ( পুত্রঃ ) বৃহদ্রথঃ, তস্মাৎ  
( বৃহদ্রথাৎ ) সুদাসজ ( সুদাসঃ তস্মাৎ ) জাতঃ  
শতানীকঃ ( ভবিষ্যতি ), শতানীকাৎ দুর্দমনঃ তস্য  
( দুর্দমনস্য ) অপত্যং ( পুত্রং ) মহীনরঃ ( ভবিষ্যতি )  
॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তিমি হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে  
সুদাস জন্মগ্রহণ করিবেন । সুদাসের পুত্র শতানীক,  
শতানীক হইতে দুর্দমন উৎপন্ন হইবেন । দুর্দমনের  
পুত্র হইবে মহীনর ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ সুদাসঃ, ততঃ শতানীক  
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্মাৎ’—বৃহদ্রথ হইতে  
সুদাস জন্মগ্রহণ করিবেন । সুদাসের পুত্র শতানীক,  
এই অর্থ ॥ ৪৩ ॥

দণ্ডপাণিনিমিস্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা যতঃ ।

ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ যোনিবংশো দেবষিসংকৃতঃ ॥ ৪৪ ॥

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্যসতি বৈ কলৌ ।  
অথ মাগধরাজানো ভাবিনো য়ে বদামি তে ॥ ৪৫ ॥

অবয়বঃ—তস্য ( মহীনরস্য ) দণ্ডপাণিঃ ( সূতঃ )  
তস্য চ নিমিঃ ( সূতঃ ভবিষ্যতি ), যতঃ ( নিমিঃ )  
ক্ষেমকঃ ( ভবিতা ), ব্রহ্মক্ষত্রস্য ( ব্রাহ্মণক্ষত্রকুলয়োঃ  
যোনিঃ ( কারণভূতঃ ) দেবষিসংকৃতঃ ( দেবৈঃ  
ঋষিভিঃ সৎকৃতঃ পুজিতঃ ) অয়ং বংশঃ ( সোম-  
বংশঃ যঃ ময়া প্রোক্তঃ সঃ ইত্যর্থঃ ) কলৌ ( কলি-  
যুগে ) ক্ষেমকং ( রাজানং ) প্রাপ্য সংস্থাং ( সমাপ্তিং )  
প্রাপ্যসতি, বৈ অথ ( অনন্তরং ) ভাবিনঃ ( ভবিষ্যন্তঃ )  
যে মাগধরাজানঃ ( তান্ তুভ্যং ) বদামি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি, তৎপুত্র  
নিমি, তাঁহা হইতে ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করিবেন ।  
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলের কারণভূত দেবঋষিগণের  
পূজ্য এই সোমবংশ আমি কীর্তন করিলাম । কলি-  
যুগে ক্ষেমক নামক রাজা পর্য্যন্ত থাকিবে । অনন্তর  
ভাবী মাগধরাজদিগের কথা বলিতেছি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—দেবৈষিঃ ঋষিভিঃ সৎকৃতঃ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবষিঃ-সৎকৃতঃ’—দেবতা  
ও ঋষিগণের দ্বারা সমাদরপ্রাপ্ত ( ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-  
জাতির উৎপত্তিক্ষেত্র এই সোমবংশ রাজা ক্ষেমকের  
পরেই কলিযুগে অবসানপ্রাপ্ত হইবে । ) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারিযৎ শ্রুতশ্রবাঃ ॥

ততো যুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোহথ তৎসূতঃ ॥ ৪৬ ॥

সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাৎ হৎসেনোহথ কশ্মজিৎ ।

ততঃ সূতঞ্জয়াদিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥

ক্ষেমোহথ সূরতস্তস্মাদ্ধর্ম্যসূত্রঃ সমস্ততঃ ।

দ্যামৎসেনোহথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ ॥ ৪৮ ॥

অবয়বঃ—সহদেবস্য ( জরাসন্ধপুত্রস্য পুত্রঃ )  
মার্জ্জারিঃ, যৎ ( যস্মাৎ ) শ্রুতশ্রবাঃ ভবিতা, ততঃ  
( শ্রুতশ্রবসঃ ) যুতায়ুঃ তস্য অপি ( যুতায়োরপি )  
নিরমিত্রঃ ( ভবিতা ), অথ ( অনন্তরং ) তৎসূতঃ ( নির-  
মিত্রস্য সূতঃ ) সুনক্ষত্রঃ, সুনক্ষত্রাৎ বৃহৎসেনঃ ( ভবি-  
ষ্যতি ), অথ ( তস্মাৎ ) কশ্মজিৎ, ততঃ ( কশ্মজিতঃ  
সূতঞ্জয়ঃ ) সূতঞ্জয়াৎ বিপ্রঃ শুচিঃ ভবিষ্যতি, তস্য  
( শুচিঃ ) ক্ষেমঃ, অথ ( ক্ষেমাৎ ) সূরতঃ, তস্মাৎ  
( সূরতাৎ ) ধর্ম্যসূত্রঃ, ততঃ ( ধর্ম্যসূত্রাৎ ) সমঃ, অথ  
( সমাৎ ) দ্যামৎসেনঃ ততঃ ( তস্মাৎ ) সুমতিঃ ততঃ  
( সুমতেঃ ) সুবলঃ জনিতা ( ভবিষ্যতি ) ॥ ৪৬-৪৮ ॥

অনুবাদ—সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি, তাহা হইতে  
শ্রুতশ্রবা, তাহা হইতে যুতায়ু, তাহা হইতে নিরমিত্র  
জন্মগ্রহণ করিবেন । নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র, তাহা  
হইতে বৃহৎসেন, তাহা হইতে কশ্মজিৎ, তাহা হইতে  
সূতঞ্জয় উৎপন্ন হইবেন । সূতঞ্জয়ের পুত্র বিপ্র, তৎ-  
পুত্র শুচি, তৎপুত্র ক্ষেম, ক্ষেম হইতে সূরত, তাহা  
হইতে ধর্ম্যসূত্র জন্মগ্রহণ করিবেন । ধর্ম্যসূত্র হইতে

সম, তাহা হইতে দ্যামৎসেন, তাহা হইতে সুমতি এবং  
সুমতি হইতে সুবল জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৪৬-৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—সহদেবস্য জরাসন্ধপুত্রস্য ॥৪৬-৪৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সহদেবস্য’—জরাসন্ধ-পুত্র  
সহদেবের পুত্র মার্জ্জারি ( অর্থাৎ সহদেব হইতে  
মার্জ্জারি জন্মগ্রহণ করিবেন । ) ॥ ৪৬-৪৮ ॥

সুনীথঃ সত্যজিৎ বিশ্বজিৎ যদ্রিপুঞ্জয়ঃ ।

বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংসাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিকাং নবমস্কন্ধে  
শান্তনুবংশকীর্তনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—( সুবলাৎ ) সুনীথঃ, অথ ( তস্মাৎ )  
সত্যজিৎ, ( সত্যজিৎ ) বিশ্বজিৎ, যৎ ( যস্মাৎ )  
রিপুঞ্জয়ঃ ( ভবিষ্যতি ), বার্হদ্রথাঃ ( এতে সৰ্ব্বে বৃহদ্রথ-  
বংশাঃ ) সাহস্রবৎসরং ( সহস্রবৎসরান্তং ) ভাব্যাঃ  
( ভাবিনঃ ) ভূপালাঃ ( ততঃ পরং ভাব্যান্ দ্বাদশ-  
স্কন্ধে বক্ষ্যতি ) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়স্যন্বয়ঃ ।

অনুবাদ—সুবল হইতে সুনীথ জন্মগ্রহণ করেন ।  
সুনীথ হইতে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ হইতে বিশ্বজিৎ,  
তাহা হইতে রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন । ইহারা  
সকলে বৃহদ্রথবংশীয় । বৃহদ্রথবংশীয় রাজগণ আর  
সহস্র বৎসর থাকিবেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—জরাসন্ধাৎ সহস্রবৎসরপর্য্যন্তং ভবি-  
ষ্যন্তঃ, ততঃ পরন্তু ভাব্যান্ দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতি ॥৪৯॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিগ্যাং ভক্ত্যচেষ্টাসাম্ ।

দ্বাবিংশো নবমস্যায়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশোধ্যায়স্য সারার্থদশিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সাহস্রবৎসরং’—জরাসন্ধ  
হইতে বৃহদ্রথের বংশধর নরপতিগণ সহস্র বৎসর  
পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন । ইহার পরবর্তী রাজগণের  
কথা দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হইবে ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্ত্যচেষ্টার আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের  
‘সারার্থদশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।২২ ॥

মধ্য—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের  
তথ্য সমাপ্ত ।

বিরতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের  
বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের দ্বাবিংশোধ্যায়ের  
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



# ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অনোঃ সভানরচ্ক্ষুঃ পরেক্ষুচ্চ ব্রহ্মঃ সুতাঃ ।  
সভানরাৎ কালনরঃ সৃজয়ন্তৎসুতন্ততঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অনু, দ্রুহা, তুর্বসু ও যদুর বংশ বিবরণ এবং জ্যামঘের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

অনুর সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এই তিন পুত্রের মধ্যে সভানর হইতে কালনর, সৃজয়, জনমেজয়, মহাশাল, মহামনা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন । মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামক দুই পুত্রের মধ্যে উশীনরের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ শিবি হইতে রুমাদর্ভ, সুবীর, মদ্র, কেকয় এই চারি সন্তানের জন্ম হয় । তিতিক্ষুর পুত্র রুমাদ্রথ হইতে হোম, সুতপা, বলি, শৌক্যপারম্পর্যো জন্ম গ্রহণ করেন । বলির ভার্য্যার গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুক্ল, পুণ্ড্র, ওড্র নামে নৃপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

অঙ্গ হইতে খলপান, দিবিরথ, ধর্ম্মরথ, চিত্ররথ নামান্তর রোমপাদ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন । রাজা দশরথ নিঃসন্তান সখা রোমপাদকে নিজ শাস্তা নাশনী কন্যাকে দান করিয়াছিলেন । ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে রোমপাদের চতুরঙ্গনামে এক সন্তান হয়, চতুরঙ্গপুত্র পৃথল্যক্ষ, তনয় বৃহদ্রথ হইতে বৃহন্মনা, জয়দ্রথ, বিজয়, ধৃতি, ধৃত-ব্রত, সৎকর্মা, অবিরথ, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উৎপন্ন হন । অধিরথ কুন্তি-পরিত্যক্ত সন্তান কর্ণকে পুত্ররূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । কর্ণপুত্র রুমসেন ।

দ্রুহাতনয় বভ্রু হইতে সেতু, আরব্ব, গাক্কার, ধর্ম্ম, ধৃত, দুর্ম্মম, প্রচেতা, সন্তান সন্ততিক্রমে উৎপন্ন হন ।

তুর্বসুপুত্র বহ্নি হইতে শৌক্যপরম্পরায় যথাক্রমে ভর্গ, ভানুমান, ব্রিভানু, করক্কম, মরুত্ত উৎপন্ন হন ।

নিঃসন্তান মরুত্ত পুরুবংশীয় দুশন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন । দুশন্ত রাজ্যাভিলাষী হইয়া পুনরায় নিজ পুরুবংশ অঙ্গীকার করেন ।

যদুর চারি সন্তানের মধ্যে সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, তাহার তিন পুত্রের মধ্যে হৈহয় হইতে বংশানুক্রমে ধর্ম্ম, নেত্র, কুন্তি, সোহাজি, মহিমান, ভদ্রসেন, কৃতবীর্য্য অজ্জুন, জয়ধ্বজ, তালজয়, বীতিহোত্র উৎপন্ন হন ।

মধুপুত্র রক্ষি । যদু, মধু ও রক্ষির জন্য ঐ বংশ যাদব, মাধব এবং রক্ষিনামে অভিহিত হয় ।

যদুপুত্র ক্রতু হইতে ব্রজিবান, স্বাহিত, বিশদৃগু, চিত্ররথ, শশবিন্দু, পৃথুশ্রবা, ধর্ম্ম, উশনা, রুচক, শৌক্য-পারম্পর্যো উৎপন্ন হন ; রুচকের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম জ্যামঘ । দেবতা-রূপায় জ্যামঘের বক্ষ্যাপস্ত্রী শৈব্যার গর্ভে বিদর্ভ নামক এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ।

অশ্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অনোঃ ( চতুর্থস্য যযাতিপুত্রস্য ) সভানরঃ চক্ষুঃ পরেক্ষুঃ চ ব্রহ্মঃ সুতাঃ ( অভবন্ ) । সভানরাৎ কালনরঃ ( সুতঃ অভবৎ ), তৎসুতঃ ( তস্য কালনরস্য সুতঃ ) সৃজয়ঃ ( ভবতি ) ॥ ১

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্ ! ) যযাতিপুত্র অনুর, সভানর, চক্ষু এবং পরেক্ষু এই তিন পুত্র ছিলেন । সভানর হইতে কালনর উৎপন্ন হন, এই কালনরের পুত্র সৃজয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অনোদ্রুহ্যন্তুর্বসোশ্চ যদোর্বংশোহপি কীর্ত্যতে ।

জ্যামঘান্তস্ত্রয়োবিংশে কাণ্ডবীর্যোহত্র কীর্তিমান্ ॥ ১ ॥

যযাতেঃ পঞ্চমস্য পুত্রস্য পুরোর্বংশমুক্তা চতুর্থা-  
দীনাং পুত্রাণাং বংশমাহ অনোরিতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অনু, দ্রুহা, তুর্বসু ও জ্যামঘ পর্য্যন্ত যদুবংশের বিবরণ এবং কীর্তিমান কাণ্ডবীর্য্য অজ্জুনের কথা কীর্তিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

যযাতির পঞ্চম পুত্র পুরুর বংশ বলিয়া অপর চারিজন পুত্রের বংশ বলিতেছেন—‘অনোঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু এই তিনজন অনুর পুত্র ॥ ১ ॥

জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশালো মহামনাঃ ।

উশীনরন্তিতিক্ষুশ্চ মহামনস আত্মজো ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ ( সৃজয়াৎ ) জনমেজয়ঃ, তস্য ( জনমেজয়স্য ) পুত্রঃ মহাশালঃ ( মহাশালাৎ ) মহামনাঃ ( অভূৎ ) মহামনসঃ উশীনরঃ তিতিক্ষুঃ চ ( দ্বৌ ) আত্মজো ( পুত্রৌ অভবতামিত্যর্থঃ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সৃজয় হইতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, তাঁহা হইতে মহামনা জন্মগ্রহণ করেন, মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র ছিলেন ॥ ২ ॥

শিবিরবরঃ কুমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ ।

রুমাদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কেকয় আত্মবান্ ॥ ৩ ॥

শিবশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুমদ্রথঃ ।

ততো হোমোহথ সুতপা বলিঃ সুতপসোহভবৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—শিবিঃ বরঃ কুমিঃ দক্ষঃ চ ( এতে ) চত্বারঃ উশীনরাত্মজাঃ ( উশীনরস্য আত্মজাঃ পুত্রাঃ ভবন্তি ), শিবেঃ রুমাদর্ভঃ, সুবীরঃ, মদ্রঃ, কেকয়ঃ ( এতে ) চত্বারঃ এব ( পুত্রাঃ ) আসন্ । তিতিক্ষোঃ চ রুমদ্রথঃ ( পুত্রঃ অভবৎ ), ততঃ ( রুমদ্রথাৎ ) হোমঃ, অথ ( হোমাৎ ) সুতপাঃ ( অভূৎ ), সুতপসঃ বলিঃ ( অতঃ ) অভবৎ ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—উশীনরের শিবি, বর, কুমি, দক্ষ,—এই চারিপুত্র ছিল। শিবির রুমাদর্ভ, সুবীর, মদ্র, আত্ম-তত্ত্ববিৎ কেকয়—এই চারি পুত্র এবং তিতিক্ষুর রুমদ্রথ নামে একটী পুত্র ছিল। রুমদ্রথ হইতে শম, তাহা হইতে সুতপা, এবং সুতপা হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—চত্বার উশীনরাত্মজাঃ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চত্বারঃ’—শিবি, বর, কুমি ও দক্ষ—এই চারিজন উশীনরের পুত্র ॥ ৩-৪ ॥

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ শুক্লপুণ্ড্রোদ্রসংজিতাঃ ।

জজিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহীক্ষিতঃ ( রাজঃ ) বলেঃ ক্ষেত্রে ( পত্ন্যাং ) দীর্ঘতমসঃ ( বীৰ্য্যেণ ) অঙ্গ-বঙ্গ কলি-

ঙ্গাদ্যাঃ শুক্লপুণ্ড্রোদ্রসংজিতাঃ ( সাকল্যেন ষট্ সূতাঃ ইত্যর্থঃ ) জজিরে ( বভূবুঃ ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মহীপতি বলির পত্নীতে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুক্ল, পুণ্ড্র, ওদ্র এই ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বলেঃ ক্ষেত্রে ভাৰ্য্যাম্ভাং দীর্ঘতমস উত্থাপুত্রাৎ সকাশাৎ অঙ্গাদয়ো জজিরে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বলেঃ ক্ষেত্রে’—বলির ক্ষেত্রে ( পত্নীর গর্ভে ) উত্থাপুত্র দীর্ঘতমা হইতে অঙ্গ প্রভৃতি ছয় জন মহীপতির জন্ম হয় ॥ ৫ ॥

চক্রুঃ স্বনান্না বিষয়ান্ ষড়্ভিমান্ প্রাচ্যাকাংশ্চ তে ।

খলপানোহসতো জজ্ঞে তস্মাদ্দিবিরথস্ততঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তে ( অঙ্গাদ্যাঃ ষড়্ রাজানঃ ) স্বনান্না ( স্ব স্বাভিধেয়েন ) প্রাচ্যকান্ ( ভারতবর্ষস্য পূর্ব্বদেশ-বতিনঃ ) ইমান্ ষড়্ বিষয়ান্ ( অঙ্গবঙ্গাদ্যভিধেয়ান্ ষট্ দেশান্ ) চক্রুঃ ( নিশ্চমিরে ) । অসতঃ ( অঙ্গাৎ ) খলপানঃ, তস্মাৎ ( খলপানাৎ ) দিবিরথঃ জজ্ঞে ( বভূব ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অঙ্গ প্রভৃতি ছয় জন মহীপতি নিজ নিজ নামানুসারে ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে ছয়টী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অঙ্গ হইতে খলপান এবং খলপান হইতে দিবিরথ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষয়ান্ দেশান্ । প্রাচ্যকান্ ভারত-বর্ষস্য পূর্ব্বদ্বিগ্ভবতিনঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিষয়ান্ প্রাচ্যকান্’—ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকস্থিত ছয়টি দেশকে তাঁহারা নিজ নিজ নামে পরিচিত করেন ( অর্থাৎ ঐ ছয়টি দেশের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুক্ল, পুণ্ড্র ও ওদ্র (উৎকল)-এই সকল নামকরণ করেন ॥ ৬ ॥

সুতো ধর্ম্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোহপ্রজাঃ ।

রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥ ৭ ॥

শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদুম্যশুশ্চ উবাহ যাম্ ।

দেবেহবর্ষতি যং রামা আনিম্যহরিণীসুতম্ ॥ ৮ ॥

নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈবিদ্রমালিঙ্গনাইণৈঃ ।

স তু রাজোহনপত্যস্য নিরূপোষ্টিং মরুত্বতে ॥৯॥

প্রজামদাদশরথো যেন লেভেহপ্রজাঃ প্রজাঃ ।

চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসূতঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( দিবিরথাৎ ) ধর্ম্মরথঃ জন্তে ( অজায়ত ), যস্য ( ধর্ম্মরথস্য ) সূতঃ চিত্ররথঃ ( স চ ) রোমপাদঃ ইতি ( নাম্না ) খ্যাতঃ ( প্রসিদ্ধঃ ) অপ্রজাঃ ( অপুত্রঃ আসাদিতার্থঃ ) সখা দশরথঃ তস্মৈ ( রোমপাদাখ্যায় চিত্ররথায় ) স্বকন্যাং শান্তাং ( পুত্রিকারূপেণ ) প্রায়চ্ছৎ ( অদাৎ, যাং ( শান্তাম্ ) ঋষ্যশৃঙ্গঃ উবাহঃ ( উপযেমে ) দেবে ( পর্জ্জন্যে ) অবর্ষতি ( বর্ষণম্ অকুর্ষতি সতি ) রামাঃ ( ললনাঃ ) নাট্য-সঙ্গিতবাদিজৈঃ ( অভিনয়সঙ্গীতবাদ্যৈঃ ) বিভ্র-মালিঙ্গনাহঁণৈঃ ( বিভ্রমেণ বিলাসেন যানি পরস্পর-মালিঙ্গনানি তৈরেব অহঁণৈঃ পূজোপকরণৈঃ ) যং হরিণীসূতম্ ( ঋষ্যশৃঙ্গম্ ) আনিযুঃ ( আনীতবত্যঃ ) । স তু ( ঋষ্যশৃঙ্গঃ ) অনপত্যস্য ( পুত্রবিহীনস্য ) রাজঃ ( দশরথস্য পুত্রোৎপাদনার্থং ) মরুত্বতে ইষ্টিং ( যজ্ঞং ) নিরূপ্য ( প্রস্তুত্যা ) প্রজাম্ অদাৎ, যেন ( পুত্রেষ্টিষাগেন ) অপ্রজাঃ দশরথঃ প্রজাঃ ( পুত্রান্ ) লেভে, রোমপাদাৎ চতুরঙ্গঃ ( বভূবঃ ), তৎসূতঃ ( তস্য চতুরঙ্গস্য সূতঃ ) পৃথুলাক্ষঃ ( ভবতি ) ॥ ৭-১০ ॥

অনুবাদ—দিবিরথ হইতে ধর্ম্মরথ উৎপন্ন হন । ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ, ইনি রোমপাদনামে বিখ্যাত ছিলেন, ইহার পুত্রাদি ছিল না । রোমপাদের বহু দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে রোমপাদহস্তে পালিত-কন্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ সেই শান্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । দেবতা বারিবর্ষণ না করায় বারাজনাগণ অভিনয় সঙ্গীত, বাদ্যরূপ নানাবিধ পূজোপকরণ বিভ্রমক বিলাসাদি দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিলে, রাজ্যমধ্যে বারিবর্ষণ হয়, অনন্তর সেই ঋষি নিঃসন্তান রাজার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, তাহাতে অপুত্রক দশরথ পুত্র লাভ করেন, রোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হন, এই চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ ॥ ৭-১০ ॥

রুহদ্রথো রুহৎকর্মা রুহন্তানুচ তৎসূতাঃ ।

আদ্যাদ্ রুহন্তানাস্তস্মাজ্জয়দ্রথ উদাহতঃ ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—তৎসূতাঃ ( তস্য পৃথুলাক্ষস্য সূতাঃ )

রুহদ্রথঃ, রুহৎকর্মা, রুহন্তানুঃ ( এতে ত্রয়ো ভবন্তি ) আদ্যাৎ ( রুহদ্রথাৎ ) রুহন্তানাঃ ( জাতঃ ) তস্মাৎ ( রুহন্তানসঃ ) জয়দ্রথঃ উদাহতঃ ( পুত্রত্বেন উক্তঃ ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পৃথুলাক্ষের পুত্র রুহদ্রথ, রুহৎকর্মা ও রুহন্তানু, রুহদ্রথ হইতে রুহন্তানা এবং রুহন্তানা হইতে জয়দ্রথ পুত্ররূপে উৎপন্ন হন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আদ্যাৎ রুহদ্রথাৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বস্তুানুবাদ—‘আদ্যাৎ’—পৃথুলাক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুহদ্রথ হইতে রুহন্তানা জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১১ ॥

বিজয়ন্তস্য সন্তুত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত ।

ততো ধৃতব্রতন্তস্য সৎকর্মাধিরথস্ততঃ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য ( জয়দ্রথস্য ) সন্তুত্যাং ( ভার্য্যা-য়াং ) বিজয়ঃ ( জাতঃ ), ততঃ ( বিজয়াৎ ) ধৃতিঃ অজায়ত, ততঃ ( ধৃত্যঃ ) ধৃতব্রতঃ তস্য ( ধৃতব্রতস্য ) সৎকর্মাঃ ততঃ ( সৎকর্ম্মণঃ ) অধিরথঃ অভূৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—জয়দ্রথের সন্তুতি নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন । বিজয় হইতে ধৃতি, ধৃতি হইতে ধৃতব্রত উৎপন্ন হন । ধৃতব্রতের সৎকর্মা, সৎকর্ম্ম হইতে অধিরথ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১২ ॥

যোহসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মজুষ্মান্তর্গতং শিশুন্ ।

কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোহকরোৎ সূতম্ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—যঃ অসৌ ( অধিরথঃ ) গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ ( খেলয়ন্ ) কুন্ত্যা ( পাণ্ডুপত্ন্যা ) অপবিদ্ধং ( লজ্জয়া পরিত্যক্তং ) কানীনং ( কুমারীদশায়াং জাতং ) মজুষ্মান্তর্গতং ( পেটিকাভ্যন্তরস্থং ) শিশুং ( প্রাপ্য ) অনপত্যঃ ( স্বয়ম্ অপুত্রঃ সন্ আত্মনঃ অপুত্রতয়া ইত্যর্থঃ ) তং ( শিশুং ) সূতম্ অকরোৎ ( পুত্রত্বেন পরিজগ্ৰাহ স চ সূতঃ কর্ণাখ্যঃ বভূবঃ ইতি শেষঃ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই অধিরথ গঙ্গাতীরে ক্রীড়া করিতে গিয়া কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত পেটিকামধ্যে কুমারী অবস্থায় জাত এক শিশু প্রাপ্ত হন । অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন, সূতরাং শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ

করিয়া পালন করিয়াছিলেন । সেই শিশু কর্ণনামে  
বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অপবিদ্ধং লজ্জয়া ত্যক্তম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অপবিদ্ধং’—কুণ্ঠী কর্তৃক  
লজ্জায় পরিত্যক্ত ( শিশুকে নিঃসন্তান অধিরথ সন্তান-  
রূপে পালন করেন ) ॥ ১৩ ॥

রুমসেনঃ সূতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতে ।

দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বহ্নঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—জগতীপতে ! ( হে রাজন্ ! ) তস্য  
কর্ণস্য রুমসেনঃ সূতঃ ( বভূব ), দ্রুহ্যোঃ চ ( যযাতেঃ  
তৃতীয়পুত্রস্য ) তনয়ঃ ( পুত্রঃ ) বহ্নুঃ তস্য ( বভ্রোঃ )  
আত্মজঃ ( সূতঃ ) সেতুঃ ( তদভিধেয়ঃ জাতঃ ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! কর্ণের রুমসেন নামে  
এক পুত্র ছিল, যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য, তাঁহার পুত্র  
বহ্নু, বহ্নুর আত্মজ সেতু ॥ ১৪

বিশ্বনাথ—দ্রুহ্যোঃ যযাতিপুত্রস্য ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্রুহ্যোঃ’—যযাতিপুত্র দ্রুহ্যের  
পুত্রের নাম বহ্নু ॥ ১৪ ॥

আরব্ধস্তস্য গাক্ষারস্তস্য ধর্ম্যস্ততো ধৃতঃ ।

ধৃতস্য দুর্ম্মদস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসঃ শতম্ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( সেতোঃ পুত্রঃ ) আরব্ধঃ তস্য  
( আরব্ধস্য ) গাক্ষারঃ ( সূতঃ অভবৎ ), তস্য ( গাক্ষা-  
রস্য ) ধর্ম্যঃ ( জাতঃ ), ততঃ ( ধর্ম্মাৎ ) ধৃতঃ ( বভূব ),  
ধৃতস্য ( সূতঃ ) দুর্ম্মদঃ, তস্মাৎ প্রচেতাঃ ( অজায়ত ),  
প্রাচেতসঃ ( প্রচেতসঃ অপত্যানি ) শতম্ ( আসন্ )  
॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র  
গাক্ষার, গাক্ষারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ধৃত জন্মগ্রহণ  
করেন, ধৃতের পুত্র দুর্ম্মদ, তাহা হইতে প্রচেতার উদ্ভব  
হয়, প্রচেতার একশত পুত্র হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তুর্ব্বসোঁয্যতিপুত্রস্য ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তুর্ব্বসোঁ’—যযাতির দ্বিতীয়  
পুত্র তুর্ব্বসু, তাহার পুত্র বহ্নি ॥ ১৬ ॥

শ্লেচ্ছাধিপত্যোহভুবন্মুদীচীং দিশমাপ্রিতাঃ ।

তুর্ব্বসোঁশ্চ সূতো বহ্নির্বহ্নেভর্গোহথ ভানুমান্ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—(তে চ প্রাচেতসাঃ) উদীচীম্ (উত্তরাং)  
দিশম্ আপ্রিতাঃ ( সন্তঃ ) শ্লেচ্ছাধিপত্যঃ ( শ্লেচ্ছ-  
দেশানাম্ অধিপত্যঃ ) অভুবন্ । তুর্ব্বসোঁঃ (যযাতেঃ  
দ্বিতীয়পুত্রস্য ) সূতঃ বহ্নিঃ, বহ্নেশ্চ ( সূতঃ ) ভর্গঃ,  
অথ ( তস্মাৎ ভর্গাৎ ) ভানুমান্ ( অজায়ত ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—প্রাচেতোগণ উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া  
শ্লেচ্ছদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন । যযাতির  
দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসু, তাঁহার পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র  
ভর্গ হইতে ভানুমান্ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৬ ॥

ত্রিভানুস্তৎসূতোহস্যাপি করক্রম উদারধীঃ ।

মরুত্তস্তৎসূতোহপুত্রঃ পুত্রং পৌরবম্ভবত্বৎ ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—তৎসূতঃ ( তস্য ভানুমতঃ সূতঃ )  
ত্রিভানুঃ অস্য অপি ( ত্রিভানোরপি ) করক্রমঃ ( বভূব  
স চ ) উদারধীঃ ( উদার্য ধীর্য়স্য, স তথাভূতঃ  
আসীৎ ) তৎসূতঃ ( তস্য করক্রমস্য সূতঃ ) মরুত্তঃ  
( স চ ) অপুত্রঃ ( সন্ ) পৌরবৎ ( পুরোর্ব্বংশে জাতং  
দুগম্বৎ ) পুত্রম্ অম্বভূতৎ ( স্বীকৃতবান্ ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, তৎপুত্র  
করক্রম, করক্রম অতীব উদার-চিত্ত ছিলেন, তাঁহার  
পুত্র মরুত্ত । মরুত্ত অপুত্রক হওয়ায় পুরুবংশ জাত  
দুগম্বকে নিজের পুত্ররূপে অস্বীকার করেন ।

বিশ্বনাথ—অপুত্রঃ অতএব পৌরবং পুরুবংশ্যং  
দুগম্বমেব পুত্রম্ অম্বভূৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অপুত্রঃ’,—মরুত্ত অপুত্রক  
ছিলেন, এইহেতু পুরুবংশীয় দুগম্বকে পুত্ররূপে গ্রহণ  
করেন ॥ ১৭ ॥

দুগম্বঃ স পুনর্ভেজে স্ববংশং রাজ্যকামুকঃ ।

যযাতেজ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্ব্বংশং নরর্ষভ ॥ ১৮ ॥

বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্ ।

যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ দুগম্বঃ রাজ্যকামুকঃ ( রাজ্যা-  
ভিলাষী তৎপুত্র সন্নপি ) পুনঃ স্ববংশং ( স্বং বংশং

পৌরবংশং ) ভেজে ( কুরু বংশ্যানামেব নৃপাসনম্  
অধিকার ইতি ভাবঃ ) নরর্থ ! ( হে রাজন্ পরী-  
ক্ষিৎ ) নৃণাং ( মনুষ্যানাং ) সৰ্ব্বপাপহরং ( সৰ্ব্ববিধ-  
পাপনাশনং ) মহাপুণ্যম্ ( অতীব পবিত্রঃ ) যযাতোঃ  
জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোঃ বংশং বর্ণয়ামি ( কথয়ামি শ্রুততা-  
মিতি ভাবঃ ) নরঃ যদোঃ বংশং ( বংশবিবরণং শ্রুত্বা  
সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ( সৰ্ব্বপাপবিমুক্তো ভবতি )  
॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—সেই দুঃস্থ রাজ্যভিলাষী হওয়ায়  
মরুত্তের বংশগত হইয়াও পুনরায় পুরুবংশ অঙ্গী-  
কার করেন । হে রাজন্ ! মনুষ্যদিগের সৰ্ব্ব-পাপ-  
নাশন, পরমপবিত্র, যযাতির জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বংশ-  
কীৰ্ত্তন করিতেছি । যযাতি জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশ-  
বিবরণ শ্রবণ করিয়া লোক সৰ্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত  
হইয়া থাকে ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স চ দুঃস্থঃ স্ববংশং পৌরবংশমেব  
ভেজে, ন তু তুৰ্ব্বসুবংশং যতো রাজ্যকামুকঃ পুরু-  
বংশ্যানামেব নৃপাসনাধিকারাৎ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স চ দুঃস্থঃ’—সেই দুঃস্থ  
নিজের পুরুবংশই পুনরায় আশ্রয় করিয়াছিলেন,  
কিন্তু তুৰ্ব্বসুর বংশ নহে, যেহেতু তিনি ‘রাজ্যকামুকঃ’  
—রাজ্যভিলাষী ছিলেন, কারণ পুরুবংশীয়গণেরই  
নৃপাসনে অধিকার ॥ ১৮-১৯ ॥

যজ্ঞাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ ।

যদোঃ সহস্রজিৎ ক্লেণ্টা নলো রিপুৰিতি শ্রুতাঃ ॥

চত্বারঃ সুনবস্ত্র শতজিৎ প্রথমাভ্যজঃ ।

মহাহয়ো রেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ ॥ ২১ ॥

অশ্বয়ঃ—যজ্ঞ ( যদোর্বংশে ) পরমাত্মা ( পরব্রহ্ম )  
ভগবান্ ( বাসুদেবঃ ) নরাকৃতিঃ অবতীর্ণঃ ( প্রাদুৰ-  
ভূব ) । যদোঃ সহস্রজিৎ, ক্লেণ্টা, নলঃ, রিপুঃ,  
ইতি শ্রুতাঃ ( প্রসিদ্ধাঃ ) চত্বারঃ সুনবঃ ( বভূবুঃ ) ।  
তত্র ( তেষু পুত্রেষু মধ্যে ) প্রথমাভ্যজঃ ( প্রথমস্য  
সহস্রজিতঃ আভ্যজঃ সুতঃ ) শতজিৎ ( ভবতি ), তৎ-  
সুতাঃ ( তস্য শতজিতঃ তাঃ ) মহাহয়ঃ, রেণুহয়ঃ,  
হৈহয়ঃ চ ইতি ( ত্রয়ঃ ভবন্তি ) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—যদুর বংশে পরব্রহ্ম ভগবান্ তাঁহার

নিত্য স্বয়ংরূপ নরাকৃতি প্রকট পূৰ্বক অবতীর্ণ  
হইয়াছিলেন । যদুর সহস্রজিৎ, ক্লেণ্টা, নল, রিপু  
—এই চারি পুত্র, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র সহস্রজিতের পুত্র  
শতজিৎ । শতজিতের পুত্র মহাহয়, রেণুহয় ও হৈহয়  
—এই তিনজন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—নরাকৃতির্নরব্রহ্মণো নরজাতির্বেত্যা-  
কৃতি-শব্দস্য স্বরূপবাচিত্বে বা জাতিবাচিত্বে পর-  
মাত্মনো নরত্বস্য ন তাটস্থ্যং কিন্তু স্বরূপত্বমেব জাপি-  
তম্ । গুণং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গমিত্যনেন জাপিত-  
মগ্বেহপি জাপয়িষ্যতি ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নরাকৃতিঃ’—এই যদুবংশে  
ভগবান্ পরমাত্মা শ্রীহরি নরাকারে অবতীর্ণ হইয়া-  
ছিলেন । আকৃতি শব্দের স্বরূপবাচী ও জাতিবাচী  
অর্থ হইলেও পরমাত্মার নরত্ব কিন্তু তাটস্থত্ব নহে,  
কিন্তু স্বরূপত্বই, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য স্বরূপই  
নরাকৃতি, তদ্রূপে তিনি প্রকটিত হইয়াছিলেন । যেমন  
উক্ত হইয়াছে—‘গুণং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গম্’ ( ১১০  
৪৮ ), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে  
বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ ! তোমাদের গৃহে  
বেদেরও নিগূঢ় নরাকৃতি পরব্রহ্ম আসক্তিসহকারে  
বিরাজ করেন বলিয়া ভুবনপবিত্রকারী ঋষিগণ সৰ্ব্বদা  
আগমন করিয়া থাকেন । এইরূপ পরেও বলিবেন  
॥ ২০-২১ ॥

ধর্মস্তু হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ পিতা ততঃ ।

সোহজিরভবৎ কুন্তেমহিমান্ ভদ্রসেনকঃ ॥ ২২ ॥

অশ্বয়ঃ—( তত্র ) হৈহয়সুতঃ ( হৈহয়স্য সুতঃ )  
ধর্মঃ তু ( ভবতি ) ততঃ ( ধর্মাৎ ) নেত্রঃ ( জাতঃ স  
চ ) কুন্তেঃ পিতা ( নেত্রস্য পুত্রঃ কুন্তিরিত্যর্থঃ ) ততঃ  
( কুন্তেঃ ) সোহজিঃ অভবৎ, ( ততঃ সোহজৈঃ )  
মহিমান্ ( ততঃ ) ভদ্রসেনকঃ ( জাতঃ ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, ধর্ম হইতে নেত্র  
জন্মগ্রহণ করেন । ইনি কুন্তির পিতা । কুন্তি হইতে  
সোহজি উৎপন্ন হন । সোহজি হইতে মহিমান্ এবং  
মহিমান্ হইতে ভদ্রসেনক জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২২ ॥

দুৰ্ম্মদো ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীৰ্য্যসুঃ ।

কৃতাগ্নিঃ কৃতবৰ্ম্মা চ কৃতৌজা ধনকাঅজাঃ ॥২৩॥

অম্বয়ঃ—ভদ্রসেনস্য দুৰ্ম্মদঃ ধনকঃ ( দ্বৌ সুতো তত্র ধনকঃ ) কৃতবীৰ্য্যসুঃ ( কৃতবীৰ্য্যস্য জনকঃ ) কৃতাগ্নিঃ কৃতবৰ্ম্মা কৃতৌজাঃ চ ( কৃতবীৰ্য্যশ্চ স চ এতে চত্বারঃ ) ধনকাঅজাঃ ( ধনকস্য পুত্রা ভবন্তি ) ॥২৩॥  
অনুবাদ—ভদ্রসেনকের পুত্র দুৰ্ম্মদ ও ধনক । ধনক কৃতবীৰ্য্যের জনক । কৃতাগ্নি, কৃতবৰ্ম্মা, কৃতৌজা—এই তিন জনও ধনকের পুত্র ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভদ্রসেনস্য দুৰ্ম্মদো ধনকশ্চেতি দ্বৌ পুত্রৌ, তত্র ধনকঃ কৃতবীৰ্য্যসুরিতি ধনকস্য কৃতবীৰ্য্যঃ পুত্রঃ । তথা কৃতাগ্নাদয়শ্চেতি চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভদ্রসেনস্য’—ভদ্রসেনের দুই পুত্র—দুৰ্ম্মদ ও ধনক । তন্মধ্যে ‘ধনকঃ কৃতবীৰ্য্যসুঃ’—ধনক কৃতবীৰ্য্যের জনক, অর্থাৎ ধনকের পুত্র কৃতবীৰ্য্য । সেরূপ কৃতাগ্নি প্রভৃতিও তাঁহার পুত্র, অর্থাৎ ধনকের কৃতবীৰ্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবৰ্ম্মা ও কৃতৌজা—এই চারিজন পুত্র ছিল ॥ ২৩ ॥

অজ্জুনঃ কৃতবীৰ্য্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোহিবৎ ।

দত্তাক্ষোদ্ধররংগাৎ প্রাপ্তযোগমহাশুণঃ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—কৃতবীৰ্য্যস্য ( সুতঃ ) অজ্জুনঃ ( স চ ) সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ ( জম্বুপ্লক্ষাদিসপ্তদ্বীপানাম্ অধীশ্বরঃ ) অভবৎ, হরেঃ ( ভগবতঃ ) অংশাৎ ( অংশভূতাৎ ) দত্তাক্ষোদ্ধররংগাৎ প্রাপ্তযোগমহাশুণঃ ( প্রাপ্তঃ যোগঃ মহাশুণঃ অগ্নিমাদয়ঃ যেন স তাদৃশশ্চ অভবদিতার্থঃ ) ॥২৪॥

অনুবাদ—কৃতবীৰ্য্যের পুত্র অজ্জুন, ইনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন এবং ভগবানের অংশসম্ভূত দত্তাক্ষের হইতে যোগপ্রাপ্ত হইয়া অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যযাতিশাপাৎ স যদুবংশ্যঃ কথং সপ্তদ্বীপেশ্বরস্তত্রাহ দত্তেতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ’—কৃতবীৰ্য্যের পুত্র অজ্জুন সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন । যদি বলেন—যযাতির শাপহেতু যদুবংশীয় তিনি কি প্রকারে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইলেন ? তাহাতে বলি

তেহেন—‘দত্তাক্ষোদ্ধরঃ’—শ্রীহরির অংশজাত দত্তাক্ষের হইতে তিনি যোগসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

ন নুনং কার্ত্তবীৰ্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পাথিবাঃ ।

যজ্ঞদানতপোযোগৈঃ শ্রুতবীৰ্য্যদম্মাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—পাথিবাঃ ( অন্যে পৃথিবীপতয়ঃ ) নুনং ( নিশ্চিতমেব ) যজ্ঞদানতপোযোগৈঃ শ্রুতবীৰ্য্যদম্মাদিভিঃ শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানং বীৰ্য্যং সামর্থ্যং দম্মা চ তা আদম্মঃ যেমাং তৈশ্চ ( কার্ত্তবীৰ্য্যস্য গতিং ( সাম্যং ) ন যাস্যন্তি ( প্রাপ্যন্তি ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পাথিব কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগবল, শাস্ত্রজ্ঞান, বীৰ্য্য ও দম্মা দ্বারা কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের তুল্য হইতে পারিবেন না ॥ ২৫ ॥

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ ।

অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজেহক্ষযাম্‌ষড়্‌বসু ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—( স চ ) পঞ্চাশীতি সহস্রাণি সমাঃ হি ( বৎসরান ব্যাপ্য ) অব্যাহতবলঃ ( ন ব্যাহতং বলং শরীরেন্দ্রিয়সামর্থ্যং যস্য স তথাভূতঃ ) অনষ্টবিত্তস্মরণঃ ( অনষ্টম্ অবিনাশং বিত্তং যেন তথাবিধং স্মরণং যস্য তথাভূতঃ সন্ ) অক্ষযাম্ ( অবিনশ্বরং ) ষড়্‌বসু ( ষড়্‌দ্রিয়বিষয়ং ) বুভুজে ( অনুবভূব ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—৮৫ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের শারীরিক বল অক্ষুণ্ণ এবং ধনসমূহ অক্ষয় ছিল । সুতরাং সে ততকাল পর্য্যন্ত ষড়্‌দ্রিয়গ্রাহ্য অক্ষয় বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন নষ্টং ভবতি বিত্তং স্মরণাদ্‌ যস্য সঃ । অক্ষযাং ষড়্‌বসু ষড়্‌দ্রিয়বিষয়ং বুভুজে ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অনষ্টবিত্তস্মরণঃ’—যে কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের নাম স্মরণ করিলে কাহারও বিত্ত নষ্ট হয় না । ‘অক্ষযাম্‌ষড়্‌বসু’—তিনি ছয় ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য অক্ষয় বিষয় ( পঁচাশি হাজার বৎসর ) ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥



তস্য পুত্রসহস্রেষু পঞ্চৈবোবরিতা যুধে ।

জয়ধ্বজঃ শুরসেনো রুমভো মধুরজ্জিতঃ ॥২৭॥

অবয়ঃ—তস্য (কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনস্য) পুত্রসহস্রেষু (সহস্রং যে পুত্রাঃ তেষু মধ্যে) জয়ধ্বজঃ শুরসেনঃ, রুমভঃ, মধুঃ, উজ্জিতঃ (এতে) পঞ্চ (পুত্রাঃ) যুধে (পরশুরামসহ যুদ্ধে) উবরিতঃ (অবশিষ্টাঃ অন্যে মৃত্য ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের সহস্র পুত্রের মধ্যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধে জয়ধ্বজ, শুরসেন, রুমভ, মধু, উজ্জিত—এই পঞ্চ পুত্র মাত্র জীবিত ছিল, অন্য সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিঘ্ননাথ—যুধে পরশুরামযুদ্ধে ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যুধে’—পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের সহস্র পুত্রের মধ্যে পাঁচটি মাত্র পুত্রই অবশিষ্ট ছিল ॥ ২৭ ॥

জয়ধ্বজাং তালজংঘস্য পুত্রশতং তৃত্বৎ ।

ক্ষত্রং যতালজংঘাখ্যমৌর্বতেজোহপসংহতম্ ॥২৮॥

অবয়ঃ—জয়ধ্বজাং তালজংঘঃ (অভবৎ), তস্য (তালজংঘস্য) তু পুত্রশতম্ অভূৎ, যৎ তালজংঘাখ্যং ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়কুলম্) ঔর্বতেজোহপসংহতম্ ঔর্বস্য ঋষেঃ তেজসা উপবৃংহিতেন সগরেন) উপসংহতম্ (নাশিতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—জয়ধ্বজ হইতে তালজংঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার একশত পুত্র হয়। তালজংঘসংজ্ঞক ঐ সকল ক্ষত্রিয় ঔর্বতেজে বলীয়ান্ সগরকর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

বিঘ্ননাথ—ঔর্বস্য তেজসা সগরেনোপসংহত-মিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

—টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঔর্বতেজোহপসংহতম্’—ঔর্ব ঋষির তেজে বর্দ্ধিত হইয়া রাজা সগর তালজংঘ নামক ক্ষত্রিয়গণকে সংযত করিয়াছিলেন (অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাণে বধ না করিয়া বিকৃতবেশধারী করিয়াছিলেন—৯।৮।৫নং শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ২৮ ॥

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো রক্ষিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ ।

তস্য পুত্রশতং ত্রাসীদৃক্ষিঃ জ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্ ॥২৯॥

অবয়ঃ—তেষাং (তালজংঘাখ্যানাং পুত্রানাং)

জ্যেষ্ঠঃ বীতিহোত্রঃ (আসীদিত্যর্থঃ) মধোঃ (অজ্জুন-পুত্রস্য) পুত্রঃ রক্ষিঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ), তস্য (মধোঃ) রক্ষিঃ-জ্যেষ্ঠং (রক্ষিরেব জ্যেষ্ঠঃ যস্মিন্ তৎ) পুত্র-শতম্ আসীৎ । যতঃ (যেভ্যঃ মধোঃ রক্ষের্যদোশং হেতোঃ ইদং) কুলং (প্রবৃত্তম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সেই সকল তালজংঘের পুত্রগণের মধ্যে বীতিহোত্র জ্যেষ্ঠ। কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুন মধুর পুত্র রক্ষি, মধুর শত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে রক্ষিই জ্যেষ্ঠ। যদু, মধু ও রক্ষি হইতে যাদব, মাধব এবং রক্ষিকুলের প্রবৃতি হয় ॥ ২৯ ॥

বিঘ্ননাথ—মধোরজ্জুনপুত্রস্য ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মধোঃ’—কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জুনের পুত্র মধু, তাহার পুত্র রক্ষি ॥ ২৯ ॥

মাধবা রক্ষয়ো রাজন্ যাদবাস্চেতি সংজ্ঞিতাঃ ।

যদুপুত্রস্য চ ক্রোশ্চোটাঃ পুত্রো বৃজিনবাংসন্ততঃ ॥৩০॥

স্বাহিতোহতো বিশদৃগুর্বৈ তস্য চিত্ররথস্তুতঃ ।

শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভাগো মহানভূৎ ।

চতুর্দশমহারত্নচক্রবর্তী পরাজিতঃ ॥ ৩১ ॥

অবয়ঃ—(হে) রাজন্ ! ততঃ (তস্মাদ্ধেতোঃ এতে) মাধবাঃ (মধোরজ্জুনপুত্রস্য জাতত্বাদিত্যর্থঃ) রক্ষয়ঃ (রক্ষে জাতত্বাদিত্যর্থঃ) যাদবাঃ চ (যদো জাতত্বাদিত্যর্থঃ) সংজ্ঞিতাঃ (কথিতাঃ ভবন্তি), যদুপুত্রস্য ক্রোশ্চোটাঃ পুত্রঃ বৃজিনবান্, ততঃ (বৃজিন-বতঃ) স্বাহিতঃ (অভূৎ), অতঃ (স্বাহিতাৎ) বিশদৃগুঃ বৈ (অভবৎ), তস্য (বিশদৃগোঃ) চিত্ররথঃ (বভূব), ততঃ (চিত্ররথাৎ) শশবিন্দুঃ অভূৎ, (স চ) মহাভাগঃ (শশবিন্দুঃ) মহাযোগী মহান্ চতুর্দশ মহারত্নঃ চক্রবর্তী (সার্বভৌমঃ) অপরাজিতঃ (সর্ববিজয়ী চ আসীদিত্যর্থঃ) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! যদু, মধু ও রক্ষিকুলের প্রবর্তন বলিয়া এই সকল বংশ যাদব, মাধব এবং রক্ষিসংজ্ঞায় অভিহিত হন। যদুপুত্র ক্রোশ্চটুর পুত্র বৃজিনবান্। বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিতঃ, তাহা হইতে বিশদৃগু উৎপন্ন হন। বিশদৃগুর পুত্র চিত্ররথ। চিত্ররথ হইতে শশবিন্দু জন্মগ্রহণ করেন। মহাভাগ্য-

বান্ শশবিন্দু মহাযোগী ছিলেন । তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ, স্ত্রী, বাণ, নিধি, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র, বিধান—এই চতুর্দশ মহারত্নের অধিকারী ও সর্ববিজয়ী রাজচক্রবর্তী ছিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মাধবা ইতি যদু-মধু-রক্ষস এতে ত্রয়ঃ কুলপ্রবর্তকা যদুবংশো মধুবংশো রক্ষিবংশ ইতি প্রসিদ্ধেঃ । চতুর্দশমহারত্নানি তত্তজ্জাতিশ্রেষ্ঠানি যস্য সঃ । তানি চ “গজবাজিরথস্ত্রীষু-নিধিমালাস্বরূপাঃ । শক্তিপাশমনিচ্ছত্রবিমানানি চতুর্দশেতি” মার্কণ্ডেয়োক্তানি জ্ঞেয়ানি ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মাধবাঃ’—যদু, মধু ও রক্ষি—এই তিনজন কুলপ্রবর্তক বলিয়া ইহাদের বংশ যদুবংশ, মধুবংশ ও রক্ষিবংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ‘চতুর্দশ-মহারত্নঃ’—(যদুবংশে চিত্ররথের পুত্র) মহাযোগী শশবিন্দু চতুর্দশ মহারত্নের অধীশ্বর ছিলেন । বিভিন্ন জাতীয় বস্তুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর নাম মহারত্ন । মার্কণ্ডেয়-প্রোক্ত চতুর্দশ মহারত্ন—সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী, অশ্ব, রথ, রমণী, বাণ, নিধি, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান ॥ ৩০-৩১ ॥

তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ ।

দশ লক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তান্বজীজনৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য ( শশবিন্দোঃ ) দশানাং পত্নীসহস্রাণাং দশপত্নীসহস্রেষু সৎসু ইত্যর্থঃ ) তাসু (পত্নীষু) সুমহাযশাঃ ( শশবিন্দুঃ ) পুত্রাণাং দশ লক্ষসহস্রাণি অজীজনৎ ( জনয়ামাস ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শশবিন্দুর দশ সহস্র পত্নী ছিল । সুমহাযশা শশবিন্দু সেই সকল পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা দশ সহস্র লক্ষ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—দশ লক্ষসহস্রাণীতি তাসু প্রত্যেক-মেকৈকলক্ষপুত্রোভবাৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দশ-লক্ষসহস্রাণি’—মহাকীর্তি শশবিন্দু দশ সহস্র পত্নীর গর্ভে দশ সহস্র লক্ষ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে একলক্ষ করিয়া পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

তেষান্ত যষ্টপ্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ ।

ধর্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য ষাট্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং তু ( দশসহস্রপুত্রাণাং মধ্যে ) যষ্ট প্রধানাঃ ( পৃথুশ্রবাঃ পৃথুকীর্তিঃ পুণ্যযশাঃ ইত্যাদয়ঃ যষ্ট প্রধানাঃ যেষাং তেষাং মধ্যে ) পৃথুশ্রবসঃ আত্মজঃ ( পুত্রঃ ) ধর্মঃ নাম তস্য ( ধর্মস্য সূতঃ ) উশনা ( স চ ) হয়মেধশতস্য ( অশ্বমেধশতযজস্য ) ষাট্ ( যাগকর্তা ভবতি ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই সকল পুত্রদিগের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি প্রমুখ ছয় জন প্রধান ছিল । তন্মধ্যে পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র উশনা, ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য ধর্মস্য উশনা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য’—ধর্মের পুত্র উশনা ( একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ) ॥ ৩৩ ॥

তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চসমাত্মজাঃ শূণু ।

পুরুজিদ্ভক্ষরুক্ষেশুপৃথুজ্যামঘসংজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎসুতঃ ( তস্য উশনসঃ সূতঃ ) রুচকঃ ( অভবৎ ), তস্য ( রুচকস্য ) পুরুজিদ্ভক্ষ-রুক্ষেশুপৃথুজ্যামঘসংজিতাঃ ( পুরুজিদ্-রুক্ষ-রুক্ষেশু-পৃথুজ্যামঘঃ সংজ্ঞাঃ যেষাং তে ) পঞ্চ আত্মজাঃ ( পুত্রাঃ ) আসন্ তেষাং বৃত্তান্তং ) শূণু ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—উশনার পুত্র রুচক, রুচকের পঞ্চ পুত্র—পুরুজিৎ, রুক্ষ, রুক্ষেশু, পৃথু, জ্যামঘ । ( হে রাজন্ ! ) ইহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৩৪ ॥

জ্যামঘস্তু প্রজোহপন্যাং ভার্য্যাং শৈব্যাপতির্ভগ্নাৎ ।

নাবিন্দচ্ছক্রভবনাজ্যোজ্যং কন্যামহারষীৎ ।

রথস্থং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্য পতিমমম্বিতা ॥ ৩৫ ॥

কেয়ং কুহক মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ ।

স্নুষা তবেতাভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—( তত্র ) শৈব্যাপতিঃ জ্যামঘঃ তু অপ্রজঃ অপি ( অপুত্রোহপি ) ভগ্নাৎ ( ভার্য্যাভগ্নাক্রোতোঃ ) অন্যং ভার্য্যাং ন অবিন্দৎ ( ন স্বীকৃতবান্ কদাচিৎ ) শক্রভবনং ( শক্রান্ বিজিত্য তেষাং ভবনং ) ভোজ্যাং

(উপভোগার্থং) কন্যাম্ অহারষীৎ (আজহার আনিদ্য ইতি যাবৎ) শৈব্যা (জ্যামঘভার্য্যা) রথ-স্থং তাং (কন্যাং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অমষিতা (রথমারোপ্য তদানন্মনম্ অসহমানা সতী) পতিং (জ্যামঘং) কুহক ! (হে বঞ্চক ! ) মৎস্থানং (মম উপবেশনযোগ্যং স্থানং) রথম্ আরোপিতা (স্থাপিতা), ইয়ং কা (ইয়ং স্ত্রী কা) ইতি আহ (অব্রবীৎ) । তব স্নুশা (পুত্রবধূরিয়ং) ইতি অভিহিতে (পত্যা ইত্যুক্তে সতি) স্ময়ন্তী (হসন্তী সা শৈব্যা) পতিম্ অব্রবীৎ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—জ্যামঘের পত্নী শৈব্যা । জ্যামঘ অপুত্রক ছিল, তথাপি পত্নীর ভয়ে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই । কোন সময় তিনি (জ্যামঘ) শত্রুগৃহ হইতে উপভোগার্থ ভোজ্য নান্দনী কন্যাকে আনয়ন করিতেছিলেন । শৈব্যা রথোপরি অবস্থিত সেই কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পতীকে বলিল,—“হে বঞ্চক ! আমার উপবেশন-স্থান রথে অবস্থিত এই কে ?” তখন জ্যামঘ বলিলেন,—“ইনি তোমার পুত্রবধু হইবেন ।” শৈব্যা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে পতীকে বলিল ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অহং বন্ধ্যাহসপত্নী চ স্নুশা মে যুজ্যতে কথম্ ।  
জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যোয়মুপযুজ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অশ্বয়ঃ—অহং বন্ধ্যা (সন্তানবিহীনা) অসপত্নী চ (সপত্নীরহিতা চ অতঃ) কথং মে (মম) স্নুশা পুত্রবধুঃ) যুজ্যতে (সম্ভবেদিত্যর্থঃ) রাজ্ঞি ! (পতি-রাহ—হে শৈব্যে ! ) যং (পুত্রং ত্বং) জনয়িষ্যসি (প্রসবিষ্যসে), তস্য ইয়ং (তস্য পুত্রস্য ইয়ং বধুঃ) উপযুজ্যতে (সম্ভবেদেবেত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শৈব্যা বলিল,—“আমি বন্ধ্যা, আমার সপত্নীও নাই অতএব এই কন্যা কিরূপে আমার পুত্রবধু হইতে পারে ? বল দেখি ? তখন জ্যামঘ বলিলেন,—“হে রাজ্ঞি ! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, এই কন্যা সেই পুত্রের বধু হইবে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অসপত্নী মম কাচিৎ সপত্ন্যপি নাস্তি ।  
অতিভয়ব্যাকুলমাহ—জনয়িষ্যসীতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অসপত্নী’—জ্যামঘের ভার্য্যা শৈব্যা পতির কথা শুনিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিলেন—আমি বন্ধ্যা, আমার কোন সপত্নীও নাই, এ অবস্থায় এই কন্যা কিরূপে আমার পুত্রবধু হইতে পারে ? তাহাতে অতিশয় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া জ্যামঘ বলিলেন—‘জনয়িষ্যসি’, অর্থাৎ তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, এই কন্যা তাহারই স্ত্রী হইবে ॥ ৩৭ ॥

অশ্বমোদন্ত ত্বদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতরো এব চ ।

শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সূমুবে শুভম্ ।

স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযমে স্নুশাং সতীম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমঙ্কজে  
যদুবংশকথনে ব্রহ্মোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অশ্বয়ঃ—বিশ্বেদেবাঃ পিতরঃ এব চ (তেন জ্যামঘেন বহুকালপূর্বম্ আরাধিতাঃ বিশ্বেদেবাঃ পিতরশ্চ অনুকম্পয়া) তৎ (জনয়িষ্যতীতিবচনম্) অশ্বমোদন্ত (তথাস্ত্রুতি উক্তবন্তঃ ততঃ) শৈব্যা (নিবৃত্তরজ্জ্বাপি) গর্ভম্ অধাৎ (দেবতাপ্রসাদেন গর্ভং ধৃতবতী) কালে (প্রসবযোগ্যকালে চ সম্প্রাপ্তে) শুভং কুমারং সূমুবে । সঃ (কুমারঃ) বিদর্ভঃ ইতি প্রোক্তঃ (সংজিতঃ) স্নুশাং (স্নুশাত্বেন কথিতাং স্বীকৃতাক্ষ তাং) সতীং (পূর্বোক্তাং সংশীলাং কন্যাম্) উপযমে (উবাহ) ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমঙ্কজে ব্রহ্মো-

বিংশোহধ্যায়স্যাব্দ

অনুবাদ—জ্যামঘ বহুকাল পূর্বে বিশ্বদেব ও পিতৃলোকগণের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের রূপায় জ্যামঘের বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছিল । শৈব্যা রজোবিহীনা হইয়াও দেবতার প্রসাদে গর্ভ ধারণ করিল এবং উপযুক্তকালে এক সুন্দর শিশু প্রসব করিল । সেই শিশুর নাম ছিল বিদর্ভ । এই বিদর্ভই তাহার জন্মের পূর্বেই তৎ পিতৃকর্তৃক পুত্রবধুরূপে অঙ্গীকৃত সংস্কারাবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমঙ্কজের ব্রহ্মোবিংশ

অধ্যায়ের অনুবাদ, সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—ভার্য্যভয়-প্রকম্পিত-স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গস্য তস্য রাজঃ প্রাণসঙ্কটমালক্ষ্য তদেব বচনং কৃপয়া অব-  
মোদন্ত সত্যং চক্রঃ বিশ্বদেবাঃ । পূর্বে তেন  
বহশ্চ আরাধিতা ইতি ভাবঃ । নিহন্তরজ্জ্কাপি  
শৈব্যো তেষাং কৃপয়া গর্ভমধাৎ । “ভার্য্যাবশ্যাস্ত্বে  
কেচিৎবিষ্যন্ত্যথবা মৃত্যুঃ । তেষাং তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠ  
শৈব্যাপতিরভূম্পঃ ॥” ইতি পরাশরাদয় আহঃ ॥৩৮॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

নবমস্য ব্রহ্মোবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—“অবমোদন্ত”—ভার্য্যার ভয়ে  
প্রকম্পিত ও স্বিন্নকলেবর রাজা জ্যামঘের প্রাণসঙ্কট  
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কৃপাপূর্ব্বক বিশ্বদেবগণ তাঁহার  
ঐ বাক্য অনুমোদন অর্থাৎ সত্যে পরিণত করিলেন,  
কারণ পূর্বে তিনি বহু বৎসর তাঁহাদের আরাধনা

করিয়াছিলেন । “গর্ভমধাৎ”—শৈব্য রজোবিহীনা  
হইয়াও সেই দেবতাদিগের কৃপায় গর্ভধারণ করিয়া-  
ছিলেন । ইহঁদের অসাধারণ মহিমা পরাশর প্রভৃতিও  
কীর্তন করিয়াছেন—“ভার্য্যাবশ্যাস্ত্বে” ইত্যাদি, অর্থাৎ  
যে কেহ ভার্য্যার বশীভূত হইয়াছেন অথবা হইবেন,  
তাঁহাদের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ ॥৩৮॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবমস্কন্ধের সঙ্জন-সম্মত ব্রহ্মোবিংশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্-  
ভাগবতের নবমস্কন্ধের ব্রহ্মোবিংশ অধ্যায়ের ‘সারার্থ-  
দর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ব্রহ্মোবিংশাধ্যায়ের  
মধ্য, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ব্রহ্মোবিংশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।



## চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যাং বিদর্ভোহজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ ।  
তৃতীয়ং রোমপাদঞ্চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিদর্ভের পুত্রত্রয়ের বংশ ও রাম-  
কৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে ।

বিদর্ভের কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ নামক তিনটী  
পুত্র ; তন্মধ্যে রোমপাদ হইতে পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে  
বভ্রু, কৃতী, উশিক, চেদি ও বৈদ্যাদি নৃপতিগণের  
উৎপত্তি হয় ।

বিদর্ভ-তনয় ক্রথের পুত্র কুন্তি হইতে শৌর্য  
পরম্পরায় অধস্তনাদি ক্রমে বৃষ্ণি, নির্বৃতি, দশার্হ,  
ব্যোম, জীমূত, বিকৃতি, ভীমরথ, নবরথ, দশরথ,

শকুনি, করন্তি, দেবরাত, দেবক্কর, মধু, কুরুবংশ,  
অমু, পুরুহোত্র, আয়ু ও সাহতের উৎপত্তি  
হয় । সাহতের সপ্তপুত্রের অন্যতম দেবাব্ধের পুত্র  
বভ্রু । সাহতপুত্র মহাভোজ হইতে ভোজবংশের  
উৎপত্তি হয় । সাহতপুত্র বৃষ্ণির যুধাজিৎ নামক  
সন্তান হইতে অনমিত্র ও তৎপুত্র নিম্ন এবং শিনি  
উৎপন্ন হন । শিনি হইতে পুত্রাদিক্রমে শৌর্যপার-  
ম্পর্য্যো সত্যক, যুযুধান্, জয়, কুনি ও যুগন্ধর জন্ম-  
গ্রহণ করেন ।

অনমিত্রের বৃষ্ণিনামে এক পুত্র ছিল, তাহা হইতে  
শ্বফলক, তাহা হইতে অগ্রহুর এবং আর দশটী পুত্র  
হয় । অগ্রহুরের দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র ।

অন্ধকতনয় কুকুর হইতে বংশ-পরম্পরায় বহি-  
বিলোমা, কপোত, রোমা, অণু, অন্ধক, দম্ভুভি, অবিদ্য,  
পুনর্বসু, আহক উৎপন্ন হন । আহকের দুই পুত্র—

দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্দ্ধন নামক চারি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাতটী কন্যা ছিলেন। বসুদেব দেবকের ঐ সাত কন্যাকে বিবাহ করেন। উগ্রসেনের কংস, সুনাম, ন্যাগ্রোধ, কঞ্চক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃতি ও তুষ্টিমান নামক পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, কঞ্চা শুরভু ও রাষ্ট্রপালিকা নাম্নী পাঁচটি কন্যা ছিল। বসুদেবানুজগণ উগ্রসেনের ঐ কন্যাদিগের পাণিগ্রহণ করেন।

চিত্ররথ বিদূরথের পুত্র শুর হইতে দশটী পুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে প্রধান বসুদেব। শুর পাঁচটী কন্যার মধ্যে পৃথা নাম্নী কন্যাকে নিজ সখা কুন্তিকে প্রদান করেন। পৃথার নামান্তর কুন্তী। ইনি কন্যাকাবস্থায় কর্ণ নামক এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পরে পাণ্ডু সেই কুন্তীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধশ্রী শুরকন্যা শ্রুতদেবের পাণিগ্রহণ করেন। শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবন্ধের জন্ম হয়। ধৃষ্টকেতু শুরকন্যা শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ করেন। শ্রুতকীর্তির পাঁচটী পুত্র হয়। জয়সেন রাজাধিদেবীর এবং চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল জন্ম গ্রহণ করে।

দেবভাগের কংসাপত্নীর গর্ভে চিত্রকেতু, রুহদ্রল, দেবশ্রবার ঔরসে কংশবতীর গর্ভে সুধীর, ইষুমান্, কঙ্কের ঔরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ, পুরুজিৎ, সৃঞ্জয় হইতে রাষ্ট্রপালীর গর্ভে রুষ, দুর্ময়ণ, শ্যামক হইতে শুরভূমির গর্ভে হরিকেশ, হিরণ্যাক্ষ, বৎসক হইতে মিশ্রকেশীর গর্ভে বৃক ও বৃক হইতে তক্ষ, পুঙ্কর, মাল, সীমক হইতে সুমিগ্র, অর্জুন, আনকের ঔরসে ঋতধামা, জয় জন্মগ্রহণ করে।

বসুদেবের দেবকী-রোহিণী প্রমুখ অনেক পত্নী ছিলেন। রোহিণীর গর্ভে বলদেব, গদসারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃতাদি উৎপন্ন হন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীগণের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। তাঁহার দেবকী নাম্নী পত্নীতে স্বয়ং ভগবান্ অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার-হরণ করেন। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেবের সাধুকর্ণামৃত যশোরশি বর্ণন দ্বারা অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অবসায়ঃ—শ্রীশুকদেবঃ উবাচ,—বিদর্ভঃ তস্য্যং ( স্নুযাজেন স্বীকৃত্যাম্যং কন্যাম্যং ) নাম্না কুশক্রথৌ পুত্রৌ অজনয়ৎ তৃতীয়ং ( পুত্রং ) বিদর্ভকুলনন্দনং রোমপাদং চ ( অজনয়ৎ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্ ! বিদর্ভ তাঁহার পিতার পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকৃত কন্যার গর্ভে কুশ ও ক্রথ নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। বিদর্ভ-কুলনন্দন রোমপাদ তাঁহার তৃতীয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্বিংশে প্রকীর্ত্যন্তে বংশে নানামুখে যদোঃ ।

দেবকীবসুদেবাদ্যাঃ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ ॥০৥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্বিংশ অধ্যায়ে যদুর বংশে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মাতা-পিতা দেবকী ও বসুদেবাদের কথা নানাভাবে কীর্তিত হইয়াছে ॥০৥

রোমপাদসুতো বক্রবদ্রোঃ কৃতিরজায়তঃ ।

উশিকস্তৎসুতস্তস্মাচ্ছেদিচৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥২৥

অবসায়ঃ—রোমপাদসুতঃ ( রোমপাদস্য সুতঃ ) বদ্রঃ ( বভ্রুব ) বদ্রোঃ ( সকাশাৎ ) কৃতিঃ অজায়ত, তৎসুতঃ ( তস্য কৃতেঃ সুতঃ ) উশিকঃ ( জাতঃ ) তস্মাৎ ( উশিকাৎ ) চেদিঃ ( বভ্রুব ততঃ চেদেঃ ) চৈদ্যাদয়ঃ ( দমঘোষাদয়ঃ ) নৃপাঃ ( রাজানঃ বভ্রুবুঃ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—রোমপাদের পুত্র বদ্র, তাহা হইতে কৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কৃতির পুত্র উশিক, উশিক হইতে চেদি ও চৈদ্যাদি নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন ॥২

বিশ্বনাথ—চৈদ্যাদয়ঃ দমঘোষাদয়ঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চৈদ্যাদয়ঃ’—উশিক হইতে চেদি ও দমঘোষ প্রভৃতি নরপতিগণের জন্ম হয় ॥২৥

ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোহভূদ্ রক্ষিস্তস্যাত্ নিব্বৃতিঃ ।

ততো দশাহৌ নাম্নাভূৎ তস্য বোমঃ সুতস্ততঃ ॥৩

জীমুতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ ।

ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ ॥ ৪ ॥

অবসায়ঃ—ক্রথস্য পুত্রঃ কুন্তিঃ অভূৎ, তস্য ( কুন্তেঃ )

রুক্ষিঃ ( জাতঃ ), অথ ( রুক্ষেঃ ) নিকৃতিঃ ( জাতঃ ),  
ততঃ ( নিকৃতেঃ ) নাশ্না দশাহঃ ( দশাহসংজ্ঞঃ )  
অত্বে, তস্য ( দশাহস্য ) সূতঃ ব্যোমঃ ( জাতঃ ),  
ততঃ ( ব্যোমাৎ ) জীমূতঃ ( জাতঃ ) তস্য ( জীমু-  
তস্য ) বিকৃতিঃ ( পুত্রঃ ) যস্য ( বিকৃতেঃ ) সূতঃ  
ভীমরথঃ ( জাতঃ ), ততঃ ( ভীমরথাৎ ) নবরথঃ  
পুত্রঃ জাতঃ, ততঃ ( নব-রথাৎ ) দশরথঃ ( অত্বে )  
॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মের পুত্র কুন্তি, তৎপুত্র রুক্ষি ও  
তাঁহার তনয় নিকৃতি। নিকৃতি হইতে দশাহসংজ্ঞক  
পুত্রের জন্ম হয়। দশাহের পুত্র ব্যোম। ব্যোম  
হইতে জীমূতের জন্ম হয়, তৎপুত্র বিকৃতি, বিকৃতির  
পুত্র ভীমরথ, তাহা হইতে নবরথনামক সন্তানের  
উৎপত্তি হয়। নবরথ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ  
করেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মস্য বিদর্ভপুত্রস্য ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্মস্য’—বিদর্ভপুত্র ব্রহ্মের  
পুত্র কুন্তি ॥ ৩-৪ ॥

করন্তিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাজঃ ।

দেবক্ষত্রস্ততস্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ ( দশরথাৎ শকুনিঃ জাতঃ ),  
শকুনেঃ পুত্রঃ করন্তিঃ ( বভূব ), তদাজঃ ( তস্য  
করন্তেঃ আজঃ ) দেবরাতঃ ( অজায়ত ), ততঃ ( দেব-  
রাতাৎ ) দেবক্ষত্রঃ তস্য ( দেবক্ষত্রস্য ) মধুঃ ( তস্মাৎ  
কুরুবশঃ ) কুরুবশাৎ অনুঃ ( অজায়ত ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দশরথ হইতে শকুনি জন্মগ্রহণ করেন।  
শকুনির পুত্র করন্তি, তৎপুত্র দেবরাত, দেবরাত  
হইতে দেবক্ষত্র জন্মলাভ করেন। দেবক্ষত্রের পুত্র  
মধু, তৎপুত্র কুরুবশ। কুরুবশ হইতে অনু জন্ম-  
গ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য মধুঃ কুরুবশশ্চ ততঃ কুরু-  
বশাদনুঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য’—দেবক্ষত্রের পুত্র মধু  
ও কুরুবশ, ‘ততঃ’—সেই কুরুবশ হইতে অনু জন্ম-  
গ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

পুরুহোত্রস্তনোঃ পুত্রস্তস্যামুঃ সাত্বতস্ততঃ ।

ভজমানো ভজিদিব্যো রুক্ষিদেবারুধোঅন্ধকঃ ॥ ৬ ॥

সাত্বতস্য সূতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ ।

ভজমানস্য নিম্নোচিঃ কিঞ্চণো ধৃষ্টিরেবঃ চ ॥ ৭ ॥

একস্যামাজ্জাঃ পত্ন্যামন্যাস্যঞ্চ ব্রয়ঃ সূতাঃ ।

শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভোঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—অনোঃ পুত্রঃ পুরুহোত্রঃ তস্য ( পুরু-  
হোত্রস্য ), আমুঃ ততঃ ( আমুষঃ ) সাত্বতঃ ( পুত্রঃ  
বভূব )। মারিষ! ( হে আর্য্য )। সাত্বতস্য ভজ-  
মানঃ ভজিঃ দিব্যঃ রুক্ষিঃ দেবারুধঃ অন্ধকঃ মহা-  
ভোজঃ চ ( এতে ) সপ্ত সূতাঃ ( বভূবুঃ )। হে প্রভো!  
ভজমানস্য একস্যাম পত্ন্যাম নিম্নোচিঃ কিঞ্চণঃ ধৃষ্টিঃ  
এব চ ( এতে ) ব্রয়ঃ সূতাঃ অন্যাস্যাম চ পত্ন্যাম শতা-  
জিৎ, সহস্রাজিৎ অযুতাজিৎ ( ব্রয়ঃ সূতাঃ বভূবুঃ )  
॥ ৬-৮ ॥

অনুবাদ—অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র  
আমু, আমু হইতে সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। হে  
আর্য্য! সাত্বতের ভজমান, ভজি, দিব্য, রুক্ষি, দেব-  
রুধ, অন্ধক, মহাভোজ—এই সাতটী পুত্র। ভজ-  
মানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্নোচি, কিঞ্চণ, ধৃষ্টি—  
এই তিন পুত্র হয়, অপরা পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ,  
সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ  
করেন ॥ ৬-৮ ॥

বদ্ধর্দেবারুধসুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যমু ।

যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথাক্তিকাৎ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—দেবারুধেঃ সূতঃ ( দেবরুধস্য সূতঃ )  
বহুঃ ( জাতঃ ), তয়োঃ ( দেবরুধবদ্রোঃ মাহাত্ম্য-  
সূচকৌ ) অমু শ্লোকৌ পঠন্তি ( বুদ্ধা ইতি শেষঃ )  
যথা এব ( যাদৃশগুণবিশিষ্টৌ দেবরুধবদ্র ) দূরাৎ  
( দূরতঃ ) শৃণুমঃ তথা এব ( তাদৃশগুণবিশিষ্টৌ  
এব ) অক্তিকাৎ ( সমীপেহপি ) সম্পশ্যামঃ ( অব-  
লোক্যামঃ ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—দেবারুধের পুত্র বহু। দেবারুধ ও  
বহুর মাহাত্ম্য-সূচক এই শ্লোক দুইটী বুদ্ধগণ কীর্ত্তন  
করিয়া থাকেন। আমরা দূর হইতে যেরূপ দেবারুধ  
ও বহুর গুণাবলী শুনিয়াছি সাক্ষাতেও তাহাই  
দেখিতেছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সাত্ত্বতপুত্রস্য দেবারুধস্য সুতো বহুঃ  
তন্মোঃ পিতাপুত্রয়োঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বহুঃ’—সাত্ত্বতপুত্র দেবা-  
রুধের পুত্র বহু, ‘তন্মোঃ’—সেই পিতা-পুত্রের ( অর্থাৎ  
দেবারুধ ও বহুর প্রশস্তিরূপে কবিগণ দুইটি শ্লোক  
পাঠ করেন । ) ॥ ৯ ॥

বহুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবারুধঃ সমঃ ।

পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্‌সহস্রাণি চাশ্চ ॥ ১০ ॥

যেহয়তত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবারুধাদপি ।

মহাভোজোহতিধর্ম্মায়া ভোজা আসংস্কদম্বয়ে ॥১১॥

অম্বয়ঃ—( অতঃ ) মনুষ্যাণাং ( মধ্যে ) বহুঃ  
শ্রেষ্ঠঃ দেবারুধঃ দেবৈঃ সমঃ ( তুল্যঃ ভবতি ), বভ্রোঃ  
দেবারুধাৎ অপি অনু ( পশ্চাৎ ) যে ( তদ্বংশজাঃ )  
পঞ্চষষ্টিঃ চ ষট্‌ অশ্চ চ সহস্রাণি ( পঞ্চষষ্ঠ্যাধিক-  
চতুর্দশসহস্রসংখ্যকাঃ ) পুরুষাঃ ( তে তন্মোঃ সাহ-  
চর্যাৎ ) অমৃতত্বং ( মুক্তিং ) প্রাপ্তাঃ । মহাভোজঃ  
অতিধর্ম্মায়া ( আসীৎ ), তদম্বয়ে ( তস্য অম্বয়ে  
বংশে ) ভোজাঃ আসন্ ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—অতএব মনুষ্যাগণের মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ,  
দেবারুধ দেবতাতুল্য । বহু ও দেবারুধ হইতে  
তদ্বংশজ পঞ্চ ষষ্ঠ্যাধিক চতুর্দশ সহস্র পুরুষ মুক্তি-  
লাভ করিয়াছিল । মহাভোজ অতীব ধর্ম্মায়া ছিলেন ।  
তাঁহার বংশে ভোজগণ জন্মগ্রহণ করে ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—বভ্রোরিতি বহুদেবারুধয়োঃ সঙ্গপ্রভাবা-  
দিত্যর্থঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বভ্রোঃ’—বহু ও দেবারুধের  
সঙ্গপ্রভাবে তদ্বংশজ পুরুষগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন  
॥ ১০-১১ ॥

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোহভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ ।

শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিম্নোহভূদনমিত্রতঃ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—( হে ) পরন্তপ ! বৃষ্ণেঃ ( সাত্ত্ব-  
পুত্রস্য ) সুমিত্রঃ যুধাজিৎ চ পুত্রঃ ( অভূৎ ), তস্য  
( যুধাজিতঃ ) শিনিঃ অনমিত্রঃ চ ( হৌ পুত্রৌ জাতৌ )  
অনমিত্রতঃ ( সকাশাৎ ) নিম্নঃ ( পুত্রঃ ) অভূৎ ॥১২॥

অনুবাদ—হে পরন্তপ ! বৃষ্ণের পুত্র সুমিত্র ও  
যুধাজিৎ, যুধাজিতের শিনি ও অনমিত্র, অনমিত্র  
হইতে নিম্ননামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষ্ণেঃ সাত্ত্বতপুত্রস্য ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বৃষ্ণেঃ’—সাত্ত্বতপুত্র বৃষ্ণের  
দুই পুত্র—সুমিত্র ও যুধাজিৎ ॥ ১২ ॥

সত্ত্বাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিম্নস্যাখাসতুঃ সুতো ।

অনমিত্রসুতো যোহন্যঃ শিনিস্তস্য চ সত্যকঃ ॥১৩॥

অম্বয়ঃ—অথ ( অনন্তরং ) নিম্নস্য সত্ত্বাজিতঃ  
প্রসেনঃ চ ( হৌ ) সুতৌ আসতুঃ ( বভূবতুঃ ) অন-  
মিত্রসুতঃ ( অনমিত্রস্য সুতঃ ) যঃ অন্যঃ শিনিঃ ( নাম )  
তস্য চ ( শিনেঃ ) সত্যকঃ ( সুতঃ অভবৎ ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নিম্নের সত্ত্বাজিত ও প্রসেন  
নামক দুই পুত্র । অনমিত্রের শিনি নামে যে অন্য  
এক পুত্র ছিল, তাহার পুত্র সত্যক ॥ ১৩ ॥

যুযুধানঃ সাত্যকির্বে জয়ন্তস্য কুণিস্ততঃ ।

যুগন্ধরোহনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোহপরন্ততঃ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—সাত্যকিঃ ( সত্যকস্য অপত্যং ) যুযু-  
ধানঃ বৈ ( আসীৎ ), তস্য ( যুযুধানস্য ) জয়ঃ  
( জাতঃ ) ততঃ ( জন্মাতঃ ) কুণিঃ ( অজায়ত ), ততঃ  
যুগন্ধরঃ ( বভূব ), অনমিত্রস্য ( এব ) অপরঃ পুত্রঃ  
বৃষ্ণিঃ ( জাতঃ ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সত্যকের পুত্র যুযুধান । যুযুধনের  
পুত্র জয়, জয় হইতে কুণি জন্মগ্রহণ করেন । কুণি  
হইতে যুগন্ধরের উৎপত্তি হয় । অনমিত্রের অপর  
এক পুত্র বৃষ্ণি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সাত্যকিঃ সত্যকস্য পুত্রো যুযুধানঃ ।  
অনমিত্রস্যৈবাপরো বৃষ্ণিনাম পুত্রঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সাত্যকিঃ’—সত্যকের পুত্র  
যুযুধান । ‘বৃষ্ণিঃ’—অনমিত্রেরই অপর পুত্র বৃষ্ণি ॥১৪

শ্রফলকশ্চিৎকরথশ্চ গান্ধিন্যাস্ত শ্রফলকতঃ ।

অক্রুরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ ॥ ১৫ ॥



অবয়ঃ—( ততঃ বৃষ্টিতঃ ) স্বফলকঃ চিত্ররথঃ ( দ্বৌ সুতৌ জাতৌ ), স্বফলকতঃ গান্ধিন্যাং তু ( ভাৰ্য্যায়াং ) অঙ্কুরপ্রমুখাঃ বিশ্রুতাঃ ( বিখ্যাতাঃ ), দ্বাদশ পুত্রাঃ আসন্ ( অভবন্ অঙ্কুরেণ সহ ব্রহ্মোদশ ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বৃষ্টি হইতে স্বফলক ও চিত্ররথের উৎপত্তি । স্বফলক হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অঙ্কুর-প্রমুখ আর দ্বাদশ জন বিখ্যাতপুত্রের আবির্ভাব হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্কুরঃ প্রমুখো যেমামাসঙ্গাদীনামিত্যতদৃগুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অঙ্কুরপ্রমুখাঃ’—অঙ্কুর প্রমুখ ( প্রধান ) যাহাদের, এখানে ‘অতদৃগুণ-সম্বিজ্ঞান’ বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে, অঙ্কুর ব্যতীত আসঙ্গ প্রভৃতি দ্বাদশ জন পুত্র, ( অর্থাৎ স্বফলক হইতে গান্ধিনীর গর্ভে অঙ্কুর, আসঙ্গ প্রভৃতি ব্রহ্মোদশ জন বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই অর্থ । ) ॥ ১৫ ॥

আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ যুদুরো যুদুবিদ্ গিরিঃ ।

ধর্ম্মবৃদ্ধঃ সুকর্ম্মা চ ক্ষত্রোপেক্ষোহরিমর্দনঃ ॥ ১৬ ॥

শক্রয়ো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহশ্চ দ্বাদশ ।

তেষাং স্বসা সুচারাখ্যা দ্বাবঙ্কুরসুতাবপি ॥ ১৭ ॥

দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাজ্জাঃ ।

পৃথুর্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহবো বৃক্ষিনন্দনাঃ ॥ ১৮ ॥

অবয়ঃ—আসঙ্গঃ সারমেয়ঃ যুদুরঃ যুদুবিৎ গিরিঃ ধর্ম্মবৃদ্ধঃ সুকর্ম্মা চ ক্ষত্রোপেক্ষঃ অরিমর্দনঃ শক্রয়ঃ গন্ধমাদঃ প্রতিবাহঃ চ ( এতে ) দ্বাদশ ( পুত্রাঃ ভবন্তি ), তেষাং ( আসঙ্গাদীনাম্ ) সুচারাখ্যা স্বসা ( ভগিনী চ আসীৎ ), দেববানু উপদেবঃ চ ( ইতি ) দ্বৌ অঙ্কুরসুতৌ ( অভবতাং ) তথা পৃথুঃ ( একঃ ) রথাদ্যাঃ বিদু চ ( অন্যে চ ) বহবঃ চিত্ররথাজ্জাঃ ( চিত্ররথস্য আত্মজাঃ পুত্রা অভবন্ এতে ) বৃক্ষিনন্দনাঃ ( বৃক্ষিবংশজাঃ কথিতাঃ ) ॥ ১৬-১৮ ॥

অনুবাদ—তাহাদের ( সেই দ্বাদশ পুত্রের ) নাম আসঙ্গ, সারমেয়, যুদুর, যুদুবিৎ, গিরি, ধর্ম্মবৃদ্ধ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, শক্রয়, গন্ধমাদ ও

প্রতিবাহ । এই দ্বাদশ পুত্রের সুচারানাম্শী এক ভগ্নী ছিল । অঙ্কুরের দেববান ও উপদেবনামক দুই পুত্র ছিল । চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল । তাহারা সকলেই বৃক্ষকুলনন্দন বলিয়া কথিত হন ॥ ১৬-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্ররথস্য স্বফলকদ্রাতুরাজাঃ ॥ ১৬-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চিত্ররথাজ্জাঃ’—স্বফলকের দ্রাতা চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল ॥ ১৬-১৮ ॥

কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কঞ্চলবহিষঃ ।

কুকুরস্য সুতো বহির্বিলোমা তনয়শ্চতঃ ॥ ১৯ ॥

অবয়ঃ—কুকুরঃ ভজমানঃ শুচিঃ কঞ্চল বহিষঃ চ ( এতে চত্বারঃ অঙ্ককস্য সাহুতপুত্রস্য সুতা ইতি জ্ঞেয়ং ) কুকুরস্য সুতঃ বহিঃ, ততঃ ( বহেঃ ) তনয়ঃ বিলোমা ( অভূৎ ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কুকুর, ভজমান, শুচি, কঞ্চল, বহিষ—এই চারিজন অঙ্ককতনয় । কুকুরের পুত্র বহি, এবং তৎপুত্র বিলোমা ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৃক্ষেরনমিত্রপুত্রস্য নন্দনাঃ কুকুরাদ্যাঃ । বিষ্ণুপুুরাণে ত্র্যম্বকপুত্রাঃ কুকুরাদয়ো দৃষ্টাঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কুকুরঃ’—কুকুর প্রভৃতি অনমিত্রতনয় বৃক্ষের পুত্রগণ । কিন্তু বিষ্ণুপুুরাণে উক্ত হইয়াছে—কুকুর প্রভৃতি অঙ্ককের পুত্র ॥ ১৯ ॥

কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ তুষ্ণুরুঃ ।

অঙ্ককাদুন্দুভিস্তম্মাদবিদ্যোতঃ পুনর্বসুঃ ॥ ২০ ॥

অবয়ঃ—তস্য ( বিলোমুঃ ) কপোতরোমা ( জাতঃ তস্য চ সুতঃ ) অনুঃ ( বভূব ), যস্য চ ( অনোঃ ) তুষ্ণুরুঃ সখা ( অভূৎ অনোঃ অঙ্ককঃ জাতঃ ), অঙ্ককাৎ দুন্দুভিঃ, তস্মাৎ ( দুন্দুভেঃ ) অবিদ্যোতঃ ( তস্য ) পুনর্বসুঃ ( জাতঃ ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বিলোমার কপোতরোমা নামে এক পুত্র হয়, তাহার পুত্র অনু । তুষ্ণুরু এই অনুর সখা ছিলেন । অনু হইতে অঙ্ককের উৎপত্তি । অঙ্কক



হইতে দুন্দুভি, তাহা হইতে অবিদ্যোত জন্মগ্রহণ করেন। অবিদ্যোতের পুত্র পুনর্বসু ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্ধকাৎ সাত্ততপুত্রাৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অন্ধকাৎ’—সাত্ততপুত্র অন্ধক হইতে দুন্দুভির জন্ম হয় ॥ ২০ ॥

তস্যাহকশ্চাহকী চ কন্যা চৈবাহকান্নজৌ।

দেবকশ্চেগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকান্নজাঃ ॥ ২১ ॥

দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্দ্ধনঃ।

তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥ ২২ ॥

শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা।

সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য ( পুনর্বসোঃ ) আহকঃ চ ( পুত্রঃ ) আহকী চ এব কন্যা ( আসীৎ ) দেবকঃ উগ্রসেনঃ চ ( দ্বৌ ) আহকান্নজৌ ( অভবতাং ), দেববানু উপদেবঃ সুদেবঃ দেববর্দ্ধনঃ চ ( এতে ) চত্বারঃ দেবকান্নজাঃ ( দেবকস্য পুত্রাঃ অভবন্ হে ) নৃপ। তেষাং ( দেবক পুত্রাণাং ) ধৃতদেবাদয়ঃ শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী চ ( এতাঃ ) সপ্ত স্বসারঃ ( ভগিন্যাঃ ) আসন্, বাসুদেবঃ তাঃ ( সপ্ত ভগিনীঃ ) উবাহ ( উপযোমে ) ॥ ২১-২৩ ॥

অনুবাদ—পুনর্বসুর পুত্র আহক এবং কন্যা আহকী, আহকের দুই পুত্র—দেবক ও উগ্রসেন। দেববানু উপদেব, সুদেব, দেববর্দ্ধন,—এই চারিজন দেবকের পুত্র। তাঁহাদের শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেব-রক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী এবং সর্বজ্যেষ্ঠা ধৃতদেবা—এই সাত ভগ্নী ছিলেন। বসুদেব তাঁহার উক্ত ভগ্নীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২৩ ॥

কংসঃ সুনামা ন্যাগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহুস্তথা।

রাষ্ট্রপালোহথ ধৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানোগ্রসেননয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—কংসঃ সুনামা ন্যাগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ তথা সুহুঃ অথ রাষ্ট্রপালঃ ধৃষ্টিঃ তুষ্টিমান্ চ ( এতে ) উগ্রসেননয়ঃ ( উগ্রসেনস্য তনয়াঃ কথিতাঃ ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কংস, সুনামা, ন্যাগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু,

সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি, তুষ্টিমান্—ইহারা উগ্রসেনের পুত্র বলিয়া কথিত ॥ ২৪ ॥

কংসা কংসবতী কঙ্কা শুরভু রাষ্ট্রপালিকা।

উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্নিগঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—কংসাঃ, কংসবতী, কঙ্কা শুরভুঃ রাষ্ট্রপালিকা ( এতাঃ ) উগ্রসেনদুহিতরঃ ( উগ্রসেনস্য কন্যাঃ ) বসুদেবানুজস্নিগঃ ( বসুদেবস্য যে অনুজাঃ দেবভাগাদয়ঃ তেষাং স্নিগঃ ভাৰ্য্যাঃ আসন্ ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শুরভু, রাষ্ট্রপালিকা—ইহারা উগ্রসেনের কন্যা এবং বসুদেবের অনুজ দেবভাগাদির ভাৰ্য্যা ॥ ২৫ ॥

শুরো বিদূরথাদাসীভজমানস্ত তৎসুতঃ।

শিনিষ্ঠস্মাৎ স্বয়ং ভোজো হৃদিকস্তৎসুতো মতঃ ॥

অম্বয়ঃ—বিদূরথাৎ ( চিত্ররথ সুতাৎ ) শুরঃ আসীৎ ( অজায়ত ), তৎসুতঃ ( তস্য শুরস্য সুতঃ ) ভজমানঃ, তস্মাৎ ( ভজমানাৎ ) শিনিঃ ( ততঃ ) স্বয়ং ভোজঃ ( জাতঃ ), তৎসুতঃ ( স্বয়ম্ভোজঃ ) হৃদিকঃ মতঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—চিত্ররথ-পুত্র বিদূরথ হইতে শুর জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভজমান, তাহা হইতে শিনি এবং শিনি হইতে ভোজ জন্মগ্রহণ করেন। ভোজের পুত্র হৃদিক ॥ ২৬ ॥

দেবমীঢ়ঃ শতধনুঃ কৃতবর্ষ্যেতি তৎসুতাঃ।

দেবমীঢ়স্য শুরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—তৎসুতাঃ ( তস্য হৃদিকস্য সুতাঃ ) দেবমীঢ়ঃ, শতধনুঃ, কৃতবর্ষ্য ইতি ( ব্রহ্মঃ আসন্ ) দেবমীঢ়স্য ( যঃ পুত্রঃ শুরঃ তস্য ) শুরস্য মারিষা নাম পত্নী অভূৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হৃদিকের পুত্র দেবমীঢ়, শতধনু, কৃতবর্ষ্য এই তিন জন। দেবমীঢ়ের পুত্র শুর, শুরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিল ॥ ২৭ ॥

তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকল্মষান্ ।  
 বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্ ॥ ২৮ ॥  
 সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কঙ্কং শমীকং বৎসকং ব্রুকম্ ।  
 দেবদুন্দুভ্যো নেন্দুরানকা যস্য জন্মানি ॥ ২৯ ॥  
 বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্ ।  
 পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীৰ্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ৩০ ॥  
 রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যাঃ পঞ্চ কন্যাকাঃ  
 কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শুরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—তস্যাং ( মারিষায়াং ) সঃ ( শুরঃ )  
 বসুদেবং, দেবভাগং, দেবশ্রবসম্, আনকং, সৃঞ্জয়ং,  
 শ্যামকং, কঙ্কং, শমীকং, বৎসকং, ব্রুকম্ ( এতান্ )  
 অকল্মষান্ ( নিষ্পাপান্ ) দশ পুত্রান জনয়ামাস ( উৎ-  
 পাদয়ামাস ) । যস্য ( বাসুদেবস্য ) জন্মানি ( প্রাদুর্ভাব-  
 কালে ) দেবদুন্দুভয়ঃ ( দেবানাং দুন্দুভয়ঃ বাদ্য-  
 বিশেষাঃ ) আনকাঃ ( চ ) নেদুঃ ( নাদিতাঃ বভূবুঃ ।  
 ততঃ ) হরেঃ স্থানং ( হরেঃ অবতরিস্থাতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য  
 অবতরণযোগ্যং স্থানং তৎ ) বসুদেবম্ আনকদুন্দুভিঃ  
 বদন্তি ( কথয়ন্তি ), পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীৰ্ত্তিঃ,  
 শ্রুতশ্রবাঃ, রাজাধিদেবী চ ( এতাঃ ) পঞ্চকন্যাকাঃ,  
 এতেষাং ( বসুদেবাদীনাং ) ভগিন্যাঃ ( আসন্ ), পিতা  
 শুরঃ অপুত্রস্য হি ( পুত্র-বিহীনায় ইত্যর্থঃ ) সখ্যুঃ  
 কুন্তেঃ ( কুন্তি-নামকায়, সর্বত্র চতুর্থার্থে ষষ্ঠী ) পৃথাং  
 ( তন্মাননী সূতাম্ ) অদাৎ ( পুত্রীহেন্দো দদৌ অতএব  
 পৃথায়ঃ কুন্তীতি নামান্তরম্ ) ॥ ২৮-৩১ ॥

অনুবাদ—শুর তৎপত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব,  
 দেবভাগ, দেবশ্রবঃ, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক,  
 শমীক, বৎসক, ব্রুক—এই দশটী নিষ্পাপ পুত্র উৎ-  
 পাদন করেন । বসুদেবের আবির্ভাবকালে দেবতা-  
 দিগের আনক-দুন্দুভিবাদ্য হইয়াছিল, এইজন্য ভগ-  
 বানের আবির্ভাবযোগ্যস্থান বিশুদ্ধসত্ত্বময়বিগ্রহ শ্রীবসু-  
 দেবকে আনকদুন্দুভি-নামে অভিহিত করা হয় ।  
 পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীৰ্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, রাজাধিদেবী  
 এই পাঁচজন বসুদেবাদির ভগ্নী । ইহাদের পিতা  
 শুর অপুত্রকসখা কুন্তিকে পৃথানাম্নী কন্যা দান  
 করিয়াছিলেন সুতরাং পৃথারই নাম হইয়াছিল কুন্তী  
 ॥ ২৮-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ঔগ্রসেনয়ঃ উগ্রসেনস্যঃ পুত্রাঃ কংসা-  
 দয়ঃ । বিদুরথ্যচ্চিরথপুত্রাৎ সুহাদিকস্য সুতো

দেবমীচন্তস্য শুরন্তস্য মারিষা হরেঃ স্থানং হরিষত্র  
 প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ তাসু মধ্যে পৃথাং শুরন্তংপিতৈব  
 তবৈষা কন্যা ভবন্তি কুন্তেঃ কুন্তয়ে অদাৎ ॥ ২৪-৩১ ॥

টীকার বজ্রানুবাদ—‘ঔগ্রসেনয়ঃ’—(২৪নং শ্লোক),  
 কংস প্রভৃতি উগ্রসেনের পুত্র । ‘বিদুরথ্যৎ’—চির-  
 রথপুত্র বিদুরথ হইতে শুর জন্মগ্রহণ করেন । ‘দেব-  
 মীচঃ’—হাদিকের পুত্র দেবমীচ, তাঁহার এক পুত্রের  
 নাম শুর, সেই শুরের পত্নীর নাম মারিষা । ( এই  
 শুর মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি দশ জন  
 পুত্র, এবং পৃথা, শ্রুতদেবা প্রভৃতি পাঁচটি কন্যার  
 জন্মদান করেন । ) ‘হরেঃ স্থানং’—যে স্থানে শ্রীহরি  
 প্রাদুর্ভূত হন, (অর্থাৎ শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশুদ্ধ-  
 সত্ত্বময়বিগ্রহ শ্রীবসুদেব । বসুদেবের জন্মকালে  
 দেবতাগণের দুন্দুভি ও আনকের শব্দ হইয়াছিল  
 বলিয়া তাঁহাকে আনকদুন্দুভি বলা হয় ) । ‘পৃথাং’—  
 পিতা শুরই স্বীয় কন্যা পৃথাকে ‘এই কন্যা তোমার  
 হউক’, এই বলিয়া অপুত্রক নিজসখা রাজা কুন্তির  
 নিকট তাঁহার সন্তানরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন ।  
 ‘কুন্তেঃ’—কুন্তয়ে, ইহা চতুর্থীর স্থলে ষষ্ঠী প্রয়োগ  
 ॥ ২৪-৩১ ॥

সাপ দুর্কাসসো বিদ্যাং দেবহুতিং প্রতোষিতাৎ ।

তস্যা বীৰ্য্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ ॥ ৩২ ॥

অবয়বঃ—সা ( পৃথা ) প্রতোষিতাৎ ( কদাচিৎ  
 স্বগৃহমাগতং দুর্কাসসং পরিচর্যাদিনা পরিতোষিতঃ  
 তস্মাৎ ) দুর্কাসসঃ ( সকাশাৎ ) দেবহুতিং ( দেবা  
 আহুন্তে অনয়া তাং ) বিদ্যাম্ আপ ( প্রাপ্তবতী ) ;  
 তস্যাঃ ( বিদ্যায়াঃ ) বীৰ্য্যপরীক্ষার্থং ( সামর্থ্যপরী-  
 ক্ষার্থং ) শুচিঃ ( পবিত্রা সতী ) রবিং ( সূর্য্যাম্ )  
 আজুহাব ( মন্ত্রেণ তস্যাহ্বানং চক্রে ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—কোন সময় দুর্কাসা কুন্তীর গৃহে আগ-  
 মন করিলে, কুন্তি বা পৃথা পরিচর্যা দ্বারা তাঁহাকে  
 সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবহুতি অর্থাৎ  
 দেবতাদিগকে আহ্বান করিবার মন্ত্ররূপবিদ্যা প্রাপ্ত  
 হইয়াছিলেন । সেই বিদ্যার বল পরীক্ষা করিবার জন্য  
 পরমপবিত্রা কুন্তী সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন  
 ॥ ৩২ ॥

**বিশ্বনাথ**—সা চ পৃথা কদাচিদগৃহমাগতাৎ পরি-  
চর্যায়া প্রতোষিতাৎ দুর্ব্বাসসঃ সকাশাৎ দেবহুতিং  
দেবাহ্বানহেতুং বিদ্যাম্ আপ ॥ ৩২ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘সা’—এই পৃথা (কুন্তী) কোন  
সময় গৃহাগত অতিথি দুর্ব্বাসাকে পরিচর্য্যার দ্বারা  
সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ‘দেবহুতি’ নামে  
এক বিদ্যা লাভ করেন। দেবহুতি বলিতে দেবতা-  
দিগের আহ্বান করিবার মন্ত্রবিশেষ, ইহার দ্বারা যে  
কোন দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি নিকটে  
আসেন ॥ ৩২ ॥

তদৈবোপাগতং দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা ।

প্রত্য্যার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমস্ব মে ॥ ৩৩ ॥

**অম্বয়ঃ**—(সা কুন্তী) তদা এব (আহ্বানানন্তর-  
মেব) উপাগতং (নিকটবর্ত্তিনং) দেবং (সূর্য্যং) বীক্ষ্য  
(দৃষ্টা) বিস্মিতমানসা (বিস্মিতং বিস্ময়ং প্রাপ্তং  
মানসং মনঃ যস্যঃ সা তথাভূতা সতী উবাচ ইত্যর্থঃ)  
প্রত্য্যার্থং (মন্ত্রযথার্থপরীক্ষার্থং) মে (মম ময়া  
ইত্যর্থঃ) প্রযুক্তা (ইয়ং দুর্ব্বাসসা দত্তা বিদ্যা ইতি  
শেষঃ ন ত্বয়া কিঞ্চিৎ কার্য্যমশীতি ভাবঃ), (দেব !  
অতঃ ত্বং) যাহি (গচ্ছ), মে (মম ব্রুত্বাহ্বানাপরাধং)  
ক্ষমস্ব ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ**—কুন্তী সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিবামাত্র  
সূর্য্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কুন্তী সূর্য্যকে  
দেখিয়া অতীব বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—  
(হে সূর্য্যদেব ! ) দুর্ব্বাসার নিকট হইতে আমি যে  
বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার বল পরীক্ষার নিমিত্ত  
আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, সম্প্রতি আপনি  
প্রত্য্যগমন করুন। আহ্বান-জন্য আমার অপরাধ  
ক্ষমা করুন ॥ ৩৩ ॥

**বিশ্বনাথ**—দেবং সূর্য্যং প্রত্য্যার্থং পরীক্ষার্থং  
ময়া বিদ্যাপ্রযুক্তাতঃ ক্ষমস্ব সংপ্রত্য্যং কন্যাস্মি  
ত্বয়া ন কিমপি কার্য্যং যাহি ॥ ৩৩ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—‘দেবং’—সূর্য্যদেবকে কুন্তী  
বলিলেন, হে দেব ! আমি কেবলমাত্র ‘প্রত্য্যার্থং’—  
প্রত্য্য, অর্থাৎ বিদ্যার বল পরীক্ষার জন্য বিদ্যার  
প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা

করুন, সম্প্রতি আমি কন্যা, আপনার কোন প্রয়োজন  
নাই, অতএব নিজস্থানে প্রস্থান করুন ॥ ৩৩ ॥

**অমোঘং দেবসন্দর্শনাদধে ত্বয়ি চান্নজম্ ।**

যোনির্যথা ন দুষ্যত কর্ত্তাহং তে সুমধ্যম ॥ ৩৪ ॥

**অম্বয়ঃ**—(হে) সুমধ্যমে ! (হে পুত্রে ! ) দেব-  
সন্দর্শনং (দেবদর্শনম্) অমোঘম্ (অব্যর্থম্ অতঃ)  
ত্বয়ি আন্নজং চ (পুত্রম্) আদধে (আধানং করোমি),  
তে (তব) যোনিঃ যথা ন দুষ্যত (ন দুষিতা ভবেৎ)  
অহং তথা কর্ত্তা (করিষ্যামি) ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ**—(সূর্য্য বলিলেন,—) হে সুমধ্যমে  
পুত্রে ! দেবদর্শন (কখনও) ব্যর্থ হয় না, অতএব  
তোমাতে গর্ভাধান করিব। তুমি অবিবাহিতা কন্যাকা  
হইলেও যাহাতে তোমার যোনি দোষদুষ্ট না হয়,  
তাহা আমি করিব ॥ ৩৪ ॥

**বিশ্বনাথ**—সূর্য্য উবাচ—অমোঘমিত্যাদি। ননু  
তহি যোনি-দুষ্টাং কন্যাং মা কঃ পরিণয়েদিতি  
চেত্তব্রাহ যোনিরিত্তি কর্ত্তা করিষ্যামি ॥ ৩৪ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—সূর্য্য বলিলেন—‘অমোঘং’  
ইত্যাদি, অর্থাৎ দেবদর্শন কখন নিষ্ফল হয় না।  
আমি তোমার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করিব।  
যদি বলেন—তাহা হইলে যোনিদুষ্টা কন্যা আমাকে  
কে বিবাহ করিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—  
‘যোনি র্যথা’, যাহাতে তোমার যোনি দুষিত না হয়,  
আমি সেরূপ ব্যবস্থা করিব ॥ ৩৪ ॥

**ইতি তস্য্যং স আধায় গর্ভং সূর্য্যো দিবং গতঃ ।**

সদাঃ কুমারঃ সজ্জতে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৩৫ ॥

**অম্বয়ঃ**—সঃ সূর্য্যঃ ইতি (এবমুক্তা) ; তস্য্যং  
(পৃথ্যায়ং) গর্ভম্ আধায় দিবং গতঃ । (ততঃ)  
সদাঃ দ্বিতীয় ভাস্করঃ ইব কুমারঃ সজ্জতে (জাতঃ)  
॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ**—এই কথা বলিয়া সূর্য্য পৃথার (কুন্তীর)  
গর্ভাধান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর  
কুন্তীর গর্ভে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ভাস্করস্বরূপ কুমারের  
জন্ম হইল ॥ ৩৫ ॥

তং সাত্যজন্ নদীতোয়ে কৃচ্ছালোকস্য বিভ্যতী ।

প্রপিতামহস্তামুবাৎ পাণ্ডুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—সা ( কুন্তী ) লোকস্য ( অপবাদাৎ ) বিভ্যতী ( ভীতা সতী ) কৃচ্ছাৎ ( কণ্টেন পুত্রস্নেহং বিসৃজ্য ইত্যর্থঃ ) তং ( বালং ) নদীতোয়ে অত্যজৎ ( পেটিকায়্যং সংস্থাপ্য ত্যক্তবতী ), সত্যবিক্রমঃ ( সত্যে ধর্মোঃ বিক্রমঃ প্রযত্নঃ যস্য সং তব ) প্রপিতামহঃ পাণ্ডুঃ তাং ( কুন্তীম্ ) উবাৎ বৈ ( উপযমে ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—কুন্তী লোকপবাদ-ভয়ে বহু কণ্টে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্বক সেই কুমারকে পেটিকা-বদ্ধ করিয়া নদীজলে ত্যাগ করিলেন ( হে পরীক্ষিৎ ! ) তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু সেই কুন্তীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতদেবাং তুকার্ষ্যো বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহীৎ ।

যস্যামভ্যদন্তবক্র ঋষিশণ্ডো দিতেঃ সূতঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—কার্ষ্যঃ ( করাষদেশাধিপতিঃ ) বৃদ্ধ-শর্মা তু শ্রুতদেবাং ( কুন্তীভগিনীং ) সমগ্রহীৎ ( উপ-যমে ), যস্যং ( শ্রুতদেবায়্যং ) দন্তবক্রঃ ( জাতঃ যঃ পূর্বং ভগবদ্রূপালঃ বিজয়াখ্যঃ আসীৎ ) ঋষি-শণ্ডঃ ( ঋষিভিঃ শণ্ডঃ সন্ ) দিতেঃ সূতঃ ( হিরণ্যাক্ষঃ ) অভূৎ ( স এব দন্তবক্ররূপেণ শ্রুতদেবায়্যং জাতঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—করাষাধিপতি বৃদ্ধশর্মা কুন্তীর ভগিনী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রুতদেবার গর্ভে দন্তবক্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দন্তবক্র পূর্ব-জন্মে ভগবানের দ্বারপাল বিজয় ছিলেন। সনকাদি-ঋষিগণের অভিষাপে দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। ( বর্তমানে সেই হিরণ্যাক্ষই দন্তবক্র ) ॥ ৩৭ ॥

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্তিমবিন্দত ।

সন্তর্দনাদয়ন্তস্যং পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সূতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৈকেয়ঃ ধৃষ্টকেতুঃ চ শ্রুতকীর্তিম্ অবিন্দত ( উপযমে ), তস্যং ( শ্রুতকীর্ত্যাং ) কৈকয়াঃ সন্তর্দনাদয়ঃ পঞ্চ সূতাঃ আসন্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কৈকয়বংশীয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রুতকীর্তির সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

রাজাধিদেব্যামাবস্তৌ জয়সেনোহজনিষ্ট হ ।

দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—জয়সেনঃ রাজাধিদেব্যং ( ভার্য্যাম্ ) আবস্তৌ ( বিন্দানু বিন্দৌ ) অজনিষ্ট হ ( জনয়ামাস ), চেদিরাজঃ ( চেদিদেশাধিপতিঃ ) দমঘোষঃ শ্রুতশ্রবসং ( ভার্য্যাম্ ) অগ্রহীৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—জয়সেন রাজাধিদেবীর গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। চেদি-রাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবর পাণিগ্রহণ করেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—আবস্তৌ বিন্দানু বিন্দৌ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আবস্তৌ’—রাজা জয়সেন রাজাধিদেবীর গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক দুই পুত্রের জন্মদান করেন ॥ ৩৯ ॥

শিশুপালঃ সূতস্তস্যঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ ।

দেবভাগস্য কংসায়্যং চিত্রকেতু-বৃহদ্রলৌ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যঃ ( শ্রুতশ্রবসঃ ) সূতঃ ( শিশু-পালঃ ), তস্য ( শিশুপালস্য ) সম্ভবঃ ( উৎপত্তি-প্রকারস্ত ) কথিতঃ ( সপ্তমাধ্যায়ে বণিতঃ ), দেব-ভাগস্য কংসায়্যং ( ভার্য্যায়্যং ) চিত্রকেতু-বৃহদ্রলৌ ( সূতৌ জাতৌ ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রুতশ্রবর পুত্র শিশুপাল। শিশু-পালের জন্ম বিবরণ সপ্তম অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে। বসুদেবদ্রাতা দেবভাগের কংসা নাম্নী ভার্য্যায়্য কেতু ও বৃহদ্রল নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪০ ॥

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা ।

বকঃ কঙ্কাৎ তু কঙ্কায়্যং সত্যজিৎপুরুজিৎ তথা ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—দেবশ্রবসঃ ( বসুদেবদ্রাতুঃ ) কংস-বত্যাং ( ভার্য্যায়্যং ) সুবীরঃ তথা ইষুমান্ ( দ্বৌ সূতৌ জাতৌ ), কঙ্কাৎ তু কঙ্কায়্যং ( ভার্য্যায়্যং )

বকঃ, সত্যজিৎ তথা পুরুজিৎ ( ব্রহ্মঃ সুতাঃ জাতাঃ )  
॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—বসুদেব-ভ্রাতা দেবশ্রবা কংসবতীর  
পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে সুধীর ও ইষুমান্  
নামক দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। কঙ্ক হইতে কঙ্কা  
নাম্নী তদীয় ভাৰ্য্যায় বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ—  
এই তিন পুত্রের উৎপত্তি হয় ॥ ৪১ ॥

সৃজয়ো রাষ্ট্রপালায়ক রম্যদুর্মর্ষগাদিকান্ ।

হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাঞ্চ শ্যামকঃ ॥ ৪২ ॥

অম্বয়ঃ—সৃজয়ঃ চ রাষ্ট্রপালায়ক রম্যদুর্মর্ষগাদি-  
কান্ ( সুতান্ জনয়ামাস ), শ্যামকঃ চ শূরভূম্যাং  
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ ( সুতৌ জনয়ামাস ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সৃজয়, রাষ্ট্রপালী নাম্নী ভাৰ্য্যায় রম্য,  
দুর্মর্ষ প্রভৃতি এবং শ্যামক শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ  
ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র উৎপন্ন করেন ॥ ৪২ ॥

মিশ্রকেশ্যাম্পসরসি রুকাদীন্ বৎসকস্তথা ।

তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দুৰ্ব্বাক্ষ্যাং রুক আদধে ॥ ৪৩ ॥

অম্বয়ঃ—তথা বৎসকঃ মিশ্রকেশ্যাম্ অ্পসরসি  
রুকাদীন্ ( পুত্রান্ জনয়ামাস ), রুকঃ দুৰ্ব্বাক্ষ্যাং  
( ভাৰ্য্যায়াম্ ) তক্ষপুষ্কর-শালাদীন্ ( পুত্রান্ ) আদধে  
( উৎপাদয়ামাস ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বৎসক মিশ্রকেশী নাম্নী  
অ্পসরায় রুক প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন করেন। রুক  
দুৰ্ব্বাক্ষ্যা নাম্নী ভাৰ্য্যায় তক্ষ, পুষ্কর, শল্য প্রভৃতি  
পুত্রদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

সুমিত্রাজ্জুনপালাদীন্ সমীকাৎ তু সুদামনী ।

আনকঃ কণিকায়াম্ বৈ ঋতধামাজয়াবপি ॥ ৪৪ ॥

অম্বয়ঃ—সমীকাৎ তু সুদামনী ( তদ্ভাৰ্য্যা )  
সুমিত্রাজ্জুনপালাদীন্ ( সুতান্ জনয়ামাস ) । আনকঃ  
কণিকায়াম্ ঋতধামাজয়ো ( সুতৌ উৎপাদয়ামাস ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—সমীক হইতে তদীয় ভাৰ্য্যা সুদামনী,  
সুমিত্র অজ্জুনপাল প্রভৃতি পুত্রগণকে প্রসব করেন ।

আনক কণিকানাম্নী ভাৰ্য্যায় ঋতধামা ও জয়নামক  
পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করেন ॥ ৪৪ ॥

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা ।

দেবকীপ্রমুখাশাসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥ ৪৫ ॥

অম্বয়ঃ—দেবকী-প্রমুখাঃ ( দেবকী-প্রমুখা প্রধানা  
যাসাং তাঃ ) পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা,  
ইলা ( এতাঃ ) আনকদুন্দুভেঃ ( বসুদেবস্য ) পত্ন্যঃ  
( আসন্ ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা,  
মদিরা, রোচনা, ইলা—ইহারা আনকদুন্দুভি বসু-  
দেবের পত্নী । ইহাদের মধ্যে দেবকী সর্বপ্রধানা ॥ ৪৫ ॥

বলং গদং সারথঞ্চ দুর্মদং বিপুলং ধ্রুবম্ ।

বসুদেবস্ত রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

অম্বয়ঃ—বসুদেবঃ তু রোহিণ্যাং ( ভাৰ্য্যায়াম্ )  
বলং গদং সারথং, দুর্মদং, বিপুলং, ধ্রুবং, কৃতাদীনু  
চ ( সুতান্ ) উৎপাদয়ৎ ( জনয়ামাস ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—বসুদেব রোহিণীর গর্ভে বল, গদ,  
সারথ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব প্রভৃতি পুত্রদিগকে উৎপন্ন  
করেন ॥ ৪৬ ॥

সুভদ্রো ভদ্রবাহুশ্চ দুর্মদো ভদ্র এব চ ।

পৌরবাস্তনয়া হ্যেত তৃতাদ্যা দ্বাদশাভবন্ ॥ ৪৭ ॥

নন্দোপনন্দকৃতকশুরাদ্যা মদিরাঅজাঃ ।

কৌশল্যা কেশিনং ত্বেকমসুত কুলনন্দনম্ ॥ ৪৮ ॥

অম্বয়ঃ—পৌরব্যাঃ সুভদ্রঃ ভদ্রবাহুঃ চ দুর্মদঃ  
ভদ্রঃ এব চ তৃতাদ্যাঃ ( তৃতঃ আদ্যাঃ যেমাং তে  
আদিশব্দো দ্বাদশসংখ্যাপূর্ত্যর্থঃ ) এতে হি দ্বাদশ  
তনয়াঃ অভবন্ । নন্দোপনন্দকৃতকশুরাদ্যাঃ মদিরা-  
অজাঃ ( মদিরায়্যাঃ আঅজাঃ অভবন্ ), কৌশল্যা তু  
( ভদ্রা ) একং কেশিনং কুলনন্দনং ( পুত্রম্ ) ( অজনি )  
॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—পৌরবীর সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ, ভদ্র,  
ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র ছিল। নন্দ, উপানন্দ, কৃতক,

শুর—ইহার। মদিরার আত্মজ। ভদ্রাকেশী নামক এক কুলনন্দন প্রসব করেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—বসুদেবস্য ভগিনীনাং পতীন্ পুত্রাং—শোভা তদ্ভ্রাতৃণাং নবানাং পত্নীঃ পুত্রং চাহ দেব-ভাগ্যেতি নবভিঃ শ্লোকাক্ষৈঃ কৌশল্যা ভদ্রা ॥ ৪৭-৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেবের ভগিনীগণের পতি পুত্রের কথা বলিয়া, তাঁহার নয়টি ভ্রাতৃগণের পত্নী ও পুত্রদের কথা সার্কি নয়টি শ্লোকে বলিতেছেন—‘দেব-ভাগস্য’ ( ৪০ শ্লোক ), ইত্যানি, বসুদেব-ভ্রাতা দেব-ভাগের কংসা নাম্নী ভাৰ্য্যায় চিত্রকেতু ও বৃহদ্রল নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ‘কৌশল্যা’—( ৪৮ শ্লোক ) বসুদেবের ভাৰ্য্যা কৌশল্যা অর্থাৎ ভদ্রা কেশি নামক একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

রোচনাম্যামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ ।

ইলাম্যাক্ষবল্লভাদীন যদুমুখ্যাজীজনৎ ॥ ৪৯ ॥

অর্থঃ—অতঃ ( অনন্তরং ) রোচনাম্যং ( ভাৰ্য্যা-ম্যং ) হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ ( সূতাঃ ) জাতাঃ, ইলাম্যং ( ভাৰ্য্যাম্যং ) উরুবল্লভাদীন ( উরুশ্চ বল্লভশ্চ তৌ আদী যেষাং তান্ ) যদুমুখ্যান্ ( যদুঃ মুখ্যঃ প্রধানঃ যেষাং তান্ সূতান্ ) অজীজনৎ ( উৎপাদয়ামাস বসুদেবঃ ইতি শেষঃ ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বসুদেব রোচনানাম্নী ভাৰ্য্যায় হস্ত, হেমাঙ্গ প্রভৃতি পুত্র এবং ইলানাম্নী ভাৰ্য্যায় উরুবল্লভ প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠ পুত্রদিগকে উৎপন্ন করিয়া-ছিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ ।

শান্তিদেবাজ্ঞা রাজন্ প্রশমপ্রসিতাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ—আনকদুন্দুভেঃ ( বসুদেবস্য ) ধৃত-দেবায়ং ( ভাৰ্য্যায়ং ) বিপৃষ্ঠঃ একঃ ( এব সূতঃ অজ্ঞাত, হে ) রাজন্ ! শান্তিদেবাজ্ঞাঃ ( শান্তি-দেবায়ঃ বসুদেবভাৰ্য্যায়ঃ আত্মজাঃ পুত্রাঃ ) প্রশম-প্রসিতাদয়ঃ ( অভবন্ ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—আনকদুন্দুভি বসুদেবের ধৃতদেবা নাম্নী ভাৰ্য্যার গর্ভে বিপৃষ্ঠনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ

করে। হে পরীক্ষিৎ ! বসুদেবের শান্তিদেবা নাম্নী এক পত্নী ছিল। প্রশম, প্রসিত প্রভৃতি সেই শান্তি-দেবার গর্ভজাত সন্তান ॥ ৫০ ॥

রাজন্যকল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসূতা দশ ।

বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়ান্ত ষট্ সূতাঃ ॥ ৫১ ॥

অর্থঃ—( বসুদেবস্য ) উপদেবাসূতাঃ ( উপ-দেবায়ং ভাৰ্য্যায়াম্ উৎপন্নঃ সূতাঃ ) রাজন্যকল্প-বর্ষাদ্যা দশ ( অভবন্ ), শ্রীদেবায়ঃ তু ( ভাৰ্য্যায়ঃ ) বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ ( বসুশ্চ, হংসশ্চ, সুবংশশ্চ তে আদ্যাঃ যেষাং তে ) ষট্ সূতাঃ ( অজ্ঞাতঃ ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—বসুদেবের উপদেবা নাম্নী ভাৰ্য্যার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষা প্রভৃতি দশটী পুত্র হয় এবং শ্রীদেবা নাম্নী ভাৰ্য্যার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫১ ॥

দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ ।

বসুদেবঃ সূতানশ্চাভাদধে সহদেবয়া ॥ ৫২ ॥

অর্থঃ—অত্র চ দেবরক্ষিতয়া ( ভাৰ্য্যায় বসু-দেবাৎ ) গদাদয়ঃ নব ( সূতাঃ ) লব্ধাঃ । বসুদেবঃ সহদেবয়া অশ্চটী সূতান্ আদধে ( উৎপাদয়ামাস ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—বসুদেবের সৈ দেবরক্ষিতার গর্ভে গদা প্রভৃতি নয়টী পুত্র উৎপন্ন হন। সাক্ষাৎ ধর্ম-স্বরূপ অষ্টবসুসদৃশ শ্রীবসুদেব তদীয় সহদেবা ভাৰ্য্যার গর্ভে শ্রুতপ্রবরপ্রমুখ অষ্টসূত উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

প্রবরশ্রুতমুখ্যং চ সাক্ষাৎকর্ণো বসুনিব ।

বসুদেবস্ত দেবক্যামশ্চ পুত্রানজীজনৎ ॥ ৫৩ ॥

কীর্ত্তিমন্তং সুশেণঞ্চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ ।

ঋজুং সম্মর্দনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥

অশ্চটমস্ত তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ।

সুভদ্রা চ মহাভাগা তব রাজন্ পিতামহী ॥ ৫৫ ॥

অর্থঃ—সাক্ষাৎ ধর্মঃ বসুদেবঃ দেবক্যং বসুন্ ইব ( অষ্টবসুন্ ইব ) প্রবরশ্রুতমুখ্যং অশ্চট পুত্রান্ অজীজনৎ, ( তত্র চ ) কীর্ত্তিমন্তং সুশেণং চ, ভদ্রসেনম্

ঋজুং সম্মর্দনং ভদ্রম্ (এতান্ জীববিশেষান্) অহী-  
স্বরং সক্ষর্ষণং (অজীজনদিতি শেষঃ)। তয়োঃ  
(দেবকীবসুদেবয়োঃ) অষ্টমঃ তু (সূতঃ) স্বয়ং  
(সাক্ষাৎ) কিল হরিঃ এব (হে) রাজন্! তব  
পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রা চ (তয়োঃ সূতা আসী-  
দিত্যর্থঃ) ॥ ৫৩-৫৫ ॥

অনুবাদ—উদারচেতা বসুদেবের দেবকী নাম্নী  
ভার্যার আটটি পুত্র হইয়াছিল। কীৰ্ত্তিমান, সুশেণ,  
ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দন, ভদ্র—এই ছয় জন এবং সপ্তম  
পুত্র সক্ষর্ষণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অষ্টম  
সন্তান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি। হে রাজন্! তোমার  
মাতামহী সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ছিলেন ॥৫৩-৫৫॥

বিশ্বনাথ—স্বয়মেব ন হ্রংশেন ॥ ৫৩-৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্বয়মেব হরিঃ কিল’—হরি  
বলিতে সর্বা কর্ম্মক পূর্ণ ভগবান্, তিনিই স্বয়ং তাঁহা-  
দের অষ্টম পুত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন অংশ  
অর্থাৎ অবতারান্তরের দ্বারা নহে। কিল—ইহা  
নিশ্চিত ॥ ৫৩-৫৫ ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিঃ চ পাপমনঃ।

তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥ ৫৬ ॥

অবয়ঃ—যদা যদা হি (যস্মিন্ যস্মিন্ এব  
কালে) ধর্ম্মস্য ক্ষয়ঃ (বিনাশঃ) পাপমনঃ চ (অধর্ম্মস্য  
চ) বৃদ্ধিঃ (ভবতি), তদা তু (তস্মিন্ এব কালে)  
ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্যশালী) ঈশঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) হরিঃ  
(দুষ্কৃতানাং বিনাশায় সাধুনাং রক্ষণেন চ ধর্ম্মসংস্থা-  
পনায় চ) আত্মানং সৃজতে (অবতারয়তি) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—যখন যখন ধর্ম্মের ক্ষয় ও অধর্ম্মের  
বৃদ্ধি হয়, তখনই ভগবান্ সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি দুষ্কৃতি-  
সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিনাশ ও সাধুসংরক্ষণের নিমিত্ত  
স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ভগবদবতারমাত্রস্য সামান্যতঃ  
কারণমাহ যদেতি ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের অবতারমাত্রের  
সাধারণ কারণ বলিতেছেন—‘যদা যদা হি’ ইত্যাদি  
(অর্থাৎ যখন যখন জগতে ধর্ম্মের ক্ষয় ও পাপের  
বৃদ্ধি ঘটে, তখনই উহার প্রতিকারের জন্য জগদীশ্বর

ভগবান্ শ্রীহরি অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া  
থাকেন।) ॥ ৫৬ ॥

ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্ম্মণো বা মহীপতে।

আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

অবয়ঃ—হে মহীপতে! ঈশস্য (মায়ানিয়ন্তঃ)  
পরস্য (অসঙ্গস্য) দ্রষ্টুঃ (সাক্ষিণঃ) আত্মনঃ (সর্ব্ব-  
গতস্য) অস্য (ভগবতঃ হরেঃ) আত্মমায়াং বিনা  
(আত্মাভিন্নত্বেন সাধুষু বা মায়া কৃপা তাং বিনা)  
জন্মনঃ কর্ম্মণঃ বা হেতুঃ ন হি (অন্যেষাম্ সাধারণ-  
জীবানাং প্রাচীনং কর্ম্ম এব জন্মনঃ কর্ম্মণশ্চ হেতুঃ  
ভগবতস্ত ন তথা ইতি ভাবঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! মায়ানিয়ন্তা পরতত্ত্ব এক-  
মাত্র দ্রষ্টা সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির  
জন্ম-কর্ম্মাদি প্রাকৃতজীবের প্রাপ্তন্ কর্ম্মফলভোগের  
ন্যায় নহে; পরন্তু উহা নিজ হইতে অভিন্ন সাধুদিগের  
প্রতি কৃপা ব্যতীত আর কিছু নহে ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জীবস্য জন্ম-কর্ম্মণোহেতুঃ প্রাচীনং  
কর্ম্মেব স্যাৎ, তস্য চ হেতুর্মায়া শ্রীভগবতস্ত কিং  
স্যাদিত্যত আহ ন হ্যসৌতি। আত্মনঃ স্বস্য আত্মসু  
জীবেষু মায়াং কৃপাং বিনা উত্তরশ্লোকে অনুগ্রহ ইতি  
মায়ার্থবিবরণাৎ। মায়া দন্তে কৃপায়াং চেতি বিশ্ব-  
প্রকাশাৎ মায়াশব্দেনাত্র কৃপৈবোচ্যতে। কৃপায়াঃ  
ফলমভিবাঞ্ছয়তি। ঈশস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং দর্শিতাভ্যাং  
সর্ব্বজীবোদ্ধারসমর্থস্যেত্যর্থঃ। সামর্থ্যে হেতুঃ পরস্য  
সর্ব্বোৎকৃষ্টস্য। কৃপায়াং হেতুরাত্মনো জীবান্  
দ্রষ্টুঃ সংসারদুঃখান্বো পতিতান্ বিলোকয়িতুঃ ॥৫৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, জীবের  
জন্ম ও কর্ম্মের হেতু প্রাচীন কর্ম্মই, তাহার হেতু  
মায়া, কিন্তু মায়ার নিয়ন্তা শ্রীভগবানের জন্ম ও  
কর্ম্মের কি হেতু হইতে পারে? তাহার উত্তরে  
বলিতেছেন—‘ন হ্যস’ ইত্যাদি। ‘আত্মনঃ’—নিজের,  
আত্মমায়াং বিনা’—এখানে আত্মা বলিতে জীব,  
অর্থাৎ জীবের প্রতি মায়া বলিতে কৃপা ব্যতীত অন্য  
কারণ হইতে পারে না। ‘মায়া’ শব্দের অর্থ অনুগ্রহ,  
ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইবে। বিশ্বকোষ  
অভিধানে উক্ত আছে—‘মায়া শব্দের দন্ত ও কৃপা



অর্থ'। অতএব মায়্যা শব্দে এখানে শ্রীভগবানের  
কৃপাই বলিতে হইবে। কৃপার ফল অভিব্যক্ত  
করিতেছেন—‘ঈশস্য’, ঈশ্বরের অর্থাৎ জন্ম ও কৰ্ম  
প্রদর্শনের দ্বারা সৰ্ব্বজীবের উদ্ধার করিতে যিনি  
সমর্থ, তাহার—এই অর্থ। সামর্থ্যের হেতু বলিতে—  
ছেন—পরস্য, যিনি সর্বোৎকৃষ্ট। কৃপার হেতু—  
‘আত্মনঃ দ্রষ্টাঃ’—সংসাররূপ দুঃখসমূহে পতিত  
জীবগণের যিনি দ্রষ্টা ( অবলোকন কর্তা ) ॥ ৫৭ ॥

মায়্যাচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যৎপত্তাপ্যায় হি ।

অনুগ্রহস্তম্নিরত্তোরাঅলাভায় চেম্যতে ॥ ৫৮ ॥

অর্থঃ—স্থিত্যৎপত্তাপ্যায় (স্থিতিস্থিতিবিনাশায়)  
পুংসঃ ( প্রকৃতীক্ষণকর্তৃঃ ) মায়্যাচেষ্টিতং ( প্রকৃতৌ  
ঈক্ষণাদিকং যৎ কৰ্ম তদপি ) হি অনুগ্রহঃ ( জীবে  
অনুগ্রহ এব পর্যাবসীয়েত ) তম্নিরত্তেঃ ( স্থিত্যদেনি-  
রত্তেঃ হেতোঃ জীবানাম্ ) আঅলাভায় ( ভগবতো  
লাভায় ) চ ইম্যতে ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—স্থিতি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত ভগ-  
বানের আদ্যপুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মায়ার  
প্রতি যে দৃষ্টিশক্তিসংস্কাররূপচেষ্টা তাহাও জীবের  
প্রতি অনুগ্রহ বলিতে হইবে। এই প্রকার চেষ্টা  
জন্ম-মৃত্যু-নিবৃত্তি ও ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া কথিত  
হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃপায়া এব হেতুত্বং কৈমুতেন দর্শ-  
য়তি যদিতি । পুংসঃ প্রকৃতীক্ষণকর্তৃং মায়্যাং  
যচেষ্টিতমীক্ষণাদিকং কৰ্ম জীবানাং স্থিত্যাদ্যর্থং  
হি নিশ্চিতঃ তদ্যপি অনুগ্রহাদেব হেতোঃ কৈমুত  
মায়্যাগন্ধেনাপি রহিতং গোবর্দ্ধনধারণাদিচেষ্টিতমিতি  
ভাবঃ । বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকং প্রাপ্য জীবা বিষয়ভোগাদি-  
কং প্রাপ্তবৃত্তিতি যা কৃপা তত এব মায়্যাং চেষ্টিত-  
মিত্যর্থঃ । ননু বিষয়ভোগাদিহেতুভ্যাং স্থিত্যদিভ্যাং  
পুনঃ সংসারদুঃখমেব স্যাদিতি কোহয়মনুগ্রহস্তত্রাহ  
—তম্নিরত্তেষ্টেমাং স্থিত্যাদীনাং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যনি-  
রত্তোরাঅনে ভগবতো যো লাভস্তদর্থক্ষেম্যতে । বুদ্ধী-  
ন্দ্রিয়াদিকং বিনা ভক্তিজ্ঞানাদ্যপি ন সিদ্ধোদিতি জীব-  
মাত্রেষু কৃপৈব হেতুরিত্যর্থঃ । যদুত্তং—বুদ্ধীন্দ্রিয়-

মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎপ্রভুঃ । মাত্রার্থঃ ভবার্থঃ  
আত্মনে কল্পনায় চেতি ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃপার হেতুত্বই কৈমুত্বিক  
ন্যায় দেখাইতেছেন—‘যৎ মায়্যাচেষ্টিতং ইত্যাদি ।  
‘পুংসঃ’—প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা পুরুষের মায়ার প্রতি  
যে চেষ্টা, অর্থাৎ ঈক্ষণাদি কৰ্ম, তাহা নিশ্চিতই  
জীবগণের স্থিতি প্রভৃতির নিমিত্ত, তাহারও কারণ  
অনুগ্রহই । তাহাতে আবার মায়ার লেশমাত্ররহিত  
গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলার কথা অধিক কি বক্তব্য ?  
—এই ভাব । বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ  
বিষয়ভোগাদি লাভ করুক—এইরূপ যে কৃপা,  
তাহার নিমিত্তই মায়ার প্রতি ঈক্ষণাদি কৰ্ম । যদি  
বলেন—দেখুন, বিষয়-ভোগাদির কারণে স্থিতি  
প্রভৃতির দ্বারা জীবের পুনরায় সংসার-দুঃখই হয়,  
ইহা আবার তাহার কিপ্রকার অনুগ্রহ ? তাহার  
উত্তরে বলিতেছেন—‘নিরত্তেঃ আঅলাভায় চ’, ভক্তি,  
জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা সেই জন্ম-মরণ-নিবৃত্তি এবং  
শ্রীভগবানের যে প্রাপ্তি, তাহার জন্য এই মান্বিক  
বিলাস । বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি বিনা ভক্তি ও জ্ঞানাদিও  
সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব এই স্থিত্যাদির কারণও  
জীবমাত্রের প্রতি তাহার কৃপাই এই অর্থ । যেমন  
শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—“বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণান্”  
( ১০।৮।৭।২ ) ইত্যাদি, অর্থাৎ ঈশ্বর জীবগণের বিষয়-  
ভোগ ( মাত্রার্থ ), জীবনে কৰ্ম্মানুষ্ঠান, পরলোকে  
ভোগ এবং ‘অকল্পনায়’—কল্পনানিবৃত্তি বলিতে  
মুক্তির জন্য যথাক্রমে তাহাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও  
প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্জনৈঃ ।

ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ ॥ ৫৯ ॥

অর্থঃ—নৃপলাঞ্জনৈঃ ( রাজোচিতলক্ষণযুগ্ধৈঃ )  
অসুরৈঃ ( চৈদ্যাদিভিঃ ) অক্ষৌহিণীনাং ( অক্ষৌহিণী-  
সংখ্যানাং সেনানাং ) পতিভিঃ আক্রম্যমাণায়াঃ ( অব-  
রুদ্ধায়াঃ ) ভুবঃ ( পৃথিব্যাঃ ) অভারায় ( ভারপরি-  
হারায় ) কৃতোদ্যমঃ ( কৃতঃ উদ্যমঃ অবতার রূপঃ  
যেন সঃ অবততার ইত্যর্থঃ ) ॥ ৫৯ ॥



**অনুবাদ**—রাজোচিতলক্ষণযুক্ত অসুরগণও অক্ষৌহিণী সৈন্যাদ্যক্ষগণ কর্তৃক অবরুদ্ধা এই পৃথিবীর ভার অপনোদন করিবার জন্য ভগবান্ এই প্রকার উদ্যম করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

**বিশ্বনাথ**—শ্রীকৃষ্ণস্য তু জন্ম-কৰ্ম্মণোহেতুঃ স্পষ্টমেব পৃথিব্যাং পৃথিবীস্থজনেষু সাধকসিদ্ধভক্তে-  
ষ্বপি কৃপৈব দৃশ্যত ইত্যাহ অক্ষৌহিণীনামিতি  
সংগতিঃ । ভুবো ভারহরণাৎ অসুরাণামপি বধেন  
সংসারহরণাৎ কৃপান্তা ॥ ৫৯ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্মের হেতু স্পষ্টতঃই পৃথিবীস্থিত জনসমূহের এবং সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণের প্রতি কৃপাই পরিলক্ষিত হয়, ইহা বলিতেছেন—‘অক্ষৌহিণীনাম্’ ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে । ‘ভুবঃ অভারায়’—অসুরগণের ভারে আক্রান্ত পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য ভগবানের এই উদ্যম, অর্থাৎ অসুরগণের বধের দ্বারা তাহাদের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার হরণ করায় তাহাদের প্রতিও শ্রীভগবানের কৃপাই উক্ত হইল ॥৫৯

**কৰ্ম্মাণ্যপরিমেয়ানি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ ।**

**সহস্কর্ষগণচক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৬০ ॥**

**অম্বয়ঃ**—ভগবান্ মধুসূদনঃ সহস্কর্ষগঃ (স্কর্ষণেন সহ) সুরেশ্বরৈঃ মনসা অপি অপরিমেয়ানি (অবিতর্ক্যাণি) কৰ্ম্মাণি চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৬০ ॥

**অনুবাদ**—স্কর্ষণসহ মধুসূদন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাহা মনের দ্বারাও করিতে পারে না, সেই সকল অবিতর্ক কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

**কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোদম্ ।**

**অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ ॥ ৬১ ॥**

**অম্বয়ঃ**—(ভগবান্) কলৌ জনিষ্যমাণানাং (ভাবিনাং) ভক্তানাং অনুগ্রহায় সুপুণ্যং (পবিত্রজনকং) দুঃখশোকতমোদম্ (দুঃখশোকতমসাং নাশকং) যশঃ ব্যতনোৎ (সকলমাত্রাণ্যপি ভূভারহরণক্ষমোহপি ভক্তানাম্ অনুগ্রহার্থমেব স্বয়ং কৰ্ম্মানু-  
তিষ্ঠন যশঃ বিস্তারয়ামাস ইতি ভাবঃ) ॥ ৬১ ॥

**অনুবাদ**—কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই সকল ভক্তদিগকে কৃপা করিবার নিমিত্ত ভগবান্ নিজ পবিত্রজনক শোক-মোহাদি তমোশিনী কীৰ্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

**বিশ্বনাথ**—ভুবি স্থিতেষু কৃপামুক্তা ভূতি স্বাস্যৎ-  
স্বপি কৃপামাহ কলাবিত্তি তমোহবিদ্যা ॥ ৬১ ॥

**টীকার বঙ্গানুবাদ**—শ্রীভগবানের প্রকটকালে যাহারা পৃথিবীতে অবস্থিত ছিলেন, তাহাদের প্রতি কৃপার উল্লেখ করিয়া, যাহারা ভবিষ্যতে থাকিবেন, তাহাদের প্রতিও কৃপা বলিতেছেন—‘কলৌ’ ইত্যাদি । ‘তমঃ’—বলিতে অবিদ্যা, অর্থাৎ কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিমিত্ত দুঃখ, শোক ও অবিদ্যাবিনাশক ‘সুপুণ্যং যশঃ’—পরম পবিত্র যশোরশি বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

**যস্মিন্ সৎকর্ণপীযুষে যশস্তীর্থবরে সক্রৎ ।**

**শ্রোত্রাজলিরূপস্পৃশ্য ধনুতে কৰ্ম্মবাসনাম্ ॥ ৬২ ॥**

**অম্বয়ঃ**—(লোকঃ) সৎকর্ণপীযুষে (সতাৎ কৰ্ণয়োঃ পীযুষে অমৃততুল্যে) যস্মিন্ যশস্তীর্থবরে (যশোরূপে তীর্থশ্রেষ্ঠে) শ্রোত্রাজলিঃ (শ্রোত্রমেব অঞ্জলিঃ পানসাধনং যস্য সঃ পুরুষঃ) সক্রৎ (একবারমেব) উপস্পৃশ্য (আচমনমাত্রং কৃত্বা ভগবদ্যশোগাথাম্ আচমনজলবৎ কিঞ্চিৎ আকৰ্ণ্য ইত্যর্থঃ) কৰ্ম্মবাসনাম্ (মোক্ষপ্রতিবন্ধকীভূতাত্) ধনুতে (ক্ষপ-  
য়তি) ॥ ৬২ ॥

**অনুবাদ**—সাধুদিগের কর্ণামৃত ও শ্রেষ্ঠতীর্থস্বরূপ ঐ যশঃ কর্ণপুটে পান বা একবারমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইলে, পুরুষমাত্র কর্ম্ম-বন্ধন নাশ করিতে সমর্থ হন ॥ ৬২ ॥

**বিশ্বনাথ**—ননু সুপুণ্যমিত্যুক্তা যশঃ স্বর্গজনক-  
মবগম্যতে তত্র মৈবমিত্যাহ যস্মিন্মিতি । সঙ্ঘিঃ  
কর্ণপেয়পীযুষময়ে যশোরূপে তীর্থবরে শ্রোত্রমেবা-  
ঞ্জলিঃ পানসাধনং যস্য স উপস্পৃশ্য আচমনমাত্রং  
কৃত্বা কিং পুনরাপীয় সক্রদেকবারমপি কিং পুন-  
র্বহশঃ কৰ্ম্মবাসনামবিদ্যাং যস্য পরোক্ষবতিনোহপি  
যৎ কিঞ্চিদ্ যশঃশ্রবণমাত্রেনৈব সংসারং তরন্তীত্যর্থঃ  
॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ‘সুপু-  
ণ্যং’, ইহা বলায় ঐ যশঃ স্বর্গজনক, এরূপ বুঝাই-  
তেছে। তাহার উত্তরে—না, কখনই না, ইহা  
বলিতেছেন—‘যস্মিন্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণের  
কর্ণযুগলের অমৃতস্বরূপ, সেই যশোরূপ শ্রেষ্ঠতীর্থে  
কর্ণরূপ অঞ্জলির সাহায্যে একবার মাত্র আচমন  
করিয়াই মানব কৰ্ম্মবাসনা অর্থাৎ অবিদ্যা পরিত্যাগ  
করিতে সমর্থ হয়। একবার মাত্র আচমন করিয়াই  
যদি এরূপ ফল হয়, তাহাতে একবার যদি পান  
করা যায়, তাহাতে আবার বহুবার যদি পান করা  
যায়, তাহার কথা অধিক কি বক্তব্য? পরোক্ষ-  
ভাবেও যৎকিঞ্চিৎ যশঃ শ্রবণমাত্রেই জীব সংসার  
হইতে উত্তীর্ণ হয়—এই অর্থ ॥ ৬২ ॥

— — —

ভোজরক্ষাক্ষকমধুশুরসেনদশাহকৈঃ ।

শ্লাঘনীয়েহিতঃ শব্দং কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ ॥ ৬৩ ॥

স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈবিক্রমলীলয়া ।

নুলোকং রময়ামাস মূর্ত্যা সর্বাঙ্গরময়া ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—ভোজরক্ষাক্ষকমধুশুরসেনদশাহকৈঃ  
( ভোজশ্চ রক্ষিচ্চ অক্ষকশ্চ মধুশ্চ শুরসেনশ্চ দশাহ-  
কশ্চ তৈঃ ) কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ শব্দং ( সর্বদা )  
শ্লাঘনীয়েহিতঃ ( শ্লাঘনীয়ম্ ঈহিতং চেষ্টিতং যস্য  
সঃ কৃষ্ণঃ ) স্নিগ্ধ-স্মিতেক্ষিতোদারৈঃ ( স্নিগ্ধং স্নেহ-  
পূর্বকং স্তিতং হাস্যং যত্র তথাভূতং যদীক্ষণং দর্শনং  
তেন উদারৈঃ অকপটৈঃ ) বাক্যৈঃ বিক্রমলীলয়া  
( গোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদিলীলয়া চ ) সর্বাঙ্গরময়া ( সর্বাস্তৈঃ  
রময়া ) মূর্ত্যা ( বিগ্রহেণ চ ) নুলোকং রময়ামাস  
॥ ৬৩-৬৪ ॥

অনুবাদ—ভোজ, রক্ষি, অক্ষক, মধু, শুরসেন,  
দশাহ, কুরু, সৃঞ্জয়, পাণ্ডু-বংশীয় সকলেই যাহারা  
চেষ্ঠাসমূহের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ ও স্নেহপূর্বক ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি,  
উদার-বাক্য ও গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি লীলা ও  
সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তিদ্বারা মনুষ্যালোককে আনন্দ প্রদান  
করিয়াছিলেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—তৎসমকালভবত্বেনাপরোক্ষবত্বিনস্ত-  
লীলাপরিকরাস্তৃগণ্যমহিমানঃ পরমমন্যো এবোত্যা

ভোজেত্যাदि। যে তু তস্যাতিপ্রেমবিষয়াভূতা নেত্রা-  
ঞ্জলিভ্যাং তদীয়রূপমাদুর্য্যপানাসক্তাঃ । শ্রোত্রাদীনপি  
ফলয়ন্তি তে ত্বতিথন্যা ইত্যাহ—স্নিগ্ধং স্মিতং যত্র  
তথাভূতং যদীক্ষিতমবলোকনং তেনোদারৈর্মনো-  
বাঞ্ছাপূরকৈঃ কদাচিদ্ধিক্রমস্য স্বমধুরচরণবিন্যাসস্য  
বীররসব্যঞ্জকস্য স্বশৌচীর্ষস্য বা লীলয়া নুলোকং  
মনুষ্যজাতিং স্বপ্রিয়জনসমূহম্ ॥ ৬৩-৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার সমকালোৎপন্ন বলিয়া  
প্রত্যক্ষভাবে যাহারা লীলার পরিকর, তাহারা অপরি-  
সীম মহিমান্বিত পরম মান্যই ইহা বলিলেন—  
‘ভোজ’ ইত্যাদি। তন্মধ্যে যাহারা তাহার অতিশয়  
প্রেমপাত্র, নেত্ররূপ অঞ্জলির দ্বারা তদীয় রূপমাদুর্য্যের  
পানে আসক্ত হইয়া শ্রোত্রাদিকেও সফল করিতেছেন,  
তাহারা অভিধন্যই, ইহা বলিতেছেন—‘স্নিগ্ধ-স্মিত’  
ইত্যাদি, সরস মৃদুমন্দ হাস্য যেখানে, তাদৃশ যে অব-  
লোকন, তাহার দ্বারা উদার বাক্য, অর্থাৎ মনো-  
বাঞ্ছাপূরক বাক্যলাপের দ্বারা, আবার কখন  
‘বিক্রমলীলয়া’—স্বীয় মধুর চরণবিন্যাসরূপ, অথবা  
বীররসব্যঞ্জক শৌর্য্যপ্রকাশক লীলার দ্বারা ( এবং  
সর্বাঙ্গসুন্দর নিজ শ্রীবিগ্রহ দ্বারা ) ‘নুলোকং’—  
মনুষ্যালোককে, বিশেষতঃ নিজ প্রিয়জনসমূহকে  
শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩-৬৪ ॥

— — —

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-

ব্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্ ।

নিত্যোৎসবং ন তত্পদৃশিভিঃ পিবন্ত্যো

নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেষচ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—যস্য ( কৃষ্ণস্য ) মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-  
ব্রাজৎকপোলসুভগং ( মকরাকৃতিভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং যৌ  
চারু কণৌ ব্রাজন্তৌ দীপ্যমানৌ কপোলৌ চ তৈঃ  
সুভগং সুন্দরং ) সবিলাসহাসং ( সবিলাসঃ হাসঃ  
যস্মিন্ তৎ ) নিত্যোৎসবং ( নিত্যং সর্বদা উৎসবঃ  
আনন্দঃ যস্মিন্ তৎ ) আননং ( বদনং ) দৃশিভিঃ  
( নেত্রৈঃ ) পিবন্ত্যঃ ( পানং কুর্বন্ত্য ইব অতিতৃষ্ণা  
পশ্যন্ত্যঃ ইত্যর্থঃ ) মুদিতাঃ ( হস্তাঃ ) নার্য্যঃ ন  
তত্পুঃ, ( পরস্ত ) নিমেষঃ ( নিমেষোন্মেষণকর্ত্তুঃ সম্বন্ধে )  
কুপিতা ( বভূবুঃ ) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের মকরাকৃতি-কুণ্ডল-শোভিত মনোহর কর্ণযুগল ও তদ্বারা দীপ্যমান গণ্ডযুগল কি সুন্দর বিলাসযুক্ত হাস-সমন্বিত বদনমণ্ডলে যেন নিত্য উৎসব লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেই বদন দৃষ্টিদ্বারা আনন্দসহকারে পান করিয়া নর-নারীর তৃপ্তি হইত না, বরং নয়নের নিমেষে অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষ-কর্তার নিমির প্রতি কোপ করিতেন ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—তেশ্বপি ব্রজবাসিনস্তেশ্বপি গোপ্যস্তৎ-প্রিয়নন্দসংস্থান্শচ তন্মাদুর্য্যপানপ্রবরাঃ পরমধন্যতমা ইত্যাহ যস্যোতি। সর্ব্বাঙ্গেশ্বপি মধ্যে পরমমধুর-মাননং তদাননমপ্যুদ্বীধোভাগাভ্যাং দ্বিধা বিভক্তং মহামাদুর্য্যং ভবতি। তন্নাপি সর্ব্বমহামাদুর্য্যাং চক্ৰবর্তীহাসামৃতমহামধুরিমা তদধরভাগমধ্যে নিবস-তীতধরভাগং বর্ণয়তি। মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারু দেদীপ্যমানৌ যৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ যৌ কপালৌ তাভ্যাং সুভগং দ্রষ্টৃজনমনোহরম্। বিলাসৈর্হ্যোৎ-সুক্যচাপলাদিভির্দোত্যমানৈঃ সহিতো হাসো যত্র তৎ। যথা মকরকুণ্ডলাভ্যাং সকাশাদপি চারু কর্ণৌ ভ্রূষণভ্রূষণাঙ্গমিত্যুজ্জ্বল্যোরপি শোভাবদ্বক্ত্বাৎ অর্থাৎ মকরকুণ্ডলাভ্যাং তাভ্যাং সকাশাদপি ভ্রাজন্তৌ কপালৌ। অন্তর্ব্তিচর্ক্যমাগতামূলস্য পার্শ্বস্থয়ো-র্হাসকুণ্ডলয়োশ্চ ছবিমদ্ভাৎ তামূলহেতুকদরোত্তুঙ্গিম-বদেকতরুদ্বাদতিস্বচ্ছদ্বাদতিসুকুমারদ্বাদ্চ অর্থাৎ মকরকুণ্ডলাভ্যাং তাভ্যাং সকাশাদপি সবিলাসো হাসঃ বিশ্বাধর-দশনস্কণী-শোভানুরঞ্জিতদ্বাৎ সর্ব্ব-মাদুর্য্য-মহারাজচক্ৰবর্তীত্বাৎ স্বজ্যোৎস্নাপ্রবাহনির্ব্বা-পিতসর্ব্বসন্তাপশ্রেণীকত্বাৎ সর্ব্বভক্তচেষ্টাকোরা-তিলোভনীয়দ্বাদ্ যুবতিজনকামামুধিবদ্বক্ত্বাৎ ব্রজ-কুলবালা কুলজাতিধর্ম্মধৈর্য্যধ্বংসকমহোন্মাদপ্রবর্তক-কান্দ-ধর্ম্মবদ্বাৎ যত্র তৎ। দৃশিভিনেত্রাজলিভিঃ পিবন্ত্যোহপি ন তত্পুঃ। নিমেষোন্মেষমাত্রব্যবধান-মপ্যাসহমানাস্তৎকর্তৃনিমেষঃ কুপিতা বভূবুরিতি নিমেষাসহত্বেন রূঢ়মহাভাবলক্ষণেনাত্র স্ত্রিয়ো গোপ্য এব ন্যান্যঃ নরাঃ কৃষ্ণপ্রিয়নন্দসংস্থাঃ সুবলাদয়ঃ নান্যে জ্যেষ্ঠাঃ। গোপীঃ প্রিয়নন্দসংস্থাশ্চ বিনা রূঢ়ভাবস্যান্যত্রোদয়সম্ভাবাৎ। যদুভ্যমুজ্জল-নীলমণৌ। আদ্যা প্রেমাস্তিকিং তন্নানুরাগাতাং সমঞ্জসা। রতিভাবাস্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে।

রতিনন্দময়স্যানামনুরাগাস্তিমাং স্থিতিম্। তেষেব সুবলাদীনাং ভাবান্তামেব গচ্ছতীতি ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে ব্রজবাসিগণ, তাহাতে আবার গোপিকাগণ ও তাঁহার প্রিয়নন্দসংখাগণ তাঁহার মাদুর্য্যপানে শ্রেষ্ঠ পরম ধন্যতম, ইহা বলিতেছেন—‘যস্য’ ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে পরম মধুর বদনমণ্ডল, তাহাও উদ্ভূ ও অধোভাগে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া মহামাদুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। তন্মধ্যেও সকল মহামাদুর্য্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যামৃত মহামধুরিমা, যাহা তাঁহার অধরভাগমধ্যে বিরাজমান, এইজন্য সেই অধরভাগের বর্ণনা করিতেছেন—‘মকরকুণ্ডল’-ইত্যাদি, মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা দেদীপ্যমান যে কর্ণযুগল, তাহাদের দ্বারা শোভিত যে গণ্ডযুগল, তাহার দ্বারা ‘সুভগ’—সুন্দর, অর্থাৎ দ্রষ্টৃজনের মনোহর, ‘সবিলাসহাসং’—বিলাস বলিতে হইবে, ওৎ-সুক্য ও চাপলাদি প্রকাশের সহিত হাস্য যেখানে সেই বদনমণ্ডল। অথবা মকরকুণ্ডলদ্বয় হইতেও অতিশয় সমুজ্জ্বল কর্ণযুগল, ‘ভ্রূষণভ্রূষণাং’—যে অপের শোভায় অলঙ্কারই অলঙ্কৃত হয়, এরূপ বলায়, উভয়েরই শোভাবদ্বক্ত্ব হইলেও, অর্থাৎ সেইরূপ মকরকুণ্ডলদ্বয় হইতেও গণ্ডযুগল সমধিক শোভিত। তাহাতে তামূলচর্কণকালে গণ্ডযুগলের উভয় পার্শ্ব উত্তুল (অত্যন্ত) হওয়ায় অতিশয় স্বচ্ছ ও সুকু-মারত্বহেতু সেই মকরকুণ্ডলদ্বয় হইতেও বিলাসযুক্ত হাস্য, বিশ্বাধর ও দন্তোষ্ঠপ্রান্তভাগের শোভায় অনু-রঞ্জিত হওয়ায় গণ্ডযুগল সর্ব্বমাদুর্য্য মহারাজ-চক্ৰবর্তী। যেহেতু তাহা নিজকিরণপ্রবাহে সকলের সর্ব্ববিধ সন্তাপ-নিবর্তক, সর্ব্বভক্তজনের চিত্তরূপ চকোরের অতিলোভনীয়, যুবতিজনের কামামুধি-বদ্বক, ব্রজবালিকুলের কুল-জাতি-ধর্ম্মধৈর্য্যাदि-নাশক মহোন্মাদ-প্রবর্তক কান্দনধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ কন্দমল। ‘দৃশিভিঃ’—নয়নরূপ অঞ্জলির দ্বারা সেই বদনশোভা পান করিয়াও নর ও নারীগণ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। নিমেষ উন্মেষের ব্যবধানমাত্র সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা নিমেষ-সৃষ্টিকর্তা নিমির প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন।

এখানে নিমেষের অসহনত্বহেতু রূঢ় মহাভাবের লক্ষণাক্রান্ত নারীগণ শ্রীব্রজগোপিকাই, অপরে নহে

তদ্রূপ নর বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নন্দন সখা সুবলাদিই, অপরে নহে—ইহা বুঝিতে হইবে। যেহেতু গোপীগণ ও প্রিয়নন্দন সখা ব্যতীত রূত ভাবের অন্যত্র উদয়ই সম্ভব নহে। যেমন উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত হইয়াছে—“আদ্যা প্রেমান্তিকা” ( ১৪।২৩২-২৩৩ ), অর্থাৎ আদ্যা সাধারণী রতির প্রেম পর্য্যন্ত সীমা। সমজসা রতির অনুরাগ পর্য্যন্ত। মহিষীগণের চিন্তামণিবৎ রতিকে ‘সমজসা’ বলে। সমর্থা রতি ভাবের চরম সীমায় উপনীত হয়। গোপীগণের কৌস্তভমণিবৎ অনন্যলভ্যা রতিকে সমর্থা ( রতি ) বলে। ‘সমর্থত্ব’-পদে শ্রীকৃষ্ণবশীকারাদি মহাভগ-কদম্বই বাচ্য। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তু নিচয়ের লবলেশেও সমর্থা রতি প্রোদ্বুদ্ধ হইয়া কুলধর্মাদি সর্ববিশ্মরণ করায় এবং উহা সাম্রতমাও হয়। ভাবান্তিম সীমা পর্য্যন্ত ইহার সূষ্ঠ গতি হইয়া থাকে। নন্দন বয়স্যগণের অনু-রাগান্তিমা স্থিতি, তন্মধ্যে সুবলাদির ভাবান্তিম সীমা পর্য্যন্ত গতি ॥ ৬৫ ॥

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদুজমেধিতার্থো

হত্বা রিপুন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ ।

উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে

আত্মানমান্বনিগমং প্রথয়ন্ জনেশু ॥ ৬৬ ॥

অবয়বঃ—পুরুষঃ ( পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণঃ ) জাতঃ ( বসুদেবাৎ দেবক্যাম্ আবির্ভূতঃ সন্ ) পিতৃগৃহাৎ ব্রজং গতঃ ( তত্র চ ) এধিতার্থঃ ( ব্রজবাসিনাম্ এধিতাঃ সম্বধিতা অর্থাৎ যেন সঃ তথাভূতঃ সন্ ) রিপুন্ ( পুতনাদীন্ ) হত্বা কৃতোরুদারঃ ( কৃতো স্বীকৃতোঃ উরবঃ শ্রেষ্ঠাঃ দারাঃ কলত্রাণি যেন সঃ ) তেষু ( দ্বারেষু ) সুতশতানি ( সুতানাং শতানি ) উৎপাদ্য ( জনয়িত্বা ) আত্মনিগমং ( স্বকীয়বেদমার্গং ) জনেশু প্রথয়ন্ ( বিস্তারয়ন্ ) ক্রতুভিঃ ( নানাবিধৈঃ যোগৈঃ ) আত্মানম্ সমীজে ( সমাগরাধিতবান্ ) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইয়া তথা হইতে ব্রজে গমনপূর্বক ব্রজবাসিদিগের আন্তি-বর্দ্ধন, পুতনাদি শত্রু বিনাশ করেন। অনন্তর দারপরিগ্রহ করিয়া স্বকীয়পত্নীগণের গর্ভে শত পুত্র উৎপন্ন করিয়া লোক-সমাজে

বেদ-মার্গ বিস্তার করিবার জন্য নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা নিজেই অর্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—অথ কে তে জন্মকন্মণী ইত্যপেক্ষায়াং সর্বমেব যুগপৎ স্ফুরিতং তদ্রিতমাপাততো নিজোৎকর্ষা কৃষ্ঠনেচ্ছয়া রাজোৎকর্ষাবর্দ্ধনেচ্ছয়া চ সমাসেন বর্ণয়তি জাত ইতি দ্বাত্যাম্। পিতৃবসুদেবস্য গৃহাৎ ব্রজং গতঃ কিমর্থম্ এধিতঃ প্রকটীকৃত্য বর্দ্ধিতঃ বৃদ্ধিসীমাং প্রাপিতোহর্থঃ সর্বপুরুষার্থশিরোমণিঃ প্রেমা যেন সঃ। প্রেমপ্রখ্যাপনস্যেবাবতার-মুখ্যপ্রয়োজনত্বাৎ প্রেমশ্চ ব্রজ এব বৃদ্ধিসীমাপ্রাপ্ত-ত্বাচ্চ। রিপুন্ হত্বৈতি রিপুভ্যো মোক্ষপ্রদানমপ্যেকং প্রয়োজনমিতি তেষু দারেষু সুতশতান্যুৎপাদ্যোত্যাদিনা বর্ণাশ্রমধর্মসংস্থাপনঞ্চ দর্শিতম্। নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাৎ পুরুষঃ। আত্মানং সমীজে ইজ্যমানস্যান্যাস্যাভাবাৎ কিমর্থং সমীজে তত্রাহ। আত্মনিগমং আত্মানুগতং স্বকীয়ং বেদমার্গম্ ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কি সেই জন্ম ও কন্ম?—ইহার অপেক্ষায় তাঁহার চরিত সমস্ত এক-সঙ্গে স্ফুরিত হওয়ায় নিজের উৎকর্ষা নিরুত্তি এবং রাজা পরীক্ষিতের উৎকর্ষা বর্দ্ধনের নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন—‘জাতঃ’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। ‘পিতৃগৃহাৎ’—পিতা বসুদেবের গৃহ হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—‘এধিতার্থঃ’ ‘অর্থ’ বলিতে সর্বপুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম, তাহা প্রকটনপূর্বক বৃদ্ধিসীমায় উপনীত করার জন্য। তাঁহার অবতারের মুখ্য প্রয়োজন প্রেমপ্রখ্যাপন, সেই প্রেম ব্রজেই চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। ‘রিপুন্ হত্বা’—শত্রুগণকে বধ করিয়া, অর্থাৎ শত্রুদিগকে মোক্ষপ্রদানও একটি প্রয়োজন। ‘তেষু’—দ্বারকায় বহু রমণীকে বিবাহ করিয়া, তাঁহাদের গর্ভে অসংখ্য পুত্র উৎপাদনপূর্বক বর্ণাশ্রম ধর্মসংস্থাপন-ও প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘পুরুষঃ’—তিনি নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলিয়া পুরুষ। ‘আত্মানং সমীজে’—ইজ্যমান অন্য কেহ না থাকায়, নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা তিনি নিজে নিজেরই অর্চনা করিয়া-ছিলেন। কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—‘আত্ম-নিগমং’, লোকসমাজে আত্মানুগত স্বীয় বেদমার্গ বিস্তারের জন্য ॥ ৬৬ ॥

পৃথ্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরাণা-  
মন্তঃসমুখকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ ।  
দৃষ্ট্যা বিধুয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য  
প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-  
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে  
শ্রীসূর্য্যসোমবংশানুকীর্ণনে যদুবংশানুকীর্ণনং  
নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—( অথ ) সঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) কুরাণাং  
( দুর্যোধনভীমাদীনাং ) অন্তঃসমুখকলিনা ( অন্তঃ-  
সমুখেন কলিনা নিমিত্তেন ) পৃথ্যাঃ গুরুভরং ক্ষপয়ন্  
( নাশয়ন্ ) যুধি ( সংগ্রামে ) ভূপচম্বঃ ( ভূপানাং চম্বঃ )  
দৃষ্ট্যা এব বিধুয় ( সংহত্য ) বিজয়ে ( অর্জুনে ) জয়ং  
( অর্জুনে জিতং ইতি এবং ) উদ্বিঘোষ্য ( উদগোষং  
কৃত্বা ) উদ্ধবায় চ পরং ( তত্ত্বং ) প্রোচ্য ( উপদিশ্য )  
স্বধাম ( নিজং লোকং ) সমগাৎ ( স্বেনৈব রূপেণ  
জগাম ) ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়স্যন্বয়ঃ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের অন্তঃ-  
সমুখ কলহ ( গৃহবিবাদ ) নিমিত্ত পৃথিবীর গুরুভার  
বিনাশপূর্ব্বক দৃষ্টিদ্বারা যুদ্ধস্থলস্থিত ভূপসেনাগণকে  
সংহার করিয়া, ‘অর্জুনেরই জয় হইল’ এইরূপ  
খ্যাপনপূর্ব্বক এবং উদ্ধবকে পরতত্ত্ব উপদেশপূর্ব্বক  
স্বরূপে স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—ভূভারহরণপ্রয়োজনমাহ,—পৃথ্যা ইতি ।  
ভূপচম্বঃ ভূপচম্বঃ দৃষ্টেব বিধুয় তৎপ্রয়োজনমাহ,—  
বিজয়ে অর্জুনে জয়ং উৎকর্ষণে বিঘোষ্য অর্জুনে  
জিতমিতি জনেষু খ্যাপয়িত্বৈত্যর্থঃ । ভক্তিজ্ঞান-  
বৈরাগ্যপ্রখ্যাপনমপেকং প্রয়োজনং তদাহ,—  
প্রোচ্যতি । স্বধাম দ্বারকাং সমগাৎ সঙ্গতঃ প্রাপ্তো  
বভূব প্রপঞ্চগোচরতাং পরিত্যজ্যতি ভাবঃ । নারা-  
য়ণস্বরূপেণ স্বধাম বৈকুণ্ঠং চাগাৎ ॥ ৬৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিণ্যাং হর্ষিণাং ভক্তচেতসাম্ ।  
নবমস্য চতুর্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

মন্তসিকৌ নিমজ্জন্তমন্তঃসন্তঃপসন্দিভম্ ।  
কুরাণাদৃষ্টিযষ্টেব সন্তঃ কর্ষন্ত মাং ততঃ ॥  
বৈশাখশুক্লপঞ্চম্যাং রাধাকৃষ্ণসরস্তুটে ।  
নবমস্কন্ধটীকেয়মবাপ পরিপূর্ণতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূভার হরণের প্রয়োজন  
বলিতেছেন—‘পৃথ্যাঃ’ ইত্যাদি । ‘ভূচম্বঃ’—পৃথিবীস্থ  
রাজগণের সেনাসমুদয় দৃষ্টিমাত্র দ্বারাই সংহার  
করিয়া, তাহার প্রয়োজন বলিতেছেন—‘বিজয়ে’,  
অর্জুনের বিজয়বর্তা সর্ব্বতোভাবে ঘোষণা করিয়া,  
অর্থাৎ অর্জুনেই সকলকে জয় করিয়াছেন, ইহা জন-  
গণের নিকট প্রখ্যাপন করিয়া, এই অর্থ । তদ্রূপ  
ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রখ্যাপনও একটি প্রয়োজন,  
তাহা বলিতেছেন—( ‘প্রোচ্য উদ্ধবায়’, উদ্ধবের নিকট  
পরমতত্ত্ব উপদেশ করিয়া, ‘স্বধাম সমগাৎ’—স্বধাম  
দ্বারকাতে প্রপঞ্চ জনের গোচরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক  
অবস্থান করিলেন এবং নারায়ণ-স্বরূপে স্বধাম বৈকুণ্ঠে  
গমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

ইতি ভক্তচিন্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’  
টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জত-সম্মত চতুর্বিংশ অধ্যায়  
সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

আমি অপরাধ-সিক্কিতে নিমজ্জিত ও অন্তঃসন্তপে  
বদ্ধ হইয়াছি, অতএব সজ্জনগণ করুণাদৃষ্টিরূপ  
যষ্টিদ্বারা আমাকে আকর্ষণ করুন ॥

বৈশাখ মাসের শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীরাধা-  
কৃষ্ণের তটে নবম স্কন্ধের এই টীকা পরিপূর্ণতা লাভ  
করিল ( সমাপ্ত হইল ) ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী-ঠাকুর বিরচিত  
শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের-  
‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের  
মধ্য, তথ্য ও বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্বিংশাধ্যায়ের  
গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।



## নবম-স্কন্ধের পরিশিষ্ট

বর্তমান যুগে কেবল শৌর্যপরম্পরায় বর্ণ-নিরাপণ-প্রথার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রথা যে আধুনিক, শাস্ত্রবিগহিত এবং কালপ্রভাবে মাত্র প্রচলিত, উহা বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, মহাপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে। শাস্ত্র বলেন—সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যযুগে ‘হংস’ নামে একটী মাত্র বর্ণ ছিল, ত্রেতারঞ্জে চন্দ্রবংশীয় বুধের পুত্র রাজা পুরুরবা হইতে কৰ্ম্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়, (ভাঃ ৯।১৪।৪৮-৪৯) তৎকালে গুণ ও কৰ্ম্মের বিভাগ অনুসারে বিভিন্ন বর্ণবিভাগ হয়। লক্ষণ অনুসারে বর্ণনিরাপণ-প্রথাই যে সৰ্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও সৰ্ব্বাপেক্ষা সমীচীন, তদ্বিময়ে কোন সন্দেহ নাই।

“ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সৰ্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।  
ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বসৃষ্টং হি কৰ্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥”

শূদ্রে তু যন্তবেল্লক্ষণং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যাতে।

ন হি শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

—প্রভৃতি মহাভারতীয় বাক্য এবং “যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিবিজ্ঞকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যত তন্তেনৈব বিনিদ্দিশেৎ ॥” —ইত্যাদি সপ্তম-স্কন্ধীয় শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যগুলি এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য।

নবম-স্কন্ধ-পাঠে আমরা জানিতে পারি, মনুতনয় পৃথক্ ক্ষত্রিয় হইয়াও অজ্ঞাত গোবধ জন্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, আবার মনুতনয় দিগেটের পুত্র কৰ্ম্মানুসারে বৈশ্যতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় মাক্রাতা হইতে ষষ্ঠ অধস্তন ত্রিবন্ধনের পুত্র ত্রিশঙ্কু অন্যায় কার্যের জন্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মনুতনয় করায় হইতে কারায়-ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাঁহার ভ্রাতা ধৃষ্ট ধাক্তৃগণ উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণতা লাভ করেন (ভাঃ ৯।২।১৬-১৭)।

মনুতনয় নরিস্যন্ত হইতে দশম অধস্তন দেবদত্ত। ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন মহর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণ-বংশ উৎপন্ন করেন। নরিস্যন্তের বংশপরম্পরা—১। নরিস্যন্ত, ৩। চিত্রসেন, ৩। ঋক্ষ, ৪। মীতান, ৫। পূর্ণ, ৬। ইন্দ্রসেন, ৭। বীতিহোত্র, ৮। সত্যশ্রবা, ৯।

উরুশ্রবা, ১০। দেবদত্ত এবং ১১। অগ্নিবেশ্য। এই অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হইয়াছে, (ভাঃ ৯।২।১-২২)।

চন্দ্রবংশে হোত্রক হইতে জহু মূনি জন্মগ্রহণ করেন (ভাঃ ৯।১৫।১-৪)।

চন্দ্রবংশের পরম্পরা—১। চন্দ্র, ২। বুধ, ৩। পুরুরবা, ৪। আয়ু, শ্রুতায়ু, রয়, জয় ও বিজয়, ৫। ভীম, ৬। কাঞ্চন, ৭। হোত্র, ৮। জহু, ৯। পুরু, ১০। বলাক, ১১। অজক, ১২। কুশ, ১৩। কুশাম্বু বা কৌশিক এবং ১৪। গাধি।

চন্দ্রবংশীয় চতুর্দশ অধস্তন গাধির বংশে বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি। ইনি তৎপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার মধুহন্দ নামে একশত পুত্র ছিল। এই মধুহন্দ নামক পুত্রগণ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পুরুষ-পশুরূপে বিক্রীত অজীগর্ভতনয় গুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে অঙ্গীকার করায় ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত শ্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৯।১৬।২৮-৩৭ শ্লোক আলোচ্য।

চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ, তাহার পুত্র সুহোত্র ও তৎপুত্র গৃৎসমদ। গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র বহুবচ প্রবর মূনি হন। (ভাঃ ৯।১৭।১)।

কাশ্যঃ কুশো ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।

চন্দ্রবংশীয় যযাতি রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কংব ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রকল্প ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয়—১। পুরু, ২। জনমেজয়, ৩। প্রচিন্বান, ৪। প্রবীর, ৫। মনসূ, ৬। চারুপদ, ৭। সুদ্যা, ৮। বহগব, ৯। সংযাতি, ১০। অহংজাতি, ১১। রৌদ্রাশ্ব, ১২। ঋতেয়ু, ১৩। রন্তিনাব, ১৪। অপ্রতিরথ, ১৫। কংব, ১৬। মেধাতিথি, ১৭। প্রকল্পাদি দ্বিজ। আবার রন্তিনাবের পুত্র সুমতিতনয় রেডি হইতে ক্ষত্রিয় দুয়ন্তের উৎপত্তি—(ভাঃ ৯।২০।২-৭)।

পুরুবংশীয় রাজা দুয়ন্তের পুত্র ভরত নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মরুদগণ রুহম্পতির ঔরসে উত্থা ঋষির পত্নী ‘মমতা’র গর্ভজাত পুত্র ভরদ্বাজকে দত্তক-পুত্ররূপে ভরতের নিকট সমর্পণ করেন। ভরতের দত্তক পুত্র হইয়া ভরদ্বাজ ‘বিতথ্য’ নামে বিখ্যাত হন। এই বিতথ্যের পুত্র মন্য ও তৎপুত্র রুহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীৰ্য্য, নর এবং গর্গ। নরের পুত্র সংকৃতি, তৎপুত্র গুরু এবং রুত্তিদেব। ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। মহাবীৰ্য্য সন্তান দুরিতক্ষয়ের ত্র্য্যাক্ষণি, কবি, পুরু-রাক্ষণি, এই তিন পুত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। রুহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তিনাপুর-নির্মাতা হস্তী। হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন পুত্রের মধ্যে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। অজমীঢ়ের ‘নৃপ’ নামক সন্তান হইতে পঞ্চম অধস্তন ভর্ম্যাস্থের উৎপত্তি। ভর্ম্যাস্থের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম মুদগল হইতে মৌদগল্য নামক

ব্রাহ্মণগোত্র নির্বৃত্ত হয়। মুদগল্যের পুত্র দিবোদাস এবং কন্যা অহল্যা। অহল্যার গর্ভে গৌতম ও শতানন্দ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ( ভাঃ ৯।২১।১৯-৩৩ ) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।১১।৩৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—শমাদি গুণ দর্শন দ্বারা ব্রাহ্ম-গাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। কেবল শৌক্ল-পরম্পরায় জাতিনির্ণয়-প্রথা গৌণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে যে সকল অশৌক্ল বিপ্র-মনীষি নিজ শমদমাদি গুণপ্রভাবে সংস্কার গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন এবং তদীয় অধস্তনবর্গকে বিপ্রত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত মহাপুরাণের দশ-বিধ লক্ষণের অন্যতম ঈশানুকথা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অতীব সুচারুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণেও পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত বংশানুচরিত বর্ণন প্রসঙ্গেও এইরূপ অসংখ্য আখ্যায়িকার অভাব নাই।

